



কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ রাজশেখর বসু

সৌমিত্র বললেন চরিত্রগণের হৃদয়লোকে কবিকে নমস্কার করে গ্রামে বাসাপ্রাপ্ত মহাত্মার তঁকণা আরম্ভ করছি। কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পুস্তককে লেখেন। এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন... ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের বিস্তারিত গাণ্ডারীর দয়ালুতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর বৈদ্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং কৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দুর্য্যোধ্য বিবর্তন করেছেন। ...পূর্বকালে দেবতারা তুলানো ওজন করে দেখাছিলেন যে উপনিষদসকল তার বেদের তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহাযজ্ঞ ও ভারবাহ্য্য অধিক দেখানাই এর নাম মহাভারত।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

মহাভারত

॥ সারানুবাদ ॥

রাজকোথর বসু

ভূমিকা, বিষয়সূচী, অষ্টাদশ পর্ব এবং গ্রন্থে
বহু উক্ত ব্যক্তি স্থান ও অস্ত্রাদির বিবরণ
সংবলিত পরিশিষ্ট

শ্রীমৎ সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাট্টোজ্য স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রকাশক : শ্রীমতি সরকার
এম. সি. সরকার & সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চৌধুরী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রণ : ১৩৫৬	সপ্তম মুদ্রণ : ১৩৮২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৬২	অষ্টম মুদ্রণ : ১৩৮৬
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৬৫	নবম মুদ্রণ : ১৩৮৮
চতুর্থ মুদ্রণ : ১৩৭০	দশম মুদ্রণ : ১৩৯৪
পঞ্চম মুদ্রণ : ১৩৭৩	একাদশ মুদ্রণ : ১৪১০
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ১৩৭৮	দ্বাদশ মুদ্রণ : ১৪১৪
ত্রয়োদশ মুদ্রণ : ১৪১৮	

মূল্য : দুশো কুড়ি টাকা

ISBN-81-7157-006-2

মুদ্রণ :
প্রিন্ট ও গ্রাফ
৯/সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭০০০৭৩

pathagana.net

କୃଷ୍ଣଦ୍ୱିପାୟନ ବ୍ୟାସ କୃତ ମହାଭାରତ

ମାରାଜୁବାଦ—ରାଜଶେଖର ବନ୍ଧୁ

pathagor.net

আৰ্ষসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে, আৰ্ষসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সংগে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ... ইহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।

— রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।'

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ... হয়তো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিন্তাবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের, — ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্রে ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

— রামেন্দুসুন্দর, 'মহাকাব্যের লক্ষণ।'

ভূমিকা

কৃষ্ণশ্বেপায়ন ব্যাসের মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ এবং জগৎবিখ্যাত গ্রন্থসমূহের অন্যতম। প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই বিশাল গ্রন্থ বা তার অনুবাদ আগাগোড়া পড়া সাধারণ লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য। যারা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের দৃষ্টিতে সমগ্র মহাভারতই পুরাবৃত্ত ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল্য ভান্ডার; এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক মহাভারতের আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষ্ঠানিক বহু সন্দর্ভ তাঁদের পক্ষে নীরস ও বাধাস্বরূপ।

এই পুস্তক ব্যাসকৃত মহাভারতের সারাংশের অনুবাদ। এতে মূল গ্রন্থের সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ পাঠকের যা মনোরঞ্জন নয় সেই সকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তারিত বংশদ্ভালিকা, যুদ্ধবিবরণের বাহুল্য, রাজনীতি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের মূর্তি, এবং পুনরুক্ত বিষয়। স্থলবিশেষে নিতান্ত নীরস অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সারানুবাদের উদ্দেশ্য — মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য করা।

মহাভারতকে সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পঞ্চম বেদ স্বরূপ ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। যেসকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাই সংগ্রহ করে মহাভারত সংকলিত হয়েছে। এতে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি যেসকল দার্শনিক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাত্মবিদ্যার্থীর অধ্যয়নের বিষয়। প্রহ্লাদেবীর কাছে মহাভারত অতি প্রাচীন সমাজ ও নীতি বিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভান্ডার। ভূগোল জীবতত্ত্ব পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। প্রচুর কাব্যরস থাকলেও মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হয় না, ইতিহাস নামেই এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — ‘ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।’

মহাভারতে সত্য ঘটনার বিবরণ কতটা আছে, কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ মূলত কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ কিনা, পাণ্ডু albino ছিলেন কিনা, কুন্তীর বহুদেবভক্তনা এবং একই কন্যার সহিত পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রাতার বিবাহ কোনও বহুভর্তৃক (polyandrous) জাতির সূচনা করে কিনা, যুধিষ্ঠিরাদির পিতামহ কৃষ্ণশ্বেপায়নই আদি: মহাভারতের রচয়িতা কিনা, ইত্যাদি আলোচনা এই ভূমিকার অধিকারবাহিত। মহাভারতে আছে, কৃষ্ণশ্বেপায়ন ব্যাস এই গ্রন্থের রচয়িতা; তিনি তাঁর পৌত্রের

প্রপৌত্র জনমেজয়ের সম্পর্কে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। শাস্ত্রবিশ্বাসী প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খ্রী-পূ. ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, এবং তার কিছুকাল পরে মহাভারত রচিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আদিগ্রন্থের রচনাকাল খ্রী-পূ. চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দের মধ্যে, খ্রীষ্টজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছে। বস্কিমচন্দ্রের মতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খ্রী-পূ. ১৫৩০ বা ১৪৩০, তিব্বত ও অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে প্রায় ১৪০০। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থে বস্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ‘যুদ্ধের অনঙ্গ পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধ আছে তাহার উচ্ছেদ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।’ স্বতঃস্ফূর্ত মহাভারতের সমস্তটা এক কালে রচিত না হ’লেও এবং তাতে বহু লোকের হাত থাকলেও সমগ্র রচনাই এখন কৃষ্ণবৈশম্পায়ন ব্যাসের নামে চলে।

মহাভারতকথা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিচিত্র সংমিশ্রণ, পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বপ্নদৃষ্ট লোকে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে দেবতা আর মানুষের মধ্যে অবাধে মেলামেশা চলে, ঋষিরা হাজার হাজার বৎসর জীবিত থাকেন এবং মাঝে মাঝে অসুরেরা পাল্লায় পড়ে নাকাল হন; তাঁদের তুলনায় হাইবেলের মেথুসেলা অল্পায়ু শিশুমানুষ। যজ্ঞ করাই রাজাদের সব চেয়ে বড় কাজ। বিখ্যাত বীরগণ যেসকল অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অস্ত্র তুচ্ছ। লোকে কথায় কথায় শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা যায় না। স্ত্রীপুরুষ অসংকোচে তাদের কামনা ব্যক্ত করে। পুরুষের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রের পুরে পোলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিছুই অসম্ভব গণ্য হয় না; গরুড় গজসিংহ খান, এমন সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়; কুরুক্ষেত্রের জন্য নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের বোপ বা কলসীতেও দ্রব্যের কাজ হয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, অতিপ্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন এই পরিবেশে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সংখ্যক এবং মাপেরই সমান। মহাভারতে যা মধ্য অংশ, কুরুপাণ্ডবীয় আখ্যান, তার মনোহারিতা অপ্রাকৃত ব্যাপারের চাপে নষ্ট হয় নি। স্বাভাবিক মানবচরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত, নৈতিকীয় ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রতিহিংসা, মহত্ব ও নীচতা, নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আজকাল যাকে ‘মনস্তত্ত্ব’ বলা হয়, অর্থাৎ গল্পবর্ণিত নরনারীর আচরণের আকস্মিকতা এবং জটিল প্রণয়ব্যাপার, তারও অভাব নেই। অতিপ্রাচীন ব্যাস ঋষি যেকোনও অর্বাচীন গল্পকারকে এই বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারেন।

জীবন্ত মানুষের চরিত্রে যত জটিলতা আর অসংগতি দেখা যায় গল্পবর্ণিত চরিত্রে ততটা দেখালে চলে না। নিপুণ রচয়িতা যখন বিরুদ্ধ গুণাবলীর সমাবেশ

করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতান্ত অসম্ভব না ঠেকে। বাস্তব মানবচরিত্র যত বিপরীতধর্মী, কল্পিত মানবচরিত্র ততটা হ'তে পারে না, বেশী টানাটানি করলে রসভঙ্গ হয়, কারণ, পাঠকসাধারণের প্রত্যয়ের একটা সীমা আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যের লেখকরা বরং অতিরিক্ত সরলতার দিকে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা ছাঁচে ঢালা পালিশ করা প্রাণী, তাদের চরিত্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই। রঘুবংশের দিলীপ রঘু অজ্ঞ প্রভৃতি একই আদর্শে কল্পিত। মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কিন্তু এতে বহু চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে তা দূর্লভ। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে মহাভারতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। মহাভারত সাহিত্য গ্রন্থ, এতে বহু রচয়িতার হাত আছে এবং একই ঘটনার বিভিন্ন কিংবদন্তী গ্রথিত হয়েছে। মূল আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিন্তু পরে বহু লেখক তাতে যোগ করেছেন। এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত বিরাট পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ গড়বেন, মূল প্ল্যান থেকে কোথাও বিচ্যুত হবেন না। মহাভারত তাজমহল নয়, বারোয়ারী উপন্যাসও নয়।

সকল দেশেই কুস্তীলক বা plagiarist আছেন যারা পরের রচনা চুরি করে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুস্তীলকের বিপরীতই বেশী দেখা যায়। এরা কবিবংশঃপ্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গুঁজে দিয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকার বহু রচয়িতা ব্যাসের সহিত একাত্মা হবার ইচ্ছায় মহাভারতসমুদ্রে তাঁদের ভাল মন্দ অর্থ্য প্রক্ষেপ করেছেন। বিষ্ণুমচন্দ্র যাকে মহাভারতের বিভিন্ন স্তর বলেছেন তা এইরূপে উৎপন্ন হয়েছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পাকা করবার জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে দিয়ে অনর্থক অলৌকিক লীলা দেখিয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোচিত অপকর্ম করিয়েছেন। কেউ সর্বাধিপত্য পেলেই মহাদেবের মহিমা কীর্তন করে তাঁকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ বা গো-ব্রাহ্মণের মহাশ্রা, ব্রত-উপবাসাদির ফল বা স্ত্রীজাতির কুংসা প্রচার করেছেন, কেউ বা আশাঢ়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুমচন্দ্র উত্তম হলে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ ছািে ভস্ম মাখামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এইতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায় তাহাই ঋষিবাক্য, অদ্রান্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।'

বিষ্ণুমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের জন্য তথ্য খুঁজছিলেন তাই তাঁকে বিড়ম্বনা স্বীকার করতে হয়েছে! কিন্তু যিনি কথাগ্রন্থ হিসাবেই মহাভারত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবার কারণ নেই। তিনি প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রন্থে বহু লোকের হাত আছে, তার ফলে উত্তম মধ্যম ও অধম রচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসঙ্গে পড়তে হবে। কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে কোনও বাধা

হয় না। সহৃদয় পাঠক এই জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে পড়তে পারবেন। তিনি এর প্রের্ষ প্রসঙ্গসমূহ মন্থ্যচিত্তে উপভোগ করবেন এবং কুরাচিত বা উৎকট যা পাবেন তা সকৌতুকে উপেক্ষা করবেন।

মহাভারতে যে ঘটনাগত অসংগতি দেখা যায় তার কারণ — বিভিন্ন কিংবদন্তীর যোজনা। চরিত্রগত অসংগতির একটি কারণ — বহু রচয়িতার হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ — প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপন্থীত সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগম্য হতে পারে না। মহামতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে দক্ষিণা দিতে বললেন, অর্জুনও তাতে খুশী। জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পাণ্ডবরা বিনা সন্ধ্যায় এক নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রকে পুড়ে মরতে দিলেন। দুষ্টশাসন যখন চুল ধরে দ্রোণদীকে দ্যুতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রোণদী আকুল হয়ে বললেন, ‘ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবংশগণ এই দারুণ অধর্মচার কি দেখতে পাচ্ছেন না?’ দ্রোণদী বহুবীর প্রশ্ন করলেন, ‘আমি ধর্মনিদুসারে বিজিত হয়েছি কিনা আপনারা বলুন।’ ভীষ্ম বললেন, ‘ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের বথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।’ বীরশ্রেষ্ঠ শিভালরস কর্ণ অশ্বিনবদনে দুষ্টশাসনকে বললেন, ‘পাণ্ডবদের আর দ্রোণদীর বন্দহরণ কর।’ মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চূপ করে বসে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভাবতে লাগলেন। ভীষ্ম-দ্রোণ দুর্যোধনাদির অন্নদাস এবং কৌরবদের হিতসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দুর্যোধনের উৎকট দুষ্টকর্ম সইতেও কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন? তাঁদের কি স্বতন্ত্র হয়ে কিংবা যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকবার উপায় ছিল/না? এ প্রশ্নের আমরা বিশদ উত্তর পাই না। যুদ্ধারম্ভের পূর্বক্ষণে যখন যুদ্ধিষ্ঠির ভীষ্মের পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তখন ভীষ্ম এই বলে আশ্বিনালি জ্ঞানালেন — ‘কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই ক্রীবের ন্যায় তোমাকে বলছি, আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না।’ দ্রোণ ও কৃপও অনুরূপ বাক্য বলেছেন। এঁদের মর্ষাদাবদ্ধি বা code of honour আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। এঁরা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত গোপন করেন না, অথচ যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের বহু নিকট আত্মীয় ও বন্ধুকে অসংকোচে বধ করেছেন।

ভাগ্যক্রমে মহাভারতে চরিত্রগত অসংগতি খুব বেশী নেই। অধিকাংশ স্থলে মহাভারতীয় নরনারী স্বাভাবিক রূপেই চিত্রিত হয়েছে, তাদের আচরণ আমাদের অবোধ নয়। যেটুকু জটিলতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জীবন্ত মানুষকে চোখের সম্মুখে দেখতে পাই। মূল আখ্যানের ব্যাস শান্তনু ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর দ্রোণ অশ্বখামা পণ্ডপাণ্ডব দ্রোণদী দুর্যোধন কর্ণ শকুনি কৃষ্ণ সত্যভামা বলরাম শিশুপাল শল্য

অম্বা-শিশুশ্রী প্রভৃতি, এবং উপাখ্যানবর্ণিত কচ দেবযানী শর্মিষ্ঠা বিদূলা নল দময়ন্তী স্বাশ্রয় সাবিদ্রী প্রভৃতি, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল কয়েকজনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি। —

কৃষ্ণশৈবায়ন ব্যাস বিচিত্রবীৰ্যের বৈপ্লব্য দ্রাভা, তাঁকে আমরা শান্তনু থেকে আরম্ভ করে জনমেজয় পর্যন্ত সাতপদ্রবের সমকালবর্তী রূপে দেখতে পাই। ইনি মহাজ্ঞানী সিম্বপদ্রব, কিন্তু সপদ্রব মোটেই নন। শাশুড়ী সত্যবতীর অনুরোধে অম্বিকা ও অম্বালিকা অত্যন্ত বিতৃষ্ণায় ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন; অম্বিকা চোখ বদজে ভীষ্মাদিকে, ভেবেছিলেন, অম্বালিকা ভয়ে পাশুপত্ব হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্র-পাশু-বিদুরের জন্মদাতা, কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুসারে অপরের ক্ষেত্রে উৎপাদিত এই সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। উদাসীন হলেও তিনি কুরুপাণ্ডবের হিতকামী, *deus ex machina*র ন্যায় মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে সংকটমোচন এবং সমস্যার সমাধান করেন।

ভীষ্মাচারীর মহত্ব আমাদের অভিভূত করে। তিনি দ্যুতসভায় দ্রোণদীকে রক্ষা করেন নি — এ আমরা ভুলতে পারি না; কিন্তু অনুমান করতে পারি যে তৎকালে তাঁর নিশ্চেষ্টতা, যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান, এবং পরিশেষে পাণ্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ — এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী কর্তব্যবুদ্ধি। তিনি তাঁর কামদু পিতার জন্য কুরুরাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করলেন, চিরকুমাররত নিয়ে দুই অপদার্থ বৈমাত্র দ্রাভা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্যের অভিভাবক হলেন, এবং আজীবন নিষ্কামভাবে দ্রাভার বংশধরদের সেবা করলেন। তাঁর পিতৃ-ভক্তিতে আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনুপযুক্ত কারণে তিনি এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভীষ্ম তাঁর দ্রাভার জন্য ক্ষত্রিয় রীতি অনুসারে কাশীরাজ্যের তিন কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা অম্বা শাম্বরাজ্যের অনুরাগিণী জেনে তাঁকে সম্মানে শাম্বের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অভাগিনী অম্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংকল্প করলেন যে ভীষ্মের বধসাধন করবেন। অম্বার এই ভীষণ আক্রোশের উপযুক্ত কারণ আমরা খুঁজে পাই না। উদযোগপর্বে আছে, পরশুরাম ভীষ্মকে বলেছিলেন, 'তুমি একে গ্রহণ করে বংশরক্ষা কর।' ভীষ্ম সম্মত হন নি। অম্বার মনে কি ভীষ্মের প্রতি প্রচলিত অনুরাগ জন্মেছিল? ভীষ্ম-অম্বার প্রণয় কল্পনা করে বাংলায় একাধিক নাটক রচিত হয়েছে।

দ্রোণ দ্রুপদের বাল্যসখা, কিন্তু পরে অপমানিত হওয়ায় দ্রুপদের উপর তাঁর ক্রোধ হয়েছিল। কুরুপাণ্ডব রাজকুমারদের সাহায্যে দ্রুপদকে পুরাস্ত করে দ্রোণ পাণ্ডুরাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন। তার পরে দ্রুপদের উপর তাঁর আর

ক্লোষ ছিল না, কিন্তু দ্রুপদ প্রতিশোধের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। উদারস্বভাব দ্রোণ তা জেনেও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে অশ্বশিক্ষা দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দ্রোণের হস্তেই দ্রুপদের মৃত্যু হ'ল, ধৃষ্টদ্যুম্নও পিতৃহত্যার শিরশেছদ করলেন। কৌরবপক্ষে থাকলেও দ্রোণ অজ্ঞানের প্রতি তাঁর পক্ষপাত গোপন করেন নি, এজন্য তাঁকে দুর্যোধনের বহু কট্টবাক্য শুনতে হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র অব্যবস্থিতিচিন্ত, তাঁর নীচতা আছে উদারতাও আছে, দুর্যোধন তাঁকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন। দ্যুতসভায় বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, 'মহারাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকক্ষয় হবে। যনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মন্ত্রণা করেছেন তা আমি জানি।' এই অস্থিরমতি হতভাগ্য অন্ধ বৃদ্ধের ধর্মবদ্বিশিষ্ট মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, তখন তিনি দুর্যোধনকে ধমক দেন। সংকটে পড়লে তিনি বিদুরের কাছে মন্ত্রণা চান, কিন্তু স্বার্থত্যাগ করতে হবে শুনলেই চটে ওঠেন। ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক ইচ্ছা যুদ্ধ না হয় এবং দুর্যোধন যা অন্যায় উপায়ে দখল করেছেন তা বজায় থাকে। কৃষ্ণ যখন পান্ডবদ্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে আসেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ঘৃণ দিয়ে বশে আনবার ইচ্ছা করেছিলেন। দারুণ শোক পেয়ে শেষ দশায় তাঁর স্বভাব পরিবর্তিত হ'ল, যুধিষ্ঠিরকে তিনি পুত্রতুল্য জ্ঞান করলেন। আশ্রমবাসিক-পর্বে বনগমনের পূর্বে প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র যা বলেছেন তা সদাশয়তার পরিচায়ক।

গান্ধারী মনস্বিনী, তিনি পুত্রের দুর্বৃত্ততা ও স্বামীর দুর্বলতা দেখে শঙ্কিত হন, ভৎসনাও করেন, কিন্তু প্রতিকার করতে পারেন না। শতপুত্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের উপর তাঁর অতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ হয়েছিল, কিন্তু তা দীর্ঘকাল রইল না। পারিশেষে তিনিও পান্ডবগণকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করলেন।

কুন্তী দৃঢ়চরিত্রা তেজস্বিনী বীরনারী, দ্রোণদীর যোগ্য শাসনুড়ী। তিনি যখনই মনে করেছেন যে পুত্রেরা নিরুদ্যম হয়ে আছে তখনই অনতিতীক্ষ্ণ বাক্যে তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। উদ্‌যোগপর্বে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'পুত্র, তুমি মন্দমতি, শ্রোত্রিয় রাহুণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা ক'রে তোমার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ।'।

যুধিষ্ঠির অজ্ঞানের তুল্য কীর্তিমান নন, কিন্তু তিনিই মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষ। তাঁকে নির্বোধ বললে অবিচার হবে, কিন্তু দ্যুতপ্রিয়তা উদারতা ও ধর্মভীরুতার জন্য সময়ে সময়ে তিনি কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সাধারণত তাঁর ক্লোষ অল্প সেজন্য প্রতিশোধের প্রবৃত্তি তীক্ষ্ণ নয়; কিন্তু কদাচিত্ত তিনি অত্যন্ত রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যেমন কণপর্বে অজ্ঞানের উপর। তিনি বিশেষ যুদ্ধপটু নন, সেজন্য তাঁর ভ্রাতৃত্বা তাঁকে একটু আড়ালে রাখেন, তথাপি মাঝে মাঝে তিনি বীরত্ব দেখিয়েছেন। দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের প্ররোচনায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি মিথ্যা

বলেছেন, কিন্তু সাধারণত পাপপুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার না করে তিনি কোনও কর্ম করেন না, এজন্য দ্রোপদী আর ভীমের কাছে তাঁকে বহু ভৎসনা শুনতে হয়েছে। যদ্বিষ্ঠির অহংবুদ্ধি বড় বেশী, তার ফলে কেবলই নিজেকে পাপী মনে করে মনস্তাপ ভোগ করেন। বার বার তাঁর মূখে বৈরাগ্যের কথা শুনে ব্যাসদেবও বিরক্ত হয়ে তাঁকে ভৎসনা করেছেন। যদ্বিষ্ঠির ভালমানুষ হ'লেও দুর্ভাগ্য, যা সংকল্প করেন তা থেকে টলেন না। অবস্থা বিশেষে তিনি realistও হ'তে পারেন। কপট উপায়ে দ্রোণবধের জন্য অর্জুন যদ্বিষ্ঠিরকে তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু যদ্বিষ্ঠির বিশেষ অনুতপ্ত হন নি। অশ্বথামা যখন নারায়ণাস্ত্রে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছিলেন তখন অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখে যদ্বিষ্ঠির দ্রোণের অন্যায় কার্যাবলীর উল্লেখ করে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আমাদের সেই পরম সুহৃৎ নিহত হয়েছে, অতএব আমরাও সবাশ্ববে প্রাণত্যাগ করব।' ভীম নাভির নিম্নে গদাপ্রহার করে দুর্যোধনের উরুভাগ করলেন দেখে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভৎসনা করে চলে গেলেন। তখন যদ্বিষ্ঠির বিষন্ন হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা করে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম।' যদ্বিষ্ঠিরের মহত্ব সব চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে শেষ পর্বে। তিনি স্বর্গে এলে ইন্দ্র তাঁকে ছলক্রমে নরকদর্শন করতে পাঠালেন। যদ্বিষ্ঠির মনে করলেন তাঁর ভ্রাতারা ও দ্রোপদী সেখানেই যন্ত্রণাভোগ করেছেন। তখন তিনি স্বর্গের প্রলোভন ও দেবতাদের অনুরোধ পরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে বললেন, 'আমি ফিরে যাব না, এখানেই থাকব।'

ভীমকে বশিষ্ঠচন্দ্র বলেছেন, 'রক্তপ রাক্ষস।' যদ্বিষ্ঠিরের মূখে অশ্বথামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রোণ যখন অবসন্ন হয়েছেন তখন ভীম নির্মম ভাষায় দ্রোণকে তিরস্কার করলেন। ভীম কতৃক দুর্যোধানের রক্তপানের বিবরণ ভীষণ ও বীভৎস। তথাপি সাধারণ লোকে এই স্থূলবুদ্ধি হঠকারী প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্দয় লোকটিকে স্নেহ করে। ভীম তাঁর বৈমাণ ভ্রাতা হনুমানের মত আরাধ্য হ'তে না পারলেও জনপ্রিয় হয়েছেন, কারণ তিনি উৎকট অপরাধের উৎকট শাস্তি দিতে পারেন। সেকালের যাত্রার ভীম, যিনি 'দাদা আর গদা' ভিন্ন কিছুই জানতেন না, যখন অয়েলকুথের গদা নিয়ে আসরে নামতেন তখন আবালবৃদ্ধবনিতা উৎফুল্ল হ'ত। ভীম চমৎকার কুয়ুস্তি দিতে পারেন। বনবাসে তের মাস যেতে না যেতে তিনি অধীর হয়ে যদ্বিষ্ঠিরকে বললেন, 'কৃষক যেমন অল্পপরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বহু ধর্ম লাভ করেন। ... সোমলতার প্রতিনিধি যেমন পুতিকা, সেইরূপ বৎসরের প্রতিনিধি মাস। আপনি তের মাসকেই তের বৎসর গণ্য করুন। যদি এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধু-স্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন। ভীম মাংসলোভী পেটুক ছিলেন এবং তাঁর গৌরবাড়ির অভাব ছিল; কণ তাঁকে ঔদরিক

আর তদবরক (মাকুন্দ) বলে খেপাতেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'ভীম, অস্ত্রলোকে উদরের জন্যই প্রাণিহিংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অস্পাহারে জঠরাগ্নি প্রশমিত কর।' ধৃতরাষ্ট্রাদির অপরাধ ভীম কখনই ভুলতে পারেন নি, যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত পুত্রহীন জ্যেষ্ঠতাতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতেও তিনি আপত্তি করেছেন। তাঁর গজনা সহিতে না পেয়েই ধৃতরাষ্ট্র বনে যেতে বাধ্য হলেন।

অর্জুন সর্বগুণান্বিত এবং মহাভারতের বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি কৃষ্ণের সখা ও মন্ত্রশিষ্য, প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির অস্ত্রশিক্ষক, নানা বিদ্যায় বিশারদ এবং অতিশয় রূপবান। মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত লক্ষণ তাঁর আছে, এই কারণে এবং অত্যধিক প্রশস্তির ফলে তিনি কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছেন। অর্জুন ধীরপ্রকৃতি, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠির তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'তোমার গান্ডীব ধনু অন্যকে দাও।' তাতে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে কাটতে গেলেন, অবশেষে কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্বক্ষেণে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতার উপদেশ শুনিয়েছিলেন তা পেয়ে জগতের লোক ধন্য হয়েছে। অর্জুনের 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' দূর হয়েছিল, কিন্তু কোনও স্থায়ী উপকার হয়েছিল কিনা সন্দেহ। আশ্বমেধিকপর্বে অর্জুন কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করেছেন যে যুধিষ্ঠির দোষে তিনি পূর্বের উপদেশ ভুলে গেছেন।

নকুল-সহদেবের চরিত্রে অসামান্যতা বেশী কিছু পাওয়া যায় না। উদ্‌যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদ্বন্দ্বত হয়ে হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন নকুল তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে।' কিন্তু সহদেব বললেন, 'যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে।' মহাপ্রস্থানিকপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'সহদেব মনে করতেন তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ কেউ নেই। ... নকুল মনে করতেন তাঁর চেয়ে রূপবান কেউ নেই।'

মহাভারতে সকল পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ভীমের পত্নী হিড়িম্বা এবং অর্জুনের পত্নী উলুপী চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রা ছাড়া আর সকলের স্থান আখ্যানমধ্যে নগণ্য।

দ্রৌপদী সীতা-সাবিত্রীর শ্রেণীতে স্থান পান নি, তিনি নিত্যস্মরণীয় পঞ্চকন্যার একজন। দ্রৌপদী সর্ব বিষয়ে অসামান্য, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্য কোনও নারী তাঁর তুল্য জীবন্ত রূপে চিত্রিত হন নি। তিনি অতি রূপকর্তী, কিন্তু শ্যামাঙ্গী সেজন্য তাঁর নাম কৃষ্ণা। বার বৎসর বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করতে আসেন। তখন বয়সের হিসাবে দ্রৌপদী যৌবনের শেষ প্রান্তে এসেছেন, তিনি পঞ্চ বীর পুত্রের জননী, তারা ক্ষত্রিয় অস্ত্রশিক্ষা করছে। তথাপি জয়দ্রথ তাঁকে দেখে বলছেন, 'এঁকে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন নেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী।' দ্রৌপদী যখন বিরট-ভবনে সৈরিশ্বরী রূপে এলেন তখন রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁকে দেখে বললেন, 'তোমার

করতল পদতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংসগদগদভাষিণী, সুকেশী, সুস্বতনী, ... কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর ন্যায় সুদর্শনা। ... রাজা যদি তোমার উপর লঙ্ঘ্য না হন তবে তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে, পদ্রুশরা মোহিত হবে না কেন? ... সুন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন।' এই আশঙ্কাতেই সুদক্ষা দ্রৌপদীকে কীচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়েছিলেন। দ্রৌপদী অবলা নন, জয়দ্রুথ ও কীচককে ধাক্কা দিয়ে ভূমিশায়ী করেছিলেন। তিনি অসহিষ্ণু তেজস্বিনী স্পষ্টবাদিনী, তীক্ষ্ণ বাক্যে নিষ্ক্রিয় পদ্রুশদের উত্তোজিত করতে পারেন। তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্ব ৫-পরিচ্ছেদে, উদ্যোগপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে, এবং শান্তিপর্ব ২-পরিচ্ছেদে দ্রৌপদীর খেদ ও ভৎসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্ব সাহিত্যে দুর্লভ। বহু কষ্ট ভোগ ক'রে তাঁর মন তিস্ত হয়ে গেছে, মঙ্গলময় বিধাতায় তাঁর আস্থা নেই। বনপর্ব ৭-পরিচ্ছেদে তিনি যদুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি রুশ্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন।' দ্রৌপদী মাঝে মাঝে তাঁর পণ্ড স্বামীকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, স্বামীরা তা নির্বাবদে সয়ে যান। তাঁরা দ্রৌপদীকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্বে যদুধিষ্ঠির বলেছেন, 'আমাদের এই ভাষা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় রক্ষণীয়।' দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসার কিছুর প্রকারভেদ দেখা যায়। যদুধিষ্ঠির তাঁকে অনেক জ্বালিয়েছেন, তথাপি দ্রৌপদী তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামীকে ভক্তি করেন, অনুকম্পা ও কিণ্ণব অবজ্ঞাও করেন, ভালমানুষ অবদ্বন্দ্ব একগুয়ে গুরুজনকে লোকে যেমন ক'রে থাকে। বিপদের সময় দ্রৌপদী ভীমের উপরেই বেশী ভরসা রাখেন এবং শস্ত্র কাজের জন্য তাঁকেই ফরমাশ করেন, তাতে ভীম কৃতার্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অর্জুন তাঁর প্রথম অনুরাগের পাত্র, পরেও বোধ হয় অর্জুনের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। মহাপ্রস্থানিকপর্বে যদুধিষ্ঠির বলেছেন, 'খনজয়ের উপর এর বিশেষ পক্ষপাত ছিল।' বিদেশে অর্জুন কিছুকাল উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, দ্রৌপদী তা গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু অর্জুন যখন রূপবতী সুভদ্রাকে ঘরে আনলেন তখন দ্রৌপদী অতি দঃখে বললেন, 'কোন্‌তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পদ্রুশবার বন্ধন করলে পদ্রুশের বন্ধন শিখিল হয়ে যায়।' দ্রৌপদীর একটি বৈশিষ্ট্য— কৃষ্ণের সহিত তাঁর স্নিগ্ধ সম্বন্ধ। তিনি কৃষ্ণের সখী এবং সুভদ্রার সখী স্নেহভাগিনী, সকল সংকটে কৃষ্ণই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয়।

দুর্যোধন মহাভারতের প্রতিনায়ক এবং পদ্রুশ পাপী। তাঁর তুল্য রাজ্যলোভী বা প্রভুত্বলোভী ধর্মজ্ঞানহীন দুর্মুখ ক্রুর দুঃরাষ্ট্রা এখনও দেখা যায়, এই কারণে তাঁর চরিত্র আমাদের সুপরিচিত মনে হয়। তিনি আজীবন পাণ্ডবদের অনিষ্ট করেছেন,

নিজেও ঈর্ষা ও বিদ্বেষে দগ্ধ হয়েছেন, তাঁর দুই মন্ত্রণাদাতা কর্ণ ও শকুনি তাতে ইন্দ্রন যদুগিয়েছেন। দুর্যোধন নিয়তিবাদী। সভাপর্বে তিনি বিদুরকে বলেছেন, 'যিনি গভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি জলস্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি।' উদ্যোগপর্বে কংব মর্দুনি তাঁকে সদুপদেশ দিলে দুর্যোধন উরুতে চাপড় মেরে বললেন, 'মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?' কিন্তু শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিতে হয়। দুর্যোধনের অন্ধকারময় চরিত্রে আমরা একবার একটু স্নিগ্ধ আলোক দেখতে পাই। — দ্রোণবধের দিন প্রাতঃকালে সাতাতিককে দেখে তিনি বলেছেন, 'সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়াচার ও পৌরুষকে ধিক — আমরা পরস্পরের প্রতি শরসম্মান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাতাতিক, আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনের লোভে আমরা যুদ্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কি করব?' আশ্রমবাসিকপর্বে প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মৃত পুত্রের সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দবৃদ্ধি দুর্যোধন আপনাদের কাছে কোনও অপরাধ করে নি।' প্রজাদের যিনি মদুখপাত্র তিনিও স্বীকার করলেন, 'রাজা দুর্যোধন আমাদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেন নি।' যদুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দুর্যোধনকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। নারদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'ইনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ ক'রে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন নি।' আসল কথা, দুর্যোধন লৌকিক ফরমুলা অনুসারে স্বর্গে গেছেন। যুদ্ধে মরলে স্বর্গ, অশ্বমেধে স্বর্গ, গঙ্গাস্নানে স্বর্গ; আজীবন কে কি করেছে তা ধর্তব্য নয়।

বীষ্ণুমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।' তিনি কর্ণের গুণাগুণের জমাখরচ ক'বে সদুগুণাবলীর মোটা রকম উদ্ভূত পেয়েছিলেন কিনা জানি না। আমরা কর্ণচরিত্রে নীচতা ও মহত্ত্ব দুইই দেখতে পাই (নীচতাই বেশী), কিন্তু তার সমন্বয় করতে পারি না। বোধ হয় বহু রচয়িতার হাতে প'ড়ে কর্ণচরিত্রের এই বিপর্যয় হয়েছে। কর্ণপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদে অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহদাহ, দ্যুতক্রীড়া, এবং দুর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমস্তেরই মূল দুরাত্মা কর্ণ।' কৃষ্ণ অত্যাঙ্কি করেন নি।

মহাভারতে সব চেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর চরিত্রেই বেশী অসংগতি ঘটেছে। মূল মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান নি। সাধারণত তাঁর আচরণ গীতাদর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তমের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচবধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের

উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ। বাল্মীকিচন্দ্র যা কিছু অপ্রিয় পেয়েছেন সবই প্রক্ষেপ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণকে আদর্শনরথমণী ঈশ্বর ব'লে মেনেছেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেছেন, 'এই মহাত্মা কেশব সেই পরম পুরুষের অষ্টমাংশ।' মৃত্যুর পূর্বে তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন, 'তুমি সনাতন পরমাশ্রয়ী।' অর্জুন কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করলেও সব সময়ে তা মনে রাখতেন না। কৃষ্ণের বিশ্ব-রূপদর্শনে অভিভূত হয়ে অর্জুন বলেছেন, 'তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা ব'লে সম্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর।' স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টফার ইশারউড তাঁদের গীতার মত্ববন্ধে লিখেছেন, 'Arjuna knows this—yet, by a merciful ignorance, he sometimes forgets. Indeed, it is Krishna who makes him forget, since no ordinary man could bear the strain of constant companionship with God.' মহাভারতপাঠে বোঝা যায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বহুবিস্তৃত ছিল না। কৃষ্ণপুরুষ শাস্ত্র দুর্যোধনের জামাতা; দুর্যোধন তাঁর বৈবাহিককে ঈশ্বর মনে করতেন না। উদ্যোগপর্বে তিনি যখন পাণ্ডবদ্বন্দ্ব কৃষ্ণকে বন্দী করবার মতলব করছিলেন তখন কৃষ্ণ সভাস্থ সকলকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, কিন্তু তাতেও দুর্যোধনের বিশ্বাস হ'ল না। যুদ্ধের পূর্বে শকুনিপুরুষ উল্লুককে তাঁর প্রতিনিধিরূপে পাণ্ডবশিবিরে পাঠাবার সময় দুর্যোধন তাঁকে শিখিয়ে দিলেন — 'তুমি কৃষ্ণকে বলবে, ... ইন্দ্রজাল মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহুপ্রকার মায়া দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কাষীসিন্ধু করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পুণ্ড্রিচহাধারী নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি।' সর্বত্র ঈশ্বররূপে স্বীকৃত না হ'লেও কৃষ্ণ বহু সমাজে অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রূপ শৌর্য-বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ গণ্য হ'তেন। তিনি রাজা নন, যাদব অভিজাততন্ত্রের একজন প্রধান মাত্র, কিন্তু প্রতিপত্তিতে সর্বত্র শীর্ষস্থানীয়। তথাপি কৃষ্ণদেবীর অভাব ছিল না। সভাপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উক্ত বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতের রাজা পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের অনুকরণে শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করতেন এবং প্রচার করতেন যে তিনিই আসল বাসুদেব ও পুরুষোত্তম।

অল্প বা অধিক যাই হ'ক, মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তা সর্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যার সত্যতায় সন্দেহের কারণ নেই। দ্রৌপদীর বহুপতিত্বের দোষ ঢাকবার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে। তিনি যদি শঙ্খ গল্পই লিখতেন তবে এই লোকাচারবিরুদ্ধ বিষয়ের

অবতারণা করতেন না। তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত জনশ্রুতি বা ইতিহাস মানতে হয়েছে তাই তিনি এই ঘটনাটি বাদ দিতে পারেন নি। আখ্যানের মধ্যে দ্রোণপন্থী কৃপার উল্লেখ অতি অল্প, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে অল্পকেশী বলা হয়েছে। কৃষ্ণশৈপায়ন কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাঁর রূপ বেশ ও গন্ধ কুৎসিত ছিল, ভীম মাকুন্দ ছিলেন, মাহিষ্মতী পদ্মরী নারীরা ঐশ্বর্যশীল ছিল, মদ্র ও বাহীক দেশের স্ত্রীপদ্মরূষ অত্যন্ত কদাচারী ছিল, যাদবগণ মাতাল ছিলেন, হিমালয়ের উত্তরে বালকারণ্য ছিল, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র নদ) এত বিশাল ছিল যে তাকে সাগর বলা হ'ত, ম্বারকাপদ্মরী সাগর-কর্বাণিত হয়েছিল — ইত্যাদি তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষয় গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে যা সত্য বলে মানতে বাধা হয় না।

মহাভারত পড়লে প্রাচীন সমাজ ও জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যক্রিয়াদি সকলেই প্রচুর মাংসাহার করতেন, ভদ্রসমাজেও সূদ্রাপান চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্ঞের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ-রচনাকালে তা গর্হিত গণ্য হ'ত। অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাসদাসীরাও অন্য পরিবেশন করত। অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বলেছেন, ৩০ বা ২১ বৎসরের বর ১০ বা ৭ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে; কিন্তু পরে আবার বলেছেন, বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করাই বিজ্ঞলোকের উচিত। মহাভারতে সর্বত্র যুৱতীবিবাহই দেখা যায়। রাজাদের অনেক পত্নী এবং দাসী বা উপপত্নী থাকত, যার এক ভাৰ্য্যা তিনি মহাসুকৃতিশালী গণ্য হতেন। বর্ণসংকরত্বের ভয় ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম বহুপ্রকার বর্ণসংকরের উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহমত্যা হতেন, আবার অনেকে পুত্রপৌত্রাদির সঙ্গে থাকতেন, যেমন সত্যবতী কুন্তী উত্তরা সুভদ্রা। নারীর মর্যাদার অভাব ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরও দাবি বিক্রয় এবং জুয়াখেলায় পণ রাখা হ'ত। ভূমি ধনরত্ন বস্ত্র যানবাহন প্রভৃতির সেৱা যুৱবতী দাসীও দান করার প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাবৃন্দীর জন্য বেশ্যার দল বিদ্যুত হ'ত। ব্রাহ্মণরা প্রচুর সম্মান পেতেন; তাঁরা সভায় তুমুল তর্ক করতেন এবং লোকে উপহাসও করত। দেবপ্রতিমার পূজা প্রচলিত ছিল। রাজাকে দেবতুল্য গ্ৰহণ করা হ'ত, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ১৩-পরিচ্ছেদে ভীষ্ম বলেছেন, 'যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুন্ধরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।' অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতি বীভৎস ছিল। পদ্মরাকালে নরবলি চলত, মহাভারতের কালে তা নিষিদ্ধ হ'লেও লোপ পাওয়া নি, জরাসন্ধ তার আয়োজন করেছিলেন।

যুদ্ধের বর্ণনা অতিরঞ্জিত হ'লেও আমরা উৎকালীন যুদ্ধরীতির কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারি। ভীষ্মপর্ব ১-পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যে নিয়মবন্ধন বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাতিক নিয়ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নিরস্ত্র বা

বাহনচ্যুত শত্রুকে মারা অন্যান্য গণ্য হ'ত। নিয়মলঙ্ঘন করলে যোদ্ধা নিন্দ্যভাজন হতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সুবর্ণশেখর পর অবহার বা বৃষ্টিবিরাম ঘোষিত হ'ত, কিন্তু সময়ে সময়ে রাত্রিকালেও যুদ্ধ চলত। নির্দিষ্ট ময়্রে নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ হ'ত, কিন্তু সৌমিত্তিকপর্বে অস্বাভাব্য ভাৱ ব্যতিক্রম করেছেন। যুদ্ধভূমির নিকট বৈশ্যাসিবার থাকত। বিখ্যাত যোদ্ধাদের রথে চার ঘোড়া চোঁতা হ'ত। ধনুজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রথী আহত হ'লে ধনুজদণ্ড ধরে নিজেকে সামলাতেন। অর্জুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন বলে বর্ণিত হয়েছে। বৈবরথ যুদ্ধের পূর্বে বাগ্‌যুদ্ধ হ'ত, বিপক্ষের তেজ কমাবার জন্য দুই বীর পরস্পরকে গালি দিতেন এবং নিজের গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথীদের চতুর্দিকে রক্ষী যোদ্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধিক শকটে রাশি রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় অস্ত্র থাকত। বোধ হয় পদাতি সৈন্য ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করত না, তাদের কর্মও থাকত না; এই কারণেই রথারোহী বর্মযারী যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শরাঘাতে বধ করতে পারতেন।

আদিপর্ব ১-পরিচ্ছেদে মহাভারতকথক সৌতি বলেছেন, 'কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরা বলবেন।' এই শেবোক্ত কবিরা মহাভারতের দুটি শোধনের চেষ্টা করেছেন। মহাভারতের দৃশ্যমন্ত ইচ্ছা করে শকুন্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কালিদাসের দৃশ্যমন্ত শাপের বশে না জেনে করেছেন। মহাভারতের কচ দেবযানীকে প্রত্যাভিশাপ দিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ পরম ক্রমাশীল। কাশীরাম দাসের গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কণ্ঠচরিত্র সংশোধিত হয়েছে।

মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দু-তিন হাজার বৎসর ধরে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জন সঙ্গো সঙ্গো ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যানাট্যাদির উপাদান যুগিয়েছে। মহাভারতের বহু শ্লোক প্রবাদরূপে সুপ্রচলিত হয়েছে। মহাভারতীয় নরনারীর চরিত্রে কোথায় কি অসংগতি বা দুটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য করে নি, া কিছ্‌ মহৎ তাই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল আর একালের লোকাচারে অনেক প্রভেদ, তথাপি মহাভারতে কৃষ্ণ ভীষ্ম ও ঋষিগণ কতক ধর্মের যে মূল আদর্শ কথিত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণীয়।

দুঃখময় সংসারে মিলনান্ত আখ্যানই লোকপ্রিয় হবার কথা, কিন্তু এদেশের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিকপ্রচলিত চিরায়ত-সাহিত্য বা ক্লাসিক রামায়ণ-মহাভারত বিয়োগান্ত হ'ল কেন? এই দুই গ্রন্থের স্পষ্ট উদ্দেশ্য — বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন এবং কথাছলে ধর্মশিক্ষা; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যও আছে।

মানুষ চিরজীবী নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত। রামায়ণ রাম-রাবণ প্রভৃতির এবং মহাভারত ভরতবংশীয়গণের জীবনবৃত্তান্ত। এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে সূত্রদুঃখ মিলনবিরহ প্রভৃতি জীবনবিশ্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও অনাসক্তি সঞ্চার করা। তাঁরা শ্মশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেন নি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তিচিন্তে মেনে নিতে বলেছেন —

সর্বো ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।

সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥ (স্ট্রীপর্ব)

— সকল সপ্তয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিননের অন্তে মিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।

রাজশেখর বসু

১ আষাঢ় ১৩৫৬

বিষয়সূচী

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
আদিপর্ব	১৮। দীর্ঘতমা — ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও
অনুক্রমিক- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায়	বিদুরের জন্ম — অণীমান্ডব্য ৪৪
১। শৌনকের আশ্রমে সৌতি	১৯। গান্ধারী, কুলতী ও মাদ্রী —
পৌষাপর্বাধ্যায়	কর্ণ — দুর্যোধনাদির জন্ম ৪৬
২। জনমেজয়ের শাপ — আরুণি,	২০। যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম — পাণ্ডু
উপমন্যু ও বেদ	ও মাদ্রীর মৃত্যু ৪৯
৩। উত্ক, পৌষা ও তক্ষক	২১। হস্তিনাপুরে পঞ্চপাণ্ডব —
পৌলোমপর্বাধ্যায়	ভীমের নাগলোকদর্শন ৫১
৪। ভৃগু ও পুলোমা — চাবন —	২২। কৃপ — দ্রোণ — অশ্বত্থামা
অগ্নির শাপমোচন	— একলব্য — অর্জুনের পটুতা ৫৩
৫। রত্ন-প্রমদবরা — ভৃগুভ	২৩। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন ৫৭
আম্ভতীকপর্বাধ্যায়	২৪। দ্রুপদের পরাজয় — দ্রোণের
৬। জরৎকার, মূনি — কদ্রু ও	প্রতিশোধ ৬০
বিনতা — সমদ্রমল্লন	২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা ৬১
৭। কদ্রু-বিনতার পণ — গরুড় —	জতুগৃহপর্বাধ্যায়
গজকচ্ছপ — অমৃতহরণ ১৫	২৬। বারণাবত — জতুগৃহদাহ ৬২
৮। আম্ভতীকের জন্ম —	হিড়িম্ববধপর্বাধ্যায়
পরীক্ষিতের মৃত্যুবিসরণ ১৮	২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা —
৯। জনমেজয়ের সপসিহ ২২	ষটোৎকচের জন্ম ৬৬
আদিবংশাবতরণপর্বাধ্যায়	বক্রধপর্বাধ্যায়
১০। উপরিচর বসু — পরাশর-	২৮। একচক্রা — বক রাক্ষস ৬৯
সত্যবতী — কৃষ্ণশ্বেপায়ন ২৪	চৈতন্যপর্বাধ্যায়
১১। কচ ও দেবযানী ২৬	২৯। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম-
১২। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা ও যযাতি ২৮	বৃত্তান্ত — গান্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ ৭১
১৩। যযাতির জরা ৩২	৩০। তপতী ও সংবরণ ৭৪
১৪। দ্রুম্যন্ত-শকুন্তলা ৩৪	৩১। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শত্রু ও
১৫। মহাভিষ — অষ্ট বসু —	কল্মাষপাদ — ওর্ব — সৌম্য ৭৫
প্রতীপ — শান্তনু-গঙ্গা ৩৮	স্বয়ংবরপর্বাধ্যায়
১৬। দেবব্রত ভীষ্ম — সত্যবতী ৪০	৩২। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর — অর্জুনের
১৭। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য —	লক্ষ্যভেদ ৭৯
কাশীরাজের তিন কন্যা ৪২	

	পৃষ্ঠা
০০। কর্ণ-সন্ধ্যা ও ভীমার্জুনের যুদ্ধ — কুলতী-সকাশে দ্রোণদী	৮২
বৈবাহিকপৰ্বাধ্যায়	
০৪। দ্রুপদ-যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক	৮৪
০৫। ব্যাসের বিধান — দ্রোণদীর বিবাহ	৮৬
বিদ্যুৎপ্রাগমনপৰ্বাধ্যায়	
০৬। হস্তিনাপুরে বিতর্ক	৮৮
রাজসভাপৰ্বাধ্যায়	
০৭। পাণ্ডবপ্রস্থ — সুন্দ-উপসুন্দ ও তিলোত্তমা	৯০
অর্জুনবনবাসপৰ্বাধ্যায়	
০৮। অর্জুনের বনবাস — উলুপি, চিরাঙ্গদা ও বর্গী — ব্রহ্মবাহন	৯২
সুভদ্রাহরণপৰ্বাধ্যায়	
০৯। রৈবতক — সুভদ্রাহরণ — অভিমন্যু — দ্রোণদীর পঞ্চসূত্র	৯৫
পাণ্ডবদাহপৰ্বাধ্যায়	
১০। অগ্নির অগ্নিমান্দ্য — পাণ্ডবদাহ — মর দানব	৯৭
সভাপৰ্ব	
সভাভিগ্নাপৰ্বাধ্যায়	
১। মর দানবের সভানির্মাণ	১০০
২। যুধিষ্ঠির-সকাশে নারদ	১০২
মন্ত্রপৰ্বাধ্যায়	
৩। কৃক ও যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণা	১০৪
৪। জরাসন্ধের পূর্ববস্তান্ত	১০৬
জরাসন্ধপৰ্বাধ্যায়	
৫। জরাসন্ধবধ	১০৮
দিগ্বিজয়পৰ্বাধ্যায়	
৬। পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়	১১১
রাজসূরিকপৰ্বাধ্যায়	
৭। রাজসূর যজ্ঞের আরম্ভ	১১০
অর্ঘ্যভিহরণপৰ্বাধ্যায়	
৮। কৃককে অর্ঘ্যপ্রদান	১১৫
৯। শিশুপালের কৃকনিন্দা	১১৬

	পৃষ্ঠা
শিশুপালবধপৰ্বাধ্যায়	
১০। বজ্রসভার বাণ্যবৃন্দ	১১৮
১১। শিশুপালবধ — রাজসূর যজ্ঞের সমাপ্তি	১২১
দ্রুতপৰ্বাধ্যায়	
১২। দ্রুতপদনের দ্রুত — শকুনির মন্ত্রণা	১২২
১৩। দ্রুতরাষ্ট্র-শকুনি-দ্রুতপদন- সংবাদ	১২৪
১৪। যুধিষ্ঠিরাদির দ্রুতসভার আগমন	১২৭
১৫। দ্রুতকীড়া	১২৮
১৬। দ্রোণদীর নিগ্রহ — ভীমের লপথ — দ্রুতরাষ্ট্রের ধরদান	১৩১
অনুদ্রুতপৰ্বাধ্যায়	
১৭। পুনর্বার দ্রুতকীড়া	১৩৬
১৮। পাণ্ডবগণের বনযাত্রা	১৩৮
বনপৰ্ব	
আরণ্যকপৰ্বাধ্যায়	
১। যুধিষ্ঠির ও অনুগামী বিপ্রগণ — সূর্যদত্ত তাম্রস্থানী	১৪১
২। দ্রুতরাষ্ট্রের অস্থির মতি	১৪৩
৩। দ্রুতরাষ্ট্র-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয়	১৪৫
কিম্বীরবধপৰ্বাধ্যায়	
৪। কিম্বীরবধের বস্তান্ত	১৪৮
অর্জুনাভিগমনপৰ্বাধ্যায়	
৫। কৃকের আগমন — দ্রোণদীর কোভ	১৪৯
৬। শাল্যবধের বস্তান্ত — বৈতবন	১৫১
৭। দ্রোণদী-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ	১৫৪
৮। ভীম-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ — ব্যাসের উপদেশ	১৫৬
৯। অর্জুনের দিব্যাস্ত্রসংগ্রহে গমন	১৫৮

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
কৈরাতপৰ্বাধ্যায়	৩০১
১০। কৈরাতবেশী মহাদেব — অজ্ঞানের দিব্যাস্ত্রলাভ	১৫৯
ইন্দ্রলোকোভগমনপৰ্বাধ্যায়	
১১। ইন্দ্রলোকে অজ্ঞান — ঊর্বশীর অভিসার	১৬১
নলোপাখ্যানপৰ্বাধ্যায়	
১২। ভীমের অধৈৰ্য — মহাবী বৃহদশ্ব	১৬৩
১৩। নিম্বখরাজ নল — দময়ন্তীর স্বয়ংবর	১৬৪
১৪। কলির আক্রমণ — নল-পুঙ্করের দ্যুতক্রীড়া	১৬৭
১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ — দময়ন্তীর পৰ্বটন	১৬৮
১৬। ককোটক নাগ — নলের রূপান্তর	১৭২
১৭। পিঠালয়ে দময়ন্তী — নল- ঋতুপর্ণের বিদৰ্ভযাত্রা	১৭৩
১৮। নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন	১৭৭
১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার	১৭৯
তীর্থযাত্রাপৰ্বাধ্যায়	
২০। যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা	১৮০
২১। ইন্বেল-বাতাপি — অগস্ত্যা ও লোপামুদ্রা — ভৃগুতীর্থ	১৮২
২২। দধীচ — বৃহদশ্ব — সমুদ্রশোষণ	১৮৪
২৩। সগর রাজা — ভগীরথের গঙ্গানয়ন	১৮৬
২৪। ঋষাশৃঙ্গের উপাখ্যান	১৮৭
২৫। পরশুরামের ইতিহাস	১৯০
২৬। প্রভাস — চাবন ও সুকন্যা — অশ্বিনীকুমারস্বয়ং	১৯২
২৭। মাণ্ডাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস	১৯৫
২৮। উশানর, কপোত ও শোন	১৯৭
২৯। উন্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অশ্টাবক্র ও বন্দী	১৯৮
৩০। ভরস্বাজ, যবক্রীত, রৈতা, অবাবসু ও পরাবসু	১৯৯
৩১। নরকাসুর — বরাহরূপী বিষ্ণু — বদরিকাগ্রাম	২০২
৩২। সহস্রদল পশু — ভীম- হনুমান-সংবাদ	২০৬
৩৩। ভীমের পশুসংগ্রহ জটাসুরবধপৰ্বাধ্যায়	২০৬
৩৪। জটাসুরবধ	২০৭
যক্ষযুদ্ধপৰ্বাধ্যায়	
৩৫। ভীমের সহিত যক্ষ- রাক্ষসাদির যুদ্ধ	২০৮
নিবাতকবচযুদ্ধপৰ্বাধ্যায়	
৩৬। অজ্ঞানের প্রত্যাভর্জন — নিকার কবচ ও হিরণ্যপুংগুরের বৃত্তান্ত	২০৯
আজগরপৰ্বাধ্যায়	
৩৭। অজগর, ভীম ও যুধিষ্ঠির	২১০
মার্কণ্ডেয় সমাসাপৰ্বাধ্যায়	
৩৮। কৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়ের আগমন — অতিষ্ঠনেমা ও অগ্নি	২১৫
৩৯। বৈবস্বত মনু ও মংসা — বালকরূপী নারায়ণ	২১৭
৪০। পরীক্ষিৎ ও মণ্ডুকারাজকন্যা — শল, দল ও বামদেব	২১৯
৪১। দীর্ঘায়ু বক ঋষি — শিবি ও সুহোত্র — যযাতির দান	২২১
৪২। অশ্বক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবি — ইন্দ্রদাম্ন	২২৩
৪৩। ধুম্রমার	২২৫
৪৪। কৌশিক, পতিব্রতা ও ধর্মব্রাহ্ম	২২৭
৪৫। দেবসেনা ও কাকটিকের	২২৯
দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপৰ্বাধ্যায়	
৪৬। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ ঘোষযাত্রাপৰ্বাধ্যায়	২৩২
৪৭। দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ	২৩৪
৪৮। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশন	২৩৭
৪৯। দুর্যোধনের বৈকুণ্ঠ যজ্ঞ	২৩৯

	পৃষ্ঠা
মৃগশ্বনোদভব- ও ব্রাহ্মদ্রৌণিক-পর্বাধ্যায়	
৫০। যুদ্ধাধিকারের স্বপ্ন —	
মৃগশ্বনের সিন্ধুলাভ	২৪০
দ্রৌপদীহরণ- ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পর্বাধ্যায়	
৫১। দূর্বাসার পারণ	২৪২
৫২। দ্রৌপদীহরণ	২৪৩
৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মৃত্তি	২৪৫
রামোপাখ্যানপর্বাধ্যায়	
৫৪। রামের উপাখ্যান	২৪৭
পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বাধ্যায়	
৫৫। সাবিত্রী-সত্যবান	২৫২
কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায়	
৫৬। কর্ণের করচ-কুণ্ডল দান	২৫৯
আরণ্যেশপর্বাধ্যায়	
৫৭। যুদ্ধ-যুদ্ধাধিকারের প্রশ্নোত্তর	২৬১
৫৮। ত্রয়োদশ বৎসরের আরম্ভ	২৬৫

বিরাটপর্ব

পান্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায়	
১। অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা	২৬৭
২। ধৌমোর উপদেশ—অজ্ঞাতবাসের উপক্রম	২৬৮
৩। বিরাটভবনে যুদ্ধাধিকারাদির আগমন	২৭০
সময়পালনপর্বাধ্যায়	
৪। মন্ত্রণার সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ	২৭৩
কীচকবধপর্বাধ্যায়	
৫। কীচক, সুদেহা ও দ্রৌপদী	২৭৪
৬। কীচকের পদাঘাত	২৭৬
৭। ভীষ্মের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ	২৭৮
৮। কীচকবধ	২৭৯
৯। উপকীচকবধ — দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা	২৮১
গৌহরণপর্বাধ্যায়	
১০। দুর্যোধনাদির মন্ত্রণা	২৮৩
১১। দক্ষিণগোগ্রহ — সূর্যমার পরাজয়	২৮৪

১২। উত্তরগোগ্রহ — উত্তর ও বৃহন্নলা	২৮৬
১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক — ভীষ্মের উপদেশ	২৮৯
১৪। কৌরবগণের পরাজয়	২৯২
১৫। অর্জুন ও উত্তরের প্রত্যাপ্ত — বিরাটের পুত্রগর্ভ	২৯৫
বৈবাহিকপর্বাধ্যায়	
১৬। পান্ডবগণের অস্ত্রপ্রকাশ — উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ	২৯৮

উদ্যোগপর্ব

সেনোদ্যোগপর্বাধ্যায়	
১। রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা	৩০১
২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন — বলরাম ও দুর্যোধন	৩০৪
৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুদ্ধাধিকার	৩০৫
৪। ত্রিশিরা, বৃষ, ইন্দ্র, নহষ ও অগস্ত্যা	৩০৭
৫। সেনাসংগ্রহ	৩১১
সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায়	
৬। দুপদ-পুরোহিতের দৌত্য	৩১২
৭। সঞ্জয়ের দৌত্য	৩১৩
প্রজাগর- ও সনৎসুজাত-পর্বাধ্যায়	
৮। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে বিদুর — বিরোচন ও সুধন্বা	৩১৮
যানসন্ধিপর্বাধ্যায়	
৯। কৌরবসভায় বাদানন্দ	৩২০
ভগবদ্‌যানপর্বাধ্যায়	
১০। কৃষ্ণ, যুদ্ধাধিকারাদি ও দ্রৌপদীর অভিমত	৩২৫
১১। কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে গমন	৩২৯
১২। কুলদেহী-দুর্যোধন ও বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ	৩৩২
১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ	৩৩৪
১৪। রাজা দশোদভব — সুদম্ব ও গরুড়	৩৩৬

	পৃষ্ঠা
১৫। বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী	৩৩৯
১৬। দুর্যোধনের দুরাগ্রহ	৩৪২
১৭। গান্ধারীর উপদেশ — কৃষ্ণের সভাভাষণ	৩৪৫
১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী — বিদূলায় উপাখ্যান	৩৪৭
১৯। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ	৩৪৯
২০। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ	৩৫১
২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন	৩৫৩
সৈন্যানির্বাণপর্বাধ্যায়	
২২। পাণ্ডবযুদ্ধসম্ভা	৩৫৪
২৩। বলরাম ও রুক্মী	৩৫৬
২৪। কৌরবযুদ্ধসম্ভা	৩৫৭
উল্লঙ্ঘন-ভাগমনপর্বাধ্যায়	
২৫। উল্লঙ্ঘনের দৌত্য	৩৫৯
রথ্যতিরথসংখ্যানপর্বাধ্যায়	
২৬। রথী-মহারথ-অতিরথ-গণনা — ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ	৩৬২
অশ্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায়	
২৭। অশ্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস	৩৬৪
২৮। যুদ্ধযাত্রা	৩৬৯
ভীষ্মপর্ব	
জম্বদ্বন্দ্বিনির্বাণ- ও ভূমি-পর্বাধ্যায়	
১। যুদ্ধের নিয়মবন্দন	৩৭১
২। ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র	৩৭২
৩। সম্ভারের জীবন্তান্ত ও ভূবন্তান্ত কথন	৩৭৩
ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায়	
৪। কুরুপাণ্ডবের বৃহন্নচনা	৩৭৪
৫। ভগবদ্গীতা	৩৭৬
ভীষ্মবধপর্বাধ্যায়	
৬। যুদ্ধান্তের শিষ্টাচার — কর্ণ — যুদ্ধে	৩৮২
৭। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধসমাপ্ত — বিরাটপুরু	
উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু	৩৮৫
৮। ভীষ্মজনের কৌরবসেনাদলন	৩৮৬

	পৃষ্ঠা
৯। কৃষ্ণের ক্রোধ	৩৮৮
১০। ঘটোৎকচের জয়	৩৯১
১১। সাত্যকিপুরাণের মৃত্যু	৩৯২
১২। ভীষ্মের জয়	৩৯৩
১৩। বিরাটপুরু শত্বেশের মৃত্যু — ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয়	৩৯৪
১৪। ইরাবানের মৃত্যু — ঘটোৎকচের মায়ী	৩৯৬
১৫। ভীষ্মের পরাক্রম	৩৯৮
১৬। ভীষ্ম-সকাশে যুদ্ধান্তিরাতি	৪০১
১৭। ভীষ্মের পতন	৪০৩
১৮। শরণযাত্রা ভীষ্ম	৪০৬
দ্রোণপর্ব	
দ্রোণাভিষেকপর্বাধ্যায়	
১। ভীষ্ম-সকাশে কর্ণ	৪১০
২। দ্রোণের অভিষেক ও দুর্যোধনকে বরদান	৪১১
৩। অর্জুনের জয়	৪১৩
সংশ্লষ্টকবধপর্বাধ্যায়	
৪। সংশ্লষ্টকগণের শপথ	৪১৪
৫। সংশ্লষ্টকগণের যুদ্ধ — ভগদত্তবধ	৪১৬
অভিমন্যুবধপর্বাধ্যায়	
৬। অভিমন্যুবধ	৪২০
৭। যুদ্ধান্তি-সকাশে ব্যাস — মৃত্যুর উপাখ্যান	৪২৪
৮। সুবর্ণস্ত্রীবারী উপাখ্যান	৪২৬
প্রতিজ্ঞাপর্বাধ্যায়	
৯। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা	৪২৮
১০। জয়দ্রথের ভয় — সুভদ্রার বিলাপ	৪৩১
১১। অর্জুনের দ্বন্দ্ব	৪৩৩
জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায়	
১২। জয়দ্রথের অভিমন্যু কৃষ্ণাঙ্গন	৪৩৫
১৩। কর্ণের হস্তে ভীষ্মের পরাজয় — ভূরিপ্রবা-বধ	৪৩৯
১৪। জয়দ্রথবধ	৪৪৩

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
১৫। দুর্যোধনের কোভ ঘটোৎকচবধপর্বাব্যায়	৪৪৪	১৬। অর্জুনের ক্রোধ — কৃষ্ণের উপদেশ	৪৯৩
১৬। সোমদত্ত-বাহ্যুক-বধ — কৃপ-কর্ণ-অশ্বখামার কলহ	৪৪৬	১৭। অর্জুনের সত্যরক্ষা — যুধিষ্ঠিরের অনুতাপ	৪৯৬
১৭। কৃষ্ণকর্ন ও ঘটোৎকচ	৪৪৮	১৮। অর্জুন-কর্ণের অভিযান	৪৯৮
১৮। ঘটোৎকচবধ	৪৫০	১৯। দৃশ্যাসনবধ — ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন	৫০০
দ্রোণবধপর্বাব্যায়		২০। কর্ণবধ	৫০২
১৯। দুঃপদ-বিরাট-বধ — দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি	৪৫০	২১। দুর্যোধনের বিবাহ — যুধিষ্ঠিরের হর্ষ	৫০৭
২০। দ্রোণের ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ	৪৫৪		
নারায়ণাস্তমোক্ষপর্বাব্যায়		শল্যপর্ব	
২১। অশ্বখামার সংকল্প — ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকির কলহ	৪৫৭	শল্যবধপর্বাব্যায়	
২২। অশ্বখামার নারায়ণাস্তমোচন	৪৬০	১। কৃপ-দুর্যোধন-সংবাদ	৫০৯
২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য	৪৬২	২। শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক	৫১০
		৩। শল্যবধ	৫১১
		৪। শল্যবধ	৫১৪
		৫। উল্ক-শকুনি-বধ	৫১৫
		হুদপ্রবেশপর্বাব্যায়	
		৬। দুর্যোধনের হুদপ্রবেশ	৫১৬
		৭। যুধিষ্ঠিরের তর্জন	৫১৮
		গদাযুদ্ধপর্বাব্যায়	
		৮। গদাযুদ্ধের উপক্রম	৫২০
		৯। বলরামের তীর্থভ্রমণ — চম্পের যক্ষা — একত ম্বিত মিত	৫২০
		১০। অসিতদেবল ও জৈগীষবা — সারস্বত	৫২৪
		১১। বৃন্দকন্যা সূত্র — কুরুক্ষেত্র ও সমস্তপঞ্চক	৫২৬
		১২। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ	৫২৮
		১৩। বলরামের ক্রোধ — যুধিষ্ঠিরাদির কোভ	৫৩০
		১৪। দুর্যোধনের ভ্রূক্ষণ	৫৩১
		১৫। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-সকাশে কৃষ্ণ	৫৩৩
		১৬। অশ্বখামার অভিষেক	৫৩৪
		সৌতিকপর্ব	
		সৌতিকপর্বাব্যায়	
		১। অশ্বখামার সংকল্প	৫৩৬
		২। মহাদেবের আবির্ভাব	৫৩৮

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
০। ধর্মদাম্পন দ্রোপদীপত্র প্রভৃতির হত্যা	৫৩৯	১১। মার্জার-মৃষিক-সংবাদ	৫৬৯
৪। দর্শনধনের মৃত্যু	৫৪০	১২। বিশ্বামিত্র-চন্দাল-সংবাদ	৫৭১
ঐক্যপর্বাবধায়		১৩। খড়্গের উৎপত্তি	৫৭৩
৫। দ্রোপদীর প্রায়োপবেশন	৫৪১	১৪। কৃতঘ্ন গৌতমের উপাখ্যান	৫৭৩
৬। ব্রহ্মশির অস্ত্র	৫৪২	মোক্ষধর্মপর্বাবধায়	
৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য	৫৪৫	১৫। আশ্বজ্ঞান — ব্রাহ্মণ-সেনজিৎ- সংবাদ	৫৭৬
স্ট্রীপর্ব		১৬। অজগরব্রত — কামনাভ্যাগ	৫৭৮
জলপ্রাদানিকপর্বাবধায়		১৭। সৃষ্টিতত্ত্ব — সদাচার	৫৭৯
১। বিদুরের সান্ধনানাদ	৫৪৬	১৮। বরাহরূপী বিষ্ণু — যজ্ঞে অহিংসা — প্রাণদণ্ডের নিন্দা	৫৮০
২। ভীষ্মের লৌহমূর্তি	৫৪৭	১৯। বিষয়তৃষ্ণা — বিষ্ণুর মাহাত্ম্য — জুরের উৎপত্তি	৫৮২
৩। গান্ধারীর ক্রোধ	৫৪৮	২০। দক্ষযজ্ঞ	৫৮৫
স্ট্রীবিলাপপর্বাবধায়		২১। আসক্তিভ্যাগ — শত্রুর ইতিহাস	৫৮৭
৪। গান্ধারীর ক্রুদ্ধক্লেদ দর্শন — কুককে অভিলাপ	৫৫০	২২। সুলভা-জনক-সংবাদ	৫৮৮
প্রাণপর্বাবধায়		২৩। ব্যাসপুত্র শূক — নারদের উপদেশ	৫৯০
৫। মৃতসংকার — কর্ণের জন্মরহস্য প্রকাশ	৫৫১	২৪। উল্লংঘ্যধারীর উপাখ্যান	৫৯৪
শান্তিপর্ব		অনুশাসনপর্ব	
রাজধর্মশাসনপর্বাবধায়		১। গৌতমী, ব্যাধ, সপ, মৃত্যু ও কাল	৫৯৬
১। যুধিষ্ঠির-সকালে নারদাদি	৫৫৩	২। সুদর্শন-ওষধতীর অতিথি- সংকার	৫৯৯
২। যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ	৫৫৪	৩। কৃতজ্ঞ শূক — দৈব ও পুরুষ- কার — ভগ্নস্বনের স্তম্ভাব	৬০০
৩। চার্বাকবধ — যুধিষ্ঠিরের অভিষেক	৫৫৬	৪। হরপার্বতীর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ	৬০৩
৪। ভীষ্ম-সকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি	৫৫৮	৫। অষ্টাবক্তের পরীক্ষা	৬০৪
৫। রাজধর্ম	৫৬০	৬। ব্রহ্মহত্যাভূলা পাপ — গঙ্গা- মাহাত্ম্য — মৃত্যু	৬০৬
৬। বেণ ও পুণ্ড্র রাজার কথা	৫৬২	৭। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন — বীতহরোর ব্রাহ্মণকলাভ	৬০৮
৭। বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিরোগ — শূলক	৫৬৩	৮। ব্রাহ্মণসেবা — সংপাত্র ও অসংপাত্র	৬০৯
৮। রাজার মিত্র — দণ্ডবিধি — রাজকর — যুদ্ধনীতি	৫৬৫	৯। স্ত্রীজাতির কুংসা — বিপুলের গদ্রূপস্বীরক্ষা	৬১০
৯। পিতা মাতা ও গুরু — ব্যবহার — রাজকোষ	৫৬৬		
আপদধর্মপর্বাবধায়			
১০। আপদগ্রস্ত রাজা — তিন মংস্যের উপাখ্যান	৫৬৭		

	পৃষ্ঠা
১০। বিবাহভেদ — দ্ৰুহিতার অধিকার	
— বর্ণসংকর — পদ্রুভেদ	৬১৩
১১। চ্যবন ও নহুষ	৬১৪
১২। চ্যবন ও কুশিক	৬১৫
১৩। দানধর্ম — অপালক রাজা —	
কপিল — লক্ষ্মী ও গোময়	৬১৭
১৪। দানের অপাত্ত — বিশিষ্টাদির	
লোভসংবরণ	৬১৯
১৫। ছত্র ও পাদুকা — পদ্রুপ	
ধূপ ও দীপ	৬২১
১৬। সদাচার — ভ্রাতার কর্তব্য	৬২২
১৭। মানসতীর্থ — বৃহস্পতির	
উপদেশ	৬২৩
১৮। মাংসাহার	৬২৪
১৯। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস-সংবাদ	৬২৫
২০। ত্রিবিধ প্রমাণ — ভীষ্মোপদেশের	
সমাপ্তি	৬২৬
২১। ভীষ্মের স্বর্গারোহণ	৬২৭

আশ্বমেধিকপর্ব

আশ্বমেধিকপর্বাদ্যায়

১। যুদ্ধিষ্ঠিরের পুনর্বীর মনস্তাপ	৬৩০
২। মরুস্ত ও সংবর্ত	৬৩১
৩। কামগীতা	৬৩৪
অনুগীতাপর্বাদ্যায়	
৪। অনুগীতা	৬৩৫
৫। কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা — মরুদ্বাসী	
উত্ক	৬৩৮
৬। উত্কের পূর্ববৃত্তান্ত	৬৪০
৭। কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন	৬৪২
৮। পরীক্ষিতের জন্ম	৬৪৩
৯। যজ্ঞাশ্বের সহিত অর্জুনের	
যাত্রা	৬৪৫
১০। অর্জুনের নানা দেশে যুদ্ধ —	
বভ্রুবাহন উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা	৬৪৬
১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ	৬৪৯
১২। শঙ্কুদাতা ব্রাহ্মণ — নকুলরূপী	
ধর্ম	৬৫২

	পৃষ্ঠা
আশ্রমবাসিকপর্ব	
আশ্রমবাসপর্বাদ্যায়	
১। যুদ্ধিষ্ঠিরের উদারতা	৬৫৫
২। ভীমের আক্রোশ — ধৃতরাষ্ট্রের	
সংকল্প	৬৫৬
৩। ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ	৬৫৭
৪। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা	৬৫৯
৫। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে নারদাদি	৬৬১
৬। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে যুদ্ধিষ্ঠিরাদি	৬৬২
৭। বিদুরের তিরোধান	৬৬৩
পদ্রুদর্শনপর্বাদ্যায়	
৮। মৃত যোদ্ধগণের সমাগম	৬৬৫
৯। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরীক্ষিত —	
পান্ডবগণের প্রস্থান	৬৬৭
নারদাগমনপর্বাদ্যায়	
১০। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুলতীর	
মৃত্যু	৬৬৮

মৌষলপর্ব

১। শাস্ত্রের মূল প্রসব —	
দ্বারকায় দুর্লক্ষণ	৬৭১
২। যাদবগণের বিনাশ	৬৭২
৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ	৬৭৩
৪। অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও	
প্রত্যাবর্তন	৬৭৪

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

১। মহাপ্রস্থানের পথে যুদ্ধিষ্ঠিরাদি	৬৭৮
২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন	
ও ভীমের মৃত্যু	৬৭৯
৩। যুদ্ধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা	৬৮০
স্বর্গারোহণপর্বাদ্যায়	
১। যুদ্ধিষ্ঠিরের নরকনির্গমন	৬৮২
২। কুবেরপান্ডবদিগের স্বর্গলাভ	৬৮৪
৩। মহাভারত-মাহাত্ম্য	৬৮৫

পারিশিষ্ট

মহাভারতে বহু উক্ত ব্যক্তি, স্থান ও	
অস্মাদি	৬৮৭

আদিপর্ব

॥ অনুক্ৰমণিকা- ও পর্বসংগ্রহ-পৰ্বাধ্যায় ॥

১। শৌনকেৰ আশ্রমে সৌতি

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীশ্চৈব ততো জয়মদীরয়েৎ॥

—নারায়ণ, নরোত্তম নর (১) ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে তার পর জয় উচ্চারণ করবে (২)।

কুলপতি মহর্ষি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করছিলেন। একদিন লোমহর্ষণের পুত্র পুরাণকথক সৌতি (৩) সেখানে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন। আশ্রমের মুনীরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সৌতি, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ, এতকাল কোথায় ছিলে? সৌতি উত্তর দিলেন, আমি রাজর্ষি জনমেজয়ের সপর্ষজ্ঞে ছিলাম, সেখানে কৃষ্ণবৈপায়নরচিত বিচিত্র মহাভারতকথা বৈশম্পায়নের মূখে শুনেছি। তার পর বহু তীর্থে ভ্রমণ করে সমন্তপঞ্চক দেশে যাই, যেখানে কুরুপান্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল। এখন আপনাদের দর্শন করতে এখানে এসেছি। শ্বিজগণ, আপনারা যজ্ঞে আহুতি দিয়ে শৃচি হয়ে সূত্রে উপবিষ্ট রয়েছেন, আমার কাছে কি শুনতে ইচ্ছা করেন আদেশ করুন—পবিত্র পুরাণকথা, না মহাত্মা নরপতি ও ঋষিগণের ইতিহাস? ঋষিরা বললেন, রাজা জনমেজয়ের সপর্ষজ্ঞে বৈশম্পায়ন যে ব্যাসরচিত মহাভারতকথা বলেছিলেন আমরা তাই শুনতে ইচ্ছা করি।

সৌতি বললেন, চরাচরগুরু হৃষীকেশ হরিকে নমস্কার করে আমি ব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতকথা আরম্ভ করছি। কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পুঁবে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। ব্যাসদেব এই

(১) বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ। (২) অর্থাৎ পুরাণ-মহাভারতাদি বিজ্ঞপ্রদ আখ্যান পাঠ করবে। (৩) এ'র প্রকৃত নাম উগ্ৰস্রবা, জাতিতে সূত এজন্য উপাধি সৌতি। সূতজাতির বৃত্তি সারথ্য ও পুরাণাদি কথন।

মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সবিস্তারেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ আদি থেকে, কেউ আন্তীকের উপাখ্যান থেকে, কেউ বা উপরিচরের উপাখ্যান থেকে পাঠ করেন।

মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব ভেবেছিলেন, কোন উপায়ে এই ইতিহাস শিষ্যদের অধ্যয়ন করাব? তখন ভগবান রহিয়া তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার গ্রন্থের লিপিকার হবেন। ব্যাস গণেশকে অনুপ্রাণিত করলে তিনি বললেন, আমি সম্মত আছি, কিন্তু আমার লেখনী ক্রমশঃ খামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনায় আট হাজার আট শ এমন কুটশ্লোক আছে যার অর্থ কেবল আমি আর আমার পুত্র শব্দক বুঝতে পারি, সজ্ঞ পাবেন কিনা সন্দেহ। ব্যাস গণেশকে বললেন, আমি যা বলে যাব আপনি তার অর্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হ'লেও কুটশ্লোক লেখবার সময় তাঁকে ভাবতে হ'ত, সেই অবসরে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক রচনা করতেন। (১)

রাজা জনমেজয় এবং ব্রাহ্মণগণের বহু অনুপ্রাণিতের পর ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত শোনার জন্য আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে কুরুরংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের মহাশক্তি, পাণ্ডবগণের সভাপরায়ণতা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দুর্বৃত্ততা বিবৃত করেছেন। উপাখ্যান সহিত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যানভাগে বর্ণিত করে ব্যাস চব্বিশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছেন, পাণ্ডবগণের মতে তাই প্রকৃত মহাভারত। তা ছাড়া ব্যাস দেড় শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অনুক্রমণিকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে নিজের পুত্র শব্দকদেবকে এই গ্রন্থ পাড়িয়ে তার পর অন্যান্য শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন। তিনি ষাট লক্ষ শ্লোকে আর একটি মহাভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন, তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনের লক্ষ পিতৃলোকে, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মনুষ্যলোকে প্রচলিত আছে। ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন শেষোক্ত লক্ষ শ্লোক পাঠ করেছিলেন, আমি তাই বলব। পূর্বকালে দেবতারা তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখেছিলেন যে উপনিষৎসহ চার বেদের তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহত্ব ও ভারবত্তায় অধিক, সেজন্যই এর নাম মহাভারত।

অনন্তর সৌতি অতি সংক্ষেপে মহাভারতের মূল উপাখ্যান এবং পর্বসংগ্রহ (অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বের বিষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন।

॥ পৌষ্যপর্বাধ্যায় ॥

২। জনমেজয়ের শাপ — আরদ্রিণ, উপমন্যু ও বেদ

সোঁতি বললেন।—পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় তাঁর তিন ভ্রাতার সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে এক যজ্ঞ করছিলেন এমন সময় সেখানে একটি কুকুর এল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা প্রহার করলেন, সে কাঁদতে কাঁদতে তার মাতার কাছে গেল। কুক্কুরী ক্রন্দন যজ্ঞস্থলে এসে বললে, আমার পুত্রকে বিনা দোষে মারলে কেন? জনমেজয় প্রকৃতি কোনও উত্তর দিলেন না। কুক্কুরী বললে, এ কোনও অপরাধ করে নি তথাপি প্রহৃত হয়েছে; তোমার উপরেও অতর্কিত বিপদ এসে পড়বে।

দেবশুনী সরমার এই অভিশাপ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তাকুল হলেন। যজ্ঞ শেষ হলে তিনি হস্তিনাপুরে ফিরে এসে শাপমোচনের জন্য উপযুক্ত পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মৃগয়া করতে গিয়ে শ্রুতশ্রবা ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নমস্কার করে বললেন, ভগবান, আপনার পুত্র সোমশ্রবাকে দিন, তিনি আমার পুরোহিত হবেন। শ্রুতশ্রবা বললেন, আমার এই পুত্র সপার্বী গর্ভজাত, এ মহাতপস্বী ও বেদজ্ঞ, মহাদেবের শাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ নিবারণ করতে পারে। কিন্তু এর একটি গুঢ় রত আছে, কোনও ব্রাহ্মণ কিছ্র প্রার্থনা করলে এ তা অবশ্যই পূরণ করবে। যদি তুমি তাতে সম্মত হও তবে একে নিয়ে যাও। জনমেজয় ঋষিপুত্রকে নিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, আমি এঁকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করছি, ইনি যা বলবেন তোমরা তা নির্বিচারে করবে। এই আদেশ দিয়ে জনমেজয় তক্ষশিলা প্রদেশ জয় করতে গেলেন। (১)

এই সময়ে আর্যোদ ধৌম্য (২) নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর তিন শিষ্য— উপমন্যু, আরদ্রিণ ও বেদ। তিনি তাঁর পাণ্ডালদেশীয় শিষ্য আরদ্রিণকে আজ্ঞা দিলেন, যাও, তুমি আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধ। আরদ্রিণ গরুর আজ্ঞা পালন করতে গেলেন, কিন্তু আল বাঁধতে না পেরে অবশেষে শূয়ে পড়ে জলরোধ করলেন। আরদ্রিণ ফিরে এলেন না দেখে ধৌম্য তাঁর অপর দুই শিষ্যের সঙ্গে ক্ষেত্রে গিয়ে ডাকলেন, বৎস আরদ্রিণ, কোথায় আছ, এস। আরদ্রিণ উঠে এসে বললেন, আমি জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে সেখানে শূয়ে ছিলাম, এখন আপনি ডাকতে উঠে এসেছি, আজ্ঞা করুন কি

(১) এই বৃত্তান্তের সঙ্গে প্রবর্তী আখ্যানের যোগসূত্র স্পষ্ট নয়। (২) পাঠান্তর—
আপোদ ধৌম্য।

করতে হবে। ধোঁমা বললেন, তুমি কেদারখণ্ড (ক্ষেত্রের আল) বিদারণ করে উঠেছ সেজন্য তোমার নাম উদালক হবে। আমার আজ্ঞা পালন করেছে সেজন্য তুমি শ্রেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার অন্তরে প্রকাশিত থাকবে।

আয়োদ ধোঁমা আর এক শিষ্য উপমন্যুকে আদেশ দিলেন, বৎস, তুমি আমার গো রক্ষা কর। উপমন্যু প্রত্যহ গরু চরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে গরুকে প্রণাম করতে লাগলেন। একদিন গরু জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি কি খাও? তোমাকে বেশ স্থূল দেখাচ্ছি। উপমন্যু বললেন, আমি ভিক্ষা করে জীবিকানির্বাহ করি। গরু বললেন, আমাকে নিবেদন না করে ভিক্ষার ভোজন উচিত নয়। তার পর থেকে উপমন্যু ভিক্ষাদ্রব্য এনে গরুকে দিতেন। তথাপি তাকে পদুষ্ট দেখে গরু বললেন, তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আমি নিই, তুমি এখন কি খাও? উপমন্যু বললেন, প্রথমবার ভিক্ষা করে আপনাকে দিই, তারপর আবার ভিক্ষা করি, তাতেই আমার জীবিকানির্বাহ হয়। গরু বললেন, এ তোমার অন্যায়, এতে অন্য ভিক্ষাজীবীদের ক্ষানি হয়, তুমিও লোভী হয়ে পড়ছ। তারপর উপমন্যু একবার মাত্র ভিক্ষা করে গরুকে দিতে লাগলেন। গরু আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, বৎস, তোমাকে তো অতিশয় স্থূল দেখাচ্ছি, এখন কি খাও? উপমন্যু বললেন, আমি এইসব গরুর দূধ খাই। গরু বললেন, আমার অনুমতি বিনা দূধ খাওয়া তোমার অন্যায়। উপমন্যু তার পরেও স্থূলকায় রয়েছেন দেখে গরু বললেন, এখন কি খাও? উপমন্যু বললেন স্তন্যপানের পর বাছুররা যে ফেন উদ্‌গার করে তাই খাই। গরু বললেন, এই বাছুররা দয়া করে তোমার জন্য প্রচুর ফেন উদ্‌গার করে, তাহে আমার পুষ্টির ব্যাঘাত হয়; ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নয়। গরুর সকল নিবেদন মেনে নিয়ে উপমন্যু গরু চরাতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে অর্কপত্র (আকন্দপত্র) খেলেন। সেই ক্ষার তিক্ত কটু রসক তীক্ষ্ণ বস্তু থেয়ে তিনি অন্ধ হলেন এবং উল্লসিত চলতে কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। সূর্যাস্তের পর উপমন্যু ফিরে এলেন না দেখে আয়োদ ধোঁমা বললেন, আমি তার সকল প্রকার ভোজনই নিবেদন করেছি, সে নিশ্চয় রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই বলে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে অরণ্যে গিয়ে ভ্রমরলেন, বৎস উপমন্যু, কোথায় আছ, এস। উপমন্যু কূপের ভিতর থেকে উত্তর দিলেন, আমি অর্কপত্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে পুটিয়ে গেছি। ধোঁমা বললেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারস্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষুস্মান করবেন। উপমন্যু স্তব করলেন। অশ্বিনস্বর তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে বললেন, আমরা প্রীত হয়েছি, তুমি এই পদুপ (পিষ্টক) ভক্ষণ কর। উপমন্যু বললেন, গরুকে নিবেদন না

ক'রে আমি খেতে পারি না। অশ্বিন্দ্র বললেন, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে আমাদের স্তব করে পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গুরুকে নিবেদন না করেই খেয়েছিলেন। উপমন্যু বললেন, আমি আপনাদের নিকট অন্তর্দ্বন্দ্ব করছি, গুরুকে নিবেদন না করে আমি খেতে পারব না। অশ্বিন্দ্র বললেন, তোমার গুরুভক্তিতে আমরা প্রীত হয়েছি; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত কৃষ্ণ লৌহময় হবে, তোমার দন্ত হিরণ্ময় হবে, তুমি চন্দ্রস্মান হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে। উপমন্যু চন্দ্র লাভ করে গুরুর কাছে এলেন এবং অভিবাদন করে সকল বস্ত্রান্ত জানালেন। গুরু প্রীত হয়ে বললেন, অশ্বিনীকুমারস্বয়ের বরে তোমার মঙ্গল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রও তুমি আয়ত্ত করবে। উপমন্যুর পরীক্ষা এইরূপে শেষ হ'ল।

আয়োদ ধোম্য তাঁর তৃতীয় শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার গৃহে কিছুকাল বাস করে আমার সেবা কর, তোমার মঙ্গল হবে। বেদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে থেকে তাঁর আজ্ঞায় বলদের ন্যায় ভারবহন এবং শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাদি কষ্ট সহিতে লাগলেন। অবশেষে তিনি গুরুকে পরিতুষ্ট করে শ্রেয় ও সর্বজ্ঞতা লাভ করলেন। এইরূপে তাঁর পরীক্ষা শেষ হ'ল।

৩। উত্তর, পৌষ ও তক্ষক

উপাধ্যায়ের আজ্ঞা নিয়ে বেদ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেন, তাঁরও তিনটি শিষ্য হ'ল। তিনি শিষ্যদের বলতেন না যে এই কর্ম কর, বা আমার শ্রদ্ধা কর। গুরুগৃহবাসের দ্ব্যর্থ তিনি জানতেন সেজন্য শিষ্যদের কষ্ট দিতে চাইতেন না। কিছুকাল পরে জনমেজয় এবং পৌষ নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যায়ের পদে বরণ করলেন। একদা বেদ যাজন কার্যের জন্য বিদেশে যাবার সময় উত্তর (১) নামক শিষ্যকে বলে গেলেন, আমার প্রবাসকালে গৃহে যে বিবয়ের অভাব হবে তুমি তা পূরণ করবে। উত্তর গুরুগৃহে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লাগলেন। একদিন আশ্রমের নারীরা তাঁকে বললে, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হয়েছেন কিন্তু উপাধ্যায় এখানে নেই; ঋতু যাতে নিষ্ফল না হয় তুমি তা কর। উত্তর উত্তর দিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এমন অকার্য করতে পারি না, উপাধ্যায় আমাকে অকার্য করবার আদেশ দেন নি। কিছুকাল পরে বেদ ফিরে এলেন এবং সকল বস্ত্রান্ত শ্রুতি প্রীত হয়ে বললেন, বৎস উত্তর, আমি তোমার কি প্রিয়সাধন করব বল। তুমি

(১) আশ্বমৈধিকপর্বে ৬-পরিচ্ছেদে উত্তরের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার।

ধৰ্মানুসারে আমার সেবা করেছ, আমাদের পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি স্বগৃহে যেতে পার।

উত্শ্ব বললেন, আমিই বা আপনার কি প্রিয়সাধন করব বলুন, আমি আপনার অভীষ্ট দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি। বেদ বললেন, বৎস, এখন থাকুক না। কিছুকাল পরে উত্শ্ব পুনর্ব্বার গদ্রকে দক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বেদ বললেন, তুমি বহুব্রাহ্মণ আমাকে দক্ষিণার কথা বলেছ; গৃহমধ্যে গিয়ে উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা কর কি দিতে হবে। তখন উত্শ্ব গদ্রপত্নীর কাছে গিয়ে বললেন, ভগবতী, উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়েছেন, আমি গদ্রদক্ষিণা দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাই, আপনি বলুন কি দক্ষিণা দেব। উপাধ্যায়পত্নী বললেন, তুমি রাজা পৌষ্যের কাছে যাও, তাঁর ক্ষত্রিয়া পত্নী যে দুই কুণ্ডল পরেন তাই চেয়ে আন। চার দিন পরে পূণ্যক রত হবে, তাতে আমি ওই কুণ্ডলে শোভিত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার এই অভীষ্ট পূর্ণ কর, তাতে তোমার মঙ্গল হবে, কিন্তু যদি না কর তবে অনিষ্ট হবে।

উত্শ্ব কুণ্ডল আনবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে তিনি প্রকাণ্ড বৃষে আরুঢ় এক মহাকায় পদ্রুষকে দেখতে পেলেন। সেই পদ্রুষ বললেন, উত্শ্ব, তুমি এই বৃষের পদ্রুষ ভক্ষণ কর। উত্শ্বকে অনিচ্ছুক দেখে তিনি আবার বললেন, উত্শ্ব, খাও, বিচার ক'রো না, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে খেয়েছেন। তখন উত্শ্ব বৃষের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে সত্বর আচমন ক'রে পৌষ্যের নিকট যাত্রা করলেন। পৌষ্য তাঁকে বললেন, ভগবান, কি আশ্চর্য বলুন। উত্শ্ব কুণ্ডল প্রার্থনা করলে রাজা বললেন, আপনি অন্তঃপদ্রে গিয়ে মহিষীর কাছে চেয়ে নিন। উত্শ্ব মহিষীকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে পৌষ্যকে বললেন, আমাকে মিথ্যা কথা বলা আপনার উচিত হয় নি, অন্তঃপদ্রে মহিষী নেই। পৌষ্য ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, নিশ্চয় আপনি উচ্ছিষ্ট (এণ্টো মূত্রে) আছেন, অশুচি ব্যক্তি আমার পতিব্রতা ভাষ্যকে দেখতে পায় না। উত্শ্ব স্মরণ ক'রে বললেন, আমি এখানে শীঘ্র আসবার জন্য দাঁড়িয়ে আচমন করেছিলাম সেজন্য এই দোষ হয়েছে। উত্শ্ব তখন পদ্রুমূত্রে বসে হাত পা মূত্র ধুলেন এবং তিনবার নিঃশব্দে ফেনশূন্য অনুষঙ্গ হৃদয় জল পান ক'রে দুবার মূত্রাদি ইন্দ্রিয় মেদুলন। তারপর তিনি অন্তঃপদ্রে গিয়ে মহিষীকে দেখতে পেলেন। উত্শ্বের প্রার্থনা শুনে মহিষী প্রীত হয়ে তাঁকে কুণ্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুটির প্রার্থী, অতএব সাবধানে নিয়ে যাবেন।

উতস্ক সন্তুষ্ট হয়ে পৌষ্যের কাছে এলেন। পৌষ্য বললেন, ভগবান, সংপাঠ সহজে পাওয়া যায় না, আপনি গৃধ্রবান অতিথি, আপনার সংকার করতে ইচ্ছা করি। উতস্ক বললেন, গৃহে যে অন্ন আছে তাই শীঘ্র নিয়ে আসুন। অন্ন আনা হ'লে উতস্ক দেখলেন তা ঠাণ্ডা এবং তাতে চুল রয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে অশর্দাচি অন্ন দিয়েছেন অতএব আপনি অন্ধ হবেন। পৌষ্য বললেন, আপনি নির্দোষ অম্লের দোষ দিচ্ছেন এজন্য আপনি নিঃসন্তান হবেন। উতস্ক বললেন, অশর্দাচি অন্ন দিয়ে আবার অভিশাপ দেওয়া আপনার অনর্দচিত, দেখুন না অন্ন অশর্দাচি কি না। রাজা অন্ন দেখে অনুমান করলেন এই শীতল অন্ন কোনও মৃত্তকেশী স্ত্রী এনেছে, তারই কেশ এতে পড়েছে। তিনি ক্ষমা চাইলে উতস্ক বললেন, আমার বাক্য মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হবেন, কিন্তু শীঘ্রই আবার দর্শিত্য ফিরে পাবেন। আমাকে যে শাপ দিয়েছেন তাও যেন না ফলে। রাজা বললেন, আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয়নি, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতভূলা কিন্তু বাক্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুর থাকে, ক্ষত্রিয়ের এর বিপরীত। আমি শাপ প্রত্যাহার করতে পারি না, আপনি চলুন যান। উতস্ক বললেন, আপনি অম্লের দোষ স্বীকার করেছেন অতএব আপনার শাপ ফলবে না। এই বলে তিনি কুণ্ডল নিয়ে চলে গেলেন।

উতস্ক যেতে যেতে পথে এক নগ্ন ক্ষপণক(১) দেখতে পেলেন, সে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তিনি কুণ্ডল দুটি ভূমিতে রেখে স্নানাদির জন্য জলাশয়ে গেলেন, সেই অবসরে ক্ষপণক কুণ্ডল নিয়ে পালিয়ে গেল। স্নান শেষ করে উতস্ক দৌড়ে গিয়ে ক্ষপণককে ধরে ফেললেন। সে তখনই তক্ষকের রূপ ধারণ করলে এবং সহসা আবির্ভূত এক গর্তে প্রবেশ করে নাগলোকে চলে গেল। উতস্ক সেই গর্ত দণ্ডকাষ্ঠ (ব্রহ্মচারীর যষ্টি) দিয়ে খুঁড়ে বড় করবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে ক্লান্ত ও অকৃতকার্য দেখে ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে বললেন, যাও, ওই ব্রাহ্মণকে সাহায্য কর। বজ্র দণ্ডকাষ্ঠে অধিষ্ঠান করে গর্তটি বড় করে দিলে। উতস্ক সেই গর্ত দিয়ে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবিধ প্রাসাদ হর্ম্য কুটীড়াস্থানাদি দেখতে পেলেন। কুণ্ডল ফিরে পাবার জন্য তিনি নাগগণের স্তব করতে লাগলেন। তাঁর পর দেখলেন, দুই স্ত্রী তাঁতে কাপড় বুনছে, তার কতক সূতো কালকূটক সাদা; ছয় কুমার দ্বাদশ অর (পাখি) যুক্ত একটি চক্র ঘোঁরাচ্ছে; একজন সিদ্ধশরন পুরুষ এবং একটি

অশ্বও সেখানে রয়েছে। উত্শ্ব এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই পদ্রুশ্ব উত্শ্বকে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, কি অভীষ্ট সাধন করব বল। উত্শ্ব বললেন, নাগগণ আমার বশীভূত হ'ক। পদ্রুশ্ব বললেন, তুমি এই অশ্বের গৃহ্যদেশে ফৎকার দাও। উত্শ্ব ফৎকার দিলে অশ্বের সমস্ত ইন্দ্রিয়তার থেকে সধুম অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল। তখন ভীত হয়ে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুন্ডল। কুন্ডল পেয়ে উত্শ্ব ভাবলেন, আজ উপাধ্যায়ানীর পদ্যক ব্রত, আমি বহু দূরে এসে পড়েছি, কি ক'রে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করব? সেই পদ্রুশ্ব তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্ব আরুঢ় হয়ে যাও, ক্ষণমধ্যে তোমার উপাধ্যায়ের গৃহে পৌঁছবে।

উপাধ্যায়ানী স্নান ক'রে কেশসংস্কার করছিলেন এবং উত্শ্ব এলেন না দেখে তাঁকে শাপ দেবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় উত্শ্ব এসে প্রণাম ক'রে কুন্ডল দিলেন। তার পর তিনি উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। উপাধ্যায় বললেন, তুমি যে দুই স্ত্রীকে বস্ত্র বয়ন করতে দেখেছ তাঁরা ধাতা ও বিধাতা। কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র রাত্রি ও দিন। ছয় কুমার ছয় ঋতু, চক্রাট সংবৎসর, তার দ্বাদশ অর দ্বাদশ মাস, যিনি পদ্রুশ্ব তিনি স্বয়ং ইন্দ্র, এবং অশ্ব অগ্নি। তুমি যাবার সময় পথে যে বৃষ দেখেছিলে সে ঐরাবত, তার আরোহী ইন্দ্র। তুমি যে পদ্রুশ্ব খেয়েছ তা অমৃত। নাগলোকে তোমার বিপদ হয় নি, কারণ ইন্দ্র আমার সখা, তাঁর অনুগ্রহে তুমি কুন্ডল আনতে পেরেছ। নৌমা, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি স্বগৃহে যাও, তোমার মঙ্গল হবে।

উত্শ্ব তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প ক'রে হস্তিনাপুরে রাজ্য জনমেজয়ের কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তক্ষশিলা জয় ক'রে ফিরে এসেছেন, মন্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে আছেন। উত্শ্ব যথার্থি আশীর্বাদ ক'রে বললেন, মহারাজ। যে কার্য করা উচিত ছিল তা না ক'রে আপনি বালকের ন্যায় অন্য কার্য করছেন। জনমেজয় তাঁকে সংবর্ণনা ক'রে বললেন, আমি দ্বাদশম অনুসারে প্রজাপালন ক'রে থাকি, আমাকে আপনি কি করতে বলেন? উত্শ্ব বললেন, আপনার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যে প্রাণহরণ করেছে সেই দুরাত্মা তক্ষকের উপর আপনি প্রতিশোধ নিন। সেই নৃপতির চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ আসছিলেন, কিন্তু তক্ষক তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আপনি শীঘ্র সপসত্রে অনুষ্ঠান করুন এবং জ্বলিত অগ্নিতে সেই পাপীকে আহুতি দিন। তাতে আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ হবে, আমিও প্রীত হব, কারণ সেই দুরাত্মা আমার বিষ করেছিল।

উত্পেক্ষের কথা শুনে জনমেজয় তক্ষকের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং শোকাতর্কমনে মন্ত্রিগণকে পরীক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

॥ পৌলোমপর্বাদ্যায় ॥

৪। ভৃগু-পুলোমা — চ্যবন — অগ্নির শাপমোচন

মহর্ষি শোনক সোঁতিকে বললেন, বৎস, আমি ভৃগুবংশের বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি, তুমি তা বল।

সোঁতি বললেন।—রহস্য যখন বরুণের যজ্ঞ করছিলেন তখন সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম হয়েছিল। ভৃগুর ভাষার নাম পুলোমা। তিনি গর্ভবতী হ'লে একদিন যখন ভৃগু স্নান করতে যান তখন এক রাক্ষস আশ্রমে এসে ভৃগুপত্নীকে দেখে মদ্বন্দ্ব হ'ল। এই রাক্ষসেরও নাম পুলোমা। পূর্বে সে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু কন্যার পিতা ভৃগুকেই কন্যাদান করেন। সেই দৃশ্যে সর্বদাই রাক্ষসের মনে ছিল। ভৃগুর হোমগৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখে রাক্ষস বললে, অগ্নি, তুমি দেবগণের মদ্বন্দ্ব, সত্য বল এই পুলোমা কার ভাষা। এই সুন্দরীকে পূর্বে আমি ভাষারূপে বরণ করেছিলাম কিন্তু ভৃগু অন্যায়ভাবে এঁকে গ্রহণ করেছেন। এখন আমি এঁকে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই। তুমি সত্য কথা বল।

অগ্নি ভীত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, দ্যাবনন্দন, তুমি পূর্বে এই পুলোমাকে বরণ করেছিলে কিন্তু যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ কর নি। পুলোমার পিতা বরলাভের আশায় ভৃগুকেই কন্যাদান করেছিলেন। ভৃগু আমার সম্মুখেই এঁকে বিবাহ করেছেন। যাঁকে তুমি পূর্বে বরণ করেছিলে ইনিই সেই পুলোমা। আমি মিথ্যা বলতে পারব না।

তখন রাক্ষস বরাহের রূপ ধারণ করে পুলোমাকে হরণ করে মহাবেগে নিয়ে চলল। পুলোমার শিশু গর্ভচ্যুত হ'ল, সেজন্য তার নাম চ্যবন। সুখতুল্য তেজোময় সেই শিশুকে দেখে রাক্ষস ভস্ম হয়ে ভূতলে পড়ল, পুলোমা পুত্রকে নিয়ে দৃষ্টিখত মনে আশ্রমের দিকে চললেন। রহস্য তাঁর এই রোরুদ্যমানা পুত্রবধূকে দানস্বনা দিলেন এবং পুলোমার অর্ধজাত নদীর নাম বহুসরা রাখলেন। ভৃগু তাঁর পত্নীকে বললেন, তোমার পরিচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল? পুলোমা উত্তর দিলেন, অগ্নি আমার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন ভৃগু সরোষে অগ্নিকে শাপ দিলেন,

তুমি সর্বভুক হবে। অগ্নি বললেন, তুমি কেন এরূপ শাপ দিলে? আমি ধর্মানুসারে রাক্ষসকে সত্য কথাই বলেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার মাননীয়, সেজন্য আমি প্রত্যাশাপ দিলাম না। আমি যোগবলে বহু মূর্তিতে অধিষ্ঠান করি, আমাকে যে আহুতি দেওয়া হয় তাতেই দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন, অতএব আমি সর্বভুক কি করে হবে?

অগ্নি বিজগণের অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া থেকে অন্তর্হিত হলেন। তাঁর অভাবে সকলে অতিশয় কষ্টে পড়ল, ঋষিরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে শাপের বিষয় জানালেন এবং বললেন, অগ্নির অন্তর্ধানে আমাদের ক্রিয়ালোপ হয়েছে; যিনি দেবগণের মুখ এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন তিনি কি করে সর্বভুক হ'তে পারেন? ব্রহ্মা মিষ্টবাক্যে অগ্নিকে বললেন, হৃদাশন, তুমি চিলোকের ধারায়িতা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক, ক্রিয়ালোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমি সদা পবিত্র, সর্বশরীর দিয়ে তুমি সর্বভুক হবে না, তোমার গৃহ্যদেশে যে শিখা আছে এবং তোমার যে ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর আছে তাই সর্বভুক হবে। তুমি তেজঃস্বরূপ, মহর্ষি ভৃগু যে শাপ দিয়েছেন তা সত্য কর এবং তোমার মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে তাই দেবগণের ও নিজের ভাগরূপে গ্রহণ কর। অগ্নি বললেন, তাই হবে। তখন সকলে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

৫। রুদ্র-প্রমদবরা — ভূভুভ

ভৃগুপুত্র চ্যবনের পত্নীর নাম সুকন্যা, তাঁর গর্ভে প্রমতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতির ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে রুদ্র নামক পুত্র উৎপন্ন হন। এই রুদ্রর কথা এখন বলব।

স্বদুলকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতহিতে রত এক মহর্ষি ছিলেন। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সহিত সহবাসে মেনকা গর্ভবতী হন। সেই নির্দয়া নিলম্ব অসুরা নদীতীরে তাঁর কন্যাসন্তানকে পরিত্যাগ করেন। মহর্ষি স্বদুলকেশ দেবকন্যার ন্যায় কান্তিমতী সেই কন্যাটিকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে লাগলেন। এই কন্যা স্বভাবে রূপে গুণে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ সেজন্য মহর্ষি তার নাম রাখলেন—প্রমদবরা। রুদ্র সেই কন্যাকে দেখে মোহিত হলেন, তাঁর পিতা প্রমতির অনুরোধে স্বদুলকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলেন।

কিছুদিন পরে বিবাহকাল আসন্ন হ'ল। প্রমদবরা তাঁর সখীদের সঙ্গে খেলা

করতে করতে দর্দৈবক্রমে একটি সুদৃশ্য সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সর্পের দংশনে প্রমদবরা বিবর্ণ বিগতন্ত্রী ও হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। স্থূলকেশ এবং অন্যান্য ঋষিরা দেখলেন পশ্চকান্ত সেই বাল্য নিম্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। প্রমতি ও বনবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন। শোকাক্ত রুদ্র গহন বনে গিয়ে করুণস্বরে বিলাপ করতে করতে বললেন, যদি আমি দান তপস্যা ও গুরুজনের সেবা করে থাকি, যদি জন্মবাধ রতপালন করে থাকি, কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষীকেশে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তবে আমার প্রিয়া এখনই জীবনলাভ করুন।

রুদ্রর বিলাপ শুনে দেবতারা কৃপান্বিত হয়ে একজন দূত পাঠালেন। এই দেবদূত রুদ্রকে বললেন, বৎস, এই কন্যার আরু শেষ হয়েছে, তুমি বৃথা শোক করো না। তবে দেবতারা একটি উপায় নির্দিষ্ট করেছেন, তা যদি করতে পার তবে প্রমদবরাকে ফিরে পাবে। রুদ্র বললেন, হে আকাশচারী, বলুন সেই উপায় কি। আমি তাই করব। দেবদূত বললেন, এই কন্যাকে তোমার আরু অর্ধ দান কর, তা হলেই সে জীবিত হবে। রুদ্র বললেন, আমি অর্ধ আরু দিলাম, আমার প্রিয়া সৌন্দর্যময়ী ও সালংকারী হয়ে উত্থান করুন।

প্রমদবরার পিতা গম্ধর্বরাজ্য বিশ্বাবাসু দেবদূতের সঙ্গে যমের কাছে গিয়ে বললেন, ধর্মরাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে মৃত্যু প্রমদবরা রুদ্রর অর্ধ আরু নিয়ে বেঁচে উঠুক। যম বললেন, তাই হ'ক। তখন বয়বর্ণিনী প্রমদবরা যেন নিদ্রা থেকে গায়েতান করলেন। প্রমতি ও স্থূলকেশ মহানন্দে বরকন্যার বিবাহ দিলেন।

রুদ্র অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্পকুল বিনষ্ট করবার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং যথাসক্তি সকলপ্রকার সর্পই বধ করতে লাগলেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধ ডুণ্ডুভ (টোঁড়া সাপ) শূন্যে আছে। রুদ্র তখনই তাকে দন্ডাঘাতে মারতে গেলেন। ডুণ্ডুভ বললে, তপোধন, আমি কোনও অপরাধ করি নি, তবে কেন আমাকে মারতে চান? রুদ্র বললেন, আমার প্রাণসম্মা ভার্যাকে সাপে কুম্ভেঁড়িছিল, সেজন্য প্রতিজ্ঞা করছি সাপ দেখলেই মারব। ডুণ্ডুভ বললে, যারা স্নানকে দংশন করে তারা অন্যজাতীয়, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে ডুণ্ডুভ বধ করতে পারেন না। রুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ডুণ্ডুভ, তুমি কে? ডুণ্ডুভ উত্তর দিলে, পূর্বে আমি সহস্রপাণ নামে ঋষি ছিলাম। খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সখা ছিলেন, তাঁর বাক্য অব্যর্থ। একদিন তিনি অগ্নিহোমে নিবদ্ধ ছিলেন সেই সময়ে আমি বালসুলভ খেলার ছলে একটি

তৃণনির্মিত সর্প নিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম, তাতে তিনি মর্ছিত হন। সংজ্ঞালাভ করে তিনি সক্রোধে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন নির্বিষ সর্প নির্মাণ করেছ, আমার শাপে তুমিও সেইরূপ হবে। আমি উদ্‌বিশ্ন হয়ে কৃতাজ্জলিপদে তাকে বললাম, আমি আপনাকে সখা জ্ঞান করে এই পরিহাস করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন, শাপ প্রত্যাহার করুন। খণ্ডম বললেন, যা বলেছি তা মিথ্যা হবে না, তবে আমার এই কথা শুনে রাখ—প্রমতির পুত্র রত্নরত্ন দর্শন পেলে তুমি শাপমুক্ত হবে। তুমি সেই রত্নরত্ন, আজ আমি পূর্বরূপ ফিরে পাব।

ঋষি সহস্রপাং ডুংডুভরূপ ত্যাগ করলেন এবং তেজোময় পূর্বরূপ লাভ করে রত্নরত্নকে বললেন,

অহিংসা পরমোধর্মঃ সর্বপ্রাণভূতাং স্মৃতঃ ॥

তস্মাৎ প্রাণভূতঃ সর্বান্ ন হিংস্যাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ৰীচৎ।

ব্রাহ্মণঃ সৌম্য এবাহ ভবতীতি পরা শ্রুতিঃ ॥

বেদবেদাঙ্গবিৎ তাত সর্বভূতভয়প্রদঃ।

অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চোতি বিনিশ্চিতম্ ॥

ব্রাহ্মণস্য পরো ধর্মো বেদানাং ধারণাপি চ।

ঋগ্নয়স্য হি যো ধর্মঃ স হি নেষ্যেত বৈ তব ॥

— সর্ব প্রাণীর অহিংসাই পরম ধর্ম; অতএব ব্রাহ্মণ কখনও কোনও প্রাণীর হিংসা করবেন না। বৎস, এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে যে ব্রাহ্মণ শান্তমূর্তি বেদবেদাঙ্গবিৎ এবং সর্ব প্রাণীর অভয়দাতা হবেন, তাঁর পক্ষে অহিংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেদের ধারণাই পরম ধর্ম। ঋগ্নয়ের যে ধর্ম তা তোমার গ্রহণীয় নয়।

তার পর সহস্রপাং বললেন, দণ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ঋগ্নয়ের ধর্ম। পূর্বকালে জনমেজয়ের সর্পষষ্ঠে সর্পসমূহ বিনষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবিৎ শ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক ভীত সর্পগণকে পরিগ্রহণ করেছিলেন।

রত্নরত্ন সেই ইতিহাস জানতে চাইলে সহস্রপাং বললেন, আমি এখন যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, তুমি ব্রাহ্মণদের কাছে সব শুনতে পাবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। রত্নরত্ন তাকে চতুর্দিকে অব্বেষণ করে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তারপর আগ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সর্পষষ্ঠির বৃত্তান্ত শুনলেন।

॥ আন্তীকপর্বাধ্যায় ॥

৬। জরৎকার, মদ্রি — কদ্রু ও বিনতা — সমুদ্রমন্থন

শোনক বললেন, তুমি জনমেজয়ের সপরিজ্ঞ ও আস্তীকের ইতিহাস বল।

সৌতি বললেন।—আস্তীকের পিতার নাম জরৎকার, তিনি মহাতপা ব্রহ্মচারী উদ্বরেতা পরিব্রাজক ছিলেন। একদিন তিনি পর্যটন করতে করতে দেখলেন, কতকগুলি মানুষ উশীর (বেনা) তৃণ অবলম্বন করে উদ্বরপাদ অধোমুখ হয়ে গর্তের উপর ঝুলছেন। জরৎকার প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা ষাষাবর নামক ঋষি ছিলাম। জরৎকার নামে আমাদের একটি পুত্র আছে, সেই গুঢ় কেবল তপস্যা করে, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা তার নেই। আমরা অন্যথায় বংশলোপের আশঙ্কায় পাপীর ন্যায় এই গর্তে লম্বমান রয়েছি। জরৎকার বললেন, আপনারা আমারই পিতৃপুরুষ, বলুন কি করব। পিতৃগণ বললেন, বৎস, দারগ্রহণ ও সন্তান উৎপাদন কর, তাতেই আমাদের পরম মঙ্গল হবে। জরৎকার বললেন, আমি নিজের জন্য বিবাহ বা ধনোপার্জন করব না, আপনাদের হিতের জন্যই দারগ্রহণ করব। যে কন্যার নাম আমার নামের সমান, যাকে তার আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় দান করবে, তাকেই আমি ভিক্ষাবরূপ নেব।

জরৎকার বিবাহার্থী হয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একদিন তিনি বনে গিয়ে ধীর ও উচ্চ কণ্ঠে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করলেন। তখন বাসুকি তাঁর ভগিনীকে নিয়ে এসে বললেন, শ্বিজোত্তম, আপনি একে গ্রহণ করুন। কন্যার নাম আর নিজের নাম এক জেনে জরৎকার তাঁকে বিবাহ করলেন। আস্তীক নামে তাঁদের এক পুত্র হ'ল, তিনিই সপরিগণকে দ্রাণ করেন এবং পিতৃগণকেও উদ্ধার করেন।

শোনক বললেন, বৎস সৌতি, তোমার কথা অতি মধুর, আমরা আরও শুনতে ইচ্ছা করি। সৌতি বলতে লাগলেন।—

পূরাকালে সত্যযুগে দক্ষ প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই সুলক্ষণা রূপবতী কন্যা ছিলেন, তাঁরা কশ্যপের ধর্মপত্নী। কশ্যপ তাঁদের বর দিতে ইচ্ছা করলে কদ্রু বললেন, তুল্যবলশালী সহস্র নাগ আমার পুত্র হ'ক; বিনতা বললেন, আমাকে দুই পুত্র দিন যারা কদ্রুর পুত্রের চেয়েও বলবান ও তেজস্বী। কশ্যপ দুই পত্নীকেই অভীষ্ট বর দিলেন। যথাকালে কদ্রু এক সহস্র এবং বিনতা দুই ডিম্ব প্রসব করলেন। পাঁচ শ বৎসর পরে কদ্রুর প্রত্যেক ডিম্ব থেকে পুত্র নির্গত হ'ল। নিজের

দুই ডিম্ব থেকে কিছুই বার হ'ল না দেখে বিনতা একটি ডিম্ব ভেঙে দেখলেন, তার মধ্যস্থ সন্তানের দেহের উর্দ্ধভাগ আছে কিন্তু নিম্নভাগ অপরিণত। সেই পদ্রুৎ ক্রুদ্ধ হয়ে মাতাকে শাপ দিলেন। তোমার লৌভের ফলে আমার দেহ অসম্পূর্ণ হয়েছে, তুমি পাঁচ শ বৎসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকবে। অন্য ডিম্বটিকে অসময়ে ভেঙো না, যথাকালে তা থেকে পদ্রুৎ নির্গত হয়ে তোমার দাসীত্ব মোচন করবে। এই কথা বলে তিনি আকাশে উঠলেন এবং অরুণরূপে সূর্যের সারথি হলেন। গরুড়ও যথাকালে জন্মগ্রহণ করলেন এবং জননী বিনতাকে ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত হয়ে আকাশে উড়লেন।

একদিন কদ্রু ও বিনতা দেখলেন, তাঁদের নিকট দিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যাচ্ছে।(১) অমৃতমন্থনে উৎপন্ন এই অশ্ববলের প্রশংসা সকল দেবতাই করতেন।

শৌনক অমৃতমন্থনের বিবরণ শ্রবণে চাইলে সৌতি বললেন। — একদা দেবগণ সূর্যের পর্বতের শিখরে বসে অমৃতপ্রাপ্তির জন্য মন্তনা করছিলেন। নারায়ণ ব্রহ্মাকে বললেন, দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হয়ে সমুদ্রমন্থন করুন, তা হ'লে অমৃত পাবেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণের আদেশে নাগরাজ অনন্ত মন্দর পর্বত উৎপাটন করলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা সমুদ্রতীরে গিয়ে বললেন, অমৃতের জন্য আমরা আপনাকে মন্তন করব। সমুদ্র বললেন, আমাকে অনেক মর্দন সহিতে হবে, অমৃতের অংশ যেন আমি পাই।

দেবাসুরের অনুরোধে সাগরস্থ কদম্বরাজ মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করলেন, ইন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্বতের নিম্নদেশ সমান করে দিলেন। তারপর মন্দরকে মন্তনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকি (অনন্ত)কে রজ্জু করে দেবাসুর সমুদ্র মন্তন করতে লাগলেন। অসুরগণ নাগরাজের শীর্ষদেশ এবং দেবগণ পদ্রুৎ ধারণ করলেন। বাসুকির মূখ থেকে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত যে নিঃস্বাসবায়ু নির্গত হ'ল তা মেঘে পরিণত হয়ে পরিশ্রান্ত দেবাসুরের উপর জলবর্ষণ করতে লাগল। সমুদ্র থেকে মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ উঠল, মন্দরের ঘর্ষণে বহু জলজন্তু নিষ্পিষ্ট হ'ল, পর্বতের বৃক্ষসকল পক্ষিসমেত নিপতিত হ'ল, বৃক্ষের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে হস্তী সিংহ প্রভৃতি জন্তুকে দগ্ধ করে ফেললে। নানাপ্রকার বৃক্ষের নিষ্পিষ্ট, ওষধির রস এবং কাণ্ডনদ্রব সমুদ্রজলে পড়ল। সেই সকল রসমিশ্রিত জল থেকে দগ্ধ ও ঘৃত উৎপন্ন হ'ল।

তারপর মধ্যমান সাগর থেকে চন্দ্র উঠলেন এবং ঘৃত থেকে লক্ষ্মী, সুরা

(১) পরবর্তী ঘটনা ৭-পরিচ্ছেদে আছে।

দেবী, শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও নারায়ণের বন্ধের ভূষণ কৌন্তুভ মণির উদ্ভব হ'ল। সর্বকামনাপূরক পারিজাত এবং সুদ্রাভি ধেনুও উৎথিত হ'ল। লক্ষ্মী, সুদ্রা দেবী, চন্দ্র ও উচ্চৈঃশ্রবা দেবগণের নিকট গেলেন। অনন্তর ধন্বন্তরি দেব অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু নিয়ে উঠলেন, তা দেখে দানবগণ 'আমার আমার' বলে কোলাহল করতে লাগল। তারপর শ্বেতবর্ণ চতুর্দন্ত মহাকায় ঐরাবত উৎথিত হ'লে ইন্দ্র তাকে ধরলেন। অতিশয় মন্থনের ফলে কালকূট উঠল, সধুম অগ্নির ন্যায় সেই বিষে জগৎ ব্যাপ্ত হ'ল। ব্রহ্মার অনুরোধে ভগবান মহেশ্বর সেই বিষ কণ্ঠে গ্রহণ করলেন, সেই থেকে তাঁর নাম নীলকণ্ঠ।

দানবগণ অমৃত ও লক্ষ্মী লাভের জন্য দেবতাদের সঙ্গে কলহ করতে লাগল। নারায়ণ মোহিনী মায়ায় স্ত্রীরূপ ধারণ করে দানবগণের কাছে গেলেন, তারা মোহিত হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করলে। তিনি দানবগণকে শ্রেণীবদ্ধ করে বসিয়ে কমণ্ডলু থেকে কেবল দেবগণকে অমৃত পান করালেন। দানবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগণের প্রতি ধাবিত হ'ল, তখন বিষ্ণু অমৃত হরণ করলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কাছ থেকে অমৃত নিয়ে পান করছিলেন সেই অবসরে রাহু নামক এক দানব দেবতার রূপ ধারণ করে অমৃত পান করলে। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশে যাবার আগেই চন্দ্র ও সুদর্বা বিষ্ণুকে বলে দিলেন, বিষ্ণু তখনই তাঁর চক্র দিয়ে সেই দানবের মৃণ্ডচ্ছেদ করলেন। রাহুর মৃণ্ড আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগল, তার কবন্ধ (ধড়) ভূমিতে পড়ল, সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হ'ল। সেই অবাধ চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে রূহুর চিরস্থায়ী শত্রুতা হ'ল।

বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ত্যাগ করে দেবগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলেন। দানবগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

৭। কদ্রু-বিনতার পণ — গরুড় — গজকচ্ছপ — অমৃতহরণ

একদিন উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখে কদ্রু ও বিনতা তর্ক করলেন, এই অশ্বের বর্ণ কি। বিনতা বললেন, শ্বেত; কদ্রু বললেন, এর পৃচ্ছলোম কৃষ্ণ। অবশেষে এই পণ স্থির হ'ল যে কাল তাঁরা অশ্বটিকে ভাল করে দেখবেন এবং যার কথা মিথ্যা হবে তিনি সপত্নীর দাসী হবেন।

কদ্রু তাঁর সর্পপুত্রদের ডেকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে ওই অশ্বের পৃচ্ছ লগ্ন হও, যাতে তা কজ্জলবর্ণ দেখায়। যে সর্পরা সম্মত হ'ল না কদ্রু তাদের শাপ দিলেন, তোমরা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে দণ্ড হবে। পরদিন প্রভাতে কদ্রু ও

বিনতা আকাশপথে সমুদ্রের পরপারে গেলেন। উর্দ্ধঃশ্রবার পুচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ লোম দেখে বিনতা বিষন্ন হলেন এবং কদ্ম্ব তাঁকে দাসীত্বে নিযুক্ত করলেন।

এই সময়ে বিনতার স্বিতীয় ডিম্ব বিদীর্ণ ক'রে মহাবল গরুড় বহির্গত হলেন এবং অগ্নিরাশির ন্যায় তেজোময় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগলেন। তারপর তিনি সমুদ্রের পরপারে মাতার নিকট গেলেন। কদ্ম্ব বিনতাকে বললেন, সমুদ্রের মধ্যে এক সুন্দর নাগালয় আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে চল। বিনতা কদ্ম্বকে এবং গরুড় তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা সর্পগণকে বহন ক'রে নিয়ে চললেন। সূর্য্যোপাস্তে পুত্ররা কষ্ট পাচ্ছে দেখে কদ্ম্ব ইন্দ্রের স্তব করলেন, ইন্দ্রের আদেশে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হ'ল। সর্প সকল হৃষ্ট হয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে এক রমণীয় স্বীপে এল। তারা গরুড়কে বললে, আমাদের অন্য এক স্বীপে নিয়ে চল যেখানে নির্মল জল আছে। গরুড় বিনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের আশ্বাসনাসারে আমাকে চলতে হবে কেন? বিনতা জানালেন যে কদ্ম্ব কপট উপায়ে তাঁকে পণে পরাজিত ক'রে দাসীত্বে নিযুক্ত করেছেন। গরুড় দুঃখিত হয়ে সর্পদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলে আমরা দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'তে পারি? সর্পরা বললে, যদি নিজ বীর্যবলে অমৃত আনতে পার তবে মুক্তি পাবে।

গরুড় বিনতাকে বললেন, আমি অমৃত আনতে যাচ্ছি, পথে কি খাব? বিনতা বললেন, সমুদ্রের এক প্রান্তে বহু সহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি সেই নির্দয় দুরাত্মাদের খেয়ো কিন্তু ব্রাহ্মণদের কখনও হিংসা ক'রো না। গরুড় আকাশমাগে যাত্রা ক'রে নিষাদালয়ে উপস্থিত হলেন এবং মদুখব্যাধান ক'রে নিষাদগণকে গ্রাস করতে লাগলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর সঙ্গ গরুড়ের কণ্ঠে প্রবেশ করেছিলেন। দীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় দাহ বোধ হওয়ায় গরুড় বললেন, শ্বিজোক্তম, তুমি শীঘ্র নিগত হও, ব্রাহ্মণ পাপী হ'লেও আমার ভক্ষ্য নয়। ব্রাহ্মণ বললেন, তবে আমার নিষাদী ভাৰ্য্যাকেও ছেড়ে দাও। গরুড় বললেন, আপনি তাঁকে নিয়ে শীঘ্র বেরিয়ে আসুন, যেন আমার জঠরনালে জীর্ণ না হন। ব্রাহ্মণ সন্দীক নিগত হয়ে গরুড়কে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন।

তারপর গরুড় তাঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপের কাছে গেলেন। কশ্যপ কুশল প্রশ্ন করলে গরুড় বললেন, আমি মাতার দাসীত্ব মোচনের জন্য অমৃত আনতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি প্রচুর খাদ্য পাই না, আপনি আমার ক্ষুধাপাসানিবৃন্তির উপায় বলুন।

কশ্যপ বললেন, বিভাবসু নামে এক কোপনস্বভাব মহর্ষি ছিলেন, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্তুপ্রতীক ধনবিভাগের জন্য বার বার অনুরোধ করতেন। একদিন

বিভাবসু বললেন, যে ভ্রাতারা গরুড় ও শাস্ত্র মানে না তারা এই পরস্পরকে শত্রু ভেবে শাস্কিত হয়; সাধুলোকে ধনবিভাগের প্রশংসা করেন না। তুমি আমার নিষেধ শুনবে না, ভিন্ন হয়ে ধনশালী হ'তে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হস্তী হও। সুপ্রতীকও জ্যেষ্ঠকে শাপ দিলেন, তুমি কচ্ছপ হও। বৎস গরুড়, ওই যে সরোবর দেখছ ওখানে দুই ভ্রাতা গজকচ্ছপ রূপে পরস্পরকে আক্রমণ করছে। তুমি ওই মহাগিরিতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন কর।

এক নখে গজ আর এক নখে কচ্ছপকে তুলে নিয়ে গরুড় অলম্ব তীর্থে গেলেন। সেখানকার বৃক্ষসকল শাখাভঙ্গের ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটি বিশাল দিব্য বটবৃক্ষ গরুড়কে বললে, আমার শতযোজন আয়ত মহাশাখায় ব'সে তুমি গজকচ্ছপ ভোজন কর। গরুড় বসবামাত্র মহাশাখা ভেঙে গেল। বালখিল্য মৃদনিগণ সেই শাখা থেকে অধোমুখে ঝুলছেন দেখে গরুড় সন্তুষ্ট হয়ে চণ্ডম্বারা শাখাটি ধরে ফেললেন এবং বহু দেশে বিচরণ ক'রে অবশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন। কশ্যপ সেখানে তপস্যা করছিলেন। তিনি পুত্রের অনিষ্টবারণের জন্য বালখিল্যগণকে বললেন, তপোধনগণ, লোকের হিতের নিমিত্ত গরুড় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, আপনারা তাকে অনুমতি দিন। তখন বালখিল্যগণ শাখা ত্যাগ ক'রে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেলেন। গরুড় শাখা মূখে ক'রে বিকৃতস্বরে পিতাকে বললেন, ভগবান, মানুষ্যবর্জিত এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাখা ফেলতে পারি। কশ্যপ একটি তুষারময় জনশূন্য পর্বতের কথা বললেন। গরুড় সেখানে গিয়ে শাখা ত্যাগ করলেন এবং পর্বতশৃঙ্গে ব'সে গজকচ্ছপ ভোজন করলেন।

ভোজন শেষ ক'রে গরুড় মহাবেগে উড়ে চললেন। অশুভসূচক নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হলেন। বৃহস্পতি বললেন, কশ্যপ-বিনতার পুত্র কামরূপী গরুড় অমৃত হরণ করতে আসছে। তখন দেবতারা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। গরুড়কে দেখে দেবগণ ভয়ে কম্পিত হয়ে পরস্পরকে অস্ট্রাঘাত করতে লাগলেন। বিস্বকর্মা অমৃতের রক্ষক ছিলেন, তিনি গরুড়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ ক'রে ক্ষতিবিক্ষত হয়ে হুঁপতিত হলেন। গরুড়ের পক্ষের আন্দোলনে ধূলি উড়ে দেবলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, বায়ু সেই ধূলি অপসারিত করলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। পরিশেষে গরুড় জয়ী হলেন এবং স্বর্ণময় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষাগারে প্রবেশ করলেন।

গরুড় দেখলেন, অমৃতের চতুর্দিকে অগ্নিশিখা জ্বলছে, তার নিকটে একটি

ক্ষুরধার লৌহচক্র নিরন্তর ঘুরছে। তিনি তাঁর দেহ সংকুচিত করে চক্রের অরের অন্তরাল দিয়ে প্রবেশ করে দেখলেন, অমৃত রক্ষার জন্য দুই ভয়ংকর সর্প চক্রের নিন্দদেশে রয়েছে। গরুড় তাদের বধ করে অমৃত নিয়ে আকাশে এসে বিষ্ণুর দর্শন পেলেন। গরুড় অমৃতপানের লোভ সংবরণ করেছেন দেখে বিষ্ণু প্রীত হয়ে বললেন, তোমাকে বর দেব। গরুড় বললেন, আমি তোমার উপরে থাকতে এবং অমৃতপান না করেই অজর অমর হতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণু বললেন, তাই হবে। তখন গরুড় বললেন, ভগবান, তুমিও আমার কাছে বর চাও। বিষ্ণু বললেন, তুমি আমার বাহন হও, আমার রথধ্বজের উপরেও থেকো। গরুড় তাই হবে বলে মহাবেগে প্রস্থান করলেন।

তখন ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করলেন। গরুড় সহাস্যে বললেন, শতক্রতু, ধর্মীচি মূনি, তাঁর অস্থিজাত বজ্র, এবং তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পালক ফেলে দিলাম, তোমার বজ্রপাতে আমার কোনও ব্যথা হয় নি। গরুড়ের নিক্ষিপ্ত সেই সুন্দর পালক দেখে সকলে আনন্দিত হয়ে তাঁর নাম দিলেন 'সুপর্ণ'। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বললেন, যদি তোমার অমৃতে প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে ফিঁরিয়ে দাও, কারণ তুমি যাদের দেবে তারাই আমাদের উপর উপদ্রব করবে। গরুড় বললেন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি অমৃত নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমি রাখব সেখান থেকে তুমি হরণ করো। ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে গরুড় বললেন, মহাবল সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হ'ক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে।

তার পর গরুড় বিনতার কাছে এলেন এবং সর্পভ্রাতাদের বললেন, আমি অমৃত এনেছি, এই কুশের উপর রাখছি, তোমরা স্নান করে এসে খেয়ো। এখন তোমাদের কথা রাখ, আমার মাতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত কর। তাই হ'ক বলে সর্পরা স্নান করতে গেল, সেই অবসরে ইন্দ্র অমৃত হরণ করলেন। সর্পের দল ফিরে এসে 'আমি আগে, আমি আগে' বলে অমৃত খেতে গেল, কিন্তু না পেয়ে কুশ চাটতে লাগল, তার ফলে তাদের জিহবা শ্বেদা বিভক্ত হ'ল।

৮। আশ্বত্থীর জন্ম — পরীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ

শৌনক বললেন, কদ্মুর অভিষাপ (১) শুনে তাঁর পুত্রেরা কি করেছিল বল।

(১) ৭-পরিচ্ছেদে।

সোঁত বললেন।—ভগবান শেষ নাগ (অনন্ত, বাসদিক) কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মাতার অভিশাপের পর নানা পবিত্র তীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার কি কামনা তা বল। শেষ উত্তর দিলেন, আমার সহোদরগণ অতি মন্দমতি, তারা আমার বৈমাত্র্য প্রভৃতি গরুড়কে শ্রবণ করে। আমি পরলোকেও সহোদরদের সংসর্গ চাই না, সেজন্য তপস্যায় প্রাণ বিসর্জন দেব। ব্রহ্মা বললেন, আমি তোমার ভ্রাতাদের আচরণ জানি। ভাগ্যক্রমে তোমার ধর্মবৃদ্ধি হয়েছে, তুমি আমার আদেশে এই শৈল-বন-সাগর-জনপদাদি-সম্মিলিত চণ্ডল পৃথিবীকে নিশ্চল করে ধারণ কর। শেষ নাগ পাতালে গিয়ে মস্তক দ্বারা পৃথিবী ধারণ করলেন, ব্রহ্মার ইচ্ছায় গরুড় তাঁর সহায় হলেন। পাতালবাসী নাগগণ তাঁকে বাসদিকরূপে নাগরাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

মাতৃপ্রদত্ত শাপ খণ্ড করবার জন্য বাসদিক তাঁর ধার্মিক ভ্রাতাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। নাগগণ অনেক প্রকার উপায় নির্দেশ করলেন কিন্তু বাসদিক কোনওটিতে সন্মত হলেন না। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বললেন, আমাদের মাতা যখন অভিশাপ দেন তখন আমি তাঁর ক্রোড়ে বসে শুনছিলাম — ব্রহ্মা দেবগণকে বলছেন, তপস্বী পরিব্রাজক জরৎকারুর গুহ্যে বাসদিকের ভগিনী (১) জরৎকারুর গর্ভে আস্তীক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই ধার্মিক সপর্গণকে রক্ষা করবেন।

তারপর বাসদিক বহু অবশেষের পর মহর্ষি জরৎকারুকে পৈয়ে তাঁকে ভগিনী সম্প্রদান করলেন। সেই ধার্মিক তপস্বী বাসদিকের প্রদত্ত রমণীয় গৃহে সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। তিনি ভাষ্যকে বললেন, তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় কিছু করবে না, যদি কর তবে এই বাসগৃহ আর তোমাকে ত্যাগ করবে। বাসদিকের ভগিনী তাতেই সন্মত হলেন এবং শ্বেতকাকী(২)র ন্যায় পতির সেবা করে যথাকালে গর্ভবতী হলেন। একদিন মহর্ষি তাঁর ক্রোড়ে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন এমন সময় সূর্যাস্তকাল উপস্থিত হ'ল। পাছে সন্ধ্যাকৃত্যের কাল উত্তীর্ণ হয় এই আশঙ্কায় তিনি মৃদুস্বরে স্বামীকে জাগালেন। মহর্ষি বললেন, নিদ্রাভঙ্গ করে তুমি আমার অবমাননা করেছ, তোমার কাছে আর আমি থাকব না। আমি যতক্ষণ সূর্যাস্ত ততক্ষণ সূর্যের অস্ত যাবার ক্ষমতা নেই। অনেক অনুনয় করলেও তিনি তাঁর বাবা প্রত্যাহার করলেন না, যাবার সময় পত্নীকে বলে গেলেন, ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ঋষি আছেন।

যথাকালে বাসুদেবভাগিনীর দেবকুমার তুল্য এক পুত্র হ'ল। এই পুত্র চ্যবনভনয় প্রমত্তির কাছে শাস্ত্রশিক্ষণ করলেন। মহর্ষি জরৎকারু চ'লে যাবার সময় তাঁর পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানকে ক্ষমা ক'রে 'অস্তি' (আছে) বলেছিলেন সেজন্য তাঁর পুত্র আস্তীক নামে খ্যাত হ'লেন।

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন, জনমেজয় তাঁর পিতার মৃত্যুর বস্ত্রান্ত জানতে চাইলে মন্ত্রীরা তাঁকে কি বলেছিলেন?

সৌত বললেন, জনমেজয়ের মন্ত্রীরা এই ইতিহাস বলেছিলেন।— অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র মহাজ্ঞ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয় ছিলেন। ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করার পর দুর্দান্তক্রমে তাঁর প্রাণনাশ হয়। তিনি প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় মহাবীর ও ধনুর্ধর ছিলেন। একদা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করতে গিয়ে একটি মৃগকে বাণাবদ্ধ ক'রে তার অনুসরণ করলেন এবং পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে গহন বনে শমীক নামক এক মৃনিকে দেখতে পেলেন। রাজা মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মৃনি তাঁর দিলেন না, কারণ তিনি তখন মৌনব্রতধারী ছিলেন। পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে একটা মৃত সর্প ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তুলে মৃনির স্কন্ধে পরিয়ে দিলেন। মৃনি কিছুই বললেন না, ক্রোধও প্রকাশ করলেন না। রাজা তখন নিজের পদুরীতে ফিরে গেলেন।

শমীক মৃনির শৃঙ্গী নামে এক তেজস্বী ক্রোধী পুত্র ছিলেন, তিনি তাঁর আচার্যের গৃহ থেকে ফেরবার সময় কৃশ নামক এক বন্ধুর কাছে শুনলেন, রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর তপোরত পিতাকে কিরূপে অপমান করেছেন। শৃঙ্গী ক্রোধে যেন প্রদীপ্ত হয়ে এই অভিশাপ দিলেন, আমার নিরপরাধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প দিয়েছে সেই পাপীকে সপ্ত রাত্রির মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক নাগ দংশন করে। শৃঙ্গী তাঁর পিতার নিকট গিয়ে শাপের কথা জানালেন। শমীক বললেন, বৎস, আমরা পরীক্ষিতের রাজ্যে বাস করি, তিনি আমাদের রক্ষক, তাঁর অনিষ্ট আমি চাই না। জ্ঞানী ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হয়ে এসেছিলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম করেছেন। পুত্র, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয়নি। শৃঙ্গী বললেন, পিতা, আমি যদি অন্যায়ও ক'রে থাকি তথাপি আমার শাপ মিথ্যা হবে না।

গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে শমীক পরীক্ষিতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গদরুর উপদেশে অনুসারে গৌরমুখ বললেন, মহারাজ, মৌনব্রতী শমীকের স্কন্ধে আপনি মৃত সর্প রেখেছিলেন, তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর পুত্র ক্ষমা করেন নি, তাঁর শাপে সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ করবে। শমীক বার বার বলে দিয়েছেন আপনি যেন আত্মরক্ষায় যত্নবান হন।

পরীক্ষণ অত্যন্ত দৃষ্টিভিত্তি হয়ে মন্ত্রীদেব সঙ্গের মন্ত্রণা করলেন। তাঁদের সঙ্গের পরামর্শ করে তিনি একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং বিচারচিকিৎসক ও মন্ত্রিসম্মত ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করলেন। তিনি সেখানে থেকেই মন্ত্রীদেব সাহায্যে রাজকাৰ্য্য করতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না। সন্তম্ব দিনে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণ বিচারচিকিৎসার জন্য রাজার কাছে যাচ্ছিলেন। বৃন্দ ব্রাহ্মণের বেশে তক্ষক তাঁকে বললে, আপনি এত দ্রুত কোথায় যাচ্ছেন? কাশ্যপ বললেন, আজ তক্ষক নাগ পরীক্ষককে দংশন করবে, আমি গুরুদেব কৃপায় বিষ নষ্ট করতে পারি, রাজাকে সদ্য সদ্য নিরাময় করব। তক্ষক বললে, আমিই তক্ষক, এই বটবৃক্ষে দংশন করছি, আপনার মন্ত্রবল দেখান।

তক্ষকের দংশনে বটবৃক্ষ জ্বললে গেল। কাশ্যপের মন্ত্রশক্তিতে তম্বরাশি থেকে প্রথমে অক্ষুর, তারপর দুটি পল্লব, তারপর বহু পত্র ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হ'ল। তক্ষক বললে, তপোধন, আপনি কিসের প্রার্থী হয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণের শাপে তাঁর আয়ু ক্ষয় পেয়েছে, আপনি তাঁর চিকিৎসায় কৃতকাৰ্য্য হবেন কিনা সন্দেহ। রাজার কাছে আপনি যত ধন আশা করেন তার চেয়ে বেশী আমি দেব, আপনি ফিরে যান। কাশ্যপ ধ্যান করে জানলেন যে পরীক্ষকের আয়ু শেষ হয়েছে, তিনি তক্ষকের কাছে অভীষ্ট ধন নিয়ে চলে গেলেন।

তক্ষকের উপদেশে কয়েকজন নাগ তপস্বী সেজে ফল কুশ আদ্র জল নিয়ে পরীক্ষকের কাছে গেল। রাজা সেই সকল উপহার নিয়ে তাদের বিদায় দিলেন এবং অমাত্য-সদৃশ্গণের সঙ্গের ফল খাবার উপক্রম করলেন। তাঁর ফলে একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণনয়ন তাম্রবর্ণ কীট দেখে রাজা তা হাতে ধরে সচিবদের বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আমার দৃষ্টি বা ভয় নেই, শৃংগীর বাক্য সত্য হ'ক, এই কীট তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন করুক। এই বলে তিনি নিজের কণ্ঠদেশে সেই কীট রেখে হাসতে লাগলেন। তখন কীটরূপী তক্ষক নিজ মূর্তি ধরে রাজাকে বেণ্টন করলে এবং সগর্জনে তাঁকে দংশন করলে। মন্ত্রীরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর তাঁরা দেখলেন, পদ্মবর্ণ তক্ষক আকাশে যেন সীমন্তরেখা বিস্তার করে চলেছে। বিষের অনলে রাজার গৃহ-আলোকিত হ'ল, তিনি বজ্রাহতের ন্যায় পড়ে গেলেন।

পরীক্ষকের মৃত্যুর পর রাজপদরোহিত এবং মন্ত্রীরা পারলৌকিক ত্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁর শিশুপদ্র জনমেজয়কে রাজা করলেন। যথাকালে কাশীরাজ সূর্য-বর্মার কন্যা বপুশ্চুমার সঙ্গের জনমেজয়ের বিবাহ হ'ল। তিনি অন্য নারীর প্রতি মন দিতেন না, পতিব্রতা রূপবতী বপুশ্চুমার সঙ্গের মহানন্দে কালযাপন করতে লাগলেন।

১। জনমেজয়ের সর্পসত্র

মন্ত্রীদের কাছে পিতার মৃত্যুবিবরণ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন, তার পর জলস্পর্শ ক'রে বললেন, যে দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করেছে তার উপর আমি প্রতিশোধ নেব। তিনি পুরোহিতদের প্রশ্ন করলেন, আপনারা এমন ক্রিয়া জানেন কি যাতে তক্ষককে সবান্ধবে প্রদীপ্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়? পুরোহিতরা বললেন, মহারাজ, সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞ আছে, আমরা তার পদ্ধতি জানি।

রাজার আজ্ঞায় যজ্ঞের আয়োজন হ'তে লাগল। যজ্ঞস্থান মাপবার সময় একজন পুরাণকথক সূত বললে, কোনও ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের ব্যাঘাত করবেন। জনমেজয় দ্বারপালকে বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কেউ যেন এখানে না আসে। অনন্তর যথাবিধি সর্পসত্র আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণবসনধারী রাজকগণ ধূমে রক্তলোচন হয়ে সর্পগণকে আহ্বান ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। নানাজাতীয় নানাবর্ণ অসংখ্য সর্প অগ্নিতে পড়ে বিনষ্ট হ'ল।

তক্ষক নাগ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোমার ভয় নেই, এখানেই থাক। স্বজনবর্গের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বাসুকি তাঁর ভগিনীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি তোমার পুত্রকে বল যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করে। তখন জরংকার্দ্র আস্তীককে পূর্বে ইতিহাস জানিয়ে বললেন, হে অমর্ত্যুল্য পুত্র, তুমি আমার ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গকে যজ্ঞাগ্নি থেকে রক্ষা কর। আস্তীক বললেন, তাই হবে, আমি নাগরাজ বাসুকিকে তাঁর মাতৃদত্ত শাপ থেকে রক্ষা করব।

আস্তীক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু দ্বারপাল তাঁকে প্রবেশ করতে দিলে না। তখন তিনি স্তুতি করতে লাগলেন — পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, তুমি ভরতবংশের প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রয়াগে অনর্দ্রচিত চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতির যজ্ঞের তুল্য; আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। ইন্দ্রের শত যজ্ঞ, যম রন্তিদেব কুবের ও দাশরথি রামের যজ্ঞ, এবং যদধিষ্ঠির কৃষ্ণদেবপায়ন প্রভৃতির যজ্ঞ যেরূপ, তোমার এই যজ্ঞও সেইরূপ; আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। তোমার তুল্য প্রজাপালক স্বাজ্ঞা জীবলোকে নেই, তুমি বরুণ ও ধর্মরাজের তুল্য। তুমি যমের ন্যায় ধর্মজ্ঞ, কৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন।

আস্তীকের স্তুতি শুনে জনমেজয় বললেন, ইনি অম্পবয়স্ক হ'লেও বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলছেন, একে বর দিতে চাই। রাজার সদস্যগণ বললেন, এই ব্রাহ্মণ

সম্মান ও বরলাভের যোগ্য, কিন্তু যাতে তক্ষক শীঘ্র আসে আগে সেই চেষ্টা করুন। আগন্তুক ব্রাহ্মণকে রাজা বর দিতে চান দেখে সর্পসত্তের হোতা চণ্ডভার্গবও প্রীত হলেন না। তিনি বললেন, এই যজ্ঞে এখনও তক্ষক আসে নি। ঋষিগণ বললেন, আমরা বদ্বতে পারছি তক্ষক ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তখন রাজার অনুরোধে হোতাগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র বিমানে চড়ে যজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন, তক্ষক তাঁর উত্তরীয়ে লুটকিয়ে রইল। জনমেজয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তক্ষক যদি ইন্দ্রের কাছে থাকে তবে ইন্দ্রের সঙ্গেই তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন।

ইন্দ্র যজ্ঞস্থানের নিকটে এসে ভয় পেলেন এবং তক্ষককে ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলেন। তক্ষক মন্ত্রপ্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আকাশপথে যজ্ঞাগ্নির অভিমুখে আসতে লাগল। ঋষিগণ বললেন, মহারাজ, ওই তক্ষক ঘুরতে ঘুরতে আসছে, তার মহাগর্জন শোনা যাচ্ছে। আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে, এখন ওই ব্রাহ্মণকে বর দিতে পারেন। রাজা আস্তীককে বললেন, বালক, তুমি সন্দর্পিত, তোমার অভিপ্রেত বর চাও। আস্তীক তক্ষকের উদ্দেশে বললেন, তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ; তক্ষক আকাশে স্থির হয়ে রইল। তখন আস্তীক রাজাকে বললেন, জনমেজয়, এই যজ্ঞ এখনই নিবৃত্ত হ'ক, অগ্নিতে আর যেন সর্প না পড়ে। জনমেজয় অপ্রীত হয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ, সন্দর্প রজত ধেনু যা চাও দেব, কিন্তু আমার যজ্ঞ যেন নিবৃত্ত না হয়। রাজা এইরূপে বার বার অনুরোধ করলেও আস্তীক বললেন, আমি আর কিছুই চাই না, আপনার যজ্ঞ নিবৃত্ত হ'ক, আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হ'ক। তখন সদস্যগণ সকলে রাজাকে বললেন, এই ব্রাহ্মণকে বর দিন।

আস্তীক তাঁর অভীষ্ট বর পেলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, রাজাও প্রীতীলাভ ক'রে ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ দান করলেন। তিনি আস্তীককে বললেন, তুমি আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে সদস্যরূপে আবার এসো। আস্তীক সম্মত হয়ে মাতুলালয়ে ফিরে গেলেন। সর্পগণ আনন্দিত হয়ে বর দিতে চাইলে আস্তীক বললেন, প্রসন্ন-চিত্ত ব্রাহ্মণ বা অন্য ব্যক্তি যদি রাত্রিতে বা দিবসে এই ধর্মাখ্যান পাঠ করে তবে তোমাদের কাছ থেকে তার যেন কোনও বিপদ না হয়। সর্পগণ প্রীতি হয়ে বললে, ভার্গবেন, আমরা তোমার কামনা পূর্ণ করব।

আস্তীকঃ সর্পসত্তে বঃ পশ্চগান্ যোহভ্যরক্ষত।

তং স্মরন্তং মহাভাগাঃ ন মাং হিংসিতুমর্হথ॥

সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ।

জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর ॥

আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে।

শতধা ভিদিতে মূৰ্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥ (১)

— হে মহাভাগ সর্পগণ, যিনি সর্পসঙ্গে তোমাদের রক্ষা করেছিলেন সেই আস্তীককে স্মরণ করছি, আমার হিংসা ক'রো না। সর্প, স'রে যাও, তোমার ভাল হ'ক; মহাবিষ সর্প, চ'লে যাও, জনমেজয়ের যজ্ঞের পর আস্তীকের বাক্য স্মরণ কর। আস্তীকের কথায় যে সর্প নিবৃত্ত হয় না তার মস্তক শিমূল (২) ফলের ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়।

॥ আদিবংশাবতরণপর্বাধ্যায় ॥

১০। উপরিচর বসু — পরাশর-সত্যবতী — কৃষ্ণবৈশম্পয়ন

শৌনক বললেন, বৎস সৌতি, সর্পসঙ্গে কর্মের অবকাশে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পয়ন প্রতিদিন যে মহাভারত পাঠ করতেন তাই আমরা এখন শুনতে ইচ্ছা করি। সৌতি বললেন, জনমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসদেবের আদেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পয়ন যে মহাভারতকথা বলেছিলেন তা আপনারা শুনুন।—

(১) চৌদি দেশে উপরিচর বসু নামে পুরুবংশজাত এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য ক'রে স্ফাটিকময় বিমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ন্তী মালা এবং একটি বর্ণানির্মিত ঘটি দিয়েছিলেন। উপরিচর অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব ক'রে সেই ঘটি রাজপুত্রীতে এনে ইন্দ্রপূজা করতেন। পরদিন তিনি গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অলংকৃত এবং কুসুম্ভ পুষ্পে রঞ্জিত বস্ত্রে বোধিত ক'রে ইন্দ্রদ্বজ উত্তোলন করতেন। সেই অবধি অন্যান্য রাজারাও এইপ্রকার উৎসব ক'রে থাকেন। উপরিচর ইন্দ্রদত্ত বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন সেই কারণেই তাঁর এই নাম। তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল, তাঁরা বিভিন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন।

উপরিচরের রাজধানীর নিকট শক্তিমতী নদী ছিল। কোলাহল নামক পর্বত এই নদীর গর্ভে এক পুত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন করে। রাজা সেই পুত্রকে

(১) সর্পভয়বাক্ক মন্ত্র। (২) শিংশ বা শিংশপার প্রচলিত অর্থ শিশুগাছ, কিন্তু গ্যাখাকারগণ শিমূল অর্থ করেছেন।

(১) এইখানে মহাভারতের মূল আখ্যানের আরম্ভ।

সেনাপতি এবং কন্যাকে মাহিষী করলেন। একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে রাজা তাঁর ঋতুস্নাতা রূপবতী মাহিষী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাবিষ্ট হলেন এবং স্থলিত শত্রু এক শোনপক্ষীকে দিয়ে বললেন, তুমি শীঘ্র গিরিকাকে দিয়ে এস। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণের ফলে শত্রু যমুনায় জলে পড়ে গেল। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎসী হয়ে ছিল, সে শত্রু গ্রহণ করে গর্ভাণী হ'ল এবং দশম মাসে ধীবরের জালে ধৃত হ'ল। ধীবর সেই মৎসীর উদরে একটি পদ্রুশ এবং একটি স্ত্রী সন্তান পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল। অপ্সরা তখনই শাপমুক্ত হয়ে আকাশ-পথে চলে গেল। উপরিচর ধীবরকে বললেন, এই কন্যা তোমারই হ'ক। পদ্রুশ সন্তানটি পরে মৎস্য নামে এক ধার্মিক রাজা হয়েছিলেন।

সেই রূপগদগবতী কন্যার নাম সত্যবতী, কিন্তু সে মৎস্যজীবীদের কাছে থাকত সেজন্য তার অন্য নাম মৎস্যগন্ধা। একদিন সে যমুনায় নৌকা চালাচ্ছিল এমন সময় পরাশর মুনী তীর্থপর্যটন করতে করতে সেখানে এলেন। অতীব রূপবতী চারুহাসিনী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহিত হয়ে পরাশর বললেন, সন্দরী, এই নৌকার কর্ণধার কোথায়? সে বললে, যে ধীবরের এই নৌকা তাঁর পুত্র না থাকায় আমিই সকলকে পার করি। পরাশর নৌকায় উঠে যেতে যেতে বললেন, আমি তোমার জন্মব্তান্ত জানি; কল্যাণী, তোমার কাছে বংশধর পুত্র চাচ্ছি, তুমি আমার কামনা পূর্ণ কর। সত্যবতী বললে, ভগবান, পরপর্যের ঋষিরা আমাদের দেখতে পাবেন। পরাশর তখন কুজ্জ্বটিকা স্টিষ্ঠ করলেন, সর্বাদিক তমসাক্ষয় হ'ল। সত্যবতী লম্ভিত হয়ে বললে, আমি কুমারী, পিতার বশে চলি, আমার কন্যাভাব দূষিত হ'লে কি করে গৃহে ফিরে যাব? পরাশর বললেন, আমার প্রিয়কার্য করে তুমি কুমারীই থাকবে। পরাশরের বরে মৎস্যগন্ধার দেহ সুগন্ধময় হল, সে গন্ধবতী নামে খ্যাত হ'ল। এক যোজন দূর থেকে তার গন্ধ পাওয়া যেত সেজন্য লোকে তাকে যোজন-গন্ধাও ব'লে।

সত্যবতী সদ্য গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করলেন। যমুনায় স্রবীপে জাত এই পরাশরপুত্রের নাম শ্বেপায়ন (১), ইনি মাতার আদেশ নিয়ে তপস্যায় রত হলেন। পরে ইনি বেদ বিভক্ত করে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্র শত্রু ও বৈশম্পায়নাদি শিষ্যকে চতুর্বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁরাই মহাভারতের সংহিতাগর্ভাঙ্ক পৃথক পৃথক প্রকাশিত করেন।

॥ সম্ভবপর্বাধ্যায় ॥

১১। কচ ও দেবযানী

জনমেজয়ের অনুরোধে বৈশম্পায়ন কুরুবংশের বৃত্তান্ত আদি থেকে বললেন।—ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি তাঁর পঞ্চাশটি কন্যাকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা অদিতি থেকে বংশানুক্রমে বিবস্বান (সূর্য), মনু, ইলা, পদ্মরবা, অয়ন, নহুষ ও যযাতি উৎপন্ন হন। যযাতি দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন।

দ্বিলোকের ঐশ্বর্যের জন্য যখন দেবাসুরের বিরোধ হয় তখন দেবতারা বৃহস্পতিকে এবং অসুররা শক্রাচার্যকে পোরোহিতে বরণ করেন। এই দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে যুদ্ধে মারতেন শত্রু বিদ্যাবলে তাদের পুনর্জীবিত করতেন। বৃহস্পতি এই বিদ্যা জানতেন না, সেজন্য দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পারতেন না। দেবতারা বৃহস্পতির পুত্র কচকে বললেন, তুমি অসুররাজ বৃষপর্বর কাছে যাও, সেখানে শত্রুাচার্যকে দেখতে পাবে। শত্রুর প্রিয়কন্যা দেবযানীকে যদি সন্তুষ্ট করতে পার তবে তুমি নিশ্চয় মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করবে। কচ শত্রুর কাছে গিয়ে বললেন, আমি অগ্নিগরা ঋষির পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র, আমাকে শিষ্য করুন, সহস্র বৎসর আমি আপনার কাছে থাকব। শত্রু সম্মত হলেন। গুরু ও গুরুকন্যার সেবা করে কচ ব্রহ্মচার্য পালন করতে লাগলেন। তিনি গীত নৃত্য বাদ্য করে এবং পুষ্প ফল উপহার দিয়ে প্রাস্তমৌবনা দেবযানীকে তুষ্ট করতেন। সঙ্গায়ক সুরেশ প্রিয়বাদী রূপবান মালাধারী পুরুষকে নারীরা স্বভাবত কামনা করে, সেজন্য দেবযানীও নিজের স্থানে কচের কাছে গান গাইতেন এবং তাঁর পরিচর্যা করতেন।

এইরূপে পাঁচ শ বৎসর গত হ'লে দানবরা কচের অভিসন্ধি বুঝতে পারলে। একদিন কচ যখন বনে গুরু চরাচ্ছিলেন তখন তারা তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কুকুরকে দিলে। কচ ফিরে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, পিতা আপনার হোম শেষ হয়েছে, সূর্য অস্ত গেছে, গরুর পালও ফিরেছে, কিন্তু কচকে দেখছি না। নিশ্চয় তিনি হত হয়েছেন। আমি সত্য বলছি, কচ বিনা আমি বাঁচব না। শত্রু তখন সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে আত্মদান করলেন। কচ তখনই কুকুরদের শরীর ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হলেন এবং দেবযানীকে জানালেন যে দানবরা তাঁকে

বধ করেছিল। তার পর আবার একদিন দানবরা কচকে হত্যা করলে এবং শত্রু তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন।

তৃতীয় বারে দানবরা কচকে দগ্ধ করে তাঁর ভস্ম সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শত্রুকে খাওয়ালে। কচকে না দেখে দেবযানী বিলাপ করতে লাগলেন। শত্রু বললেন, অসুররা তাকে বার বার বধ করেছে, আমরা কি করব। তুমি শোক করো না। দেবযানী সরোদনে বললেন, পিতা, বৃহস্পতিপুত্র ব্রহ্মচারী কর্মদক্ষ কচ আমার প্রিয়, আমি তাঁকেই অনুসরণ করব। তখন শত্রু পূর্বের ন্যায় কচকে আহবান করলেন। গুরুদ্বর জঠরের ভিতর থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আমি অভিভাদন করছি, আমাকে পুত্র জ্ঞান করুন। অসুররা আমাকে ভস্ম করে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে আপনাকে খাইয়েছে। শত্রু দেবযানীকে বললেন, তুমি কিসে সদ্ধী হবে বল, আমার উদর বিদীর্ণ না হ'লে কচকে দেখতে পাবে না, আমি না মরলে কচ বাঁচবে না। দেবযানী বললেন, আপনার আর কচের মৃত্যু দুইই আমার পক্ষে সমান, আপনাদের কারও মৃত্যু হ'লে আমি বাঁচব না। তখন শত্রু বললেন, বৃহস্পতির পুত্র, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছে, দেবযানী তোমাকে স্নেহ করে। যদি তুমি কচরূপী ইন্দ্র না হও তবে আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর। বৎস, তুমি পুত্ররূপে আমার উদর থেকে নিষ্কান্ত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও, গুরুদ্বর নিকট বিদ্যা লাভ করে তোমার যেন ধর্মবৃদ্ধি হয়।

শত্রুর দেহ বিদীর্ণ করে কচ বেরিয়ে এলেন এবং নবলব্ধ বিদ্যার দ্বারা তাঁকে পুনর্জীবিত করে বললেন, আপনি বিদ্যাহীন শিষ্যের কর্ণে বিদ্যামৃত দান করেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান করি। শত্রু গাত্রোত্থান করে সুরাপানের প্রতি এই অভিশাপ দিলেন—যে মন্দমতি ব্রাহ্মণ মোহবশে সুরাপান করবে সে ধর্মহীন ও ব্রহ্মহত্যাকারীর তুল্য পাপী হবে। তার পর দানবগণকে বললেন, তোমরা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবনী বিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে আমার তুল্য প্রভাবশালী হয়েছেন, তিনি আমার কাছেই বাস করবেন।

সহস্র বৎসর অতীত হ'লে কচ স্বর্গলোকে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দেবযানী তাঁকে বললেন, অগ্নিরার পুত্র, তুমি বিদ্যা কুশলী তপস্যা ও সংযমে অলংকৃত, তোমার পিতা আমার মাননীয়। তোমার ব্রতপালনকালে আমি তোমার পরিচর্যা করেছি। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত, তুমি আমাকে বিবাহ কর। কচ উত্তর দিলেন, ভদ্রে, তুমি আমার গুরুপুত্রী, তোমার পিতার তুল্যই আমার পূজনীয়, অতএব ও কথা বলো না। দেবযানী বললেন, কচ,

তুমি আমার পিতার গুরুদ্বন্দ্বের পুত্র, আমার পিতার পুত্র নও। তুমিও আমার পুত্র ও মন্য। অসুন্দরী তোমাকে বার বার বধ করেছিল, তখন থেকে তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মেছে। তুমি জান তোমার প্রতি আমার সৌহার্দ্য অনুরাগ আর ভক্তি আছে, তুমি আমাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করতে পার না।

কচ বললেন, দেবযানী, প্রসন্ন হও, তুমি আমার কাছে গুরুদ্বন্দ্বও অধিক। চন্দ্রনিভাননী, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শত্ৰুচাৰ্যের সেই দেহের মধ্যে আমিও বাস করেছি। ধর্মত তুমি আমার ভগিনী, অতএব আর ওরূপ কথা ব'লো না। তোমাদের গৃহে আমি সুখে বাস করেছি, এখন যাবার অনুমতি দাও, আশীর্বাদ কর যেন পথে আমার মঙ্গল হয়। মধ্যে মধ্যে ধর্মের অবিরোধে (১) আমাকে স্মরণ করো, সাবধানে আমার গুরুদেবের সেবা করো।

দেবযানী বললেন, কচ, যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমার বিদ্যা ফলবতী হবে না। কচ উত্তর দিলেন, তুমি আমার গুরুদ্বন্দ্বী, গুরুদ্বন্দ্ব সন্মতি দেন নি, সেজন্যই প্রত্যাখ্যান করছি। আমি ধর্মসংগত কথাই বলেছি, তথাপি তুমি কামের বশে আমাকে অভিশাপ দিলে। তোমার যে কামনা তাও সিদ্ধ হবে না, কোনও ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। তুমি বলেছ, আমার বিদ্যা নিষ্ফল হবে; তাই হ'ক। আমি যাকে শেখাব তার বিদ্যা ফলবতী হবে। এই কথা বলে কচ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করলেন।

১২। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা ও যযাতি

কচ ফিরে এলে দেবতার আনন্দিত হয়ে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখলেন, তার পর ইন্দ্র অসুন্দরগণের বিরুদ্ধে অভিধান করলেন। এক রমণীয় বনে কতকগুলি কন্যা জলকৌল করছে দেখে ইন্দ্র বায়ুর রূপ ধরে তাদের বস্ত্রগুলি মিশিয়ে দিলেন। সেই কন্যাদের মধ্যে অসুন্দরপতি বৃষপর্বর কন্যা শর্মিষ্ঠা ছিলেন, তিনি ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরলেন।

দেবযানী বললেন, অসুন্দরী, আমার শিষ্যা হয়ে তুমি আমার কাপড় নিলি কেন? তুমি সদাচারহীনা, তোর ভাল হবে না। শর্মিষ্ঠা বললেন, তোর পিতা বিনীত হয়ে নীচে বসে স্তুতিপাঠকের ন্যায় আমার পিতার স্তব করেন। তুমি যাচকের কন্যা, আমি দাতার কন্যা।—

(১) অর্থাৎ প্রণয়ভাবে নয়, দ্রাতৃভাবে।

আদম্বস্ব বিদম্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি ।

অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যাসি ভিক্ষুকি ।

লস্যাসে প্রতিষোধারং ন হি স্বাং গণয়াম্যহম্ ॥ (১)

— যাচকী, যতই বিলাপ কর, গড়াগড়া দে, বিবাদ কর বা রাগ দেখা, তোর অস্ত্র নেই। আমার অস্ত্র আছে। ভিক্ষুকী, তুই নিঃস্ব হয়ে ক্ষোভ করছিস। আমি তোকে গ্রাহ্য করি না, ঝগড়া করবার জন্য তুই নিজের সমান লোক পাবি।

দেবযানী নিজের বস্ত্র নেবার জন্য টানতে লাগলেন, তখন শর্মিষ্ঠা ক্রোধে অধীর হয়ে তাঁকে এক কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং মারে গেছে মনে ক'রে নিজের ভবনে চ'লে গেলেন। সেই সময়ে মৃগয়ায় শ্রান্ত ও পিপাসিত হয়ে রাজা যথার্থ অশ্বারোহণে সেই কূপের কাছে এলেন। তিনি দেখলেন, কূপের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় এক কন্যা রয়েছে। রাজা তাঁকে আশ্বস্ত করলে দেবযানী নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাকে সংকুলোদ্ভব শান্ত বীর্যবান দেখছি, আমার দক্ষিণ হস্ত ধরে আপনি আমাকে তুলুন। যথার্থ দেবযানীকে উদ্ধার ক'রে রাজধানীতে চ'লে গেলেন।

দেবযানীর দাসীর মূখে সংবাদ পেয়ে শত্রু তখনই সেখানে এলেন। তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, বোধ হয় তোমার কোনও পাপ ছিল তারই এই প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। দেবযানী বললেন, প্রায়শ্চিত্ত হ'ক বা না হ'ক, শর্মিষ্ঠা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে আমাকে কি বলেছে শুনুন। — তুই স্মৃতিকারী যাচকের কন্যা, আর আমি দাতার কন্যা — তোর পিতা যার স্মৃতি করেন। পিতা, শর্মিষ্ঠার কথা যদি নত্যা হয় তবে তার কাছে নতি স্বীকার করব এই কথা তার সখীকে আমি বলেছি। শত্রু বললেন, তুমি স্তাবক আর যাচকের কন্যা নও, তুমি যার কন্যা তাঁকেই সকলে স্তব করে, বৃষপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যথার্থ তা জানেন। যিনি সম্ভজন তাঁর পক্ষে নিজের গুণবর্ণনা কণ্টকর, সেজন্য আমি কিছু বলতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমরা ক্ষমা ক'রে নিজের গৃহে যাই, সাধুজনের ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার স্বারা ক্রোধকে যে নিরস্ত করতে পারে সে সর্ব জগৎ জয় করে। দেবযানী বললেন, পিতা, আমি ও সব কথা জানি, কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন নীচ লোকের কাছে অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরণ ভাল। অস্ত্রাঘাতে যে ক্ষত হয় তা সারে কিন্তু বাক্ষজ সারে না।

তখন শত্রু ক্রুদ্ধ হয়ে দানবরাজ বৃষপর্বীর কাছে গিয়ে বললেন, রাজা,

পাপের ফল সদ্য দেখা যায় না, কিন্তু যে বার বার পাপ করে সে সমুদ্রে বিনষ্ট হয়। আমার নিষ্পাপ ধর্মজ্ঞ শিষ্য কচকে তুমি বধ করিয়েছিলে, তোমার কন্যা আমার কন্যাকে বহু কটু কথা বলে কূপে ফেলে দিয়েছে। তোমার রাজ্যে আমরা আর বাস করব না। বৃষপর্বা বললেন, যদি আমার প্ররোচনায় কচ নিহত হয়ে থাকে বা দেবযানীকে শর্মিষ্ঠা কটু কথা বলে থাকে, তবে আমার যেন অসদৃশ্য হয়। আপনি প্রসন্ন হ'ন, যদি চ'লে যান তবে আমরা সমুদ্রে প্রবেশ করব। শত্রু বললেন, দেবযানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, তার দ্বংস আমি সহিতে পারি না। তোমরা তাকে প্রসন্ন কর।

বৃষপর্বা সবান্ধবে দেবযানীর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে প'ড়ে বললেন, দেবযানী প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে তাই দেব। দেবযানী বললেন, সহস্র কন্যার সহিত শর্মিষ্ঠা আমার দাসী হ'ক, পিতা আমার বিবাহ দিলে তারা আমার সঙ্গে যাবে। দৈত্যগুরু শত্রুচাচাষের রোষ নিবারণের জন্য শর্মিষ্ঠা দাসীত্ব স্বীকার করলেন।

দীর্ঘকাল পরে একদিন বরবর্ষিনী দেবযানী শর্মিষ্ঠা ও সহস্র দাসীর সঙ্গে বনে বিচরণ করছিলেন এমন সময় রাজা যযাতি মৃগের অন্বেষণে পিপাসিত ও শ্রান্ত হয়ে আবার সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, রত্নভূষিত দিব্য আসনে সুহাসিনী দেবযানী ব'সে আছেন, রূপে অতুলনীয় স্বর্ণালংকারভূষিতা আর একটি কন্যা কিষ্কিণী নিন্দ্র আসনে ব'সে দেবযানীর পদসেবা করছেন। যযাতির প্রশ্নের উত্তরে দেবযানী নিজেদের পরিচয় দিলেন। যযাতি বললেন, অসুররাজকন্যা কি ক'রে আপনার দাসী হলেন জানতে আমার কৌতূহল হচ্ছে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী আমি পূর্বে কখনও দেখি নি। আপনার রূপ এ'র রূপের তুল্য নয়। দেবযানী উত্তর দিলেন, সবই দৈবের বিধানের ঘটে, এ'র দাসীত্বও সেই কারণে হয়েছে। আকার বেশ ও কথাবার্তায় আপনাকে রাজা বোধ হচ্ছে, আপনি কে? যযাতি বললেন, আমি রাজা যযাতি, মৃগয়া করতে এসেছিলাম, এখন অন্তিম দিন ফিরে যাব।

দেবযানী বললেন, শর্মিষ্ঠা আর এই সমস্ত দাসীর সঙ্গে আমি আপনার অধীন হচ্ছি, আপনি আমার ভর্তা ও সখা হ'ন। যযাতি বললেন, সুন্দরী, আমি আপনার যোগ্য নই, আপনার পিতা ক্ষত্রিয় রাজাকে কন্যাদান করবেন না। দেবযানী বললেন, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় পরস্পরের সংসর্গ, আপনি পূর্বেই আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আমিও আপনাকে বরণ করেছি। দেবযানী তখন তাঁর পিতাকে ডাকিলে এনে বললেন, পিতা, এই রাজা যযাতি আমার পাণি গ্রহণ ক'রে কূপ থেকে উদ্ধার

করেছিলেন। আপনাকে প্রণাম করছি, এ'র হস্তে আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি অন্য পতি বরণ করব না।

শুদ্ধ বললেন, প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা রাখে না তাই। তুমি যথাতীক্রে বরণ করেছ। কচের শাপে তোমার স্ববর্ণে বিবাহও হ'তে পারে না। যথাতি, তোমাকে এই কন্যা দিলাম, এ'কে তোমার মহিষী কর। আমার বরে তোমার বর্ণসংকরজনিত পাপ হবে না। বৃষপর্বার কন্যা এই কুমারী শর্মিস্টাকে তুমি সসম্মানে রেখো, কিন্তু এ'কে শয্যায় ডেকো না।

দেবযানী শর্মিস্টা আর দাসীদের নিয়ে যথাতি তাঁর রাজধানীতে গেলেন। দেবযানীর অন্তর্মতি নিয়ে তিনি অশোক বনের নিকট শর্মিস্টার জন্য পৃথক গৃহ নির্মাণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর অন্তবস্ত্রাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। সহস্র দাসীও শর্মিস্টার কাছে রইল।

কিছুকাল পরে দেবযানীর একটি পুত্র হ'ল। শর্মিস্টা ভাবলেন, আমার পতি নেই, বৃথা যৌবনবতী হয়েছি; আমিও দেবযানীর ন্যায় নিজেই পতি বরণ করব। একদা যথাতি বেড়াতে বেড়াতে অশোক বনে এসে পড়লেন। শর্মিস্টা তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে কৃতাজলি হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার রূপ কুল শীল আপনি জানেন, আমি প্রার্থনা করছি আমার স্বতুরক্ষা করুন। যথাতি বললেন, তুমি সর্ব বিষয়ে অনিন্দিতা তা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে শয্যায় আহবান করতে শূদ্রাচার্যের নিষেধ আছে। শর্মিস্টা বললেন,

ন নর্মযদুস্তং বচনং হিন্সিত
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে
পশ্যান্তান্যাহরপাতকানি ॥

—মহারাজ, পরিহাসে, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জে, বিবাহকালে, প্রাণসংশয়ে এবং সর্বস্ব নাশের সম্ভাবনায়, এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।(১)

যথাতি বললেন, আমি রাজা হয়ে যদি মিথ্যাচরণ করি তবে প্রজারাও আমার অনুসরণ ক'রে মিথ্যাকথনের পাপে বিনষ্ট হবে। শর্মিস্টা বললেন, যিনি সখীর পতি তিনি নিজের পতির তুল্য, দেবযানীকে বিবাহ ক'রে আপনি আমারও পতি হয়েছেন।

(১) কর্ণপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে।

পদ্মহীনীর পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনার প্রসাদে পদ্মবতী হয়ে আমি ধর্মচরণ করতে চাই। তখন যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করলেন।

১৩। যযাতির জরা

শর্মিষ্ঠার দেবকুমারতুল্য একটি পুত্র হ'ল। দেবযানী তাঁকে বললেন, তুমি কামের বশে এ কি পাপ করলে? শর্মিষ্ঠা বললেন, একজন ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ঋষি আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁরই বরে আমার পুত্র হয়েছে, আমি অন্যায় কিছু করি নি। দেবযানী প্রশ্ন করলেন, সেই ব্রাহ্মণের নাম গোর বংশ কি? শর্মিষ্ঠা বললেন, তিনি তপস্যার তেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার শক্তি আমার ছিল না। দেবযানী বললেন, তুমি যদি বর্ণজ্যোষ্ঠ ব্রাহ্মণ থেকেই অপত্যলাভ করে থাক তবে আর আমার ক্রোধ নেই।

কালক্রমে যদু ও কুর্বসু নামে দেবযানীর দুই পুত্র এবং দ্রুহ্য অন্দ ও পুরু নামে শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র হ'ল। একদিন দেবযানী যযাতির সঙ্গে উপবনে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য কয়েকটি বালক নির্ভয়ে খেলা করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বৎসগণ, তোমাদের নাম কি, বংশ কি, পিতা কে? বালকরা যযাতি আর শর্মিষ্ঠার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, এই আমাদের পিতা মাতা। এই ব'লে তারা রাজার কাছে এল, কিন্তু দেবযানী সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের আদর করলেন না, তারা কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠার কাছে এল। দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে বললেন, তুমি আমার অধীন হয়ে অসুর স্বভাবের বশে আমারই অপ্রিয় কার্য করেছ, আমাকে তোমার ভয় নেই। শর্মিষ্ঠা উত্তর দিলেন, আমি ন্যায় আর ধর্ম অনুসারে চলছি, তোমাকে ভয় করি না। এই রাজর্ষিকে তুমি যখন পতিরূপে বরণ করেছিলে তখন আমিও করেছিলাম। যিনি আমার সখীর পতি, ধর্মানুসারে তিনি আমারও পতি।

তখন দেবযানী বললেন, রাজা, তুমি আমার অপ্রিয় কার্য করেছ, আর আমি এখানে থাকব না। এই ব'লে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সাশ্রুশ্রোতনে শত্রুচাষের কাছে চললেন, রাজাও পিছু পিছু গেলেন। দেবযানী বললেন, অধর্মের কাছে ধর্ম পরাজিত হয়েছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করেছে। পিতা, রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করেছেন আর দর্ভাঙ্গা

আমাকে দুই পদ্র দিলেছেন। ইনি ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত, কিন্তু আমার মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন।

শত্রু ক্রোধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ আমার উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দর্জয় জরা তোমাকে আক্রমণ করবে। শাপ প্রত্যাহারের জন্য যথ্যাত বহু অনুনয় করলে শত্রু বললেন, আমি মিথ্যা বলি না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অন্যকে দিতে পারবে। যথ্যাত বললেন, আপনি অনুনয় দিন, যে পদ্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই রাজ্য পাবে এবং পদ্র্যবান কীর্ত্তিমান হবে। শত্রু বললেন, তাই হবে।

যথ্যাত রাজধানীতে এসে জ্যেষ্ঠ পদ্র যদুকে বললেন, বৎস, আমি শত্রুর শাপে জরাগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপ্ত হই নি। আমার জরা নিয়ে তোমার যৌবন আমাকে দাও, সহস্র বৎসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের জরা ফিরিয়ে নেব। যদু উত্তর দিলেন, জরায় অনেক কষ্ট, আমি নিরানন্দ শ্বেতশ্মশ্রু লোলচর্ম দুর্বলদেহ অকর্মণ্য হয়ে যাব, যদুক সহচররা আমাকে অবজ্ঞা করবে। আমার চেয়ে প্রিয়তর পদ্র আপনার আরও তো আছে, তাদের বলুন। যথ্যাত বললেন, আশ্বজ হয়েও যখন আমার অনুরোধ রাখলে না তখন তোমার সন্তান রাজ্যের অধিকারী হবে না।

তার পর যথ্যাত একে একে তুর্বসুদ্র দ্রুহ্য এবং অনুরুকে অনুরোধ করলেন কিন্তু কেউ জরা নিয়ে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যথ্যাত তাঁদের এইরূপ শাপ দিলেন — তুর্বসুদ্র বংশলোপ হবে, তিনি অন্ত্যজ ও শ্লেচ্ছ জাতির রাজা হবেন, দ্রুহ্য কখনও অভীষ্ট লাভ করবেন না, তিনি অতি দুর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাধি নিয়ে বাস করবেন; অনুর জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ ক'রেই মরবে, তিনি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াহীন হবেন।

যথ্যাতের কনিষ্ঠ পদ্র পদ্র পিতার অনুরোধ শুনে তখনই বললেন, মহারাজ আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভীষ্ট সুখ ভোগ করুন, আপনার জরা আমি নেব। যথ্যাত প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, তোমার রাজ্যে সকল প্রজা সর্ব বিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করবে।

পদ্রর যৌবন পেয়ে যথ্যাত অভীষ্ট বিষয় জ্যেষ্ঠ, প্রজাপালন এবং বহুবিধ ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। সহস্র বৎসর অতীত হ'লে তিনি পদ্রকে বললেন, পদ্র, তোমার যৌবন লাভ ক'রে আমি ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করছি।—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ষেণ ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।

একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥

—কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত ধান্য যব হিরণ্য পশু ও স্ত্রী আছে তা এক-জনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, অতএব বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত।

তারপর যযাতি বললেন, পুরু, আমি প্রীত হয়েছি, তোমার যৌবন ফিরে নাও, আমার রাজ্যও নাও। তখন ব্রাহ্মণাদি প্রজারা বললেন, মহারাজ, যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, শত্ৰুর দৌহিত্য এবং দেবযানীর গর্ভজাত, তাঁর পর আরও তিন পুত্র আছেন; এঁদের অতিক্রম করে কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতে চান কেন? যযাতি বললেন, যদু প্রভৃতি আমার আজ্ঞা পালন করে নি, পুরু করেছে; শত্ৰুচাচারের বর অনুসারে আমার অনুগত পুত্রই রাজ্য পাবে। প্রজারা রাজার কথার অনুমোদন করলেন।

পুরুকে রাজ্য দিয়ে যযাতি বনে বাস করতে লাগলেন এবং কিছুকাল পরে সদরলোকে গেলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, দেবতা মানুষ গন্ধর্ব আর ঋষিদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায় আমার সমান। এই আত্মপ্রশংসার ফলে তিনি ইন্দ্রের আজ্ঞায় স্বর্গচ্যুত হলেন। যযাতি ভুতলে না পড়ে কিছুকাল অন্তরীক্ষে অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শিবি এই চারজন রাজর্ষির সঙ্গে বিবিধ ধর্মালাপ করলেন। এঁরা যযাতির দৌহিত্য(১)। অনন্তর যযাতি পুনর্বীর স্বর্গলোকে গেলেন।

১৪। দৃক্ষান্ত-শকুন্তলা

পুরু বংশে দৃক্ষান্ত(২) নামে এক বীর্যবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পৃথিবীর সর্ব প্রদেশ শাসন করতেন। তাঁর দুই পুত্র হয়, লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় এবং শকুন্তলার গর্ভে ভরত। ভরতবংশের যশোরশি বহুবিস্তৃত। একদা দৃক্ষান্ত প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে মগ্ন হয়ে গেলেন। বহু পশু বধ করে তিনি একাকী অপর এক বনে ক্ষুধাপিপাসার্ত ও শ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন। এই বন অতি রমণীয়, নানাবিধ কুসুমিত বৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং বিল্লী ভ্রমর ও কোকিলের

(১) এঁদের কথা উদ্যোগপর্ব ১৫-পরিচ্ছেদে আছে। সেখানে বসুমানকে বসুমনা বলা হয়েছে। (২) বা দৃক্ষান্ত।

রবে মদুখরিত। রাজা মালিনী নদীর তীরে ক'ব মদুনির মনোহর আশ্রম দেখতে পেলেন, সেখানে হিংস্র জন্তুরাও শান্তভাবে বিচরণ করছে।

অনুচরদের অপেক্ষা করতে ব'লে দৃশ্যমন্ত আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন, স্নাহুগুণরা বেদপাঠ এবং বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করছেন। মহর্ষি ক'বের দেখা না পেয়ে তাঁর কুটীরের নিকটে এসে দৃশ্যমন্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে আছেন? রাজার বাক্য শুনে লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী তাপসবেশধারিণী একটি কন্যা উঠে এলেন এবং দৃশ্যমন্তকে স্বাগত জানিয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তারপর মধুর স্বরে কুশলপ্রশ্ন করে বললেন, কি প্রয়োজন বলুন, আমার পিতা ফল আহরণ করতে গেছেন, একটু অপেক্ষা করুন, তিনি শীঘ্রই আসবেন।

এই সুনীতাম্বিনী চারুহাসিনী রূপযৌবনবতী কন্যাকে দৃশ্যমন্ত বললেন, আপনি কে, কার কন্যা, এখানে কোথা থেকে এলেন? কন্যা উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমি ভগবান ক'বের দূহিতা। রাজা বললেন, তিনি তো উদ্ভবের তাপসবী, আপনি তাঁর কন্যা কিরূপে হলেন? কন্যা বললেন, ভগবান ক'ব এক ঋষিকে আমার জন্মবৃত্তান্ত বলেছিলেন, আমি তা শুনছিলাম। সেই বিবরণ আপনাকে বসাই, শুনুন।—

পূর্বকালে বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে মেনকাকে পাঠিয়ে দেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন করে নৃত্য করতে লাগলেন, সেই সময়ে তাঁর সূক্ষ্ম শব্দ বসন বারু হরণ করলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবস্ত্রা মেনকাকে দেখে মূগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। মেনকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, তিনি গভস্ত্রী হলেন এবং একটি কন্যা প্রসব করেই তাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে ইন্দ্রসভায় চ'লে গেলেন। সিংহব্যাঘ্রসমাকুল জনহীন বনে সেই শিশুকে পক্ষীর রক্ষা করতে লাগল। মহর্ষি ক'ব স্নান করতে গিয়ে শিশুকে দেখতে পেলেন এবং গৃহে এনে তাকে দূহিতার ন্যায় পালন করলেন। শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত সেজন্য তার নাম শকুন্তলা হ'ল। অমিই সেই শকুন্তলা। শরীরদাতা প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকে ধর্মশাস্ত্রে পিতা বলা হয়। মহারাজ, আমাকে মহর্ষি ক'বের দূহিতা ব'লে জানবেন।

দৃশ্যমন্ত বললেন, কল্যাণী, তোমার কথায় জানলাম তুমি রাজপুত্রী, তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও। এই সূবর্ণমালা, বিবিধ বস্ত্র, কুণ্ডল, নানাদেশজাত গণিরত্ন, বক্ষের অলংকার এবং মগচর্ম তুমি নাও, আমার সমস্ত রাজ্য তোমারই, তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও। তুমি গান্ধর্বরীতিতে আমাকে বিবাহ কর, এইরূপ বিবাহই শ্রেষ্ঠ।

শকুন্তলা বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার পিতা ফিরে এলেই আপনার হাতে সম্রাটকে সম্প্রদান করবেন। তিনিই আমার প্রভু ও পরম দেবতা, তাঁকে অমান্য করে অধর্মানুসারে পতিবরণ করতে পারি না। দৃশ্যন্ত বললেন, বরবর্ণিনী, ধর্ম্মানুসারে তুমি নিজেই নিজেকে দান করতে পার। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বা স্বাক্ষস বিবাহ অথবা এই দুইএর মিশ্রিত রীতিতে বিবাহ ধর্ম্মসংগত, অতএব তুমি গান্ধর্ব্ব বিধানে আমার ভার্য্যা হও। শকুন্তলা বললেন, তাই যদি ধর্ম্মসংগত হয় তবে আগে এই অঙ্গীকার করুন যে আমার পুত্র যদুবরাজ হবে এবং আপনার পরে এই পুত্রই রাজা হবে।

কিছুমাত্র বিচার না করে দৃশ্যন্ত উত্তর দিলেন, তুমি যা বললে তাই হবে। মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লে তিনি শকুন্তলাকে বার বার বললেন, সুহাসিনী, আমি চতুর্ভাঙ্গণী সেনা পাঠাব, তারা তোমাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ক'ব শব্দে কি বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দৃশ্যন্ত নিজের পদরীতে ফিরে গেলেন।

ক'ব আগ্রমে ফিরে এলে শকুন্তলা লজ্জায় তাঁর কাছে গেলেন না, কিন্তু মহর্ষি দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জেনে প্রীত হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমা অন্তর্ম্মতি না নিয়ে আজ যে পদ্রুঘসংসর্গ করেছ তাতে তোমার ধর্ম্মের হানি হয় নি। নিজর্নে বিনা মন্ত্রপাঠে সকাম পদ্রুঘের সকামা স্ত্রীর সংগে যে মিলন তাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাই শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা, তোমার পতি দৃশ্যন্ত মর্জিয়া এবং পদ্রুঘশ্রেষ্ঠ, তোমার যে পুত্র হবে সে সাগরবেষ্টিতা সমগ্র পৃথিবী জ্ঞাণ করবে। শকুন্তলা ক'বের আনীত ফলাদির বোঝা নামিয়ে রেখে তাঁর পা হ'য়ে দিলেন এবং তাঁর প্রাপ্তি দূর হ'লে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় দৃশ্যন্তকে পতি স্ব বরণ করেছি, আপনি মন্তিসহ সেই রাজার প্রতি অনুরূপ করুন। শকুন্তলার প্রার্থনা অনুসারে ক'ব বর দিলেন, পদ্রুঘংশীয়গণ ধর্ম্মিষ্ঠ হবে, কখনও রাজ্যচ্যুত হবে না।

তিন বৎসর পরে (১) শকুন্তলা একটি সুন্দর মহাবলশালী অশ্বিনতু ৭১ দ্যতিমান পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্র ক'বের আগ্রমে পালিত হ'তে লাগল এবং ছ বৎসর বয়সেই সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ হস্তী প্রভৃতি ধরে এগ্রে আগ্রমস্থ বৃক্ষে বেঁধে রাখত। সকল জন্তুকেই সে দমন করত সেজন্য আশ্রমবাসীরা তার নাম দিলেন সর্বদমন। তার অসাধারণ বলবিক্রম দেখে ক'ব বললেন, এর যদুবরাজ হবার সময়

(১) টীকাকার বলেন, মহাপদ্রুঘগণ দীর্ঘকাল গর্ভে বাস করেন।

হয়েছে। তার পর তিনি শিষ্যদের বললেন, নারীরা দীর্ঘকাল পিড়গৃহে বাস করলে নিন্দা হয়, তাতে সুনাম চরিত্র ও ধর্মও নষ্ট হতে পারে। অতএব তোমরা শীঘ্র শকুন্তলা আর তার পুত্রকে দক্ষমন্ডের কাছে দিয়ে এস।

শকুন্তলাকে রাজভবনে পৌঁছিয়ে দিয়ে শিষ্যরা ফিরে গেলেন। শকুন্তলা দক্ষমন্ডের কাছে গিয়ে অভিবাদন করে বললেন, রাজা, এই তোমার পুত্র, আমার গর্ভে জন্মেছে। কেশ্বর আশ্রমে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা স্মরণ কর, একে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। পূর্বকথা স্মরণ হ'লেও রাজা বললেন, আমার কিছু মনে পড়ছে না, দৃষ্ট তাপসী, তুমি কে? তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম অর্থ বা কামের কোনও সম্বন্ধ হয় নি, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা করতে পার।

লম্বায় ও দৃগ্ধে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চক্ষু রক্তবর্ণ হ'ল, ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল, বক্র কটাক্ষে তিনি যেন রাজ্যকে দখল করতে লাগলেন। তিনি তার ক্রোধ ও তেজ দমন করে বললেন, মহারাজ, তোমার স্মরণ থাকলেও প্রাকৃত জনের ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই? তুমি সত্য বল, মিথ্যা বলে নিজেকে অপমানিত করো না। আমি তোমার কাছে যাচিকা হয়ে এসেছি, যদি আমার কথা না শোন তবে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। আমাকে যদি পরিত্যাগ কর তবে আমি আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আশ্রয়, একে ত্যাগ করতে পার না।

দক্ষমন্ড বললেন, তোমার গর্ভে আমার পুত্র হয়েছিল তা আমার মনে নেই। নারীরা মিথ্যা কথাই বলে থাকে। তোমার জননী মেনকা অসত্য ও নির্দয়া, গ্রাহ্যশ্রমোভী তোমার পিতা বিশ্বামিত্র কামদুক ও নির্দয়। তুমি নিজেও ভ্রষ্টার ন্যায় কথা বলছ। দৃষ্ট তাপসী, দূর হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের মধ্যে গণ্য। রাজা, তুমি ভূমিতে চল, আমি অন্তরীক্ষে চলি, ইন্দ্রকুবেরাদির গৃহে যেতে পারি। যে নিজে দর্জুন সে সঞ্জুনকে দর্জুন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু নেই। যদি তুমি মিথ্যারই অনুরক্ত হও তবে আমি চলে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভব হবে না। দক্ষমন্ড, তোমার সাহায্য না পেলেও আমার পুত্র হিমালয়-ভূষিত চতুঃসাগরবেষ্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। এই বলে শকুন্তলা চলে গেলেন।

তখন দক্ষমন্ড অন্তরীক্ষ থেকে এই দৈববাণী শুনলেন—শকুন্তলা সত্য বলেছেন, তুমিই তার পুত্রের পিতা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হ'ক। রাজা হৃষ্ট হয়ে পুরোহিত ও অমাত্যদের বললেন, আপনারা দেবদূতের কথা

শুনলেন, আমি নিজেও ওই বালককে পুত্র বলে জানি, কিন্তু যদি কেবল শকুন্তলার কথার ভাঙে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তার পর দৃশ্যন্ত তাঁর পুত্র ও ভাবী শকুন্তলাকে আনন্দিতমনে গ্রহণ করলেন। তিনি শকুন্তলাকে সান্নিধ্য দিয়ে বললেন, দেবী, তোমার সত্যিই প্রতিপাদনের জন্যই আমি এইরূপ ব্যবহার করেছিলাম, নতুবা লোকে মনে করত তোমার সঙ্গে আমার অসং সম্বন্ধ হয়েছিল। এই পুত্রকে রাজ্য দেব তা পুর্বেই স্থির করেছি। প্রিয়ে, তুমি ক্রোধবশে আমাকে যেসব অপ্রিয় কথা বলেছ তা আমি ক্ষমা (১) করলাম।

১৫। মহাভিষ — অন্তবন্দ — প্রতীপ — শান্তনু-গঙ্গা

দৃশ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরত বহু দেশ জয় এবং বহুশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। তাঁর বংশের এক রাজার নাম হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেন। হস্তীর চার পুত্রের পরে কুরু রাজা হন, তাঁর নাম অনুসারে কুরুজাঙ্গল দেশ খ্যাত হয়। তিনি যেখানে তপস্যা করেছিলেন সেই স্থানই পবিত্র কুরুক্ষেত্র। কুরুর অধস্তন সন্তম পুত্রদের নাম প্রতীপ, তাঁর পুত্র শান্তনু।

মহাভিষ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন, তিনি বহু যজ্ঞ করে স্বর্গে যান। একদিন তিনি দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে নদীত্রেষ্ঠা গঙ্গাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সহসা বায়ুর প্রভাবে গঙ্গার সঙ্কম্ব বসন অপসৃত হ'ল। দেবগণ অধোমুখ হয়ে রইলেন, কিন্তু মহাভিষ গঙ্গাকে অসংকোচে দেখতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁকে শাপ দিলেন, তুমি মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কর, পরে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। মহাভিষ স্থির করলেন তিনি মহাতেজস্বী প্রতীপ রাজার পুত্র হবেন।

গঙ্গা মহাভিষকে ভাবতে ভাবতে মর্ত্যে ফিরে আসছিলেন, প্রথমদে দেখলেন বসু নামক দেবগণ মর্দুর্হিত হয়ে পড়ে আছেন। গঙ্গার প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, বশিষ্ঠ আমাদের শাপ দিয়েছেন—তোমরা নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। আমরা মানুষ্যের গর্ভে যেতে চাই না, আপনিই আমাদের পুত্ররূপে প্রসব করুন, প্রতীপের পুত্র শান্তনু আমাদের পিতা হবেন। জন্মের পরেই আপনি আমাদের জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শীঘ্র নিষ্কৃতি পাই। গঙ্গা বললেন, তাই করব,

(১) দৃশ্যন্ত নিজের কটাক্ষের জন্য ক্ষমা চাইলেন না।

কিন্তু যেন একটি পুত্র জীবিত থাকে, নতুবা শান্তনুর সঙ্গে আমার সংগম ব্যর্থ হবে। বসুদেব বললেন, আমরা প্রত্যেকে নিজ বীর্যের অষ্টমাংশ দেব, তার ফলে একটি পুত্র জীবিত থাকবে। এই পুত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না।

রাজা প্রতীপ গঙ্গাতীরে বসে জপ করছিলেন এমন সময় মনোহর নারীরূপ ধারণ করে গঙ্গা জল থেকে উঠে প্রতীপের দক্ষিণ উরুতে বসলেন। রাজা বললেন, কল্যাণী, কি চাও? গঙ্গা বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে চাই। রাজা বললেন, পরম্পরী আর অসবর্ণা আমার অগম্যা। গঙ্গা বললেন, আমি দেবকন্যা, অগম্যা নই। রাজা বললেন, তুমি আমার বাম উরুতে না বসে দক্ষিণ উরুতে বসেছ, যেখানে পুত্র কন্যা আর পুত্রবধূর স্থান। তুমি আমার পুত্রবধূ হয়ো। গঙ্গা বললেন, তাই হব, কিন্তু আমার কোনও কার্যে আপনার পুত্র আপত্তি করতে পারবেন না। প্রতীপ সন্মত হলেন।

গঙ্গা অন্তর্হিত হ'লে প্রতীপ ও তাঁর পত্নী পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল শান্তনু। শান্তনু যৌবন লাভ করলে প্রতীপ তাঁকে বললেন, তোমার নিমিত্ত এক রূপবতী কন্যা পূর্বে আমার কাছে এসেছিল। সে যদি পুত্রকামনার তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তবে তার ইচ্ছা পূর্ণ করো, কিন্তু তার পরিচয় জানতে চেয়ো না, তার কার্যেও বাধা দিও না। তার পর প্রতীপ তাঁর পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে প্রস্থান করলেন।

একদিন শান্তনু গঙ্গার তীরে এক দিব্যাভরণভূষিতা পরমা সুন্দরী নারীকে দেখে মূগ্ধ হয়ে বললেন, তুমি দেবী দানবী অসুরা না মানবী? তুমি আমার ভার্য্যা হও। গঙ্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আমি তোমার মহিষী হব, কিন্তু আমি শূদ্র বা অশূদ্র যাই করি তুমি যদি বারণ বা ভৎসনা কর তবে তোমাকে নিশ্চয় ত্যাগ করব। শান্তনু তাতেই সন্মত হলেন।

ভার্য্যার স্বভাবচরিত্র রূপগুণ ও সেবার পরিতৃপ্ত হয়ে শান্তনু সন্ধে কালষাপন করতে লাগলেন। তাঁর আটটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হয়েছিল। প্রত্যেক পুত্রের জন্মের পরেই গঙ্গা তাকে জন্মে নিষ্কেপ করে বলতেন, এই তোমার প্রিয়-কার্য করলাম। শান্তনু অসন্তুষ্ট হ'লেও কিছু বলতেন না, পাছে গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। অষ্টম পুত্র প্রসবের পর গঙ্গা হাসছেন দেখে শান্তনু বললেন, একে মেরো না, পুত্রঘাতিনী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গঙ্গা বললেন, তুমি

পুত্র চাও অতএব এই পুত্রকে বধ করব না, কিন্তু তোমার কাছে থাকাও আমার শেষ হ'ল। গঙ্গা নিজের পরিচয় দিলেন এবং বসুগণের এই বৃত্তান্ত বললেন।—

একদা পৃথু প্রভৃতি বন্ধুগণ নিজ নিজ পত্নীসহ সদমের পর্বতের পার্ব্বতী বশিষ্ঠের তপোবনে বিহার করতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে দেখে দ্যু-নামক বসুর পত্নী তাঁর স্বামীকে বললেন, আমার সখী রাজকন্যা জিতবতীকে এই ধেনু উপহার দিতে চাই। পত্নীর অনুরোধে দ্যু-বসু নন্দিনীকে হরণ করলেন। বশিষ্ঠ আশ্রমে এসে দেখলেন নন্দিনী নেই। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, যারা আমার ধেনু নিয়েছে তারা মানুষ হয়ে জন্মাবে। বসুগণের অনুরোধে প্রসন্ন হয়ে বশিষ্ঠ বললেন, তোমরা সকলে এক বৎসর পরে শাপমুক্ত হবে, কিন্তু দ্যু-বসু নিজ কর্মের ফলে দীর্ঘকাল মনুষ্যালোকে বাস করবেন। তিনি ধার্মিক, সর্বশাস্ত্রবিদ্যারদ, পিতার প্রিয়কারী এবং স্ত্রীসম্ভোগভাগ্যাগী হবেন।

তার পর গঙ্গা বললেন, মহারাজ, অভিষিক্ত বসুগণের অনুরোধে আমি তাদের প্রসব করে জলে নিক্ষেপ করেছি, কেবল দ্যু-বসু—যিনি এই অষ্টম পুত্র—দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মনুষ্যালোকে বাস করবেন এবং পুনর্বীর স্বর্গলোকে যাবেন। এই বলে গঙ্গা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অস্তর্হিত হলেন।

১৬। দেবব্রত-ভীষ্ম — সত্যবতী

শান্তনু দর্শিত মনে তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি সর্বপ্রকার রাজগুণে মণ্ডিত ছিলেন এবং কামরাগবর্জিত হয়ে ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করতেন। ছত্রিশ বৎসর তিনি স্ত্রীসঙ্গ ভাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

একদিন তিনি মৃগের অনুসরণে গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য চারুদর্শন দীর্ঘকায় এক বালক শরবর্ষণ করে গঙ্গা আচ্ছন্ন করছে। শান্তনুকে মাথায় মোহিত করে সেই বালক অস্তর্হিত হ'ল। তাকে নিজের পুত্র অনুমান করে শান্তনু বললেন, গঙ্গা, আমার পুত্রকে দেখাও। তখন শত্রুবসন্য সলিংকারা গঙ্গা পুত্রের হাত ধরে আবির্ভূত হয়ে বললেন, মহারাজ, এই আমার অষ্টমগর্ভজাত পুত্র, একে আমি শাল্যন করে বড় করেছি। এ বশিষ্ঠের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেছে। শত্রু ও বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জ্ঞানেন, জামদগ্ন্য যত অস্ত্র জ্ঞানেন, সে সমস্তই এ জানে। এই মহাধনুর্ধর রাজধর্মজ্ঞ পুত্রকে তুমি গৃহে নিয়ে যাও।

দেবব্রত নামক এই পুত্রকে শান্তনু রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং তাকে

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। রাজ্যের সকলেই এই গুণবান রাজকুমারের অনুরক্ত হলেন। চার বৎসর পরে শান্তনু একদিন ষমুনাতীরবর্তী বনে বেড়াতে বেড়াতে অনির্বচনীয় সুগন্ধ্য অনুভব করলেন এবং তার অনুসরণ করে দেবাঙ্গনার ন্যায় রূপবতী একটি কন্যার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সেই কন্যা বললেন, আমি দাস (১) রাজের কন্যা, পিতার আজ্ঞায় নৌকাচালনা করি। শান্তনু দাসরাজের কাছে গিয়ে সেই কন্যা চাইলেন। দাসরাজ বললেন, আপনি যদি একে ধর্মপত্নী করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেন যে এর গর্ভজাত পুত্রই আপনার পরে রাজ্য হবে তবে কন্যাদান করতে পারি।

শান্তনু উক্তপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না, তিনি সেই রূপবতী কন্যাকে ভাবতে ভাবতে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। পিতাকে চিন্তান্তিত দেখে দেবরত বললেন, মহারাজ, রাজ্যের সর্বত্র কুশল, তথাপি আপনি চিন্তাকুল হয়ে আছেন কেন? আপনি আর অশ্বারোহণে বেড়াতে যান না, আপনার শরীর বিবর্ণ ও কৃশ হয়েছে, আপনার কি রোগ বলুন। শান্তনু বললেন, বৎস, আমার মহান বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান, তুমি সর্বদা অস্তচর্চা করে থাক, কিন্তু মানুষ অনিত্য তোমার বিপদ ঘটলে আমার বংশলোপ হবে। তুমি শতপুত্রেরও অধিক সৈজ্ঞ্য আমি বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃথা পুনর্বীর বিবাহ করতে ইচ্ছা করি না, তোমার মঙ্গল হ'ক এই কামনাই করি। কিন্তু বেদজ্ঞগণ বলেন, পুত্র না থাকা আর একটিমাত্র পুত্র দুই সমান। তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কি হবে এই চিন্তাই আমার দৃঃখের কারণ।

বৃদ্ধিমান দেবরত বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতার শোকের কারণ কি? অমাত্য জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ করতে চান। দেবরত বৃদ্ধ ক্রিয়াদের সঙ্গ নিয়ে দাসরাজের কাছে গেলেন এবং পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা করে বললেন, এরূপ শ্লাঘনীয় বিবাহসম্বন্ধ কে না চায়? যিনি আমার কন্যা সত্যবতীর জন্মদাতা, সেই উপরিচর রাজা বহুবীর আমাকে বলেছেন যে শান্তনুই তার উপযুক্ত পতি। কিন্তু এই বিবাহে একটি দোষ আছে—বৈমাত্র ভ্রাতারূপে তুমি যার প্রতিবন্দ্বী হয়ে সে কখনও সন্মুখ থাকতে পারবে না।

গাঙ্গেয় দেবরত বললেন, আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি শুনুন, এরূপ প্রতিজ্ঞা

অন্য কেউ করতে পারে না — আপনার কন্যার গর্ভে যে পুত্র হবে সেই রাজত্ব পাবে। দাসরাজ বললেন, সৌম্য, তুমি রাজা শান্তনুর একমাত্র অবলম্বন, এখন আমার কন্যারও রক্ষক হলে, তুমিই একে দান করতে পার। তথাপি কন্যাকর্তার অধিকার অনুসারে আমি আরও কিছু বলছি শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহু, তোমার প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হবে না, কিন্তু তোমার যে পুত্র হবে তাকেই আমার ভয়। দেবরত বললেন, আমি পূর্বেই সমগ্র রাজ্য ত্যাগ করেছি, এখন প্রতিজ্ঞা করছি আমার পুত্রও হবে না। আজ থেকে আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করব, আমার পুত্র না হলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।

দেবরতের প্রতিজ্ঞা শুনে দাসরাজ রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, আমি সত্যবতীকে দান করব। তখন আকাশ থেকে অঙ্গরা দেবগণ ও পিতৃগণ পদ্পবষ্টি করে বললেন, এ'র নাম ভীষ্ম হ'ল। সত্যবতীকে ভীষ্ম বললেন, মাতা, রথে উঠুন, আমরা স্বগৃহে যাব। হস্তিনাপুরে এসে ভীষ্ম পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। সকলেই তাঁর দৃষ্কের কার্যের প্রশংসা করে বললেন, ইনি ভীষ্ম (১)ই বটে। শান্তনু পুত্রকে বর দিলেন, হে নিষ্পাপ, তুমি যতদিন বাঁচতে ইচ্ছা করবে তত দিন তোমার মৃত্যু হবে না, তোমার ইচ্ছানুসারেই মৃত্যু হবে।

১৭। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য — কাশীরাজের তিন কন্যা

সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র হ'ল, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য। কনিষ্ঠ পুত্র যৌবনলাভ করবার পূর্বেই শান্তনু গত হলেন, সত্যবতীর মত নিয়ে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিত্রাঙ্গদ অতিশয় বলশালী ছিলেন এবং মানুষ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করতেন। একদিন গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ তাঁকে বললেন, তোমার আর আমার নাম একই, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর নতুবা অন্য নাম নাও। কুরুক্ষেত্রে হিরণ্যমতী নদীর তীরে দুজনের ঘোর যুদ্ধ হ'ল, তাতে কুরুনন্দন চিত্রাঙ্গদ নিহত হলেন। ভীষ্ম অপ্রাপ্তযৌবন বিচিত্রবীৰ্যকে রাজপদে বসালেন।

বিচিত্রবীৰ্য যৌবনলাভ করলে ভীষ্ম তাঁর বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন। কাশীরাজের তিন পরমা সুন্দরী কন্যার একসঙ্গে স্বয়ংবর হবে শুনে ভীষ্ম বিমাতার অনুমতি নিয়ে রথারোহণে একাকী বারাণসীতে গেলেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ

(১) যিনি ভীষণ অর্থাৎ দৃঃসাধ্য কর্ম করেন।

থেকে রাজারা স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হয়েছেন। যখন পরিচয় দেবার জন্য রাজাদের নামকীৰ্তন করা হ'ল তখন কন্যারা ভীষ্মকে বৃদ্ধ ও একাকী দেখে তাঁরা কাছ থেকে সাঁরে গেলেন। সভায় যে সকল হীনমতি রাজা ছিলেন তাঁরা হেসে বললেন, এই পরম ধৰ্মাত্মা পলিতকেশ নিলম্বজ বৃদ্ধ এখানে কেন এসেছে? যে প্রতিজ্ঞাপালন করে না তাকে লোকে কি বলবে? ভীষ্ম বৃথাই ব্রহ্মচারী খ্যাতি পেয়েছেন।

উপহাস শুনে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি কন্যাকে নিজের রথে তুলে নিলেন এবং জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজাগণ, বহুপ্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু ধৰ্মবাদিগণ বলেন যে স্বয়ংবরসভায় বিপক্ষদের পরাভূত করে কন্যা হরণ করাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। আমি এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের শান্তি থাকে তো বৃদ্ধ কর। রাজারা ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করে সভা থেকে উঠলেন এবং অলংকার খুলে ফেলে বর্ম ধারণ করে নিজ নিজ রথে উঠে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। সর্বশাস্ত্রবিশারদ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে রাজারা পরাজিত হলেন, কিন্তু মহারথ শাল্বরাজ তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, থাম, থাম। ভীষ্মের শরাঘাতে শাল্বের সারথি ও অশ্ব নিহত হ'ল, শাল্ব ও অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে চ'লে গেলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তিন কন্যাকে পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা ভাগিনী বা দুর্দাহতার ন্যায় যত্নসহকারে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন।

ভীষ্ম বিবাহের উদ্যোগ করছেন জেনে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা(১) হাস্য করে তাঁকে বললেন, আমি স্বয়ংবরে শাল্বরাজকেই বরণ করতাম, তিনিও আমাকে চান, আমার পিতারও তাতে সম্মতি আছে। ধর্মজ্ঞ, আপনি ধর্ম পালন করুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠালেন এবং অন্য দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য সেই দুই সুন্দরী পত্নীকে পেয়ে কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। সাত বৎসর পরে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন। সূহৃৎ ও চিকিৎসকগণ প্রতিকারের বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু আদিত্য যেমন অস্ত্রাচলে যান বিচিত্রবীর্যও সেইরূপ যক্ষ্মসদনে গেলেন।

১৮। দীর্ঘতমা — ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম — অশীমান্ডব্য

পদ্মশোকাকর্তা সত্যবতী তাঁর দুই বধূকে সাম্বনা দিয়ে ভীষ্মকে বললেন, রাজা শান্তনুর পিণ্ড কীর্তি ও বংশ রক্ষার ভার এখন তোমার উপর। তুমি ধর্মের তত্ত্ব ও কুলাচার সবই জান, এখন আমার আদেশে বংশরক্ষার জন্য দুই দ্রাভব্যের গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর, অথবা স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও এবং বিবাহ কর, পিতৃপদ্রব্ধগণকে নরকে নিয়ম্ন করো না।

ভীষ্ম বললেন, মাতা, আমি ত্রিলোকের সমস্তই ত্যাগ করতে পারি কিন্তু যে সত্যপ্রতিজ্ঞা করেছি তা ভঙ্গ করতে পারি না। শান্তনুর বংশ যাতে রক্ষা হয় তার ক্ষত্রধর্মসম্মত উপায় বলাই শুনুন। পুরাকালে জামদগ্ন্য পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হ'লে ক্ষত্রিয়নারীগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, কারণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ পুত্র বিবাহকারীরই পুত্র হয়। উত্থ্য ঋষির পত্নী মমতা যখন গর্ভিণী ছিলেন তখন তাঁর দেবর বৃহস্পতি সংগম প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ না শুনে বৃহস্পতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন, তখন গর্ভস্থ শিশু তার পা দিয়ে পিতৃব্যের চেষ্টা ব্যর্থ করলে। বৃহস্পতি শিশুকে শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উত্থোর পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল দীর্ঘতমা। তিনি ধার্মিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গোধর্মা (১) অবলম্বন করার প্রতিবেশী মুনীগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। দীর্ঘতমার পুত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলায় চড়িয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন। ধর্মাত্মা বলি রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মহিষী সূদেষ্ণাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে সূদেষ্ণা নিজে গেলেন না, তাঁর ধাত্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শূদ্রকন্যার গর্ভে কাক্ষীবান প্রভৃতি এগারজন ঋষি উৎপন্ন হন। তারপর রাজার নির্বন্ধে সূদেষ্ণা স্বয়ং গেলেন, দীর্ঘতমা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বী পুত্র হবে— অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পদ্ম প্রহর, তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যাত হবে। বলি রাজার বংশ এইরূপে মহাবীর্ষ দীর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।

তারপর ভীষ্ম বললেন, মাতা, বিচিত্রবীর্য পত্নীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য আপনি কোনও গৃধ্রবান ব্রাহ্মণকে অথবা দিয়ে নিয়োগ করুন। সত্যবতী হাস্য করে লজ্জিতভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জ্ঞানালেন এবং পরিণেবে

বললেন, কন্যাবস্থায় আমার যে পুত্র হয়েছিল তাঁর নাম শৈবপায়ন, তিনি মহাযোগী মহর্ষি, চতুর্বেদ বিভক্ত করে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য তাঁর অন্য নাম কৃষ্ণ। আমার এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেই পিতা পরাশরের সঙ্গে চলে যান এবং যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আমি ডাকলেই তিনি আসবেন। ভীষ্ম, তুমি আর আমি অনুরোধ করলে কৃষ্ণ শৈবপায়ন তাঁর দ্রাব্যবুদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন।

ভীষ্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করলেন। কৃষ্ণকাল মধ্যে ব্যাস আবির্ভূত হলেন, সত্যবতী তাঁকে আলিঙ্গন এবং স্তনদুগ্ধে সিক্ত করে অগ্রমোচন করতে লাগলেন। মাতাকে অভিবাদন করে ব্যাস বললেন, আপনার অভিলাষ পূরণ করতে এসেছি, কি করতে হবে আদেশ করুন। সত্যবতী তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার অভীষ্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রাজ্যী এক বৎসর ব্রতপালন করে শত্ৰু হ'ন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন, অরাজক রাজ্যে বৃষ্টি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব যাতে রানীরা সদ্য গর্ভবতী হন তার ব্যবস্থা কর, সন্তান হলে ভীষ্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস বললেন, যদি এখনই পুত্র উৎপাদন করতে হয় তবে রানীরা যেন আমার কুংসিত রূপ গন্ধ আর বেশ সহ্য করেন।

সত্যবতী অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁর পুত্রবধু অম্বিকাকে কোনও প্রকারে সম্মত করে শয়নগৃহে পাঠালেন। অম্বিকা উত্তম শয্যা শূন্যে ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুরুবংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দীপালোকিত গৃহে ব্যাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নয়ন ও পিঙ্গল জটাস্রু দেখে অম্বিকা ভয়ে চক্ষু নিম্নীলিত করে রইলেন। ব্যাস বাইরে এলে সত্যবতী প্রশ্ন করলেন, এর গর্ভে গুণবান রাজপুত্র হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পুত্র শতহস্তিভূলা বলবান, বিদ্বান, বর্দ্ধমান এবং শতপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে অন্ধ হবে। সত্যবতী বললেন, অন্ধ ব্যক্তি কুরুকুলের রাজা হবার যোগ্য নয়, তুমি আর একটি পুত্র দাও। সত্যবতীর অনুরোধে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রবধু অম্বালিকা শয়নগৃহে এলেন কিন্তু ব্যাসের মূর্তিদেখে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন। সত্যবতীকে ব্যাস বললেন, এই পুত্র বিক্রমশালী খ্যাতিমান এবং পশুপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে পাণ্ডুবর্ণ হবে।

ষট্কালাে অম্বিকা একটি অন্ধ পুত্র এবং অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ পুত্র প্রসব

করলেন, তাঁদের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। অম্বিকা পুনর্বীর ঋতুমতী হলে সভ্যতাই তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহর্ষির রূপ আর গন্ধ মনে করে অম্বিকা নিজে গেলেন না, অঙ্গরার ন্যায় রূপবতী এক দাসীকে পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী, তুমি আর দাসী হ'য়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পুত্র ধর্মাজ্ঞা ও পরম বুদ্ধিমান হবে।

এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। মাণ্ডব্য নামে এক মৌনব্রতী উদ্ভববাহু তপস্বী ছিলেন। একদিন কয়েকজন চোর রাজরক্ষীদের ভয়ে পালিয়ে এসে মাণ্ডব্যের আশ্রমে তাদের অপহৃত ধন লুকিয়ে রাখলে। রক্ষীরা আশ্রমে এসে মাণ্ডব্যকে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। অশ্বেষণের ফলে চোরের দল অপহৃত ধন সমেত ধরা পড়ল, রক্ষীরা তাদের সঙ্গে মাণ্ডব্যকেও রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজার আদেশে সকলকেই শূল চড়ানো হল, কিন্তু মাণ্ডব্য তপস্যার প্রভাবে জীবিত রইলেন। অবশেষে তাঁর পরিচয় পেয়ে রাজা ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শূল থেকে নামালেন, কিন্তু শূলের ভাঙ্গন অগ্রভাগ তাঁর দেহে রয়ে গেল। মাণ্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে বিচরণ ও তপস্যা করতে লাগলেন এবং শূলখণ্ডের জন্য অণী (১) মাণ্ডব্য নামে খ্যাত হলেন। একদিন তিনি ধর্মরাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ কর্মের ফলে আমাকে এই দণ্ড দিয়েছেন? ধর্ম বললেন, আপনি বাল্যকালে একটি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রাণ্ট করেছিলেন, তারই এই ফল। অণীমাণ্ডব্য বললেন, আপনি লঘু পাপে আমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণিবধের চেয়ে ব্রাহ্মণবধ গুরুতর। আমার শাপে আপনি শূদ্র হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আজ আমি এই বিধান দিচ্ছি— চতুর্দশ (২) বৎসর বয়সের মধ্যে কেউ কিছুর করলে তা পাপ বলে গণ্য হবে না। অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপের ফলেই ধর্ম দাসীর গর্ভে বিদুররূপে জন্মেছিলেন।

১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী — কর্ণ — দুর্যোধনাদির জন্ম

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরকে ভীষ্ম পুত্রবৎ স্থান দান করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান, পাণ্ডু পরাক্রান্ত ধনুর্ধর, এবং বিদুর অম্বিতীয় ধর্ম-

(১) অণী—শূলাদির অগ্রভাগ। (২) আর একটি শ্লোকে স্বাদশ আছে

পরায়ণ হলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্থ, বিদুর শূদ্রার গর্ভজাত, একারণে পান্ডুই রাজপদ পেলে।

বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীষ্ম গান্ধাররাজ সূবলের কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিলেন। অম্ব পাতিকে অতিক্রম করবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করে পতিব্রতা গান্ধারী বস্ত্রখণ্ড ভাজ করে চোখের উপর বাঁধলেন।

বসুদেবের পিতা যদুশ্রেষ্ঠ শূরের পুত্র (১) নামে একটি কন্যা ছিল। শূর তাঁর পিতৃস্বসার পুত্র নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে সেই কন্যা দান করেন। পালক পিতার নাম অনুসারে পুত্রের অপরাধ নাম কুন্তী হ'ল। একদা ঋষি দূর্বাসা অতিথি রূপে গৃহে এলে কুন্তী তাঁর পরিচর্যা করলেন, তাতে দূর্বাসা তুষ্ট হ'য়ে একটি মন্ত্র শিখিয়ে বললেন, এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহবান করবে তাঁদের প্রসাদে তোমার পুত্রলাভ হবে। ক্রোড়হলবশে কুন্তী সূর্যকে ডাকলেন। সূর্য আবির্ভূত হয়ে বললেন, অসিতনয়না, তুমি কি চাও? দূর্বাসার বরের কথা জানিয়ে কুন্তী নতমস্তকে ক্ষমা চাইলেন। সূর্য বললেন, তোমার আহবান ব্যথা হবে না, আমার সঙ্গে মিলনের ফলে তুমি পুত্র লাভ করবে এবং কুমারীই থাকবে। কুন্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হ'ল। এই পুত্র স্বাভাবিক কবচ (বর্ম) ও কুণ্ডল ধারণ করে ভূমিস্থ হয়েছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বসুদেব নাম দিয়ে পুত্রবৎ পালন করলেন। কর্ণ বড় হয়ে সকল প্রকার অস্ত্রের প্রয়োগ শিখলেন। তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করতেন। একদিন ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাঁর কবচ (২) প্রার্থনা করলেন। কর্ণ নিজের দেহ থেকে কবচটি কেটে দিলে ইন্দ্র তাঁকে শক্তি অস্ত্র দান করে বললেন, তুমি যার উপর এই অস্ত্র ক্লেপণ করবে সে মরবে, কিন্তু একজন নিহত হ'লেই অস্ত্রটি আমার কাছে ফিরে আসবে। কবচ কেটে দেওয়ার জন্য বসুদেবের নাম কর্ণ ও বৈকর্তন হয়।

রাজা কুন্তিভোজ তাঁর পালিতা কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবরসভা আহবান করলে কুন্তী নরশ্রেষ্ঠ পান্ডুর গলায় বরমালা দিলেন। পান্ডুর আর একটি বিবাহ

(১) ইনি কৃষ্ণের পিসী। (২) কর্ণের কবচ-কুণ্ডল-দানের কথা বনপর্ব ৫৬-পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

দেবার ইচ্ছায় ভীষ্ম মদ্রদেশের রাজা বাহুবীকবংশীয় শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর ভগিনীকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একটি নিয়ম নিশ্চয় আপনার জানা আছে। ভালই হ'ক বা মন্দই হ'ক আমি কুলধর্ম লঙ্ঘন করতে পারি না। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কুলধর্ম পালনে কোনও দোষ নেই। এই বলে তিনি স্বর্ণ রত্ন গজ অশ্ব প্রভৃতি ধন বিবাহের পণ রূপে শল্যকে দিলেন। শল্য প্রীত হয়ে তাঁর ভগিনী মাদ্রীকে দান করলেন, ভীষ্ম সেই কন্যাকে হস্তিনাপুরে এনে পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দেবক রাজার শত্রু পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক একটি কন্যা উৎপাদিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে বিদুরের বিবাহ হ'ল।

কিছুকাল পরে মহারাজ পাণ্ডু সসৈন্যে নির্গত হয়ে নানা দেশ জয় করে বহু ধন নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে সেই সমস্ত ধন ভীষ্ম, দুই মাতা ও বিদুরকে উপহার দিলেন। তারপর তিনি দুই পত্নীর সঙ্গে বনে গিয়ে মৃগয়া করতে লাগলেন।

ব্যাস বর দিয়েছিলেন যে গান্ধারীর শত পুত্র হবে। যথাকালে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দুই বৎসরেও তাঁর সন্তান ভ্রূমিষ্ট হ'ল না এবং কুন্তীর একটি পুত্র (যুধিষ্ঠির) হয়েছে জেনে তিনি অধীর ও ঈর্ষান্বিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করলেন, তাতে লৌহের ন্যায় কঠিন একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হ'ল। তিনি সেই পিণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখলেন, তা থেকে অঙ্গদৃষ্টপ্রমাণ এক শ এক ভ্রূণ পৃথক হ'ল। সেই ভ্রূণগুলিকে তিনি পৃথক পৃথক ঘটপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর পরে একটি কলসে দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পূর্বেই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জন্মেছিলেন, সে কারণে যুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ। দুর্যোধন ও ভীষ্ম একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের ন্যায় ককর্শ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে গৃধ্র শৃগাল কাক প্রভৃতিও ডাকতে লাগল এবং অন্যান্য দূর্লক্ষণ দেখা গেল। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতিকে বললেন, আমাদের বংশের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র যুধিষ্ঠির তো রাজ্য পাবেই, কিন্তু তার পরে আমার এই পুত্র রাজা হবে তো? শৃগালাদি শব্দাদি জন্মুরা আবার ডেকে উঠল। তখন ব্রাহ্মণগণ ও বিদুর বললেন, আপনার পুত্র নিশ্চয় বংশ নাশ করবে, ওকে পরিত্যাগ করাই মঙ্গল। পুত্রস্নেহের বশে ধৃতরাষ্ট্র তা করলেন না। এক মাসের মধ্যে তাঁর দুর্যোধন দৃঃশাসন দৃঃসহ

প্রভৃতি একশত পুত্র এবং দংশলা নামে একটি কন্যা হ'ল। গান্ধারী যখন গর্ভভারে ক্লিষ্ট ছিলেন তখন এক বৈশ্য্য ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করত। তার গর্ভে যদুবংশ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

২০। যদুধিষ্ঠিরাদির জন্ম — পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু

একদিন পাণ্ডু অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একটি হরিণমিথুনকে শরবিশ্ব করলেন। আহত হরিণ ভূপতিত হয়ে বললে, যমক্ৰোধের বশবর্তী মৃত্যু ও পাপাসক্ত লোকেও এমন নৃশংস কর্ম করে না। কোন জ্ঞানবান পুরুষ মৈথুনে রত যুগ-দম্পত্যকে বধ করে? মহারাজ, আমি কিমন্দম মর্দিন, পুত্রকামনায় যুগরূপ ধারণ করে পত্নীর সহিত সংগত হয়েছিলাম। তুমি জানতে না যে আমি ব্রাহ্মণ, সেজন্য তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু আমার শাপে তোমারও স্ত্রীসংগমকালে মৃত্যু হবে।

শাপগ্রস্ত পাণ্ডু বহু বিলাপ করে বললেন, আমি সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু হব, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করব। শাপের ফলে আমার সন্তান উৎপাদন অসম্ভব, অতএব গৃহস্থাত্রমে আর থাকব না। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁকে বললেন, আমরা তোমার ধর্মপত্নী, আমাদের সঙ্গে থেকেই তো তপস্যা করতে পার, আমরাও হিন্দুস্বয়ম্বর করে তপস্যা করব। তার পর পাণ্ডু নিজের এবং দুই পত্নীর সমস্ত অলংকার ব্রাহ্মণদের দান করে হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠালেন যে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অরণ্যবাসী হয়েছেন।

পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে নাগশত, চৈত্ররথ, কালকটু, হিমালয়ের উত্তরস্থ গন্ধমাদন পর্বত, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এবং হংসকটু অতিক্রম করে শতশৃংগ পর্বতে এসে তপস্যা করতে লাগলেন। বহু ঋষির সঙ্গে তাঁর সখ্য হ'ল। একদিন ঋষিরা বললেন, আজ ব্রহ্মলোকে মহাসভা হবে, আমরা ব্রহ্মাকে দেখতে সেখানে যাচ্ছি। সস্রীক পাণ্ডু তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইলে তাঁরা বললেন, সেই দুর্গম দেশে এই রাজপুত্রীরা যেতে পারবেন না, তুমি নিরস্ত হও। পাণ্ডু বললেন, আমি নিঃসন্তান, স্বর্গের দ্বার আমার পক্ষে রুদ্ধ, সেজন্য আপনাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। আমি বজ্র, বেদাধ্যয়ন-তপস্যা আর অনিষ্টদূরতার দ্বারা দেব, ঋষি ও মনুষ্যের ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছি, কিন্তু পুত্রোৎপাদন ও প্রাণধর্মারা পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারি নি। আমি যে ভাবে জন্মেছি সেই ভাবে আমার পত্নীর গর্ভে যাতে সন্তান হতে পারে তার

উপায় আপনারা বলুন। ঋষিরা বললেন, রাজা, আমরা দিব্য চক্ষুতে দেখছি তোমার দেবতুল্য পুত্র হবে।

পাণ্ডু নিজনে কুন্তীকে বললেন, তুমি সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা কর, আপৎকালে স্ত্রীলোক উত্তম বর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে। কুন্তী বললেন, আমি শুনেছি রাজা ব্যাধিতাম্ব যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর মহিষী ভদ্রা মৃতপতির সহিত সংগমে পুত্রবতী হয়েছিলেন। তুমিও তপস্যার প্রভাবে আমার গর্ভে মানস পুত্র উৎপাদন করতে পার। পাণ্ডু বললেন, ব্যাধিতাম্ব দেবতুল্য শক্তিমান ছিলেন, আমার তেমন শক্তি নেই। আমি প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব বলছি শোন। পুরাকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিচরণ করত, তাতে দোষ হ'ত না কারণ প্রাচীন ধর্মই এইপ্রকার। উত্তরকুরুদেশবাসী এখনও সেই ধর্মানুসারে চলে। এদেশেও সেই প্রাচীন প্রথা অধিককাল রহিত হয় নি। উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতকেতু দেখলেন, তাঁর পিতার সমক্ষেই এক ব্রাহ্মণ তাঁর মাতার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে না, সনাতন ধর্মই এই, পৃথিবীতে সকল স্ত্রীলোকই গরুর তুল্য স্বাধীন। শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আজ থেকে যে নারী পরপুরুষগামিনী হবে, যে পুরুষ পতিরতা পত্নীকে ত্যাগ করে অন্য নারীর সংসর্গ করবে, এবং যে নারী পতির আজ্ঞা পেয়েও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে আপত্তি করবে, তাদের সকলেরই ভ্রূণহত্যার পাপ হবে। কুন্তী, কৃষ্ণশৈপায়ন থেকে আমাদের জন্ম হয়েছে তা তুমি জান। আমি পুত্রপ্রার্থী, মন্তকে অঞ্জলি রেখে অনুন্নয় করছি, তুমি কোনও তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে গুণবান পুত্র লাভ কর।

কুন্তী তখন দুর্বাসার বরের বস্ত্রান্ত পাণ্ডুকে জানিয়ে বললেন, মহারাজ, তুমি অনুমতি দিলে আমি কোনও দেবতা বা ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলে আহ্বান করতে পারি। দেবতার কাছে সদ্য পুত্রলাভ হবে, ব্রাহ্মণের কাছে বিলম্ব হবে। পাণ্ডু বললেন, আমি ধন্য হয়েছি, অনুগ্রহীত হয়েছি, তুমিই আমাদের বংশের রক্ষিত্রী। দেবগণের মধ্যে ধর্মই সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান, আজই তুমি তাঁকে আহ্বান কর।

গান্ধারী যখন এক বৎসর গর্ভধারণ করেছিলেন সেই সময়ে কুন্তী মন্ত্রবলে ধর্মকে আহ্বান করলেন। শতশৃঙ্গ পর্বতের উপর ধর্মের সহিত সংগমের ফলে কুন্তী পুত্রবতী হলেন। প্রসবকালে দৈববাণী হল—এই বালক ধার্মিকগণের শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞান্ত, সত্যবাদী ও পৃথিবীপতি হবে, এবং যদ্বিধিষ্ঠর নামে খ্যাত হবে।

তার পর পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমে বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রে কুন্তী ভীম ও অর্জুন নামে আরও দুই পুত্র লাভ করলেন। একদিন মাদ্রী পাণ্ডুকে বললেন, মহারাজ, কুন্তী আমার সপত্নী, তাঁকে আমি কিছু বলতে সাহস করি না, কিন্তু তুমি বললে তিনি আমাকেও পুত্রবতী করতে পারেন। পাণ্ডু অনুরোধ করলে কুন্তী সম্মত হলেন এবং তাঁর উপদেশে মাদ্রী অশ্বিনীকুমারস্বরূপে স্মরণ ক'রে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্র লাভ করলেন! মাদ্রীর আরও পুত্রের জন্য পাণ্ডু অনুরোধ করলে কুন্তী বললেন, আমি মাদ্রীকে বলেছিলাম—কোনও এক দেবতাকে স্মরণ কর, কিন্তু সে যদুগল দেবতাকে আহ্বান ক'রে আমাকে প্রতারণা করেছে। মহারাজ, আমাকে আর অনুরোধ ক'রো না।

দেবতার প্রসাদে লম্ব পাণ্ডুর এই পঞ্চ পুত্র কালক্রমে চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় বলশালী এবং দেবতার ন্যায় তেজস্বী হ'ল। একদিন রমণীয় বসন্তকালে পাণ্ডু নিজ'নে মাদ্রীকে দেখে সংযম হারালেন এবং পত্নীর নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে তাঁকে সবলে গ্রহণ করলেন। শাপের ফলে সংগমকালেই পাণ্ডুর প্রাণবিয়োগ হ'ল। মাদ্রীর আত'নাদ শুনে কুন্তী সেখানে এলেন এবং বিলাপ ক'রে বললেন, আমি রাজাকে সর্বদা সাবধানে রক্ষা করতাম, তুমি এই বিজন স্থানে কেন তাঁকে লোভিত করলে? তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তাঁকে হৃষ্ট দেখেছ। আমি জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী, সেজন্য ভর্তার সহমতা হব। তুমি এই বালকদের পালন কর। মাদ্রী বললেন, আমি কামভোগে তৃপ্ত হই নি, অতএব পতির অনুসরণ করব। তোমার তিন পুত্রকে আমি নিজ পুত্রের ন্যায় দেখতে পারব না, তুমিই আমার দুই পুত্রকে নিজপুত্রবৎ পালন কর। এই বলে মাদ্রী পাণ্ডুর সহগমনকামনায় প্রাণত্যাগ করলেন।

২১। হস্তিনাপুরে পঞ্চপাণ্ডব — ভীমের নাগলোক দর্শন

পাণ্ডুর আশ্রমের নিকট যে সকল ঋষি বাস করতেন তাঁরা মন্ত্রণা ক'রে পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ এবং কুন্তী ও রাজপুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। এই সময়ে যদুধিষ্ঠিরের বয়স ষোল, ভীমের পনর, অর্জুনের চোদ্দ এবং নকুল-সহদেবের তের। ঋষিরা রাজসভায় এলে কৌরবগণ প্রণত হয়ে সংবর্ধনা করলেন। ঋষিদের মধ্যে যিনি বৃন্দতম তিনি পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুবিবরণ এবং যদুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় দিলেন এবং সভাস্থ সকলকে বিস্মিত ক'রে সঙ্গিগণসহ অন্তর্হিত হলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর পাণ্ডু ও মাদ্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করলেন। ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পন্ন হ'ল, সকলে দর্শিত মনে রাজপুত্রীতে ফিরে

এলেন। তখন ব্যাস শে: বিহুলা সত্যবতীর কাছে এসে বললেন, মাতা, স্নাতকের দিন শেষ হয়েছে, পৃথিবী এখন গতযোবনা, ক্রমশ পাপের বৃদ্ধি হবে, কৌরবদের দুনীতির ফলে ধর্মকর্ম লোপ পাবে। কুরুবংশের ক্ষয় যেন আপনাকে দেখতে না হয়, আপনি তপোবনে গিয়ে যোগ অবলম্বন করুন। সত্যবতী তাঁর পুত্রবধু অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ব্যাসের কথা জানিয়ে বললেন, তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তারপর তাঁরা তিনজনে বন গিয়ে ঘোর তপস্যায় দেহ ত্যাগ করে ইষ্টলোকে গেলেন।

পশুপাণ্ডব তাঁদের পিতৃগৃহে স্নাত্বে বাস করতে লাগলেন। নানাবিধ ক্রীড়ায় ভীমই সর্বাধিক শক্তি দেখাতেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের মাথা ঠোকাঠুঁকি করিয়ে, জলে ডুবিয়ে এবং অন্যান্য প্রকারে নিগ্রহ করতেন। বাহুবল্লভ, গমনের বেগে বা ব্যায়ামের অভ্যাসে কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। ভীমের মনে কোনও বিশেষ ছিল না, তথাপি তিনি বালসুদন প্রতিন্বন্দিতার জন্য ধার্তরাষ্ট্রগণের অপ্রিয় হলেন।

দুর্যোধন গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটি নামক স্থানে উদকক্ৰীড়ন না দিয়ে একটি সুসজ্জিত আবাস রচনা করলেন এবং সেখানে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য রাখিয়ে পশুপাণ্ডবকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানকার উদ্যানে সকলে খেলাচ্ছিলে পরস্পরের মদ্যে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন, সেই সন্ধ্যোগে পাপমতি দুর্যোধন ভীমকে কান্দকুট বিষ মিশ্রিত খাদ্য দিলেন। জলক্ৰীড়ার পর সকলে বিহারগৃহে বিশ্রাম করতে গেলেন, কিন্তু ভীম অত্যন্ত শ্রান্ত এবং বিষের প্রভাবে অচেতন হয়ে গঙ্গাতীরে পড়ে রইলেন, দুর্যোধন তাঁকে লতা দিয়ে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন।

সংজ্ঞাহীন ভীম জলে নিমগ্ন হয়ে নাগলোকে উপস্থিত হলেন। মহাবিশ্ব সর্পগণ তাঁকে দংশন করতে লাগল, সেই জগন্ম সর্পবিষে স্থাবর কান্দকুট বিষ নষ্ট হল। চেতনা পেয়ে ভীম তাঁর বন্ধন ছিন্ন করে সর্প বধ করতে লাগলেন। তখন কতকগুলি সর্প নাগরাজ বাসদিকর কাছে গিয়ে সংবাদ দিলে। বাসদিক ভীমের কাছে গিয়ে তাঁকে নিজের দৌহিত্রের দৌহিত্র, অর্থাৎ কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলে চিনতে পেরে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। বাসদিক বললেন, একে ধনরত্ন দিয়ে সন্মান কর। একজন নাগ বললে, ধন দিয়ে কি হবে, যদি আপনি তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে এই কুমারকে রসায়ন পান করতে দিন। বাসদিকর আজ্ঞায় নাগগণ ভীমকে রসায়নকুন্ডের কাছে নিয়ে গেল। ভীম স্বস্তায়ন করে শূচি হয়ে পূর্বমুখে বসলেন এবং এক নিঃশ্বাসে এক-একটি কুন্ডের রস পান করে আটটি কুন্ড নিঃশেষ করলেন। তার পর তিনি নাগদন্ত উত্তম শয্যায় শুয়ে স্নাত্বে নিদ্রিত হলেন।

জলবিহার শেষ ক'রে কৌরব (১) ও পান্ডবগণ ভীমকে দেখতে পেলেন না। ভীম আগেই চ'লে গেছেন মনে ক'রে তাঁরা রথ গজ ও অশ্ব হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। ভীমকে না দেখে কুন্তী অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলেন। বিদুর যদুধিষ্ঠির প্রভৃতি সমস্ত নগরোদ্যানে অন্বেষণ ক'রেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কুন্তীর ভয় হ'ল, হয়তো ক্রুর দুর্যোধন ভীমকে হত্যা করেছে। বিদুর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহামুর্খি ব্যাস বলেছেন আপনার পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হবে।

অষ্টম দিনে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। নাগগণ তাঁকে বললে, রসায়ন জীর্ণ ক'রে তুমি অমৃত হস্তীর বল পেয়েছ, এখন দিব্য জলে স্নান ক'রে গৃহে যাও। ভীম স্নান ক'রে উত্তম অন্ন ভোজন করলেন এবং নাগদের আশীর্বাদ নিয়ে দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে স্বগৃহে ফিরে গেলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে যদুধিষ্ঠির বললেন, চূপ ক'রে থাক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রো না, এখন থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। দুর্যোধন বিফলমনোরথ হয়ে মনস্তাপ ভোগ করতে লাগলেন।

রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্র গৌতমগোত্রজ কৃপাচার্যকে নিযুক্ত করলেন।

২২। কৃপ — দ্রোণ — অশ্বত্থামা — একলব্য — অর্জুনের পটুতা

মহর্ষি গৌতমের শরম্বান নামে এক শিষ্য ছিলেন, তাঁর ধনুর্বেদে যেমন বুদ্ধি ছিল বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী নামে এক অঙ্গরা পাঠালেন। তাকে দেখে শরম্বানের হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে গেল এবং রেতঃপাত হ'ল। সেই রেতঃ একটি শরসত্ত্ব পড়ে দ্রু ভাগ হ'ল, তা থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে। রাজা শান্তনু তাদের দেখতে পেয়ে কৃপা ক'রে গৃহে এনে সন্তানবৎ পালন করলেন এবং বালকের নাম কৃপ ও বালিকার নাম কৃপী রাখলেন। শরম্বান তপোবলে তাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাতে পেরে রাজভবনে এলেন এবং কৃপকে শিক্ষা দিয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী করলেন। যদুধিষ্ঠির দুর্যোধন প্রভৃতি এবং বৃষ্ণিবংশীয় ও নানাদেশের রাজপুত্রগণ এই কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগলেন।

(১) ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু দুজনেই কুরুবংশজাত সেজন্য কৌরব। তথাপি সাধারণত দুর্যোধনাদিকেই কৌরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুরু বলা হয়।

ভরশ্বাজ ঋষি গঙ্গোত্তরী প্রদেশে বাস করতেন। একদিন স্নানকালে স্বতাচী অঙ্গুরাকে দেখে তাঁর শব্দকপাত হয়। সেই শব্দ তিনি কলসের মধ্যে রাখেন। তা থেকে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবেশ্য মূর্ধনি দ্রোণকে আশ্রয়স্বাস্থ্য শিক্ষা দেন। পাণ্ডালরাজ পৃথক ভরশ্বাজের সখা ছিলেন, তাঁর পুত্র দ্রুপদ দ্রোণের সঙ্গে খেলা করতেন। পিতার আদেশে দ্রোণ কুপীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের একটি পুত্র হয়। সে ভূমিস্ত হয়েই অশ্বের ন্যায় চিৎকার করেছিল সেজন্য তার নাম অশ্বখামা হ'ল।

ভরশ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণ পিতার আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধনদর্বেদ চর্চা করতে লাগলেন। একদিন তিনি শুনলেন যে অশ্রুজগণের শ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন পরশুরাম তাঁর সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদের দিতে ইচ্ছা করেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের কাছে গিয়ে প্রণাম করে ধন চাইলেন। পরশুরাম বললেন, আমার কাছে সদুর্বাণ দ্বিধা ছিল সবই ব্রাহ্মণদের দিয়েছি, সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দিয়েছি, এখন কেবল আমার শরীর আর অশ্রুশস্ত্র অবশিষ্ট আছে, কি চাও বল। দ্রোণ বললেন, আপনি সমস্ত অশ্রুশস্ত্র আমাকে দিন এবং তাদের প্রয়োগ ও প্রত্যাহরণের বিধি আমাকে শেখান। পরশুরাম দ্রোণের প্রার্থনা পূরণ করলেন। দ্রোণ কৃতার্থ হয়ে পাণ্ডালরাজ দ্রুপদের কাছে গেলেন, কিন্তু ঐশ্বর্যগর্বে দ্রুপদ তাঁর বাল্যসখার অপমান করলেন। দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হস্তিনাপুরে গিয়ে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বাস করতে লাগলেন।

একদিন রাজকুমারগণ নগরের বাইরে এসে বীটা (১) নিয়ে খেলছিলেন। দৈবক্ৰমে তাঁদের বীটা কূপের মধ্যে পড়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা তুলতে পারলেন না। একজন শ্যামবর্ণ পুরুষ কৃশকায় ব্রাহ্মণ নিকটে বসে হোম করছেন দেখে তাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। এই ব্রাহ্মণ দ্রোণ। তিনি সহাস্যে বললেন, ধিক তোমাদের ক্ষত্রবল আর অশ্রুশিক্ষা, ভরতবংশে জন্মে একটা বীটা তুলতে পারলে না! তোমাদের বীটা আর আমার এই অঙ্গুরীয় আমি ঈষীকা (কাশ তৃণ) দিয়ে তুলে দেব, কিন্তু আমাকে খাওয়াতে হবে। যদ্বিচ্ছিরি বললেন, কৃপাচার্য অনুমতি দিলে আপনি প্রত্যহ আহার পাবেন। দ্রোণ সেই শব্দে কূপে তাঁর আঁচলি ফেললেন, তার পর একটি ঈষীকা ফেলে বীটা বিম্ব করলেন, তার পর আর একটি ঈষীকা দিয়ে প্রথম ঈষীকা বিম্ব করলেন। এইরূপে পর পর ঈষীকা ফেলে উপরের ঈষীকা ধরে বীটা টেনে তুললেন। রাজপুত্রেরা এই ব্যাপার দেখে উৎফুল্লনয়নে সবিম্বয়ে

বললেন, বিপ্রাৰ্ষি, আপনার আংটিও তুলুন। দ্রোণ তাঁর ধনু থেকে একটি শর কুপের মধ্যে ছুড়লেন, তার পর আরও শর দিয়ে পূর্বের ন্যায় অশ্বদ্রুয়ী উৎসার করলেন। বালকরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার রূপগুণ যেমন দেখলে তা ভীষ্মকে জানাও।

বিবরণ শুনে ভীষ্ম বুঝলেন যে এই ব্রাহ্মণই দ্রোণ এবং তিনিই রাজকুমারদের অশ্বগুরু হবার যোগ্য। ভীষ্ম তখনই দ্রোণকে সসম্মানে ডেকে আনলেন। দ্রোণ বললেন, পাণ্ডালরাজপুত্র দ্রুপদ আর আমি মহর্ষি অগ্নিবেশ্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলাম, বাল্যকাল থেকে দ্রুপদ আমার সখা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হ'লে চ'লে যাবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, দ্রোণ, আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র, আমি পাণ্ডালরাজ্যে অভিষিক্ত হ'লে আমার রাজ্য তোমারও হবে। তাঁর এই কথা আমি মনে রেখেছিলাম। তার পর আমি পিতার আদেশে এবং পুত্রকামনায় বিবাহ করি। আমার পত্নী অঙ্গকেশী, কিন্তু তিনি ব্রতপরায়ণা এবং সর্ব কর্মে আমার সহায়। আমার পুত্র অশ্বখামা অতিশয় তেজস্বী। একদা বালক অশ্বখামা ধনিপুত্রদের দূধ খেতে দেখে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দূধখে দিশাহারা হলাম। বহু স্থানে চেষ্টা ক'রেও কোথাও ধর্মসংগত উপায়ে পরিস্থিত গাভী পেলাম না। অশ্বখামার সঙ্গী বালকরা তাকে পিটুনি গোলা খেতে দিলে, দূধ খাচ্ছি মনে ক'রে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালকরা আমাকে উপহাস করে বললে, দরিদ্র দ্রোণকে ধিক, যে ধন উপার্জন করতে পারে না, যার পুত্র পিটুনি গোলা খেয়ে আনন্দে নৃত্য করে। আমার বৃদ্ধিভ্রংশ হ'ল, পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে স্ত্রীপুত্র সহ দ্রুপদ রাজার কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সখা ব'লে সম্ভাষণ করতে গেলে দ্রুপদ বললেন, ব্রাহ্মণ, তোমার বৃদ্ধি অমার্জিত তাই আমাকে সখা বলছি, সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়। ব্রাহ্মণ আর অব্রাহ্মণ, রথী আর অরথী, প্রবলপ্রতাপ রাজা আর গ্রীহীন দরিদ্র—এদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না। তোমাকে এক রাত্রির উপযুক্ত ভোজন দিচ্ছি নিয়ে যাও।

দ্রোণ বললেন, এই অপমানের পর আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করে কুরুদেশে চ'লে এলাম। ভীষ্ম, এখন বলুন আপনার কোন প্রিয়কার্য করব। ভীষ্ম বললেন, আপনার ধনু জ্যামুক্ত করুন, রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দিন, এখানে সসম্মানে বাস ক'রে সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করুন। এই রাজ্যের আপনিই প্রভু, কৌরবগণ আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। দ্রোণ বললেন, কুমারদের শিক্ষার ভার আমি নিলে কৃপাচার্য দর্শিত হবেন, অতএব আমাকে কিছু দিন, আমি

সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাই। ভীষ্ম উত্তর দিলেন, কৃপাচার্যও থাকবেন, আমরা তাঁর যথোচিত সম্মান ও ভরণ করব। আপনি আমার পৌত্রদের আচার্য হবেন।

ভীষ্ম একটি সুপরিচ্ছন্ন ধনধান্যপূর্ণ গৃহে দ্রোণের বাসের ব্যবস্থা করলেন এবং পৌত্রদের শিক্ষার ভার তাঁর হাতে দিলেন। বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় এবং নানা দেশের রাজপুত্রগণ দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, সুতপুত্র কর্ণও তাঁকে গুরুরূপে বরণ করলেন। সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জুনই আচার্যের সর্বাপেক্ষা স্নেহপাত্র হলেন।

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, কিন্তু নীচজাতি বলে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে বনে চলে গেলেন এবং দ্রোণের একটি মন্ময়ী মূর্তিকে আচার্য কল্পনা করে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।

একদিন কুরুপান্ডবগণ মৃগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অনুচর মৃগয়ার উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুড়ে তার মৃত্যুর মধ্যে পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বললেন, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করলে কেন? দ্রোণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে কৃতাজলিপদে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বীর, তুমি যদি আমার শিষ্যই হও তবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও। এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য প্রফুল্লমুখে অকাতরচিত্তে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে দ্রোণকে দিলেন। তার পর সেই নিষাদপুত্র অন্য অঙ্গুলি দিয়ে শরাকর্ষণ করে দেখলেন, কিন্তু শর পূর্ববৎ শীঘ্রগামী হ'ল না। অর্জুন সন্তুষ্ট হলেন।

দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীষ্ম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে অবস্থান্যে গুপ্ত অস্ত্রের প্রয়োগে, নকুল-সহদেব অসিযুদ্ধে, বৃদ্ধিষ্ঠির রথচালনায়, এবং অর্জুন বৃদ্ধি বল ঔসাহ ও সর্বাস্ত্রের প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ হলেন। দুর্যাক্ষা ধাতরাষ্ট্রগণ ভীষ্ম ও অর্জুনের শ্রুততা সহিতে পারতেন না।

একদিন দ্রোণ একটি কৃত্রিম ভাস (১) পক্ষী গাছের উপর রেখে কুমারদের বললেন, তোমরা ওই পক্ষীকে লক্ষ্য করে স্থির হয়ে থাক, যাকে বলব সে শরাঘাতে ওর মৃদুচ্ছেদ করে ভূমিতে ফেলবে। সকলে শরসম্ভান করলে দ্রোণ যুদ্ধার্থীর বললেন, তুমি গাছের উপর ওই পাখি দেখছ? এই গাছ, আমাকে আর তোমার ভ্রাতাদের দেখছ? যুদ্ধার্থীর বললেন যে তিনি সবই দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণ বিরক্ত হয়ে বললেন, স'রে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ করতে পারবে না। দুর্যোধন ভীম প্রভৃতিও বললেন, আমরা সবই দেখছি। দ্রোণ তাঁদেরও সরিয়ে দিলেন। তার পর অর্জুনকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি কেবল ভাস পক্ষী দেখছি। দ্রোণ বললেন, আবার বল। অর্জুন বললেন, কেবল ভাসের মস্তক দেখছি। আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে দ্রোণ বললেন, এইবারে শর ত্যাগ কর। তৎক্ষণাৎ অর্জুনের ক্ষুরধার শরে ভাসের ছিন্ন মৃদু ভূমিতে প'ড়ে গেল।

একদিন শিষ্যদের সঙ্গে দ্রোণ গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি জলে নামলে একটা কুম্ভীর (২) তাঁর জম্বা কামড়ে ধরলে। দ্রোণ শিষ্যদের বললেন, তোমরা শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। তাঁর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুন পাঁচ শরে কুম্ভীরকে খণ্ড খণ্ড করলেন, অন্য শিষ্যরা মৃদের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ প্রীত হ'য়ে অর্জুনকে ব্রহ্মাশির নামক অস্ত্র দান করে বললেন, এই অস্ত্র মানবের প্রতি প্রয়োগ করো না, যদি অন্য শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে, তবেই প্রয়োগ করবে।

২৩। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন

একদিন ব্যাস কৃপা ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতির সমক্ষে দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, কুমারদের অস্ত্রাভ্যাস সম্পূর্ণ হয়েছে, আপনি অনুরমতি দিলে তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রদর্শন করবেন। ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হ'য়ে বললেন, আপনি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে চক্ষুস্মান লোকের ন্যায় আমিও কুমারগণের পরাক্রম দেখি।

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় এবং দ্রোণের নির্দেশ অনুসারে বিদুর সমতল স্থানে বিশাল রণভূমি নির্মাণ করালেন এবং ঘোষণা করে সাধারণকে জানিয়ে শত তিথি-নক্ষত্রযোগে দেবপূজা করলেন। নির্দিষ্ট দিনে ভীষ্ম ও কৃপাচার্যকে অগ্রবর্তী করে

(১) মোরগ অথবা শকুন। (২) মূলে 'গ্রাহ' আছে, তার অর্থ কুম্ভীর হাংগর দুইই হয়।

ধৃতরাষ্ট্র সদস্যজিত প্রেক্ষাগারে এলেন। গান্ধারী কুন্তী প্রভৃতি রাজপুত্রনারীগণ উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে মঞ্চে গিয়ে বসলেন। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের কোলাহলে ও বাদ্যধ্বনিতে সেই সভা মহাসমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হ'ল।

অনন্তর শত্রুকেশ দ্রোণাচার্য শত্রু বসন ও মালা ধারণ ক'রে পুত্র অশ্বথামার সঙ্গে রংগভূমিতে এলেন এবং মন্ত্রস্ত্র রাহুগণদের দিয়ে মংগলাচরণ করালেন। দ্রোণ ও কৃপকে ধৃতরাষ্ট্র সুবর্ণরত্নাদি দক্ষিণা দিলেন। তার পর ধনু ও তুণীর ধারণ ক'রে অঙ্গদলিত কটিবন্ধ প্রভৃতিতে সুরক্ষিত হ'য়ে রাজপুত্রগণ রংগভূমিতে প্রবেশ করলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী ক'রে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অস্ত্রপ্রয়োগ দেখাতে লাগলেন। তাঁরা অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে নিজ নিজ নামাঙ্কিত বাণ দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন, রথ গজ ও অশ্ব চালনার, বাহুযুদ্ধের এবং খজা-চর্ম (১) প্রয়োগের বিবিধ প্রণালী দেখালেন। তার পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বেষবদ্ধ দুরোধন ও ভীম গদাহস্তে এসে মত্ত হস্তীর ন্যায় সগর্জনে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কুমারগণ রংগভূমিতে কি করছেন তার বিবরণ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে জানাতে লাগলেন। দর্শকদের একদল ভীমের এবং আর একদল দুরোধনের পক্ষপাতী হওয়ায় জনমণ্ডলী যেন শ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, সভায় কুরুরাজের জয়, ভীমের জয়, এইরূপ কোলাহল উঠল। তখন দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বথামাকে বললেন, তুমি ওই দুই মহাবীরকে নিবারণ কর, যেন রংগস্থলে ক্রোধের উৎপত্তি না হয়। অশ্বথামা গদাযুদ্ধে উদ্যত ভীম আর দুরোধনকে নিরস্ত করলেন।

মেঘমন্দতুলা বাদ্যধ্বনি থামিয়ে দিয়ে দ্রোণ বললেন, যিনি আমার পুত্রের চেয়ে প্রিয়, সর্বাস্থাবিশারদ, উপেন্দ্রতুলা, সেই অর্জুনের শিক্ষা আপনারা দেখুন। দর্শকগণ উৎসুক হ'য়ে অর্জুনের নানাপ্রকার প্রশংসা করতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন? বিদুর বললেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অবতীর্ণ হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কুন্তীর তিন পুত্রের গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি, অনঙ্গহীত হয়েছি, রক্ষিত হয়েছি। অর্জুন আপন্যে বারুণ বায়ব্য প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ দেখালেন। তার পর একটি ঘূর্ণমান লৌহবরাহের মূখে এককালে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, রজ্জ্বলম্বিত গোশৃঙ্গের ভিতরে একুশটি বাণ প্রবিষ্ট করলেন, খজা আর গদা হস্তে বিবিধ কৌশল দেখালেন।

অর্জুনের কৌশলপ্রদর্শন শেষ হয়ে এসেছে এবং বাদ্যবহু মন্দীভূত হয়েছে এমন সময় স্ৱারদেশে সহসা বজ্রধ্বনির ন্যায় বাহরাশ্ফাট (তাল ঠোকার শব্দ) শোনা গেল। স্ৱারপালরা পথ ছেড়ে দিলে কবচকুণ্ডলশোভিত মহাবিক্রমশালী কর্ণ পাদচারী পর্বতের ন্যায় রংগভূমিতে এলেন এবং অধিক সম্মান না দেখিয়ে দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম করলেন। অর্জুন যে তাঁর ভ্রাতা তা না জেনে কর্ণ বললেন, পার্থ, তুমি যা দেখিয়েছ তার সবই আমি দেখাব। এই বলে তিনি দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অর্জুন যা যা করেছিলেন তাই করে দেখালেন। দুর্যোধন আনন্দিত হয়ে কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, মহাবাহু, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, তুমি এই কুরুরাজ্যে ইচ্ছামত ভোগ কর। কর্ণ বললেন, আমি তোমার সখ্য চাই, আর অর্জুনের সঙ্গে স্ৱন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই। দুর্যোধন বললেন, তুমি সখ্য হয়ে আমার সঙ্গে সমস্ত ভোগ আর শত্রুদের মাথায় পা রাখ।

অর্জুন নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করে বললেন, কর্ণ, যারা অনাহুত হয়ে আসে আর অনাহুত হয়ে কথা বলে, তারা যে নরকে যায় আমি তোমাকে সেখানে পাঠাব। কর্ণ বললেন, এই রংগভূমিতে সকলেরই আসবার অধিকার আছে। দুর্যোধনের ন্যায় আমার নিন্দা করছ কেন, যা বলবার শর দিয়েই বল। আজ গদ্রুর সম্মুখেই শরাঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ করব। তার পর দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অর্জুন তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা কর্ণের পক্ষে গেলেন। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পদকে দেখতে এলেন, অর্জুনের উপর মেঘের ছায়া এবং কর্ণের উপর সূর্যের কিরণ পড়ল। দ্রোণ কৃপ ও ভীষ্ম অর্জুনের কাছে গেলেন। রংগভূমি দুই পক্ষে বিভক্ত হওয়ায় স্ত্রীদের মধ্যেও স্ৱৈধভাব উৎপন্ন হল।

কর্ণকে চিনতে পেরে কুন্তী মর্ছিত হলেন, বিদুরের আজ্ঞায় দাসীরা চন্দন-জল সেচন করে তাকে প্রবৃদ্ধ করলে। দুই পদকে সশস্ত্র দেখে কুন্তী বিব্রান্ত হয়ে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন, এই অর্জুন কুরুবংশজাত, পাণ্ডু ও কুন্তীর পুত্র, ইনি তোমার সঙ্গে স্ৱন্দ্বযুদ্ধ করবেন। মহারাহু কর্ণ, তুমি তোমার মাতা পিতার কুল বল, কোন রাজবংশের তুমি ভূবংশ? তোমার পরিচয় পেলে অর্জুন যুদ্ধ করা বা না করা স্থির করবেন, রাজপুত্রেরা তুচ্ছকুলশীল প্রতিস্ৱন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। কৃপের কথায় কর্ণ বর্ষাজলসিক্ত পদ্মের ন্যায় লজ্জায় মস্তক নত করলেন। দুর্যোধন বললেন, আচার্য, অর্জুন যদি রাজা ভিন্ন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চান তবে আমি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে আভিষিক্ত করছি।

দুর্যোধন তখনই কর্ণকে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ লাজ পুষ্প স্বর্ণ-ঘণ্টের জল প্রভৃতি উপকরণে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।

এমন সময় কর্ণের পালকপিতা অধিরথ ঘর্মান্ত ও কম্পিত দেহে যষ্টিহস্তে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধনু ত্যাগ করে নতমস্তকে প্রণাম করলেন, অধিরথ সসম্ভ্রমে তাঁর চরণ আবৃত (১) করে পদকে সন্নেহে আলিঙ্গন এবং তাঁর মস্তক অশ্রুজলে অভিষিক্ত করলেন। ভীম সহাস্যে বললেন, সূতপুত্র, তুমি অর্জুনের হাতে মরবার যোগ্য নও, তুমি কশা হাতে নিয়ে কুলধর্ম পালন কর। কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ খেতে পারে না, তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগ করতে পার না। ক্রোধে কর্ণের ওষ্ঠ কম্পিত হ'তে লাগল। দুর্যোধন বললেন, ভীম, এমন কথা বলা তোমার উচিত হয় নি। দ্রোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শরসত্ত্ব থেকে জন্মেছিলেন, আর তোমাদের জন্মবৃত্তান্তও আমার জানা আছে। কবচকুণ্ডলধারী সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণ নীচ বংশে জন্মাতে পারেন না। কেবল অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত পৃথিবীই ইনি ভোগ করবার যোগ্য। যারা অন্যরূপ মনে করে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ক।

এই সময়ে সূর্যাস্ত হ'ল। দুর্যোধন কর্ণের হাত ধরে রংগভূমি থেকে প্রস্থান করলেন। পাণ্ডবগণ, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম প্রভৃতিও নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্য পেলেন দেখে কুন্তী আনন্দিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের এই বিশ্বাস হ'ল যে কর্ণের তুল্য ধনুর্ধর পৃথিবীতে নেই।

২৪। দ্রুপদের পরাজয় — দ্রোণের প্রতিশোধ

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন আমার দক্ষিণা চাই। তোমরা যুদ্ধ করে পাণ্ডালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে নিয়ে এস, তাই শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। রাজকুমারগণ সম্মত হলেন এবং দ্রোণকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে পাণ্ডাল রাজ্য আক্রমণ করলেন।

দ্রুপদ রাজা ও তাঁর ভ্রাতৃগণ রথারোহণে এসে কোঁরবগণের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধন প্রভৃতির দর্প দেখে অর্জুন দ্রোণকে বললেন, ওরা দ্রুপদকে বন্দী করতে পারবে না। ওরা আগে নিজেদের বিক্রম দেখাক তার পর

(১) কর্ণ উচ্চজাতীয় এই সম্ভাবনায়।

আমরা যুদ্ধে নামব। এই ব'লে তিনি নগর থেকে অর্ধ ক্রোশ দূরে ভ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দ্রুপদের বাণবর্ষণে দুর্যোধনাদি ব্যতিব্যস্ত হলেন, তাঁদের সৈন্যের উপর নগরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলে মৃদু ও ঘণ্টা বর্ষণ করতে লাগল। কৌরবদের আতঁরব শব্দে যুদ্ধার্থীরা তঁর ভ্রাতারা বললেন, আপনি যুদ্ধ করবেন না। এই ব'লে তাঁরা রথারোহণে অগ্রসর হলেন। ভীম কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে ধাবিত হয়ে পাণ্ডালরাজের গজসৈন্য অশ্ব রথ প্রভৃতি ধ্বংস করতে লাগলেন। তার পর অর্জুনের সঙ্গে দ্রুপদ ও তাঁর ভ্রাতা সত্যজিতের ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। অর্জুনের শরাঘাতে সত্যজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'ল, সত্যজিৎ পলায়ন করলেন। তখন অর্জুন দ্রুপদের ধন ও রথধ্বজ ছিন্ন এবং অশ্ব ও সারথিকে শরবিন্ধ ক'রে খণ্ড-হস্তে লক্ষ্য দিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। পাণ্ডাল সৈন্য দশ দিকে পালাতে লাগল। দ্রুপদকে ধ'রে অর্জুন ভীমকে বললেন, দ্রুপদ রাজা কুরুবীরগণের আত্মীয়, তাঁর সৈন্য বধ করবেন না, আসুন, আমরা গুরুদক্ষিণা দেব।

কুমারগণ দ্রুপদ আর তাঁর অমাত্যকে ধ'রে এনে দ্রোণকে দক্ষিণাস্বরূপ উপহার দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্রুপদ, আমি তোমার রাষ্ট্র দলিত ক'রে রাজপুত্রী অধিকার করেছি, তোমার জীবনও শত্রুর অধীন, এখন পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে কি চাও তা বল। তার পর দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বীর, প্রাণের ভয় ক'রো না, আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ। তুমি বাল্যকালে আমার সঙ্গে খেলো'ছিলে, সেজন্য তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে। অরাজা রাজার সখা হ'তে পারে না, তোমাকে আমি অর্ধ রাজ্য দিচ্ছি, যদি ইচ্ছা কর তবে আমাকে সখা মনে করতে পার। দ্রুপদ বললেন, শক্তিমান মহাত্মার পক্ষে এমন আচরণ আশ্চর্য নয়, আমি প্রীত হয়েছি, আপনার চিরস্থায়ী প্রণয় কামনা করি। তখন দ্রোণাচার্য তুষ্ট হয়ে দ্রুপদকে মুক্তি দিলেন।

গঙ্গার দক্ষিণে চর্মস্বতী নদী পর্যন্ত দেশ দ্রুপদের অধিকারে যাইল, দ্রোণাচার্য গঙ্গার উত্তরে অহিচ্ছত্র দেশ পেলেন। মনঃক্ষুব্ধ দ্রুপদ পুরুষদের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা

এক বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধার্থীরা বৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ধৈর্য সৈন্য অনিষ্টরতা সরলতা প্রভৃতি গুণে যুদ্ধার্থীরা তাঁর পিতা পাণ্ডুর কীর্ত্তিও

অতিক্রম করলেন। বৃকোদর(১) ভীম বলরামের কাছে অসিযুদ্ধ গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ শিখতে লাগলেন। অজর্ন নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগে পটুতা লাভ করলেন। সহদেব সর্বপ্রকার নীতিশাস্ত্র অভিজ্ঞ হলেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে নকুলও তত্তিরথ (যিনি অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন) এবং চিত্রযোধী (বিচিত্র যুদ্ধকারী) নামে খ্যাত হলেন। অজর্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বহু দেশ জয় করে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করলেন।

পাণ্ডবদের বিক্রমের খ্যাতি অতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মন দুঃখিত হ'ল, দুঃশিস্তার জন্য তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হতে লাগল। তিনি মন্ত্রিপ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ কণিককে বললেন, শ্বিজোত্তম, পাণ্ডবদের খ্যাতি শুনে আমার অসুখা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি বা বিগ্রহ কি কর্তব্য তা বলুন, আমি আপনার উপদেশ পালন করব।

রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ উপদেশের প্রসঙ্গে কণিক বললেন, মহারাজ, উপযুক্ত কাল না আসা পর্বন্ত অমিত্রকে কলসের ন্যায় কাঁখে বইবেন, তার পর সন্ধ্যোগ এলেই তাকে পাথরের উপর আছড়ে ফেলবেন। যাকে দারুণ কর্ম করতে হবে তিনি বিনীত হয়ে হাস্যমুখে কথা বলবেন, কিন্তু হৃদয়ে ক্ষুরধার থাকবেন। মৎস্যজীবী যেমন বিনা অপরাধে মৎস্য হত্যা করে, সেইরূপ পরের মর্মচ্ছেদ ও নিষ্ঠুর কর্ম না করে বিপুল ঐশ্বর্যলাভ হয় না। কুরুরাজ, আপনি সকলের প্রেষ্ঠ; নিজেকে রক্ষা করুন, যেন পাণ্ডবরা আপনার অনিষ্ট না করে; এমন উপায় করুন যাতে শেষে অন্ততাপ করতে না হয়।

॥ জতুগৃহপর্বাধ্যায় ॥

২৬। বারশাবত — জতুগৃহদাহ

পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য দুর্যোধন তাঁর মাতুল সুবলপুত্র শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পিতা, পুত্রবাসিগণ আপনাকে আর ভীষ্মকে অনাদর করে যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করতে চায়। আপনি অন্ধ বলে রাজ্য পান নি, পাণ্ডু খেয়েছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুর পুত্ররাই যদি বংশানুক্রমে রাজ্য পায় তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে।

(১) যাঁর উদরে বৃক বা জঠরাগ্নি আছে, বহুবোজী।

আপনি কৌশল করে পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসিত করুন, তা হ'লে আমাদের আর ভয় থাকবে না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাণ্ডু যেমন প্রজাদের প্রিয় ছিলেন যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা কি করে নির্বাসিত করতে পারি? ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কৃপ তা সমর্থন করবেন না। দুর্যোধন বললেন, আমি অর্থ আর সম্মান দিয়ে প্রজাদের বশ করেছি, অমাত্যগণ এবং ধনাগারও আমাদের হাতে। ভীষ্মের কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বখামা আমাদের পক্ষে আছেন, দ্রোণও পদ্রের অনুসরণ করবেন, কৃপও তাঁর ভাগিনেয়কে ত্যাগ করবেন না। বিদুর আমাদের অর্থে পদুষ্ট হয়েও গোপনে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী, কিন্তু তিনি একলা আমাদের বাধা দিতে পারবেন না। আপনি আজই পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীকে বারণাবতে পাঠান।

ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ অনুসারে কয়েকজন মন্ত্রী পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন, বারণাবত অতি মনোরম নগর, সেখানে পশুপতির উৎসব উপলক্ষ্যে এখন বহু লোকের সমাগম হয়েছে। এইপ্রকার বর্ণনা শুনে পাণ্ডবদের সেখানে যাবার ইচ্ছা হ'ল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের বললেন, বৎসগণ, আমি শুনেছি যে বারণাবত অতি রমণীয় নগর, তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কদের ধনদান করে কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে এস। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় এবং নিজের অসহায় অবস্থা বৃদ্ধে সম্মত হলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির আশীর্বাদ নিয়ে মাতা ও শ্রাতাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

দুর্যোধন অতিশয় হুঁস্ট হলেন এবং পুরোচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সহায় কেউ নেই, তুমি দ্রুতগামী রথে আজই বারণাবতে যাও এবং শণ, সর্জ'রস (ধূনা) প্রভৃতি দিয়ে একটি চতুঃশাল (চকমিলান) সদৃশ সজ্জিত গৃহ নির্মাণ করাও। মৃত্তিকার সঙ্গে প্রচুর ঘৃত তৈল বসাক্ত (গালা) মিশিয়ে তার দেওয়ালে লেপ দেবে এবং চতুর্দিকে কার্শ্ব তৈল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ এমন করে রাখবে যাতে পাণ্ডবরা বৃদ্ধিতে না পারে। তুমি নন্দীর করে পাণ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আসন শয্যা স্নান প্রভৃতি দেবে। কিছুকাল পরে যখন তারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখনই স্বারদেশে অগ্নিদান করবে। পুরোচন তখনই দুর্যোধনের আদেশ পালন করতে বারণাবতে গেলেন।

বদ্বিধমান বিদুর দুর্যোধনের ভাবভঙ্গী দেখে তাঁর দৃষ্ট অভিসন্ধি বৃদ্ধিতে পেরেছিলেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই শ্লেচ্ছভাষা জানতেন। যুধিষ্ঠিরের যাত্রাকালে বিদুর অন্যের অবোধ্য শ্লেচ্ছভাষায় তাঁকে বললেন, শত্রুর অভিসন্ধি যে

জানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয়। অগ্নিতে শৃঙ্খ বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানদ্বশ শজারদ্র ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা দিগ্‌নির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে বাঁচাতে পারে। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বুদ্ধোহি।

পথে যেতে যেতে কুলতী যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, বিদুর তোমাকে অবোধ্য ভাষায় কি বললেন আর তুমিও বুদ্ধোহি বললে, এর অর্থ কি? যুধিষ্ঠির বললেন, বিদুরের কথার অর্থ — আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল পথই যেন আমরা চিনে রাখি।

পাণ্ডবগণ বারণাবতে এলে সেখানকার প্রজারা জয়ধ্বনি করে সংবর্ধনা করলে, তাঁরাও ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অধিবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। পুরোচন মহাসমাদরে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহার শয্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করলেন। সেখানে দশ রাত্রি বাসের পর তিনি পাণ্ডবদের অন্য এক ভবনে নিয়ে গেলেন, তার নাম 'শিব', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অশিব। যুধিষ্ঠির সেখানে গিয়ে দ্ব্যুত বসি ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, নিপদুগ শিল্পীরা এই গৃহ আগ্নেয় পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত করেছে, পাপী পুরোচন আমাদের দগ্ধ করতে চায়। ভীম বললেন, যদি মনে করেন এখানে অগ্নিভয় আছে তবে পূর্বের বাসস্থানেই চলুন। যুধিষ্ঠির তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমরা সন্দেহ করছি জানলে পুরোচন বলপ্রয়োগ করে আমাদের দগ্ধ করবে। যদি পালিয়ে যাই তবে দুর্যোধনের চরেরা আমাদের হত্যা করবে। আমরা মৃগয়ার ছলে এই দেশের সর্বত্র বিচরণ করে পথ জেনে রাখব এবং এই জতুগৃহের ভূমিতে গর্ত করে তার ভিতরে বাস করব, আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পাবে না।

সেই সময়ে একটি লোক এসে নিজর্জনে পাণ্ডবদের বললে, আমি খনন কার্যে নিপদুগ, বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছাভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করেছিলেন তা আমি জানি, এই আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে পুরোচন এই গৃহের দ্বারে আগুন দেবে। এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বিদুরের তুল্যই আমার হিতার্থী, অগ্নিদাহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। দুর্যোধনের আদেশে পুরোচন এই ভবনে অনেক অস্ত্র এনে রেখেছে, এখান থেকে পলায়ন করা দঃসাধ্য। তুমি গোপনে আমাদের রক্ষার উপায় কর। খনক পরিখায় ও গৃহমধ্যে গর্ত করে এক বহু সদৃশ

প্রস্তুত করলে এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান ক'রে দিলে, যাতে কেউ বন্ধুতে না পারে। পুরোচন গৃহের দ্বারদেশেই বাস করতেন সেজন্য সুরঙ্গের মূখ আবৃত করা হ'ল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মৃগয়া করতেন এবং রাত্রিকালে সশস্ত্র ও সতর্ক হয়ে সুরঙ্গের মধ্যে বাস করতেন।

এইরূপে এক বৎসর অতীত হ'লে পুরোচন স্থির করলেন যে পাণ্ডবদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। যদুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের পলায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুরোচনকে দগ্ধ করব এবং অন্য ছ জনকে এখানে রেখে চ'লে যাব। একদিন কুন্তী ব্রাহ্মণভোজন করালেন, অনেক স্ত্রীলোকও এল, তারা যথেষ্ট পানভোজন ক'রে রাত্রিতে চ'লে গেল। এক নিষাদ-স্রষ্ট্রী তার পাঁচ পুত্রকে নিয়ে খেতে এসেছিল, সে পুত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান ক'রে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগ্ন হ'ল। সকলে সন্মুখ হ'লে ভীম পুরোচনের শয়নগৃহে, জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী সুরঙ্গে প্রবেশ করলেন। প্রবল বায়ুতে জতুগৃহের সর্বাঙ্গ জ্বল'লে উঠল, অগ্নির উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠে বলতে লাগল, পাণ্ডব পুরোচন দুর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ ক'রে পাণ্ডবদের বধ করেছে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক, যিনি নির্দোষ পাণ্ডবগণকে শত্রুর ন্যায় হত্যা করিয়েছেন। ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা পুরোচনও পুড়ে মরেছে। বারণাবতবাসীরা জ্বলন্ত জতুগৃহের চতুর্দিকে থেকে এইরূপে বিলাপ ক'রে রাত্রিপান করলে।

পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী অলঙ্কিত হয়ে সুরঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। নিদ্রার ব্যাঘাতে এবং ভয়ে তাঁরা চলতে পারলেন না। মহাবল ভীমসেন কুন্তীকে কাঁধে এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে যদুধিষ্ঠির-অর্জুনের হাত ধরে বেগে চললেন। বিদুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর গঙ্গার তীরে একটি বায়ুবেগসহ যন্ত্রযুক্ত পতাকাশোভিত নৌকা (১) রেখেছিল। পাণ্ডবগণকে গঙ্গার অপর পারে এনে বিদুরের অনুচর জয়োচ্চারণ ক'রে চ'লে গেল।

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে পথনির্ণয় ক'রে দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলেন। দূর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে পরদিন সন্ধ্যাকালে ভীরা হিংস্রপ্রাণিসমাকুল ঘোর অরণ্যে উপস্থিত হ'লেন। কুন্তী প্রভৃতি সকলে ভীষণ কাতর হওয়ায় ভীম

(১) 'সর্ববাতসহাং নাবং যন্তযন্তাং পতাকিনীম'।

পশ্চিমপদে এবং উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে শান্ত হয়ে ভূমিতে নিদ্রামগ্ন হলেন, কেবল ভীম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে বারণাবতবাসীরা আগুন নিবিয়ে দেখলে পুরোচন পুড়ে মরেছেন। পান্ডবদের খবরজতে খবরজতে তারা নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রের দংশ দেহ পেয়ে স্থির করলে যে কুন্তী ও পণ্ডপান্ডব নিহত হয়েছেন। তারা সুরঙ্গ দেখতে পেলে না, কারণ খনক তা মাটি দিয়ে ভরিয়েছিল। হস্তিনাপুরে সংবাদ গেলে ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলাপ করলেন এবং কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদির অন্তর্ভাষ্টির জন্য বারণাবতে লোক পাঠালেন। তার পর জ্ঞাতীগণের সঙ্গে ভীষ্ম ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র নিরাভরণ হয়ে একবস্ত্রে গঙ্গায় গিয়ে তর্পণ করলেন। সকলে রোদন করতে লাগলেন, কেবল বিদুর অধিক শোক প্রকাশ করলেন না।

॥ হিড়িম্ববধপর্বাদ্যায় ॥

২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা — ঘটোটকচের জন্ম

কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি যেখানে নিদ্রিত ছিলেন তার অনতিদূরে শালগাছের উপর হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল। তার বর্ণ বর্ষার মেঘের ন্যায়, চক্ষু পিঙ্গল, বদন দংশ্ট্রাকরাল, কেশ ও শ্মশ্রু রক্তবর্ণ, আকার ভয়ংকর। পান্ডবদের দেখে এই রাক্ষসের মনদুষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তার ভগিনী হিড়িম্বাকে বললে, বহু কাল পরে আমার প্রিয় খাদ্য উপস্থিত হয়েছে, তার গন্ধে আমার লালা পড়ছে, জিহবা বেরিয়ে আসছে। আজ নরম মাংসে আমার ধারাল আর্টাট দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ ছেদন ক'রে ফেনিল রক্ত পান করব। তুমি ওদের বধ করে নিয়ে এস, আজ আমরা দুজনে প্রচুর নরমাংস খেয়ে হাততালি দিয়ে নাচব।

ভ্রাতার কথা শুনে হিড়িম্বা গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে পান্ডবদের কাছে এসে দেখলে সকলেই নিদ্রিত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভীমকে দেখে সে ভাবলে, এই মহাবাহু সিংহস্কন্ধ উজ্জ্বলকান্তি পুরুষই আমার স্বামী হবার যোগ্য। আমি ভ্রাতার কথা শুনব না, ভ্রাতৃশ্রেন্ধের চেয়ে পতিপ্রেমই বড়। কাম-রূপিণী হিড়িম্বা সুন্দরী সালংকারা নারীর রূপ ধারণ করে যেন লজ্জায় ঈষৎ হেসে ভীমসেনকে বললে, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন? এই দেবতুল্য

পদ্রুঘরা এবং এই সুকুমারী রমণী যারা ঘুমিয়ে রয়েছেন এঁরা কে? এই বনে আমার ভ্রাতা হিড়িম্ব নামক রাক্ষস থাকে, সে আপনাদের মাংস খেতে চায় সেজন্য আমাকে পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আপনি আমার পতি হ'ন। আমি আকাশচারিণী, আপনার সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব। ভীম বললেন, রাক্ষসী, নির্দ্রিত মাতা ও ভ্রাতাদের রাক্ষসের কবলে ফেলে কে চলে পারে? হিড়িম্বা বললে, এঁদের জাগান, আমি সকলকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, এঁরা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, আমি এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা যক্ষ গন্ধর্ব সকলকেই আমি পরাস্ত করতে পারি। তুমি বাও বা থাক বা তোমার ভ্রাতাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

ভগিনীর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হিড়িম্ব দ্রুতবেগে পাণ্ডবদের কাছে আসতে লাগল। হিড়িম্বা ভীমকে বললে, আপনারা সকলেই আমার নিতম্বে আরোহণ করুন, আমি আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভীম বললেন, তোমার ভয় নেই, মানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা করো না। হিড়িম্ব এসে দেখলে, তার ভগিনী সুন্দরী নারীর রূপ ধরে সুস্কন্ধ বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পরেছে। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, তুই অসতী, এদের সঙ্গে তোকেও বধ করব। এই বলে সে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এঁদের জাগিয়ে কি হবে, আমার কাছে এস। তোমার ভগিনীর দোষ কি, ইনি নিজের বশে নেই, শরীরের ভিতরে যে অনঙ্গদেব আছেন তাঁরই প্রেরণায় ইনি আমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন। তার পর ভীম আর হিড়িম্বের ঘোর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। পাছে ভ্রাতাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় সেজন্য ভীম রাক্ষসকে দূরে ঠেলে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের শব্দে সকলেই জেগে উঠলেন।

কুন্তী হিড়িম্বাকে বললেন, বরবর্ণিনী, সুরকন্যাভুল্য তুমি কে? এই বনের দেবতা, না অম্পরা? হিড়িম্বা নিজের পরিচয় দিয়ে জানালে যে ভীমের প্রতি তার অনুরাগ হয়েছে। অর্জুন ভীমকে বললেন, আপনি বিলম্ব করবেন না, আমাদের বেতে হবে। উষাকাল আসন্ন, সেই রৌদ্র মনুহর্তে রাক্ষসরা প্রবল হয়। ওই রাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শীঘ্র মেরে ফেলুন। তখন ভীম হিড়িম্বকে তুলে ধরে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পর ভূমিতে ফেলে নিষ্পেষ্ট করে বধ করলেন।

অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশী দূরে নয়, আমরা শীঘ্র সেখানে ফাই চলুন, দুর্যোধন আমাদের সন্ধান পাবে না। ভীম বললেন,

রাক্ষসজাতি মোহিনী মায়ার স্বলে এদৃতা করে, হিড়িম্বা, তুমিও তোমার ভ্রাতার পথে যাও। বর্ধিষ্ঠির বলজেন, তুমি স্ত্রীহত্যা করো না, এ আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। হিড়িম্বা স্ত্রীকে প্রণাম করে করজোড়ে বললে, আর্ষা, আমি স্বজন ভ্যাগ করে আপনার ও বীর পুত্রকে পতিরূপে বরণ করেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমি বাঁচব না, আমাকে মৃগধা ভক্তিমতী ও অনাগতা জেনে দয়া করুন। আপনার পুত্রের সঙ্গে আমাকে মিলিত করে দিন। আমি ওঁকে নিয়ে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব, তার পর আবার এনে দেব, আমাকে বিশ্বাস করুন। আমাকে মনে মনে ভাবলেই আমি উপস্থিত হব।

বর্ধিষ্ঠির বললেন, হিড়িম্বা, তোমার কথা অসংগত নয়, কিন্তু তোমাকে এই নিষেধ প্রদান করতে হবে।—ভীম স্নান আহ্বিক করে তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সূর্যাস্ত হ'লেই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। ভীম হিড়িম্বাকে বললেন, রাক্ষসী, শোন, যত দিন তোমার পুত্র না হয় তত দিনই আমি তোমার সঙ্গে থাকব। হিড়িম্বা সম্মত হয়ে ভীমকে নিয়ে আকাশপথে চ'লে গেল।

কিছুকাল পরে হিড়িম্বার একটি ভীষণাকার বলবান পুত্র হ'ল, তার কর্ণ সন্ধুগ্ধ্রা, দন্ত তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠ তদ্বর্ণ, কণ্ঠস্বর ভয়ানক। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই এদ্য প্রসব করে। হিড়িম্বার পুত্র জন্মাবার পরেই যৌবনলাভ করে সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ হ'ল। তার মাথা ঘটের মত এবং চুল খাড়া সেজন্য হিড়িম্বা পুত্রের নাম রাখলে ঘটোৎকচ। কুন্তী ও পান্ডবদের প্রণাম করে সে বললে, আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন। কুন্তী বললেন, বৎস, তুমি কুরুকুলে জন্মে। তুমি সাক্ষাৎ ভীমের ভ্রাতা এবং পণ্ডপান্ডবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি আমাদের সাহায্য করো। ঘটোৎকচ বললে, প্রয়োজন হ'লেই আমি উপস্থিত হব। এই বলে সে দিগে নিয়ে উত্তর দিকে চ'লে গেল।

পান্ডবরা জটা বক্ষল মৃগচর্ম ধারণ করে তপস্বীর বেশে হংসা, হিংগ, পাণ্ডাল ও কীচক দেশের ভিতর দিয়ে চললেন। যেতে যেতে পিতামহ ব্যাসের সাহায্য তাঁদের দেখা হ'ল। ব্যাস বললেন, আমি তোমাদের সমস্ত বস্ত্রান্ত্র জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি দিচ্ছি, তোমাদের মঙ্গল হবে। যত দিন আমার সঙ্গে আবার দেখা না হয় তত দিন তোমরা নিকটস্থ ওই নগরে ছদ্মবেশে বাস কর। এই কথা বলে ব্যাস পান্ডবগণকে একচক্ৰা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রেখে এলেন।

॥ বকবধপর্বাধ্যায় ॥

২৮। একচক্ৰা — বকরাক্ষস

পান্ডবগণ একচক্ৰা নগরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা ভিক্ষা করে যা আনতেন, কুন্তী সেই সমস্ত খাদ্য দ্রু ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপর চার ভ্রাতা ও কুন্তী খেতেন। এইরূপে বহুদিন গত হ'ল। একদিন যদুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষা করতে গেছেন, কেবল ভীম আর কুন্তী গৃহে আছেন, এমন সময় তাঁরা তাঁদের আগ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে আত্ননাদ শুনতে পেলেন। কুন্তী অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলেন, ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী পুত্র ও কন্যার সঙ্গে বিষন্নমুখে রয়েছেন। ব্রাহ্মণ বলছিলেন, ধিক মানুষ্যের জীবন যা নল-ভৃগের ন্যায় অসার, পরাধীন ও সকল দৃঃখের মূল। ব্রাহ্মণী, আমি নিরাপদ স্থানে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি দুর্বদ্বিধবশত তোমার স্বর্গস্থ পিতামাতার এই গৃহ ছেড়ে যেতে চাও নি, তার ফলে এখন এই আত্মীয়নাশ হবে। যিনি আমার নিত্যসঙ্গিনী পতিব্রতা ধর্ম-পত্নী তাঁকে আমি ত্যাগ করতে পারি না, আমার বালিকা কন্যা বা পুত্রকেও ছাড়তে পারি না। যদি আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই তবে তোমরাও মরবে। হায়, আমাদের গতি কি হবে, সকলের এক সঙ্গে মরাই ভাল।

ব্রাহ্মণী বললেন, তুমি প্রাকৃত জনের ন্যায় বিলাপ করছ কেন? লোকে নিজের জন্যই পত্নী ও পুত্রকন্যা চায়। তুমি থাক, আমি যাব, তাতে আমার ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় পুণ্য হবে। লোকে ভাষার কাছে যা চায় সেই পুত্রকন্যা তুমি পেয়েছ, তোমার অভাবে আমি তাদের ভরণপোষণ করতে পারব না। ভূমিতে মাস পড়ে থাকলে যেমন পাখিরা লোলুপ হয় তেমনই পতিহীনা নারীকে সকলে কামনা করে, দুরাত্মা পুত্রদুষ্টা হয়তো আমাকে সংপথ থেকে বিচলিত করবে। এই কন্যার বিবাহ এবং পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আমি কি করে করব? আমার অভাবে তুমি অন্য পত্নী পাবে, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ স্মার অধর্ম। অতএব আমাকে যেতে দাও।

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তখন তাঁদের কন্যাটি বললে, একদিন আমাকে তো ছাড়তেই হবে, বরং এখনই আমাকে যেতে দাও, তাতে তোমরা সকলে নিস্তার পাবে, আমিও অমৃতলোক লাভ করব। বালক পুত্রটি উৎফুল্লনয়নে কলকণ্ঠে বললে, তোমরা কে'দো না, আমি এই তৃণ দিয়ে সেই রাক্ষসকে বধ করব।

কুন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দুঃখের কারণ কি বলুন, যদি পারি তো দূর করতে চেষ্টা করব। ব্রাহ্মণ বললেন, এই নগরের নিকট বক নামে এক মহাবল রাক্ষস বাস করে, সেই এদেশের প্রভু। আমাদের রাজা তাঁর রাজধানী বেত্রকীয়গুহে থাকেন, তিনি নির্বোধ ও দুর্বল, প্রজারক্ষার উপায় জানেন না। বক রাক্ষস এই দেশ রক্ষা করে, তার মূল্যস্বরূপ আমাদের প্রতিদিন একজন লোককে পাঠাতে হয়, সে প্রচুর অন্ন ও দুই মহিষ সঙ্গে নিয়ে যায়। বক সেই মানদুঃখ মহিষ আর অন্ন ভোজন করে। আজ আমার পালা, আমার এমন খন নেই যে অন্য কোনও মানদুঃখকে কিনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠাই। অগত্যা আমি স্ত্রী পদ্ম কন্যাকে নিয়ে তার কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেলুক।

কুন্তী বললেন, আপনি দুঃখ করবেন না, আমার পাঁচ পুত্রের একজন রাক্ষসের কাছে যাবে। ব্রাহ্মণ বললেন, আপনারা আমার শরণাগত ব্রাহ্মণ অতিথি আমাদের জন্য আপনার পুত্রের প্রাণনাশ হ'তে পারে না। কুন্তী বললেন, আমার পুত্র বীর্যবান মন্ত্রিসিদ্ধ ও তেজস্বী, সে রাক্ষসের খাদ্য পেণ্ডিছিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু আপনি কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, কারণ মন্ত্রিসিদ্ধার জন্য লোকে আমার পুত্রের উপর উপদ্রব করবে। কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ অতিশয় হর্ষ হ'লেন। এমন সময় যদুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন। ভীম রাক্ষসের কাছে যাবেন শুনে যদুধিষ্ঠির যাতাকে বললেন, বাঁর বাহুবলের ভরসায় আমরা সন্ধে নিদ্রা যাই, বাঁর ভয়ে দুর্বোধন প্রভৃতি বিনিন্দ্র থাকে, বিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন, সেই ভীমসেনকে আপনি কোন্‌ বদ্বিধিতে ত্যাগ করছেন? কুন্তী বললেন, যদুধিষ্ঠির, ভীমের বল অযুত হস্তীর সমান, তার তুল্য বলবান কেউ নেই। এই ব্রাহ্মণের গৃহে আমরা সন্ধে নিরাপদে বাস করছি, এর প্রত্যুপকার করা আমাদের কর্তব্য।

রাত্রি প্রভাত হ'লে ভীম অন্ন নিয়ে বক রাক্ষস বেখানে থাকে সেই বনে গেলেন এবং তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবেগে ভীমের কাছে এসে দেখলে, ভীম অন্ন ভোজন করছেন। বক বললে, আমার অন্ন আমার সম্মুখেই কে খাচ্ছে, কোন্‌ দুর্বদ্বিধির যমালয়ে বেতে ইচ্ছা হয়েছে? ভীম মৃদু ফিরিয়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন। রাক্ষস দুই হাত দিয়ে ভীমের পিঠে আঘাত করলে, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ নিয়ে আক্রমণ করতে এল। ভীম ভোজন শেষ করে আচমন করে বাঁ হাতে রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত গাছ ধরে ফেললেন। তখন দুজনে বাহুবদ্ধ হ'তে লাগল, ভীম বক রাক্ষসকে ভূমিতে

ফেলে নিষ্পত্তি করে বধ করলেন। রাক্ষসের চিংকার শুনে তার আত্মীয় পরিজন ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কখনও মানুষ্যের হিংসা করবে না, যদি কর তবে তোমাদেরও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভীমের আদেশ মেনে নিলে। তারপর ভীম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের স্ভারদেশে ফেলে দিয়ে অন্যের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরে এলেন। নগরবাসীরা আশ্চর্য হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে সংবাদ নিতে গেল। ব্রাহ্মণ বললেন, একজন মন্তাসিন্ধ মহাত্মা! আমাদের রোদনে দরাদ্র হয়ে আমার পরিবর্তে রাক্ষসের কাছে অন্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় তিনিই তাকে বধ করে সকলের হিতসাধন করেছেন।

॥ চৈত্ররথপর্বাধ্যায় ॥

২১। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত — গম্বর্বারাজ অঙ্গারপর্ব

কিছুকাল পরে পান্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে অন্য এক ব্রাহ্মণ অতিথি রূপে উপস্থিত হলেন। ইনি বিবিধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য বিবরণের প্রসঙ্গে বললেন, পাণ্ডালরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বেয়ংবর হবে। পান্ডবগণ সর্বিশেষ জ্ঞানতে চাইলে তিনি এই ইতিহাস বললেন।—

দ্রোণাচার্যের নিকট পরাজয়ের পর দ্রুপদ প্রতিশোধ ও পদ্রুলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হলেন। তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরে বিচরণ করতে করতে একটি ব্রাহ্মণবসতিতে এলেন। সেখানে যাজ্ঞ ও উপযাজ্ঞ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি বাস করতেন। পাদসেবার উপযাজ্ঞকে তুষ্ট করে দ্রুপদ বললেন, আমি আপনাকে দশ কোটি গো দান করব, আপনি আমাকে এমন পদ্রু পাইয়ে দিন যে দ্রোণকে বধ করবে। উপযাজ্ঞ সম্মত হলেন না, তথাপি দ্রুপদ তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে উপযাজ্ঞ বললেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাজ্ঞ শৃচি অশৃচি বিচার করেন না, আমি তাঁকে ভূমিতে পতিত ফল তুলে নিতে দেখছি। ইনি গদ্রুগৃহে বাসকালে অন্যের উচ্ছ্রষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন করতেন। আমার মনে হয় ইনি ধনু চীন, আপনার জন্য পদ্রুশ্রী বস্ত্র করবেন। যাজ্ঞের প্রতি অপ্রম্ভা হ'লেও দ্রুপদ তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। যাজ্ঞ সম্মত হলেন এবং উপযাজ্ঞকে সহায়রূপে নিযুক্ত করলেন।

যজ্ঞ শেষ হ'লে যাজ্ঞ দ্রুপদমহিষীকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী, আসুন, আপনার দুই সন্তান উপস্থিত হয়েছে। মহিষী বললেন, আমার মধুপ্রক্ষালন আর স্নান

হয় নি, আপনি অপেক্ষা করুন। যাজ বললেন, যজ্ঞাগ্নিতে আমি আহুতি দিচ্ছি। উপযাজ মন্ত্রপাঠ করছেন, এখন তা থেকে অভীষ্টলাভ হবেই, আপনি আসুন বা না আসুন। যাজ আহুতি দিলে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক অগ্নিবর্ণ বর্ম্মধুকুটভূষিত খড়্গধনুর্বাণধারী কুমার সগজ্জনে উঠিত হলেন। পাণ্ডালগণ হৃষ্ট হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগল, আকাশবাণী হ'ল — এই রাজপুত্র দ্রোণবধ করে রাজার শোক দূর করবেন। তারপর যজ্ঞবেদী থেকে কুমারী পাণ্ডালী উঠলেন, তিনি সুদর্শনা। শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুণ্ডিতকৃষ্ণকেশী, পীনপয়োধরা, তাঁর নীলোৎপলতুল্য সৌরভ এক ক্রোশ দূরেও অনুভূত হয়। আকাশবাণী হ'ল — সর্ব নারীর শ্রেষ্ঠা এই কৃষ্ণা হ'তে ক্রিয়াক্ষয় এবং কুরুবংশের মহাভয় উপস্থিত হবে। দ্রুপদ ও তাঁর মহিষী এই কুমার-কুমারীকে পদ্রকন্যা রূপে লাভ করে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। ধৃষ্ট (প্রগল্ভ) ও দ্রুমন (দ্রুতি, যশ, বীর্য, ধন)-সমন্বিত এই কারণে কুমারের নাম ধৃষ্টদ্রুমন হ'ল। শ্যাম বর্ণের জন্য এবং আকাশবাণী অনুসারে কুমারীর নাম কৃষ্ণা হ'ল। দৈব অনিবার্য এই জেনে এবং নিজ কীর্তি রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্রুমনকে স্বগৃহে এনে অশ্রুশিক্ষা দিলেন।

এই বৃন্তান্ত শ্রুনে পান্ডবগণ বিষম হলেন। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমরা এই গ্রাহ্মণের গৃহে বহুকাল বাস করছি, এদেশে যে রমণীয় বন-উপবন আছে তাও দেখা হয়েছে, এখন ভিক্ষাও পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তোমরা ভাল মনে কর তবে পান্ডাল দেশে চল। পান্ডবগণ সম্মত হলেন। এই সময়ে ব্যাস পুনর্বীর তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। নানা বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, কোনও এক ঋষির একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, পূর্বজন্মের কর্ম্মদোষে তার পতিলাভ হয় নি। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে বললেন, অভীষ্ট বর চাও। কন্যা বার বার বললেন, সর্বগুণান্বিত পতি কামনা করি। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচ বার পতি চেয়েছ, এজন্য পরজন্মে তোমার পাঁচটি ভরতবংশীয় পতি হবে। সেই দেবরূপিণী কন্যা কৃষ্ণা নামে দ্রুপদের বংশে জন্মেছে, সেই তোমাদের পত্নী হবে। তোমরা পান্ডালনগরে যাও, দ্রুপদকন্যাকে পেয়ে তোমরা সুখী হবে।

পান্ডবরা পান্ডালদেশে যাত্রা করলেন। এক অহোরাত্র পরে তাঁরা সোমশ্রণ তীর্থে গঙ্গাতীরে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখবার জন্য অজ্ঞান একটি জ্বলন্ত

কঠ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ স্ত্রীদের নিয়ে গঙ্গায় স্নান করিতে এসেছিলেন। পাণ্ডবদের কঠস্বর শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, প্রতঃসন্ধ্যার পূর্বকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষসদের, অবশিষ্ট কালা মানুষের। রাত্রিতে কোনও মানুষ, এমন কি সৈন্য নৃপতিও, যদি জলের কাছে আসে তবে ব্রহ্মজ্ঞগণ নিন্দা করেন। আমি কুবেরের সখা গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ, এই বন আমার, তোমরা দূরে যাও। অর্জুন বললেন, সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে, এবং এই গঙ্গায় দিনে রাত্রিতে বা সন্ধ্যায় কারও আসতে বাধা নেই। তোমার কথায় কেন আমরা গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ করব না? তখন অঙ্গারপর্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অনেকগুলি বাণ ছুড়লেন। অর্জুন তাঁর মশাল আর ঢাল ঘুরিয়ে সমস্ত বাণ নিরস্ত ক'রে দ্রোণের নিকট লব্ধ প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। গন্ধর্ব-রাজের রথ দগ্ধ হয়ে গেল, তিনি অচেতন হয়ে অধোমুখে পড়ে গেলেন, অর্জুন তাঁর মালাভূষিত কেশ ধরে চানতে লাগলেন। গন্ধর্বের ভাৰ্য্যা কুম্ভীনসী যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহাভাগ, আমি আপনার শরণাগতা, রক্ষা করুন, আমার স্বামীকে মুক্তি দিন। যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অর্জুন গন্ধর্বকে ছেড়ে দিলেন।

গন্ধর্ব বললেন, আমি পরাজিত হয়েছি, নিজেকে আর অঙ্গারপর্ণ (১) বলব না। আমার বিচিত্র রথ দগ্ধ হয়েছে, আমার এক নাম চিত্ররথ হলেও আমি দগ্ধরথ হয়েছি। যে মহাত্মা আমাকে প্রাণদান করেছেন সেই অর্জুনকে আমার চাক্ৰবী বিদ্যা দান করছি। রাজকুমার, তুমি ত্রিলোকের যা কিছু দেখতে ইচ্ছা করবে এই বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আমি তোমাকে আর তোমার প্রত্যেক ভ্রাতাকে একশত দিব্যবর্ণ বেগবান গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব দিচ্ছি, এরা প্রভুর ইচ্ছানুসারে উপস্থিত হয়। অর্জুন বললেন, গন্ধর্ব, তুমি প্রাণসংশয়ে যা আমাকে দিচ্ছ তা নিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। গন্ধর্ব বললেন, তুমি জীবন দিয়েছ, তার পরিবর্তে আমি চাক্ৰবী বিদ্যা দিচ্ছি। তোমার আগ্নেয় অস্ত্র এবং চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব আমাকে দাও।

অর্জুন গন্ধর্বের প্রার্থনা অনুসারে চাক্ৰবী বিদ্যা ও অশ্ব মিলে এবং আগ্নেয়াস্ত্র দান ক'রে সখে আবদ্ধ হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আমরা বেদজ্ঞ ও শত্রুদমনে সক্ষম, তথাপি রাত্রিকালে আমাদের ধৰ্ষণ করলে কেন? গন্ধর্ব বললেন, তোমাদের অগ্নিহোর নেই, ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী ক'রেও চল না, সেজন্য আমি তোমাদের ধৰ্ষণ করেছি। হে তাপতা, শ্রেয়োলাভের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করা

কর্তব্য। পদরোহিত না থাকলে কোনও রাজা কেবল বীরত্ব বা আভিজাত্যের প্রভাবে রাজ্য জয় করতে পারেন না। ব্রাহ্মণকে পদরোহণে রাখলেই চিরকাল রাজ্যপালন করা যায়।

৩০। তপতী ও সংবরণ

অর্জুন প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে তাপত্য বললে কেন? তপতী কে? আমরা তো কৌন্তেয়। গন্ধর্বরাজ এই তিলোকবিপ্রদূত উপাখ্যান বললেন।—

যিনি নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করেন সেই সূর্যের এক কন্যার নাম তপতী, ইনি সাবিত্রীর কনিষ্ঠা। রূপে গুণে তিনি অতুলনা ছিলেন। সূর্যদেব এমন কোনও পাত্র খুঁজে পেলেন না যিনি তপতীর উপযুক্ত। সেই সময়ে কুরুবংশীয় ঋক্ষপুত্র সংবরণ রাজা প্রতাহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতে লাগলেন। তিনি ধার্মিক, রূপবান ও বিখ্যাত বংশের নৃপতি, সেজন্য সূর্য তাঁকেই কন্যা দিতে ইচ্ছা করলেন। একদিন সংবরণ পর্বতের নিকটস্থ বনে মৃগয়া করতে গেলে তাঁর অশ্ব ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত হয়ে মরে গেল। সংবরণ পদব্রজে বিচরণ করতে করতে এক অতুলনীয় রূপবতী কন্যা দেখতে পেলেন। তিনি মদুম্ব হলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সেই কন্যা মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় অন্তর্হিত হলেন। রাজা কামরোহিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন, তখন তপতী আবার দেখা দিয়ে বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, উঠুন, মোহগ্রস্ত হবেন না। সংবরণ অস্পষ্ট বাক্যে অনুন্নত হয়ে বললেন, সন্দরী, তুমি আমাকে ভজনা কর নতুবা আমার প্রাণবিয়োগ হবে। তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার বশংগত ভক্ত। তপতী বললেন, আপনিও আমার প্রাণ হরণ করেছেন। আমি স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপনি তপস্যায় তাঁকে প্রীত করে আমাকে প্রার্থনা করুন। এই বলে তপতী চলে গেলেন।

সংবরণ পুনর্বীর মর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অমাত্য ও অন্তঃসূত্রগণ অশ্বেষণ করে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর মাথার পশ্মসূর্য্যভিত শীতল জল সেচন করলেন। রাজা সংজ্ঞালাভ করে মন্ত্রী ভিন্ন সকলকেই বিদায় দিলেন এবং সেই পর্বতেই উদ্বৈগ্ধ কৃতাজলি হয়ে পদরোহিত বশিষ্ঠ ঋষিকে স্মরণ করতে লাগলেন। স্বাদশ দিন অতীত হলে বশিষ্ঠ সেখানে এলেন। তিনি যোগবলে সমস্ত জ্ঞেয় কিছুক্ষণ সংবরণের সঙ্গে আলাপ করে উদ্বৈগ্ধ চলে গেলেন। সূর্যের কাছে এসে বশিষ্ঠ প্রণাম করে কৃতাজলিপদে বললেন, বিভাবস্, আপনার তপতী নামে যে

কন্যা আছে তাঁকে আমি মহারাজ সংবরণের জন্য প্রার্থনা করছি। সুখ সম্মত হয়ে তপতীকে দান করলেন, বিশিষ্ট তাঁকে নিয়ে সংবরণের কাছে এলেন। সংবরণ তপতীকে বিবাহ করলেন এবং মন্ত্রীর উপর রাজ্যাচালনার ভার দিয়ে সেই পর্বতের বনে উপবনে পত্নীর সঙ্গে বার বৎসর সুখে বাস করলেন।

সেই বার বৎসরে তাঁর রাজ্যে একবিন্দু বৃষ্টিপাত হ'ল না, স্থাবর জগৎ এবং সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল, লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পদ্রকস্র হেড়ে দিকে দিকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। বিশিষ্ট মূর্খি সংবরণ ও তপতীকে রাজপদুরীতে ফিরিয়ে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবার বর্ষণ করলেন, শস্য উৎপন্ন হ'ল। অর্জুন, সেই তপতীর গর্ভে কুরু নামক পুত্র হয়। তুমি তাঁরই বংশে জন্মেছ সেজন্য তুমি তাপত্য।

৩১। বিশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, শক্তি ও কাম্মাষপাদ — ঔৰ্ব — ধৌম্য

অর্জুন বিশিষ্টের ইতিহাস জানতে চাইলে গন্ধর্বরাজ বললেন।—বিশিষ্ট ব্রহ্মার মানস পুত্র, অরুণ্যতির পতি এবং ইক্ষ্বাকু কুলের পুরোহিত। কান্যকুব্জরাজ কুশিকের পুত্র গাধি, তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র সৈন্যে মৃগয়ায় গিয়ে পিপাসিত হয়ে বিশিষ্টের আশ্রমে এলেন। রাজার সংকারের নিমিত্ত বিশিষ্ট তাঁর কামধেনু নন্দিনীকে বললেন, আমার যা প্রয়োজন তা দাও। নন্দিনী ধুমারমান অমরাশি, সুপ (দাল), দধি, ঘৃত, মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভৃতি ভক্ষ্য ও পেষ এবং বিবিধ রস ও বসন উৎপন্ন করলে, বিশিষ্ট তা দিয়ে বিশ্বামিত্রের সংকার করলেন। নন্দিনীর মনোহর আকৃতি দেখে বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্র বিশিষ্টকে বললেন, আপনি দশ কোটি ধেনু বা আমার রাজ্য নিয়ে আপনার কামধেনু আমাকে দান করুন। বিশিষ্ট সম্মত হলেন না, তখন বিশ্বামিত্র সবলে নন্দিনীকে হরণ করে কশাঘাতে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। নন্দিনী বললে, ভগবান, বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের কশাঘাতে আমি অনাথার ন্যায় বিলাপ করছি, আপনি তা উপেক্ষা করছেন কেন? বিশিষ্ট বললেন, ক্ষত্রিয়ের বল ভেজ, ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা। কল্যাণী আমি তোমাকে ত্যাগ করি নি, যদি তোমার শক্তি থাকে তবে আমার কাছেই থাক।

তখন সেই পরম্বিনী কামধেনু ভয়ংকর রূপ ধারণ করে হুন্স রবে সৈন্যদের বিভীড়িত করলে। তার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে পহুব্র দ্রাবিড় শব্দ যখন শবর পৌণ্ড্র কিরাত সিংহল বর্বর খশ পদলিঙ্গ চীন হুন কেরল শ্লেচ্ছ প্রভৃতি সৈন্য উৎপন্ন হয়ে

বিশ্বামিত্রের সৈন্যদলকে বধ না করেও পরাজিত করলে। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বিশিষ্ঠের প্রতি বিবিধ শর বর্ষণ করলেন, কিন্তু বিশিষ্ঠ একটি বংশদণ্ড দিয়ে সমস্ত নিরস্ত করলেন। বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলেন কিন্তু বিশিষ্ঠের ব্রহ্মশক্তিযুক্ত যষ্টিতে সমস্ত ভস্মীভূত হ'ল। বিশ্বামিত্রের আত্মগ্লানি হ'ল, তিনি বললেন,

ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।

বলাবলং বিনিশ্চিতা তপ এব পরং বলম্॥

-- ক্ষত্রিয় বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনেছি যে, তপস্যাই পরম বল।

তার পর বিশ্বামিত্র রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যায় নিরত হলেন।

কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগয়ায় শ্রান্ত তৃষার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলাছিলেন। সেই পথে বিশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিকে আসতে দেখে রাজা বললেন, আমার পথ থেকে সরে যাও। শক্তি বললেন, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। শক্তি কিছুতেই সরে গেলেন না দেখে রাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হও। কল্মাষপাদকে যজ্ঞমান রূপে পাবার জন্য বিশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। অভিশপ্ত কল্মাষপাদ যখন শক্তিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছিলেন সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের আদেশে কিংকর নামে এক রাক্ষস রাজার শরীরে প্রবিষ্ট হ'ল।

এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অন্ন চাইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরাত্রে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে পাচককে সমাংস অন্ন নিয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। পাচক জানালে যে মাংস নেই। রাক্ষসাবিষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিয়ে যাও। পাচক বধ্যভূমিতে গিয়ে নরমাংস নিলে এবং পাক করে অন্নের সহিত ব্রাহ্মণকে নিবেদন করলে। দিব্যদৃষ্টিশালী ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে নৃপাধম এই অভোজ্য পাঠিয়েছে সে নরমাংসভোজী হবে।

শক্তি এবং অরণ্যচারী ব্রাহ্মণ এই দুজনের শাপের ফলে রাক্ষসাবিষ্ট কল্মাষপাদ কর্তব্যজ্ঞানশূন্য বিকৃতেন্দ্রিয় হলেন। একদিন তিনি শক্তিকে দেখে বললেন, তুমি যে শাপ দিয়েছ তার জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই বলে তিনি

শক্তিকে বধ ক'রে ভক্ষণ করলেন। বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় কল্মাষপাদ বিশিষ্ঠের শতপুত্রের সকলকেই খেয়ে ফেললেন। পুত্রশোকাতুর বিশিষ্ঠ বহু প্রকারে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল না। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফিরে আসাছিলেন এমন সময় পিছন থেকে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেলেন। বিশিষ্ঠ বললেন, কে আমার অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন, আমি অদৃশ্যন্তী, শক্তির বিধবা পত্নী। আমার গর্ভে যে পুত্র আছে তার বার বৎসর বয়স হয়েছে, সেই বেদপাঠ করছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে জেনে বিশিষ্ঠ আনন্দিত হয়ে পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন।

পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বিশিষ্ঠকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খেতে গেলেন। বিশিষ্ঠ তাঁর ভীতি পুত্রবধূকে বললেন, ভয় নেই, ইনি কল্মাষপাদ রাজা। এই ব'লে তিনি হৃৎকার ক'রে কল্মাষপাদকে থামিয়ে তাঁর গায়ে মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে তাঁকে শাপমুক্ত করলেন এবং বললেন, রাজা, তুমি ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন কর, কিন্তু আর কখনও ব্রাহ্মণের অপমান ক'রো না। কল্মাষপাদ বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে স্বিজগৎকে পূজা করব। এখন যাতে পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হ'তে পারি তার উপায় করুন, আমাকে একটি পুত্র দিন। বিশিষ্ঠ বললেন, তাই দেব। তার পর তাঁরা লোকবিখ্যাত অযোধ্যাপুরীতে ফিরে এলেন। বিশিষ্ঠের সহিত সংগমের ফলে রাজমহিষী গর্ভবতী হলেন, বিশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। দ্বাদশ বৎসরেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না দেখে মহিষী পাষণথন্ড দিয়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ ক'রে পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্রের নাম অশ্বক, ইনি পৌদন্য নগর স্থাপন করেছিলেন।

বিশিষ্ঠের পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীও একটি পুত্র প্রসব করলেন, তাঁর নাম পরাশর। একদিন পরাশর বিশিষ্ঠকে পিতা ব'লে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী সান্ত্বনয়নে বললেন, বৎস, পিতামহকে পিতা ব'লে ডেকো না, তোমার পিতাকে রক্ষণে খেয়েছে। পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশের সংকল্প করলেন। তখন পৌত্রকে নিরস্ত করবার জন্য বিশিষ্ঠ এই উপাখ্যান বললেন। —

পূরাকালে কৃতবীৰ্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি তাঁর পুত্রোহিত ভৃগুবংশীয়গণকে প্রচুর ধনধান্য দান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর ক্ষত্রিয়দের অর্থান্ধ হ'ল, তাঁরা ভার্গবদের কাছে প্রার্থী হয়ে এলেন। ভার্গবদের কেউ ভূগর্ভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহ্মণদের দান করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়গণকে দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদের গৃহ খনন ক'রে ধন দেখতে পেলেন, তাতে সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবগণকে বধ করলেন। ভার্গবনারীগণ ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয়

নিলেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণী তাঁর উরুদেশে গর্ভ গোপন করে রাখলেন। ক্ষত্রিয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নষ্ট করতে এলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণীর উরু ভেদ করে মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান পুত্র প্রসূত হ'ল, তার তেজে ক্ষত্রিয়গণ অশ্ব হয়ে গেলেন। তাঁরা অনুরূহ ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণী বললেন, তোমরা আমার উরুজাত পুত্র ঔর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনার ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তার পর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। ঔর্বকে সর্বলোকবিনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগণ এসে বললেন, বৎস, ক্রোধ সংবরণ কর। আমরা স্বর্গারোহণের জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু আশ্রহত্যার স্বর্গলাভ হয় না, সেজন্য স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয়দের হাতে মরেছি। আমরা ইচ্ছা করলেই ক্ষত্রিয়সংহার করতে পারতাম। তার পর পিতৃগণের অনুরোধে ঔর্ব তাঁর ক্রোধাপ্নি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকীর (১) মস্তকরূপে অগ্নি উদ্গার করে সমুদ্রজল পান করে।

বশিষ্ঠের কাছে এই উপাখ্যান শুনে পরাশর তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন, কিন্তু তিনি রাক্ষসের যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তাতে আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষস দম্ব হতে লাগল। অগ্রি, পুন্সস্ত্য, পুন্সহ, ক্রতু ও মহাক্রতু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। পুন্সস্ত্য (২) বললেন, বৎস, যারা তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দোষ রাক্ষসদের মেরে তোমার কি আনন্দ হচ্ছে? তুমি আমার বংশনাশ করো না। শক্তির শাপ দিয়েই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন। এখন তিনি তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে দেবলোকে সন্ধে আছেন। পুন্সস্ত্যের কথায় পরাশর তাঁর যজ্ঞ শেষ করলেন।

অজর্দন জিজ্ঞাসা করলেন, কল্মাষপাদ কি কারণে তাঁর মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট পুত্রোৎপাদনের জন্য নিষদ্বন্দ্ব করেছিলেন? গম্ভবরাজ বললেন, রাজা কল্মাষপাদ যখন রাক্ষসরূপে বনে বিচরণ করছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণী ও তাঁর পত্নীকে দেখতে পান। রাজা সেই ব্রাহ্মণীকে খেয়ে ফেলেন, তাতে ব্রাহ্মণী শাপ দেন, স্ত্রীসংগম করলেই তোমার মৃত্যু হবে। যাকে তুমি পুত্রহীন করেছ সেই বশিষ্ঠই তোমার পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করবেন। এই কারণেই কল্মাষপাদ তাঁর মহিষীকে বশিষ্ঠের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

(১) নড়বা। (২) ইনি রাবণ প্রভৃতির পূর্বপুরুষ।

অর্জুন বললেন, গন্ধর্ব, তোমার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপযুক্ত পুরোহিত কে আছেন তা বল। গন্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচক তীর্থে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পুরোহিত্যে বরণ করতে পার। অর্জুন প্রীতমনে গন্ধর্বরাজকে আগ্নেয় অস্ত্র দান করে বললেন, অশ্বগুণি এখন তোমার কাছে থাকুক, আমরা প্রয়োজন হ'লেই নেব। তার পর তাঁরা পরস্পরকে সম্মান দেখিয়ে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করলেন। পাণ্ডবগণ ধৌম্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে পুরোহিত্যে বরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্ডালীর স্বয়ংবরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

॥ স্বয়ংবরপর্বাধ্যায় ॥

৩২। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর — অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

পাণ্ডবগণ তাঁদের মাতাকে নিয়ে ব্রহ্মচারীর বেশে স্বয়ংবর দেখবার জন্য যাত্রা করলেন। পাণ্ডালযাত্রী বহু ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁদের পথে আলাপ হ'ল। ব্রাহ্মণরা বললেন, তোমরা দেবতুল্য রূপবান, হয়তো দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা তোমাদের একজনকে বরণ করবেন। দ্রুপদের অধিকৃত দক্ষিণ পাণ্ডালে এসে পাণ্ডবরা ভার্গব নামক এক কুশভকারের অতিথি হলেন এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি স্বারা জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন।

দ্রুপদের ইচ্ছা ছিল যে অর্জুনকেই কন্যাদান করবেন। অর্জুনকে যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক ধনু নির্মাণ করালেন যা নোয়ানো দ্রুসাম্য। তা ছাড়া তিনি শূন্যে একটি যন্ত্র স্থাপিত করে তার উপরে লক্ষ্য বস্তুটি রাখলেন। দ্রুপদ ঘোষণা করলেন, যিনি এই ধনুতে গুণ পরাতে পারবেন এবং যন্ত্র অতিক্রম করে শর দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করবেন তিনি আমার কন্যাকে পাবেন। এই ঘোষণা শূন্যে করণের সঙ্গে দ্রুর্বোধনাদি এবং বহু দেশ থেকে রাজা ও ব্রাহ্মণরা স্বয়ংবর-সভায় এলেন। দ্রুপদ তাঁদের সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। নগরের পূর্বোত্তর দিকে সমতলভূমিতে বিশাল সভা নির্মিত হ'ল, তার চতুর্দিক বাসভবন, প্রাচীর, পরিখা, স্ভার ও তোরণে শোভিত। ঐশিচি চন্দ্রাতপে আবৃত সভাস্থান চন্দনজল ও অগুরুদ্রুপে স্বেদিত করা হ'ল। আগন্তুক রাজারা কৈলাস-শিখরের ন্যায় উচ্চ শূন্য প্রাসাদে পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করে সন্নিবেশিত হ'লেন।

রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে সভাস্থলে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রোপদীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে নগরের উপরে বসল, পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে পাণ্ডালরাজের ঐশ্বর্য দেখতে লাগলেন। অনেকদিন ধরে নৃত্য গীত ও ধনরত্নদান চলল। তার পর ষোড়শ দিনে দ্রোপদী স্নান করে উত্তম বসন ও সর্বাংকারে ভূষিত হয়ে কাঞ্চনী মালা ধারণ করে সভায় অবতীর্ণ হলেন। দ্রুপদের কুলপদুরোহিত যথানিয়মে হোম করে আহুতি দিলেন এবং স্বস্তিবাচন করিয়ে সমস্ত বাদ্য থামিয়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোপদীকে সভার মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এবং মেঘগম্ভীর উচ্চস্বরে বললেন, সমবেত ভূপতিগণ, আমার কথা শুনুন। — এই ধনু, এই বাণ, ওই লক্ষ্য। ওই বনের ছিদ্র দিয়ে পাঁচটি বাণ চালিয়ে লক্ষ্য বিন্ধ করতে হবে। উচ্চকুলজাত রূপবান ও বলবান যে ব্যক্তি এই দুরূহ কর্ম করতে পারবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁর ভাৰ্য্যা হবেন — এ কথা আমি সত্য বলছি।

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোপদীকে সভাস্থ রাজগণের পরিচয় দিলেন, যথা — দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, বিরাটরাজ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি, সিংধরাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ এবং আরও বহু রাজা।

কুণ্ডলধারী যুবক রাজারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিস্বাম্বিতা করে বলতে লাগলেন, দ্রোপদী আমারই হবেন। মন্ত গজেন্দ্র এবং ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় পশু পাণ্ডবকে দেখে কৃষ্ণ চিনতে পারলেন এবং বলরামকে তাঁদের কথা বললেন। বলরামও তাঁদের দেখে আনন্দিত হলেন। অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রপৌত্রগণ দ্রোপদীকে তদ্গতিচক্রে নিরীক্ষণ করছিলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের দেখতে পেলেন না। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা সকলেই দ্রোপদীকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। অনন্তর রাজারা সদর্পে লক্ষ্যভেদ করতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু তাঁরা ধনুতে গুণ পরাতেও পারলেন না, ধনুর আঘাতে তাঁরা ভূপতিত হলেন, তাঁদের কিস্রীট হার প্রভৃতি অলংকার ছড়িয়ে পড়ল।

তখন কর্ণ সেই ধনু তুলে নিয়ে তাতে গুণ পরিম্নে শরসন্ধান করলেন। পাণ্ডবগণ এবং আর সকলে স্থির করলেন, কর্ণ নিশ্চয় সীম্ভিলাভ করবেন। কিন্তু কর্ণকে দেখে দ্রোপদী উচ্চস্বরে বললেন, আমি সূতজাতীয়কে বরণ করব না। কর্ণ সূর্যের দিকে চেয়ে সক্রোধে হাস্য করে স্পন্দমান ধনু পরিত্যাগ করলেন।

তার পর দমঘোষের পুত্র চৌদরাজ শিশুপাল ধনুতে গুণ পরাতে গেলেন,

কিন্তু না পেরে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। মহাবীর জরাসন্ধেরও ওই অবস্থা হ'ল। তিনি উঠে নিজ রাজ্যে চ'লে গেলেন। মদ্ররাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে অজর্ন উঠে দাঁড়ালেন। কেউ তাঁকে বারণ করলেন, কেউ বললেন, শল্য প্রভৃতি মহাবীর অস্ত্রজ্ঞ ক্ষত্রিয়রা যা পারলেন না একজন দুর্বল ব্রাহ্মণ তা কি ক'রে পারবে। ব্রাহ্মণরা বললেন, আমরা হাস্যাস্পদ হ'তে চাই না, রাজাদের বিশ্বেষের পাত্র হ'তেও চাই না। আর একজন বললেন, এই শ্রীমান যদুবার গতি সিংহের তুল্য, বিক্রম নাগেন্দ্রের তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। ব্রাহ্মণের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়ু বা ফল আহার ক'রেও শক্তিমান।

ধনু'র কাছে গিয়ে অজর্ন কিছুক্ষণ পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার পর ধনু' প্রদীক্ষণ ক'রে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে ধনু' তুলে নিলেন। তার পর তাতে অনায়াসে গুণ পরিয়ে পাঁচটি শর সম্বান ক'রে যশোর ছিদ্দের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন। লক্ষ্য বিন্ধ হয়ে ভূপতিত হ'ল। অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উঠল, দেবতারা অজর্নের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁদের উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, রাজারা লঙ্ঘিত হয়ে হায় হায় বলতে লাগলেন, বাদ্যকারগণ তুর্যধনি করলে, সুতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে লাগল। দ্রুপদ অতিশয় আনন্দিত হলেন। সভায় কোলাহল বাড়তে লাগল, নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁদের বাসভবনে চ'লে গেলেন।

বিক্রান্ত লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা
পার্থং শত্রুপ্রতিমং নিরীক্ষ্য।
স্বভ্যস্তরুপাংপি নবেব নিত্যং
বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা॥
মদাদতেহপি স্থলতীব ভাবে-
বঁচা বিনা ব্যাহরতীব দৃষ্ট্য।

—লক্ষ্য বিন্ধ হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুল্য পার্থকে নিরীক্ষণ ক'রে কুমারী কৃষ্ণা হাস্য না ক'রেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দৃষ্ট হ'লেও তাঁর রূপ দশকদের কাছে নতুন বোধ হ'ল। বিনা মন্তব্যে তিনি যেন ভাবাবেশে স্থলিত হ'তে লাগলেন, বিনা বাক্যে যেন দৃষ্টি ম্বারাই বলতে লাগলেন।

দ্রৌপদী স্মিতমুখে নিঃশব্দচিন্তে সেই সভাস্থিত নৃপতি ও ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে অজর্নের বক্ষে শব্দ বরমালা লম্বিত করলেন। তার পর স্বিজগণের প্রশংসাবাক্য শুনতে শুনতে অজর্ন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গত হলেন।

৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমার্জুনের যুদ্ধ — কুন্তী-সকাশে দ্রৌপদী

রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের তুণের ন্যায় অগ্রাহ্য করে পাণ্ডুরাজ একটা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করতে চান, আমরা দুরাশ্রয় দ্রুপদ আর তার পুত্রকে বধ করব। আমাদের আহ্বান করে এনে উত্তম অন্ন খাইয়ে পরিশেষে অপমান করা হয়েছে। স্বয়ংবর ক্ষত্রিয়ের জন্য, তাতে ব্রাহ্মণের অধিকার নেই। যদি এই কন্যা আমাদের কাছেও বরণ না করে, তবে তাকে আগুনে ফেলে আমরা চলে যাব। লোভের বশে যে আমাদের অপ্রিয় কাজ করেছে সেই ব্রাহ্মণকে আমরা বধ করতে পারি না, দ্রুপদকেই বধ করব।

রাজারা আক্রমণ করতে দ্যাত হয়েছেন দেখে দ্রুপদ শান্তির কামনায় ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গাছ উপড়ে নিয়ে অর্জুনের পাশে দাঁড়ালেন, অর্জুনও ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের মৃগচর্ম আর কর্ণকে নেড়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, আমরা যুদ্ধ করব। অর্জুন সহাস্যে বললেন, আপনারা দর্শক হয়ে এক পাশে থাকুন, আমি শত শত শরে এই ক্রুদ্ধ রাজাদের নিবৃত্ত করব। অনন্তর রাজারা এবং দুর্যোধনাদি ব্রাহ্মণদের দিকে ধাবিত হলেন, কর্ণ অর্জুনকে এবং শল্য ভীমকে আক্রমণ করলেন। অর্জুনের আশ্চর্য শরক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ, তুমি কি মর্তিমান ধনুর্বেদ, না রাম, না বিষ্ণু? অর্জুন বললেন, আমি একজন ব্রাহ্মণ, গুরুদর কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছি। এই বলে অর্জুন কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, তাও ছিন্ন হল। নিজের সকল অস্ত্র বিফল হওয়ায় কর্ণ ভাবলেন, ব্রহ্মতেজ অজেয়, তখন তিনি বাইরে চলে গেলেন। শল্য আর ভীম বহুক্ষণ মর্দাট আর জানু দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। ব্রাহ্মণরা হেসে উঠলেন। রাজারা বললেন, এই দুই বোম্বা ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রশংসার পাত্র, আমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়াই উচিত। এদের পরিচয় পেলে পরে আবার সানন্দে যুদ্ধ করব। কৃষ্ণ সকলকে অনুনয় করে বললেন, এরা ধর্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। তখন রাজারা নিবৃত্ত হয়ে চলে গেলেন।

ভীম ও অর্জুন তাঁদের বাসস্থান কুম্ভকারের কুম্ভশীলার এসে আনন্দিত-মনে কুন্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিন্কা এনেছেন। কুন্তীর ভিতর থেকেই কুন্তী বললেন, তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর। তার পর দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, আমি অনায়াস কথা বলে ফেলেছি। তিনি দ্রৌপদীর হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে

গিয়ে বললেন, পুত্র, তোমার দুই ভ্রাতা দ্রুপদ রাজার এই কন্যাকে আমার কাছে এনেছে, আমি প্রমাদবশে বলেছি—সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এ'র পাপ না হয় তার উপায় বল। যদুধিষ্ঠির একটু চিন্তা করে বললেন, অজর্দন, তুমি যাজ্ঞসেনীকে (১) জয় করেছ, তুমিই এ'কে যথার্থি বিবাহ কর। অজর্দন বললেন, মহারাজ, আমাকে অধর্মভাগী করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভীমের, তার পর আমার, তার পর নকুল-সহদেবের বিবাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকেই দেখাছিলেন, পান্ডবরাও পরস্পরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হলেন। যদুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন, তিনি ব্যাসের কথা স্মরণ করে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে পাছে ভেদ হয় সেই ভয়ে বললেন, ইনি আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হবেন।

এমন সময় কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং যদুধিষ্ঠির ও পিতৃব্রতসা কুন্তীর পাদবন্দনা করে বললেন, আমি কৃষ্ণ, আমি বলরাম। কুশলপ্রশ্নের পর যদুধিষ্ঠির বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস করছি, বাসুদেব, তোমরা জানলে কি করে? কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, অগ্নি গদ্যুত থাকলেও প্রকাশ পায়, পান্ডব ভিন্ন অন্য কার এত বিক্রম? ভাগ্যক্রমে আপনারা জতুগৃহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্রদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি। আপনারদের সম্বন্ধ-লাভ হ'ক, আপনারা গোপনে থাকবেন। এই ব'লে কৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের শিবিরে প্রস্থান করলেন।

ভীমাজর্দন যখন দ্রৌপদীকে নিজদের আবাসে নিয়ে আসছিলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের পিছনে ছিলেন। কুন্ডকারের গৃহের চতুর্দিকে নিজের অনুচরদের রেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সন্ধ্যাকালে কুন্তী ভিক্ষায় পাক করে দ্রৌপদীকে বললেন, ভদ্রে, তুমি আগে দেবতা ব্রাহ্মণ আর আগন্তুকদের অন্ন দাও, তার পর যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভীমকে দাও। অবশিষ্ট অংশ যদুধিষ্ঠিরাদি চার ভ্রাতার, তোমার আর আমার জন্য ভাগ কর। দ্রৌপদী হৃষ্টচিত্তে কুন্তীর আজ্ঞা পালন করলেন। পান্ডবদের ভোজনের পর সহদেব ভূমিতে কুশল্যায় পাতলেন, তার উপরে নিজ নিজ মৃগচর্ম বিছিয়ে পণ্ড ভ্রাতা শয়নে পড়লেন। কুন্তী তাঁদের মাথার দিকে এবং দ্রৌপদী পায়ের দিকে শুল্লেন। কুশল্যায় এইরূপে পায়ের বালিশের মতন শয়নেও দ্রৌপদীর মনে দ্বন্দ্ব বা পান্ডবদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব হ'ল না।

(১) দ্রুপদের এক নাম যজ্ঞসেন।

পান্ডবরা শূন্যে শূন্যে অস্ত্র রাখ হস্তী প্রভৃতি সেনাবিষয়ক আলোচনা করতে লাগলেন। অন্তরাল থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্তই শুনলেন এবং ভাগিনীকে দেখলেন। তিনি রাত্রিকালেই দ্রুপদকে সকল বৃত্তান্ত জানাবার জন্য সত্বর চলে গেলেন।

বিষয় দ্রুপদ পদ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণা কোথায় গেল? কোনও হীনজাতি তাকে নিয়ে যায় নি তো? আমার মস্তকে কদমাস্ত্র চরণ কে রাখলে? পদ্মমালা কি শূণ্যে পড়েছে? অজর্নই কি লক্ষ্যভেদ করেছেন?

॥ বৈবাহিকপর্বাধ্যায় ॥

৩৪। দ্রুপদ-যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক

ধৃষ্টদ্যুম্ন যা দেখেছিলেন আর শূনেছিলেন সমস্তই দ্রুপদকে জানিয়ে বললেন, সেই পঞ্চবীরের কথাবার্তা শূনে মনে হয় তাঁরা নিশ্চয় ক্ষত্রিয়। আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে, কারণ, শূনেছি পান্ডবরা অগ্নিদাহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দ্রুপদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর পুরোহিতকে পান্ডবদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পুরোহিত গিয়ে বললেন, রাজা পান্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন। দ্রুপদের ইচ্ছা তাঁর কন্যা পান্ডুর পত্নবধূ হ'ন, অজর্ন তাঁকে ধর্মনিদ্রাসারে লাভ করুন।

যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভীম পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পুরোহিতকে সংবর্ধনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পাণ্ডালরাজ তাঁর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জাতি কুল শীল গোত্র কিছুই নির্দেশ করেন নি। তাঁর পণ অনুসারে এই বী-লাভে ক'রে কৃষ্ণাকে জয় করেছেন। অন্যতাপের কোনও কারণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এমন সময় দ্রুপদের একজন দূত এসে বললে, রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষীয়গণকে ভোজন করাতে চান। অন্ন প্রস্তুত, কাশ্মণ্যপশ্মাচিত্রিত উত্তম অশ্বযুক্ত রথও এনেছি, আপনারা কৃষ্ণাকে নিয়ে শীঘ্র চলুন।

পুরোহিতকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পান্ডবগণ, কুন্তী ও দ্রৌপদী পাণ্ডাল-রাজভবনে এলেন। বরপক্ষের জাতি পরীক্ষার জন্য দ্রুপদ বিভিন্ন উপহার পৃথক পৃথক সাজিয়ে রেখেছিলেন, যথা—একস্থানে ফল ও মালা, অন্যত্র বর্ম চর্ম অস্ত্রাদি, অন্যত্র কৃষি যোগ্য গো রজ্জু বীজ প্রভৃতি, অন্যত্র বিবিধ শিল্পকার্যের অস্ত্র এবং ক্রীড়ার উপকরণ। দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তী অন্তঃপুরে গেলেন। সিংহবিক্রম বিশালবাহু মৃগচর্মধারী পান্ডবগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাদপীঠযুক্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট

হলেন, ঐশ্বর্য দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। পরিস্কৃত-বেশধারী দাসদাসী ও পাচকগণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে অন্ন পরিবেশন করলে, পাণ্ডবগণ যথেষ্টা ভোজন করে ভূপ্ত হলেন। তার পর তাঁরা অন্যান্য উপহার-সামগ্রী অগ্রাহ্য করে যেখানে যদুশ্বেপকরণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ্য করে দ্রুপদ রাজা, তাঁর পুত্র ও মান্দিগণ নিঃসন্দেহ হলেন যে এঁরা কুল্তীপুত্র।

যদুধিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, মহারাজ, নিশ্চিত হ'ন, আমরা ক্ষত্রিয়, পশ্চিমী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হুদে যায় আপনার কন্যাও তেমন এক রাজগৃহ থেকে অন্য রাজগৃহে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ পুণ্যদিন, অজর্জুন আজই যথাবিধি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। যদুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, আমারও বিবাহ করতে হবে। দ্রুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুমিই নাও, অথবা অন্য কাকে উপযুক্ত মনে কর তা বল। তখন যদুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলের মহিষী হবেন এই কথা আমার মাতা বলেছেন। আমাদের এই নিয়ম আছে, রত্ন পেলে একসঙ্গে ভোগ করব, এই নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি না। দ্রুপদ বললেন, কুরুরন্দন, এক পুরুষের বহু স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি শোনা যায় না। তুমি/ধর্মজ্ঞ ও পবিত্রস্বভাব, এমন বেদবিরুদ্ধ লোক বিরুদ্ধ কার্যে তোমার মতি হ'ল কেন? যদুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, ধর্ম অতি সুক্ষ্ম, তার গতি আমরা বঝি না, প্রাচীনদের পথই আমরা অনুসরণ করি। আমি অসত্য বলি না, আমার মনও অধর্মে বিমুগ্ধ, আমার মাতা যা বলেছেন তাই আমার অভিপ্রেত।

দ্রুপদ, যদুধিষ্ঠির, কুল্তী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করতে লাগলেন, এমন সময় ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল বৃন্তান্ত তাঁকে জানিয়ে দ্রুপদ বললেন, আমার মতে এক স্ত্রীর বহু পতি হওয়া লোকবিরুদ্ধ বেদবিরুদ্ধ। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি করে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্য উপগত হবেন? যদুধিষ্ঠির বললেন, পুরাণে শুনছি গোতমবংশীয়া জটিল্য সাতজন ঋষির পত্নী ছিলেন; মনিকন্যা বাস্কী'র দশ পতি ছিল, তাঁদের সকলেরই নাম প্রচেতা। মাতা সকল গুরুদর শ্রেষ্ঠ, তিনি যখন বলেছেন—তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর, তখন তাঁর আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম। কুল্তী বললেন, যদুধিষ্ঠিরের কথা সত্য, আমি মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয় করি, কি করে মিথ্যার থেকে মুক্তি পাবে? ব্যাস বললেন, ভদ্রে, তুমি মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবে। পাণ্ডালরাজ, যদুধিষ্ঠির যা বলেছেন তাই সনাতন ধর্ম, যদিও সকলের পক্ষে নয়। এই বলে ব্যাস দ্রুপদের হাত ধরে অন্য এক গৃহে গেলেন।

৩৫। ব্যালের বিধান — দ্রৌপদীর বিবাহ

ব্যাস দ্রুপদকে এই উপাখ্যান বললেন।— পদ্রাকালে দেবতারাই নৈমিষারণে এক যজ্ঞ করেন, যম তার পদ্রোহিত ছিলেন। যম যজ্ঞে নিমন্ত্ৰণ থাকায় মনুষ্যাগণ মৃত্যুহীন হয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেবতারাই উদ্বেগ হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলে তিনি আশ্বাস দিলেন, যজ্ঞ শেষ হ'লে যম নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবার মানুষ্যের মরণ হবে। দেবতারাই যজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা গঙ্গার জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে দেখলেন, একটি অনলপ্রভা রমণী গঙ্গার গভীর জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁর অশ্রুবিন্দু স্বর্ণপদ্ম হয়ে জলে পড়ছে। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রমণী ইন্দ্রকে বললেন, আমার পিছনে পিছনে আসুন। কিছুদূর গিয়ে ইন্দ্র দেখলেন, হিমালয়শিখরে সিংধাসনে বসে এক সুদর্শন যুবক এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। তাঁরা খেলায় মত্ত হয়ে তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না দেখে দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই বিশ্ব আমারই অধীন জেনো, আমিই এর ঈশ্বর। যুবক হাস্য করে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থানটির ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেলেন। পাশা খেলা শেষ হ'লে সেই যুবক ইন্দ্রের সঙ্গিনীকে বললেন, ওকে নিয়ে এস, আমি ওর দর্প দূর করছি। সেই রমণীর স্পর্শমাত্র ইন্দ্র অবশ হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন যুবকরূপী মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আর কখনও দর্প প্রকাশ করো না। তুমি তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতটি উঠিয়ে গহবরের ভিতরে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহবরে প্রবেশ করে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চার জন পদ্রুষ সেখানে রয়েছেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন, গর্বের ফলে এরা এই গহবরে রয়েছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মনুষ্য হয়ে জন্মাবে এবং বহু শত্রু বধ করে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে।

তখন পদ্রবতী চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বান্দু ইন্দ্র ও অশ্বিন্বয় আমাদের মানুষ্যের গর্ভে উৎপাদন করবেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আমি নিজ বীর্ষ একজন পদ্রুষ সৃষ্টি করে তাকেই পশুম ইন্দ্ররূপে পাঠাব। মহাদেব তাকে সম্মত হলেন এবং সেই লোকবাস্তিতা শ্রীরূপী রমণীকে মনুষ্যালোকে তাঁদের ভার্য্যা হবার জন্য আদেশ দিলেন। এই সময়ে নারায়ণ তাঁর একটি কৃষ্ণ এবং একটি শক্ৰ কেশ উৎপাদন করলেন। সেই দুই কেশ যদুকুলে গিয়ে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হ'ল। শক্ৰ কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ থেকে কেশব উৎপন্ন হলেন।

এই উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস দ্রুপদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ ইন্দ্রই পাণ্ডবরূপে জন্মেছেন এবং তাঁদের ভাষ্যরূপে নির্দিষ্টা সেই লক্ষী-দ্রুপিনী রমণীই দ্রৌপদী হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, পাণ্ডবদের পূর্বমূর্তি দেখুন। দ্রুপদ দেখলেন, তাঁরা অনল ও সূর্যতুল্য প্রভাবান দিব্যরূপধারী, তাঁদের বক্ষ বিশাল, দেহ দীর্ঘ, মস্তকে স্বর্ণকিরীট ও দিব্য মালা, দেবতার সর্বলক্ষণ তাঁদের দেহে বর্তমান। দ্রুপদ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে ব্যাসকে প্রণাম করলেন। তখন ব্যাস এক ঋষিকন্যার কথা (১) বললেন যাকে মহাদেব বর দিয়েছিলেন — তোমার পুত্রপতি হবে। ব্যাস আরও বললেন, মানুষ্যের পক্ষে এরূপ বিবাহ বিহিত নয়, কিন্তু এ'রা দেবতার অবতার, মহাদেবের ইচ্ছায় দ্রৌপদী পুত্রপাণ্ডবের পত্নী হবেন।

তার পর যদুধিষ্ঠিরাদি স্নান ও মাংগলিক কার্য শেষ ক'রে বৈশাখমাসে সজ্জিত হয়ে পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে বিবাহ সভায় এলেন। যথানিয়মে অগ্নিতে আহুতি দেবার পর যদুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন। পরবর্তী চার দিনে একে একে অন্য ভ্রাতাদেরও বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। প্রত্যেক বার পূর্নবিবাহের পূর্বে ব্রহ্মর্ষি ব্যাস দ্রৌপদীকে এই অলৌকিক বাক্য বলতেন—তুমি আবার কুমারী হও।

পতিশব্দরতা (২) জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজ্ঞে।

মধ্যমেষু চ পাণ্ডাল্যাস্তিতয়ং দ্বিতয়ং ত্রিষদু।।

— জ্যেষ্ঠ যদুধিষ্ঠির পাণ্ডালীর পতি ও ভাশদ্র হলেন, কনিষ্ঠ সহদেব পতি ও দেবর হলেন, এবং মধ্যবর্তী তিন ভ্রাতা প্রত্যেকে পতি ভাশদ্র ও দেবর হলেন।

পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলন হওয়ায় দ্রুপদ সর্বাধিক ভয় থেকে মুক্তিলাভ করলেন। কুন্তী তাঁর পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি পতিদের আদরিণী, পতিব্রতা ও বীরপুত্রপ্রসবিনী হও। গৃধবতী, তুমি পৃথিবীর সকল বস্তু স্পর্শ কর, শত বৎসর সন্দেশ জীবিত থাক। পাণ্ডবদের বিবাহের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ বহু মণিমুক্তা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ বসন, সালংকারা দাসী, অশ্ব গজ প্রভৃতি উপহার পাঠালেন।

(১) ২৯-পরিচ্ছেদে আছে। (২) এখানে শব্দর অর্থে ভ্রাতৃশব্দর বা ভাশদ্র।

॥ বিদুরাগমনপৰ্বাধ্যায় ॥

৩৬। হস্তিনাপুরে বিতর্ক

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন এবং দুর্যোধনাদি লজ্জিত ও ভয়ানক হয়ে ফিরে এসেছেন জেনে বিদুর প্রীতমনে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, ভাগ্যক্রমে কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন, দুর্যোধনই দ্রৌপদীকে পেয়েছেন। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, কি সৌভাগ্য! এই বলে তিনি দুর্যোধনকে আজ্ঞা দিলেন, দ্রৌপদীর জন্য বহু অলংকার নির্মাণ করাও এবং তাঁকে নিয়ে এস। বিদুর প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, যদুধিষ্ঠিরাদি যেমন পাণ্ডুর প্রিয় ছিলেন তেমন আমারও প্রিয়। তাঁরা কুশলে আছেন এবং শক্তিশালী মিত্র লাভ করেছেন এজন্য আমি তুষ্ট হয়েছি। বিদুর বললেন, মহারাজ, এই বদুশিই আপনার চিরকাল থাকুক।

বিদুর চল গেল দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, শত্রুর উন্নতিকে আপনি স্বপক্ষের উন্নতি মনে করছেন। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে পাণ্ডবদের শক্তিক্স হয়, যেন তারা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমারও সেই ইচ্ছা, কিন্তু বিদুরের কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। তোমরা কি কর্তব্য মনে কর তা বল। দুর্যোধন বললেন, আমরা চতুর ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দ্রুপদ রাজাকে বিস্তর অর্থ দিয়ে বলব তিনি যেন যদুধিষ্ঠিরকে ত্যাগ করেন অথবা নিজ রাজ্যেই তাঁকে রাখেন। দ্রৌপদীর অনেক পতি, তাঁকে অন্য পুরুষে আসক্ত করাও সম্ভব। আমরা চতুর লোক দিয়ে ভীষ্মকে হত্যা করাও, সে মরলে তার ভ্রাতাদের তেজ নষ্ট হবে।

কর্ণ বললেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে কিছু হবে না। পূর্বে তুমি গদ্য উপায়ে পাণ্ডবদের নিগৃহীত করবার চেষ্টা করেছিলে কিন্তু কৃতকার্য হও নি। তারা যখন অসহায় বালক ছিল এবং এখানেই বাস করত তখনই কিছু করতে পার নি। এখন তারা শক্তিমান হয়েছে, বিদেশে রয়েছে, কৌশলপ্রয়োগে তাদের নির্বাহিত করা অসম্ভব। তাদের মধ্যে ভেদ ঘটানোও অসম্ভব, যারা এক পক্ষীতে আসক্ত তাদের ভিন্ন করা যায় না। দ্রুপদের বহু ধন আছে, ধনের লোভ দেখালে তিনি পাণ্ডবদের ত্যাগ করবেন না। আমার মত এই — পাণ্ডলরাজ যত দিন দুর্বল আছেন, পাণ্ডবরা যত দিন প্রচুর অশ্বরথাদি এবং মিত্র সংগ্রহ করতে না পারে,

যে পর্যন্ত কৃষ্ণ যাদববাহিনী নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে না আসেন, তার মধ্যেই তুমি বলপ্রয়োগ কর। আমরা বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে দ্রুপদকে পরাজিত করে সত্বর পাণ্ডবদের এখানে নিয়ে আসব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কর্ণ, তুমি যে বীরোচিত উপায় বললে তা তোমারই উপযুক্ত, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ আর বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এই বলে তিনি ভীষ্মাদিকে ডেকে আনালেন। ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডু দ্বয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার রুদ্ধচকর নয়, আমার কাছে ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুইই সমান। দুর্যোধন যেমন এই রাজ্যকে পৈতৃক মনে করে, পাণ্ডবরাও সেইরূপ মনে করে। অতএব অধঃরাজ্য পাণ্ডবদের দাও। দুর্যোধন, তুমি কুরুকুলোচিত ধর্ম পালন কর। ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কুলতী জীবিত আছেন। যেদিন শুনোছি তাঁরা পড়ে মরেছেন সেদিন থেকে আমি মৃত দেখতে পারি না। লোকে পুরোচনকে তত দোষী মনে করে না যত তোমাকে করে।

দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহাত্মা ভীষ্মের যে মত আমারও তাই। আপনি বহু ধনরত্ন দিয়ে দ্রুপদের কাছে লোক পাঠান, সে গিয়ে বার বার বলবে যে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ায় আপনি আর দুর্যোধন অতিশয় প্রীত হয়েছেন। তার পর পাণ্ডবদের এখানে আনবার জন্য দুর্যোধন ও বিকর্ণ (১) সুসজ্জিত সৈন্যদল নিয়ে যান। পাণ্ডবরা এখানে এসে প্রজাদের সম্মতিক্রমে পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনি নিজের পুত্রের তুল্যই তাঁদের সমাদর করবেন।

কর্ণ বললেন, মহারাজ, যে ভীষ্ম-দ্রোণ আপনার কাছে ধন মান পেয়ে আসছেন এবং সর্ব কর্মে আপনার অন্তরঙ্গ, তাঁরা আপনার হিতকর মন্ত্রণা দিলেন না এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে। যদি আপনাদের ভাগ্যে রাজ্যভোগ থাকে তবে তার অন্যথা হবে না, যদি না থাকে তবে চেষ্টা করেও রাজ্য রাখতে পারবেন না। আপনি বৃদ্ধিমান, আপনার মন্ত্রণাদাতারা সাধু কি অসাধু তা বুঝে দেখুন। দ্রোণ বললেন, কর্ণ, তুমি দৃষ্টব্ভাব সেজন্য আমাদের দোষ দিচ্ছ। আমি হিতকর কথাই বলছি, তার অন্যথা করলে কুরুকুল বিনষ্ট হবে।

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার বন্ধুরা হিতবাক্যই বলবেন, কিন্তু আপনি যদি না শোনেন তবে বলা বৃথা। ভীষ্ম ও দ্রোণের চেয়ে বিজ্ঞ এবং আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, এঁরা ধর্মস্ত্র অপক্ষপাতী। বলপ্রয়োগে পাণ্ডবদের জয় করা অসম্ভব। বলরাম আর সাত্যকি (২) যাঁদের সহায়, কৃষ্ণ যাঁদের মন্ত্রণাদাতা,

দ্রুপদ যাঁদের শ্বশুর এবং ধৃষ্টদ্যুমানাদি শ্যালক, তাঁরা যদ্বৈধি কি না জয় করতে পারেন? আপনি দুর্যোধন কণ্ঠ আর শকুনির মতে চলবেন না, এঁরা অধার্মিক দুর্যোধন কান্ডজ্ঞানহীন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ আর বিদুর হিতবাক্যই বলেছেন। যদ্বৈধিরাদি যেমন পাণ্ডুর পুত্র তেমন আমারও পুত্র। অতএব বিদুর, তুমি গিয়ে পণ্ডপান্ডব কুন্তী আর দ্রৌপদীকে পরম সমাদরে এখানে নিয়ে এস।

বিদুর নানাবিধ ধনরত্ন উপহার নিয়ে দ্রুপদের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন; তিনি, ভীষ্ম, এবং অন্যান্য কৌরব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার প্রিয়সখা দ্রোণ আপনাকে গাঢ় আলিঙ্গন জানিয়েছেন। এখন পণ্ডপান্ডবকে যাবার অনুমতি দিন। কুরুকুলের নারীগণ পাণ্ডালীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।

॥ রাজ্যলাভপর্বধ্যায় ॥

৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ — সুন্দ-উপসুন্দ ও তিলোত্তমা

বিদুরের কথা শুনে দ্রুপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব অতি সংগত, কিন্তু আমার কিছু বলা উচিত নয়। যদি যদ্বৈধিরাদি ইচ্ছা করেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণ তাতে মত দেন তবে পান্ডবগণ অবশ্যই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, এঁদের যাওয়াই উচিত মনে করি, এখন ধর্মস্বর দ্রুপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্রুপদ বললেন, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যা কালোচিত মনে করেন আমিও তাই কর্তব্য মনে করি।

অনন্তর পান্ডবগণ দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সুসজ্জিত হস্তিনাপুরে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দুর্যোধনের মহিষী এবং অন্যান্য বধুগণ লক্ষীরূপিণী দ্রৌপদীকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী তাঁকে আলিঙ্গন করেই মনে করলেন, এই পাণ্ডালীর জন্য আমার পুত্রদের মৃত্যু হবে। তাঁর আদেশে বিদুর শ্রুতভক্ষণযোগ্যে কুন্তী ও দ্রৌপদীকে পাণ্ডুর ভবনে নিয়ে গেলেন এবং সর্ব বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে ভীষ্মের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র যদ্বৈধিরকে বললেন, তোমরা অর্ধ রাজ্য নাও এবং খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর, তা হ'লে আমাদের মধ্যে আর বিবাদ হবে না।

পান্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করে ঘোর বনপথ দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং সেখানে বহু সৌখিন্যমণ্ডিত পরিখা-প্রাকার-বেষ্টিত

উপবন-সরোবরাদি-শোভিত স্বর্গধামতুল্য এক নগর (১) স্থাপন করলেন। পাণ্ডবদের সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে বলরাম ও কৃষ্ণ স্ৱারবতী (২)তে ফিরে গেলেন।

দ্রাওগণ ও দ্রৌপদীর সঙ্গে যদুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করতে লাগলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছে এলেন। যদুধিষ্ঠির তাঁকে নিজের রমণীয় আশ্রম বসিয়ে যথাবিধি অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে দ্রৌপদী বসনে দেহ আবৃত ক'রে এলেন এবং নারদকে প্রণাম ক'রে কৃতজ্ঞালি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নারদ তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, এখন যেতে পার। দ্রৌপদী চলল গেল নারদ পাণ্ডবগণকে নিভূতে বললেন, পাণ্ডালী একাই তোমাদের সকলের ধর্মপত্নী, এমন নিয়ম কর যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না হয়। তার পর নারদ এই উপাখ্যান বললেন। —

পূরাকালে মহাসদর হিরণ্যকশিপু বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই পরাক্রান্ত পুত্র জন্মেছিল। তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য ক'রে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ত্রিলোকবিজয়ের কামনায় তারা বিশ্ব্যপর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে। দেবতারা ভয় পেয়ে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের তপোভঙ্গ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুন্দ-উপসুন্দ বিচলিত হ'ল না। তার পর ব্রহ্মা বর দিতে এলে তারা বললে, আমরা যেন মায়াবিৎ অশ্রুবিৎ বলবান কামরূপী এবং অমর হই। ব্রহ্মা বললেন, তোমরা ত্রিলোকবিজয়ের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমরত্বের বর দিতে পারি না। তখন তারা বললে, তবে এই বর দিন যে ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে আমাদের কোনও ভয় থাকবে না, মৃত্যু যদি হয় তো পরস্পরের হাতেই হবে। ব্রহ্মা তাদের প্রার্থিত বর দিলেন। তারা দৈত্যপুত্রীতে গিয়ে বন্ধুবর্গের সঙ্গে ভোগবিলাসে মগ্ন হ'ল এবং বহু বৎসর ধরে নানাপ্রকার উৎসব করতে লাগল। তার পর তারা বিপুল সৈন্যদল নিয়ে দেবলোক জয় করতে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার বরের বিষয় জানতে, সেজন্য স্বর্গ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মলোকে পালিয়ে গেলেন। সুন্দ-উপসুন্দ ইন্দ্রলোক এবং যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, সমুদ্রতীরবাসী লেছ প্রভৃতি সকলকেই জয় করলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল।

(১) এই নগরকেই পরে ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হয়েছে। (২) স্ৱারকা।

দেবগণ ও মহর্ষিগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মা'কে আদেশ দিলেন, 'তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি কর যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা ত্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ করে এক অতুলনীয় রূপবতী নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের উত্তম বস্তু তিল তিল পরিমাণে মিলিত করে সৃষ্টি এজন্য ব্রহ্মা তার নাম দিলেন তিলোত্তমা। তিনি আদেশ দিলেন, তুমি সন্দ-উপসন্দকে প্রলুপ্ত কর। তিলোত্তমা যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ করলে। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি মূখ নির্গত হ'ল, এইরূপে তিনি চতুমুখ হলেন। ইন্দ্রেরও সহস্র নয়ন হ'ল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন সেজন্য তাঁর নাম স্থাপদ।

সন্দ-উপসন্দ বিশ্বপর্বতের নিকট পর্দাশ্রিত শালবনে সুরাপানে মত্ত হয়ে বিহার করছিল এমন সময় মনোহর রক্তবসন পরে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সন্দ তার ডান হাত এবং উপসন্দ বাঁ হাত ধরলে। শ্রুটি করে সন্দ বললে, এ আমার ভাষা, তোমার গুরুস্থানীয়া। উপসন্দ বললে, এ আমার ভাষা, তোমার বধুস্থানীয়া। তার পর তারা গদা নিয়ে যুদ্ধ করে দুজনেই নিহত হ'ল। দেবগণ ও মহর্ষিগণের সঙ্গে ব্রহ্মা সেখানে এসে তিলোত্তমা'কে বললেন, সন্দরী, তুমি আদিত্যলোকে বিচরণ করবে, তোমার তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল করে দেখতে পারবে না।

উপাখ্যান শেষ করে নারদ বললেন, সর্বা বিষয়ে মিলিত ও একমত হয়েও তিলোত্তমার জন্য দুই অসুর পরস্পরকে বধ করেছিল, অতএব তোমরা এমন উপায় কর যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের বিচ্ছেদ না হয়। তখন পাণ্ডবগণ এই নিয়ম করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবেন, সেই সময়ে অন্য কোনও ভ্রাতা যদি তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বার বৎসর বনবাসে যেতে হবে।

॥ অর্জুনবনবাসপর্বাধ্যায় ॥

৩৪। অর্জুনের বনবাস — উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও বর্গী — বভ্রুবাহন

একদিন কয়েক জন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ঋদ্ধকণ্ঠে বললেন, নীচাশয় নৃশংস লোকে আমাদের গোধন হরণ করছে। যে রাজা শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ কর নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারী বলে। ব্রাহ্মণের ধন

চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কর। অর্জুন ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন, কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রোণদীর সঙ্গে যুদ্ধিষ্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন সমস্যায় পড়ে ভাবলেন, যদি ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা না করি তবে রাজা যুদ্ধিষ্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যদি নিয়মভঙ্গ করে তাঁর ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ'ক আমি ধর্ম পালন করব। অর্জুন যুদ্ধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে ধনুর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন, চোরেরা দূরে যাবার আগেই তাদের ধরতে হবে।

অর্জুন রথারোহণে যাত্রা করে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোপন উদ্ধার করে ব্রাহ্মণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, আজ্ঞা দিন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যুদ্ধিষ্ঠির কাতর হয়ে বললেন, তুমি আমার ঘরে এসেছিলে সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হই নি, জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তার বিপরীত হ'লেই দোষ হয়। অর্জুন বললেন, আপনার মনেই শূন্যে—ধর্মচরণে ছল করবে না। আমি আয়ুধ স্পর্শ করে বলাছি, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তার পর যুদ্ধিষ্ঠিরের আজ্ঞা নিয়ে অর্জুন বার বৎসরের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিক্রু পুরাণপাঠক প্রভৃতিও তাঁর অনুগমন করলেন।

বহু দেশ ভ্রমণ করে অর্জুন গঙ্গাম্বারে এসে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তিনি স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগরাজকন্যা উলূপী তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে উলূপী বললেন, আমি ঐরাবত-কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা, আপনি আমাকে ভজনা করুন। আপনার ব্রহ্মচর্যের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রোণদীর সম্বন্ধে। আমার অনুরোধ রাখলে আপনার ধর্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অর্জুন উলূপীর প্রার্থনা পূরণ করলেন। উলূপী তাঁকে বর দিলেন, আপনি জলে অজেয় হবেন, সকল জলচর আপনার বশ হবে।(১)

উলূপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তার পর মহেশ্বর পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিয়ে মণিপুরে এলেন। সেখানকার রাজা চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা অর্জুনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা

ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন, তোমার বংশে প্রতি পুত্রদ্বয়ের একটিমাত্র সন্তান হবে। আমার পূর্বপুত্রদ্বয়ের পুত্রই হয়েছিল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আমি পুত্র গণ্য করি। তার গর্ভজাত পুত্র আমার বংশধর হবে — এই প্রতিজ্ঞা যদি কর তবে আমার কন্যাকে বিবাহ করতে পার। অর্জুন সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন এবং মণিপুত্রে তিন বৎসর বাস করলেন। তার পর পুত্র হ'লে চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন করে পুনর্বীর ভ্রমণ করতে গেলেন।

অর্জুন দেখলেন, অগস্ত্য সৌভদ্র পৌলম্য কারশ্মম ও তারম্বাজ এই পণ্ডতীর্থ তপস্বীগণ বর্জন করেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে তিনি জানলেন যে এইসকল তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর আছে, তারা মানুষকে টেনে নেয়। তপস্বীদের বারণ না শুনে অর্জুন সৌভদ্র তীর্থে স্নান করতে নামলেন। এক বৃহৎ জলজন্তু তাঁর পা ধরলে। অর্জুন তাকে সবলে উপরে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকার সুন্দরী নারী হয়ে গেল। সে বললে, আমি অসুরা বর্গী, কুবেরের প্রিয়। আমি চার সখীর সঙ্গে ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলাম, ফেরবার সময় আমরা দেখলাম এবং রূপবান ব্রাহ্মণ নির্জন স্থানে বেদাধ্যয়ন করছেন। আমরা তাঁকে প্রলুপ্ত করতে চেষ্টা করলে তিনি শাপ দিলেন, তোমরা কুম্ভীর হয়ে শতবর্ষ জলে বাস করবে আমরা অন্তনয় করলে তিনি বললেন, কোনও পুত্রদ্ব্যশ্রেষ্ঠ যদি তোমাদের জল থেকে তোলেন তবে নিজ রূপ ফিরে পাবে। পরে নারদ আমাদের দংশনের কথা শুনে বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরের তীরে পণ্ডতীর্থে যাও, অর্জুন তোমাদের উদ্ধার করবেন। সেই অবধি আমরা এখানে আছি। আমাকে যেমন মন্ত্র করেছে সেইরূপ আমার সখীদেরও করুন। অর্জুন অন্য চার অসুরাকে শাপমন্ত্র করলেন

সেখান থেকে অর্জুন পুনর্বীর মণিপুত্রে গেলেন এবং রাজা চিত্রবাহনকে বললেন, আমার পুত্র বহুবাহনকে আপনি নিন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বললেন তুমি এখানে থেকে পুত্রকে পালন কর, পরে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে আমার মৃত্যু দ্রাঘ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দলাভ করবে। যদিও যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন তখন তোমার পিতার সঙ্গে যোগ্য। সুন্দরী, আমার বিরুদ্ধে দংশন করো না

তার পর অর্জুন পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী স্বকল তীর্থ দেখে প্রভাৎ এলেন। সেই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ সেখানে এসে অর্জুনকে রৈবতক পর্বতে নিতে গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে সেই স্থান পুর্বেই সূর্যাস্তজিত করা হয়েছিল এ সেখানে বিবিধ খাদ্য ও নৃত্যগীতাদির আয়োজন ছিল। অর্জুন সেখানে সু

বিগ্রাম করে স্বর্ণময় রথে কৃষ্ণের সঙ্গে স্মারকায় যাত্রা করলেন। শত সহস্র স্মারকাবাসী স্ত্রী পুরুষ তাঁকে দেখবার জন্য রাজপথে এল। ভোজ, বৃষ্টি ও অন্ধক (১) বংশীয় কুমারগণ মহা সমাদরে তাঁর সংবধনা করলেন।

॥ সূভদ্রাহরণপর্বাধ্যায় ॥

৩৯। রৈবতক — সূভদ্রাহরণ — অভিন্না — দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র

কিছুদিন পরে রৈবতক পর্বতে বৃষ্টি ও অন্ধক বংশীয়দের মহোৎসব আরম্ভ হ'ল। বহু সহস্র নগরবাসী পত্নী ও অনুচরদের সঙ্গে পদরজে ও বিবিধ যানে সেখানে এল। হলধর মত্ত হয়ে তাঁর পত্নী রৈবতীর সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন। প্রদ্যাম্ন, শাম্ব, অক্রুর, সারণ, সাত্যকি প্রভৃতিও স্ত্রীদের নিয়ে এলেন। বাসুদেবের সঙ্গে অর্জুন নানাপ্রকার বিচিত্র কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন অর্জুন বসুদেবকন্যা সালংকারা সূদর্শনা সূভদ্রাকে দেখে মদ্রু হ'লেন। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে সহাস্য বললেন, বনবাসীর মন কামে আলোড়িত হ'ল কেন? ইনি আমার ভগিনী সূভদ্রা, সারণের সহোদরা, আমার পিতার প্রিয়কন্যা। যদি চাও তো আমি নিজেই পিতাকে বলব। অর্জুন বললেন, তোমার এই ভগিনী যদি আমার ভাৰ্য্য হন তবে আমি কৃতার্থ হব; কিন্তু একে পাবার উপায় কি? কৃষ্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বিহিত, কিন্তু স্ত্রীস্বভাব অনিশ্চিত, কাকে বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভগিনীকে সবলে হরণ কর, ধর্মজগণ বলেন এরূপ বিবাহ বীরগণের পক্ষে প্রশস্ত। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন দ্রুতগামী দ্রুত পাঠিয়ে যুদ্ধার্থীর সম্মতি আনালেন।

অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কাণ্ডনময় রথে মৃগয়াচ্ছলে যাত্রা করলেন। সূভদ্রা পূজা শেষ করে রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে স্মারকায় ফিরছিলেন, অর্জুন তাঁকে সবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে চললেন। কয়েকজন সৈনিক এই ব্যাপার দেখে কোলাহল করতে করতে সূধর্ম নামক মন্ত্যগাসভায় এসে সভাপালকে জানালে, সভাপাল যুদ্ধসজ্জার জন্য মহাভেরী বাজাতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনে যাদবগণ পানভোজন ত্যাগ করে সভায় এসে মন্ত্যগা করলেন এবং অর্জুনের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হলেন।

সদ্রাপানে মন্ত বলরাম সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পরিধানে নীল বসন, কণ্ঠে বনমালা। তিনি বললেন, ওহে নির্বোধগণ, কৃষ্ণের মত না জেনেই তোমরা গর্জন করছ কেন? তিনি কি বলেন আগে শোন তার পর যা হয় করো। তার পর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, তুমি নির্বাক হয়ে রয়েছ কেন? তোমার জন্যই আমরা অর্জুনকে সম্মান করেছি, কিন্তু সেই কুলাঙ্গার তার যোগ্য নয়। যার সংকুলে জন্ম সে অন্নগ্রহণ করে ভোজনপাত্র ভাঙে না। স্ভদ্রাকে হরণ করে সে আমাদের মাথায় পা দিয়েছে, এই অন্যায় আমি সহিব না, আমি একাই পৃথিবী থেকে কুরুকুল লুপ্ত করব। সভাস্থ সকলেই বলরামের কথার অনুমোদন করলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন যা করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় নি, বরং মানবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় করব এমন কথা তিনি ভাবেন নি, স্বয়ংবরেও তিনি সম্মত নন, এই কারণেই তিনি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে কন্যা হরণ করেছেন। অর্জুন ভরত-শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি যদুধে অজ্ঞেয়, এমন সদ্রাপাত্ত কে না চায়? আপনারা শীঘ্র গিয়ে মিষ্টবাক্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, এই আমার মত। তিনি যদি আপনাদের পরাজিত করে স্বভবনে চলে যান তবে আপনাদের যশ নষ্ট হবে, কিন্তু মিষ্ট কথায় ফিরিয়ে আনলে তা হবে না। আমাদের পিতৃব্বসার পুত্র হয়ে তিনি শত্রুতা করবেন না।

যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি স্ভদ্রাকে বিবাহ করে এক বৎসর দ্বারকায় রইলেন, তার পর বনবাসের অবশিষ্ট কাল পদ্মকরতীর্থে যাপন করলেন। বার বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কোন্‌তেয়, তুমি স্ভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্ব্বার বন্ধন করলে পূর্ব্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। অর্জুন বার বার ক্ষমা চেয়ে দ্রৌপদীকে সান্বনা দিলেন এবং স্ভদ্রাকে রক্ত কোষে বসন পরিয়ে গৌপবধুর বেশে কুন্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুন্তী পরম প্রীতির সহিত তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। স্ভদ্রা দ্রৌপদীকে প্রণাম করে বললেন, আমি আপনার দাসী। দ্রৌপদী তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার স্বামীর যেন শত্রু না থাকে।

সৈন্যদলে বেষ্টিত হয়ে যদুবীরগণের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম নানাবিধ মহাযুদ্ধ যোতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অনেক দিন আনন্দে যাপন করে সকলে ফিরে গেলেন, কেবল কৃষ্ণ রইলেন। তিনি যমুনাতীরে অর্জুনের সঙ্গে মৃগয়া করে মৃগ-বরাহ মারতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে স্ভদ্রা একটি পুত্র প্রসব করলেন। নির্ভীক ও মন্যমান

(ক্লোথী বা তেজস্বী) সেজন্য তাঁর নাম অভিমন্যু হ'ল। জন্মকাল থেকেই কৃষ্ণ এই বালকের সমস্ত শূভকার্য সম্পন্ন করলেন। অর্জুন দেখলেন, অভিমন্যু শৌর্বে বীর্ষে কৃষ্ণেরই তুল্য। দ্রৌপদীও যদুধিষ্ঠির ভীমাদির ঔরসে পাঁচটি বীর পুত্র লাভ করলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রতীবিন্দ্য, স্নাতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন।

॥ খাণ্ডবদাহপর্বাদ্যায় ॥

৪০। অগ্নির অগ্নিমান্দ্য — খাণ্ডবদাহ — ময় দানব

একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের সূহৃদবর্গ ও নারীগণকে নিয়ে যমুনায় জলবিহার করতে গেলেন। তাঁরা যমুনায় তীরবর্তী বহুপ্রাণিসমাকুল মনোহর খাণ্ডব বন দেখে বিহারস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গীত ও বিবিধ ক্রীড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন নিকটস্থ এক মনোরম স্থানে গিয়ে মহার্ঘ আসনে বসে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময়ে সেখানে এক ব্রাহ্মণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তুস্তকাম্বনতুল্য, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, মস্তকে জটা, পরিধানে চীরবাস। তিনি বললেন, আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ; কৃষ্ণার্জুন, তোমরা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন করিয়ে তুস্ত কর। আমি অগ্নি, ভস্ম চাই না, এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করতে ইচ্ছা করি। তৎক্ষণাৎ নাগ সপরিবারে এখানে থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন সেজন্য আমি দগ্ধ করতে পারি না। তোমরা উত্তম অস্ত্রবিৎ, তোমরা সহায় হ'লে আমি খাণ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই আমি চাই।

এই সময়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে এই পূর্ব-ইতিবৃত্ত বললেন। — শ্বেতকি নামে এক রাজা নিরন্তর যজ্ঞ করতেন। তাঁর পুরোহিতদের চক্ষু ধূমে পীড়িত হওয়ায় তাঁরা আর যজ্ঞ করতে চাইলেন না। তখন রাজা মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। মহাদেব বর দিতে এলে শ্বেতকি বললেন, আপনি আমার যজ্ঞে পুরোহিত্য করুন। মহাদেব হাস্য করে বললেন, আমি তা পারি না। পরিশেষে মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্বাসা শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিদেব বার বৎসর ঘৃতপান করেছিলেন, তার ফলে তাঁর অরুচি রোগ হ'ল। তিনি প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলে ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করে

সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ কর, তা হ'লেই প্রকৃতিস্থ হবে। অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু শতসহস্র হস্তী শৃঙ্গ দ্বারা এবং বহুশীর্ষ নাগগণ মস্তক দ্বারা জলসেচন করে অগ্নি নির্বাপিত করলে। সাত বার চেষ্টা করে বিফল হয়ে অগ্নিদেব আবার ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, নর ও নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মেছেন এবং এখন খাণ্ডববনেই আছেন, তাঁরা তোমার সহায় হ'লে দেবতারাও বাধা দিতে পারবেন না।

অর্জুন অগ্নিকে বললেন, ভগবান, আমার কাছে দিব্য বাণ অনেক আছে কিন্তু তার উপযুক্ত ধনু এখন সঙ্গে নেই, কৃষ্ণও নিরস্ত্র। আপনি এমন উপায় বলুন যাতে ইন্দ্র বর্ষণ করলে আমি তাঁর নিবারণ করতে পারি। তখন অগ্নিদেব লোকপাল বরুণকে স্মরণ করলেন এবং বরুণ উপস্থিত হ'লে তাঁর কাছ থেকে চন্দ্রপ্রদত্ত গান্ধীব (১) ধনু, দুই অক্ষয় তুণীর, এবং কপিধ্বজ রথ চেয়ে নিয়ে অর্জুনকে দিলেন এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকী নামক গদা দিলেন। কৃষ্ণার্জুন দুই রথে আরোহণ করলে অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন। পশু, পক্ষী চিৎকার করে পালাতে গেল, কিন্তু অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে অগ্নিতে পড়ল, কোনও প্রাণী নিস্তার পেলো না। অগ্নির আকাশস্পর্শী শিখা দেখে দেবতারা উদ্‌বিগ্ন হলেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘ থেকে সহস্রধারায় জলবর্ষণ হ'তে লাগল, কিন্তু অগ্নির তেজে তা আকাশেই শুষিয়ে গেল। এই সময়ে নাগরাজ তক্ষক কুরূক্ষেত্রে ছিলেন। তক্ষকপত্নী তাঁর পুত্র অশ্বসেনকে গিলে ফেলে বাইরে আসবার চেষ্টা করলে অর্জুন তাঁর শিরশ্ছেদন করলেন। তখন ইন্দ্র বায়ু বর্ষণ করে অর্জুনকে মোহগ্রস্ত করলেন, সেই সুযোগে অশ্বসেন মৃত্যু হ'ল। অগ্নি কৃষ্ণ ও অর্জুন তাকে শাপ দিলেন, তুমি নিরাশ্রয় হবে। ইন্দ্র তাঁকে বশীভূত করেছেন এই কারণে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন করলেন। ইন্দ্র ও অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। অসুর গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি কৃষ্ণার্জুনকে হারাবার জন্য উপস্থিত হ'ল, কিন্তু অর্জুনের শরাঘাতে এবং কৃষ্ণের চক্রে আহত হয়ে সকলেই বিতাড়িত হ'ল। ইন্দ্র বজ্র নিয়ে এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণার্জুনের অস্ত্রাঘাতে তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

(১) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, গান্ধী বা গান্ডারের পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড) দিয়ে প্রস্তুত সেজন্য গান্ধীব নাম।

অবশেষে ইন্দ্র মন্দের পর্বতের একটি বিশাল শৃংগ উৎপাটিত করে অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনের বাণে পর্বতশৃংগ সহস্রখণ্ড হয়ে খাণ্ডববনে পড়ল, অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল।

দেবগণের পরাজয় দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণার্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন মহাগম্ভীরশব্দে এই অশরীরিণী দৈববাণী হ'ল — বাসব, তোমায় সখা তক্ষক দংশ হন নি, তিনি কুরূক্ষেত্রে আছেন। অর্জুন আর বাসুদেবকে কেউ যুদ্ধে জয় করতে পারে না, তাঁরা পূর্বে নর-নারায়ণ নামক দেবতা ছিলেন। দৈববাণী শুনে ইন্দ্রাদি দেবগণ সুরলোকে চলে গেলেন, অগ্নি অবাধে খাণ্ডববন দংশ করে প্রাণিগণের মাংস রন্ধির বসা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। এই সময়ে ময় নামক এক অসুর তক্ষকের আবাস থেকে বেগে পালাচ্ছে দেখে অগ্নি তাকে খেতে চাইলেন। কৃষ্ণ তাকে মারবার জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এবং অর্জুনের অনুরোধে নিরস্ত হলেন। অগ্নি পনের দিন ধরে খাণ্ডববন দংশ করলেন। তক্ষকপুত্র অশ্বসেন, নম্রাচির ভ্রাতা ময় দানব এবং চারটি শার্গক পক্ষী, এই ছটি প্রাণী ছাড়া কেউ জীবিত রইল না।

মন্দপাল নামে এক তপস্বীর সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুর পর পিতৃলোকে স্থান পেলেন না, দেবগণ তাঁকে বললেন, আপনার পিতৃ-ঋণ শোধ হয় নি, আপনি পুত্র উৎপাদন করে তবে এখানে আসুন। শীঘ্র বহু সন্তান লাভের জন্য মন্দপাল শার্গক পক্ষী হয়ে জারিতা নাম্নী শার্গকার সঙ্গে সংগত হলেন। জারিতার গর্ভে চারটি ব্রহ্মবাদী পুত্র উৎপন্ন হ'ল। খাণ্ডবদাহের সময় তারা ডিম্বের মধ্যেই ছিল, মন্দপালের প্রার্থনায় অগ্নি তাদের মারলেন না। মন্দপাল তাঁর চার পুত্রকে নিয়ে জারিতার সঙ্গে অন্যত্র চলে গেলেন।

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সঙ্গে এসে কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, তোমাদের আশ্চর্য কর্ম দেখে আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। অর্জুন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন। ইন্দ্র বললেন, মহাদেব যখন তোমার উপর প্রসন্ন হবেন তখন তোমাকে সকল অস্ত্র দেব। কৃষ্ণ বর চাইলেন, অর্জুনের সঙ্গে যেন তাঁর চিরস্থায়ী প্রীতি হয়। ইন্দ্র বর দিয়ে সদলে চলে গেলেন। অগ্নি কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি, এখন তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। তখন কৃষ্ণ, অর্জুন ও ময় দানব তিনজনে রমণীয় নদীকূলে গিয়ে উপবেশন করলেন।

সভাপর্ব

॥ সভাক্রিয়াপর্বাদ্যায় ॥

১। ময় দানবের সভানির্মাণ

কৃষ্ণ ও অর্জুন নদীতীরে উপবিষ্ট হ'লে ময় দানব কৃতাজলিপদে সবিম্বয়ে অর্জুনকে বললেন, কৌন্তেয়, আপানি কৃষ্ণের ক্রোধ আর অগ্নির দহন থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনাত প্রতাপকার কি করব বলুন। অর্জুন উত্তর দিলেন, তোমার কষ্টস্বয় সবই তুমি করেছ, তোমার মংগল হ'ক, তোমার আর আমার মধ্যে যেন সর্বদা প্রীতি থাকে; এখন তুমি যেতে পার। ময় বললেন, আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও মহাশিল্পী, আপনাকে তুষ্ট করবার জন্য আমি কিছু করতে ইচ্ছা করি। অর্জুন বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে আমি কিছু বরাতে চাই না। তোমার অভিলাষ ব্যর্থ করতেও চাই না, তুমি কৃষ্ণের জন্য কিছু কর। তাতেই আমার প্রতাপকার হবে।

ময় দানবের অনুরোধ শুনে কৃষ্ণ একটু ভেবে বললেন, শিল্পিশ্রেষ্ঠ, যদি তুমি আমাদের প্রিয়কার্য করতে চাও তবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জ্ঞান : এমন এক সভা নির্মাণ কর যার অনুরূপ মানবের অসাধ্য। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জুন ময়কে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল গত হ'লে সন্ধ্যা সন্ধ্যার পর ময় সভানির্মাণে উদ্যোগী হলেন এবং পদ্যাদিনে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণগণকে সমুদ্র পায়স ও বহুবিধ খনরস দিয়ে তুষ্ট করলেন। তার পর তিনি চতুর্দশ দশ হাজার হাত পরিমাপ করে সর্ব স্বাতুর উপযুক্ত সভাস্থান নির্বাচন করলেন।

জনাদর্শন কৃষ্ণ এতদিন ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করছিলেন, এখন তিনি পিতৃদার কাছে যেতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি পিতৃবসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করে ভগিনী সুভদ্রার কাছে সন্মুখে বিদায় নিলেন এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে সুভদ্রাকে সমর্পণ করলেন। তার পর তিনি স্বস্তিবাচন করিয়ে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিলেন এবং শ্রুতমুহুর্তে স্বর্ণভূষিত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণের সারথি দারুণকে সরিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির নিজেই বল্লাহ হাতে নিলেন, অর্জুনও শ্বেত

চামর নিয়ে রথে উঠলেন। ভীম, নকুল, সহদেব ও পদ্রবাসিগণ রথের পিছনে চললেন। এইরূপে অর্ধ যোজন গিয়ে কৃষ্ণ যুদ্ধার্থিত্বের পাদবন্দনা করে তাঁকে ফিরে যেতে বললেন। তিনি ভীমসেনকে অভিবাদন এবং অর্জুনকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন, নকুল-সহদেব কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সকলকেই আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর যুদ্ধার্থিত্বের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর রথ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডবগণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলে ময় দানব অর্জুনকে বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি একবার কৈলাসের উত্তরবর্তী মৈনাক পর্বতে যাব। পুরাকালে দানবগণ সেখানে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তার জন্য আমি বিন্দুসরোবরের নিকট কতকগুলি বিচিত্র ও মনোহর মণিময় দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম যা দানবরাজ বৃষপর্বার সভায় দেওয়া হয়। যদি পাওয়া যায় তবে সেগুলি আমি আপনাদের সভার জন্য নিয়ে আসব। বিন্দুসরোবরের তীরে রাজা বৃষপর্বার গদা আছে, তা স্বর্ণবিন্দুতে অলংকৃত, ভারসহ, দৃঢ়, এবং লক্ষ গদার তুল্য শত্রুঘাতিনী। সেই গদা ভীমের যোগ্য। সেখানে দেবদত্ত নামক বরুণের শঙ্খও আছে। এই সবই আমি আপনাদের জন্য আনব।

ঈশান কোণে যাত্রা করে ময় মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি গদা, শঙ্খ, বৃষপর্বার স্ফটিকময় সভাদ্রব্য, এবং কিংকর নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত ধনরাশি সংগ্রহ করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং ভীমকে গদা আর অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ দিলেন। তার পর ময় ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হ'ল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত করে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, অভ্যন্তর বহুবিধ উত্তম দ্রব্য ও চিত্রে সজ্জিত। কিংকর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময় দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিকনির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরস্মে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কুর্মে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন তাদের কেউ কেউ সরোবর বলে বুঝতে না পেরে জলে পড়ে গেলেন। সভাস্থানের সকল দিকেই পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত উদ্যান ও হংসকারাণ্ডবাদী-সমন্বিত পুষ্করিণী ছিল। চোন্দ্র মাসে সকল কার্য সম্পন্ন করে ময় যুদ্ধার্থিত্বকে সংবাদ দিলেন যে সভা প্রস্তুত হয়েছে।

যুদ্ধার্থিত্ব ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়স, ফলমূল, বরাহ ও হরিণের মাংস, তিলমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য দিয়ে দশ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন এবং

তাদের উত্তম বসন, মালা ও বহু সহস্র গাভী দান করলেন। তার পর গীত বাদ্য সহকারে দেবপূজা ও বিগ্রহস্থাপন করে সভায় প্রবেশ করলেন। সাত দিন ধরে মন্ত্র ঋষি (১) সত্বেতাঁলিক প্রভৃতি যদ্বিষ্ঠিরাদির মনোরঞ্জন করলে। নানা দেশ থেকে আগত ঋষি ও নৃপতিদের সঙ্গে পাণ্ডবগণ সেই সভায় আনন্দে বাস করতে লাগলেন।

২। যদ্বিষ্ঠির-সকাশে নারদ

একদিন দেবর্ষি নারদ পারিজাত, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য এই চার জন ঋষির সঙ্গে পাণ্ডবদের সভায় উপস্থিত হলেন। যদ্বিষ্ঠির যথাবিধি আসন অর্থাৎ গোমুখপর্ক ও রজাদি দিয়ে সংবর্ধনা করলে নারদ প্রশ্নচ্ছলে ধর্ম কাম ও অর্থ বিষয়ক এইপ্রকার বহু উপদেশ দিলেন।—মহারাজ, তুমি অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচিন্তাও কর তো? কাল বিভাগ করে সমভাবে ধর্ম অর্থ ও কামের সেবা কর তো? তোমার দুর্গসকল যেন ধনধান্য জল অস্ত্র বস্ত্র যোদ্ধা ও শিল্পিগণে পরিপূর্ণ থাকে। কঠোর দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্রজাদের অবজ্ঞাভাজন হয়ে না। বীর, বুদ্ধিমান, পরিহ্রস্বভাব, সদ্বংশজ ও অনরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করবে। সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও বেতন দেবে। শরণাগত শত্রুকে পৃথক পৃথক রক্ষা করবে। পররাজ্য জয় করে যে ধনরত্ন পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমার যা আয় তার অর্ধে বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক-চতুর্থাংশে নিজের বায় নির্বাহ করবে। গণক(২) ও লেখক(৩)গণ প্রত্যহ পূর্বাহ্নে তোমাকে আয়ব্যয়ের হিসাব দেবে। লোভী, চোর, বিদ্রোহী আর অস্পবয়স্ক লোককে কার্যের ভার দেবে না। তোমার রাজ্যে যেন বড় বড় জলপূর্ণ তড়াগ থাকে, কৃষি যেন কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে। কৃষকদের যেন বীজ আর খাদ্যের অভাব না হয়, তারা যেন অল্প সূদে ঋণ পায়। তুমি নারীদের সঙ্গে মিম্ববাক্যে আলাপ করবে কিন্তু গোপনীয় বিষয় বলবে না। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হলে তোমার অমাতারা যেন ঘৃষ নিয়ে মিথ্যা বিচার না করে। অন্ধ মূক পঙ্গু অনাথ ও ভিক্ষুদের পিতার ন্যায় পালন করবে। নিদ্রা আলস্য ভয় ক্রোধ মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ পরিহার করবে।

নারদের চরণে প্রণত হয়ে যদ্বিষ্ঠির বললেন, আপনি উপদেশে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি হ'ল, যা বললেন তাই আমি করব। আপনি যে রাজধর্ম বিবৃত করলেন

তা আমি যথার্থ পালন করে থাকি। আমি সংপথেই চলতে ইচ্ছা করি, কিন্তু পূর্ববর্তী জিতেন্দ্রিয় নৃপতিগণ যে ভাবে কর্তব্যপালন করতেন তা আমি পারি না। তার পর যদ্যুষ্টির বললেন, ভগবান, আপনি বহু লোকে বিচরণ করে থাকেন, এই সভার তুল্য বা এর চেয়ে ভাল কোনও সভা দেখেছেন কি? নারদ সহাস্যে বললেন, তোমার এই সভার তুল্য অন্য সভা আমি মনুষ্যালোকে দেখি নি, শুনিনি। তবে আমি ইন্দ্র যম বরুণ কুবের ও ব্রহ্মার সভার কথা বলছি শোন।—

ইন্দ্রের সভা শত যোজন দীর্ঘ, দেড় শ যোজন আয়ত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা ইচ্ছানন্দসারে আকাশে চালিত করা যায়। সেখানে জরা শোক ক্লান্তি নেই ইন্দ্রাণী শচী সেখানে শ্রী লক্ষ্মী হ্রী কীর্তি ও দ্যুতি দেবীর সঙ্গে বিরাজ করেন। দেবগণ, সিম্ব ও সাধ্যগণ, বহু মহর্ষি, রাজা হরিশ্চন্দ্র, গন্ধর্ব ও অসুরা সকল সেখানে থাকেন। যমের সভা তৈজস উপাদানে নির্মিত, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তার বিস্তার শত যোজন, দৈর্ঘ্য আরও বেশী। স্বর্গীয় ও পার্থিব সববিধ ভোগ্য বস্তু সেখানে আছে। যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, ধ্রুব, কাতবীর্ষ্যজর্দন, ভরত, নিষধপতি নল, ভগীরথ, রাম-লক্ষ্মণ, তোমার পিতা পাণ্ডু প্রভৃতি সেখানে থাকেন। বরুণের সভা জলমধ্যে নির্মিত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে হমসভার সমান, তার প্রাকার ও তোরণ শূদ্র। সেই সভা অধিক শীতলও নয় উষ্ণও নয়, সেখানে বাসদিক তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ এবং বিরোচনপুত্র বলি প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ থাকেন। চার সমুদ্র, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী, তীর্থ-সরোবর, পর্বতসমূহ এবং জলচরগণ মর্তিমান হয়ে সেখানে বরুণের উপাসনা করে। কুবেরের সভা এক শ যোজন দীর্ঘ, সত্তর যোজন বিস্তৃত, কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ ও শূদ্রবর্ণ। যক্ষগণ সেই সভা আকাশে বহন করে। কুবের সেখানে বিচিত্র বসন ও আভরণে ভূষিত হয়ে সহস্র রমণীতে বেষ্টিত হয়ে বাস করেন, দেব ও গন্ধর্বগণ অসুরাদের সঙ্গে দিব্যতালে গান করেন। মিশ্রকেশী মেনকা উর্বশী প্রভৃতি অসুরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণ, বিশ্বাবসু হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব, এবং ধার্মিক বিভীষণ সেখানে থাকেন। পুন্ড্রস্তোর পুত্র কুবের উমাপতি শিবকে নতিশিরে প্রণাম করে সেই সভায় উপবেশন করেন।

মহারাজ, আমি সূর্যের আদেশে সহস্রবৎসরব্যাপী ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান করি, তার পর তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মার সভায় যাই। সেই সভা অরণ্যময়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। সেখানে ক্ষুৎপিপাসা বা শ্বানি নেই, তার প্রভা ভাস্করকে অতিক্রম করে। দক্ষ প্রচেতা কশ্যপ বিশিষ্ট দূর্বাসা সনৎকুমার অসিতদেবল প্রভৃতি মহাত্মা, আদিত্য বসু, রুদ্র প্রভৃতি গণদেবতা, এবং শরীরী ও অশরীরী পিতৃগণ সেখানে

ব্রহ্মার উপাসনা করেন। ভরতনন্দন যদুধিষ্ঠির, দেবতাদের এইসকল সভা আমি দেখেছি, মনুষ্যালোকে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার সভাও এখন দেখলাম।

যদুধিষ্ঠির বললেন, মহামুনি, ইন্দ্রসভার বর্ণনায় আপনি একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের নামই বললেন। তিনি কোন্ কর্মের ফলে সেখানে গেলেন? আপনি যমের সভায় আমার পিতা পাশ্চুকে দেখেছেন। তিনি কি বললেন তাও জানতে আমার পরম কৌতুহল হচ্ছে।

নারদ বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল নরপতির অধীশ্বর সম্রাট ছিলেন, তিনি রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ধন দান করেছিলেন। যে রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যাঁরা পলায়ন না করে সংগ্রামে নিহত হন, এবং যাঁরা তীব্র তপস্যায় কলেবর ত্যাগ করেন, তাঁরা ইন্দ্রসভায় নিত্য বিরাজ করেন। হরিশ্চন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখে তোমার পিতা পাশ্চু বিস্মিত হয়েছেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন মর্ত্যলোকে এসে তাঁর এই কথা আমি তেঁাকে বলি — পুত্র, তুমি পৃথিবী জয় করতে সমর্থ, দ্রাতারা তোমার বশবর্তী, এখন তুমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান কর, তা হ'লে আমি হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রসভায় বহুকাল সুখভোগ করতে পারব। অতএব যদুধিষ্ঠির, তুমি তোমার পিতার এই সংকল্প সিদ্ধ কর। এই উপদেশ দিয়ে নারদ তাঁর সঙ্গী ঋষিদের নিয়ে স্বেচ্ছাকার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

॥ মন্ত্রপর্বাদিধ্যায় ॥

৩। কৃষ্ণ-যদুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রগা

নারদের কথা শুনে যদুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় বার বার ভাবতে লাগলেন। তিনি ধর্মানুসারে অপক্ষপাতে সকলের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রোধ ও গর্ব ত্যাগ করে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন—যার যা দেয় আছে তা দাও; ধর্মই সাধ, ধর্মই সাধ। প্রজারা যদুধিষ্ঠিরকে পিতার তুল্য জ্ঞান করত, তাঁর শত্রু ছিল না এজন্য তিনি অজাতশত্রু নামে খ্যাত হলেন। তিনি দ্রাতাদের উপর বিভিন্ন কর্মের ভার দিয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাধুর্ষী (তেজোরতি), যজ্ঞকার্য, গোরক্ষ, কৃষি ও বাণিজ্যের সর্বশেষ উন্নতি হ'ল। রাজকরের অনাদায়, করের জন্য প্রজাপীড়ন, ব্যাধি ও অগ্নিভয় ছিল না, রাজকর্মচারীদের মিথ্যাচার শোনা যেত না।

যদুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রী ও দ্রাতাদের মত জিজ্ঞাসা করলে

তারা বললেন, আপনি সম্রাট হবার যোগ্য, আপনার সুহৃদ্বর্গ মনে করেন যে এখনই রাজসূয় যজ্ঞ করবার প্রকৃষ্ট সময়। পুরোহিত ও মূনিগণও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। সর্বলোকশ্রেষ্ঠ জনার্দন কৃষ্ণের মত জানা কর্তব্য এই ভেবে যদুধিষ্ঠির একজন দৃতকে দ্রুতগামী রথে স্মারকায় পাঠালেন, কৃষ্ণও যদুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা জেনে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থ এলেন।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করবার সকল গুণই আপনার আছে, তথাপি কিছু বর্জ্য শুনুন। পৃথিবীতে এখন যেসকল রাজা বা ক্ষত্রিয় আছেন তাঁরা সকলেই পুরুষ বা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। যর্ষাতি থেকে উৎপন্ন ভোজবংশীয়গণ চতুর্দিকে রাজত্ব করছেন, কিন্তু তাঁদের সকলকে অভিভূত করে জরাসন্ধ এখন শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। সমস্ত পৃথিবী যার বশে থাকে তিনিই সম্রাটের পদ লাভ করেন। প্রতাপশালী শিশুদ্রুপাল সেই জরাসন্ধের সেনাপতি। করুষ দেশের রাজা মহাবল বক্র, করভ মেঘবাহন প্রভৃতি রাজা, এবং আপনার পিতার সখা যদুর ও নরক দেশের অধিপতি বৃন্দ্র যবনরাজ ভগদত্ত, এরা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত। কেবল আপনার মাতুল পুরুজিৎ—যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশের রাজা—নেহবশে আপনার পক্ষে আছেন। যে দুর্মতি নিজেকে পুরুষোত্তম ও বাসুদেব বলে প্রচার করে এবং আমার চিত্র ধারণ করে, সেই বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতের রাজা পৌণ্ড্রকও জরাসন্ধের পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয় মহাবল ভীষ্মকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ (১) আছে, আমরা সর্বদা তাঁর প্রিয় আচরণ করি, তথাপি তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বহু দেশের রাজারা জরাসন্ধের ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্মতি কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করে শ্বশুরের সহায়তায় নিজ জ্ঞাতীদের উপর পীড়ন করেছিল, সেজন্য বলরাম ও আমি কংসকে বধ করি। তারপর আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে তিন শ বৎসর নিরন্তর বৃন্দ্র করেও আমরা জরাসন্ধের সেনা সংহার করতে পারব না।

হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল রাজা জরাসন্ধের সহায় ছিলেন। বহু বার বৃন্দ্র করবার পর বলরাম হংসকে বধ করেন, সেই সংবাদ শুনে মনের দুঃখে ডিম্ভকও জলমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। জরাসন্ধ তখন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যান, আমরাও আনন্দিত হয়ে মথুরায় বাস করতে লাগলাম। তার পর কংসের পত্নী অস্তি তাঁর পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে বার বার বললেন, আমার

(১) ভীষ্মক রুক্মিণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর।

পতিহত্যাকে বধ করুন। তখন আমরা ভয় পেয়ে জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পশ্চিম দিকে পালিয়ে গেলাম এবং রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে দুর্গসংস্কার করে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেই দুর্গম স্থানে দেবতারাও আসতে পারেন না এবং স্ত্রীলোকেও তা রক্ষা করতে পারে। রৈবতক পর্বত তিন যোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত। আমাদের গিরিদুর্গে শত শত দ্বার আছে, আঠার জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তার প্রত্যেকটি রক্ষা করে। আমাদের কুলে আঠার হাজার ভ্রাতা আছেন। চারদুদেষ্, চক্রদেব, তাঁর ভ্রাতা, সাত্যকি, আমি, বলরাম এবং শাম্ব—আমরা এই সন্ত রথী যুদ্ধে বিজয়ী তুল্য। এ ছাড়া কৃতবর্মা, অনাধৃষ্টি, কঙ্ক, বৃন্দ অন্ধকভোজ রাজা এবং তাঁর দুই পুত্র প্রভৃতি যোদ্ধারা আছেন। এরা সকলেই এখন বৃষ্টি (১) গণের সঙ্গে বাস করছেন এবং পূর্ব বাসভূমি মথুরার কথা ভাবছেন।

মহারাজ, জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি মহাদেবের বরপ্রভাবে ছেরাশি জন রাজাকে জয় করে তাঁর রাজধানী গিরিরাজ্যে বন্দী করে রেখেছেন, আরও চোন্দ জনকে পেলেই তিনি সকলকে বলি দেবেন। যদি আপনি যজ্ঞ করতে চান তবে সেই রাজাদের মৃত্তি দেবার এবং জরাসন্ধকে বধ করবার চেষ্টা করুন।

ভীম বললেন, কৃষ্ণ অর্জুন আর আমি তিন জনে মিলে জরাসন্ধকে জয় করতে পারি। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীমার্জুন আমার দুই চক্ষু; জনাধন, তুমি আমার মন। তোমাদের বিসর্জন দিয়ে আমি কি করে জীবন ধারণ করব? স্বয়ং যমরাজও জরাসন্ধকে জয় করতে পারেন না। অতএব রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত মনে করি।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি দুর্লভ ধন, শর, উৎসাহ, সহায় ও শক্তির অধিকারী, বলপ্রয়োগ করাই আমি উচিত মনে করি। যদি আপনি যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করেন তবে আপনার গুণহীনতাই প্রকাশ পাবে। যদি শান্তিকামী মূর্খ হ'তে চান তবে এর পর কাষায় বস্ত্র ধারণ করবেন, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যলাভ করুন, আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

৪। জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন ভরতবংশের যোগ্য কথা বলেছেন। যুদ্ধ না করে কেউ অমর হয়েছে এমন আমরা শুনিনি। বৃদ্ধমানের নীতি এই, যে অতিপ্রবল

শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করবে না; জরাসন্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আমরা হুম্মবেশে শত্রুগৃহে প্রবেশ করব এবং তাকে একাকী পেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করব। আমাদের আত্মীয় নৃপতিদের মদুস্তির জন্য আমরা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তার ফলে যদি মরি তবে আমাদের স্বর্গলাভ হবে।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, এই জরাসন্ধ কে? তার কিরূপ পরাক্রম যে অশ্বিনতুল্য তোমাকে স্পর্শ করে পতঙ্গের ন্যায় পড়ড়ে মরে নি? কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, জরাসন্ধ কে এবং আমরা কেন তার বহু উৎপীড়ন সহ্য করেছি তা বলছি শুনুন। বৃহদ্রথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি। কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। বৃহদ্রথ তাঁর দুই ভার্য্যাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দুজনকেই সমদৃষ্টিতে দেখবেন। রাজ্যের যৌবন গত হ'ল তথাপি তিনি পুত্রলাভ করলেন না। উদারচেতা চন্ডকৌশিক মূর্খি রাজাকে একটি মন্ত্রিসিদ্ধ আশ্রয় দেন, সেই ফল দুই খণ্ড করে দুই রাজপত্নী খেলেন এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দুজনে দুই শরীরখণ্ড প্রসব করলেন। তার প্রত্যেকটির এক চক্ষু, এক বাহু, এক পদ এবং অর্ধ মূত্র উদর নিতম্ব। রাজ্ঞীরা ভয়ে ও দঃখে তাঁদের সন্তান পরিত্যাগ করলেন, দুজন ধাত্রী সেই দুই সজীব প্রাণখণ্ড আবৃত করে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে। সেই সময়ে জরা নামে এক রাক্ষসী সেখানে এল এবং খণ্ড দুটিকে দেখে সন্দেহ করবার ইচ্ছা সংযুক্ত করলে। তৎক্ষণাৎ একটি পুণ্ড্রাঙ্গ বীর কুমার উৎপন্ন হ'ল। রাক্ষসী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল, বজ্রতুল্য গুরুভার শিশুকে সে তুলতে পারলে না। বালক তার তাল্পবর্ণ হাতের মৃদু মৃদু পুরে সজল মেঘের ন্যায় গর্জন করে কাঁদতে লাগল। সেই শব্দ শুনে রাজা, তাঁর দুই পত্নী, এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য লোক সেখানে এলেন। জরা রাক্ষসী নারীমূর্তি ধারণ করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বললে, বৃহদ্রথ, তোমার পুত্রকে নাও, ধাত্রীরা একে ত্যাগ করেছিল, আমি রক্ষা করেছি। তখন দুই কাশীরাজকন্যা বালককে কোলে নিয়ে স্তনদুগ্ধধারায় স্নান করালেন।

রাজা বৃহদ্রথ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পুত্রপ্রদায়িনী কল্যাণী পশ্মকোষবর্ণা, তুমি কে? রাক্ষসী উত্তর দিলে, আমি কামরূপিণী জরা রাক্ষসী, তোমার গৃহে আমি সন্ধে বাস করছি। গৃহদেবী নামে রাক্ষসী প্রত্যেক মানুষ্যের গৃহে বাস করে, দানববিনাশের জন্য ব্রহ্মা তাদের সৃষ্টি করেছেন। যে লোক ভক্তি করে গৃহদেবীকে ঘরের দেওয়ালে চিত্রিত করে রাখে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়। মহারাজ, আমি তোমার গৃহপ্রাচীরে চিত্রিত থেকে গন্ধ পুষ্প ভোজ্যাদির দ্বারা পুজিত হ'ছি, সেজন্য তোমার

প্রত্যাশকার করতে ইচ্ছা করি। এই বলে রাক্ষসী অন্তর্হিত হ'ল। জরা রাক্ষসী সেই কুমারকে সন্ধিত অর্থাৎ যোজিত করেছিল সেজন্য তার নাম জরাসন্ধ হ'ল।

যথাকালে জরাসন্ধকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে তপোবনে চলে গেলেন। চণ্ডকৌশিকের আশীর্বাদে জরাসন্ধ সকল রাজার উপর প্রভুত্ব এবং দ্বিপদারার মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের শক্তি লাভ করলেন। কংস হংস ও ডিম্বকের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে জরাসন্ধের প্রবল শত্রুতা হ'ল। তিনি একটা গদা নিরেন্দ্রবই বার ঘুরিয়ে গিরিরাজ থেকে মথুরার অভিমুখে নিক্ষেপ করেন, সেই গদা নিরেন্দ্রবই যোজন দূরে পতিত হয়। মথুরার নিকটবর্তী সেই স্থানের নাম গদাবসান।

॥ জরাসন্ধবধপর্বাদ্যায় ॥

৫। জরাসন্ধবধ

তার পর কৃষ্ণ বললেন, জরাসন্ধের প্রধান দুই সহায় হংস আর ডিম্বক মরেছে, কংসকেও আমি নিহত করেছি, অতএব জরাসন্ধবধের এই সময়। কিন্তু সুরাসুরও সম্মুখযুদ্ধে তাঁকে জয় করতে পারেন না, সেজন্য মল্লযুদ্ধেই তাঁকে মারতে হবে। আমি কৌশলজ্ঞ, ভীম বলবান, আর অর্জুন আমাদের রক্ষক, আমরা তিনজন মিলে মগধরাজকে জয় করতে পারব। আমরা যদি নির্জন স্থানে তাঁকে আহ্বান করি তবে তিনি নিশ্চয় আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তিনি বাহুবলে দর্পিত সেজন্য আমার বা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপমানজনক মনে করবেন, ভীমসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তেই তাঁর লোভ হবে। মহাবল ভীম নিশ্চয় তাঁকে বধ করতে পারবেন। যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমার্জুনেরকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।

যুদ্ধার্থে বললেন, অচ্যুত, তুমি পাণ্ডবদের প্রভু, আমরা তোমার আশ্রিত, তুমি যা বলবে তাই করব। যখন আমরা তোমার আজ্ঞাধীন তখন জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হবেন, রাজারা মর্দুস্তি পাবেন, আমার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হবে। জগন্নাথ, তুমি আমাদের কার্য শীঘ্র নির্বাহের জন্য মনোযোগী হও। কৃষ্ণ বিনা অর্জুন অথবা অর্জুন বিনা কৃষ্ণ থাকতে পারেন না, কৃষ্ণার্জুনের অঙ্গে কেউ নেই। আর, তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'লে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রীমান বৃকোদর কি না করতে পারেন?

কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন স্নাতক (১) ব্রাহ্মণের বেশ ধরে মগধযাত্রা করলেন। তাঁরা কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কালকূট দেশ অতিক্রম করে গন্ডকী মহাশোণ সদানীরা, সরযু, চর্মস্বতী প্রভৃতি নদী পার হয়ে মিথিলায় এলেন। তার পর পূর্বমুখে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং গিরিব্রজ নগরের প্রান্তস্থ মনোরম চৈত্যক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে রাজা বৃহদ্রথ এক বৃষরূপধারী মাংসাশী দৈত্যকে বধ করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ী দিয়ে তিনটি ভেরী প্রস্তুত করিয়ে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন সেই ভেরী ভেঙে ফেলে পর্বতের এক বিশাল প্রাচীন শৃঙ্গ উৎপাটিত করে নগরে প্রবেশ করলেন।

তাঁরা নগরের সমৃদ্ধি দেখতে দেখতে রাজমার্গ দিয়ে চললেন। এক মালাকারের কাছ থেকে মাল্য আর অঙ্গুরাগ কেড়ে নিয়ে তাঁরা নিজের বস্ত্র রঞ্জিত করলেন এবং মালাধারণ করে অগুরুচন্দনে চর্চিত হলেন। তার পর জনাকীর্ণ তিনটি কক্ষা (মহল) অতিক্রম করে সগর্বে জরাসন্ধের কাছে এসে বললেন, রাজা! আপনার স্বস্তি ও কুশল হ'ক। জরাসন্ধ তখন একটি ব্রতচরণের জন্য উপবাসী ছিলেন। তিনি আগন্তুকদের বেশ দেখে বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়ে সম্মান করে বললেন, আপনারা বসুন। তিনজনে উপবিষ্ট হ'লে জরাসন্ধ বললেন, আপনারা মালাধারণ ও চন্দনাদি অনুলেপন করেছেন, রঞ্জিত বস্ত্র পরেছেন, আপনাদের বেশ ব্রাহ্মণের ন্যায় কিন্তু বাহুতে ধনুর্গদগের আঘাতচিহ্ন দেখাছি। সত্য বলুন আপনারা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভঙ্গ করে ছদ্মবেশে অম্বার দিয়ে কেন এসেছেন? আমি যথাবিধি অর্ঘ্যাদি উপহার দিয়েছি, কিন্তু আপনারা তা নিলেন না কেন?

স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রাজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতিই স্নাতকের ব্রত নিয়ে মালায়াদি ধারণ করতে পারে। আমরা ক্ষত্রিয় সেজন্য আমাদের বাক্যবল বেশী নেই, যদি চান তো বাহুবল দেখাতে পারি। বদ্বন্দ্বিমান লোকে অম্বার দিয়ে শত্রুর গৃহে এবং স্ত্রীর দিয়ে মিত্রের গৃহে বার। আমরা কোনও প্রয়োজনে এখানে এসেছি, আপনি আমাদের শত্রু সেজন্য আপনার প্রস্তুত অর্ঘ্য আমরা নিতে পারি না। জরাসন্ধ বললেন, আপনাদের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করেছি এমন মনে পড়ে না। আমি নিরপরাধ, তবে আমাকে শত্রু বলছেন কেন?

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের নেতৃস্থানীয় কোনও এক ব্যক্তির আদেশে আমরা তোমাকে শাসন করতে এসেছি। তুমি বহু ক্ষত্রিয়কে অবরুদ্ধ করে রেখেছ।

(১) বিনি ব্রহ্মচর্য সমাপনের পর স্নান করে গৃহস্থাপ্রসঙ্গে প্রবেশ করেছেন।

সংস্বেভাব রাজগণকে রুদ্ধের নিকট বলি দেবার সংকল্প করেছে। তোমার এই পাপকাৰ্য্য নিবারণ না করলে আমাদেরও পাপ হবে। আমরা ধৰ্ম্ভাচারী, ধৰ্ম্মরক্ষায় সমর্থ। মনুষ্যবলি আমরা কখনও দেখি নি, তুমি স্বয়ং ক্রিয় হলে কোন বৃদ্ধিতে ক্রিয়-গণকে মহাদেবের নিকট পশুদ্রুপে বলি দিতে চাও? ক্রিয়দের রক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাকে বধ করতে এসেছি। আমরা ব্রাহ্মণ নই, আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, এ'রা দৃজন পাণ্ডুপুত্র। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি, হয় বন্দী রাজাদের মুক্তি দাও, না হয় যমালয়ে যাও।

জরাসন্ধ বললেন, কৃষ্ণ, যাকে সবলে জয় করা হয় তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করা যেতে পারে — এই ক্রিয়ের ধৰ্ম্ম। দেবতার জন্য যাদের এনেছি ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। তোমরা কিপ্রকার যুদ্ধ চাও? বৃদ্ধিত সৈন্য নিয়ে, না তোমাদের একজন বা দৃজন বা তিনজনই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কৃষ্ণ বললেন, আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে চাও? জরাসন্ধ ভীমসেনকে নির্বাচন করলেন।

পুরুোহিত গোরোচনা মাল্য প্রভৃতি মাণ্ডল্য দ্রব্য এবং বেদনা ও মৃদু নিবারক ঔষধ নিয়ে রাজার কাছে এলেন। স্বস্তায়নের পর জরাসন্ধ কিরীট খুলে ফেলে দৃঢ়ভাবে কেশবন্ধন করে ভীমের সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের জন্য স্বস্তায়ন করলে ভীমও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। দুই যোদ্ধা বাহু ও চরণ দ্বারা পরস্পরকে বেঁটন ও আঘাত করতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় স্তম্ভনয়নে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা হস্তীর ন্যায় গর্জন করে পরস্পরের কটি স্কন্ধ পার্শ্ব ও অধোদেশে প্রহার করতে লাগলেন। বহু সহস্র ব্রাহ্মণক্রিয়াদি স্ত্রীপুত্র যুদ্ধ দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হ'ল।

কার্তিক মাসের প্রথম দিনে আরম্ভ হয়ে সেই যুদ্ধ অনাহারে অবিশ্রামে দিব্যরাত্রি চলল। চতুর্দশ দিবসে রাত্রিকালে জরাসন্ধ ক্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণ নিবৃত্ত হলেন। তখন কৃষ্ণ ভীমকে বললেন, যুদ্ধে ক্রান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়, অধিক পীড়ন করলে প্রাণহানি হয়। অতএব তুমি মৃদুভাবে বাহুদ্বারা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কর। কৃষ্ণের কথায় ভীম জরাসন্ধের দুর্বলতা বুঝলেন এবং তাঁকে বধ করার জন্য আরও সচেষ্ট হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, এই পাপী তোমার অনেক স্বজন নিহত করেছে, এ অনুগ্রহের যোগ্য নয়। কৃষ্ণ বললেন, ভীম, তোমার পিতা পবনদেবের কাছে যে দৈববল পেয়েছে সেই বল এখন দেখাও।

তখন ভীম জরাসন্ধকে দুই হাতে তুলে শতবার ঘূর্ণিত করে ভূমিতে ফেলে

নিষ্পিষ্ট করে গর্জন করতে লাগলেন এবং দুই পা ধরে টান দিয়ে তাঁর দেহ বিধা বিভক্ত করলেন। জরাসন্ধের আত্ননাদ ও ভীমের গর্জন শুনে মগধবাসীরা হস্ত হ'ল, স্ত্রীদের গর্ভপাত হ'ল। তার পর জরাসন্ধের মৃতদেহ রাজভবনের দ্বারে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন সেই রাতিতেই বন্দী রাজাদের মৃত্যু করলেন।

জরাসন্ধের দিব্যরথে রাজাদের তুলে নিয়ে তাঁরা গিরিব্রজ থেকে নিষ্কান্ত হলেন। এই রথ ইন্দ্র উপরিচর বসুকে দিয়েছিলেন, উপরিচরের কাছ থেকে বৃহদ্রথ এবং তার পর জরাসন্ধ পান। কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করলে গরুড় সেই রথের ধ্বজে বসলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং সারথি হলেন। কারামুক্ত কৃতজ্ঞ রাজারা সবিনয়ে বললেন, দেবকীনন্দন, আমরা প্রণাম করছি, আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে। যে কর্ম মানুষ্যের পক্ষে দৃষ্কর তাও আমরা করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন, যদুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করে সম্রাট হ'তে ইচ্ছা করেন, আপনারা তাঁকে সাহায্য করবেন। রাজারা সানন্দে সম্মত হলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের পুত্র সহদেব তাঁর পুরোহিত অমাত্য ও স্বজনবর্গের সঙ্গে এসে বাসুদেবকে কৃতাজ্ঞালিপুটে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর প্রদত্ত মহার্ঘ রত্নসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে যদুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। যদুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান করে তাঁদের স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণও দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

॥ দিগ্‌বিজয়পর্বাধ্যায় ॥

৬। পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয়

অর্জুন যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, ধনু অস্ত্র সহায় ভূমি যশ সবই আমরা পেয়েছি, এখন রাজকোষে ধনবৃদ্ধি করা উচিত মনে করি। অতএব আমি সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করব। যদুধিষ্ঠির সম্মতি দিলে অর্জুন ভীম সহদেব ও নকুল বিভিন্ন দিকে দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করলেন। যদুধিষ্ঠির সুহৃদগণের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে রইলেন।

অর্জুন উত্তর দিকে গিয়ে কুলিন্দ, আনর্ত, শাকলম্বীপ প্রভৃতি জয় করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর কীরাত চীন এবং সাগরতীরবাসী অন্যান্য সৈন্য নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করলেন। আট দিন

পরেও অর্জুনকে অক্রান্ত দেখে ভগদত্ত সহাস্যে বললেন, কুরূনন্দন, তোমার বল ইন্দ্রপুত্রেরই উপযুক্ত। আমি ইন্দ্রের সখা, তথাপি যুদ্ধে তোমার সঙ্গ পাবারি না। পুত্র, তুমি কি চাও বল। অর্জুন বললেন, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সম্রাট হ'তে ইচ্ছা করেন, আপনি প্রীতিপূর্বক তাঁকে কর দিন। ভগদত্ত সম্মত হ'লে অর্জুন কুবেররক্ষিত উত্তর পর্বতের রাজ্যসমূহ, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, ত্রিগর্ত, সিংহপুত্র, সুহ্ম, চোল, দেশ, বাহ্লীক, কম্বোজ, দরদ প্রভৃতি জয় করলেন। তার পর তিনি শ্বেতপর্বত অতিক্রম করে কিম্পুরুষ, হাটক ও গন্ধর্ব দেশ জয় করে হরিবর্ষে এলেন। সেখানকার মহাবল মহাকায় স্ৱারপালরা মিষ্টবাক্যে বললে, কল্যাণীয় পার্থ, নিবৃত্ত হও, এখানে প্রবেশ করলে কেউ জীবিত থাকে না। এই উত্তরকুরু দেশে যুদ্ধ হয় না, মানবদেহধারী এখানে এলে কিছই দেখতে পায় না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু চাও তো বল। অর্জুন সহাস্যে বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্রাট হবেন এই আমার ইচ্ছা। যদি এই দেশ মানবদেহের অগম্য হয় তবে আমি যেতে চাই না, তোমরা কিণ্ডু কর দাও। স্ৱারপালরা অর্জুনকে দিব্য বস্ত্র আভরণ মৃগচর্ম প্রভৃতি কর স্বরূপ দিলে। দিগ্বিজয় শেষ করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন।

ভীমসেন বিশাল সৈন্য নিয়ে পূর্বদিকে গিয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডাল, গন্ডকীয়, বিদেহ, দশার্ণ, পল্লিনন্দনগর প্রভৃতি জয় করে চৌদি দেশে উপস্থিত হলেন। চৌদিরাজ শিশুপাল ভীমের কাছে এসে কুশলপ্রশ্ন করে সহাস্যে বললেন, ব্যাপার কি? ভীম ধর্মরাজের অভীষ্ট জানালে শিশুপাল তখনই কর দিলেন। তের দিন শিশুপালের আতিথ্য ভোগ করে ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণীমান ও কোশলপতি বৃহস্বলকে পরাজিত করলেন। তার পর অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তর-সৌমক, মল্ল, মৎস্য, দরদ, বৎস, সুহ্ম প্রভৃতি দেশ জয় করে গিরিব্রজপুত্রে গেলেন এবং জরাসন্ধপুত্র সহদেবের নিকট কর নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্ণের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। কর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর পুণ্ড্রদেশের রাজা মহাবল বাসুদেব এবং কৌশিকী নদীর তীরবাসী রাজাকে পরাস্ত করে বঙ্গ, তুঙ্গবিল্লাস, কবর্ত, সুহ্ম, এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ও পূর্বসাগরের তীরবর্তী স্লেচ্ছ দেশ জয় করে বহু ধনরত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে শুরসেন ও মৎস্য দেশের রাজা, কুন্তিভোজ, অবন্তি ও ভোজকট দেশের রাজা দুর্ধর্ষ ভীষ্মক ও পাণ্ডুরাজ প্রভৃতিকে পরাস্ত করে কীষ্কিন্ধ্যায় গেলেন এবং বানররাজ মৈন্দ ও শ্বিবিদকে বশীভূত করলেন। তার পর তিনি মাহিষ্মতী পুত্রীতে গেলেন। সেখানকার রাজা নীলকে স্বয়ং অগ্নিদেব

সাহায্য করতেন সেজন্য সহদেবের প্রচুর সৈন্যকর এবং প্রাণসংশয় হ'ল। মাহিষ্মতী-বাসীরা ভগবান অগ্নিকে পারদায়িক বলত। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে অগ্নি নীল রাজার সুন্দরী কন্যার সহিত বিহার করছিলেন, রাজা তা জানতে পেরে অগ্নিকে শাসন করলেন। অগ্নির কোপে রাজ্যভবন জ্বলে উঠল, তখন রাজা অগ্নিকে প্রসন্ন করে কন্যাদান করলেন। সেই অবাধ অগ্নিদেব রাজার সহায় হলেন। অগ্নির বরে মাহিষ্মতীর নারীরা স্বেয়শ্রী ছিল, তাদের বারণ করা যেত না। সহদেব বহু স্তুতি করলে অগ্নি তুষ্ট হলেন, তখন অগ্নির আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কর দিলেন। সহদেব ত্রিপুর, পোরব, সুব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি দেশ জয় করে ভোজকট নগরে গিয়ে কৃষ্ণের শ্বশুর ভীষ্মক রাজার নিকট কর আদায় করলেন। তার পর তিনি কর্ণপ্রাচীর (১) গণ, কালমুখ নামক নররাক্ষসগণ, একপাদ পুরুষগণ প্রভৃতিকে জয় করে কেবল দত্ত পাঠিয়ে পাণ্ডা, দ্রুপদ, উদ্র, কেরল, অম্ব, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ থেকে কর আদায় করলেন। ধর্মাস্ত্রা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার করে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ ও মহার্ব বস্ত্র উপহার পাঠালেন। এইরূপে বল ও সামর্থ্যের প্ররোণে সকল রাজাকে করদ করে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে ধর্মরাজকে সমস্ত ধন নিবেদন করলেন।

নকুল পশ্চিম দিকে গিয়ে শৈরীষক, মহোথ, দশার্ণ, ত্রিগর্ত, মালব, পণ্ডনদ প্রদেশ, ম্বারপালপুর প্রভৃতি জয় করলেন। তিনি দত্ত পাঠালে যাদবগণসহ কৃষ্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর নকুল মদ্ররাজপুর শাকলে গিয়ে মাতুল শল্যের নিকট প্রচুর ধনরত্ন আদায় করলেন এবং স্মারতীরবতী স্লেচ্ছ পহ্লব ও বর্বরগণকে জয় করে দশ হাজার উষ্ট্রে ধন বোঝাই করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

॥ রাজসূয়িকপর্বখ্যায় ॥

৭। রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ

রাজা যজ্ঞার্থীর ধনাগারে ও শস্যাগারে সঞ্চিত বস্তুর পরিমাণ জেনে রাজসূয় যজ্ঞে উদ্ভোগী হলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসায় যজ্ঞার্থীর তাঁকে সংবর্ধনা করে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার প্রসাদেই এই পৃথিবী আমার বেশে এসেছে এবং আমি বহু ধনের অধিকারী হয়েছি। এখন আমি তোমার ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি, তুমি অনর্ঘ্য দাও; অথবা তুমি নিজেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত

হও। কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনিই সম্রাট হবার যোগ্য, অতএব নিজের এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, তাতেই আমরা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপনি আমাদের যে কার্যে নিযুক্ত করবেন আমি তাই করব।

যুধিষ্ঠির তাঁর প্রাতাদের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ঋষিকদের নিয়ে এলেন। সুসাম্য উদ্‌গাতা হলেন, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্ষ্য, ধোম্য ও পৈল হোতা, এবং স্বয়ং ব্যাস ব্রহ্মা (১) হলেন। শিল্পিগণ বিশাল গৃহ-সমূহ নির্মাণ করলেন। সমুদ্রের নিমন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক দ্রুত পাঠালেন। তার পর যথাকালে বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। নানা দেশ থেকে আগত ব্রাহ্মণরা তাঁদের জন্য নির্মিত আবাসে রাজ্যের অর্তিধি হয়ে রইলেন। তাঁরা বহুপ্রকার আখ্যায়িকা বলে এবং নট-নর্তকদের নৃত্যগীত উপভোগ করে কালযাপন করতে লাগলেন। সর্বদাই দীর্ঘতাম্‌ ভূজ্যাতাম্‌ ধনি শোনা যেতে লাগল। যুধিষ্ঠির তাঁদের শতসহস্র খেদু, শয্যা স্বর্ণ ও দাসী দান করলেন।

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর দুর্যোধনাদি দ্রোণ কৃপ অশ্বখামা, গান্ধার রাজ সুবল, তাঁর পুত্র শকুনি, রথিক্রেষ্ঠ কর্ণ, মহারাজ শল্য, বাহম্রীকরাজ, সোমদত্ত, ভূরিপ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সপুত্র দুঃপদ, শাম্বরাজ, সাগরতীরবাসী সেনজ্ঞগণের সহিত প্রাগ-জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত, বৃহস্বল রাজা, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গ কলিঙ্গ মালব অন্ত্র দ্রাবিড় সিংহল কাম্বীর প্রভৃতি দেশের রাজা, কুন্ডিভোজ, সপুত্র বিরাট রাজা, চৌদ্ররাজ মহাবীর শিশুপাল, বলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন শাম্ব প্রভৃতি বৃক্কিবংশীয় বীরগণ, সকলেই রাজসূয় বস্ত্র দেখতে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন এবং তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে সন্নিবেশিত বাস করতে লাগলেন।

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনকে অভিষেক করে যুধিষ্ঠির বললেন, এই যজ্ঞে আপনারা সর্বাধিক আমাকে অনুগ্রহ করুন। তার পর তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্যবিভাগ করে দিলেন।—দুঃশাসন খাদ্যদ্রব্যের ভার নেবেন, অশ্বখামা ব্রাহ্মণগণকে সংবর্ধনা করবেন, সঞ্জয় (২) রাজাদের সেবা করবেন, কোনও কার্য করা হবে কি হবে না তা ভীষ্ম ও দ্রোণ স্থির করবেন, কৃপ ধনসংগ্রহ করার নেবেন এবং দক্ষিণা দেবেন। বাহম্রীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভুর ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর ব্যয়ের ভার নিলেন, দুর্যোধন উপহার দিয়া (৩) গ্রহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের ইচ্ছার কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণদের চরণ

(১) ঋষিক বিশেষ। (২) ধৃতরাষ্ট্রের সারথি। (৩) উপহারের বিবরণ

১০-পারিচ্ছেদে আছে।

প্রকালমে নিযুক্ত হলেন। যারা যুধিষ্ঠিরের সভায় এসেছিলেন তাঁদের কেউ সহস্র মুদ্রার কম উপঢৌকন আনেন নি। নিমন্ত্রিত রাজারা স্পর্ধা করে ধনদান করতে লাগলেন বলে তাঁদের প্রদত্ত অর্থেই যজ্ঞের ব্যয়নির্বাহ হয়।

॥ অর্ঘ্যাভিহরণপর্বাধ্যায় ॥

৮। কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান

অভিষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও রাজাদের সঙ্গে নারদাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞশালায় অন্তর্গত হৈ প্রবেশ করলেন। ঋষিগণ কাবের অবকাশে গম্প করতে লাগলেন। বিতম্বাকারী শ্বিঙ্গগণ বলতে লাগলেন, এইরকম হবে, ও রকম নয়। কেউ কেউ শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে লঘু বিষয়কে গুরু এবং গুরু বিষয়কে লঘু প্রতিপাদিত করতে লাগলেন। আকাশে শেনপক্ষীরা যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করে সেইরূপ কোনও কোনও বৃক্ষিমান অপরের উক্তির নানাপ্রকার অর্থ করতে লাগলেন। কয়েকজন সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক আলাপে সানন্দে নিরত হলেন।

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সর্বদেশের কঠিনরাজগণ সমবেত হয়েছেন দেখে নারদ এইপ্রকার চিন্তা করলেন। — সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষত্রকুলে জন্মেছেন। তিনি পূর্বে দেবগণকে আদেশ দিয়েছিলেন—তোমরা পরস্পরকে বধ করে পুনর্বীর স্বর্গালোকে আসবে। ইন্দ্রাদি দেবতা যার বাহুবল আশ্রয় করেন তিনিই পৃথিবীতে অশ্বক-বৃক্ষিদের বংশ উজ্জ্বল করেছেন। অহো, এই মহাবিস্মৃত বলশালী ক্ষত্রগণকে নারায়ণ নিজেই সংহার করবেন!

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এখন রাজগণকে যথাযোগ্য অর্ঘ্য দেবার ব্যবস্থা কর। গুরু, পুরোহিত, সম্বন্ধী, স্নাতক, সুহৃৎ ও রাজা এই ছ জন অর্ঘ্যদানের যোগ্য। এরা বহুদিন পরে আমাদের কাছে এসেছেন। তুমি এঁদের প্রত্যেককেই অর্ঘ্য দিতে পার অথবা যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকে দিতে পার। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি এঁদের মধ্যে একজনের নাম করুন যিনি অর্ঘ্যদানের যোগ্য। ভীষ্ম বললেন, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে যেমন ভীষ্মক, সেইরূপ সমাগত সকল জনের মধ্যে তেজ বজ ও পরাক্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ।—

অসুখমিব সুখেষ নিবর্তিমিব বারুদা।

ভাসিতং হ্রাদিতঐশ্চিব কৃষ্ণেনদং সদো হি নঃ॥

—সূর্য যেমন অশ্বকারণ্য স্থান উদভাসিত করেন, বান্দ্র যেমন নির্বাত স্থান আহ্বাদিত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহ্বাদিত করেছেন।

ভীষ্মের জন্মতিথিতে সহদেব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যথাবিধি নিবেদন করলেন, কৃষ্ণও তা নিলেন। চৌদ্রাজ্য শিশুপাল কৃষ্ণের এই পূজা সহিতে পারলেন না, তিনি সভামতে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরকে ভৎসনা করে কৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন।

১। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা

শিশুপাল বললেন, যুধিষ্ঠির, এখানে মহামহিম রাজারা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ রাজার যোগ্য পূজা পেতে পারেন না। তোমরা বালক, সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান না, ভীষ্মেরও বদ্বিখলোপ হয়েছে। ভীষ্ম, তোমার ন্যায় ধর্মহীন লোক নিজের প্রিয়কর্ষ করতে গিয়ে সাধুজনের অবজ্ঞাভাজন হয়। কৃষ্ণ রাজা নন, তিনি তোমাদের পূজা কেন পাবেন? যদি বরোবদ্বিধকে অর্ঘ্য দিতে চাও তবে বসুদেব থাকতে তাঁর পুত্রকে দেবে কেন? যদি কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের হিতৈষী আর অনুগত মনে কর তবে দুপদ অর্ঘ্য পাবেন না কেন? যদি কৃষ্ণকে আচার্য মনে কর তবে ত্রেণকে অর্ঘ্য দিলে না কেন? যদি কৃষ্ণকে পুরোহিত ভেবে থাক তবে বৃন্দ ঐশ্বর্য রূপ থাকতে কৃষ্ণকে পূজা করলে কেন? মহারাজ যুধিষ্ঠির, মৃত্যু ব্যাধি ইচ্ছাধীন সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এখানে রয়েছেন; সর্বশাস্ত্রবিদ্যার বীর অশ্বখামা, রাজ্যের দুর্বোধন, ভরতকুলের আচার্য কৃপ, তোমার পিতা পাণ্ডুর ন্যায় গুণবান হইলেন ভীষ্মক, মদ্রাধিপ শল্য, এবং হামদস্যোর প্রিয়শিষ্য বহুবৃন্দজয়ী মহারথ কর্ণও এখানে আছেন—এঁদের কারকেও অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল না কেন? কৃষ্ণের অর্চনা করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে অপমান করবার জন্য রাজাদের কেন ডেকে আনবে? আমরা যে কর দিইছি তা যুধিষ্ঠিরের ভয়ে বা অনুময়ে নয়, লোভেও নয়। তিনি ধর্মকর্ষ করছেন, সম্রাট হতে চান, এই কারণেই দিইছি। কিন্তু এখন ইনি আমাদের গ্রাহ্য করছেন না। যে দুরাত্মা অন্যায় উপায়ে জরাসন্ধকে নিহত করেছে সেই ধর্মহীন কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের ধর্মাত্মা-খ্যাতি নষ্ট হ'ল। আর মাধব হীনবদ্বিধ পাণ্ডবরা অর্ঘ্য দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে কেন তা নিলে? কৃষ্ণ যেমন নির্জন স্থানে ঘূত পেয়ে ভোজন করে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেইরূপ পূজা পেয়ে গৌরব বোধ করছ। কুরুবংশীয়গণ তোমাকে অর্ঘ্য দিয়ে উপহাস করেছে। নপুংসকের

যেমন বিবাহ, অন্দের যেমন রূপদর্শন, রাজা না হলেও রাজযোগ্য পূজা নেওয়া তোমার পক্ষে সেইরূপ। রাজা যুধিষ্ঠির কেমন, ভীষ্ম কেমন, আর এই বাসুদেবও কেমন তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা বলে শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের আসন থেকে উঠিয়ে সদলে সভা থেকে চললেন।

যুধিষ্ঠির তখনই শিশুপালের পিছনে পিছনে গিয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, চৌদ্রাজ, তোমার কথা ন্যায়সংগত হয় নি, শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে তুমি অবজ্ঞা করতে পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃদ্ধ বহু মহাপাল রয়েছেন, তাঁরা যখন কৃষ্ণের পূজা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। কৃষ্ণকে ভীষ্ম যেমন জানেন তুমি তেমন জান না।

ভীষ্ম বললেন, যিনি সর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কৃষ্ণের পূজায় যার সম্মতি নেই সে অনন্য বা মিষ্টবাক্যের যোগ্য নয়। মহাবাহু কৃষ্ণ কেবল আমাদের অর্চনীয় নন, ইনি ত্রিলোকেরই অর্চনীয়। বহু ক্ষত্রিয়কে কৃষ্ণ যুদ্ধে জয় করেছেন, নিখিল জগৎ তাঁতে প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য বৃদ্ধ রাজারা এখানে থাকলেও আমি কৃষ্ণকেই পূজনীয় মনে করি। জন্মাবধি ইনি যা করেছেন তা আমি বহুলোকের কাছে বহুব্যাপ্ত শুনছি। এই সভায় উপস্থিত বালক বৃদ্ধ সকলকে পরীক্ষার পর কৃষ্ণের যশ শৌর্য ও জয় জেনেই আমরা তাঁকে অর্ঘ্য দিয়েছি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বলশালী, বৈশ্যদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ধনী, এবং শূদ্রদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই বৃদ্ধ রূপে গণ্য হন। দুই কারণে গোবিন্দ সকলের পূজ্য— বেদ বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং অমিত বিক্রম। নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শৌর্য শালীনতা কীর্তি, উত্তম বৃদ্ধি, বিনয় শ্রী ধৈর্য বৃদ্ধি তুষ্টি, সমস্তই কৃষ্ণে নিত্য বিদ্যমান। ইনি ঋত্বিক গুরু সম্বন্ধী স্নাতক নৃপতি সূত্র—সবই, সেজন্য আমরা এ'র পূজা করছি। কৃষ্ণই সর্বলোকের উপাস্ত ও বিনাশের কারণ, ইনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, এই অর্বাচীন শিশুপাল তা বোঝে না তাই অমন কথা বলেছে। সে যদি মনে করে যে কৃষ্ণের পূজা অন্যায়, তবে যা ইচ্ছা করুক।

সহদেব বললেন, যিনি কেশীকে নিহত করেছেন, যার পরাক্রম অপ্রমেয়, সেই কেশবকে আমি পূজা করছি। ওহে নৃপগণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সহিতে পারবে না তার মাথায় আমি পা রাখছি। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আমি নিশ্চয় বধ করব। রাজাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধিমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃষ্ণই

অর্ঘ্যদানের বোগা। সহদেব তাঁর পা তুলে দেখালেও সম্ভ্রান্ত মানী বলশালী রাজারা কিছু বললেন না। সহদেবের মাথায় পদ্মপর্বাণ্ট হ'ল, 'সাধু সাধু' এই দৈববাণী শোনা গেল। ভূতভবিষ্যদ্বক্তা সর্বলোকজ্ঞ নারদ বললেন, কমলপদ্মাকৃষ্ণকে যারা অর্চনা করে না তারা জীবন্ত, তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলা উচিত নয়।

তার পর সহদেব পূজার্থ সকলকে পূজা ক'রে অর্ঘ্যদান কার্য শেষ করলেন। কৃষ্ণের পূজা হয়ে গেলে শিশুপাল ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে রাজাদের বললেন, আমি আপনাদের সেনাপতি, আদেশ দিন, আমি বৃষ্ণি আর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। শিশুপাল-প্রমুখ সকল রাজাই ক্রোধে আরক্তবদন হয়ে বলতে লাগলেন, যুদ্ধার্থের অভিষেক আর বাসুদেবের পূজা যাতে পণ্ড হয় তাই আমাদের করতে হবে। তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে ক'রে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হলেন। সমুদ্রগণ বারণ করলে তাঁরা গর্জন ক'রে উঠলেন, মাংসের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে সিংহ যেমন করে। কৃষ্ণ বুঝলেন যে এই বিশাল নৃপতিসংঘ যুদ্ধের জন্য মূঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

॥ শিশুপালবধপর্বাধ্যায় ॥

১০। যজ্ঞসভার বাগ্‌বৃন্দ

যুদ্ধার্থের ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, এই বিশাল রাজসমূহ ক্রোধে বিচলিত হয়েছে, যাতে যজ্ঞের বিষয় না হয় এবং আমাদের মঙ্গল হয় তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, ভয় পেয়ো না, কুকুরের দল যেমন প্রসূত সিংহের নিকটে এসে ডাকে, এই রাজারাও তেমনি কৃষ্ণের নিকট চিৎকার করছে। অল্পবৃন্দ শিশুপাল সকল রাজাকেই সমালম্বে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে। নরবাঘ কৃষ্ণ যাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন তার এইপ্রকার বৃন্দসংগ্রহ ঘটে।

শিশুপাল বললেন, কুলাঙ্গার ভীষ্ম, তুমি বৃন্দ হয়ে রাজাদের বিভীষিকা দেখাচ্ছ, তোমার লজ্জা নেই? বৃন্দ নৌকা যেমন অন্য নৌকার অনুসরণ করে, এক বৃন্দ যেমন অন্য বৃন্দের পিছনে যায়, কৌরবগণও সেইরূপ তোমার অনুসরণ করছে। তুমি জ্ঞানবৃন্দ হয়ে একজন গোপের স্তব করতে চাও! বাল্যকলে কৃষ্ণ পদতাকে বধ করেছিল, বৃন্দে অক্ষয় অশ্বাসুর আর বৃষভাসুরকে মেরেছিল,

একটা অচেতন কাষ্ঠময় শকট পা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—এতে আশ্চর্য কি আছে? সন্তাহকাল গোবর্ধন ধারণ করেছিল বা একটা উইচিবি মাঠ, তাও বিচিত্র নয়। একদিন কৃষ্ণ পর্বতের উপর খেলা করতে করতে প্রচুর অন্ন খেয়েছিল, তাও আশ্চর্য নয়; যে কংসের অন্ন কৃষ্ণ খেত তাকেই সে হত্যা করেছে এইটাই পরমাশ্চর্য। ধার্মিক সাধুরা বলেন, শ্রী গো ব্রাহ্মণ অমমদাতা আর আশ্রয়দাতার উপর অস্বাধাত করবে না। এই কৃষ্ণ গোহত্যা ও শ্রীহত্যা করেছে, আর তোমার উপদেশে তাকেই পূজা করা হয়েছে! তুমি বলেছ, কৃষ্ণ বদ্বীপমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ জগতের প্রভু; কৃষ্ণও তাই ভাবে। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, তুমি নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে কর, তবে অন্য পুরুষে অনুরক্তা কাশীরাজকন্যা অশ্বাকে হরণ করেছিলে কেন? তুমি প্রাজ্ঞ তাই তোমারই সম্মুখে অন্য একজন তোমার শ্রাদ্ধকারীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন! তোমার কোন ধর্ম আছে? তোমার ব্রহ্মচর্য ও মিথ্যা, মোহবশে বা ক্রীবন্ধের জন্য তুমি ব্রহ্মচারী হয়েছ। নিঃসন্তানের বস্ত্র দান উপবাস সবই ব্যর্থ। একটি প্রাচীন উপাখ্যান শোন। — এক বৃদ্ধ হংস সমুদ্রতীরে বাস করত, সে যুগে ধর্মকথা বলত কিন্তু তার স্বভাব অনাধি ছিল। সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বস্ত্রত, ধর্মচরণ কর, অধর্ম করো না। জলচর পক্ষীর সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাকে দিত এবং তার কাছে নিজেদের ডিম রেখে চলেত বেত। সেই পাপী হংস সদিবশা পেলেই ডিমগুলি খেয়ে ফেলত। অবশেষে জানতে পেরে পক্ষীরা সেই মিথ্যাচারী হংসকে ঘেরে ফেললে। ভীষ্ম, এই বৃদ্ধ রাজারা তোমাকেও সেই হংসের ন্যায় বধ করবেন।

তার পর শিশুপাল বললেন, মহাবল জরাসন্ধ রাজা আমার অস্তিত্বের সন্ধানের পাত ছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে দাস গণ্য করতেন তাই তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেন নি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অশ্বার দিয়ে গিরিবজ্রপদে প্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণভক্ত জরাসন্ধ কৃষ্ণ আর ভীষ্মদ্বন্দ্বকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তা নেয় নি। যুধিষ্ঠী, কৃষ্ণ যদি জগৎকর্তাই হন তবে নিজেকে পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ মনে করে না কেন?

শিশুপালের কথা শুনে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁর স্বভাবত আরত পশুপলাশবর্ষ নয়ন বজ্রবর্ষ হল। তিনি ওষ্ঠ দংশন করে সবেগে আসন থেকে উঠলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে ধরে নিরস্ত করলেন। শিশুপাল হেসে বললেন, ভীষ্ম, ওকে ছেড়ে দাও, রাজারা দেখুন ও আমার ভেজ পতঙ্গবৎ দম্ব হবে। ভীষ্ম বললেন, এই শিশুপাল তিন চক্র আর চার হাত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল

এবং জন্মকালে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করেছিল। এর মাতা পিতা প্রভৃতি ভয় পেয়ে একে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হ'ল—রাজা, তোমার পুত্রটিকে পালন কর, এর মৃত্যুকাল এখনও আসে নি, যদিও এর হস্তা জন্মগ্রহণ করেছেন। শিশুপালের জননী নমস্কার করে বললেন, আপনি দেবতা বা অন্য ষাই হ'ন, বলুন কার হাতে এর মৃত্যু হবে। পদন্বার দৈববাণী হ'ল—যিনি কোলে নিলে এর অতিরিক্ত দুই হাত খসে যাবে এবং ষাঁকে দেখে এর তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হবে তিনিই এর মৃত্যুর কারণ হবেন। চৌদিরাজের অনুরোধে বহু সহস্র রাজা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। কিছুকাল পরে বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের পিতৃস্বসা (চৌদিরাজ দমঘোষের মহিষী) কে দেখতে এলেন। রাজমহিষী কুশলপ্রশ্নাদি করে শিশুটিকে কৃষ্ণের কোলে দিলেন, তৎক্ষণাৎ তার অতিরিক্ত দুই বাহু খসে গেল, তৃতীয় চক্ষু ললাটে নির্মলিত হ'ল। মহিষী বললেন, কৃষ্ণ, আমি ভয়ানক হয়েছি, তুমি বর দাও যে শিশুপালের অপরাধ ক্ষমা করবে। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, দেবী, ভয় নেই, আমি এর একশত অপরাধ ক্ষমা করব। ভীষ্ম, এই মন্দমতি শিশুপাল গোবিন্দের বরে দর্পিত হয়েছে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। এই বৃষ্টি এর নিজের নয়, জগন্স্বামী কৃষ্ণের প্রেরণাতেই এমন করছে।

শিশুপাল বললেন, ভীষ্ম, যদি সত্য ক'রেই আনন্দ পাও তবে বাহ্যিক-রাজ, মহাবীর কণ, অশ্বখামা দ্রোণ জয়দ্রথ কৃপ ভীষ্মক শল্য প্রভৃতির স্তব কর না কেন? হিমালয়ের পরপারে কুলিঙ্গ পাক্ষী থাকে, সে সত্য এই লক্ষ করে—‘মা সাহসম্’, সাহস ক'রো না, অথচ সে নিজে সিংহের দাঁতের ফাঁক থেকে মাংস খায়, সে জানে না যে সিংহের ইচ্ছাতেই সে বেঁচে আছে। তুমিও সেইরূপ এই ভূপতিদের ইচ্ছার বেঁচে আছ।

ভীষ্ম বললেন, চৌদিরাজ, যাদের ইচ্ছার আমি বেঁচে আছি সেই রাজাদের আমি ভুগভুলাও জ্ঞান করি না। ভীষ্মের কথার কেউ হাসলেন, কেউ গালি দিলেন, কেউ বললেন, একে পুড়িয়ে মার। ভীষ্ম বললেন, উত্তি আর প্রত্যাঙ্কিতে বিবাদের শেষ হবে না। আমি তোমাদের মাথার এই পা রাখছি। যে গোবিন্দকে আমরা পূজা করেছি তিনি এখানেই রয়েছেন, মরবার জন্য যে ব্যস্ত হয়েছে সে চক্রগদাধারী কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করুক।

১১। শিশুপাল বধ — রাজসূর যজ্ঞের সমাপ্তি

শিশুপাল বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহ্বান করছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে আজ তোমাকেও বধ করব। তুমি রাজা নও, বংশের দাস, পুজার অযোগ্য। যে পাণ্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা করেছে তারাও আমার বধ্য।

কৃষ্ণ মৃদুবাক্যে সমবেত নৃপতিবৃন্দকে বললেন, রাজগণ, যাদবরা এই শিশুপালের কোনও অপকার করে নি তথাপি এ আমাদের শত্রুতা করেছে। আমরা যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যাই তখন আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র হইবেও এই নৃশংসে স্মারকা দগ্ধ করেছিল। ভোজরাজ রৈবতকে বিহার করছিলেন, তাঁর সহচরগণকে শিশুপাল হত্যা ও বধন করে নিজ রাজ্যে চলে যায়। এই পাপাত্মা আমার পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণ করেছিল। বদ্রুর ভার্যা স্মারকা থেকে সৌবীর দেশে যাচ্ছিলেন, সেই অকামা নারীকে এ হরণ করেছিল। এই নৃশংস হস্তবশে মাতুলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র করুষ রাজার জন্য হরণ করেছিল। আমার পিতৃস্বসার জন্য আমি সব সর্বোচ্চ, কিন্তু শিশুপাল আজ আপনাদের সম্মুখে আমার প্রতি যে আচরণ করলে তা আপনারা দেখলেন। এই অন্যায় আমি ক্ষমা করতে পারব না। এই মৃঢ় রুক্মিণীকে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু শত্রু যেমন বেদবাক্য শ্রুনেতে পায় না এও তেমনি রুক্মিণীকে পায় নি।

বাসুদেবের কথা শ্রুনে রাজারা শিশুপালের নিন্দা করতে লাগলেন। শিশুপাল উচ্চ হাস্য করে বললেন, কৃষ্ণ, পূর্বে রুক্মিণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইছিল এই কথা এখানে বলতে তোমার লজ্জা হ'ল না? নিজের স্ত্রী অন্যপূর্বা ছিল এই কথা তুমি ভিন্ন আর কে সভায় প্রকাশ করতে পারে? তুমি ক্ষমা কর বা না কর, ক্রোধ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমার কি করতে পার?

তখন ভগবান মধুসূদন চক্র ম্বারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করলেন, বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় মহাবাহু শিশুপাল ভূপতিত হলেন। রাজারা দেখলেন, আকাশ থেকে সূর্যের ন্যায় একটি উজ্জ্বল তেজঃ শিশুপালের দেহ থেকে নির্গত হ'ল এত কমলপত্রাকৃ কৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর দেহে প্রবেশ করলে। বিনা মেঘে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হ'ল, বসুন্ধরা কেঁপে উঠলেন, রাজারা কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন কিন্তু তাঁদের বাকস্বার্থিত হ'ল না। কেউ ক্রোধে হস্তপেষণ ও ওষ্ঠদংশন করলেন, কেউ নিজের স্থানে গিয়ে কৃষ্ণের প্রশংসা করলেন, কেউ মধ্যস্থ

হয়ে রইলেন। মহাবিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং মহাবল নৃপতিগণ কুঙ্কের স্তুতি করতে লাগলেন। যদীশ্ঠির তাঁর প্রাত্যহসিক আজ্ঞা দিলেন যেন সমস্ত শিশুপালের সংকার করা হয়। তার পর যদীশ্ঠির ও সমবেত রাজারা শিশুপাল-পুত্রকে চৌনিরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

যদীশ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল; ভগবান শৌরি (কৃষ্ণ) শাপগর্হন চক্র ও গদা নিয়ে শেষ পর্যন্ত যজ্ঞ রক্ষা করলেন। যদীশ্ঠির অবভূথ স্নান (যজ্ঞান্ত স্নান) করলে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, ভাগ্যক্রমে আপনি সাম্রাজ্য পেয়েছেন এবং অজমীঢ় বংশের যশোবৃদ্ধি করেছেন। এই যজ্ঞে সুমহৎ ধর্মকার্য করা হয়েছে, আমরাও সব প্রকারে সংকৃত হয়েছি। এখন আজ্ঞা করুন আমরা নিজ নিজ রাজ্যে যাব। যদীশ্ঠিরের আদেশে তাঁর প্রাতারা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রধান প্রধান রাজাদের অনুগমন করলেন। কৃষ্ণ বিদায় চাইলে যদীশ্ঠির বললেন, গোবিন্দ, তোমার প্রসাদেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে, সমগ্র ক্ষত্রিয়মণ্ডল আমার বশে এসেছে। কি বলে তোমাকে বিদায় দেব? তোমার অভাবে আমি স্বেচ্ছা পাব না। তার পর সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে মিস্টব্যাকো তুষ্ট করে কৃষ্ণ মেঘবর্ণ গরুড়ধ্বজ রথে স্বেচ্ছাকার প্রস্থান করলেন।

॥ দ্যুতপর্বাধ্যায় ॥

১২। দুর্যোধনের দূঃখ — শকুনির মন্ত্রণা

ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে শকুনির সঙ্গে দুর্যোধন পাণ্ডবসভার সমস্ত ঐশ্বর্য ক্রমে ক্রমে দেখলেন। স্ফটিকময় এক স্থানে জল আছে মনে করে তিনি পরিধের বস্ত্র টেনে তুললেন, পরে ভ্রম বৃদ্ধিতে পেয়ে লক্ষ্যায় বিব্রত হলেন। আর এক স্থানে পদ্মশোভিত সরোবর ছিল, স্ফটিকনির্মিত মনে করে দুর্যোধন চলতে গিয়ে তাতে পড়ে গেলেন, ফুটারা হেসে তাঁকে অন্য বস্ত্র এনে দিলে। তিনি বস্ত্র পরিবর্তন করে এলে ভীষ্মজর্দন প্রভৃতিও হাসলেন, দুর্যোধন ক্রোধে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। অন্য এক স্থানে তিনি স্নান আছে মনে করে স্ফটিকময় প্রাচীরের ভিত্তির দিকে বেতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আর এক স্থানে কপাট আছে ভেবে ঠেলতে গিয়ে সম্মুখে পড়ে গেলেন, এবং অন্যত্র স্নান থোলা থাকলেও বস্ত্র আছে ভেবে ফিরে এলেন। এইরূপ নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হয়ে তিনি অপ্রসন্নমনে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

শকুনি জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্যোধন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ কেন? দুর্যোধন বললেন, মাভুল, অর্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধাধিকারের বশে এসেছে এবং তার রাজসূর্য বজ্রও সম্পন্ন হয়েছে দেখে আমি ইব্বার দিব্যারাম দণ্ড হাঁছি। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলেন, কিন্তু এমন কোনও পুরুষ ছিল না যে তার পোধ নেন। বৈশ্য যেমন কর দেয় সেইরূপ রাজারা বিবিধ রত্ন এনে যুদ্ধাধিকারকে উপহার দিয়েছেন। আমি অগ্নিপ্রবেশ করব, বিব খাব, জলে ডুবব, জীবনধারণ করতে পারব না। যদি পাণ্ডবদের সম্মুখি দেখে সহ্য করি তবে আমি পুরুষ নই, স্ত্রী নই, ক্রীতবৎ নই। তাদের রাজপুত্রী আমি একাকী আহরণ করতে পারব না, আমার সহায়ও দেখাছি না, তাই মৃত্যুচিন্তা করছি। পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য আমি পূর্বে বহু বন্ধ করেছি, কিন্তু তারা সবই অতিক্রম করেছে। পুরুষকারের চেয়ে দৈবই প্রবল, তাই আমরা ক্রমশ হীন হচ্ছি আর পাণ্ডবরা বৃষ্টি পাচ্ছে। মাভুল, আমারে মরতে দিন, আমার দুঃখের কথা পিতাকে জানানবেন।

শকুনি বললেন, যুদ্ধাধিকারের প্রতি ক্রোধ করা তোমার উচিত নয়, পাণ্ডবরা নিজেদের ভাগ্যফলই ভোগ করছে। তারা পৈতৃক রাজ্যের অংশই পেয়েছে এবং নিজের শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাতে তোমার দুঃখ হচ্ছে কেন? ধনজয় অগ্নিকে ভূষ্ঠ করে গান্ধীব ধনু, দুই অক্ষর তুণীর আর ভরংকর অস্ত্র সকল পেয়েছে, সে তার কার্যকর আর বাহুর বলে রাজাদের বশে এনেছে, তাতে খেদের কি আছে? মর দানকে দিয়ে সে সভা করিয়েছে, কিংকর নামক রাজসূর্য সেই সভা বন্ধ করে, তাতেই বা তোমার দুঃখ হবে কেন? তুমি অসহায় নও, তোমার প্রাতারা আছেন, মহাধনুর্ধর শ্রোণ, অশ্বখায়া, সুভদ্রের কণ, কৃপাচার্য, আমি ও আমার প্রাতারা, আর রাজা সৌরভন্ত—এঁদের সঙ্গে মিলে তুমি সমগ্র বন্দুকেরা জয় করতে পার।

দুর্যোধন বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আপনাদের সাহায্যে আমি পৃথিবী ঘর করব, সকল রাজা আমার বশে আসবে, পাণ্ডবসভাও আমার হবে। শকুনি বললেন, পশুপাণ্ডব, বাসুদেব এবং সপ্তর্ষি চন্দ্রপদ—দেবভার্য ও এঁদের হাঠাতে পারেন না। যুদ্ধাধিকারকে যে উপায়ে জয় করা যায় তা আমি বলছি শোন। সে দ্যুতক্রীড়া ভালবাসে কিন্তু খেলাতে জানে না, তথাপি তাকে ডাকলে আসবেই। দ্যুতক্রীড়ার আমার তুল্য নিশ্চয় দিলোক নেই। তুমি যুদ্ধাধিকারকে আহবান কর, আমি তার রাজ্য আর রাজলক্ষ্যী জয় করে নিশ্চয় তোমাকে দেব। এখন তুমি যুদ্ধরত্নের অনুমতি নাও। দুর্যোধন বললেন, সুবলনন্দন, আপনিই তাঁকে বন্দন, আমি পারব না।

১৩। ধৃতরাষ্ট্র-শকুনি-দুর্যোধন-সংবাদ

হস্তিনাপুরে এসে শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন দূর্ভাবনার পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে, কোনও শত্রু তার এই শোকের কারণ। আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না কেন?

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন, পুত্র, তোমার শোকের কারণ কি? মহৎ ঐশ্বর্য আর রাজচ্ছত্র তোমাকে আমি দিয়েছি, তোমার ভ্রাতারা আর বন্ধুরা তোমার অহিত করেন না, তুমি উত্তম বসন পরছ, সমাংস অন্ন খাচ্ছ; উৎকৃষ্ট অশ্ব, মহাবর্ষ শয্যা, মনোরমা নারীবৃন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও বিহারস্থানও তোমার আছে; তবে তুমি দাঁনের ন্যায় শোক করছ কেন? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, পিতা, আমি কাপদ্রুমের ন্যায় ভোজন করছি, পরিধান করছি, এবং কালের পরিবর্তন প্রতীক্ষা করে দারুণ ক্রোধ পোষণ করছি। আমাদের শত্রুরা সমৃদ্ধ হচ্ছে, আমরা হীন হয়ে যাচ্ছি, এই কারণেই আমি বিবর্ণ ও কৃশ হচ্ছি। অষ্টাশি হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদের প্রত্যেকের চরিত্র দাসী যদ্যধিষ্ঠির পালন করেন। তাঁর ভবনে প্রত্যহ দশ হাজার লোক স্বর্ণপাত্রে উত্তম অন্ন খায়। বহু রাজা তাঁর কাছে কর নিয়ে এসেছিলেন এবং অনেক অশ্ব হস্তী উষ্ট্র স্ত্রী পটুবস্ত্র কম্বল প্রভৃতি উপহার দিয়েছেন। শত শত ব্রাহ্মণ কর দেবার জন্য এসেছিলেন কিন্তু নিবারণিত হয়ে স্বেচ্ছাশ্রমেই অপেক্ষা করছিলেন, অবশেষে যদ্যধিষ্ঠিরকে জানিয়ে সভায় প্রবেশ করতে পান। বহু রত্নভূষিত স্বর্ণময় কলস এবং উৎকৃষ্ট শগুণ দিয়ে বাসুদেব যদ্যধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করেছেন, তা দেখে আমার যেন জ্বর এল। প্রত্যহ এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হলে একটি শগুণ বাজত, তার শব্দ শুনে আমার রোমাঞ্চ হ'ত। যদ্যধিষ্ঠিরের তুল্য ঐশ্বর্য ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরেরও নেই। পাণ্ডুপুত্রদের সমৃদ্ধি দেখে আমি মনে মনে দংশ হচ্ছি, আমার শাস্তি নেই। মহারাজ, আমার এই অক্ষবিৎ মাতুল দ্যুতকীড়ার পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য হরণ করতে চান, আপনি অনুমতি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের উপদেশে আমি চলি, তাঁর মত নিয়ে কর্তব্য স্থির করব। তিনি দুরদর্শী, ধর্মসংগত ও উত্তম পক্ষের হিতকর উপদেশই তিনি দেবেন। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, বিদুর আপনাকে বারণ করবেন, তার ফলে আমি নিশ্চয় মরব, আপনি বিদুরকে নিয়ে সন্ধে থাকবেন। পুত্রের এই আত্ম বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, শিল্পীরা শীঘ্র একটি মনোরম বিশাল সভা নির্মাণ করুক, তার সহস্র স্তম্ভ ও শত স্তর থাকবে। তার পর

যতরাষ্ট্র দূর্বোধনকে সাস্কনা দিয়ে বললেন, পত্ন, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেয়েছ, প্রাতাদের জ্যেষ্ঠ ব'লে রাজ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তবে শোক করছ কেন?

পান্ডবসভায় তিনি কিরূপ বিড়ম্বনা আর উপহাস ভোগ করেছিলেন তা জানিয়ে দূর্বোধন বললেন, মহারাজ, যদুধিষ্ঠিরের জন্য বিভিন্ন দেশের রাজারা যে উপহার এনেছিলেন তার বিবরণ শুনুন। কাম্বোজরাজ স্বর্ণখচিত মেঘলোম-নির্মিত এবং গর্তবাসী প্রাণী ও বিড়ালের লোমনির্মিত আবরণবস্ত্র এবং উত্তম চর্ম দিয়েছেন। ত্রিগর্তরাজ বহুশত অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতর দিয়েছেন। শূদ্রেরা কার্ণাটদেশবাসিনী শতসহস্র তম্বী শ্যামা দীর্ঘকেশী দাসী দিয়েছেন। মল্লুরাজ ভগদত্ত বহু অশ্ব, লৌহময় অলংকার, এবং হস্তিদন্তের মৃদুচর্ম অসি দিয়েছেন। বিচক্র, ত্রিচক্র(১), ললাটচক্র(১), উকীষধারী, বন্দহীন, রোমশ, নরখাদক, একপাদ(১), চীন, শক, উজ্জ, বর্বর, বনবাসী, হারহুণ প্রভৃতি লোকেরা নানা দিক থেকে এসেছিল, তারা বহুক্ষণ স্মারদেশে অপেক্ষা করে তবে প্রবেশ করতে পেরেছিল। মেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তীরে যারা থাকে, সেই খস, পারদ কলিঙ্গ প্রভৃতি জাতি রাশি রাশি পিপীলিক(১) স্বর্ণ এনেছিল, পিপীলিকারা যা ভূমি থেকে তোলে। কিরাত দরদ পারদ বাহুবীক কেরল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পদ্মুজ এবং আরও বহু দেশের লোক নানাবিধ উপহার দিয়েছে। বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনের সম্মানার্থে চোন্দ হাজার উৎকৃষ্ট হস্তী দিয়েছেন। দ্রৌপদী প্রত্যহ অভূক্ত থেকে দেখতেন সভায় আগত কুঞ্জ-বামন পর্যন্ত সকলের ভোজন হয়েছে কিনা। কেবল দুই রাষ্ট্রের লোক যদুধিষ্ঠিরকে কর দেন নি — বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য পাণ্ডালগণ এবং সখিদের জন্য অশ্বক ও বৃক্ষবংশীয়গণ। রাজসূয় বজ্র করে যদুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সমৃদ্ধিলাভ করেছেন, তা দেখে আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি?

যতরাষ্ট্র বললেন, পত্ন, যদুধিষ্ঠির তোমার প্রতি বিশ্বাস করে না, তার বৈরন অর্থবল ও মিত্রবল আছে তোমারও তেমন আছে। তোমার আর পান্ডবদের একই শিতামহ। প্রাতার সম্পত্তি কেন হরণ করতে ইচ্ছা কর? যদি বজ্র করে ঐশ্বর্য লাভ করতে চাও তবে ঋষিকরা তার আয়োজন করুন। তুমি যজ্ঞে ধনদান কর, কাম্যকল্প ভোগ কর, স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার কর, কিন্তু অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হও।

দূর্বোধন বললেন, যার নিজের বুদ্ধি নেই, কেবল বহু শাস্ত্র শুনলে, সে শাস্ত্রার্থ বোঝে না, দর্বা (হাতা) যেমন সুপের (দালের) স্বাদ বোঝে না। আপনি পূরের বুদ্ধিতে চলে আমাদের ভোলাচ্ছেন কেন? বৃহস্পতি বলেছেন, রাজার আচরণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সবসময় স্বার্থচিন্তা করবেন। মহারাজ, জয়লাভই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, ধর্মার্থ বিচারের প্রয়োজন নেই। অম্বক শত্রু, অম্বক মিত্র, এরূপ কোনও লেখ্য প্রমাণ নাই, চিহ্নও নেই; যে লোক সন্তানের কারণ সেই শত্রু। জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয় না, বৃত্তি সমান হলেই শত্রুতা হয়।

শকুনি বললেন, বুদ্ধিষ্ঠিরের যে সমৃদ্ধি দেখে তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছ তা আমি দ্যুতক্রীড়ায় হরণ করব, তাকে আহ্বান কর। আমি সুদক্ষ দ্যুতজ্ঞ, সেনার সম্মুখীন না হয়ে পাশা খেলেই অস্ত্র পাণ্ডবদের জয় করব তাতে সন্দেহ নেই। পশই আমার ধন, অক্ষই আমার বাণ, ক্রোপের দক্ষতাই আমার ধনুর্গদ, আসনই আমার রথ। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি মহাত্মা বিদুরের মতে চলে থাকি, তাঁর সঙ্গে কথা বলে কর্তব্য স্থির করব। পুত্র, প্রবলের সঙ্গে কলহ করা আমার মত নয়, বলহ অলৌহময় অশ্রুস্বরূপ, তাতে বিস্তব উৎপন্ন হয়। দূর্বোধন বললেন, বিদুর আপনার বুদ্ধিহীনতা করবেন তাতে সংশয় নেই, তিনি পাণ্ডবদের হিত যেমন চান তেমন আমাদের চান না। প্রাচীন কালের লোকেরাও দ্যুতক্রীড়া করেছেন, তাতে বিপদ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। দৈব যেমন আমাদের, তেমন পাণ্ডবদেরও সহায় হতে পারেন। আপনি মাতুল শকুনির বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবদের দ্যুতসত্তায় আনবার জন্য আত্মা দিন।

ধৃতরাষ্ট্র অবশেষে অনিচ্ছায় সম্মতি দিলেন এবং সংবাদ নিয়ে জানলেন যে দ্যুতসভানির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তাঁর মধ্যমস্ত্রী বিদুরকে বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে বুদ্ধিষ্ঠিরকে ডেকে আন, তিনি প্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাদের সভা দেখুন এবং সুহৃৎভাবে দ্যুতক্রীড়া করুন। বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রশংসা করতে পারি না, দ্যুতের ফলে বংশনাশ হবে, পুত্রদের ক্ষতি কলহ হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বিদুর, দৈব যদি প্রতিকূল না হয় তবে কলহ আমাদের দূর্য দিতে পারবে না, বিধাতা সর্বজগৎ দৈবের বলে রেখেছেন। তুমি আমার আত্মা পালন কর।

১৪। যুধিষ্ঠিরদিগ্নর দ্যুতসভার আগমন

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাবশে বিদূর ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ক্ষত্ৰা (১), মনে হচ্ছে আপনার মনে সূত্ব নেই, আপনি কুশলে এসেছেন তো? বৃষ রাজার পুত্র ও প্রজারা বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনের পর বিদূর বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে এই বলেছেন।—তোমার ভ্রাতারা এখানে বে সভা নির্মাণ করেছেন তা তোমাদের সভারই তুল্য, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে এখানে এসে সদৃশভাবে দ্যুতক্রীড়া কর, আমোদ কর। তোমরা এলে আমরা সকলেই আনন্দিত হব।

যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যুত থেকে কলহ উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধিমান ব্যক্তির তা বৃদ্ধিচক্র নয়। আপনার কি মত? বিদূর বললেন, আমি জানি যে দ্যুত অনর্থের মূল, তার নিবারণের চেষ্টাও আমি করেছিলাম, তথাপি ধৃতরাষ্ট্র আমাকে পাঠিয়েছেন। যুধিষ্ঠির, তুমি বিশ্বাস, যা প্রের তাই কর। যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনির সঙ্গে খেলতে আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যখন ডেকেছেন তখন আমি নিবৃত্ত হতে পারি না।

পরদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী, ভ্রাতৃগণ ও পরিজনদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৰ্ণ কৃপ দুর্যোধন শল্য শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে গেলেন। গান্ধারী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, ধৃতরাষ্ট্রও পশুপাণ্ডবের মন্তকাষ্ট্রাণ করলেন। দ্রৌপদীর অভ্যুজ্জ্বল বেশভূষা দেখে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পাণ্ডবগণ সূত্রে ব্রাহ্মব্যাপন করে পরদিন প্রাতঃকৃত্যের পর দ্যুতসভার প্রবেশ করলেন।

শকুনি বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির, সভার সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন, এখন খেলা আরম্ভ হ'ক। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যুতক্রীড়া শঠতামর ও গাপজনক, তাতে ক্ষত্রোচিত পরাক্রম নেই, নীতিসংগতও নয়। শঠতার সৌরব নেই, শকুনি, আপনি অন্যায়ভাবে আমাদের জয় করবেন না। শকুনি বললেন, যে পুৰুষই জানে পাশা ফেললে কোন সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী বোঝে, একে যে অন্ধক্রীড়ার নিপুণ সে সমস্তই সহজে পারে। যুধিষ্ঠির, নিপুণ দ্যুতকারের হাতে বিপক্ষের পরাজয় হয়, সে কারণে আমাদেরই পরাজয়ের আশঙ্কা আছে, তথাপি আমরা খেলব। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি শঠতার দ্বারা সূত্ব বা ধন লাভ করতে

চাই না, ধৃত দ্যুতকারের শঠতা প্রশংসনীয় নয়। শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির, বেদস্ত্র ব্রাহ্মণ ও বিম্বানরাও শঠতার স্ৱারা পরস্পরকে জয় করতে চেষ্টা করেন, এপ্রকার শঠতা নিন্দনীয় নয়। তবে তোমার যদি আপত্তি বা ভয় থাকে তবে খেলো না। যুধিষ্ঠির বললেন, আহবান করলে আমি নিবৃত্ত হই না, এই আমার ব্রত। এই সভায় কার সঙ্গে আমার খেলা হবে? পণ কে দেবে? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমিই পণের জন্য ধনরত্ন দেব, আমার মাতুল শকুনি আমার হয়ে খেলবেন। যুধিষ্ঠির বললেন, একজনের পরিবর্তে অন্যের খেলা রীতিবিরুদ্ধ মনে করি। যাই হ'ক, যা ভাল বোঝ তাই কর।

১৫। দ্যুতকীড়া

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পশ্চাতে অপ্রসন্নমনে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও বিদুর সভায় এসে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর খেলা আরম্ভ হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, রাজা দুর্যোধন, সাগরের আবর্ত থেকে উৎপন্ন এই মহামূল্য মণি বা আমার স্বর্ণহারে আছে তাই আমার পণ। তোমার পণ কি? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, আমার অনেক মণি আর ধন আছে, সে সমস্তই আমার পণ। তখন শকুনি তাঁর পাশা ফেললেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই জিতলাম।

যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, আপনি কপট কীড়ায় আমার পণ জিতে নিলেন। যাই হ'ক, সহস্র সূবর্ণে পূর্ণ আমার অনেক মঞ্জুধা আছে, এবারে তাই আমার পণ। শকুনি পুনর্বার পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। তার পর যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্র রথের সমমূল্য ব্যান্ধচর্মাবৃত কিংকিণীজালমণ্ডিত সর্ব উপকরণ সমেত ওই উত্তম রথ যাতে আমি এখানে এসেছি, এবং তার কুমুদশব্দে আটটি অশ্ব আমার পণ। এই কথা শুনেই শকুনি পূর্ববৎ শঠতা অবলম্বন করে পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

তার পর যুধিষ্ঠির পর পর এইসকল পণ রাখলেন। — সাগরকারী নৃত্য-গীতাদিনিপুণা এক লক্ষ তরুণী দাসী; কর্মকুশল উকীষকুণ্ডলধারী নন্দম্ভাব এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তী; স্বর্ণযজ্ঞ ও পতাকায় শোভিত এক হাজার রথ যার প্রত্যেক রথী যুদ্ধকালে এবং অন্য কালেও সহস্র যুদ্ধা মাসিক বেতন পান; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অজ্ঞানকে যেসকল বিচিত্ররূপ অশ্ব দিয়েছিলেন; দশ হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; বাট হাজার বিশালবক্য বীর সৈনিক বাহ্য দৃশ্য পান করে এবং শালিতন্ডুলের অন্ন খায়; স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ চার শত ধনভান্ড। এ সমস্তই শকুনি শঠতার স্ৱারা জয় করলেন।

দ্যুতক্রীড়ায় এইরূপে যদ্বিধিষ্ঠিরের সর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদ্রুপ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, যদুমুখ্য ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, আমার বাকাও হয়তো আপনার অপ্রিয় হবে, তথাপি বলছি শুনুন। এই দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করেই শৃগালের ন্যায় রব করেছিল, এ ভরতবংশ ধ্বংস করবে। আপনি জানেন যে অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়গণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁদেরই নিয়োগে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন। আপনি আদেশ দিন, সবাসাচী অর্জুন দুর্যোধনকে বধ করবেন, এই পাপী নিহত হ'লে কৌরবগণ সুখী হবে। আপনি শৃগালতুল্য দুর্যোধনের বিনম্রে শাদ্দলতুল্য পাণ্ডবগণকে ক্রয় করুন। কুলরক্ষার প্রয়োজনে যদি একজনকে ত্যাগ করতে হয় তবে তাই করা উচিত; গ্রামরক্ষার জন্য কুল, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করা উচিত। দ্যুত থেকে কলহ ভেদ ও দারুণ শত্রুতা হয়, দুর্যোধন তাই সৃষ্টি করেছে। মত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভগ্ন করে, দুর্যোধন তেমন নিজের রাজ্য থেকে মঙ্গল দূর করেছে। মহারাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মন্ত্ৰণা করেছেন তা জানি। এখন আপনার দ্রাতৃপুত্র যদ্বিধিষ্ঠিরের সঙ্গে এই যে কলহ সৃষ্ট হ'ল এতে আমাদের মত নেই। হে প্রতীপ ও শান্তনুর বংশধরগণ, তোমরা আমার হিতবাক্য শোন, ঘোর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, নিবোধের অনুসরণ করে তাতে প্রবেশ করো না। এই অজাতশত্রু যদ্বিধিষ্ঠির, বৃকোদর, সবাসাচী এবং নকুল-সহদেব যখন ক্রোধ সংবরণ করতে পারবেন না তখন তুমুল যুদ্ধসাগরে ম্বাপি রূপে কোন্ পুরুষকে আশ্রয় করবে? এই পার্বতদেশবাসী শকুনি কপটদ্যুতে পটু তা আমরা জানি, ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চ'লে যাক, পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করো না।

দুর্যোধন বললেন, ক্ষমতা, আপনি সর্বদাই আমাদের নিন্দা আর মূর্খ ভাবে অবজ্ঞা করেন। আপনি নিলজ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন। নিজেকে কর্তা ভাববেন না, আমার কিসে হিত হবে তা আপনাকে জিজ্ঞাস্য করছি না। আমরা অনেক সয়েছি, আমাদের উত্তাপ্ত করবেন না। একজনই শাসনকর্তা আছেন, দ্বিতীয় নেই; যিনি গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি জলস্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি। যিনি পর্বত ও ভূমি বিদীর্ণ করেন তাঁর বুদ্ধিই মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। বলপূর্বক অন্যকে শাসন করতে

গেলেই শত্রু সৃষ্টি হয়। যে লোক শত্রুর দলভুক্ত তাকে গৃহে বাস করতে দেওয়া অনর্চিত। বিদুর, আপনি যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

বিদুর বললেন, রাজপুত্র, ষাট বৎসরের পতি যেমন কুমারীর কাম্য নয়, আমিও সেইরূপ তোমার অপ্রিয়। এর পরে যদি হিতাহিত সকল বিষয়ে নিজের মনোমত মন্ত্রণা চাও তবে স্ত্রী জড় পণ্ড ও মূঢ়দের জিজ্ঞাসা করো। প্রিয়ভাষী পাপী লোক অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয় হিতবাক্যের বস্তা আর প্রোতা দুইই দুর্লভ। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আমি সর্বদাই বিচিত্রবীর্ষের বংশধরদের যশ ও ধন কামনা করি। যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার করি, ব্রাহ্মণরা আমাকে আশীর্বাদ করুন।

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি পাণ্ডবদের বহু সম্পত্তি হেরেছ, আর যদি কিছু থাকে তো বল। যুধিষ্ঠির বললেন, সুবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই নিয়ে আমি খেলব। এই বলে পণ করলেন — অসংখ্য অশ্ব গো ছাগ মেষ এবং পর্ণাশা ও সিন্ধু নদীর পূর্বপন্থের সমস্ত সম্পত্তি; নগর, জনপদ, ব্রহ্মস্ব ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভূমি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত পুরুষ। শকুনি সবই জিতে নিলেন। তখন যুধিষ্ঠির রাজপুত্রগণের কুন্ডলাদি ভূষণ পণ করলেন এবং তাও হারলেন। তার পর তিনি বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ সিংহস্কন্ধ মহাবাহু যুধা নকুল আমার পণ। শকুনি নকুলকে এবং তার পর সহদেবকেও জয় করে বললেন, যুধিষ্ঠির, তোমার প্রিয় দুই মাদ্রীপুত্রকে আমি জিতোছি, বোধ হয় ভীম আর অর্জুন তোমার আরও প্রিয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, মূঢ়, তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মাতে চাচ্ছ। শকুনি বললেন, মন্ত লোক গর্তে পড়ে, প্রমত্ত লোক বহুভাষী হয়। তুমি রাজা এবং বয়সে বড়, তোমাকে নমস্কার করি। লোকে জুয়াখেলার সময় অনেক উৎকট কথা বলে (১)।

যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, যিনি যদুশ্বে নৌকার ন্যায় আমাদের পার করেন, যিনি শত্রুজয়ী ও বলিষ্ঠ, পণের অযোগ্য সেই রাজপুত্র অর্জুনকে পণ রাখছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছি। যুধিষ্ঠির বললেন, বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় যিনি যদুশ্বে আমাদের নেতা, যিনি তির্যকপ্রেক্ষী (২) সিংহস্কন্ধ ক্রুদ্ধস্বভাব, যার তুল্য বলবান কেউ নেই, পণের অযোগ্য সেই ভীমসেনকে পণ রাখছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছি। অবশেষে যুধিষ্ঠির নিজেকেই পণ রাখলেন এবং হারলেন।

(১) অর্থাৎ আমার কথায় রাগ করো না। (২) যার চক্ষু বা দৃষ্টি বাঁকা।

শকুনি বললেন, রাজা, কিছ্র ধন অবশিষ্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয়া পাণ্ডালী এখনও বিজিত হন নি, তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মত্ত কর। যদুধিষ্ঠির বললেন, যিনি অতিথব্রা বা অতি-কৃষ্ণা নন, কৃষ্ণা বা রক্তবর্ণা নন, যিনি কৃষ্ণকুণ্ডিতকেশী, পদ্মপলাশাক্ষী, পদ্মগন্ধা, রূপে লক্ষ্মীসমা, সর্বগুণাম্বিতা, প্রিয়ংবদা, সেই দ্রৌপদীকে পণ রাখছি।

ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনে সভা বিক্ষুব্ধ হ'ল, বৃদ্ধগণ ধিক ধিক বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি ঘর্মাক্ত হলেন, বিদুর মাথায় হাত দিয়ে মোহমত্তের ন্যায় অধোবদনে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র মনোভাব গোপন করতে পারলেন না, হৃষ্ট হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিতলে, কি জিতলে? কর্ণ দংশাসন প্রভৃতি আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চক্ষু থেকে অশ্রুপাত হ'ল। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছি।

দুর্যোধন বিদুরকে বললেন, পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদীকে নিয়ে আসুন, সেই অপদৃশ্যশীলা অন্য দাসীদের সঙ্গে গৃহমার্জনা করুক। বিদুর বললেন, তোমার মতন লোকেই এমন কথা বলতে পারে। কৃষ্ণা দাসী হ'তে পারেন না, কারণ তাঁকে পণ রাখবার সময় যদুধিষ্ঠিরের স্বামিহু ছিল না। মদুর্খ, মহাবিষ ক্রুদ্ধ সর্প তোমার মাথার উপর রয়েছে, তাদের আরও কুপিত করো না, যমালয়ে যেরো না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র নরকের ভয়ংকর দ্বারে উপস্থিত হয়েও তা বদ্বাছে না, দংশাসন প্রভৃতিও তার অন্দসরণ করছে।

১৬। দ্রৌপদীর নিগ্রহ — ভীষ্মের শপথ — ধৃতরাষ্ট্রের বরদান

দুর্যোধন তাঁর এক অনুচরকে বললেন, প্রাতিকামী, তুমি দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এস, তোমার কোনও ভয় নেই। সূতবংশীয় প্রাতিকামী দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললে, যাজ্ঞসেনী, যদুধিষ্ঠির দ্যুতসভায় ভীষ্মজর্ন-নকুল-সহদেবকে এবং নিজেকে পণ রেখে হেরে গেছেন। আপনাকেও তিনি পণ রেখেছিলেন, দুর্যোধন আপনাকে জয় করেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। দ্রৌপদী বললেন, সূতপুত্র, তুমি দ্যুতকার যদুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করে এস — তিনি আমাকে নিজেকে না আমাকে হেরেছিলেন?

প্রাতিকামী সভায় এসে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানালে যদুধিষ্ঠির প্রাণহীন ন্যায় বসে রইলেন, কিছ্রই উত্তর দিলেন না। দুর্যোধন বললেন, পাণ্ডালী নিজেই এখানে এসে প্রশ্ন করুন। প্রাতিকামী আবার গেলে দ্রৌপদী বললেন, তুমি ধর্মাত্মা নীতিমান

সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্ম্মানুসারে আমার কর্তব্য কি। তাঁরা যা বলবেন আমি তাই করব। প্রাতিকামী সভায় ফিরে এসে দ্রোপদীর প্রশ্ন জানালে সকলে অধোমুখে নীরবে রইলেন। এই সময়ে যদ্যধিষ্ঠির একজন বিশ্বস্ত দূতকে দিয়ে দ্রোপদীকে বলে পাঠালেন, পাণ্ডালী, তুমি এখন রজস্বলা একবস্ত্রা, এই অবস্থাতেই কাঁদতে কাঁদতে সভায় এসে শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াও।

দুর্যোধন পুনর্বার প্রাতিকামীকে বললেন, দ্রোপদীকে নিয়ে এস। প্রাতি-
কামী ভীত হয়ে গেল, তাকে কি বলব? দুর্যোধন বললেন, এই সূতপুত্র ভীমের
ভয়ে উদ্বেগিত হয়েছে। দুর্যোধন, তুমি নিজে দ্রোপদীকে ধরে নিয়ে এস। দুর্যোধন
দ্রোপদীর কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্ডালী, তুমি বিজিত হয়েছে, লজ্জা ত্যাগ করে
দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা কর, কোরবগণকে ভজনা কর। দ্রোপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে
ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীদের কাছে চললেন, কিন্তু দুর্যোধন তর্জন করে তাঁর কেশ ধরলেন
যে কেশ রাজস্বয় যজ্ঞের মন্ত্রপুত্র জলে সিন্ধু হয়েছিল। দুর্যোধনের আকর্ষণে
নতদেহ হয়ে দ্রোপদী বললেন, মন্দবৃদ্ধি অনার্য, আমি একবস্ত্রা রজস্বলা, আমাকে
সভায় নিয়ে যোয়ো না। দুর্যোধন বললেন, তুমি রজস্বলা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা
যাই হও, দ্রুতে বিজিত হয়ে দাসী হয়েছে, আমাদের ভজনা কর।

বিস্মিতকেশে অর্ধস্থলিতবসনে দ্রোপদী সভায় আনীত হলেন। লজ্জায়
ও ক্রোধে দগ্ধ হয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, দুর্যোধন, ইন্দ্রাদি দেবগণও যদি তোমার
সহায় হন তথাপি পাণ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এই কুরুবীর্যবাহুর মধ্যে
আমাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না! ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আর
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্ম্মচার কি দেখতে
পাচ্ছেন না? ধিক, ভরতবংশের ধর্ম্ম আর চরিত্র নষ্ট হয়েছে, এই সভায় কোরবগণ
কুলধর্ম্মের মর্যাদালঙ্ঘন নীরবে দেখছেন! দ্রোপদী কুরুবংশের এইরূপে বিলাপ করে
বক্তনয়নে পতিদের দিকে তাকাচ্ছেন দেখে দুর্যোধন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে হেঁসে
বললেন, দাসী! কণ্ঠ হেঁসে উঠে উঠে হাস্য করলেন, শকুনিও অনুমোদন করলেন।

সভাস্থ আর সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ভীষ্ম বললেন, ভাগ্যবতী,
ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি সুক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।
যদ্যধিষ্ঠির সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ করেন না, তিনিই বলেছেন— আমি বিজিত
হয়েছি। দ্রুতক্রীড়ায় শকুনি অশ্বিনী, তাঁর জন্যই যদ্যধিষ্ঠিরের খেলবার ইচ্ছা হয়ে-
ছিল। শকুনি শঠতা অবলম্বন করেছেন যদ্যধিষ্ঠির এমন মনে করেন না। দ্রোপদী
বললেন, যদ্যধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত দ্রুত শঠ লোকে তাঁকে এই সভায়

আহ্বান করেছে। তাঁর খেলতে ইচ্ছা হয়েছিল কেন বলছেন? তিনি শত্রুস্বভাব, প্রথমে শঠতা ব্ধিতে পারেন নি তাই পরাজিত হয়েছেন, পরে ব্ধিতে পেরেছেন। এই সভায় কুরুবংশীয়গণ রয়েছেন, এঁরা কন্যা ও পুত্রবধূদের অভিভাবক, সদিচার ক'রে বলদ্বন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না।

দ্রৌপদীর অপমান দেখে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রুতকাররা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদের দয়া আছে। শত্রুরা শঠতার দ্বারা ধন রাজ্য এবং আমাদেরও হরণ করেছে, তাতেও আমার ক্রোধ হয় নি, কারণ আপনি এই সমস্তের প্রভু। কিন্তু পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদী এই অপমানের যোগ্য নন, হীন নৃশংস কৌরবগণ আপনার দোষেই তাঁকে ক্রেশ দিচ্ছে। আমি আপনার হস্ত দগ্ধ করব—সহদেব, অগ্নি আন।

অর্জুন ভীমকে শান্ত করলেন। দুর্যোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ সভাস্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডালী যা বললেন আপনারা তার উত্তর দিন, যদি সদিচার না করেন তবে আমাদের সদ্য নরকগতি হবে। কুরুগণের মধ্যে বৃন্দতম ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ, এঁরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন? যে সকল রাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বলদ্বন। বিকর্ণ এইরূপে বহুবার বললেও কেউ উত্তর দিলেন না। তখন হাতে হাত ঘাবে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিকর্ণ বললেন, আপনারা কিছু বলদ্বন বা না বলদ্বন, আমি যা ন্যায্য মনে করি তা বলছি। মৃগয়া মদ্যপান অশ্লীলতা এবং অধিক স্ত্রীসংসর্গ—এই চারটি রাজাদের ব্যসন। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি ধর্ম থেকে চ্যুত হয়, তার কৃত কর্মকে লোকে অকৃত বলে মনে করে। যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। কিন্তু সকল পাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী, আর যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন, অতএব দ্রৌপদী বিজিত হন নি।

সভায় মহা কোলাহল উঠল, অনেকে বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করতে লাগলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই সভার সদস্যগণ যে কিছু কলঙ্কিত হন না তার কারণ এঁরা দ্রৌপদীকে বিজিত বলেই মনে করেন। বিকর্ণ, তুমি বালক হয়ে স্থাবিরের ন্যায় কথা বলছ। নির্বোধ, তুমি ধর্ম জান না। যুধিষ্ঠির সর্বস্ব পণ করেছিলেন দ্রৌপদী তার অন্তর্গত; তিনি স্পষ্টবাক্যে দ্রৌপদীকেও পণ রেখেছিলেন, পাণ্ডবগণ তাতে আপত্তি করেন নি। আরও শোন—স্ত্রীদের এক পতিই বেদাৰ্হিত, দ্রৌপদীর অনেক পতি, অতএব এ বেশ্যা। শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত পণ্ডপাণ্ডবকে জয় করেছেন। দৃশ্যাসন, তুমি পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কর।

পাণ্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন ফেলে দিলেন। দৃঃশাসন দ্রোপদীর বস্ত্র ধরে সবলে টেনে নেবার উপক্রম করলেন। লক্ষ্মী থেকে দ্রাণ পাবার জন্য দ্রোপদী কৃষ্ণ বিকর হরিকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্ত্রের রূপ ধরে তাঁকে আবৃত করলেন। দৃঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং শত শত বসন আবির্ভূত হতে লাগল। সভায় তুমুল কোলাহল হ'ল, আশ্চর্য ঘটনা দেখে সভাস্থ রাজারা দ্রোপদীর প্রশংসা আর দৃঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন।

ক্রোধে হস্ত নিষ্পিষ্ট করে কম্পিত ওষ্ঠে ভীম উচ্চস্বরে বললেন, দ্রিগ্নয়-গণ, শোন, যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপী দূর্বোধি ভরতকুলকলঙ্ক দৃঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তপান না করি, তবে যেন পিতৃপুত্রদ্বগণের গতি না পাই। ভীমের এই লোমহর্ষকর শপথ শুনে রাজারা তাঁর প্রশংসা এবং দৃঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন। সভায় দ্রোপদীর বস্ত্র রাশীকৃত হ'ল, দৃঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে বসে পড়লেন। বিদুর বললেন, সদস্যগণ, আপনারা-রোরদ্যমানা দ্রোপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না তাতে ধর্মের হানি হচ্ছে। বিকর্ণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিয়েছে, আপনারাও দিন। সভাস্থ রাজারা উত্তর দিলেন না। কর্ণ দৃঃশাসনকে বললেন, এই কৃষ্ণ দাসীকে গৃহে নিয়ে যাও।

দ্রোপদী বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, কল্যাণী, আমি তোমাকে বলছি যে ধর্মের গতি অতি দূর্বোধ সেজন্য আমি উত্তর দিতে পারছি না। কৌরব-গণ লোভমোহপরায়ণ হয়েছে, শীঘ্রই এদের বিনাশ হবে। পাণ্ডালী, যুধিষ্ঠিরই বলুন তুমি অজিতা না জিতা। দূর্বোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অর্জুন প্রভৃতি বলুন যে যুধিষ্ঠির তোমার স্বামী নন, তিনি মিথ্যাবাদী, তা হ'লে তুমি দাসীই থেকে মৃত্যু হবে। অথবা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং বলুন তিনি তোমার স্বামী কি অস্বামী। ভীম তাঁর চন্দনচর্চিত বিশাল বাহু তুলে বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যদি আমাদের গুরু না হতেন তবে কখনই ক্ষমা করতাম না। উনি যদি আমাকে নিষ্কৃতি দেন তবে চপেটাঘাতে এই পাপী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিষ্পিষ্ট করতে পারি।

অচেতনের ন্যায় নীরব যুধিষ্ঠিরকে দূর্বোধন বললেন, ভীমর্জুন প্রভৃতি আপনার আজ্ঞাধীন, আপনিই দ্রোপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন। এই বলে দূর্বোধন কর্ণের দিকে চেয়ে একটু হেসে বসন সরিয়ে কদলীকান্ডতুল্য তাঁর বাম উরু দ্রোপদীকে দেখালেন। বৃকোদর ভীম বিস্ময়ান্বিত হয়ে বললেন, মহাযুদ্ধে তোমার ওই উরু যদি গদাঘাতে না ভাঙত তবে যেন আমার পিতৃলোকে গতি না হয়।

বিদুর বললেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহা

বিপদ হবে তা জেনে রাখ। তোমরা দ্যুতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছ, সভায় স্বীলোক এনে বিবাদ করছ। ধর্ম নষ্ট হলে সভা দূষিত হয়। যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার পূর্বে দ্রোপদীকে পণ রাখতে পারতেন, কিন্তু প্রভু হারাবার পর তা পারেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে একটা শৃগাল চিংকার করে উঠল, গর্দভ ও পক্ষীরাও ভয়ংকর রবে ডাকতে লাগল। অশুভ শব্দ শুনে বিদুর গাম্ভীর্য ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপ 'স্বস্তি স্বস্তি' বললেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মর্খ দুর্যোধন, এই কৌরবসভায় তুমি পাণ্ডবগণের ধর্মপত্নীর সঙ্গে কথা বলেছ! তুমি মরেছ। তার পর তিনি দ্রোপদীকে সাম্বনা দিয়ে বললেন, পাণ্ডালী, তুমি আমার বধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ধর্মশীলা সতী, আমার কাছে অভীষ্ট বর চাও।

দ্রোপদী বললেন, ভরতবর্ষ, এই বর দিন যেন সর্বধর্মচারী যুধিষ্ঠির দাসত্ব থেকে মুক্ত হন, আমার পুত্র প্রতীবিন্দ্যকে কেউ যেন দাসপুত্র বলে না ডাকে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কল্যাণী, যা বললে তাই হবে। তুমি দ্বিতীয় বর চাও, আমার মন বলছে একটিমাত্র বর তোমার যোগ্য নয়। দ্রোপদী বললেন, মহারাজ, ভীষ্মসেন ধনঞ্জয় আর নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পুত্রী, তাই হবে। দুটি বরও তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তৃতীয় বর চাও। দ্রোপদী বললেন মহারাজ, লোভে ধর্মনাশ হয়, আমি আর বর চাই না। এই বিধান আছে যে বৈশ্য এক বর, ক্ষত্রিয়ানী দুই বর, রাজা তিন বর এবং ব্রাহ্মণ শত বর নিতে পারেন। আমার স্বামীর দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পুণ্যকর্মের বলেই শ্রেয়োলাভ করবেন।

কর্ণ বললেন, দ্রোপদী যা করলেন কোনও নারী তা পূর্বে করেছেন এমন শুনিনি, দুর্যোধনসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণকে ইনি নৌকার ন্যায় পার করেছেন। এই কথা শুনে ভীষ্ম দূঃখিত হয়ে বললেন, মহর্ষি দেবলের মতে পুরুষের তেজ তিনটি—অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নীর অপমানে আমাদের সন্তান দূষিত হ'ল। অজুর্ন বললেন, হীন লোকে কি বলে না বলে তা নিয়ে সম্ভজনরা জল্পনা করেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নির্ভর করেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন বিতর্কে প্রয়োজন কি, মহারাজ, আমি আজই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করব, তার পর আপনি পৃথিবী শাসন করবেন।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে নিবৃত্ত করে বসিয়ে দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞালি হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ করুন এখন কি করব। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, অজাতশত্রু, তোমার গংগল হ'ক। সমস্ত ধন সমেত তোমরা নির্বিঘ্নে ফিরে যাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আমি বৃন্দ, তোমাদের

হিতকর আদেশই দিচ্ছি। তুমি ধর্মের সুক্ষ্ম গতি জান, তুমি বিনীত, বৃদ্ধদের সেবক। যাঁরা উত্তম পুরুষ তাঁরা কারও শত্রুতা করেন না, পরের দোষ না দেখে গৃহই দেখেন। এই সভায় তুমি সাধুজনোচিত আচরণ করেছ। বংশ, দুর্যোধনের নিষ্ঠুরতা মনে রেখো না। আমি তোমার শত্রুকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ অশ্ব পিতা, আমাকে আর তোমার মাতা গান্ধারীকে দেখো। তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দুই পক্ষের বলাবল জানবার জন্য আমি দ্যুতসভায় মত দিয়েছিলাম। তোমার ন্যায় শাসনকর্তা এবং বিদুরের ন্যায় মন্ত্রী থাকতে কুরুবংশীয়গণের কোনও ভয় নেই। এখন তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে যাও, ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সম্প্রীতি এবং ধর্মে মতি থাকুক।

॥ অনন্যদ্যুতপর্বাধ্যায় ॥

১৭। পুনর্বীর দ্যুতক্রীড়া

পান্ডবগণ চ'লে গেলে দুর্যোধান বললেন, আমরা অতি কষ্টে যা হস্তগত করেছিলাম বৃদ্ধ তা নষ্ট করলেন। তার পর কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা করে দুর্যোধান তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, বৃহস্পতি বলেছেন, যে শত্রু বা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধ না করেই অনিষ্ট করে তাদের সকল উপায়ে বিনষ্ট করবে। দংশনে উদ্যত সপকে কষ্টে ও পৃষ্ঠে ধারণ করে কে পরিত্যাগ করে? পিতা, বৃদ্ধ পান্ডবরা আমাদের নিঃশেষ করবে, আমরা তাদের নিগৃহীত করেছি, তারা ক্ষমা করবে না। আমরা আবার তাদের সঙ্গে খেলতে চাই। এবারে দ্যুতক্রীড়ায় এই পণ হবে— পরাজিত পক্ষ মৃগচর্ম ধারণ করে বার বৎসর মহারণ্যে বাস এবং তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। আমরা দ্যুত জয়ী হয়ে বার বৎসরে রাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হব, মিত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বৎসর পরে পান্ডবরা ফিরে এলে আমরা তাদের পরাজিত করব। ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হয়ে বললেন, পান্ডবদের শীঘ্র ফিরিয়ে আন।

জ্ঞানবতী গান্ধারী তাঁর পিতাকে বললেন, দুর্যোধান জন্মগ্ৰহণ করলে বিদুর সেই কুলাঙ্গারকে পরলোকে পাঠাতে বলেছিলেন। মহারাজ, তুমি নিজের দোষে দুর্যোধানের মন হরো না, নির্বোধ অশিষ্ট পুরুষের কথা শুনো না। পান্ডবরা শান্ত হয়েছে, আবার কেন তাদের বৃদ্ধ করছ? তুমি স্নেহবশে দুর্যোধানকে ত্যাগ করতে পার নি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমাদের বংশ নষ্টই হবে, আমি তা নিবারণ করতে পারছি না। আমার পুত্রেরা যা ইচ্ছা হয় করুক।

দুর্যোধানের দ্যুত প্রাতিকাম্যী ঘৃণার্থিত্বের কাছে গিয়ে জানালে যে ধৃতরাষ্ট্র

আবার তাঁকে দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বান করেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, বিধাতার নিয়োগ অনুসারেই জীবের শৃঙ্খলা বদলে পড়ে। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যখন ডেকেছেন তখন বিপদ হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জ্ঞানতেন যে স্বর্ণময় জন্তু অসম্ভব, তথাপি তিনি স্বর্ণময় দেখে লুপ্ত হয়েছিলেন। বিপদ আসন্ন হ'লে লোকের বুদ্ধির বিপর্যয় হয়।

যুধিষ্ঠির দ্যুতসভায় উপস্থিত হ'লে শকুনি বললেন, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তোমাদের ধন ফিরিয়ে দিয়ে মহৎ কার্য করেছেন। এখন যে পণ রেখে আমরা খেলব তা শোন। — আমরা যদি হারি তবে মৃগচর্ম পরিধান করে প্ৰদ্বাদশ বর্ষ মহারণে বাস করব, তার পর এক বৎসর স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যদি অজ্ঞাতবাসকালে কেউ আমাদের সন্ধান পায় তবে আবার প্ৰদ্বাদশ বর্ষ বনবাস করব। যদি তোমরা হেরে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করবে, এবং ত্রয়োদশ বৎসরের শেষে স্বরাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস।

সভাস্থ সকলে উদ্বেগিত হয়ে হাত তুলে বললেন, আশ্বিনীদের দিক, তাঁরা পাণ্ডবদের সাবধান করে দিচ্ছেন না, পাণ্ডবরাও তাঁদের বিপদ বুঝছেন না। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি স্বধর্মনিষ্ঠ, দ্যুতক্রীড়ায় আহুত হ'লে নিবৃত্ত হই না। শকুনি, আমি আপনার সঙ্গে খেলব। শকুনি তাঁর পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি।

পরাজিত পাণ্ডবগণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ করে বনবাসের জন্য প্রস্তুত হলেন। দৃশ্যশাসন বললেন, এখন দুর্যোধন রাজচক্রবর্তী হলেন, পাণ্ডবগণ সুদীর্ঘকালের জন্য নরকে পতিত হ'ল। ক্রীষ পাণ্ডবদের কন্যাদান করে দ্রুপদ ভাল করেন নি। দ্রোণদী, এই পতিত স্বামীদের সেবা করে তোমার আর লাভ কি? ভীম বললেন, নিষ্ঠুর, তুমি এখন বাক্যবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই কথা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মর্মস্থান ছিন্ন করে মনে করিয়ে দেব। নির্লজ্জ দৃশ্যশাসন 'গরু, গরু' বলে ভীমের চারিদিকে নাচতে লাগলেন।

পাণ্ডবগণ সভা থেকে নির্গত হলেন। দুর্যোধন দুর্যোধন হয়ে অধীর হয়ে ভীমের সিংহগতির অনুকরণ করতে লাগলেন। ভীম গিছন ক্ষিরে বললেন, মদে দুর্যোধন, দৃশ্যশাসনের বিদীর্ণ বস্ত্রের শোণিত পান করলেই আমার কর্তব্য শেষ হবে না, তোমাকে সদলে নিহত করে প্রতিশোধ নেব। আমি গদাঘাতে তোমাকে মারব, পদাঘাতে তোমার মস্তক ভুলুপ্ত করব। অজুন কণকে আর সহদেব ধৃত শকুনিকে মারবেন, আর এই বাক্যবীর দুরাখ্য দৃশ্যশাসনের রক্ত আমি সিংহের ন্যায় পান করব।

অর্জুন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকল্প ব্যক্ত করা যায় না, চতুর্দশ বৎসরে যা হবে তা সকলেই দেখতে পাবেন। ভীমসেন, আপনার প্রিয়কামনায় আমি প্রতিজ্ঞা করছি—এই ঈর্ষাকারী কটুভাষী অহংকৃত কর্ণকে আমি যুদ্ধে শরাঘাতে বধ করব। যদি এই সত্য পালন করতে না পারি তবে হিমালয় বিচলিত হবে, দিবাকর নিঃপ্রাণ হবে, চন্দ্রের শৈত্য নষ্ট হবে। সহদেব বললেন, গান্ধার-কুলাঙ্গার শকুনি, তোমার সম্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আমি করব। নকুল বললেন, দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যারা এই সভায় দ্রোপদীকে কটুকথা শুনিয়েছে সেই দুর্যোধনের আমি সমালয়ে পাঠাব, ধর্মরাজ আর দ্রোপদীর নির্দেশ অনুসারে আমি পৃথিবী থেকে ধার্তরাষ্ট্রগণকে লুপ্ত করব।

১৮। পাণ্ডবগণের বনযাত্রা

বৃন্দ পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর পুত্রগণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাহুবীকরাজ, বিদুর, যুধিষ্ঠির, সঞ্জয় প্রভৃতিকে সম্বোধন করে যুধিষ্ঠির বললেন, আমি বনগমনের অনুমতি চাচ্ছি, ফিরে এসে আবার আপনাদের দর্শনলাভ করব। সভাসদগণ লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, কেবল মনে মনে যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা করলেন। বিদুর বললেন, আর্ষা কুন্তী বৃন্দা এবং সদৃশভোগে অভ্যস্তা, তিনি সসম্মানে আমার গৃহেই বাস করবেন। পাণ্ডবগণ, তোমাদের সর্ব-বিষয়ে মঙ্গল হ'ক। যুধিষ্ঠিরাদি বললেন, নিষ্পাপ পিতৃব্য, আপনি আমাদের পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।

বিদুর বললেন, যুধিষ্ঠির, অধর্ম দ্বারা বিজিত হ'লে পরাজয়ের দংশন হয় না। তুমি ধর্মজ্ঞ, অর্জুন যুদ্ধজ্ঞ, ভীম শত্রুহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব নিয়মপালক, ধোম্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ, দ্রোপদী ধর্মচারিণী। তোমরা পরস্পরের প্রিয়, প্রিয়ভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জন্মাতে পারবে না। আপৎকালে এবং সর্ব-কার্যে তোমরা বিবেচনা করে চলো। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, নির্বিঘ্নে ফিরে এস, আবার তোমাদের দেখব।

কুন্তী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিয়ে দ্রোপদী বিদায় চাইলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠল। কুন্তী শোকাবল হয়ে বসলেন, বৎসে, তুমি সর্ব-গুণাবিশিষ্টা, আমার কোনও উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। কৌরবগণ ভাগ্যবান তাই তারা তোমার কোপে দংশন হয় নি। তুমি নির্বিঘ্নে যাত্রা কর, আমি সর্বদাই তোমার

শুভচিন্তা করব। আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসন্ন না হয়।

দ্রৌপদী আলদল্যায়িত কেশে রক্তাক্ত একবস্ত্রে সরোদনে যাত্রা করলেন। নিরাভরণ পুত্রগণকে আলিঙ্গন করে কুন্তী বললেন, তোমরা ধার্মিক সচ্চরিত্র উদারপ্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপদের কেন হ'ল? তোমাদের পিতা ধন্য, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হ'ল না, স্বর্গগতা মাদ্রীও ভাগ্যবতী। আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না, সংগে যাব। হা কৃষ্ণ দ্বারকাবাসী, কোথায় আছ, আমাদের দুঃখ থেকে হ্রাণ করছ না কেন?

পান্ডবগণ কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে যাত্রা করলেন। দুর্যোধনাদির পরস্মীরা দ্রৌপদীর অপমানের বিবরণ শুনে কৌরবগণের নিন্দা করে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। পুত্রদের অন্যায়ের কথা ভেবে ধৃতরাষ্ট্র উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করছিলেন। তিনি বিদুরকে ডাকিয়ে বললেন, পান্ডবগণ কি ভাবে যাচ্ছেন তা আমি জানতে চাই, তুমি বর্ণনা কর।

বিদুর বললেন, ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির বস্ত্রে মদ্য আবৃত করে চলেছেন। মহারাজ, আপনার পুত্রেরা কপট উপায়ে রাজ্য হরণ করলেও যদুধিষ্ঠিরের ধর্মবুদ্ধি বিচলিত হয় নি। তিনি দয়ালু, তাই ক্রুদ্ধ হয়েও চন্দ্র উন্মীলন করছেন না, পাছে আপনার পুত্রগণ দম্ব হয়। শত্রুদের উপর বাহুবল প্রয়োগ করবেন তা জানাবার জন্য ভীম তাঁর বাহুস্বয় প্রসারিত করে চলেছেন। বাণবর্ষণের পূর্বাভাসরূপে অর্জুন বালুকা বর্ষণ করতে করতে যাচ্ছেন। সহদেব মদ্য ঢেকে এবং নকুল সর্বাঙ্গে ধূলি মেখে বিহবলচিত্তে চলেছেন। দ্রৌপদী তাঁর কেশজালে মদ্য আচ্ছাদিত করে সরোদনে অনঙ্গমন করছেন। পুরোহিত ধৌম্য হাতে কুশ নিয়ে যমদেবতার সাম মন্ত্র গান করে পুরোভাগে চলেছেন। পুরবাসিগণ বিলাপ করছে—হায়, আমাদের রক্ষকগণ চলে যাচ্ছেন! মহারাজ, পান্ডবগণের যাত্রাকালে বিনা মেঘে বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, অকালে সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি দর্শন দেথা দিয়েছে।

দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে বললেন, দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জুনের বলে এখন থেকে চতুর্দশ বর্ষে কৌরবগণ বিনষ্ট হবে। এই মর্মে তিনি অন্তর্হিত হলেন। বিপৎসাগরে দ্রোণাচার্যই স্বীকৃতরূপে এই মর্মে করে দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনি তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না। পান্ডবরা ফিরে এসে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে হবে এর চেয়ে অধিক দুঃখ

আর কি হ'তে পারে। যে ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার মৃত্যুর কারণ বলে প্রসিদ্ধি আছে, সে পান্ডবপক্ষেই থাকবে। দুর্যোধন, তোমার সদ্ধ হেমন্তকালে তালছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অতএব যজ্ঞ দান আর ভোগ ক'রে নাও, এখন থেকে চতুর্দশ বৎসরে তোমাদের মহাবিনাশ হবে।

বনপর্ব

॥ আরণ্যকপর্বাধ্যায় ॥

১। যদ্বিষ্ঠির ও অনুগামী বিপ্রগণ — সূর্যদত্ত তাম্রস্থালী

পাণ্ডবপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে নিষ্কান্ত হয়ে উত্তরমুখে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চোন্দ্র জন ভৃত্য স্ত্রীদের নিয়ে রথে চড়ে তাঁদের পশ্চাতে গেল। পুরবাসীরা কৃতাজ্জলি হয়ে পাণ্ডবগণকে বললে, আমাদের ত্যাগ করে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? নিষ্ঠুর শত্রুরা অধর্ম করে আপনাদের জয় করেছে এই সংবাদ শুনে উদ্‌বিশ্ন হয়ে আমরা এসেছি। আমরা আপনাদের ভক্ত অনুরক্ত ও হিতকামী, কুরাজার অধিষ্ঠিত রাজ্যে আমরা বাস করব না। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সাধক এবং লোকাচারসম্মত ও বেদোক্ত সকল গুণ আপনাদের আছে, আমরা আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

যদ্বিষ্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, ব্রাহ্মণপ্রমুখ প্রজারা আমাদের স্নেহ করেন, তাই যে গুণ আমাদের নেই তাও আছে বলছেন। আমরা আপনাদের কাছে এই অনুরোধ করছি, স্নেহ ও অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে অন্যথা করবেন না। — পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, আমাদের জননী, এবং বহু সহৃৎ হস্তিনাপুরে রয়েছেন, তাঁরা শোকে বিহবল হয়ে আছেন, আপনারা তাঁদের সহজে পালন করুন, তাতেই আমাদের মঙ্গল হবে। আপনারা বহুদূরে এসে পড়েছেন, এখন ফিরে যান। আমাদের স্বজনবর্গের ভার আপনাদের উপর রইল, তাঁদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখবেন, তাতেই আমরা তুষ্ট হব।

ধর্মরাজ যদ্বিষ্ঠিরের কথার প্রজাবর্গ 'হা রাজা' বলে আতনাদ করে উঠল এবং অনিচ্ছায় বিদায় নিয়ে শোকাভুরচিত্তে ফিরে গেল। তারা চলে গেলে পাণ্ডবগণ রথারোহণে যাত্রা করলেন এবং দিনশেষে গঙ্গাতীরে প্রমাণ নামক মহাবট-বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হলেন। সেই রাতিতে তাঁরা কেবল জলপান করে রইলেন। শিষ্য ও পরিজন সহ কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের অনুগমন করেছিলেন, তাঁরা সেই রমণীয় ও ভয়সংকুল সম্ম্যাকালে হোমান্ন জেলে বেদধর্ম ও বিবিধ আলাপ কল্পতে লাগলেন এবং মধুর বাক্যে যদ্বিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে সমস্ত রাতি যাপন করলেন।

পরদিন প্রভাতকালে যদুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন, আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে দুঃখিতমনে বনে যাচ্ছি, সেখানে ফলমূল আর মাংস খেয়ে থাকব। হিংস্রপ্রাণি-সমাকুল বনে বহু কষ্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। ব্রাহ্মণরা বললেন, রাজা, আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হবে। আমাদের ভরণপোষণের জন্য ভাববেন না, নিজেরাই আহার সংগ্রহ করে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ করে আপনার মঙ্গল-বিধান করব, মনোহর কথায় চিত্তবিনোদন করব। যদুধিষ্ঠির বললেন, আপনারা আহার সংগ্রহ করে ভোজন করবেন তা আমি কি করে দেখব? আপনারা ক্রেশভোগের যোগ্য নন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের দিক, আমাদের প্রতি স্নেহবশেই আপনারা ক্রেশভোগ করতে চাচ্ছেন।

যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রে বিশারদ শৌনক নামক এক ব্রাহ্মণ যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, সহস্র শোকস্থান (১) আছে, শত ভয়স্থান (১) আছে, মুখেরাই প্রতিদিন তাতে অভিভূত হয়, পিণ্ডিতজন হন না। শাস্ত্রসম্মত অমঙ্গলনাশিনী বুদ্ধি আপনার আছে, অর্থকষ্ট, দুর্গমস্থানে বাস বা স্বজনবিচ্ছেদের জন্য শারীরিক বা মানসিক দুঃখে অবসন্ন হওয়া আপনার উচিত নয়। মহাত্মা জনক বলেছেন, রোগ, শ্রম, অশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রিয় বিষয়ের বিরহ, এই চার কারণে শারীরিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। শারীরিক দুঃখের প্রতিবিধান করা এবং মানসিক দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা না করাই দুঃখনিবৃত্তির উপায়। অগ্নি যেমন জলে নির্বাপিত হয় সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ দূরীকৃত হয়, মন প্রশান্ত হলে শারীরিক কষ্টেরও উপশম হয়। স্নেহ (২)ই মানসিক দুঃখের মূল, দুঃখ ভয় শোক হর্ষ আশ্রয় সবই স্নেহ থেকে উৎপন্ন। জ্ঞানী যোগী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি স্নেহে লিপ্ত হন না। আপনি কোনও বিষয় স্পৃহা করবেন না, যদি ধর্ম চান তবে স্পৃহা ত্যাগ করুন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, ব্রাহ্মণদের ভরণের জন্যই আমি অর্থ কামনা করি, আমার নিজের লোভ নেই। অনাগত জনকে পালন না করে আমার ন্যায় গৃহপ্রমবাসী কি করে থাকতে পারে? তৃণাসন ভূমি জল ও মধুর বাক্য, এই চারটির অভাব সম্ভ্রমের গৃহে কখনও হয় না। আত্ম ব্যক্তিকে শয়্যা, প্রান্তকে আসন, ভূমিতিকে জল এবং ক্ষুধিতকে আহার দিতে হবে। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ আচরণই পরম ধর্ম।

শৌনক বললেন, মহারাজ এই বেদবচন আছে—কর্ম কর, ত্যাগও কর;

(১) শোক ও ভয়ের কারণ।

(২) অনুরাগ, আসক্তি।

ভাঙএব কোনও ধর্মকাৰ্য কামনাপূর্বক করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণদের ভরণের জন্য আপনি তপ ও যোগ স্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করুন, সিদ্ধি ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন তপস্যার প্রভাবে তাই করতে পারেন।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে পুরোহিত ধৌম্যকে বললেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি দঃখী, তাঁদের পালন করতে অক্ষম, পরিত্যাগ করতেও পারছি না। কি কর্তব্য বলুন। ক্ষণকাল চিন্তা করে ধৌম্য বললেন, সূর্যই সর্বভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত তিনিই অন্নস্বরূপ, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। ধৌম্য সূর্যের অষ্টোত্তর-শত নাম শিখিয়ে দিলে যুধিষ্ঠির পুষ্প ও নৈবেদ্য দিয়ে সূর্যের পূজা করলেন এবং কঠোর তপস্যা ও স্তবপাঠে রত হলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে দীপ্যমান মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, রাজা। তোমার যা অভীষ্ট আছে সবই তুমি পাবে, বনবাসের স্বেদশ বৎসর আমি তোমাকে অন্ন দেব। এই তান্ময় স্থালী নাও, পাণ্ডালী পাকশালায় গিয়ে এই পাত্রে ফল মূল আম্র শাকাদি রন্ধন করে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হয়ে থাকবে। চতুর্দশ বৎসর পরে তুমি আবার রাজ্যলাভ করবে। এই বলে সূর্য অন্তর্হিত হলেন।

বরলাভ করে যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে প্রণাম এবং ভ্রাতাদের আলিঙ্গন করলেন, এবং তখনই দ্রৌপদীর সঙ্গে পাকশালায় গিয়ে রন্ধন করলেন। চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্য প্রস্তুত হ'ল, অল্প হলেও তা প্রয়োজনমত বাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হ'লে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা খেলেন, তার পর বিঘস নামক অবশিষ্ট অন্ন যুধিষ্ঠির এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। সূর্যের বরপ্রভাবে এইরূপে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে অভিলষিত বস্তু দান করতে লাগলেন। কিছু কাল পরে পাণ্ডবগণ ধৌম্য ও অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কাম্যকবনে যাত্রা করলেন।

২। ধৃতরাষ্ট্রের অস্থির মতি

পাণ্ডবদের বনযাত্রার পর প্রজ্ঞাচক্ৰ (১) ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনকে বললেন, তোমার বুদ্ধি নির্মল, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তুমি জ্ঞান, কুরুবংশীয়গণকে তুমি সমদৃষ্টিতে দেখ; যাতে কুরুপাণ্ডবের হিত হয় এমন উপায় বল। বিদূর বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম

(১) যার চক্ৰের ক্রিয়া বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

ও মোক্ষ এই দ্বিবিধের মূল ধর্ম; রাজ্যেরও মূল ধর্ম। সেই ধর্মকে বণ্ডিত করে শকুনি প্রভৃতি পাপাত্মারা যুদ্ধাধিষ্ঠারকে পরাজিত করেছে। আপনি পূর্বে যেমন পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার সেইরূপ দিন। পাণ্ডবদের তোষণ এবং শকুনির অবমাননা—এই আপনার সর্বপ্রধান কার্য, এই যদি করেন তবেই আপনার পুত্রদের কিছু রাজ্য রক্ষা পাবে। দুর্যোধন যদি সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে একযোগে রাজ্য ভোগ করে তবে আপনার দ্বন্দ্ব থাকবে না। যদি তা না হয় তবে দুর্যোধনকে নিগৃহীত করে যুদ্ধাধিষ্ঠারকে রাজ্যের আধিপত্য দিন, দুর্যোধন শকুনি আর কর্ণ পাণ্ডবগণের অনাগত হ'ক, দুর্যোধন সভামধ্যে ভীমসেন আর দ্রোণদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। এ ছাড়া আর কি পরামর্শ আমি দিতে পারি?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি পূর্বে দ্যুতসভায় যা বলেছিলেন এখন আবার তাই বলছ। তোমার কথা পাণ্ডবদের হিতকর, অশ্বমেধের অহিতকর। পাণ্ডবদের জন্য নিজের পুত্রকে কি করে ত্যাগ করব? পাণ্ডবরাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু দুর্যোধন আমার দেহ থেকে উৎপন্ন। বিদুর, আমি তোমার বহু সম্মান করে থাকি, কিন্তু তুমি যা বলছ সবই কুটিলতাময়। তুমি চ'লে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কর। অসত্যীন্দ্রীর সঙ্গে মিশ্র বাবহার করলেও সে স্বামিত্যাগ করে। ধৃতরাষ্ট্র এই বলে সহস্রাশ্রিত্যপুত্র চ'লে গেলেন। বিদুর হতাশ হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করে সরস্বতী নদীর তীরে সমতল ময়ূপ্রদেশের নিকটবর্তী কাম্যকবনে এলেন। পশুপক্ষিসমাকুল সেই বনে তাঁরা মৃদুনিগণের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। বিদুর রথারোহণে আসছেন দেখে যুদ্ধাধিষ্ঠার ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দ্যুতক্রীড়ায় ডাকতে এসেছেন? শকুনি কি আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও জয় করে নিতে চায়?

যুদ্ধাধিষ্ঠারাদি আসন থেকে উঠে বিদুরের সংবর্ধনা করলেন। বিদুরের পর বিদুর বললেন, ধৃতরাষ্ট্র আমার কাছে হিতকর মন্তব্য চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার কথা তাঁর রুদ্ধিকর হয় নি, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাও, রাজ্যাশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আর আমি চাই না। যুদ্ধাধিষ্ঠার, ধৃতরাষ্ট্র আমাকে ত্যাগ করেছেন, এখন আমি তোমাকে সদ্রুপদেশ দিতে এসেছি। পূর্বে তোমাকে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলছি। -- শত্রু কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও যে সহিষ্ণু হয়ে

কালপ্রতীক্ষা করে সে একাকীই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়রা তার দৃঃখেরও অংশভাগী হয়। সহায়সংগ্রহের এই উপায়, তাতেই রাজ্যলাভ হয়। পাণ্ডুপুত্র, অন্নাদি সমস্তই সমভাবে সহায়দের সঙ্গে ভোগ করবে, অনর্থক কথা বলবে না, আত্মশাসাঘা করবে না, এইরূপ আচরণেই রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বিদূর চ'লে গেলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ হ'ল। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, বিদূর আমার ভ্রাতা সুহৃৎ এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁর বিচ্ছেদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এস। যাও সঞ্জয়, তিনি বেঁচে আছেন কিনা দেখ। আমি পাপী তাই ক্রোধবশে তাঁকে দূর ক'রে দিয়েছি, তিনি না এলে আমি প্রাণত্যাগ করব। সঞ্জয় অবিলম্বে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় বললেন, ক্ষত্র, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করেছেন, পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে সত্বর হস্তিনাপুরে চলুন, রাজার প্রাণরক্ষা করুন।

বিদূর ফিরে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে মস্তক আশ্রয় ক'রে বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমার ভাগ্যক্রমে তুমি ফিরে এসেছ, তোমার জন্য আমি দিব্যরাত্র অনিদ্রায় আছি, অসুস্থ বোধ করছি। যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা কর। বিদূর বললেন, মহারাজ, আপনি আমার পরম গুরু, আপনাকে দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে সত্বর চ'লে এসেছি। আপনার আর পাণ্ডুর পুত্রেরা আমার কাছে সমান পাণ্ডবরা এখন দূর্দশাগ্রস্ত তাই আমার মন তাদের দিকে গেছে।

৩। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয়

বিদূর আবার এসেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সান্ধ্বনা দিয়েছেন শুনে দূর্ষোধন দর্শিত্তাগ্রস্ত হয়ে কর্ণ শকুনি ও দৃঃশাসনকে বললেন, পাণ্ডবদের যদি ফিরে আসতে দাঁখি তবে আমি বিষ খেয়ে, উদ্বন্ধনে, অস্ত্রাঘাতে বা অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব। শকুনি বললেন, তুমি মূর্খের ন্যায় ভাবছ কেন? পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে, তারা সত্যনিষ্ঠ, তোমার পিতার অনুরোধে ফিরে আসবে না। কর্ণ বললেন, যদি ফিরে আসে তবে আবার দ্যুতক্রীড়ায় তাদের জয় করবেন। দূর্ষোধন তুষ্ট হলেন না, মূর্খ ফিরিয়ে নিলেন। তখন কর্ণ বললেন, আমরা দূর্ষোধনের প্রিয়কামনায় কেবল কিংকরের ন্যায় কৃতাজলি হ'য়ে থাকব, অথচ

স্বাধীনতার অভাবে প্রকৃত প্রিয়কার্য করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ত্র হয়ে রথারোহণে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা করলেন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পৃথক পৃথক রথে চড়ে যাত্রার উপক্রম করলেন।

কৃষ্ণস্বপায়ন দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললেন, পাণ্ডবগণ কপটদ্যুতে পরাজিত হয়ে বনে গেছে — এই ঘটনা আমার প্রীতিকর নয়। তারা তের বৎসর পরে ফিরে এসে কৌরবদের উপর বিব মোচন করবে। তোমার পাপাত্মা মূঢ় পুত্রকে বারণ কর, সে পাণ্ডবদের মারতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হারাবে। রাজা, পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের এই বিবেচ্য যদি তুমি উপেক্ষা কর তবে ঘোর বিপদ উপস্থাপন হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভগবান, দ্যুতক্রীড়ায় আমার এবং ভীষ্ম দ্রোণ বিদূর গান্ধারীর মত ছিল না, দৈবের আকর্ষণেই আমি তা হাতে দিয়েছিলাম। নির্যোধ দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও পুত্রস্নেহবশে তাকে ত্যাগ করতে পারি না।

ব্যাসদেব বললেন, তোমার কথা সত্য, পুত্রের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। আমি একটি আখ্যান বলছি শোন।— পুরাকালে একদা গোমাতা সুরভীকে কাঁদতে দেখে ইন্দ্র তাঁর শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুরভী বললেন, দেখুন আমার ওই দুর্বল ক্ষুদ্র পুত্র লাগলের ভারে পীড়িত হয়ে আছে, কৃষক তাকে কষাঘাত করছে। দুই বৎসর মধ্যে একটি বলবান, সে অধিক ভার বহিছে; অন্যটি দুর্বল ও কৃশ, তার দেহের সর্বত্র শিরা দেখা যাচ্ছে, বার বার কষাহত হয়েও সে ভার বহিতে পারছে না। তার জন্যই আমি শোকার্ত হয়েছি। ইন্দ্র বললেন, তোমার তো সহস্র সহস্র পুত্র নিপীড়িত হয়, একটির জন্য এত কৃপা কেন? সুরভী বললেন, সহস্র পুত্রকে আমি সমদৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে দীন ও সৎ তারই উপর আমার অধিক কৃপা। তখন ইন্দ্র প্রবল জলবর্ষণ করে কৃষককে বাধা দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, সুরভীর ন্যায় তুমিও সকল পুত্রকে সমভাবে দেখো, কিন্তু দুর্বলকে অধিক কৃপা করো। পুত্র, তুমি পাণ্ডু ও বিদূর সকলেই আমার কাছে সমান। তোমার একশত এক পুত্র; পাণ্ডুর কেবল পাঁচ পুত্র, তারা হীনদশাগ্রস্ত ও দুঃখার্ত। কি উপায়ে তারা জীবিত থাকবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে এই চিন্তায় আমি সন্তপ্ত আছি। যদি কৌরবগণের জীবনরক্ষা করতে চাও তবে দুর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তভাবে থাকে সেই চেষ্টা কর।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ মর্নি, আপনি যা বললেন তা সত্য। যদি আমরা আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই তবে আপনি নিজেই দুরাত্মা দুর্যোধনকে

উপদেশ দিন। ব্যাস বললেন, ভগবান মৈত্রেয় ঋষি পান্ডবদের সঙ্গে দেখা করে এখানে আসছেন, তিনিই দুর্যোধনকে উপদেশ দেবেন। এই বলে ব্যাস চলে গেলেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় এলে ধৃতরাষ্ট্র অর্ঘ্যাদি দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। মৈত্রেয় বললেন, মহারাজ, আমি তীর্থপর্যটন করতে করতে কাম্যাকবনে গিয়েছিলাম, সেখানে ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি শুনলাম আপনার পুত্রদের বিদ্রান্তির ফলে দ্যুতরূপে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে। আপনি আর ভীষ্ম জীবিত থাকতে আপনার পুত্রদের (১) মধ্যে বিরোধ হওয়া উচিত নয়। দ্যুতসভায় দস্যুবস্তির ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপনি তপস্বীদের সমক্ষে আর মুখ দেখাতে পারেন না। তার পর মৈত্রেয় মিশ্রবাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাহু, আমি তোমার হিতের জন্য বলছি শোন, পান্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করো না। তাঁরা সকলেই বিক্রমশালী সত্যব্রত ও তেজস্বী এবং হিড়িম্ব বক প্রভৃতি রাক্ষসগণের হত্যা। ব্যাস যৈমন ক্ষুদ্র মৃগকে বধ করে সেইরূপ বলিশ্রেষ্ঠ ভীম কিম্বীর রাক্ষসকে বধ করেছেন। আরও দেখ, দিগ্বিজয়ের পূর্বে ভীম মহাধনুধর জরাসন্ধকেও যুদ্ধে নিহত করেছেন। বাসুদেব যাঁদের আত্মীয়, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যাঁদের শ্যালক, তাঁদের সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারে? রাজা দুর্যোধন, তুমি পান্ডবদের সঙ্গে শান্ত আচরণ কর, আমার কথা শোন, ক্রোধের বশবর্তী হয়ো না।

দুর্যোধন তাঁর উরুতে চপেটাঘাত করলেন এবং ঈষৎ হাস্য করে অধোবদনে অঙ্গদৃষ্ট দিয়ে ভূমিতে রেখা কাটতে লাগলেন। দুর্যোধনের এই অবজ্ঞা দেখে মৈত্রেয় ক্রোধে রক্তলোচন হলেন এবং জলস্পর্শ করে অভিশাপ দিলেন, তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করছ, এই অহংকারের ফল শীঘ্রই পাবে, মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ভীম তোমার উরু ভগ্ন করবেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন করবার চেষ্টা করলে মৈত্রেয় বললেন, রাজা, দুর্যোধন যদি শান্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফলবে না, নতুবা ফলবে। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, কিম্বীরকে ভীম কি করে বধ করেছেন? মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, আমি আর কিছু বলব না, আপনার পুত্র আমার কথা শুনতে চায় না। আমি চলে গেলে বিদুরের কাছে শুনবেন।

॥ কিম্বীরবধপর্বাধ্যায় ॥

৪। কিম্বীরবধের বৃত্তান্ত

মৈত্রেয় চ'লে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, তুমি কিম্বীরবধের বৃত্তান্ত বল। বিদুর বললেন, যদুধিষ্ঠিরের নিকট যে ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন, তাঁদের কাছে যা শুনেছি তাই বলছি।—পান্ডবরা এখান থেকে যাত্রা করে তিন অহোরাত্র পরে কাম্যকবনে পৌঁছেছিলেন। ঘোর নিশীথে নরখাদক রাক্ষসরা সেখানে বিচরণ করে। তাদের ভয়ে তপস্বী গোপ ও বনচারিগণ সেই বনের নিকটে যান না। পান্ডবরা সেই বনে প্রবেশ করলে এক ভীষণ রাক্ষস বাহু প্রসারিত করে তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তার চক্ষু দীপ্ত তাম্রবর্ণ, দশন প্রকটিত, কেশ উর্ধ্বগত হস্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠ। তার গর্জনে বনের পক্ষী হরিণ ব্যাঘ্র মহিষ সিংহ প্রভৃতি সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বজলেন, পণ্ডপান্ডব তাঁকে ধরে রইলেন। পদরোহিত ধোম্মা যথাবিধি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করে রাক্ষসী-মায়ী বিনষ্ট করলেন। যদুধিষ্ঠির রাক্ষসকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, কি চাও? রাক্ষস বললে, আমি কিম্বীর, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, তোমাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ভক্ষণ করব। যদুধিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দিলে কিম্বীর বললে, ভাগ্যক্রমে আমার ভ্রাতৃহন্তা ভীমের দেখা পেয়েছি, সে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্ত্রবলে আমার ভ্রাতাকে মেরেছে, আমার প্রিয় সখা হিড়িম্বকে বধ করে তার ভগিনীকে হরণ করেছে। আজ ভীমের রক্তে আমার ভ্রাতার তপণ করব, হিড়িম্ববধেরও প্রতিশোধ নেব, ভীমকে ভক্ষণ করে জীর্ণ করে ফেলব।

ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাটিত ও পত্রশূন্য করে হাতে নিলে, অর্জুনও তাঁর গান্ধীব ধনুতে জ্যারোপণ করলেন। ভীম বৃক্ষ দিয়ে রাক্ষসের মস্তক প্রহার করলেন, রাক্ষসও দীপ্ত অশনির ন্যায় জ্বলন্ত কাষ্ঠ ভীমের দিকে ছুড়ে মারলে। ভীম বামপদের আঘাতে সেই কাষ্ঠ রাক্ষসের দিকেই নিক্ষেপ করলেন। তার পর ভীম ও কিম্বীর বলবান বৃষের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের নিপীড়নে জর্জর হয়ে কিম্বীর ভূতলে পড়ল, ভীম তাকে নিক্ষেপ করে বধ করলেন।

কিম্বীরবধের পর যদুধিষ্ঠির সেই স্থান নিক্ষেপক করে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সেখানে বাস করছেন। আমি তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখেছি।

॥ অর্জুনভিগমনপর্বাধ্যায় ॥

৫। কৃষ্ণের আগমন — দ্রোণদীর ক্রোধ

পাণ্ডবগণের বনবাসের সংবাদ পেয়ে ভোজ বৃক্ষ ও অন্ধক বংশীয়গণ তাঁদের দেখতে এলেন। পাণ্ডালরাজের পুত্রগণ, চৌদরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয়-রাজপুত্রগণও এলেন। সেই ক্ষত্রিয়বীরগণ বাসুদেব কৃষ্ণকে পুরোবর্তী করে যুধিষ্ঠিরের চতুর্দিকে উপবেশন করলেন।

বিষয়মনে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধভূমি দুরাশ্রা দুর্বোধন কর্ণ শকুনি আর দুষ্যাসনের শোণিত পান করবে। তাদের নিহত এবং দলের সকলকে পরাজিত করে আমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করব। অনিষ্টকারী শঠকে বধ করাই সনাতন ধর্ম।

পাণ্ডবগণের পরাজয়ে জনার্দন কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি যেন সর্বলোক দগ্ধ করতে উদ্যত হইলেন। অর্জুন তাঁকে শান্ত করে তাঁর পূর্বজন্মের কর্মকলাপ কীর্তন করলেন।—কৃষ্ণ, তুমি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে যন্ত্রসায়ংগৃহ (১) ঋদ্বি হয়ে দশ সহস্র বৎসর বিচরণ করেছিলে। আমি ব্যাসদেবের কাছে শুনছি, তুমি বহু বৎসর পুষ্কর তীরে, বিশাল বদরিকায়, সরস্বতীনদীতীরে ও প্রভাস তীরে কুচ্ছসাধন করেছিলে। তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বভূতের আদি ও অন্ত, তপস্যার নিধান, সনাতন যজ্ঞস্বরূপ। তুমি সমস্ত দৈত্যদানব বধ করে শচীপতিকে সর্বেশ্বর করেছিলে। তুমিই নারায়ণ হরি রহস্য। সূর্য চন্দ্র কাল আকাশ পৃথিবী। তুমি শিশু বামনরূপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ আকাশ ও অর্ত আক্রমণ করেছিলে। তুমি নিসন্দ্বন্দ নরকাসুর শিশুপাল জরাসন্ধ শৈব্য শতদ্রব। প্রভৃতিকে জয় করেছ, রুক্মীকে পরাস্ত করে ভীষ্মকদ্ভিতা রুক্মিণীকে হরণ করেছ; ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, যবন কসেরুমান ও শাল্বকে বধ করেছ। জনার্দন, তুমি স্মারকা নগরী আত্মসাৎ করে সমুদ্রে নিমগ্ন করবে। তোমাতে ক্রোধ বিশেষ অসত্য নশংসজ্ঞা কুটিলতা নেই। রহস্য তোমার নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন, তুমি মধুকৈটভের হস্তা, শূলপাণি শম্ভু তোমার ললাট থেকে জন্মেছেন।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি আমারই, আমি তোমারই, যা আমার তাই তোমার,

(১) যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই স্থানই যার গৃহ।

যে তোমাকে শ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমার অনঙ্গত সে আমারও অনঙ্গত। তুমি নর আর আমি নারায়ণ ঋষি ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসেছি।

শরণার্থিনী দ্রৌপদী পদ্মডরীকাঙ্ককে বললেন, হৃষীকেশ, ব্যাস বলেছেন তুমি দেবগণেরও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সেজন্য প্রণয়বশে আমি তোমাকে দংশন জানাচ্ছি। আমি পাণ্ডবগণের ভার্যা, তোমার সখী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী; দংশাসন কেন আমাকে কুরুসভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আমার একমাত্র বস্ত্র শোণিতসিক্ত, আমি লজ্জায় কাঁপছি, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধর্তারাস্ত্রগণ হেসে উঠল। পাণ্ডুর পণ্ডপুত্র, পাণ্ডালগণ ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকতে তারা আমাকে দাসীরূপে ভোগ করতে চেয়েছিল। ধিক পাণ্ডবগণ, ধিক ভীমসেনের বল, ধিক অর্জুনের গান্ধীবী। তাঁদের ধর্মপত্নীকে যখন নীচজন পীড়ন করছিল তখন তারা নীরবে দেখাছিলেন। স্বামী দুর্বল হ'লেও স্ত্রীকে রক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পাণ্ডবরা শরণাপন্নকে ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেন নি। কৃষ্ণ, আমি বহু ক্রোশ পেয়ে আর্ষ-কুন্তীকে ছেড়ে পুরোহিত ধোম্যের আশ্রয়ে বাস করছি। আমি যে নির্যাতন ভোগ করেছি তা এই সিংহবিজ্ঞানত বীরগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ কুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডবদের প্রিয়া ভার্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, তথাপি পণ্ডপাণ্ডবের সমক্ষেই দংশাসন আমার কেশাকর্ষণ করেছিল।

মদুভাষিণী কৃষ্ণা পদ্মকোষতুল্য হস্তে মুখ আবৃত করে সরোদনে বললেন, মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমিও নেই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, কর্ণ আমাকে উপহাস করেছে, তোমরা তার কোনও প্রতিকার করছ না। কেশব, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক (১) আছে, তোমার যশোগৌরব আছে, তুমি সখা ও প্রভু (২), এই চার কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, তুমি যাদের উপর রুদ্ধ হয়েছ তারা অর্জুনের শরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তাক্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদের ভার্যারা রোদন করবে। পাণ্ডবদের জন্য বা সম্ভবপর তা আমি করব, তুমি শোক করো না। কৃষ্ণা, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি রাজগণের রাজ্ঞী হবে। যদি আকাশ পতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র শুষ্ক হয়, তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।

দ্রৌপদী অর্জুনের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন,

(১) কৃষ্ণ দ্রৌপদীর মামাতো দেওর। (২) নিগ্রহ-অনগ্রহ-সমর্থ।

দেবী, রোদন করো না, মধুসূদন যা বললেন তার অন্যথা হবে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি দ্রোণকে বধ করব; শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্যোধনকে এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করবেন। ভীমসেন, বলরাম আর কৃষ্ণকে সহায় রূপে পেলে আমরা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধেও অজেয় হব।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি যদি স্ৱাকার থাকতাম তবে আপনাদের এই কষ্ট হ'ত না। আমাকে না ডাকলেও আমি কুরুসভায় যেতাম এবং ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিতে বৃদ্ধিয়ে দ্যুতক্রীড়া নিবারণ করতাম। ধৃতরাষ্ট্র যদি মিষ্ট কথা না শুনতেন তবে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করতাম, সুহৃদবেশী শত্রু দ্যুতকারগণকে বধ করতাম। আমি স্ৱাকার ফিরে এসে সাতারিকর কাছে আপনার বিপদের কথা শুনে উদ্ভাবিত হয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি। হা, আপনার সকলেই বিষাদমাগরে নিমগ্ন হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।

৬। শাম্ববধের বৃত্তান্ত — ঐশ্বতর

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, তুমি স্ৱাকার ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে? তোমার কি প্রয়োজন ছিল?

কৃষ্ণ বললেন, আমি শাম্ব রাজার সৌভনগর বিনষ্ট করতে গিয়েছিলাম। আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আমি শিশুপালকে বধ করেছি শুনে শাম্ব ক্রুদ্ধ হয়ে স্ৱাকারপদুরী আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর সৌভবিমানে ব্যূহ রচনা করে আকাশে অবস্থান করলেন। এই ব্যূহ বিমানই তাঁর নগর। যাদববীরগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে স্ৱাকারপদুরী সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত করলেন। উগ্রসেন (১) উদ্ধব (২) প্রভৃতি ঘোষণা করলেন, কেউ সুরাপান করতে পাবে না। আনত (৩) দেশবাসী নট নর্তক ও গায়কগণকে অন্যত্র পাঠানো হ'ল। সমস্ত সেতু ভেঙে দেওয়া হ'ল এবং নৌকার মাভায়াত নিষিদ্ধ হ'ল। সৈন্যদের বেতন খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হ'ল। শাম্বের চতুর্বিংশতি সৈন্য সর্বাঙ্গিক বেটন করে স্ৱাকার অবরুদ্ধ করলেন। তখন চারদেখ প্রদ্যুম্ন শাম্ব (৪) প্রভৃতি বীরগণ রথারোহণে শাম্বের সম্মুখীন হলেন। জাম্ববতীপুত্র শাম্ব শাম্বের সেনাপতি কেমবৃদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কেমবৃদ্ধি আহত হয়ে পালিয়ে গেলে বেগবান নামে এক দৈত্য শাম্বকে আক্রমণ

(১) ইনি কংসের পিতা এবং স্ৱাকার অভিজাততন্ত্রের অধিনায়ক বা প্রেসিডেন্ট।

(২) কৃষ্ণের এক বন্ধু। (৩) স্ৱাকার নিকটস্থ দেশ। (৪) এ'রা তিনজনেই কৃষ্ণপুত্র।

করলে, কিন্তু সে শাম্বের গদাঘাতে নিহত হ'ল। বিবিন্ধ্য নামক এক মহাবল দানবকে চারদেফ বধ করলেন।

প্রদ্যুম্ন শাম্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি শরাঘাতে মর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেলে সার্থি দারুকপুত্র তাঁকে দ্রুতগামী রথে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সংজ্ঞালাভ করে প্রদ্যুম্ন বললেন, তুমি রথ ফিরিয়ে নাও, যুদ্ধ থেকে পালানো বৃষ্ণিকুলের রীতি নয়। আমাকে পশ্চাৎপদ দেখলে কৃষ্ণ বলরাম সাতাকি প্রভৃতি কি বলবেন? কৃষ্ণ আমাকে স্মারকারক্ষার ভার দিয়ে যুদ্ধাধিপতির রাজসূয় যজ্ঞে গেছেন, তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন আবার রণস্থলে গেলেন এবং শাম্বকে শরাঘাতে ভূপাতিত করে এক ভরংকর শর ধনুতে সম্বান করলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণের আদেশে নারদ ও পবনদেব দ্রুতবেগে এসে প্রদ্যুম্নকে বললেন, বীর, শাম্বরাজ তোমার বধ্য নন, বিধাতা সংকল্প করেছেন যে কৃষ্ণের হাতে এ'র মৃত্যু হবে। প্রদ্যুম্ন নিবৃত্ত হলেন, শাম্বও স্মারকা ত্যাগ করে সৌভবিমানে আকাশে উঠলেন।

মহারাজ যুদ্ধাধিপতি, আপনার রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হ'লে আমি স্মারকায় ফিরে এসে দেখলাম যে শাম্বের আক্রমণে নগরী বিধবস্ত হয়েছে। উগ্রসেন বসুদেব প্রভৃতিকে আশ্বস্ত করে চতুরঙ্গ বল নিয়ে আমি মার্তিকাবত দেশে গেলাম এবং সেখান থেকে শাম্বের অনুসরণ করলাম। শাম্ব সমুদ্রের উপরে আকাশে অবস্থান করছিলেন। আমার শার্গাধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শর তাঁর সৌভবিমান স্পর্শ করতে পারল না। তখন আমি মন্ত্রাহৃত অসংখ্য শর নিক্ষেপ করলাম, তার আঘাতে সৌভবিমান্থ যোম্বারা কোলাহল করে মহাৰ্ণবে নিপতিত হ'ল। সৌভবিপতি শাম্ব মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন, আমি প্রজ্ঞাস্ত স্মারা তাঁর মায়া অপসারিত করলাম।

এই সময়ে উগ্রসেনের এক ভৃত্য এসে আমাকে তার প্রভুর এই বার্তা জানালে। — কেশব, শাম্ব স্মারকায় গিয়ে তোমার পিতা বসুদেবকে বধ করেছে, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, তুমি ফিরে এস। এই সংবাদ শুনে আমি বিহবল হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলাম। সহসা দেখলাম, আমার পিতা হস্তপদ প্রসারিত করে সৌভবিমান থেকে নিপতিত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকবার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম, সৌভবিমান নেই, শাম্ব নেই, আমার পিতাও নেই। তখন বুঝলাম সমস্তই মায়া। দানবগণ অদৃশ্য বিমান থেকে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে আমি ক্ষুরধার নির্মল কালান্তক যমতুল্য সন্দর্শন চক্রে অভিমানিত করে বললাম, তুমি সৌভবিমান এবং তার অধিবাসী রিপুগণকে বিনষ্ট কর। তখন যুগান্তকালীন

শ্বিতীয় সূৰ্যের ন্যায় সূৰ্যদৰ্শন চক্ৰ আকাশে উঠল, এবং ক্লকচ (করাত) যেমন কাষ্ঠ বিদ্যারিত করে সেইরূপ সৌভবিমানকে বিদ্যারিত করলে। সূৰ্যদৰ্শন চক্ৰ আমার হাতে ফিरे এলে তাকে আবার আদেশ দিলাম, শাল্বেৰ অভিমুখে যাও। সূৰ্যদৰ্শনের আঘাতে শাল্বেৰ শ্বিখাশ্ৰিত হলেন, তাঁর অনূচর দানবগণ হা হা রব করে পালিয়ে গেল।

শাল্বেৰবধের বিবরণ শেষ করে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আমি দ্যুতসভায় কেন যেতে পারি নি তার কারণ বললাম। আমি গেলে দ্যুতক্ৰীড়া হ'ত না। তার পর কৃষ্ণ পশুপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যুর সঙ্গে রথারোহণে স্ৱারকায় যাত্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যুমন দ্রৌপদীর পুত্ৰদের নিয়ে পাণ্ডালরাজ্যে এবং ধৃষ্টকেতু নিজের ভগিনী(১)র সঙ্গে চৌদরাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ(২) ও শ্বৱাজ্যে প্রস্থান করলেন।

ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করে এবং কুরুজাংগলবাসী প্রজাবর্গের নিকট বিদায় নিয়ে পশুপাণ্ডব দ্রৌপদী ও ধৌম্য রথারোহণে অন্য বনে এলেন। যদুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, আমাদের বার বৎসর বনবাস করতে হবে, তোমরা এই মহারণ্যে এমন একটি স্থান দেখ যেখানে বহু মৃগ পক্ষী পুষ্প ফল পাওয়া যায় এবং যেখানে সাধুলোকে বাস করেন। অর্জুন বললেন, শ্ৱৈতবন রমণীয় স্থান, ওখানে সরোবর আছে, পুষ্পফল পাওয়া যায়, শ্বিৰ্জগণও বাস করেন। আমরা ওখানেই বার বৎসর কাটাৰ।

পাণ্ডবগণ শ্ৱৈতবনে সরস্বতী নদীর নিকটে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। একদিন মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁদের আশ্রমে এলেন। তিনি পাণ্ডবগণের পূজা গ্রহণ করে তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। যদুধিষ্ঠির দর্শিত হয়ে বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য এই তপস্বীরা সকলেই অপ্রফুল্ল হয়ে আছেন, কিন্তু আপনি হৃষ্ট হয়ে হাসলেন কেন? মার্কণ্ডেয় বললেন, বৎস আমি আনন্দের জন্য হাসি নি, তোমার বিপদ দেখে আমার সত্যৱত দাশৱথি রামকে মনে পড়েছে, আমি তাঁকে ঋষ্যমুক পৰ্বতে দেখেছিলাম। তিনি ইন্দ্রভুল্য মহাপ্ৰভাব এবং সমরে অজেয় হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। নিজেকে শক্তিমান ভেবে অধর্ম করা কারও উচিত নয়। যদুধিষ্ঠির, তোমার প্ৰতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের কষ্ট সয়ে তুমি আবার রাজশ্ৰী লাভ করবে।

(১) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ইনি কৱেণুমতী, নকুলের পত্নী। (২) সহদেৱের

বার্ক'ন্ডের চ'লে গেলে দাল্ভগোত্রীয় বক মর্দনি এলেন। তিনি যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, কুন্তীপুত্র, অগ্নি ও বায়ু মিলিত হয়ে যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে শত্রুবিনাশ করতে পারেন। ব্রাহ্মণের উপদেশ না পেলে ক্ষত্রিয় চালকহীন হস্তীর ন্যায় সংগ্রামে দুর্বল হয়। যদুধিষ্ঠির, অলস বিষয়ের লাভের জন্য, লস্ক বিষয়ের বৃদ্ধির জন্য, এবং যোগ্যপাত্রে দানের জন্য তুমি যশস্বী বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের সংসর্গ কর।

৭। দ্রৌপদী-যদুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ

একদিন সায়াহ্ন কালে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কথোপকথন করছিলেন। দ্রৌপদী যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, তুমি যখন মৃগচর্ম প'রে বনবাসের জন্য যাত্রা করেছিলে তখন দুরাত্মা দুর্যোধন দুর্যশাসন কর্ণ আর শকুনি ছাড়া সকলেই অশ্রুপাত করেছিলেন। পূর্বে তুমি শত্রু কোষে বস্ত্র পরতে, এখন তোমাকে চরীধারী দেখছি। কুণ্ডলধারী যুবক পাচকগণ সযত্নে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তোমাদের খাওয়াত, এখন তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবনধারণ করছ। বনবাসী ভীমসেনের দৃংথ দেখে কি তোমার ক্রোধবৃদ্ধি হয় না? বৃকোদর একাই সমস্ত কৌরবদের বধ করতে পারেন, কেবল তোমার জন্যই কষ্ট সইছেন। পুরুষবায়ু অর্জুন আর নকুল-সহদেবের দৃদশা দেখেও কি তুমি শত্রুদের ক্ষমা করবে? দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পতিব্রতা বীরপত্নী আমাকে বনবাসিনী দেখেও কি তুমি সয়ে থাকবে? লোকে বলে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নেই, কিন্তু তোমাতে তার ব্যতিক্রম দেখছি। যে ক্ষত্রিয় যথাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা করে। প্রাচীন ইতিহাসে আছে, একাদিন বলি তাঁর পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অসুরপতি প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করেছিলেন, ক্ষমা ভাল না তেজ ভাল? প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, বৎস, সর্বদা তেজ ভাল নয়, সর্বদা ক্ষমাও ভাল নয়। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহু ক্ষতি হয়, ভৃত্য শত্রু ও পুত্রপেক্ষ লোকেও তাকে অবজ্ঞা করে এবং কটুবাক্য বলে। আবার যারা কখনও ক্ষমা করে না তাদেরও বহু দোষ। যে লোক ক্রোধবশে স্থানে অস্থানে দ'র্ডব্রিধান করে তার অর্থহানি দল্লতাপ মোহ ও শত্রুলাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদু হ'বে এবং বথাকালে কঠোর হ'বে। যে পূর্বে তোমার উপকার করেছে সে গুরু অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা করবে। যে না বদুখে অপরাধ করে সেও ক্ষমার বোগা, কারণ সকলেই পান্ডিত নয়। কিন্তু যারা সম্মুখে অপরাধ করে বলে যে না বদুখে করেছি, সেই কুটিল লোকদের

অল্প অপরাধেও দণ্ড দেবে। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ অল্প হ'লেও দণ্ডনীয়। মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লোভী ও সর্বদা অপরাধী; তারা কোনও কালে ক্ষমার যোগ্য নয়, তাদের প্রতি তেজ প্রকাশ করাই তোমার কর্তব্য।

যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী, তুমি মহাপ্রজ্ঞাবতী, জেনে রাখ যে ক্রোধ থেকে শূভাশুভ দৃষ্টি হয়। ক্রোধ সয়ে থাকলে মঙ্গল হয়। ক্রুদ্ধ লোকে পাপ করে, গুরুহত্যাও করে। তাদের অকার্য কিছু নেই, তারা অবধাকে বধ করে, বধাকে পূজা করে। এই সমস্ত বিবেচনা করে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপরের ক্রোধ দেখলেও যে ক্রুদ্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও মহাভয় থেকে হ্রাস করে। ক্রোধ উৎপন্ন হ'লে যিনি প্রজ্ঞার দ্বারা রোধ করতে পারেন, পশ্চিভরা তাঁকেই তেজস্বী মনে করেন। মদুর্খরাই সর্বদা ক্রোধকে তেজ মনে করে, মানুষ্যের বিনাশের জন্যই রজোগুণজাত ক্রোধের উৎপত্তি। ভীষ্ম কৃষ্ণ দ্রোণ বিদুর কৃপ সঞ্জয় ও পিতামহ ব্যাস সর্বদাই শমগুণের কথা বলেন। এরা ধৃতরাষ্ট্রকে শান্তির উপদেশ দিলে তিনি অবশ্যই আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন, যদি লোভের বশে না দেন, তবে বিনষ্ট হবেন।

দ্রৌপদী বললেন, ধাতা আর বিধাতাকে নমস্কার, যাঁরা তোমার মোহ সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে পিতৃপিতামহের বৃত্তি ত্যাগ করে তোমার মতি অন্য দিকে গেছে। জগতে কেউ ধর্ম অনিষ্টদুরতা ক্ষমা সরলতা ও দয়ার দ্বারা লক্ষ্যলীলা করতে পারে না! তুমি বহুপ্রকার মহাযজ্ঞ করেছ তথাপি বিপরীত বৃদ্ধির বশে দ্যুতক্রীড়ার রাজ্য ধন দ্রাঘুগণ আর আমাকেও হারিয়েছ। তুমি সরল মদুর্দ্বন্দ্ববাব বদান্য লজ্জাশীল সত্যবাদী, তথাপি দ্যুতবাসনে তোমার মতি হ'ল কেন? বিধাতাই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে প্রাণিগণের সুখদুঃখ বিধান করেন। কাষ্ঠময় পুস্তলিকা যেমন অঙ্গচালনা করে সেইরূপ সকল মনুষ্য বিধাতার নির্দেশেই ক্রিয়া করে। যেমন সূত্রে গ্রথিত মণি, নাসাবন্ধ বস, স্রোতে পতিত বৃক্ষ, সেইরূপ মানুষ্যও স্বাধীনতাহীন, তাকে বিধাতার বিধানই চলতে হয়। সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে ঈশ্বরই পাপপুণ্য কর্তৃক তাকে লক্ষ্য করে না। মানুষ্য যেমন অচেতন নিশ্চেষ্ট কাষ্ঠ-পাষাণ-লৌহ দ্বারাই তদ্রূপ পদার্থ হিঁস করে, ঈশ্বর সেইরূপ জীব দ্বারাই জীবহিংসম করেন। মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি রুদ্ধ ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করেন। তোমার বিপদ আর দুর্যোধনের সমৃদ্ধি দেখে আমি বিধাতারই নিন্দা করছি যিনি এই বিব্রম ব্যবস্থা করেছেন। যদি লোকে পাপকর্মের ফলভোগ করে

তবে ঈশ্বরও সেই পাপকর্মে লিপ্ত। আর, যদি কেউ পাপ করেও ফলভোগ না করে তবে তার কারণ—সে বলবান। দুর্বল লোকের জন্যই আমার শোক হচ্ছে।

যদুধিষ্ঠির বললেন, যাজ্ঞসেনী, তোমার কথা সুন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, কিন্তু নাস্তিকের যোগ্য। আমি ধর্মের ফল অব্বেষণ করি না, দাতব্য বলেই দান করি, যজ্ঞ করা উচিত বলেই যজ্ঞ করি। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই আমি যথার্থান্ত্রি গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালন করি। যে লোক ধর্মকে দোহন করে ফল পেতে চায় এবং নাস্তিক বুদ্ধিতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশঙ্কা করে, সে ধর্মের ফল পায় না। দ্রৌপদী, তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে তর্ক করছ। ধর্মের প্রতি সন্দেহ করো না, তাতে তির্ষগ্গতি লাভ হয়। কল্যাণী, তুমি মৃঢ় বুদ্ধির বশে বিধাতার নিন্দা করো না, সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ঋষিগণ যার কথা বলেছেন, শিষ্টজন যার আচরণ করছেন, সেই ধর্মের সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ো না।

দ্রৌপদী বললেন, আমি ধর্মের বা ঈশ্বরের নিন্দা করি না, দ্বন্দ্বার্থ হয়েই অধিক কথা বলে ফেলোছি। আরও কিছু বলছি, তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন। মহারাজ, তুমি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্ম কর। যে লোক কেবল দৈবের উপর নির্ভর করে, এবং যে হঠবাদী(১) তারা উভয়েই মন্দবুদ্ধি। দেবারাধনায় যা লাভ হয় তাই দৈব, নিজ কর্মের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পৌরুষ। ফলসিদ্ধির তিনটি কারণ, দৈব, প্রাক্তনকর্ম ও পদ্রুশকার। আমাদের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, তুমি পদ্রুশকার অবলম্বন করে কর্মে প্রবৃত্ত হলে তা নিশ্চয় দূর হবে।

৮। ভীম-যদুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ — ব্যাসের উপদেশ

ভীম অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হয়ে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ত্যাগ করে কেন আমরা তপোবনে বাস করব? উচ্ছিন্নভোজী শৃগাল যেমন সিংহের কাছ থেকে মাংস হরণ করে সেইরূপ দুর্যোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। রাজা, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করছেন, অল্প একটু ধর্মের জন্য রাজ্য বিসর্জন দিয়ে দ্বন্দ্বভোগ করছেন। আমরা আপনার শাসন মেনে নিয়ে বন্ধুদের দুর্যোধন এবং শত্রুদের আনন্দিত করছি। ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করি নি এই অন্যায় কার্যের জন্য আমরা দ্বন্দ্ব পাচ্ছি। সর্বদা ধর্ম ধর্ম করে আপনি কি ক্রুরের দশা পান নি? যাতে নিজের ও মিত্রবর্গের দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, বাসন ও কুপথ। কেবল ধর্মে

(১) যে মনে করে সমস্তই অকস্মাৎ ঘটে।

বা কেবল অর্থ বা কেবল কামে আসক্ত হওয়া ভাল নয়, তিনটিরই সেবা করা উচিত। শাস্ত্রকাররা বলেছেন, পূর্বাহ্নে ধর্মের, মধ্যাহ্নে অর্থের এবং সন্ধ্যাহ্নে কামের চর্চা করবে। আরও বলেছেন, প্রথম বয়সে কামের, মধ্য বয়সে অর্থের, এবং শেষ বয়সে ধর্মের আচরণ করবে। বাঁরা মুক্তি চান তাঁদের পক্ষেই ধর্ম-অর্থ-কাম বর্জন করা বিধেয়, গৃহবাসীর পক্ষে এই ত্রিবর্ণের সেবাই শ্রেয়। মহারাজ, আপনি হয় সম্যাস নিন না হয় ধর্ম-অর্থ-কামের চর্চা করুন, এই দুইএর মধ্যবর্তী অবস্থা আত্মের জীবনের ন্যায় দুঃখময়। জগতের মূল ধর্ম ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছই নেই, কিন্তু বহু অর্থ থাকলেই ধর্মকাব্য করা যায়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বল আর উৎসাহই ধর্ম, ভিক্ষা বা বৈশ্য-শব্দের বৃত্তি বিহিত নয়। আপনি ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়হৃদয়ে শৈথিল্য ত্যাগ করে বিক্রম প্রকাশ করুন, ধূরন্ধরের ন্যায় ভার বহন করুন। কেবল ধর্মাত্মা হলে কোনও রাজাই রাজ্য ধন ও লক্ষ্মী লাভ করতে পারেন না। বলবানরা ক্রপটতার দ্বারা শত্রু জয় করেন, আপনিও তাই করুন। কৃষক যেমন অল্পপরিমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বহু ধর্ম লাভ করেন। আমরা যদি কৃষ্ণ প্রভৃতি মিত্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করি তবে অবশ্যই রাজ্য উদ্ধার করতে পারব।

বুদ্ধিষ্ঠির বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিম্ব করছ তার জন্য তোমার দোষ দিতে পারি না, আমার অন্যায় কর্মের ফলেই তোমাদের বিপদ হয়েছে। আমি দুর্যোধনের রাজ্য জয় করবার ইচ্ছায় দ্যুতক্রীড়ার প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আমার সরলতার সুযোগে ধৃত শকুনি শতবার দ্বারা আমাকে পরাস্ত করেছিল। দুর্যোধন আমাদের দাস করেছিল, দ্রৌপদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয়বার দ্যুতক্রীড়ায় যে পণ নির্ধারিত হয়েছিল তা আমি মেনে নিয়েছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা এখন লঙ্ঘন করতে পারি না। তুমি দ্যুতসভায় আমার বাহু দণ্ড করতে চেয়েছিলে, অজ্ঞান তোমাকে নিরস্ত করেন। সেই সময়ে তুমি তোমার লৌহগদা পরিষ্কার করছিলে, কিন্তু তখনই কেন তা প্রয়োগ করলে না? আমার প্রতিজ্ঞার সময়ে কেন আমাকে বাধা দিলে না? উপযুক্ত কালে কিছই না করে এখন আমাকে ভৎসনা করে লাভ কি? লোকে বীজরোপণ করে যেমন ফলের প্রতীক্ষা করে, তুমিও সেইরূপ ভবিষ্যৎ সুখোদয়ের প্রতীক্ষায় থাক।

ভীম বললেন, মহারাজ, যদি তের বৎসর প্রতীক্ষা করতে হয় তবে তার মধ্যেই আমাদের আর শেষ হবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতমূর্খের ন্যায় আপনার বুদ্ধি শাস্ত্রের অনুসরণ করে নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়ালু হয়ে

পড়েছেন, ক্রিয়াকুলে কেন আপনি জন্মেছেন? আমরা তের মাস বনে বাস করছি, ভেবে দেখুন তের বৎসর কত বৃহৎ। মনীষীরা বলেন, সোমলতার প্রতিনিধি যেমন পুতিকা (পুঁই শাক), সেইরূপ বৎসরের প্রতিনিধি মাস। আপনি তের মাসকেই তের বৎসর গণ্য করুন। যদি এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধুস্বভাব বান্দকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, উত্তমরূপে মন্ত্রণা আর বিচার করে যদি বিরুদ্ধ প্রয়োগ করা হয় তবেই সিদ্ধিলাভ হয়, দৈবও তাতে অনুকূল হন। কেবল বলদর্পে চঞ্চল হয়ে কর্ম আরম্ভ করা উচিত নয়। দুর্যোধন ও তার জাতারা দুর্ধর্ষ এবং অস্ত্র-প্রয়োগে সুশিক্ষিত। আমরা দিগ্বিজয়কালে যেসকল রাজাদের উৎপীড়িত করেছি তাঁরা সকলেই কৌরবপক্ষে আছেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ পঞ্চপাতহীন, কিন্তু অন্নদাতা ধৃতরাষ্ট্রের ঋণ শোধ করবার জন্য তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হবেন। কোপনস্বভাব সর্বাস্ত্রবিশারদ অজ্ঞেয় অভেদ্যকবচধারী কর্ণও আমাদের উপর বিশ্বেষ-যুক্ত। এই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠকে জয় না করে তুমি দুর্যোধনকে বধ করতে পারবে না।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীষ্মের বিষয় হয়ে চুপ করে রইলেন। এমন সময় মহাযোগী ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভরতসন্তম, তোমাকে আমি প্রতিস্মৃতি নামে বিদ্যা দিচ্ছি, তার প্রভাবে অর্জুন কাষ্যসিদ্ধি করবে। অস্ত্রলাভ করবার জন্য সে ইন্দ্র রত্ন বরুণ কুবের ও যমের নিকট যাক। তোমরাও এই বন ত্যাগ করে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকা তপস্বীদের উদ্বেগজনক, তাতে উদ্ভিদ-মগাদিরও ক্ষয় হয়। এই বলে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিস্মৃতি মন্ত্র লাভ করে অমাত্য ও অনুচরদের সঙ্গে কাম্যকবলে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

৯। অর্জুনের দিব্যাস্ত্রসংগ্রহে গমন

কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ ও অশ্বখামা—এঁরা সমগ্র ধনুর্বেদে বিশারদ, দুর্যোধন এঁদের অসম্মানিত ও সন্তুষ্ট করেছে। সমস্ত পৃথিবীই এখন তার বশে এসেছে। তুমি আমাদের প্রিয়, তোমার উপরেই আমরা নির্ভর করি। বৎস, আমি ব্যাসদেবের নিকট একটি মন্ত্র লাভ করেছি, তুমি তা শিখে নিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্ত্র ইন্দ্রের কাছে আছে, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে সেই সকল অস্ত্র লাভ কর।

স্বস্ত্যয়নের পর অজর্দন সশস্ত্র হয়ে যাত্রার উদ্‌যোগ করলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, পার্থ, আমাদের সুখ দুঃখ জীবন মরণ রাজ্য ঐশ্বর্য সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। তোমার মঙ্গল হ'ক, বলবানদের সঙ্গে তুমি বিরোধ করো না। জয়লাভের জন্য যাত্রা কর, খাতা ও বিখাতা তোমাকে কুশলে নীরোগে রাখুন।

অজর্দন হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দুকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি আকাশবাণী শুনলেন— তিস্ত। অজর্দন দেখলেন, পিঙ্গলবর্ণ কৃশকায় জটধারী এক তপস্বী বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তিনি বললেন, বৎস, তুমি কে? অস্ত্রধারী হয়ে কেন এখানে এসেছ? এই শান্ত তপোবনে অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, তুমি ধনু ত্যাগ কর, তপস্যার প্রভাবে তুমি পরমগতি পেয়েছ। অজর্দনকে অবিচলিত দেখে তপস্বী সহাস্যে বললেন, আমি ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি অভীষ্ট স্বর্গ প্রার্থনা কর। অজর্দন কৃতজ্ঞ হইয়া বললেন, ভগবান, আমাকে সর্ববিধ অস্ত্র দান করুন, আর কিছুই আমি চাই না। যদি আমার ভ্রাতাদের বনে ফেলে রাখি এবং শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে না পারি তবে আমার অকীর্তি সর্বত্র চিরস্থায়ী হবে। তখন ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি যখন ভূতনাথ ত্রিলোচন শূলধর শিবের দর্শন পাবে তখন সমস্ত দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই বলে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন।

॥ কৈরাতপর্বাধ্যায় ॥

১০। কিরাতবেশী মহাদেব — অজর্দনের দিব্যাস্ত্রলাভ

অজর্দন এক ঘোর বনে উপস্থিত হয়ে আকাশে শঙ্খ ও গটহের ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হ'লে মহাবীর্গণ মহাদেবকে জানালেন। মহাদেব কাণ্ডনতরুর ন্যায় উজ্জ্বল কিরাতের বেশ ধারণ করে পিনাকহস্তে দর্শন দিলেন। অনুরূপ বেশে দেবী উমা, তাঁর সহচরীবৃন্দ এবং ভূতগণও অনুগমন করলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ত বন নিঃশব্দ হ'ল, প্রস্রবণের নিনাদ ও পক্ষিবৃক্কি থেমে গেল। সেই সময়ে মৃক নামে এক দানব বরাহের রূপে অজর্দনের দিকে ধাবিত হ'ল। অজর্দন শরাঘাত করতে গেলে কিরাতবেশী মহাদেব বললেন, এই সীলমেঘবর্ণ বরাহকে মারবার ইচ্ছা আমিই আগে করেছি। অজর্দন বারণ শুনলেন না, তিনি ও কিরাত এককালেই শরমোচন করলেন, দুই শর একসঙ্গে বরাহের দেহে বিদ্ধ হ'ল। মৃক দানব ভীষণ রূপ ধারণ করে ম'রে গেল। অজর্দন কিরাতকে সহাস্যে বললেন, কে তুমি কনককান্তি? এই বনে স্ত্রীদের নিয়ে বিচরণ করছ কেন? আমার বরাহকে

কেন তুমি শরবিন্ধ করলে? পর্বতবাসী, তুমি মৃগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করেছ সৈজন্য তোমাকে বধ করব। কিরাত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বীর, আমরা এই বনেই থাকি, তুমি ভয় পেয়ো না। এই জনহীন দেশে কেন এসেছ? অর্জুন বললেন, মন্দবিন্ধ, তুমি বলদর্পে নিজের দোষ মানছ না, আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই।

অর্জুন শরবর্ষণ করতে লাগলেন, পিনাকপাণি কিরাতরূপী শংকর অক্ষত-শরীরে পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অর্জুন বললেন, সাধু সাধু। তাঁর অক্ষয় তৃণীরের সমস্ত বাণ নিঃশেষ হ'ল, তিনি ধনুর্গর্দণ দিয়ে কিরাতকে আকর্ষণ করে মৃদুগাঘাত করতে লাগলেন, কিরাত ধনু কেড়ে নিলেন। অর্জুন তাঁর মস্তকে খড়্গগাঘাত করলেন, খড়্গ লাফিয়ে উঠল। অর্জুন বৃক্ষ আর শিলা দিয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন, তাও বৃথা হ'ল। তখন দুজনে ঘোর মর্দণিযুদ্ধ হ'তে লাগল। কিরাতের বাহুরূপীশে আবদ্ধ হয়ে অর্জুনের শ্বাসরোধ হ'ল, তিনি নিশেষ্ট হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পেয়ে তিনি মহাদেবের মূর্ত্তয় মূর্ত্তি গড়ে পূজা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর নিবেদিত মালা কিরাতের মস্তকে লগ্ন হচ্ছে। তখন তিনি কিরাতরূপী মহাদেবের চরণে পতিত হয়ে স্তব করতে লাগলেন।

মহাদেব প্রীত হয়ে অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, পার্থ, তুমি পূর্বজন্মে বদরিকাগ্রমে নারায়ণের সহচর নর হয়ে অযুত বৎসর তপস্যা করেছিলে, তোমরা নিজ তেজে জগৎ রক্ষা করছ। তুমি অভীষ্ট বর চাও। অর্জুন বললেন, বৃষধ্বজ, ব্রহ্মশির নামে জ্ঞানার যে পাশুপত অস্ত্র আছে তাই আগাকে দিন, কোঁরবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আমি তা প্রয়োগ করব। মহাদেব মূর্ত্তিমান কৃতান্তের তুল্য সেই অস্ত্র অর্জুনকে দান করে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বিধি শিখিয়ে দিলেন। তার পর অর্জুনের অঙ্গ স্পর্শ করে সকল বাথা দূর করে বললেন, এখন তুমি স্বর্গে যাও। এই বলে তিনি উমার সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

তখন বরুণ কুবের যম এবং ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ইন্দ্র অর্জুনের নিকট আবির্ভূত হলেন। যম তাঁর দণ্ড, বরুণ তাঁর পাশ, এবং কুবের অস্ত্রধান নামক অস্ত্র দান করলেন। ইন্দ্র বললেন, কৌন্তেয়, তোমাকে মহৎ কার্যের জন্য দেবলোককে যেতে হবে সেখানেই তোমাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান করব। তার পর দেবতারা চলে গেলেন।

॥ ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাদিধ্যায় ॥

১১। ইন্দ্রলোকে অর্জুন — উর্বশীর অভিষার

আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদীর্ণ করে গম্ভীরনাদে মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। সেই রথের মধ্যে অসি শক্তি গদা প্রাস বিদ্যুৎ বজ্র, চক্রযুক্ত মেঘধ্বনির ন্যায় শব্দকারী বায়ুবিস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাস্ত্র (১), মহাকায় জ্বলিতমুখ সর্প, এবং রাশীকৃত বৃহৎ শিলা ছিল। বায়ুগতি দশ সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করে। মাতলি বললেন, ইন্দ্রপুত্র, রথে ওঠ, দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অর্জুন বললেন, সাধু মাতলি, তুমি আগে রথে ওঠ, অশ্বসকল স্থির হ'ক, তার পর আমি উঠব। অর্জুন গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে মন্ত্রজপ ও পিতৃতর্পণ করলেন, তার পর শৈলরাজ হিমালয়ের স্তব করে রথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে মানব্দের অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা অগ্নির আলোক নেই। পৃথিবী থেকে যে দূরত্বমান তারকাসমূহ দেখা যায় সেনকল অতিবৃহৎ হ'লেও দূরত্বের জন্য দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয়। অর্জুন সেইসকল তারকাকে স্বস্থানে স্বভেজে দীপ্তিমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্শ্ব, ভূতল থেকে যাঁদের তারকারূপে দেখেছ সেই পুণ্যবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন।

অর্জুন অমরাবতীতে এলে দেব গন্ধর্ব সিংহ ও মহর্ষিগণ হুস্ট হয়ে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের সিংহাসনে বসালেন। তুস্বদর প্রভৃতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা উর্বশী প্রভৃতি হাবভাবময়ী মনোহারিণী অপ্সরারা নাচতে লাগলেন। তার পর দেবগণ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়ে অর্জুনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন।

ইন্দ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করে অর্জুন অমরাবতীতে পাঁচ বৎসর সুখে বাস করলেন। তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত-বাদ্যও শিখলেন। একদিন চিত্রসেন উর্বশীর কাছে গিয়ে বললেন, কল্যাণী, দেবরাজের আদেশে তোমাকে জানাচ্ছি যে অর্জুন তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তিনি আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। উর্বশী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করে

(১) 'চক্রযুক্তাতুলাগুড়াঃ বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাভা মহামেঘস্বনাঃ।' নীলকণ্ঠ কামান অর্থ করেছেন। স্পষ্টত প্রক্ষিপ্ত।

স্মিতমুখে বললেন, আমিও তাঁর প্রতি অনুরক্ত। সখা, তুমি যাও, আমি অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হব।

উর্বশী স্নান করে মনোহর অলংকার ও গন্ধমালা ধারণ করলেন এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হ'লে অর্জুনের ভবনে যাত্রা করলেন। তাঁর কোমল কুণ্ডিত দীর্ঘ কেশপাশ পদ্মমালায় ভূষিত, মদুখচন্দ্র যেন গগনের চন্দ্রকে আহ্বান করছে, চন্দনচর্চিত হারশোভিত স্তনম্বয় তাঁর পাদক্ষেপে লক্ষিত হচ্ছে। অল্প মদ্যপান, কামাবেশ ও বিলাসবিভ্রমের জন্য তিনি অতিশয় দর্শনীয় হলেন। স্নানপালের মদুখে উর্বশীর আগমনসংবাদ পেয়ে অর্জুন শীঘ্রকর্তমনে এগিয়ে এলেন এবং লজ্জায় চক্ষু আবৃত করে সসম্মানে বললেন, দেবী, নতমস্তকে অভিবাদন করছি, বলুন কি করতে হবে, আমি আপনার আশ্রয় চাই। অর্জুনের কথা শুনে উর্বশীর যেন চৈতন্যলোপ হ'ল। তিনি বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, চিত্রসেন আমাকে যা বলেছেন শোন। তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যেরূপ আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাতে দেবতা মহর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতির সমক্ষে গন্ধর্বগণ বীণা বাজিয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ অঙ্গরারা নৃত্য করেছিলেন। পার্থ, সেই সময়ে তুমি নাকি অনিমেঘনরনে শূন্য আমাকেই দেখেছিলেন। সভাভঙ্গে পর তোমার পিতা ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়ে আমাকে আদেশ জানালেন, আমি যেন তোমার সঙ্গে মিলিত হই। এই কারণেই আমি তোমার সেবা করতে এসেছি। তুমি আমার চিরাভিলষিত, তোমার গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে আমি অনঙ্গের বশবর্তিনী হয়েছি।

লজ্জায় কান ঢেকে অর্জুন বললেন, ভাগ্যবতী, আপনার কথা আমার শ্রবণযোগ্য নয়, কুন্তী ও শচীর ন্যায় আপনি আমার গুরুদ্বন্দ্বীভূত। আপনি পুরুষবংশের জননী (১), গুরুর অপেক্ষাও গুরুতর, সেজন্যই উৎফুল্লনয়নে আপনাকে দেখেছিলাম। উর্বশী বললেন, দেবরাজপুত্র, আমাকে গুরুস্থানীয় মনে করা অনর্চিত, অঙ্গরারা নিয়মাধীন নয়। পুরুষবংশের পুত্র বা পৌত্র যেকোনো স্বর্গে এলে আমাদের সঙ্গে সহবাস করেন। তুমি আমার বাহু পূর্ণ করো অর্জুন বললেন, বরবর্ণিনী, আমি আপনার চরণে মস্তক রাখছি, আপনি আমার মাতৃবৎ পূজনীয়, আমি আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয়। উর্বশী ক্রোধে অভিভূত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হৃৎকূটি করে বললেন, পার্থ, আমি তোমার পিতার অনুজ্ঞায় স্নেহ তোমার গৃহে কামার্তা হয়ে এসেছি তথাপি তুমি আমাকে আদর করলে না; তুমি সম্মানহীন

(১) পুরুষবংশের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে আর্য জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রপৌত্র পুরু।

নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবে। এই বলে উর্বশী স্বর্গগৃহে চলে গেলেন।

উর্বশী শাপ দিয়েছেন শুনে ইন্দ্র স্মিতমুখে অর্জুনকে সান্ধনা দিয়ে বললেন, বৎস, তোমার জন্য কুন্তী আজ সদুপদ্রবতী হলেন, তুমি ধৈর্যে স্থায়ীগণকেও পরাজিত করেছ। উর্বশীর অভিশাপ তোমার কাজে লাগবে, অজ্ঞাতবাসকালে তুমি এক বৎসর নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তার পর আবার পুরুষত্ব পাবে।

অর্জুন নিশ্চিন্ত হয়ে চিত্রসেন গন্ধর্বের সংসর্গে সুখে স্বর্গবাস করতে লাগলেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের এই পবিত্র চরিত্রকথা যে নিত্য শোনে তার পাপজনক কামক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় না, সে মন্ততা দম্ভ ও রাগ পরিহার করে স্বর্গলোকে সুখভোগ করে।

॥ নলোপাখ্যানপর্বাধ্যায় ॥

১২। ভীমের অধৈর্য — মহর্ষি বৃহদশ্ব

একদিন পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর সঙ্গে দৃষ্টিমতমনে কাম্যকবনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাদের পৌরুষ আছে, বলবানদের সাহায্য নিয়ে আমরা আরও বলশালী হ'তে পারি, কিন্তু আপনার দ্যুতদোষের জন্য সকলে কষ্ট পাচ্ছি। রাজ্যশাসনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বনবাস নয়। আমরা অর্জুনকে ফিরিয়ে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার বৎসরের পদবেঁধি ধাতরাস্ত্রদের বধ করব। শত্রুরা দূর হ'লে আপনি বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হ'লে আপনার দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। রাজা, এইরূপই হ'তে পারে যদি আপনি নির্বন্ধিতা দীর্ঘসূত্রতা আর ধর্মপরায়ণতা ত্যাগ করেন। শঠতার দ্বারা শঠকে বধ করা পাপ নয়। ধর্মজ্ঞ লোকের বিচারে দৃঃসহ দৃঃখের কালে এক অহোরাত্রই এক বৎসরের সমান গণ্য হয়। এইরূপ বেদবচনও শোনা যায়। অতএব আমাদের তের দিনেই তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে, দুর্যোধনাদিকে বধ করবার সময় এসেছে। দুর্যোধনের চর সর্বশত্রু আছে, অজ্ঞাতবাসকালেও সে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার বনবাসে পড়াবে। যদি অজ্ঞাতবাস থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দ্যুতক্ৰীড়ায় ডাকবে। আপনার নিপুণতা নেই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন, সেজন্য আবার আপনি হারবেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে সান্ধনা দিয়ে বললেন, মহাবাহু, তের বৎসর উত্তীর্ণ

হ'লে তুমি আর অর্জুন ঐক্স দুর্যোধনকে বধ করবে। তুমি বলছ, সময় এসেছে, কিন্তু আমি মিথ্যা বলতে পারব না। শঠতা না করেও তুমি শত্রুবধ করবে।

এমন সময় ঋষি বৃহদশ্ব সেখানে এলেন। যদুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র মধুপক দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। বৃহদশ্ব বিশ্রামের পর উপবিষ্ট হ'লে যদুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, ভগবান, দ্যুত দাতাকারগণ আমার রাজ্য ও ধন শঠতার দ্বারা হরণ করেছে। আমি সরলস্বভাব অক্ষনিপুণ নই। তারা আমার প্রিয়তমা ভার্যাকে দ্যুতসভায় নিয়ে গিয়েছিল। তার পর দ্বিতীয়বার দ্যুতে জয়লাভ করে আমাদের বনে পাঠিয়েছে। দ্যুতসভায় জ্যেষ্ঠ যে দারুণ কটাকাষ বলেছে এবং আমার দৃঃখার্ভ সূহৃদগণ যা বলোচ্ছিলেন তা আমার হৃদয়ে নিহিত আছে, সমস্ত রাত্রি আমি সেইসকল কথা চিন্তা করি। অর্জুনের বিরহেও আমি যেন প্রাণহীন হয়ে আছি। আমার চেয়ে মন্দভাগ্য ও দৃঃখার্ভ কোনও রাজাকে আপনি জানেন কি?

মহর্ষি বৃহদশ্ব বললেন, যদি শুনতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব যিনি আমার চেয়েও দৃঃখী ছিলেন। যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বৃহদশ্ব নল রাজার এই উপাখ্যান বললেন।—

১৩। নিষধরাজ নল — দময়ন্তীর স্মরণবর

নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালী সদৃগুণান্বিত রূপব, অশ্বতত্ত্বজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি বীরসেনের পুত্র, ব্রাহ্মণপালক, বেদজ্ঞ, দ্যুতভিজ্ঞ, সত্যবাদী, এবং বৃহৎ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি। তাঁর সমকালে বিদর্ভ দেশে জীহ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ও তাঁর মহিষী ব্রহ্মর্ষি দমনকে সেবায় দুটু করে একটি কন্যা ও তিনটি পুত্র লাভ করেন। কন্যার নাম দময়ন্তী, তিন পুত্রের নাম দধি, দান্ত ও দমন। দময়ন্তীর ন্যায় সুন্দরী মনুষ্যালোকে কেউ ছিল না, দেবতারাও তাঁকে দেখে আনন্দিত হতেন।

লোকে নল ও দময়ন্তীর নিকট পরস্পরের রূপগুণের প্রশংসা করত, তার ফলে দেখা না হ'লেও তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলেন। একদিন নল নিজের উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কনকবর্ণ হংস দেখতে পেলেন। তিনি একটিকে ধরলে সে বললে, রাজা, আমাকে মারবেন না, আমি আপনার প্রিয়কার্য করব, দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন করে বলব যে তিনি অন্য পুরুষ কামনা করবেন না। নলের কাছে মুক্তি পেয়ে সেই হংস তার সহচরদের সঙ্গে

বিদর্ভ দেশে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হ'ল। রাজকন্যা ও তাঁর সখীরা সেই সকল আশ্চর্য হংস দেখে হৃষ্ট হয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা করলেন। দময়ন্তী যাকে ধরতে গেলেন সেই হংস মানুষের ভাষায় বললে, নিষধরাজ নল মর্তিমান কন্দর্পের ন্যায় রূপবান, তাঁর সমান আর কেউ নেই। আপনি যেমন নারীরঙ্গ, নলও সেইরূপ পদ্রুৎশ্রেষ্ঠ, উত্তমার সঙ্গে উত্তমের মিলন অতিশয় শুভকর হবে। দময়ন্তী উত্তর দিলেন, তুমি নলের কাছে গিয়ে তাঁকেও এই কথা ব'লো। তখন হংস নিষধরাজ্যে গিয়ে নলকে সকল কথা জানালে।

দময়ন্তী চিন্তাগ্রস্ত বিবর্ণ ও ক্লান্ত হ'তে লাগলেন। সখীদের মদ্যে কন্যার অসুস্থতার সংবাদ শুনে বিদর্ভরাজ ভীম ভাবলেন, কন্যা যৌবনলাভ করেছে, এখন তার স্বয়ংবর হওয়া উচিত। রাজা স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন, তাঁর নিমন্ত্রণে বহু রাজা বিদর্ভ দেশে সমবেত হলেন।

এই সময়ে নারদ ও পর্বত দেবর্ষিম্বয় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ্ঞ রাজারা সমরে পরাঙ্মুখ না হয়ে জীবন ত্যাগ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেন। সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ কোথায়? সেই প্রিয় অতিথিগণকে আর এখানে আসতে দেখি না কেন? নারদ বললেন, দেবরাজ, তার কারণ শুনুন। — বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী তাঁর সৌন্দর্যে পৃথিবীর সমস্ত নারীকে অতিক্রম করেছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বয়ংবর হবে। সেই নারীরঙ্গকে পাবার আশায় সকল রাজা আর রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। এমন সময় অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দ্রের কাছে এলেন এবং নারদের কথা শুনে হৃষ্ট হয়ে সকলে বললেন, আমরাও যাব।

ইন্দ্র অগ্নি বরুণ ও যম তাঁদের বাহন ও অনুচর সহ বিদর্ভ দেশে যাত্রা করলেন। পথে তাঁরা সাক্ষাৎ মন্থথতুল্য নলকে দেখে বিস্মিত হলেন, তাঁদের দময়ন্তীলাভের আশা দূর হ'ল। দেবগণ তাঁদের বিমান আকাশে রেখে ভূতলে নেমে নলকে বললেন, নিষধরাজ, তুমি সত্যত, দূত হয়ে আমাদের সাহায্য কর। নল কৃতাজ্ঞালি হয়ে বললেন, করব। আপনারা কে? আমাকে কার দৌত্য করতে হবে? ইন্দ্র বললেন, আমরা অমর, দময়ন্তীর জন্য এসেছি। তুমি গিয়ে তাঁকে বল যে দেবতারা তাঁকে চান, তিনি ইন্দ্র অগ্নি বরুণ ও যম এই চারজনের একজনকে বরণ করুন। নল বললেন, আমিও তাঁকে চাই, নিজেই যখন প্রার্থী তখন পরের জন্য কি করে বলব? দেবগণ, আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা বললেন, তুমি করব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, এখন তার অন্যথা করতে পার না, অতএব শীঘ্র যাও। নল

বললেন, স্দুরক্ষিত অন্তঃপদ্রে আমি কি করে প্রবেশ করব? ইন্দ্র বললেন, তুমি প্রবেশ করতে পারবে।

সখীগণে পরিবেষ্টিত দময়ন্তীর কাছে নল উপস্থিত হলেন। দময়ন্তী স্মিতমুখে বললেন, সর্বাঙ্গসুন্দর, তুমি কে? আমার হৃদয় হরণ করতে কেন এখানে এসেছ? নল বললেন, কল্যাণী, আমি নল, ইন্দ্র অগ্নি বরণ ও যম এই চার দেবতার দূত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, তাঁদের একজনকে পতিরূপে বরণ কর। দময়ন্তী বললেন, রাজা, আমি এবং আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, তুমিই আমার প্রতি প্রণয়শীল হও। হংসদের কাছে সংবাদ পেয়ে তোমাকে পাবার জন্যই আমি স্বয়ংবরে রাজাদের আনিয়েছি। তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তবে দিব অগ্নি জল বা রক্তের দ্বারা আত্মহত্যা করব। নল বললেন, দেবতারা থাকতে মানুষকে চাও কেন? আমি তাঁদের চরণধূলির তুল্যও নই, তাঁদের প্রতিই তোমার মন দেওয়া উচিত। দময়ন্তী অশ্রুজ্বলাবিন্যাসনে কৃতাজলি হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম করি; মহারাজ, আমি তোমাকেই পতিত্ব বরণ করব। নল বললেন, কল্যাণী, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দেবগণের দূত রূপে এসেছি, এখন স্বার্থসাধন কি করে করব? দময়ন্তী বললেন, আমি নির্দোষ উপায় বলছি শোন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সঙ্গে তুমিও স্বয়ংবর সভায় এস, আমি তাঁদের সম্মুখেই তোমাকে বরণ করব।

নল ফিরে এসে দেবগণকে বললেন, আমি আপনাদের বার্তা দময়ন্তীকে জানিয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকেই বরণ করতে চান। তিনি আপনাদের সকলকে এবং আমাকেও স্বয়ংবরসভায় আসতে বলেছেন।

বিদর্ভরাজ ভীম শূভদিনে শূভক্ষণে স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন। নানা দেশের রাজারা সুগন্ধ মাল্য ও মণিকুণ্ডলে ভূষিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট হলেন। দময়ন্তী সভায় এলে তাঁর দেহেই রাজাদের দৃষ্টি লগ্ন হয়ে রইল, অন্যত্র গেল না। অনন্তর রাজাদের নামকীর্তন আরম্ভ হ'ল। দময়ন্তী তখন দেখলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের আকৃতি একই প্রকার, প্রত্যেককেই নল বলে মনে হয়। দময়ন্তী ভাবতে লাগলেন, এঁদের মধ্যে কে দেবতা আর কে নল তা কোন্ উপায়ে বুঝব? বৃদ্ধদের কাছে দেবতার যেসব লক্ষণ শুনিয়ে তা এই পাঁচজনের মধ্যে কারও দেখা দিবে না। তখন দময়ন্তী কৃতাজলি হয়ে দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার করে বললেন, আমি হংসগণের বাক্য শ্রুনে নিষধরাজকে পতিত্ব বরণ করেছি, আমার সেই সত্য যেন রক্ষা পায়। দেবগণ নলকে দেখিয়ে দিন, তাঁরা নিজরূপ ধারণ করুন যাতে আমি নলকে চিনতে পারি।

দময়ন্তীর করুণ প্রার্থনা শুনে এবং নলের প্রতি তাঁর পরম অনুরাগ জেনে ইন্দ্রাদি চারজন লোকপাল তাঁদের দেবচিহ্ন ধারণ করলেন। দময়ন্তী দেখলেন, তাঁদের গাত্র স্বেদশূন্য, চন্দ্র অপলক, দেহ ছায়াহীন। তাঁদের মালা অশ্লান, অঙ্গ ধূলিশূন্য, ভূমি স্পর্শ না করেই তাঁরা বসে আছেন। কেবল একজনের এইসকল দেবলক্ষণ নেই দেখে দময়ন্তী বঝলেন তিনিই নল। তখন লজ্জমানা দময়ন্তী বসনপ্রান্ত ধারণ করে নলের স্কন্ধদেশে পরম শোভন মালা অর্পণ করলেন। রাজারী হা হা করে উঠলেন, দেবতা ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বললেন। নল হৃষ্টমনে দময়ন্তীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি দেবগণের সান্নিধ্যতে মানুষ্যকেই বরণ করলে, আমাকে তোমার ভর্তা ও আঞ্জানুবর্তী বলে জেনো। সুহাসিনী, যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন আমি তোমারই অনুরক্ত থাকব।

দেবতারী হৃষ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন, যজ্ঞকালে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গতি লাভ করবে। অগ্নি বললেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা করবে সেখানেই আমার আবির্ভাব হবে এবং অন্তিম তুমি প্রভাময় দিব্যালোকে যাবে। যম বললেন, তুমি যে খাদ্য পাক করবে তাই সুস্বাদু হবে, তুমি চিরকাল ধর্মপথে থাকবে। বরুণ বললেন, তুমি যেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে। দেবতারী সকলে মিলে নলকে উত্তম গন্ধমালা এবং যুগল সন্তান লাভের বর দিলেন।

বিবাহের পর কিছুকাল বিদর্ভ দেশে থেকে নল তাঁর পত্নীর সঙ্গে স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। তিনি অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ করলেন। যথাকালে দময়ন্তী একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা।

১৪। কলির আক্রমণ — নল-পৃথক্করের দ্যুতক্রীড়া

স্বয়ংবর থেকে ফেরবার পথে দেবতাদের সঙ্গে দ্বাপর আর কলির দেখা হ'ল। কলি বললেন, দময়ন্তীর উপর আমার মন পড়েছে, তাকে স্বয়ংবরে পাবার জন্য যাচ্ছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বয়ংবর হয়ে গেছে, আমাদের সমক্ষেই দময়ন্তী নল রাজাকে বরণ করেছেন। কলি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দেবগণকে ত্যাগ করে সে মানুষ্যকে বরণ করেছে, এজন্য তার কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত। ইন্দ্র বললেন, কলি, নলের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন রাজাকে যে অভিশাপ দেয় সে নিজেই অভিশপ্ত হয়ে ঘোর নরকে পড়ে। দেবতারী চলে গেলে কলি দ্বাপরকে বললেন, আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না, নলের দেহে অধিষ্ঠান করে তাকে রাজ্যচ্যুত করব। তুমি আমাকে সাহায্য করবার জন্য অক্ষের (পাশার) মধ্যে প্রবেশ কর।

কলি নিষধরাজ্যে এসে নলের ছিন্ন অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার বৎসর পরে একদিন কলি দেখলেন, নল মৃত্যুভ্যাগের পর পা না ধুয়ে শব্দে আচমন করে সন্ধ্যা করছেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। তার পর তিনি নলের ভ্রাতা পদ্মকের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নলের সঙ্গে অক্ষকীড়া কর, আমার সাহায্যে নিষধরাজ্য জয় করতে পারবে। পদ্মকর সম্মত হয়ে নলের কাছে চললেন, কলি বৃষের রূপ ধারণ করে পিছনে পিছনে গেলেন।

নল পদ্মকের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, দ্রুতকীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ যানবাহন বসন প্রভৃতি বহুপ্রকার ধন হারলেন। রাজাকে অক্ষকীড়ায় মত্ত দেখে মন্ত্রী, পুরবাসিগণ ও দময়ন্তী তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কলির আবেশে নল কোনও কথাই বললেন না। দময়ন্তী পুনর্বীর নিজে গিয়ে এবং তাঁর ধাত্রী বৃহৎসেনাকে পাঠিয়ে রাজাকে প্রবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন দময়ন্তী সারথি বাক্ষ্যককে ডেকে আনিয়ে বললেন, রাজা বিপদে পড়েছেন, তুমি তাঁকে সাহায্য কর। তিনি পদ্মকের কাছে যত হেরে যাচ্ছেন ততই তাঁর খেলার আগ্রহ বাড়ছে। রাজা মোহগ্রস্ত হয়েছেন তাই সুহৃৎজনের আর আমার কথা শুনছেন না। আমার মন ব্যাকুল হয়েছে, হয়তো তাঁর রাজ্যনাশ হবে। তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা কর, আমার পদকন্যাকে কুন্ডিন নগরে তাদের মাতাগহের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমার দুই সন্তান, রথ ও অশ্ব রেখে তুমি সেখানেই থেকে অথবা যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। সারথি বাক্ষ্যক মন্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে বিদর্ভ রাজধানীতে গেল এবং বালক-বালিকা, রথ ও অশ্ব সেখানে রেখে ভীম রাজার কাছে বিদায় নিলে। তার পর শোকাত্ত হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে অযোধ্যায় গেল এবং সেখানে রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কর্মে নিযুক্ত হ'ল।

১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ — দময়ন্তীর পর্যটন

নলের রাজ্য ও সমস্ত ধন অক্ষকীড়ায় জিতে নিয়ে পদ্মকর হেসে বললেন, আপনার সর্বস্ব আমি জয় করছি, কেবল দময়ন্তী অবশিষ্ট আছেন, যদি ভাল মনে করেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখুন। পদ্ম্যশোক নলের মন দুঃখে বিদীর্ণ হ'ল, তিনি কিছু না বলে তাঁর সকল অলংকার খুলে ফেললেন এবং বিপুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে একবস্ত্রে অনাবৃত্তদেহে রাজ্য থেকে নিষ্কান্ত হলেন। দময়ন্তীও একবস্ত্রে তাঁর সঙ্গে গেলেন।

পদ্মকরের শাসনে কোনও লোক নল-দময়ন্তীর সমাদর করলে না। তাঁরা কেবল জলপান করে নগরের উপকণ্ঠে দ্বিরাত্র বাস করলেন। ক্ষুধার্ত নল ঘুরতে ঘুরতে কতকগুলি পাখি দেখতে পেলেন, তাদের পালক স্বর্ণবর্ণ। নল ভাবলেন, এই পাখিগুলিই আজ আমাদের ভক্ষা হবে আর তাদের পক্ষিই ধন হবে। তিনি তাঁর পরিধানের বস্ত্র খুলে ফেলে পাখিদের উপর চাপা দিলেন। পাখিরা বস্ত্র নিয়ে আকাশে উঠে বললে, দূর্বর্দ্ধি নল, যা নিয়ে দমুতক্বীড়া করেছিলে আমরাই সেই পাখা। তুমি সবসময় গেলে আমাদের প্রীতি হবে না। বিবস্ত্র নল দময়ন্তীকে বললেন, অনিন্দিতা, যাদের প্রকোপে আমি ঐশ্বর্যহীন হয়েছি, যাদের জন্য আমরা প্রাণযাতার উপযুক্ত খাদ্য আর নিষধবাসীর সাহায্য পাচ্ছি না তারাই পক্ষী হয়ে আমার বস্ত্র হরণ করেছে। আমি দঃখে জ্ঞানহীন হয়েছি। আমি তোমার স্বামী, তোমার ভালর জন্য যা বলছি শোন। — এখন থেকে কতকগুলি পথ অবন্তী ও ঋক্ষবান পর্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গেছে। ওই বিন্ধ্য পর্বত, ওই পয়োক্ষী নদী, ওখানে প্রচুর ফলমূল সমান্বিত ঋষিদের আশ্রম আছে। এই বিদভ দেশের পথ, এই কোশল দেশের, ওই দক্ষিণাপথের। নল কাতর হয়ে এই সব কথা বার বার দময়ন্তীকে বললেন।

দময়ন্তী বললেন, তোমার অভিপ্রায় অনুমান করে আমার হৃদয় কাঁপছে, সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে। তোমাকে ত্যাগ করে আমি কি করে অন্যত্র যাব? ভিষকরা বলেন, সকল দঃখে ভাষার সমান ঔষধ নেই। নল বললেন, তুমি কেন আশঙ্কা করছ, আমি নিজেকে ত্যাগ করতে পারি কিন্তু তোমাকে পারি না। দময়ন্তী বললেন, মহারাজ, তবে বিদভের পথ দেখাচ্ছ কেন? যদি আমার আত্মীয়দের কাছেই আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমার পিতা বিদভরাজ তোমাকে সসম্মানে আশ্রয় দেবেন, তুমি আমাদের গৃহে সুখে থাকতে পারবে। নল বললেন, পূর্বে সেখানে সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়েছিলাম, এখন নিঃস্ব হয়ে কি করে যাব?

নল-দময়ন্তী একই বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে করতে একটি পাখিদের বিশ্রামস্থানে এলেন এবং ভূতলে শয়ন করলেন। দময়ন্তী তখনই নিদ্রিত হলেন। নল ভাবলেন, দময়ন্তী আমার জন্যই দঃখভোগ করছেন আমি না থাকলে ইনি হয়তো পিতৃগৃহে যাবেন। কিলির দৃষ্ট প্রভাবে নল দময়ন্তীকে ত্যাগ করাই স্থির করলেন এবং যে বস্ত্র তাঁরা দুজনেই পরে ছিলেন তা বিখণ্ড করবার জন্য ব্যগ্র হলেন। নল দেখলেন, আশ্রয়স্থানের এক প্রান্তে একটি কোষমুক্ত খড়্গ রয়েছে। সেই খড়্গ দিয়ে বস্ত্রের অর্ধভাগ কেটে নিয়ে নিদ্রিতা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল দ্রুতবেগে নিষ্কান্ত হলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসে পত্নীকে দেখে বিলাপ করতে

লাগলেন। এইরূপে নল আন্দোলিতহৃদয়ে বার বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান করলেন।

নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দময়ন্তী শোকাক্ত ও ভয়াত্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি পতির অবেশণে শ্বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভীরের ন্যায় মহাকায় এক ক্ষুধার্ত অজগর তাঁকে ধরলে। দময়ন্তীর আত্ননাদ শুনে এক ব্যাধ তখনই সেখানে এল এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্র অজগরের মূখ চিরে দময়ন্তীকে উদ্ধার করলে। অজগরকে বধ করে ব্যাধ দময়ন্তীকে প্রক্ষালনের জন্য জল এনে দিলে এবং আহাৰও দিলে। দময়ন্তী আহাৰ করলে ব্যাধ বললে, মৃগশাবকাক্ষী, তুমি কে, কেন এখানে এসেছ? দময়ন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। অৰ্ধবসনধারিণী দময়ন্তীর রূপ দেখে ব্যাধ কামার্ত হয়ে তাঁকে ধরতে গেল। দময়ন্তী বললেন, যদি আমি নিষধরাজ ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি তবে এই ক্ষুদ্র মৃগয়াজীবী গতাস্দ হয়ে পড়ে যাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হয়ে-ভূপতিত হ'ল।

দময়ন্তী বিজ্ঞানীনাচিত বহুবৃক্ষসমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন, সিংহ-ব্যাঘ্র-মহিষ-ভল্লুকাদি প্রাণী এবং লেচ্ছ-তস্কর প্রভৃতি জাতি সেখানে বাস করে। তিনি উন্মত্তার ন্যায় শ্বাপদ পশু ও অচেতন পৰ্বতকে নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিন অহোরাত্র উত্তর দিকে চ'লে তিনি এক রমণীয় তপোবনে উপস্থিত হলেন। তপস্বীরা বললেন, সৰ্বাঙ্গসুন্দরী, তুমি কে? শোক করে না, আশ্বস্ত হও। তুমি কি এই অরণ্যের বা পৰ্বতের বা নদীর দেবী? দময়ন্তী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, ভগবান, যদি কয়েক দিনের মধ্যে নল রাজার দেখা না পাই তবে আমি দেহত্যাগ করব। তপস্বীরা বললেন, কল্যাণী, তোমার মংগল হ'বে, আমরা দেখাছি তুমি শীঘ্রই নিষধরাজের দর্শন পাবে। তিনি সৰ্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সৰ্বরত্নসম্বিত হয়ে নিজ রাজ্য শাসন করবেন, শত্রুদের ভয় উপাদান ও সুহৃদগণের শোক নাশ করবেন। এই বলে তপস্বিগণ অম্ভাহিত হলেন। দময়ন্তী বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? তাপসগণ কোথায় গেলেন? তাঁদের আশ্রম, পদ্যাসলিলা নদী, ফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষ প্রভৃতি কোথায় গেল?

নলের অবেশণে আবার যেতে যেতে দময়ন্তী এক নদীতীরে এসে দেখলেন, এক বৃহৎ বশিকের দল অনেক হস্তী অশ্ব রথ নিয়ে নদী পার হ'চ্ছে। দময়ন্তী সেই যাহ্নিদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর উন্মত্তের ন্যায় অৰ্ধবসনাবৃত কৃশ মালিন মূর্তি দেখে কতকগুলি লোক ভয়ে পালিয়ে গেল, কেউ অন্য লোককে ডাকতে গেল, কেউ হাসতে লাগল। একজন বললে, কল্যাণী, তুমি কি মানবী, দেবতা যক্ষী, না

রাক্ষসী? আমরা তোমার শরণ নিলাম, আমাদের রক্ষা কর, যাতে এই বণিকের দল নিরাপদে যেতে পারে তা কর। দময়ন্তী তাঁর পরিচয় দিলেন এবং নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন শূচি নামক সার্থবাহ (বণিকসংঘের নায়ক) বললেন, যশ্শ্বিনী, নলকে আমরা দেখি নি, এই বনে আপনি ভিন্ন কোনও মানদ্রুশ দেখি নি। আমরা বাণিজ্যের জন্য চৌদিরাজ সুবাহদুর রাজ্যে যাচ্ছি।

নলের দেখা পাবেন এই আশায় দময়ন্তী সেই বণিকসংঘের সঙ্গে চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হলেন। পরিপূর্ণ বণিকের দল সেখানে রাতিযাপনের আয়োজন করলে। সকলে নির্দ্রিত হ'লে অর্ধরাত্রি এক দল মদমত্ত বন্য হস্তী বণিকসংঘের পালিত হস্তীদের মারবার জন্য সবগে এল। সহসা আক্রান্ত হয়ে বণিকরা ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল, বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে ও পদের পেষণে অনেকে নিহত হ'ল, বহু উষ্ট্র ও অশ্বও বিনষ্ট হ'ল। হতাবশিষ্ট বণিকরা বলতে লাগল, আমরা বাণিজ্যদেবতা মণিভদ্রের এবং যক্ষাধিপ কুবেরের পূজা করি নি তারই এই ফল। কয়েকজন বললে, সেই উন্মত্তদর্শনা বিকৃতরূপা নারীই মায়াবলে এই বিপদ ঘটিয়েছে। নিশ্চয় সে রাক্ষসী যক্ষী বা পিশাচী, তাকে দেখলে আমরা হত্যা করব।

এই কথা শুনতে পেয়ে দময়ন্তী বেগে বনমধ্যে পলায়ন করলেন। তিনি বিলাপ করে বললেন, এই নিজ'ন অরণ্যে যে জনসংঘে আশ্রয় পেয়েছিলাম তাও হস্তিবৃথ এসে বিধ্বস্ত করলে, এও আমার মন্দভাগ্যের ফল। আমি স্বয়ংবরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তাঁদেরই কোপে আমার এই দর্শনা হয়েছে। হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, দময়ন্তী তাঁদের সঙ্গে যেতে লাগলেন। বহুকাল পর্যটনের পর দময়ন্তী একদিন সায়াহ্নকালে চৌদিরাজ সুবাহদুর নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁকে উন্মত্তার ন্যায় দেখে গ্রাম্য বালকগণ কৌতূহলের বশে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের নিকটে এলে রাজমাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে এক ধাত্রীকে বললেন, এই দর্শনখনি শরণার্থিনী নারীকে লোকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি ওকে নিয়ে এস।

দময়ন্তী এলে রাজমাতা বললেন, এই দর্শনাতেও তোমাকে রূপবতী দেখছি, মেঘের মধ্যে বিদ্রুতের ন্যায় তুমি কে? দময়ন্তী বললেন, আমি পতিব্রতা সদবংশীয়া সৈরিন্ধী (১)। আমার ভর্তার গৃহের সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু

(১) যে নারী পরগৃহে স্বাধীনভাবে থেকে শিল্পাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

দুর্দৈববশে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে তিনি বনে এসেছিলেন, সেখানে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ করে চলে গেছেন। বিরহতাপে দিবারাহ দগ্ধ হয়ে আমি তাঁর অন্বেষণ করছি। রাজমাতা বললেন, কল্যাণী, তোমার উপর আমার স্নেহ হয়েছে, আমার কাছেই তুমি থাক। আমার লোকেরা তোমার পতির অন্বেষণ করবে, হয়তো তিনি ঘুরতে ঘুরতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন।

দময়ন্তী বললেন, বীরজননী, আমি আপনার কাছে থাকব, কিন্তু কারও উচ্ছ্রষ্ট খাব না বা পা ধুইয়ে দেব না। পতির অন্বেষণের জন্য আমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলব না। যদি কোনও পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে তবে আপনি তাকে বধদণ্ড দেবেন। রাজমাতা সানন্দে সম্মত হলেন, এবং নিজ দহিতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেবরূপিণী সৈরিন্দ্রী তোমার সমবয়স্কা, ইনি তোমার সখী হবেন। সুনন্দা হৃষ্টচিত্তে দময়ন্তীকে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন।

১৬। কর্কোটক নাগ — নলের রূপান্তর

দময়ন্তীকে ত্যাগ করে নল গহন বনে গিয়ে দেখলেন, দাবান্ন জ্বলছে এবং কেউ তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে, পদ্যশ্লোক নল, শীঘ্র আসুন। নল অগ্নির নিকটে এলে এক কুণ্ডলীকৃত নাগরাজ কৃতাজ্জলি হয়ে বললেন, রাজা, আমি কর্কোটক নাগ। মহর্ষি নারদকে প্রতারিত করেছিলাম সেজন্য তিনি শাপ দিয়েছেন — এই স্থানে স্থাবরের ন্যায় পড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অনায়াসে নিয়ে যাবেন তখন শাপমুক্ত হবে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি সখা হয়ে আপনাকে সৎপরামর্শ দেব। এই বলে নাগেন্দ্র কর্কোটক অঙ্গদুষ্ঠ-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে নিয়ে দাবান্নশূন্য স্থানে চললেন।

যেতে যেতে কর্কোটক বললেন, নিষধরাজ, আপনি পদক্ষেপ গণনা করে চলুন, আমি আপনার মহোপকার করব। নল দশম পদক্ষেপ করবামাত্র কর্কোটক তাঁকে দংশন করলেন, তৎক্ষণাৎ নলের রূপ বিকৃত হয়ে গেল। কর্কোটক নিজ মূর্তি ধারণ করে বললেন, মহারাজ, লোকে আপনাকে যাতে চিনতে না পারে সেজন্য আপনার প্রকৃত রূপ অন্তর্হিত করে দিলাম। যে কলিকটক আবিষ্ট হয়ে আপনার প্রতারিত ও মহাদুঃখে পতিত হয়েছেন সে এখন আমার বিবে আক্রান্ত হয়ে আপনার দেহে কটে বাস করবে। আপনি অযোধ্যায় ইন্দ্রাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে বলুন যে আপনি বাহদক নামক সারথি। তিনি আপনার নিকট অশ্বহদয়

শিখে নিয়ে আপনাকে অক্ষহৃদয় (১) দান করবেন। ঋতুপর্ণ আপনার সখা হবেন, আপনিও দ্যুতক্ৰীড়ায় পারদর্শী হয়ে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পত্নী পদ্রুকন্যা ও রাজ্য ফিরে পাবেন। যখন পূর্বরূপ ধারণের ইচ্ছা হবে তখন আমাকে স্মরণ করে এই বসন পরিধান করবেন। এই বলে ককোটক নলকে দিব্য বস্ত্রব্দুগল দান করে অন্তর্হিত হলেন।

দশ দিন পরে নল ঋতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহদুক, অশ্বচালনায় আমার তুল্য নিপুণ লোক পৃথিবীতে নেই। সংকটকালে এবং কোনও কার্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন হলে আমি মন্তণা দিতে পারব, রত্ননবিদ্যাও আমি বিশেষরূপে জানি। সর্বপ্রকার শিল্প ও দূরদৃষ্টি কার্য সম্পাদনেও আমি যত্নশীল হব। ঋতুপর্ণ বললেন, বাহদুক, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার ভাল হবে। দশ সহস্র মদ্রা বেতনে তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলে বাঞ্ছ্য (২) ও জীবল (৩) তোমার সেবা করবে।

ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে নল সসম্মানে বাস করতে লাগলেন। দময়ন্তীকে স্মরণ করে তিনি প্রত্যহ সায়াংকালে এই শ্লোক বলতেন —

ক নৃ সা ক্ষুৎপিপাসাতা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।

স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাহদ্যোপতিষ্ঠতি ॥

— সেই ক্ষুৎপিপাসাতা শ্রান্তা দুঃখিনী আজ কোথায় শুয়ে আছে? এই হতভাগ্যকে স্মরণ করে সে আজ কার আশ্রয়ে বাস করছে?

একদিন জীবল বললে, বাহদুক, কোন নারীর জন্য তুমি নিত্য এরূপ বিলাপ কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দবৃদ্ধি পদ্রুঘ ঘটনাক্রমে তার অত্যন্ত আদরণীয়া পত্নীর সহিত বিচ্ছেদের ফলে শোকে দম্ব হয়ে ভ্রমণ করছে। নিশাকালে তার প্রিয়াকে স্মরণ করে সে এই শ্লোক গান করে। সেই পতিপরিত্যক্তা বাল্য ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে একাকী শ্বাপদসংকুল দারণ বনে বিচরণ করছে, হায়, তার জীবনধারণ দৃশ্যকর।

১৭। পিতালয়ে দময়ন্তী — নল-ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা

বিদর্ভরাজ ভীম তাঁর কন্যা ও জামাতার অন্বেষণের জন্য বহু ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করলেন। তাঁরা প্রচুর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নানা দেশে নল-দময়ন্তীকে

(১) 'হৃদয়'এর অর্থ গদুস্তবিদ্যা, অর্থাৎ অশ্বচালনায় বা অক্ৰীড়ায় অসাধারণ নৈপুণ্য। (২) ১৪-পরিচ্ছেদে উক্ত নল-সারথি। (৩) ঋতুপর্ণের পূর্বসারথি।

খৃজতে লাগলেন। সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ চৌদ দেশে এসে রাজ্যভবনে যজ্ঞকালে দময়ন্তীকে দেখতে পেলেন। সুদেব নিজের পরিচয় দিয়ে দময়ন্তীকে তাঁর পিতা মাতা ও পুত্রকন্যার কুশল জানালেন। ভ্রাতার প্রিয় সখা সুদেবকে দেখে দময়ন্তী কাঁদতে লাগলেন। সুদম্ভার কাছে সংবাদ পেয়ে রাজমাতা তখনই সেখানে এলেন এবং সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, ইনি কার ভাৰ্য্যা, কার কন্যা? আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন কেন? আপনিই বা একে জানলেন কি করে? সুদেব নল-দময়ন্তীর ইতিহাস বিবৃত করে বললেন, দেবী, এর অবশেষে আমরা সর্বত্র ভ্রমণ করেছি, এখন আপনার আশ্রয়ে একে পেলাম। এর অভুলনীয় রূপ এবং দুই ভ্রূর মধ্যে যে পদ্মাকৃতি জটুল রয়েছে তা দেখেই ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় একে আমি চিনেছি।

সুদম্ভা দময়ন্তীর ললাটের মল মর্দিয়ে দিলেন, তখন সেই জটুল মেঘমুগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় সুস্পষ্ট হ'ল। তা দেখে রাজমাতা ও সুদম্ভা দময়ন্তীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। রাজমাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, তুমি আমার ভগিনীর কন্যা, ওই জটুল দেখে চিনেছি। দশার্ণরাজ সুদামা তোমার মাতার ও আমার পিতা, তোমার জন্মকালে দশার্ণদেশে পিতৃগৃহে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। দময়ন্তী, তোমার পক্ষে আমার গৃহ তোমার পিতৃগৃহেরই সমান। দময়ন্তী আনন্দিত হয়ে মাতৃস্বসাকে প্রণাম করে বললেন, আমি অপরিচিত থেকেও আপনার কাছে সুখে বাস করেছি, এখন আরও সুখে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, পুত্রকন্যার বিচ্ছেদে আমি শোকাক্ত হয়ে আছি, অতএব আজ্ঞা দিন আমি বিদৰ্ভ দেশে যাব।

রাজমাতা তাঁর পুত্রের অনুরোধ নিয়ে বিশাল সৈন্যদল সহ দময়ন্তীকে মনুষ্যবাহিত যানে বিদৰ্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভীম আনন্দিত হয়ে সহস্র গো, গ্রাম ও ধন দান করে সুদেবকে তুষ্ট করলেন। দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, যদি আমার জীবন রক্ষা করতে চান তবে আমার পাতিকে আনবার চেষ্টা করুন। রাজার আজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দিকে যাত্রা করলেন। দময়ন্তী তাদের বলে দিলেন, আপনারা সকল রাষ্ট্রে জনসংসদে এই কথা বার বার বলবেন— 'দ্যুতকার, বন্দ্যার্থ ছিন্ন করে নির্দ্রতা প্রিয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথায় গেছে? সে এখনও অর্ধবস্ত্রে আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। রাজ্যে দয়া কর, প্রতিবাক্য বল।' আপনারা এইরূপ বললে কোনও লোক যদি উত্তর দেন তবে ফিরে এসে আমাকে জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে।

দীর্ঘকাল পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ফিরে এসে বললেন, আমি ঋতুপর্ণ

রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাক্য বলিছি, কিন্তু তিনি বা কোনও সভাসদ উত্তর দিলেন না। তার পর আমি বাহদুক নামক এক রাজভৃত্যের কাছে গেলাম। সে রাজার সারথি, কুরূপ, খর্ব্ববাহু, দ্রুত রথচালনায় নিপুণ, সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করতেও জানে। সে বহুবীর নিঃশ্বাস ফেলে ও রোদন করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলে, তার পর বললে, সতী কুলস্থী বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বসন হরণ করেছিল, সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পতি পরিত্যাগ করে চলে গেলেও সতী নারী ক্রুদ্ধ হন না। এই বার্তা শুনে দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, আপনি পিতাকে কিছ্ জানাবেন না। এখন সুদেব শীঘ্র ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেষ্টা করুন।

দময়ন্তী পর্ণাদকে পারিতোষিক দিয়ে বললেন, বিপ্র, নল এখানে এলে আমি আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতার্থ হয়ে চলে গেলে দময়ন্তী সুদেবকে বললেন, আপনি স্বয়ং অযোধ্যায় গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে বলুন — ভীম রাজার কন্যা দময়ন্তীর পূর্নবার স্বয়ংবর হবে, কল্য সুযৌদয়কালে তিনি দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন, কারণ নল জীবিত আছেন কিনা জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপনিও যান।

সুদেবের বার্তা শুনে ঋতুপর্ণ নলকে বললেন, বাহদুক, আমি একদিনের মধ্যে বিদর্ভরাজ্যে দময়ন্তীর স্বয়ংবরে যেতে ইচ্ছা করি। নল দঃখার্ত হয়ে ভাবলেন, আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই কি তিনি এই উপায় স্থির করেছেন? আমি হীনমতি অপরাধী, তাঁকে প্রতারণা করেছি, হয়তো সেজন্যই তিনি এই নঃশংস কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তিনি কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তান রয়েছে। ঋতুপর্ণকে নল বললেন যে তিনি একদিনেই বিদর্ভনগরে পৌঁছবেন। তার পর তিনি অশ্বশালায় গিয়ে কয়েকটি সিন্ধুদেশজাত কৃশকায় অশ্ব বেছে নিলেন। তা দেখে রাজা কিণ্ণং রুষ্ট হয়ে বললেন, বাহদুক, এইসকল ক্ষীণজীবী অশ্ব নিছকেন, আমাকে কি প্রতারণা করতে চাও? নল উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই অশ্বগুলির ললাট মস্তক পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে দশটি রোমবর্ত আছে, দ্রুতগমনে এরাই প্রেষ্ঠ। তবে আপনি যদি অন্য অশ্ব উপযুক্ত মনে করেন, তাই নেব। ঋতুপর্ণ বললেন, বাহদুক, তুমি অশ্বতত্ত্বজ্ঞ, যে অশ্ব ভাল মনে কর তাই নাও। তখন নল নিজের নির্বাচিত চারটি অশ্ব রথে যুক্ত করলেন।

ঋতুপর্ণ রথে উঠলে নল সারথি বাক্ষ্যকে তুলে নিলেন এবং মহাবেগে রথ চালালেন। বাক্ষ্য ভাবলে, এই বাহুক কি ইন্দ্রের সারথি মার্জাল না স্বয়ং নল রাজা? বয়সে নলের তুল্য হ'লেও এ আকৃতিতে বিরূপ ও খর্ব। বাহুকের রথচালনা দেখে ঋতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। সহসা তাঁর উত্তরীয় উড়ে গুয়ায় তিনি বললেন, রথ থামাও, বাক্ষ্য আমার উত্তরীয় নিয়ে আসুক। নল বললেন, আমরা এক যোজন ছাড়িয়ে এসেছি, এখন উত্তরীয় পাওয়া অসম্ভব। ঋতুপর্ণ বিশেষ প্রীত হলেন না। তিনি এক বিভীতক (বহেড়া) বৃক্ষ দেখিয়ে বললেন, বাহুক, সকলে সব বিষয় জানে না, তুমি আমার গণনার শক্তি দেখ। — এই বৃক্ষ থেকে ভূমিতে পতিত পত্রের সংখ্যা এক শ এক, ফলের সংখ্যাও তাই। এর শাখার পাঁচ কোটি পত্র আর দু হাজার প'চানব্বই ফল আছে, তুমি গণনা ক'রে দেখ। রথ থামিয়ে নল বললেন, মহারাজ আপনি গর্ব করছেন, আমি এই বৃক্ষ কেটে ফেলে পত্র ও ফল গণনা করব। রাজা বললেন, এখন বিলম্ব করবার সময় নয়। নল বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যদি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন তবে সম্মুখের পথ ভাল আছে, বাক্ষ্য আপনাকে নিয়ে যাক। ঋতুপর্ণ অনুনয় ক'রে বললেন, বাহুক, তোমার তুল্য সারথি পৃথিবীতে নেই, আমি তোমার শরণাগত, গমনে বিঘ্ন ক'রো না। যদি আজ সূর্যাস্তের পূর্বে বিদর্ভদেশে যেতে পার তবে তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আমি পত্র আর ফল গণনা ক'রে বিদর্ভে যাব। রাজা অনিচ্ছায় বললেন, আমি শাখার এক অংশের পত্র ও ফলের সংখ্যা বলছি, তাই গণনা ক'রে সন্তুষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা ক'রে বিস্মিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার শক্তি অতি অদ্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন, তার পরিবর্তে আপনি আমার বিদ্যা অম্বহুদয় নিন।

ঋতুপর্ণ অম্বহুদয় শিখে নলকে অক্ষহুদয় দান করলেন। তৎক্ষণাৎ কলি কর্কোটক-বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং অন্যের অদৃশ্য হয়ে কৃতাজলিপটে ব্রহ্ম নলকে বললেন, নৃপতি, আমাকে অভিষেক দিও না, আমি তোমাকে পরমা কীর্তি দান করব। যে লোক তোমার নাম কীর্তন করবে তার কলিভয় থাকবে না। এই বলে তিনি বিভীতক বৃক্ষে প্রবেশ করলেন। কলির প্রভাব থেকে মুক্ত নলের সম্ভাপ দূর হ'ল, কিন্তু তখনও তিনি বিরূপ হয়ে রইলেন।

১৮। নল-দময়ন্তীর পুনর্মিলন

ঋতুপর্ণ সায়ংকালে বিদর্ভরাজপুত্র কুন্ডি নগরে প্রবেশ করলেন। নল-চালিত রথের মেঘগজ্ঞানের ন্যায় ধ্বনি শ্রবণে দময়ন্তী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয় মহাপতি নল এখানে আসছেন। আজ যদি তাঁর চন্দ্রবদন না দেখতে পাই, যদি তাঁর বাহুবলয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় মরব। দময়ন্তী জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাসাদের উপরে উঠে ঋতুপর্ণ বাক্ষ্য ও বাহুককে দেখতে পেলেন।

ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদর্ভরাজ ভীম কিছুই জানতেন না, তিনি ঋতুপর্ণকে সম্মানে সংবর্ধনা করে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঋতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপুত্র স্বয়ংবরের জন্য আসেন নি; অগত্যা তিনি বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনাকে অভিবাদন করতে এসেছি। রাজা ভীমও বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, শত যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করে কেবল অভিবাদনের জন্য এ'র আসবার কারণ কি?

রাজভূত্যাগ ঋতুপর্ণকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গৃহে নিয়ে গেল, বাক্ষ্যও তাঁর সঙ্গে গেল। বাহুকরূপী নল রথশালায় রথ নিয়ে গিয়ে অশ্বদেব যথাবিধি পরিচর্যা করে রথেতেই বসলেন। দময়ন্তী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তিনি কেশিনী নামে এক দূতীকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হুম্ববাহু বিরূপ রথচালকটি কে?

দময়ন্তীর উপদেশ অনুসারে কেশিনী নলের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশ্ন করে বললে, দময়ন্তী জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখানে এসেছেন। আপনি কে, আপনাদের সঙ্গে যে তৃতীয় লোকটি এসেছে সেই বা কে? নল উত্তর দিলেন, দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হবে শ্রবণে রাজা ঋতুপর্ণ এখানে এসেছেন। আমি অশ্ববিদ্যার বিশারদ সৈজ্জন্য রাজা আমাকে সারথি করেছেন, আমি তাঁর আহ্বারও প্রস্তুত করি। তৃতীয় লোকটির নাম বাক্ষ্য, পূর্বে সে নলের সারথি ছিল, নল রাজ্যত্যাগ করার পর থেকে সে রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে আছে। কেশিনী বললে, বাহুক, নল কোথায় আছেন বাক্ষ্য কি তা জানে? নল বললেন, সে বা অন্য কেউ নলের সংবাদ জানে না, তাঁর রূপ নষ্ট হয়েছে, তিনি আত্মগোপন করে বিচরণ করছেন। কেশিনী বললে, যে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় গিয়েছিলেন তাঁর কথার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন দময়ন্তী পুনর্বীর তা আপনার নিকট শ্রবণে চান। নল অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পগদগদস্বরে পূর্ববৎ বললেন, সতী কুলস্রী বিপদে পড়লেও

নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বস্ত্র হরণ করেছিল সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পতি পরিত্যাগ করে চলে গেলেও সতী নারী ক্রোধ হন না।

কেশিনীর কাছে সমস্ত শত্ৰু দময়ন্তী অনুমান করলেন, বাহুকই নল। তিনি কেশিনীকে বললেন, তুমি আবার বাহুকের কাছে গিয়ে তাঁর আচরণ ও কার্যের কৌশল লক্ষ্য কর। তিনি চাইলেও তাঁকে জল দিও না। কেশিনী পুনর্বার গেল এবং ফিরে এসে বললে, এমন শত্রুধাচার মানুষ আমি কখনও দেখি নি। ইনি অনুচ্চ স্বরে প্রবেশকালে নত হন না, দ্বারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। স্বতুপর্ণের ভোজনের জন্য আমাদের রাজা বিবিধ পশুমাংস পাঠিয়েছেন, মাংস ধোবার জন্য কলসও সেখানে আছে। বাহুকের দৃষ্টিপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উননে চড়িয়ে বাহুক এক মৃষ্টি তৃণ সূর্যকিরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজ্বলিত হ'ল। তিনি অগ্নি স্পর্শ করলে দম্ব হন না, পুষ্প মর্দন করলে তা বিকৃত হয় না, আরও সুগন্ধ ও বিকশিত হয়। দময়ন্তী বললেন, কেশিনী, তুমি আবার বাও, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর রাঁধা মাংস কিছু নিয়ে এস। কেশিনী মাংস আনলে দময়ন্তী তা চেখে বুঝলেন যে নলই তা রেখেছেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে কেশিনীর সঙ্গে বাহুকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তার পর কেশিনীকে বললেন, এই বালক-বালিকা আমার পুত্র-কন্যার সদৃশ সেজন্য আমি কাঁদছি। ভদ্রে, আমরা অন্য দেশের অতিথি, তুমি বার বার এলে লোকে দোষ দেবে, অতএব তুমি যাও।

দময়ন্তী তাঁর মাতাকে বললেন, আমি বহু পরীক্ষার বদ্বীর্ষ যে বাহুকই নল, কেবল তাঁর রূপের জন্য আমার সংশয় আছে। এখন আমি নিজেই তাঁকে দেখতে চাই, আপনি পিতাকে জানিয়ে বা না জানিয়ে আমাকে অনুমতি দিন। পিতা মাতার সম্মিতক্রমে দময়ন্তী নলকে তাঁর গৃহে আনালেন। কাষায়বসনা জটধারিণী মলিনাঙ্গী দময়ন্তী সরোদনে বললেন, বাহুক, নির্দিত পঙ্কীকে বনে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন এমন কোনও ধর্মজ্ঞ পুরুষকে জান কি? পুণ্যশ্লোক নল ভিন্ন আর কে সন্তানবতী পতিব্রতা ভার্যাকে বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে? নল বললেন, কল্যাণী, যার জন্য আমার রাজ্য নষ্ট হয়েছে সেই কলির প্রভাবেই আমি তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম। তোমার অভিশাপে দম্ব হয়ে কলি আমার দেহে বাস করছিল, এখন আমি তাকে জয় করেছি, সেই পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় পতি বরণে প্রবৃত্ত হয়েছ কেন? দময়ন্তী কৃতাজলি হয়ে কম্পিতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ দিতে পার না, দেবগণকে বর্জন করে আমি তোমাকেই বরণ করেছিলাম। তোমার অন্তর্দ্বন্দ্ব

আমি সর্বত্র লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণ পণ্যদের মধ্যে তোমার বাক্য শুনেই তোমাকে আনাবার জন্য আমি স্বয়ংবর রূপে উপায় অবলম্বন করেছি। যদি আমি পাপ করে থাকি তবে বায়ু সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন।

অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু বললেন, নল, এ'র কোনও পাপ নেই, আমরা তিন বৎসর এ'র সাক্ষী ও রক্ষী হয়ে আছি। তুমি ভিন্ন কেউ একদিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করতে পারে না, তোমাকে আনাবার জন্যই ইনি অসাধারণ উপায় স্থির করেছিলেন। তখন পদ্পবৃষ্টি হ'ল, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল। নাগরাজ কর্কোটকের বস্ত্র পরিধান ক'রে নল তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পেলেন, দময়ন্তী তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে রোদন করতে লাগলেন। অর্ধসজাতশস্য ভূমি জল পেয়ে যেমন হয়, সেইরূপ দময়ন্তী ভর্তাকে পেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন।

১১। নলের রাজ্যোদ্ধার

পরদিন প্রভাতকালে নল রাজা সুসজ্জিত হয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে শ্বশুর ভীম রাজার কাছে গিয়ে অভিবাদন করলেন, ভীমও পরম আনন্দে নলকে গৃহের ন্যায় গ্রহণ করলেন। রাজধানী ধ্বজ পতাকা ও পদুপে অলংকৃত করা হ'ল, নগরবাসীরা হর্ষধ্বনি করতে লাগল। ঋতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে নলকে বললেন, নিষধরাজ, ভাগ্যক্রমে আপনি পত্নীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। আমার গৃহে আপনার অজ্ঞাত-বাসকালে যদি আমি কোনও অপরাধ ক'রে থাকি তো ক্ষমা করুন। নল বললেন, মহারাজ, আপনি কিছুমাত্র অপরাধ করেন নি, আপনি পূর্বে আমার সখা ও আত্মীয় ছিলেন, এখন আরও প্রীতিভাজন হলেন। তার পর ঋতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহৃদয় শিক্ষা ক'রে এবং তাঁকে অক্ষহৃদয় দান ক'রে স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন।

এক মাস পরে নল সৈন্যে নিজ রাজ্যে প্রবেশ ক'রে পদুস্করকে বললেন, আমি বহু ধন উপার্জন করেছি, পদনব্বার দ্যুতক্রীড়া করব। আমার সমস্ত ধন ও দময়ন্তীকে পণ রাখছি, তুমি রাজ্য পণ রাখ। যদি দ্যুতক্রীড়ায় অসম্মত হও তবে আমার সঙ্গে স্বেয়থ যুদ্ধ কর। পদুস্কর সহাসে বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনি আবার এসেছেন, আমি আপনার ধন জয় ক'রে নেব, সুন্দরী দময়ন্তী আমার জেতা করবেন। নলের ইচ্ছা হ'ল তিনি খড়্গাঘাতে পদুস্করের শিরশ্ছেদ করেন, কিন্তু কোধ সংবরণ ক'রে বললেন, এখন বাক্যব্যয়ে লাভ কি, আগে জয়ী হও তার পর বলো।

এক পণেই নল পদুস্করের সর্বস্ব জয় করলেন। তিনি বললেন, মূর্খ, তুমি

বৈদভীকে পেলে না, নিজেই সপরিবারে তাঁর দাস হ'লে। আমার পূর্বের পরাজয় কলির প্রভাবে হয়েছিল, তোমার তাতে কতৃষ্ণ ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ করব না, তুমি আমার ভ্রাতা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে দিলাম। তোমার প্রতি আমার স্নেহ এখনও নষ্ট হবে না, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক। এই বলে নল ভ্রাতাকে আশ্বিনগন করলেন। পদ্ম্যশ্লোক নলকে অভিবাদন করে কৃতাজলি হয়ে পদ্মকর বললো, মহারাজ, আপনার কীর্তি অক্ষয় হ'ক, আপনি আমাকে প্রাণ ও রাজ্য দান করলেন, আপনি অযুত বৎসর জীবিত থাকুন। এক মাস পরে পদ্মকর হৃষ্টাচিন্তে নিজ রাজধানীতে চলে গেলেন। অমাত্যগণ নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে কৃতাজলিপদুটে নলকে বললেন, মহারাজ, আমরা পরম সুখ লাভ করেছি; দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন সেইরূপ আপনার পূজা করবার জন্য আমরা আবার আপনাকে পেয়েছি।

নলোপাখ্যান শেষ করে বৃহদশ্ব বললেন, যুধিষ্ঠির, নল রাজা দ্যুতক্রীড়ার ফলে ভার্যার সঙ্গে এইরূপ দুঃখভোগ করেছিলেন, পরে আবার নন্দীশ্লামভও করেছিলেন। কর্কটক নাগ, নল-দময়ন্তী আর রাজর্ষি ঋতুপর্ণের ইতিহাস শুনলে কলির ভয় দূর হয়। তুমি আশ্বস্ত হও, বিষাদগ্রস্ত হয়ে না। বেদ্যের ভয় আছে, আবার কেউ দ্যুতক্রীড়ায় তোমাকে আহ্বান করবে; এই ভয় আমি দূর করছি। আমি সমগ্র অক্ষহৃদয় জানি, তুমি তা শিক্ষা কর। এই বলে বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে অক্ষহৃদয় দান করে তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন।

॥ তীর্থযাত্রাপর্বধ্যায় ॥

২০। যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা

অর্জুনের বিরহে বিষন্ন হয়ে পাণ্ডবগণ কাম্যকবন ভ্রমণ করে অন্যত্র বাবার ইচ্ছা করলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, তোমার কি প্রয়োজন বল। যুধিষ্ঠির প্রণাম করে বললেন, আপনি প্রসন্ন থাকায় আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে মনে করি। তীর্থপৰ্যটনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলে কি ফললাভ হয় তাই আপনি বলুন।

বহু শত তীর্থের (১) কথা সন্নিহিত বিবৃত করে নারদ বললেন, যে লোক যথার্থীতি তীর্থ-পরিভ্রমণ করে সে শত অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অধিক ফল পায়। এখানকার ঋষিগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন, লোমশ মর্দনিও আসছেন, তুমি এদের সঙ্গে তীর্থ-পৰ্যটন কর। নারদ চলে গেলে পুরোহিত ধোম্যও বহু তীর্থের বর্ণনা করলেন। তার পর লোমশ মর্দনি এসে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, আমি একটি অতিশয় প্রিয় সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসছি, অর্জুনের মহাদেবের নিকট ব্রহ্মাশির নামক অস্ত্র লাভ করেছেন, যম কুবের বরদ্বন্দ্ব ইন্দ্রও তাঁকে বিবিধ দিব্যাস্ত্র দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের নিকট নৃত্য গীত বাদ্য ও সামগান যথাবিধি শিখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে বলেছেন।— অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে, তিনি একটি মহৎ দেবকার্য সম্পাদন করে শীঘ্র তোমাদের কাছে ফিরে যাবেন। আমি জানি যে সুব্রহ্মাণ্ডের সত্য-প্রতিজ্ঞ, মহোৎসাহী, মহাবল, মহাধনুর্ধর; কিন্তু তিনি এখন অর্জুনের বোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নন। কণের বে সহজাত রূচকে তোমরা ভয় কর তাও আমি হরণ করব। তোমার যে তীর্থযাত্রার অভিলাষ হয়েছে তার সম্বন্ধে এই ব্রহ্মর্ষি লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন।

এই বার্তা জানিয়ে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আর অর্জুনের অনুরোধে আমি তোমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করব। যদুধিষ্ঠির, তুমি লঘু (২) হও, লঘু হলে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারবে।

উপস্থিত সকল লোককে যদুধিষ্ঠির বললেন, যে ব্রাহ্মণ ও ব্যতিগণ ভিক্ষাভোজী, যাঁরা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কষ্ট সহিতে পারেন না, তাঁরা নিবৃত্ত হ'ন। যাঁরা মিস্টভোজী, বিবিধ পক্কান লেহ্য পেয় মাংস প্রভৃতি খেতে চান, যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাঁরাও নিবৃত্ত হ'ন। যেসকল পুরবাসী রাজ-ভক্তির বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যান, তিনিই সকলকে উপযুক্ত বৃত্তি দেবেন। যদি তিনি না দেন তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত

(১) এই প্রসঙ্গে স্মারবতীর পরে পিণ্ডারক তীর্থের বর্ণনা আছে—এখনও এই তীর্থে পশ্চাতিহৃত ও হিন্দুলাঙ্কিত বহু মদ্রা (seal) পণ্ডিয়া যায়। বোধ হয় এইসকল মদ্রা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মদ্রার অনুরূপ।

(২) অর্থাৎ বেশী লোকজন জিনিসপত্র সঙ্গে নিও না।

পাণ্ডারাজ্য দেবেন। তখন বহু পদ্রবাসী দর্শিতমনে হস্তিনাপুরে চলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের তুষ্ট করলেন।

কাম্যাকবনবাসী ব্রাহ্মণগণ যদ্বিষ্ঠিরকে বললেন, আমাদেরও তীর্থভ্রমণে নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হলে আমরা যেতে পারব না। লোমশ ও ধৌম্যের মত নিয়ে যদ্বিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস পর্বত ও নারদ ঋষি এসে স্বেচ্ছায়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম করে পাণ্ডবগণ ও দ্রোণদী অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমার শেষে পদ্ব্যা-নক্শত্রযোগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিষ্কান্ত হলেন। পাণ্ডবগণ চাঁর অজিন ও জটা ধারণ করে এবং অভ্যে কবচ ও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্শাখিক রথ পাচকগণ ও পরিচারকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল।

২১। ইল্বল-বাতাপি — অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা — ভৃগুতীর্থ

পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে অগস্ত্যের আশ্রম মণিমতী পদ্রীতে এলেন। লোমশ বললেন, পদ্রাকালে এখানে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করত, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাতাপি। একদিন ইল্বল এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে বললে, আমাকে একটি ইন্দ্রতুলা পত্র দিন। ব্রাহ্মণ তার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন না। ইল্বল অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'ল এবং মায়াবলে বাতাপিকে ছাগ বা মেঘে রূপান্তরিত করে তার মাংস রোধে ব্রাহ্মণভোজন করাতে লাগল। ভোজনের পর ইল্বল তার ভ্রাতাকে উচ্চস্বরে ডাকত, তখন ব্রাহ্মণের পার্শ্ব ভেদ করে বাতাপি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসত। দ্রুপাচ্ছা ইল্বল এইরূপে বহু ব্রাহ্মণ হত্যা করলে।

এই সময়ে অগস্ত্য মদ্বিনি একদিন দেখলেন, একটি গর্তের মধ্যে তাঁর পিতৃপদ্রদ্রবগণ অধোমুখে বসেছিলেন। অগস্ত্যের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছি; যদি তুমি সংপদ্রের জন্ম দিতে পার তবে আমরা নরক থেকে মুক্ত হব, তুমিও সদর্গতি লাভ করবে। অগস্ত্য বললেন, পিতৃগণ, নিশ্চিত হ'ন, আমি আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করব।

অগস্ত্য নিজের বোগ্য স্ত্রী ঋজু পেলে না। ঋজু তিন সর্প প্রাণীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গের সমবায় এক অত্যুত্তমা স্ত্রী কল্পনা করলেন। সেই সময়ে বিদর্ভ দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন, তাঁর মহিষীর গর্ভ থেকে অগস্ত্যের সেই সংকল্পিত ভার্য্য ভূমিষ্ঠ হলেন। সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরী সেই কন্যার নাম

রাখা হ'ল লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা বিবাহযোগ্য হ'লে অগস্ত্য বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগস্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা হ'ল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি পারলেন না। মহিষীও নিজের মত বললেন না। তখন লোপামুদ্রা বললেন, আমার জন্য দৃষ্ট করবেন না, অগস্ত্যের হাতে আমাকে দিন। রাজা যথার্থি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্নীকে বললেন, তোমার মহার্ব বসন ও আভরণ ত্যাগ কর। লোপামুদ্রা চীর বকল ও মৃগচর্ম ধারণ করে পতিত ন্যায় ব্রতচারিণী হলেন। অনেক দিন গণ্গাস্বারে কঠোর তপস্যার পর একদিন অগস্ত্য পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপামুদ্রা কৃতাজলি হয়ে লজ্জিতভাবে বললেন, পিতার প্রাসাদে আমার যেমন শয্যা ছিল সেইরূপ শয্যায় আমাদের মিলন হ'ক। আপনি মাল্য ও ভূষণ ধারণ করুন, আমিও দিব্য আভরণে ভূষিত হই। আমি চীর আর কাষায় বস্ত্র প'রে আপনার কাছে যাব না, এই পরিচ্ছদ অপরিবর্তন করা উচিত নয়। অগস্ত্য বললেন, কল্যাণী, তোমার পিতার বে ধন আছে তা আমার নেই। আমার তপস্যার যাতে ক্ষয় না হয় এমন উপায়ে আমি ধন আহরণ করতে যাচ্ছি।

শ্রুতবর্ষা রাজার কাছে এসে অগস্ত্য বললেন, আমি ধনাথী, অন্যের ক্ষতি না করে আমাকে যথার্থি ধন দিন। রাজা বললেন, আমার যত আয় তত ব্যয়। এই রাজার কাছে ধন নিলে অপরের কষ্ট হবে এই বৃদ্ধে অগস্ত্য শ্রুতবর্ষাকে সঙ্গে নিয়ে একে একে ব্রহ্মস্ব ও হ্রসদসদ্য রাজার কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন যে তাঁদেরও আয়-ব্যয় সমান, উদ্ভব কিছু থাকে না। তার পর রাজারা পরামর্শ করে বললেন, ইন্ডল দানব সর্বাপেক্ষা ধনী, চলুন আমরা তার কাছে যাই।

অগস্ত্য ও তাঁর সঙ্গী তিন রাজাকে ইন্ডল সম্মানে গ্রহণ করলে। রাজারা ব্যাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাপি মেঘ হয়ে গেল, ইন্ডল তাকে কেটে অতিথি-সেবার জন্য রন্ধন করলে। অগস্ত্য বললেন, আপনারা বিষয় হবেন না, আমিই এই অসুন্দরকে খাব। তিনি প্রধান আসনে উপবিষ্ট হ'লে ইন্ডল তাঁকে সহাস্যে মাংস পরিবেশন করলে। অগস্ত্য সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললে ইন্ডল তার ভ্রাতাকে ডাকতে লাগল। তখন মহামেঘের ন্যায় গর্জন করে মহাভয় অগস্ত্যের অধোদেশ থেকে বায়ু নির্গত হ'ল। ইন্ডল বার বার বললে, বাতাপি, নিষ্কান্ত হও। অগস্ত্য হেসে বললেন, কি করে নিষ্কান্ত হবে, আমি তাকে জীর্ণ করে ফেলছি।

ইন্ডল বিবাদগ্রস্ত হয়ে কৃতাজলিপদে বললে, আপনারা কি চান বলুন।

অগস্ত্য বললেন, আমরা জানি যে তুমি মহাধনী। অন্যের ক্ষতি না করে আমাদের ঋণাশক্তি ধন দাও। ইল্লব বললে, আমি যা যা দান করতে চাই তা যদি বলতে পারেন তবেই দেব। অগস্ত্য বললেন, তুমি এই রাজাদের প্রত্যেককে দশ হাজার গরু আর দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং আমাকে তার স্নিগ্ধ দিতে চাও, তা ছাড়া একটি হিরণ্য রথ ও দুই অশ্বও আমাকে দিতে ইচ্ছা করছে। ইল্লব দর্পিতমনে এই সকল ধন এবং তারও অধিক দান করলে। তখন সমস্ত ধন নিয়ে অগস্ত্য তাঁর আশ্রমে এলেন, রাজারাও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

লোপামুদ্রাকে তাঁর অভীষ্ট শয্যা ও বসনভূষণাদি দিয়ে অগস্ত্য বললেন, তুমি কি চাও — সহস্র পুত্র, শত পুত্র, দশ পুত্র, না সহস্র পুত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক পুত্র? লোপামুদ্রা এক পুত্র চাইলেন। তিনি গর্ভবতী হয়ে সাত মান পরে দৃঢ়সদা নামে পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্র মহাকর্মি মহাতপা এবং বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। এর অন্য নাম ইধুবাহ।

উপাখ্যান শেষ করে লোমশ বললেন, যদুধিষ্ঠির, অগস্ত্য এইরূপে প্রহ্লাদ-বংশজাত বাতাপিকে বিনষ্ট করেছিলেন। এই তাঁর আশ্রম। এই পুণ্যসালিলা ভাগীরথী, পতাকার ন্যায় বায়ুতে আন্দোলিত এবং পর্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হয়ে শিলাতলে নাগিনীর ন্যায় নিপতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদীতে ইচ্ছানুসারে অবগাহন কর।

তার পর পাণ্ডবগণ ভৃগুতীর্থে এলে লোমশ বললেন, পুরাকালে রামরূপে বিষ্ণু ভার্গব পরশুরামের তেজোহরণ করেছিলেন। পরশুরাম ভীত ও লজ্জিত হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে পিতৃগণ তাঁকে নিম্নেজ গর্বহীন ও দর্পিত দেখে বললেন, পুত্র, বিষ্ণুর নিকটে তোমার দর্পপ্রকাশ উচিত হয় নি। তুমি দীপ্তোদ তীর্থে যাও, সেখানে সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু তপস্যা করেছিলেন। সেই তীর্থে পবিত্র বধূসর নদীতে স্নান করলে তোমার পূর্বের তেজ ফিরে পাবে। পিতৃগণের উপদেশ অনুসারে পরশুরাম এই ভৃগুতীর্থে স্নান করে তাঁর পূর্বতেজ লাভ করেছিলেন।

২২। দধীচ — ব্রতবধ — সমুদ্রশোধন

যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ অগস্ত্যের কীর্তিকথা আরও বললেন। — সত্যযুগে কালেয় নামে এক দল দূর্দান্ত দানব ছিল, তারা ব্রহ্মাসুরের সহায়তায়

দেবগণকে আক্রমণ করে। ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবর্তী করে দধীচি মূর্খির কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা করে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। দধীচি প্রীতমনে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করলেন, দেবগণ তাঁর অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মা'কে দিলেন। সেই অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা ভীমরূপ বজ্র নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র ধারণ করে দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বৃহকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় দানবদের বেগ সহিতে পারলেন না, রণে ভুগ্ন দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহাবিষ্ট ইন্দ্রের বলবান্ধির জন্য নারায়ণ ও মহর্ষিগণ নিজ নিজ তেজ দিলেন। দেবরাজ বলান্বিত হয়েছেন জেনে বৃহ ভয়ংকর সিংহনাদ করে উঠল, সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে ইন্দ্র অবশভাবে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। মহাসূর বৃহ নিহত হয়ে মন্দর পর্বতের ন্যায় ভূশীত হ'ল। তার পর দেবতারা ঘুরিত হয়ে দৈত্যদের বধ করতে লাগলেন, তারা পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিলে।

কালেয় দানবগণ রাত্রিকালে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে তপস্বী ব্রাহ্মণদের বধ করতে লাগল। বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগস্ত্যের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি মহাসমুদ্র পান করে ফেলুন, তা হলে আমরা কালেয়গণকে বধ করতে পারব। অগস্ত্য সন্মত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে ফেনময় তরুণায়িত জলজন্তুসমাকুল সমুদ্রের তীরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ করলেন, হতাবশিষ্ট কয়েকজন কালেয় বসুধা বিদীর্ণ করে পাতালে আশ্রয় নিলে। অনন্তর দেবগণ অগস্ত্যকে বললেন, আপনি যে জল পান করেছেন তা উদ্‌গার করে সমুদ্র আবার পূর্ণ করুন। অগস্ত্য বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে, তোমরা অন্য ব্যবস্থা কর। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বহুকাল পরে মহারাজ ভগীরথ সমুদ্রকে আবার জলপূর্ণ করবেন।

একদা বিন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বললে, উদয় ও অস্তের সময় তুমি যেমন মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ কর সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ কর। সূর্য বললেন, আমি স্বেচ্ছায় মেরু প্রদক্ষিণ করি না, এই জগতের যিনি নির্মাতা তাঁরই বিধানে করি। বিন্ধ্য ব্রহ্ম হ'য়ে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্রসূর্যের পথরোধ হয়। দেবতারা অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিন্ধ্যের কাছে গিয়ে বললেন, আমি কোনও কার্যের জন্য দক্ষিণ দিকে যাব, তুমি আমাকে পথ দাও। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, তার পর ইচ্ছামত বর্ধিত হয়ো। অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সেজন্য বিন্ধ্যপর্বতেরও আর বান্ধি হ'ল না।

২৩। সগর রাজা — ভগীরথের গঙ্গানয়ন

যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন। — ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি পত্নীদের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়ে পদ্মকামনায় কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র এবং আর এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র হ'ল। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞের অশ্ব সগরের ষাট হাজার পুত্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বিচরণ করতে করতে জলশূন্য সমুদ্রের তীরে এসে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে সগর তাঁর পুত্রদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহৃত অশ্বের আন্বেষণ কর। সগরপুত্রগণ যজ্ঞাশ্ব কোথাও না পেয়ে সমুদ্র খনন করতে লাগলেন, অসুর নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল। অবশেষে তাঁরা সমুদ্রের উত্তরপূর্ব দেশ বিদীর্ণ করে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার নিকটে তেজোরশির ন্যায় দীপ্যমান মহাত্মা কপিলকে দেখতে পেলেন। সগরপুত্রগণ চোর মনে করে কপিলের প্রতি সক্রোধে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির তেজে তখনই ভস্ম হয়ে গেলেন।

সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্নী শৈব্যার গর্ভে জাত পুত্রের নাম অসমঞ্জা। ইনি দুর্বল বালকদের ধরে ধরে নদীতে ফেলে দিতেন সেজন্য সগর তাঁকে নির্বাসিত করেন। অসমঞ্জার পুত্রের নাম অংশুমান। নারদের নিকট ষাট হাজার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে সগর শোকে সন্তপ্ত হয়ে পৌত্র অংশুমানকে বললেন, তুমি যজ্ঞাশ্ব খুঁজে নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার কর। অংশুমান পাতালে গিয়ে কপিলকে প্রণাম করে যজ্ঞাশ্ব ও পিতৃব্যাগণের তর্পণের জন্য জল চাইলেন। কপিল প্রসন্ন হয়ে বললেন, তুমি অশ্ব নিয়ে গিয়ে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত কর। তোমার পিতৃব্যাগণের উদ্ধারের জন্য তোমার পৌত্র মহাদেবকে তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনবেন।

অংশুমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত হল, তিনি সমুদ্রকে নিজের পুত্ররূপে (১) কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গারোহণ করলে অংশুমান রাজা হলেন। তাঁর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথ রাজ্যশাস্তি করে মন্ত্রীদের উপর

(১) ষাট হাজার সন্তানের ভস্মের আধার এজন্য সমুদ্র সগরের পুত্ররূপে কল্পিত এবং 'সাগর' নামে খ্যাত।

রাজকার্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে গঙ্গার আরাধনা করতে লাগলেন। সহস্র দিবা বৎসর অতীত হ'লে গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন। ভগীরথ তাঁকে বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ষাট হাজার সগরপুত্র কপিলের শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, আপনি তাঁদের দেহাবশেষ জলসিক্ত করুন তবে তাঁরা স্বর্গে যেতে পারবেন। 'গঙ্গা বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে তিনি মস্তকে ধারণ করেন। ভগীরথ কৈলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করলেন, মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ করতে সম্মত হলেন।

ভগীরথ প্রণত হয়ে সংযতচিত্তে গঙ্গাকে স্মরণ করলেন। হিমালয়কন্যা পুণ্যতোয়া গঙ্গা মৎস্যাদি জলজন্তু সহিত গগনমেখলার ন্যায় মহাদেবের ললাটে পতিত হলেন এবং ত্রিধা বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হ'তে লাগলেন। ভগীরথ তাঁকে পথ দেখিয়ে সগরসন্তানগণের ভস্মরাশির নিকট নিয়ে গেলেন। গঙ্গার পবিত্র জলে সিক্ত হয়ে সগরসন্তানগণ উদ্ধার লাভ করলেন, সমুদ্র পুনর্বীর জলপূর্ণ হ'ল, ভগীরথ গঙ্গাকে নিজ দহিতারূপে কল্পনা করলেন।

২৪। ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান

পান্ডবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং ঋষভকূট পর্বত অতিক্রম করে কোশিকী নদীর তীরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই বিশ্বামিত্রের আশ্রম দেখা যাচ্ছে। ঋষ্যশৃঙ্গের মহাত্মা বিভান্ডকের আশ্রমও এইখানে ছিল। তাঁর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃষ্টির কালেও জলবর্ষণ করেছিলেন। তাঁর আখ্যান বলছি শোন।—

একদিন বিভান্ডক মূনি দীর্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে কোনও মহাহুড়ে স্নান করছিলেন এমন সময় উর্বশী অম্বরাকে দেখে তিনি কামাবিষ্ট হলেন। তৃষিতা হরিণী জলের সঙ্গੇ বিভান্ডকের শত্রু পান করে গর্ভিণী হ'ল এবং যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করলে। এই মুনিকুমারের মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল, তিনি সর্বদা ব্রহ্মচার্যে নিরত থাকতেন এবং পিতা বিভান্ডক ভিন্ন অন্য মানুসও দেখেন নি। এই সময়ে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি দশরথের সখা। আমরা শুনোঁছি, লোমপাদ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন সেজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্রও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে

প্রজারা কষ্টে পড়ে। একজন মর্দনি রাজাকে বললেন, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণদের কোপ শান্ত করুন এবং মর্দনিকুমার ঋষ্যাশৃঙ্গকে আনান, তিনি আপনার রাজ্যে এলে তখনই বৃষ্টিপাত হবে।

লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন করলেন এবং ঋষ্যাশৃঙ্গকে আনাবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ কৰ্মকুশল মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি প্রধান প্রধান বৈশ্যদের ডেকে আনিতে বললেন, তোমরা ঋষ্যাশৃঙ্গকে প্রলোভিত করে আমার রাজ্যে নিয়ে এস। বৈশ্যরা ভীত হয়ে জানালে যে তা অসাধ্য। তখন এক বৃদ্ধ-বৈশ্য বললে, মহারাজ, আমি সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা যা আবশ্যক তা আমাকে দিন। রাজার নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ও ধনরত্নাদি পেয়ে সেই বৃদ্ধবৈশ্য একটি নৌকায় কৃত্রিম বৃক্ষ গুল্ম লতা ও পুষ্পফল দিয়ে সাজিয়ে রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করলে এবং কয়েকজন রূপর্যোবনবতী রমণীকে সঙ্গে নিয়ে বিভাণ্ডকের আশ্রমের অদূরে এসে নৌকা বাঁধলে।

বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিয়ে সেই বৃদ্ধা তার বৃদ্ধিমতী কন্যাকে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বৈশ্যাকন্যা ঋষ্যাশৃঙ্গের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে বললে, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? ফলমূলের অভাব নেই তো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। ঋষ্যাশৃঙ্গ বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় দেখছি, আপনি আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফল মূল দিয়ে আমি আপনার যথাবিধি সৎকার করব। এই কৃষ্ণাজিনাবৃত সুখাসনে সুখে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি দেবতার ন্যায় কোন ব্রত আচরণ করেন?

বৈশ্যাকন্যা বললে, এই ত্রিযোজনব্যাপী পর্বতের অপর দিকে আমার রমণীয় আশ্রম আছে। আমার স্বধর্ম এই, যে আমি অভিবাদন বা পাদ্য জল গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমাকে অভিবাদন করবেন না, আমিই করব, আমার ব্রত অনুসারে আপনাকে আলিঙ্গন করব। ঋষ্যাশৃঙ্গ বললেন, আমি আপনাকে পক্ষ ভ্রমাতক আমলক করুষক ইণ্ডুদ ধ্বন ও প্রিয়লক ফল দিচ্ছি, আপনি ইচ্ছানুসারে ভোজন করুন। বৈশ্যাকন্যা উপহৃত ফলগুলি বর্জন করে ঋষ্যাশৃঙ্গকে মহামূল্য সুবাস্ত্র সন্স্বাদ খাদ্যদ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, বিচিত্র উজ্জ্বল বসন এবং উত্তম পানীয় দিলে, তার পর নানা-প্রকার খেলা ও হাস্যপরিহাসে রত হ'ল। সে লতার ন্যায় রক্ত হয়ে কন্দুক নিয়ে খেলতে লাগল এবং ঋষ্যাশৃঙ্গের গায়ে গা দিয়ে বার বার আলিঙ্গন করলে। মর্দনিকুমারকে এইরূপে প্রলোভিত করে এবং তাঁকে বিকারগ্রস্ত দেখে সে অগ্নিহোত্র-হোম করবার ছলে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ঋষাশৃঙ্গ মদনাবিষ্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শূন্যমনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বিভাণ্ডক মর্দন আশ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, নখের অগ্রভাগ থেকে সমস্ত গাত্র রোমাবৃত। পদ্বকে বিহ্বল দেখে তিনি বললেন, বৎস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখছি না, তুমি চিন্তামগ্ন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ কেন? কে এখানে এসেছিল? ঋষাশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটধারী ব্রহ্মচারী এসেছিলেন, তিনি আকারে অধিক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সন্ধ্যার ন্যায়, চক্ষু পদ্মপলাশতুল্য আয়ত, তিনি দেবপদ্বের ন্যায় সূন্দর। তাঁর জটা সন্ধ্যাবর্ণ, নিম্নল কৃষ্ণবর্ণ, সূর্য্যবর্ণ এবং স্বর্ণসূত্রে গ্রীষ্মিত। আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে কি এক বস্তু দুলছে, তার নীচে দুটি রোমহীন অতি মনোহর মাংসপিণ্ড আছে। তাঁর কটি পিপীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পরিধেয় চীরবসনের ভিতরে সন্ধ্যামেখলা দেখা যাচ্ছিল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁর চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা আছে। তাঁর পরিধেয় অতি অদ্ভুত, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মুখ সূন্দর, কণ্ঠস্বর কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয়। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে একটি গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করছিলেন, সেই ফলটি ভূমি থেকে লাফিয়ে উঠছিল। সেই দেবপদ্বের উপর আমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে আমার জটা ধরে মুখে মুখ ঠেকিয়ে একপ্রকার শব্দ করলেন, তাতে আমার হর্ষ হ'ল। তিনি যেসব ফল আমাকে খেতে দিয়েছিলেন তার স্বক আর বীজ নেই, আমাদের আশ্রমের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদত্ত সূক্ষ্মাদ্ জল পান করে আমার অত্যন্ত আনন্দ হ'ল, বোধ হল যেন পৃথিবী ঘুরছে। এইসকল বিচিত্র সূর্য্যবর্ণ মালা তিনি ফেলে গেছেন, তাঁর বিরহে আমি অসুখী হয়েছি, আমার গাত্র যেন দগ্ধ হচ্ছে। পিতা, আমি তাঁর কাছে বেতে চাই, তাঁর ব্রহ্মচর্য কি প্রকার? আমি তাঁর সঙ্গেই তপস্যা করব।

বিভাণ্ডক বললেন, ওরা রাক্ষস, অদ্ভুত রূপ ধারণ করে তপস্যার বিষয় জন্মায়, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও তপস্বীদের উচিত নয়। পদ্ব, অসুখীলোকেই সুরাপান করে, মর্দনদের তা পান করা অনর্দচিত, আর এই সকল মালাও আমাদের অব্যবহার্য।

ওরা রাক্ষস, এই বলে পদ্বকে নিবারণ করে বিভাণ্ডক বেশ্যাকে খুঁজতে গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন তিনি ফল আহরণ করতে গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আশ্রমে এল। ঋষাশৃঙ্গ হৃষ্ট ও ব্যস্ত হয়ে তাকে বললেন, আমার পিতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আশ্রমে

যাই চলুন। বেশ্যা তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং বিবিধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত করে অঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করলে। নৌকা যেখানে উপস্থিত হ'ল তার তীরদেশে লোমপাদ এক বিচিত্র আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা ঋষ্যাশৃংগকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ামাত্র দেবরাজ প্রচুর বর্ষ্টিপাত করলেন। অঙ্গরাজের কামনা পূর্ণ হ'ল, তিনি তাঁর কন্যা শান্তাকে ঋষ্যাশৃংগের হস্তে সম্প্রদান করলেন।

বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। লোমপাদের আজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে এইরূপ অনুমান করে তিনি অঙ্গরাজধানী চম্পার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে তিনি এক গোপপল্লীতে এলে গোপগণ তাঁকে যথোচিত সংকার করলে, বিভাণ্ডক রাজার ন্যায় সুখে রাত্রিবাস করলেন। তিনি তুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করলেন, গোপগণ, তোমরা কার প্রজা? লোমপাদের শিক্ষা অনুসারে তারা কৃতাজ্জি হয়ে উত্তর দিলে, মহর্ষি, এইসব পশু ও কৃষিক্ষেত্র আপনার পুত্রের অধিকারভুক্ত! এইরূপে সম্মান পেয়ে এবং মিষ্ট বাক্য শুনে বিভাণ্ডকের ক্রোধ দূর হ'ল, তিনি রাজধানীতে এসে লোমপাদ কর্তৃক পূজিত হয়ে এবং পুত্র-পুত্রবধূকে দেখে তুষ্ট হলেন। বিভাণ্ডকের আজ্ঞায় ঋষ্যাশৃংগ কিছুকাল অঙ্গরাজ্যে রইলেন এবং পুত্রজন্মের পর আবার পিতার আশ্রমে ফিরে গেলেন।

২৫। পরশুরামের ইতিহাস — কার্তবীৰ্য্যার্জুন

পাণ্ডবগণ কৌশিকী নদীর তটদেশ থেকে যাত্রা করে গঙ্গাসাগরসংগম, কলিঙ্গদেশস্থ বৈতরণী নদী প্রভৃতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। যদুধিষ্ঠির পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণকে বললেন, ভগবান পরশুরাম কখন তপস্বীদের দর্শন দেন? আমি তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করি। অকৃতব্রণ বললেন, আপনার আগমন তিনি জানেন, শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবেন। চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে তিনি দেখা দেন, এই রাত্রি অতীত হ'লেই চতুর্দশী পড়বে। তার পর যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অকৃতব্রণ পরশুরামের এই ইতিহাস বললেন। —

হৈহয়রাজ কার্তবীৰ্যের সহস্র বাহু ছিল, মহর্ষি দ্রাহ্ষেয়র মূলে তিনি স্বর্ণময় বিমান এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উপদ্রবে পীড়িত হয়ে দেবগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুকে বললেন, আপনি কার্তবীৰ্যকে বধ করে প্রাণীদের রক্ষা করুন। বিষ্ণু সম্মত হয়ে তাঁর স্বকীয় আশ্রম বদরিকায় গেলেন। এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গান্ধি কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অস্পরার ন্যায়

রূপবতী একটি কন্যা ছিল। ভৃগুপুত্র ঋচীক সেই কন্যাকে চাইলে গাধি বললেন, কৌলিক রীতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপনি যদি শুদ্ধ স্বরূপ আমাকে এক সহস্র দ্রুতগামী অশ্ব দেন যাদের কর্ণের এক দিক শ্যামবর্ণ এবং দেহ পান্ডুবর্ণ, তবে কন্যা দান করতে পারি। ঋচীক বরদানের নিকট ওইরূপ সহস্র অশ্ব চেয়ে নিয়ে গাধিকে দিলেন এবং তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করলেন।

একদিন সপত্নীক মহর্ষি ভৃগু তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখতে এলেন। ভৃগু হৃষ্ট হয়ে বধূকে বললেন, সৌভাগ্যবতী, তুমি বর চাও। সত্যবতী নিজের এবং তাঁর মাতার জন্য পুত্র চাইলেন। ভৃগু বললেন, ঋতুস্নানের পর তোমার মাতা অশ্বখ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করবেন, তুমি উডুস্বর বৃক্ষকে করবে, এবং দুজনে এই দুই চন্দ্র ভক্ষণ করবে। সত্যবতী ও তাঁর মাতা (গাধির মহিষী) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চন্দ্র ভক্ষণে ষিপর্যয় করলেন। ভৃগু তা দিব্যজ্ঞানে জানতে পেরে সত্যবতীকে বললেন, তোমরা বিপরীত কার্য করেছে, তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করেছেন। তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হ'লেও বৃত্তিতে ক্ষত্রিয় হবে, তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হ'লেও আচারে ব্রাহ্মণ হবে। সত্যবতী বার বার অনুন্নয় করলেন, আমার পুত্র যেন ক্ষত্রিয়াদারী না হয়, বরং আমার পৌত্র সেইরূপ হ'ক। ভৃগু বললেন, তাই হবে। জমদগ্নি নামে খ্যাত এই পুত্র কালক্রমে সমগ্র ধনুর্বেদ ও অস্ত্রপ্রয়োগবিধি আয়ত্ত করলেন। তাঁর সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুদাকার বিবাহ হ'ল। রেণুদাকার পাঁচ পুত্র, তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ রাম (বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম) গুণে শ্রেষ্ঠ।

একদিন রেণুদা স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছেন। চিত্তবিকারের জন্য বিহবল ও রুগ্ন হয়ে রেণুদা আর্দ্রদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পত্নীকে অধীর ও ব্রাহ্মণী-বর্জিত দেখে জমদগ্নি ধিক্কার দিয়ে ভৎসনা করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার জন্য পুত্রদের একে একে আজ্ঞা দিলেন। মাতৃস্নেহে অভিভূত হয়ে চার পুত্র নীরবে রইলেন। জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিলেন, তাঁরা পশুপক্ষীর ন্যায় জড়বৃদ্ধি হয়ে গেলেন। তার পর পরশুরাম আশ্রমে এলে জমদগ্নি তাঁকে বললেন, পুত্র, দৃষ্টান্তমাত্র মাতাকে বধ কর, ব্যাখ্যাত হরো না। পরশুরাম ক্রোধে তাঁর মাতার শিরশ্ছেদ করলেন। জমদগ্নি প্রসন্ন হয়ে বললেন, বৎস, আমার আজ্ঞায় তুমি দৃষ্টকর্ম করেছে, তোমার বাঞ্ছিত বর চাও। পরশুরাম এই বর চাইলেন—মাতা জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁর হত্যার স্মৃতি যেন না থাকে, আমার যেন পাপ-স্পর্শ না হয়, আমার ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান, আমি

যেন যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হই, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করি। জমদগ্নি এই সকল বর দিলেন।

একদিন জমদগ্নির পুত্রগণ অন্যত্র গেলে রাজা কার্তবীৰ্য আশ্রমে এসে সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ করলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষসকল ভগ্ন করলেন। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শূনে কার্তবীৰ্যের প্রতি ধাবিত হলেন এবং তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করে তাঁকে বধ করলেন। তখন কার্তবীৰ্যের পুত্রগণ আশ্রমে এসে জমদগ্নিকে আক্রমণ করলেন। তিনি তপোনিষ্ঠ ছিলেন সেজন্য মহাবলশালী হয়েও যুদ্ধ করলেন না, অনাথের ন্যায় 'রাম রাম' বলে পুত্রকে ডাকতে লাগলেন। কার্তবীৰ্যের পুত্রগণ তাঁকে বধ করে চলে গেলেন।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতাকে নিহত দেখে বহু বিলাপ করলেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে একাকীই কার্তবীৰ্যের পুত্র ও অনুচরগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করলেন। তিনি একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে সমস্তপশুক প্রদেশে পাঁচটি রুধিরময় হ্রদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তপণ করলেন। অবশেষে পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে তিনি ক্ষত্রিয়হত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করে মহাত্মা কশ্যপকে একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেদী দান করলেন। কশ্যপের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণগণ সেই বেদী খুঁড় খুঁড় করে ভাগ করে নিলেন, সেজন্য তাঁদের নাম খাণ্ডবায়ন হ'ল। তার পর ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দান করলেন। তদবধি তিনি এই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন।

চতুর্দশী তিথিতে মহাত্মা পরশুরাম পান্ডব ও ব্রাহ্মণদের দর্শন দিলেন। তাঁর অনুরোধে যুধিষ্ঠির এক রাতি মহেন্দ্র পর্বতে বাস করে পরদিন দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

২৬। প্রভাস — চ্যবন ও সুদন্যা — অশ্বিনীকুমারদ্বয়

পান্ডবগণ গোদাবরী নদী, দ্রাবিড় দেশ, অগস্ত্য তীর্থ, সুপারক তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করে সুবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সৈন্যে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। পান্ডবগণ ভূমিতে শয়ন করেন, তাঁদের গাত্র মলিন, এবং সুকুমারী দ্রৌপদীও কষ্টভোগ করছেন দেখে সকলে অতিশয় দুঃখিত হলেন। বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যম্ন শাম্ব সাত্যকি প্রভৃতি

যুদ্ধবংশীয় বীরগণ যুদ্ধার্থিতর কর্তৃক যথাবিধি সম্মানিত হয়ে তাঁকে বেষ্ঠন করে উপবেশন করলেন।

গোদুগ্ধ কুন্দপদুপ ইন্দু মৃগাল ও রজতের ন্যায় শব্দবর্ণ বলরাম বললেন। ধর্মচরণ করলেই মল্লগল হয় না, অধর্ম করলেই অমল্লগল হয় না। মহাত্মা যুদ্ধার্থিতর জটা ও চাঁর ধারণ করে বনবাসী হয়ে ক্রোধ পাচ্ছেন, আর দুর্যোধন পৃথিবী শাসন করছেন, এই দেখে অঙ্গপদুগ্ধ লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধর্মের আচরণই ভাল। ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক, পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে তাঁরা কি সুখ পাচ্ছেন? ধর্মপুত্র যুদ্ধার্থিতরের নির্বাসন আর দুর্যোধনের বৃদ্ধি দেখে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছেন না কেন?

সাত্যক বললেন, এখন বিলাপের সময় নয়, যুদ্ধার্থিতর কিছু না বললেও আমাদের যা কর্তব্য তা করব। আমরা ত্রিলোক জয় করতে পারি, যুদ্ধি ভোজ অশ্বক প্রভৃতি যদুবংশের বীরগণ আজই সৈন্যে যাত্রা করে দুর্যোধনকে যমালয়ে পাঠান। ধর্মাত্মা যুদ্ধার্থিতর তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করুন, তাঁর বনবাসের কাল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিমন্যু রাজ্য শাসন করবে।

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যক, আমরা তোমার মতে চলতাম, কিন্তু যা নিজ ভুলবলে বিজিত হয় নি এমন রাজ্য যুদ্ধার্থিতর চান না। ইনি, এর দ্রাতার্য, এবং দ্রুপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না।

যুদ্ধার্থিতর বললেন, সত্যই রক্ষণীয়, রাজ্য নয়। একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যক, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখন মনে করবেন যে বলপ্রকাশের সময় এসেছে তখন তোমরা দুর্যোধনকে জয় করো।

যাদবগণ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যুদ্ধার্থিতরাদি পুনর্বীর স্রষ্টা করে পুণ্ড্রাতোয়া পরোক্ষী নদী অতিক্রম করে নর্মদার নিকটস্থ বৈদ্য পর্বতে উপস্থিত হলেন। লোমশ এই আখ্যান বললেন।—মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন এই স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাঁর দেহ বস্মীক পিপীলিকা ও লতার আবৃত হয়ে যায়। একদিন রাজা শর্বাতি এখানে বিহার করতে এলেন, তাঁর চার হাজার স্ত্রী এবং সুকন্যা নামে এক রূপবতী কন্যা ছিল। সুকন্যাকে সেই মনোরম স্থানে বিচরণ করতে দেখে চ্যবন আনন্দিত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে ডাকলেন। সুকন্যা

শুনতে পেলেন না, তিনি বল্মীকিস্তূপের ভিতরে চাবনের দুই চক্ষু দেখতে পেয়ে বললেন, একি! তার পর কৌতুহল ও মোহের বশে কাঁটা দিয়ে বিম্ব করলেন। চাবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্যাতির সৈন্যদের মলমূত্র রুদ্ধ করলেন। সৈন্যদের কষ্ট দেখে রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ ক্রোধী চাবন ঋষি এখানে তপস্যা করেন, কেউ তাঁর অপকার করে নি তো? সুকন্যা বললেন, বল্মীকিস্তূপের ভিতরে খদ্যোতের ন্যায় দীপ্যমান কি রয়েছে দেখে আমি কষ্টকি দিয়ে বিম্ব করেছি। শর্যাতি তখনই চাবনের কাছে গিয়ে কৃতাজলি হয়ে বললেন, আমার বালিকা কন্যা অজ্ঞানবশে আপনাকে পীড়া দিয়েছে, ক্ষমা করুন। চাবন বললেন, রাজা, তোমার কন্যা দর্প ও অবজ্ঞার বশে আমাকে বিম্ব করেছে, তাকে যদি দান কর তবে ক্ষমা করব। শর্যাতি বিচার না করেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করলেন।

সুকন্যা সময়ে চাবনের সেবা করতে লাগলেন। একদিন অশ্বিনীকুমারস্বয় সুকন্যাকে স্নানের পর নন্দ্যাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, ভাবিনী, তোমার ন্যায় সুন্দরী দেবতাদের মধ্যেও নেই। তোমার পিতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে দিয়েছেন কেন? তুমি শ্রেষ্ঠ বৈশভূষা ধারণের যোগ্য, জরাজর্জরিত অক্ষম চাবনকে ভাগ্য করে আমাদের একজনকে বরণ কর। সুকন্যা বললেন, আমি আমার স্বামী প্রতি অনুরক্ত। অশ্বিনীকুমারস্বয় বললেন, আমরা দেবচিকিৎসক, তোমার পাতিকে যদ্বা ও রূপবান করে দেব, তার পর তিনি এবং আমরা এই তিন জনের মধ্যে একজনকে তুমি পতিত্ব বরণ করো। সুকন্যা চাবনকে জানালে তিনি এই প্রস্তাবে সন্মত হলেন। তখন অশ্বিনীকুমারস্বয় চাবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং মূহূর্তকাল পরে তিন জনেই দিব্য রূপ ও সমান বেশ ধারণ করে জল থেকে উঠলেন। সকলে তুল্যরূপধারী হ'লেও সুকন্যা চাবনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ করলেন। চাবন হুঁট হয়ে অশ্বিনীস্বয়কে বললেন, আপনারা আমাকে রূপবান যদ্বা করেছেন, আমি এই ভার্যাকেও পেরোছি। আমি দেবরাজের সমক্ষেই আপনাদের সোমপায়ী করব।

চাবনের অনুরোধে রাজা শর্যাতি এক যজ্ঞ করলেন। চাবন যখন অশ্বিনীস্বয়কে দেবার জন্য সোমরসের পাত্র নিলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে বরণ করে বললেন, এঁরা দেবতাদের চিকিৎসক ও কর্মচারী মাত্র, মর্ত্যলোকেও বিচরণ করেন, এঁরা সোমপানের অধিকারী নন। চাবন নিরস্ত হলেন না, ঈর্ষা হাস্য করে অশ্বিনীস্বয়ের জন্য সোমপাত্র তুলে নিলেন। ইন্দ্র তখন বজ্রপ্রহারে উদ্যত হলেন। চাবন ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করে মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, অগ্নি থেকে ঋদ

নামক এক মহাবীৰ্য মহাকায় ষোড়শদর্শন কৃত্য (১) উদ্ভূত হয়ে মদ্যব্যাদান ক'রে ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, প্রসন্ন হ'ন, আজ থেকে দুই অশ্বিনীকুমারও সোমপানের অধিকারী হবেন। চ্যবন প্রসন্ন হ'য়ে ইন্দ্রের স্তম্ভিত বাহুদ্বয় মুক্ত করলেন এবং মদকে বিভক্ত ক'রে সুরাপান, স্ত্রী, দ্যুত ও মৃগয়ায় স্থাপিত করলেন। শর্বাতির যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে চ্যবন তাঁর ভাৰ্ভার সঙ্গে বনে চলে গেলেন।

২৭। মাংসাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস

পান্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন ক'রে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন, যেখানে মাংসাতা ও সোমক রাজা যজ্ঞ করেছিলেন। লোমশ এই ইতিহাস বললেন।—

ইক্ষ্বাকুবংশে যদুনাম্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মন্ত্রীদেব উপর রাজ্যভার দিলে বনে গিয়ে সন্তানকামনায় যোগসাধনা করতে লাগলেন। একদিন তিনি ক্লান্ত ও পিপাসাত হ'য়ে চ্যবন মূর্নির আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যজ্ঞবেদীর উপর এক কলস জল রয়েছে। যদুনাম্ব জল চাইলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পেলেন না। তখন তিনি জলপান ক'রে অবশিষ্ট জল কলস থেকে ফেলে দিলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মূর্নিরা নিদা থেকে উঠে দেখলেন, কলস জলশূন্য। যদুনাম্বের স্বীকারোক্তি শুনে চ্যবন বললেন, রাজা, আপনি অনুচিত কার্য করেছেন, আপনার পুত্রোৎপত্তির জন্যই এই তপঃসিদ্ধ জল রেখেছিলাম। জলপান করার ফলে আপনিই পুত্র প্রসব করবেন কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হ'লে যদুনাম্বের বাম পার্শ্ব ভেদ ক'রে এক সুবর্ণতুল্য তেজস্বী পুত্র নির্গত হ'ল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, এই শিশু কি পান করবে? 'মাংসাস্যতি'—আমাকে পান করবে—এই বলে ইন্দ্র তার মূর্খে নিজের তর্জনী পুঁজে দিলেন, সে চুষতে লাগল। এজন্য তার নাম হল মাংসাতা। মাংসাতা বড় হয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী এবং বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও অভেদ্য কবচের অধিকারী হলেন। 'স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। মাংসাতা দ্বিভুবন জয় এবং বহু যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ করেছিলেন।

(১) অভিচার ক্রিয়ার জন্য আবির্ভূত দেবতা।

সোমক রাজার এক শ ভাৰ্য্য ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর একটি মাত্র পুত্র হ'ল, সোমক শতপত্নী সৰ্বদা তাকে বেঁটন করে থাকতেন। একদিন সেই বালক পিপীলিকার দংশনে কোঁড়ে উঠল, তার মাতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজা সোমক সেই আতর্নাদ শুনে অন্তঃপুরে এসে পুত্রকে শান্ত করলেন। তার পর তিনি তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে পুত্র না থাকাই ভাল, এক পুত্রে কেবলই উদ্বেগ হয়। আমি পুত্রার্থী হয়ে শত ভাৰ্য্যার পাণিগ্রহণ করেছি, কিন্তু শুধু একটি পুত্র হয়েছে, এর চেয়ে দঃখ আর কি আছে। আমার ও পত্নীদের যৌবন অতীত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একটিমাত্র বালককে আশ্রয় করে আছে। এমন উপায় কি কিছু নেই যাতে আমার শত পুত্র হতে পারে?

পুরোহিত বললেন, আমি এক যজ্ঞ করব, তাতে যদি আপনি আপনার পুত্র জন্তুকে আহুতি দেন তবে শীঘ্র শত পুত্র লাভ করবেন। জন্তুও আবার তার মৃত্যুগর্ভে জন্মগ্রহণ করবে, তার বাম পার্শ্বে একটি কনকবর্ণ চিহ্ন থাকবে। রাজা সন্তুষ্ট হ'লে পুরোহিত যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, রাজপত্নীরা জন্তুর হাত ধরে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যাজক (পুরোহিত) তখন বালককে সম্মুখে টেনে নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তার বসা দিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। তার পুণ্য আশ্রয় করে রাজপত্নীরা শোকাত্ত হয়ে সহসা ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং সকলেই গর্ভবতী হলেন। যথাকালে সোমক শত পুত্র লাভ করলেন। জন্তু কনকবর্ণ চিহ্ন ধারণ করে তার ভূতপূর্ব মাতার গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হ'ল।

তার পর সেই যাজক ও সোমক দুজনেই পরলোকে গেলেন। যাজককে নরকভোগ করতে দেখে সোমক তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যাজক বললেন, আমি আপনার জন্য য যজ্ঞ করেছিলাম তারই এই ফল। তখন সোমক ধর্মরাজ যমকে বললেন, যাজককে মুক্তি দিন, এর পরিবর্তে আমিই নরকভোগ করব। যম বললেন, রাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পারে না। সোমক বললেন, এই ব্রহ্মবাদী যাজককে ছেড়ে আমি পুণ্যফল ভোগ করতে চাই না, এর সঙ্গেই আমি স্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম করেছি, আমাদের পাপপুণ্যের ফল সমান হ'ক। তখন যমের সম্মতিক্রমে যাজকের সঙ্গে সোমকও নরকভোগ করলেন এবং পাপক্ষয় হ'লে দুজনেই মুক্ত হয়ে শুভলোক লাভ করলেন।

২৮। উশীনর, কপোত ও শ্যেন

যদুধিষ্ঠিরাদি প্রসপর্ণ ও পলঙ্কাবতরণ তীর্থ, সরস্বতী নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধু নদ, কাশ্মীরমণ্ডল, পরশুরামকৃত মানস সরোবরের স্মার ক্রৌঞ্চরম্ব, ভৃগুভৃগু, বিতস্তা নদী প্রভৃতি দেখে যমুনার পার্শ্ববর্তী জলা ও উপজলা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।

লোমশ বললেন, রাজা উশীনর এখানে যজ্ঞ করছিলেন। তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য ইন্দ্র শ্যেনরূপে এবং অগ্নি কপোতরূপে রাজার কাছে আসেন। শ্যেনের ভয়ে কপোত রাজার শরণাগত হয়ে তাঁর উরুদেশে লুকিয়ে রইল। শ্যেন বললে, আমি ক্ষুধার্ত, এই কপোত আমার বিহিত খাদ্য, ধর্মের লোভে ওকে রক্ষা করবেন না, তাতে আপনি ধর্মচ্যুত হবেন। উশীনর বললেন, এই কপোত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাছে এসেছে, শরণাগতকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। শ্যেন বললে, যদি আমাকে আহার থেকে বঞ্চিত করেন তবে আমার প্রাণবিয়োগ হবে, আমি মরলে আমার স্ত্রীপুত্রাদিও মরবে। আপনি একটা কপোতকে রক্ষা করতে গিয়ে বহু প্রাণ নষ্ট করবেন। যে ধর্ম অপর ধর্মের বিরোধী তা কুধর্ম। রাজা, গুরুদ্বন্দ্ব ও লঘুদ্বন্দ্ব বিচার করে ধর্মধর্ম নিরূপণ করা উচিত। উশীনর বললেন, বিহগশ্রেষ্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিন্তু শরণাগতকে পরিত্যাগ করতে বলছ কেন? ভোজন করাই তোমার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি গো বৃষ বরাহ মৃগ মহিষ বা অন্য যে মাংস চাও তাই দেব। শ্যেন বললে, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন, আর কিছুই আমি খাব না। উশীনর বললেন, শিবিবংশের (১) এই সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শ্যেন বললে, কপোতের উপরে যদি আপনার এতই স্নেহ তবে তার সন্নিবিষ্ট মাংস নিজের দেহ থেকে কেটে আমাকে দিন। উশীনর বললেন, শ্যেন, তোমার এই প্রার্থনাকে আমি অনুগ্রহ মনে করি। এই বলে তিনি তুলাযন্ত্রের এক দিকে কপোতকে রেখে অপর দিকে নিজের মাংস কেটে রাখলেন, কিন্তু বার বার মাংস কেটে দিলেও কপোতের সমান হ'ল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলায় উঠলেন।

তখন শ্যেন বললে, ধর্মজ্ঞ, আমি ইন্দ্র, এই কপোত অগ্নি, তোমার ধর্মজ্ঞান পরীক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম। জগতে তোমার এই কীর্তি চিরস্থায়ী হবে। এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। ধর্মাত্মা উশীনর নিজের যশে পৃথিবী ও আকাশ আবৃত করে যথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন।

(১) উশীনর শিবিবংশীয়। ৪১-পরিচ্ছেদে উশীনরের পুত্রের নামও শিবি।

২১। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অষ্টাবক্র ও বন্দী

লোমশ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এই দেখ উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুর আগ্রহ। ত্রোত্যুগে অষ্টাবক্র ও তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু প্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা জনক রাজার যজ্ঞে গিয়ে বরুণপুত্র বন্দীকে বিতর্কে পরাস্ত করেছিলেন। উদ্দালক ঋষি তাঁর শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে নিজের কন্যা সৃজাতার বিবাহ দেন। সৃজাতা গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠরত কহোড়কে বললে, পিতা, আপনার প্রসাদে আমি গর্ভে থেকেই সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, আপনার পাঠ ঠিক হচ্ছে না। মহর্ষি কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে শাপ দিলেন—তোমার দেহ অষ্ট স্থানে বক্র হবে। কহোড়ের এই পুত্র অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন, তিনি তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুর সমবয়স্ক ছিলেন।

গর্ভের দশম মাসে সৃজাতা তাঁর পাতিকে বললেন, আমি নিঃস্ব, আমাকে অর্থসাহায্য করে এমন কেউ নেই, কি করে সন্তানপালন করব? কহোড় খনের জন্য জনক রাজার কাছে গেলেন, সেখানে তর্ককুশল বন্দী তাঁকে বিচারে পরাস্ত করে জলে ডুবিয়ে দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে উদ্দালক তাঁর কন্যা সৃজাতাকে বললেন, গর্ভস্থ শিশু যেন জানতে না পারে। জন্মগ্রহণ করে অষ্টাবক্র তাঁর পিতার বিষয় কিছুই জানলেন না, তিনি উদ্দালককে পিতা এবং শ্বেতকেতুকে প্রাভা মনে করতে লাগলেন। বার বৎসর বয়সে একদিন অষ্টাবক্র তাঁর মাতামহের কোলে বসে আছেন এমন সময় শ্বেতকেতু তাঁর হাত ধরে টেনে বললেন, এ তোমার পিতার কোল নয়। অষ্টাবক্র দঃখিত হয়ে তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোথায়? তখন সৃজাতা পূর্ব ঘটনা বললেন।

অষ্টাবক্র তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুকে বললেন, চল, আমরা জনক রাজার যজ্ঞে যাই, সেখানে ব্রাহ্মণদের বিতর্ক শুনব, উত্তম অন্নও ভোজন করব। মাতুল ও ভাগিনেয় যজ্ঞসভার নিকটে এলে শ্বারপাল বাধ্য দিয়ে বললে, আমরা বন্দীর আজ্ঞাধীন, এই সভায় বালকরা আসতে পারে না, কেবল বিম্বান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরাই পারেন। অষ্টাবক্র বললেন, আমরা ব্রতচারী, বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী, অতএব আমরা বৃদ্ধই। শ্বারপাল পরীক্ষা করবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। অষ্টাবক্র তার যথাযথ উত্তর দিয়ে জনক রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, মহারাজ, শুনছি বন্দীর সঙ্গে বিতর্কে যাঁরা হেরে যান আপনার আজ্ঞায় তাঁদের জলে ডোবানো হয়। কোথায় সেই বন্দী? আমি তাঁকে পরাস্ত করব। জনক বললেন, বৎস, তুমি না জেনেই বন্দীকে জয় করতে চাচ্ছ, জ্ঞানগর্বিত অনেক পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে বিচার

করতে এসে পরাস্ত হয়েছেন। অষ্টাবক্র বললেন, বন্দী আমার তুল্য প্রতিপক্ষ পান নি তাই বিচারসভায় সিংহের ন্যায় আশ্ফালন করেন। আমার সঙ্গে বিতর্কে তিনি পরাস্ত হয়ে ভ্রমচক্র শকটের ন্যায় পথে পড়ে থাকবেন।

তখন রাজা জনক অষ্টাবক্রকে বিবিধ দ্রুহ প্রশ্ন করলেন এবং তার সদুত্তর পেয়ে বললেন, দেবতুল্য বালক, বাক্পটুতায় তোমার সমান কেউ নেই, তুমি বালক নও, স্থাবির। তোমাকে আসি দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি। অষ্টাবক্র সভায় প্রবেশ করে বন্দীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশ্ন উত্তর ও প্রত্যুত্তরের পর বন্দী অধোমুখে নীরব হলেন। সভায় মহা কোলাহল উঠল, ব্রাহ্মগণ কৃতাজ্জলি হয়ে সসম্মানে অষ্টাবক্রের কাছে এলেন। অষ্টাবক্র বললেন, এই বন্দী ব্রাহ্মগণদের জয় করে জলে ডুবিয়েছিলেন, এখন একেই আপনারা ডুবিয়ে দিন। বন্দী বললেন, আমি বরুণের পুত্র, জনক রাজার এই যজ্ঞের সমকালে বরুণও এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, আমি ব্রাহ্মগণদের জলমগ্নিত করে সেই যজ্ঞ দেখতে পাঠিয়েছি, তাঁরা এখন ফিরে আসছেন। আমি অষ্টাবক্রকে সম্মান করছি, তাঁর জন্যই আমি (জলমগ্নিত হয়ে) পিতার সঙ্গে মিলিত হব। অষ্টাবক্রও তাঁর পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে পাবেন।

অনন্তর কহোড় ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ বরুণের নিকট পূজা লাভ করে জনকের সভায় ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, মহারাজ, এই জনাই লোকে পুত্র-কামনা করে, আমি যা করতে পারি নি আমার পুত্র তা করেছে। তার পর বন্দী সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, পিতা ও মাতুলের সঙ্গে অষ্টাবক্রও উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে এলেন। কহোড় তাঁর পুত্রকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই নদীতে প্রবেশ কর। পিতার আজ্ঞা পালন করে অষ্টাবক্র নদী থেকে অবক্র সমান-অঙ্গ হয়ে উৎখিত হলেন। সেই কারণে এই নদী সমগ্গা নামে খ্যাত।

৩০। ভরম্বাজ, যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবস্, ও পরাবস্

লোমশ বললেন, ঋষিষ্ঠির, এই সেই সমগ্গা বা মধুবিনী নদী, বৃহবধের পুত্র ইন্দ্র বাতে স্নান করে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই ঋষিগণের প্রিয় কনখল পর্বত, এই মহানদী গঙ্গা, ওই রৈভ্যশ্রম বেখানে ভরম্বাজপুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হয়েছিলেন। সেই ইতিহাস শোন।—

ভরম্বাজ তাঁর সখা রৈভ্যের নিকটেই বাস করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই

পুত্র অর্বাচসু ও পরাবসু বিশ্বান্ ছিলেন, ভরশ্বাজ শম্ভু তপস্বী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভরশ্বাজকে সম্মান করেন না কিন্তু রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্রকে করেন দেখে ভরশ্বাজপুত্র যবক্রীত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ইন্দ্র উদ্‌বিশ্ন হয়ে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ? যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, গুরুমুখ থেকে বহুকালে বেদবিদ্যা লাভ করতে হয়; অধ্যয়ন না করেই যাতে বেদবিৎ হওয়া যায় সেই কামনায় আমি তপস্যা করছি। ইন্দ্র বললেন, তুমি কুপথে যাচ্ছ, আশ্চর্য্যত্যা ক'রো না, ফিরে গিয়ে গুরুর নিকট বেদবিদ্যা শেখ। যবক্রীত তথাপি তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বললেন কিন্তু যবক্রীত শুনলেন না। তখন ইন্দ্র অতিজরাগ্রস্ত দুর্বল যক্ষ্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণের রূপে গংগাতীরে এসে নিরন্তর বালুকামুষ্টি ফেলতে লাগলেন। যবক্রীত তাঁকে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন ব্রাহ্মণ, নিরর্থক এ কি করছেন? ইন্দ্র বললেন, বৎস, আমি গংগায় সেতু বাঁধছি, লোকে যাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। যবক্রীত বললেন, তপোধন, এই অসাধ্য কার্যের চেষ্টা করবেন না। ইন্দ্র বললেন, তুমি যেমন বেদজ্ঞ হবার আশায় তপস্যা করছ আমিও সেইরূপ ব্য্থা চেষ্টা করছি। যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, যদি আমার তপস্যা নিরর্থক মনে করেন তবে বর দিন যেন আমি বিশ্বান্ হই। ইন্দ্র বর দিলেন—তোমরা পিতা-পুত্র বেদজ্ঞান লাভ করবে।

যবক্রীত পিতার কাছে এসে বরলাভের বিষয় জ্ঞানলেন। ভরশ্বাজ বললেন, বৎস, অভীষ্ট বর পেয়ে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষুদ্র হবে, তার ফলে তুমি বিনষ্ট হবে। মহর্ষি রৈভ্য কোপনশ্চাৰ্য, তিনি যেন তোমার অনিষ্ট না করেন। যবক্রীত বললেন, আপনি ভয় পাবেন না, রৈভ্য আপনার তুল্যই আমার মান্য। পিতাকে এইরূপে সান্থনা দিয়ে যবক্রীত মহানন্দে অন্যান্য ঋষিদের অনিষ্ট করতে লাগলেন।

একদিন বৈশাখ মাসে যবক্রীত রৈভ্যের অশ্রমে গিয়ে কিস্তরীর ন্যায় রূপবতী পরাবসু পত্নীকে দেখতে পেলেন। যবক্রীত নিরঞ্জন হয়ে তাঁকে বললেন, আমাকে ভজনা কর। পরাবসুপত্নী ভয় পেয়ে 'তাই হবে' বলে পালিয়ে গেলেন। রৈভ্য অশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধু কাঁদছেন। যবক্রীতের আচরণ শুন্যে রৈভ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দৃষ্টি জটা ছিঁড়ে অশ্লীল নিক্ষেপ করলেন, তা থেকে পরাবসুপত্নীর তুল্য রূপবতী এক নারী এবং এক ভয়ংকর রাক্ষস উৎপন্ন হ'ল। রৈভ্য তাদের আজ্ঞা দিলেন, যবক্রীতকে বধ কর। তখন সেই নারী যবক্রীতের কাছে গিয়ে তাঁকে মৃগ্য করে কন্ডলু হরণ করলে। যবক্রীতের মৃগ্য তখন উচ্ছিন্ন ছিল। রাক্ষস শল উদ্যত করে তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। যবক্রীত তাঁর পিতার

অগ্নিহোত্রগৃহে আশ্রয় নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গৃহের রক্ষা এক অন্ধ শূদ্র তাঁকে সবলে শ্বারদেশে ধরে রাখলে। তখন রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্রীতকে বধ করলে।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরশ্বাজ বিলাপ করতে লাগলেন — পুত্র, তুমি ব্রাহ্মণদের জন্য তপস্যা করেছিলে যাতে তাঁরা অধ্যয়ন না করেই বেদজ্ঞ হতে পারেন। ব্রাহ্মণের হিতার্থী ও নিরপরাধ হয়েও কেন তুমি বিনষ্ট হ'লে? আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন রৈভোর আশ্রমে গিয়েছিলে? আমি বৃদ্ধ, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, তথাপি দম্ভাতি রৈভা আমাকে পুত্রহীন করলেন। রৈভাও শীঘ্র তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। এইরূপ অভিশাপ দিয়ে ভরশ্বাজ পুত্রের অগ্নিসংস্কার করে নিজেও অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এই সময়ে রাজা বৃহদদ্যুম্ন এক যজ্ঞ করছিলেন। সাহায্যের জন্য রৈভোর দুই পুত্র সেখানে গিয়েছিলেন, আশ্রমে কেবল রৈভা ও তাঁর পুত্রবধূ ছিলেন। একদিন পরাবসু আশ্রমে আসছিলেন, তিনি শেষরাত্রে বনমধ্যে কৃষ্ণাজিনধারী পিতাকে দেখে মৃগ মনে করে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয় করে পরাবসু যজ্ঞস্থানে ফিরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসুকে বললেন, আমি মৃগ মনে করে পিতাকে বধ করেছি। আপনি আশ্রমে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুন, আমি একাকীই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারব। অর্বাবসু সম্মত হয়ে আশ্রমে গেলেন এবং প্রায়শ্চিত্তের পর যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। তখন পরাবসু হৃষ্ট হয়ে রাজা বৃহদদ্যুম্নকে বললেন, এই ব্রহ্মহত্যাকারী যেন আপনার যজ্ঞ না দেখে ফেলে, তা হ'লে আপনার অনিষ্ট হবে। রাজা অর্বাবসুকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ভূতাদের আজ্ঞা দিলেন। অর্বাবসু বার বার বললেন, আমার এই ভ্রাতাই ব্রহ্মহত্যা করেছে, আমি তাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করছি। তাঁর কথায় কেউ বিশ্বাস করলে না দেখে অর্বাবসু বনে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় নিরত হলেন। মূর্তিমান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্বাবসুর প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তার ফলে রৈভা ভরশ্বাজ ও যবক্রীত পুনর্জীবিত হলেন, পরাবসুর পাপ দূর হ'ল, রৈভা বিস্মৃত হলেন যে পরাবসু তাঁকে হত্যা করেছিলেন, এবং সূর্যমন্দের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

জীবিত হয়ে যবক্রীত দেবগণকে বললেন, আমি বৈদ্যাধ্যায়ী তপস্বী ছিলাম তথাপি রৈভা আমাকে কি করে বধ করতে পারলেন? দেবতার বললেন, তুমি গুরুদ্র সাহায্য না নিয়ে (কেবল তপস্যার প্রভাবে) বেদপাঠ করেছিলে, আর রৈভা

অতি কষ্টে গুরুদেবের তুষ্টি ক'রে দীর্ঘকালে বেদজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

৩১। নরকাসুর — বরাহরূপী বিষ্ণু — বদরিকাশ্রম

উশীরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতাগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম ক'রে যুধিষ্ঠিরাদি সন্তধারা গঙ্গার নিকট উপস্থিত হলেন। লোমশ বললেন, এখন আমরা মণিভদ্র ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গম্ভীর কিল্লর যক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, তুমি দ্রৌপদী ও অন্য সকলের সঙ্গে এই গঙ্গাস্রোতে অপেক্ষা কর, কেবল আমি নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘু আহার ক'রে ও সংযত হয়ে এই দুর্গম পথে যাত্রা করব। ভীম বললেন, অর্জুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী এবং আমরা সকলেই উৎসুক হয়ে আছি। এই রাক্ষসসংকুল দুর্গম স্থানে আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। পাণ্ডালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে আমি তাঁদের বহন ক'রে নিয়ে যাব। দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, আমি চলতে পারব, আমার জন্য ভেবো না।

যুধিষ্ঠিরাদি সকলে পদলিন্দরাজ সুবাহুর বিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন এবং সম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রাতিযাপন করলেন। পরদিন সুবোধয় হ'লে পাচক ও ভৃত্যদের পদলিন্দরাজের নিকটে রেখে তাঁরা পদব্রজে হিমালয় পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দূরে ওই যে কৈলাসশিখরতুল্য সুবিশাল সুদৃশ্য স্তূপ দেখছ তা নরকাসুরের অস্থি। নরকাসুর তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দুর্ধর্ষ হয়ে দেবগণের উপর উৎপীড়ন করত। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বিষ্ণু হস্তম্বারা স্পর্শ ক'রে সেই অসুরের প্রাণহরণ করেন।

তার পর লোমশ বরাহরূপী বিষ্ণুর এই আখ্যান বললেন। সত্যযুগে এক ভয়ংকর কালে আদিদেব বিষ্ণু যমের কার্য করতেন। তখন কেউ মরত না, কেবল জন্মগ্রহণ করত। পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতির সংখ্যা এত হ'ল যে তাদের গুরুভারে বসুন্তমতী শত যোজন নিম্নে চলে গেলেন। তিনি সর্বাঙ্গে ব্যথিত হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ্ণু রক্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার বরাহের রূপে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ ক'রে শত যোজন উর্ধ্বে তুললেন। চরাচর সংকোভিত হ'ল,

দেবতা ঋষি প্রভৃতি সকলেই কম্পিত হয়ে ব্রহ্মার নিকটে গেলেন, ব্রহ্মা আশ্বাস দিয়ে তাঁদের ভয় দূর করলেন।

পাণ্ডবগণ গম্ভীরমাদন পর্বতে উপস্থিত হ'লে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হ'তে লাগল, সকলে ভীত হয়ে বৃক্ষ বন্মীকস্তূপ প্রভৃতির নিকট আশ্রয় নিলেন। দূর্বোগ থেমে গেলে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্রোশ গিয়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। যদুধিষ্ঠির তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—আমি পাপী, আমার কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। ধৌম্য প্রভৃতি ঋষিগণ শান্তির জন্য মন্ত্র জপ করলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে মৃগচর্মের উপর শুইয়ে নানাপ্রকারে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যদুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমিরাবৃত্ত দৃগর্ম গিরিপথে দ্রৌপদী কি করে যাবেন? ভীম স্মরণ করা মাত্র মহাবাহু ঘটোৎকচ সেখানে এসে করজোড়ে বললেন, আজ্ঞা করুন কি করতে হবে। ভীম বললেন, বৎস, আমার মাতা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, একে বহন করে নিয়ে চল। তুমি একে স্কন্ধে নিয়ে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে আকাশমার্গে চল, যেন এর কষ্ট না হয়।

ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে বহন করে নিয়ে চললেন, তাঁর অনুচর রাক্ষসরা পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের নিয়ে চলল, কেবল মহর্ষি লোমশ নিজের প্রভাবে সিদ্ধমার্গে শ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অগ্রসর হলেন। বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে সকলে রাক্ষসদের স্কন্ধ থেকে নেমে নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রম দর্শন করলেন। দেখানকার মহর্ষিগণ যদুধিষ্ঠিরাদিকে সাদরে গ্রহণ করে যথাবিধি অতিথিসংকার করলেন। সেই আনন্দজনক অতি দৃগর্ম স্থানে বিশাল বদরী তরুর নিকটে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। যদুধিষ্ঠিরাদি সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করলেন।

৩২। সহস্রদল পশু — ভীম-হনুমান-সংবাদ

অর্জুনের প্রতীক্ষায় পাণ্ডবগণ ছ রাত্রি শূন্যভাবে বদরিকাশ্রমে বাস করলেন। একদিন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বায়ুদ্বারা ব্যাহিত একটি সহস্রদল পশু দেখে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, দেখ, এই দিব্য পশুটি কি সুন্দর ও সুগন্ধ! আমি ধর্মরাজকে এটি দেব। ভীম, আমি যদি তোমার প্রিয়া হই তবে এইপ্রকার বহু পশু সংগ্রহ করে নিয়ে এস, আমি কাম্যক বনে নিয়ে যাব। এই ব'লে দ্রৌপদী

পশ্মটি নিয়ে যুদ্ধার্থীরের কাছে গেলেন, ভীমও ধনুর্বাণহস্তে পশ্মবনের সম্মুখে
যাত্রা করলেন।

ভীম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং আনন্দিতমনে
লতাসমূহ সংগৃহীত করে বেন খেলা করতে করতে চললেন। ভয়শূন্য হরিণের
দল ঘাস মধু খেতে তার দিকে সকৌতুকে চেয়ে রইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব রমণীরা
পতির পার্শ্বে বসে পরম রূপবান দীর্ঘকায় কাণ্ডনবর্ণ ভীমকে অদৃশ্যভাবে নানা
ভঙ্গী সহকারে দেখতে লাগল। বনচর বরাহ মহিষ সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভৃতিকে
সন্তুষ্ট করে চলতে চলতে ভীম গন্ধমাদনের সান্নিধ্যের এক রমণীয় সুবিশাল
কদলীবন দেখতে পেলেন। তিনি গর্জন করে কদলীতরু উৎপাটিত করতে লাগলেন
সহস্র সহস্র জলচর পক্ষী ভয় পেয়ে আত্মপক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের
অনুসরণ করে তিনি পশ্ম ও উৎপল সমন্বিত একটি রমণীয় বিশাল সরোবরে
উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজের ন্যায় বহুদক্ষ জলকীড়া করে তীরে উঠে
তাল ঠুকে শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শব্দ শ্রবণে পর্বতগুহায় সূত সিংহসকল
গর্জন করে উঠল এবং সিংহনাদে দ্রুত হয়ে হস্তীর দলও উচ্চ রব করতে লাগল।

হনুমান সেখানে ছিলেন। ভ্রাতা ভীমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন
দেখে তার প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান কদলীতরুর মধ্যবর্তী পথ রুদ্ধ করলেন। সেই
সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেবল একজন চলতে পারে। হনুমান সেখানে শূন্যে পড়ে হাই
তুলে তার বিশাল লাংগুল আশ্ফাটন করতে লাগলেন, তার শব্দ পর্বতের গুহায়
গুহায় প্রতিধ্বনিত হ'ল। সেই শব্দ শ্রবণে ভীমের রোমাঞ্চ হ'ল, তিনি নিকটে এসে
দেখলেন, কদলীবনের মধ্যে এক বিশাল শিলার উপরে হনুমান শূন্যে আছেন, তিনি
বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় দূর্নির্ভীক্য পিঙ্গলবর্ণ ও চঞ্চল। তার গ্রীবা স্থূল ও খর্ব,
কটিদেশ ক্ষীণ, ওষ্ঠস্বয় হ্রস্ব, জিহবা ও মূখ তাম্রবর্ণ, ভ্রু চঞ্চল, দন্ত শব্দ্র ও তীক্ষ্ণ,
তিনি স্বর্গের পথ রোধ করে হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভীম নির্ভয়ে
হনুমানের কাছে গিয়ে ঘোর সিংহনাদ করলেন। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু ঈষৎ
উন্মীলিত করে হনুমান ভীমের দিকে অবজ্ঞাভরে চাইলেন এবং একটু হেসে
বললেন, আমি রত্ন, সুখে নিদ্রামগ্ন ছিলাম, কেন আমাকে জাগালে? আমি
তির্থগোষিনি, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান যে সূক্ষ্ম প্রাণীকেই দয়া করা
উচিত। তুমি কে, কোথায় যাবে? এই পথ দেবলোকে যাবার, মানবের অগম্য।

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তুমি কে? হনুমান বললেন, আমি
বনর, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমার মৃত্যু

হবে। ভীম বললেন, নতুহাই হ'ক বা যাই হ'ক, তুমি ওঠ, পথ ছেড়ে দাও, তাহ'লে আমিও তোমার হানি করব না। হনুমান বললেন, আমি রত্ন, ওঠবার শক্তি নেই। যদি নিতান্তই ষেতে চাও তো আমাকে ডিঙিয়ে যাও। ভীম বললেন, নিগদ্ব পন্নমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে আমি তোমাকে ডিঙিয়ে ষেতে পারি না; নতুবা হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন সেইরূপ আমিও তোমাকে লঙ্ঘন করতাম। হনুমান বললেন, কে সেই হনুমান? ভীম বললেন, তিনি আমার ভ্রাতা, মহাগদ্ববান বদ্বিমান ও বলবান, রামায়ণোক্ত অতি বিখ্যাত বানরশ্রেষ্ঠ। আমি তাঁরই তুল্য বলশালী, তোমাকে নিগহীত করবার শক্তি আমার আছে। তুমি পথ দাও, নয়তো ষমালয়ে যাবে। হনুমান বললেন, বার্থক্যের জন্য আমার ওঠবার শক্তি নেই। তুমি দয়া কর, আমার লাগদলটি সরিয়ে গমন কর।

বানরটাকে ষমালয়ে পাঠাবেন স্থির ক'রে ভীম তার পদ্ব ধরলেন, কিন্তু নড়তে পারলেন না। তিনি দ্ব হাত দিয়ে ধ'রে তোলবার চেষ্টা করলেন, তাঁর চক্ষু বিক্ষারিত হ'ল, ঘর্মস্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন তিনি অধোবদনে প্রণাম ক'রে কৃতাজলি হয়ে বললেন, কপিশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হ'ন, আমার কটুবাক্য ক্ষমা করুন। আমি শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যের ন্যায় প্রশ্ন করছি—আপনি কে?

হনুমান তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে এই বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর কথা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকবে তত দিন আমি জীবিত থাকব। সীতার বরে সর্বপ্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত হয়। কুরনন্দন, এই দেবপথ মানদ্বের অগম্য সেজন্যই আমি রোধ করেছিলাম। তুমি যে পশ্মের সন্ধানে এসেছ তার সরোবর নিকটেই আছে। ভীম হৃষ্ট হয়ে বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়েছি। বীর, সমদ্বলস্বনের সময় আপনার যে রূপ ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। হনুমান ভীমের প্রার্থনা পদ্রগ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ভীষণ বিন্দ্যপর্বততুল্য দেহ দেখে ভীম রোমাণ্ডিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপদ শরীর দেখলাম, এখন সংকুচিত করুন। আপনি পার্শ্ব থাকতে রাম স্বয়ং কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন? আপনি তো নিজের বাহুবলেই রাবণকে সদ্বলবেলে ধ্বংস করতে পারতেন। হনুমান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ আমার সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁকে বধ করলে রামের কীর্তি নষ্ট হ'ত। ভীম, এই পশ্মবনে যাবার পথ, এখান দিয়ে গেলে তুমি কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ ক'রে পদ্পচয়ন ক'রো না।

হনুমান তাঁর দেহ সংকুচিত করে ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। ভীমের সকল শ্রম দূর হ'ল, তাঁর বোধ হ'ল তিনি অত্যন্ত বলশালী হয়েছেন। হনুমান বললেন, কুন্তীপুত্র, যদি চাও তবে আমি ক্ষুদ্র ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের সংহার করব, শিলার আঘাতে হস্তিনাপুর বিমর্দিত করব। ভীম বললেন, মহাবাহু, আপনার প্রসাদেই আমরা শত্রুজয় করব। হনুমান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে সিংহনাদ করবে তখন আমিও তার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর যোগ করব; আমি অর্জুনের ধ্বজের উপরে বসে প্রাণান্তকর দারুণ নিনাদ করব; তাতে তোমরা অনায়াসে শত্রুবধ করতে পারবে। এই বলে হনুমান অন্তর্হিত হলেন।

৩৩। ভীমের পশ্মসংগ্রহ

ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হনুমানের প্রদর্শিত পথে বাত্মা করলেন। দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারুণ্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ নদী দেখতে পেলেন, তার জল অতি নির্মল এবং পরম সুন্দর স্বর্ণময় দিব্য পশ্মে আচ্ছন্ন। এই নদী কৈলাসশিখর ও কুবেরভবনের নিকটবর্তী, ক্রোধবশ নামক রাক্ষসগণ তা রক্ষা করে। মৃগচর্মধারী স্বর্ণাঙ্গদভূষিত ভীম নিঃশঙ্কচিত্তে খড়্গ-হস্তে পশ্ম নিতে আসছেন দেখে রাক্ষসগণ তাঁকে প্রশ্ন করলে, মদুনিবেশধারী অথচ সশস্ত্র কে তুমি? ভীম তাঁর পরিচয় দিয়ে জানালেন যে তিনি দ্রৌপদীর জন্য পশ্ম নিতে এসেছেন। রাক্ষসরা বললে, এখানে কুবের ক্রীড়া করেন, মানুষ এখানে আসতে পারে না। যক্ষরাজের অনুমতি না নিয়ে যে আসে সে বিনষ্ট হয়। তুমি ধর্মরাজের দ্রোহা হয়ে সবলে পশ্ম হরণ করতে এসেছ কেন? ভীম বললেন, যক্ষপতি কুবেরকে তো এখানে দেখাছি না, আর তাঁর দেখা পেলেও আমি অনুমতি চাইতে পারি না, কারণ ক্ষত্রিয়রা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তা ছাড়া এই নদীর উৎপত্তি পর্বতনিবর্তকের থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান অধিকার।

নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভীম জলে নামছেন দেখে রাক্ষসরা তাঁকে মারবার জন্য ধাবিত হ'ল। শতাবধি রাক্ষস ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হ'ল, আর সকলে কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীম তখন নদীতে নেমে অমৃততুল্য জল পান করলেন এবং পশ্মতরু উৎপাটিত করে অনেক পশ্ম সংগ্রহ করলেন। পরাজিত রাক্ষসদের কাছে সমস্ত শত্নে কুবের হেসে বললেন, আমি সব জানি, কৃষ্ণার জন্য ভীম ইচ্ছামত পশ্ম নিন।

সেই সময়ে বদরিকাগ্রমে বালুকাময় খরস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, উল্কাপাত হ'ল, এবং অন্যান্য দুর্লক্ষণ দেখা গেল। বিপদের আশংকায় যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়? দ্রৌপদী জানালেন যে ভীম তাঁর অনুরোধে পশ্চিম আনতে গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরাও শীঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের সাহায্যে যুধিষ্ঠিরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বহন করে ভীমের নিকট উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির দেখলেন, অনেক বক্ষ নিহত হয়ে পড়ে আছে, ক্রুদ্ধ ভীম স্তম্ভনয়নে ওষ্ঠ দংশন করে গদা তুলে নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, একি করেছ? এতে দেবতারা অসন্তুষ্ট হবেন আর এমন করে না। সেই সময়ে উদ্যানরক্ষিণ এসে সকলকে প্রণাম করলে। যুধিষ্ঠির সেই রাক্ষসদের সান্ধ্বনা দিলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল।

পান্ডবগণ অর্জুনের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদনের সেই সান্দ্রদেশে কিছুকাল সন্দেশে যাপন করলেন। তার পর একদিন যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ আমাদের বহু তীর্থ দেখিয়েছেন, বিশালা বদরী এবং এই দিব্য নদীও আমরা দেখেছি, এখন কোন্ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে যাব তা ভেবে দেখ। এই সময়ে আকাশবাণী হ'ল—এখান থেকে কেউ সেখানে যেতে পারে না। আপনি বদরিকাগ্রমে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বৃষপর্বার আশ্রম হয়ে আর্টিষেণের আশ্রমে যান, তা হলে কুবেরসম্মুখ দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শুনে সকলে বদরিকায় ফিরে গেলেন।

॥ জটাসূরবধপর্বাধ্যায় ॥

৩৪। জটাসূরবধ

জটাসূর নামে এক রাক্ষস ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পান্ডবদের সঙ্গে বাস করত। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ উত্তম ব্রাহ্মণ বলে সে নিজের পরিচয় দিত, যুধিষ্ঠির অসমীক্ষমনে সেই পাপীকে পালন করতেন। একদিন ভীম মৃগয়ায় গেছেন, ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, এই সুযোগে জটাসূর বিকট রূপ ধারণ করে যুধিষ্ঠির নিকট সহদেব দ্রৌপদী এবং পান্ডবদের সমস্ত অস্ত্র হরণ করে নিয়ে চলল। সহস্রের বিশেষ চেষ্টা করে তার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন এবং খড়্গ কোষমুক্ত করে উচ্চকণ্ঠে ভীমকে ডাকতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির জটাসূরকে বললেন, দুর্বৃদ্ধি, তুমি আমাদের আশ্রমে

সসম্মানে বাস ক'রে এবং আমাদের অন্ন খেয়ে কেন আমাদের হরণ করছ? দ্রোণদীকে স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসস্থিত বিষ আলোড়ন করে পান করেছে।

যুধিষ্ঠির নিজেকে গদরুভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গতি মন্দীভূত হ'ল। সহদেব বললেন, মহারাজ, আমি এর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি একে বধ করতে না পারি তবে আমি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলব না। সহদেব যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন এমন সময়ে গদাহস্তে ভীম সেখানে এলেন। ভীম রাক্ষসকে বললেন, পাপী, তুমি যখন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে আমি চিনেছিলাম, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণবেশী অতিথি হয়ে আমাদের প্রিয়কার্য করতে এজন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ করি নি। তুমি এখন কালসূত্রে বন্ধ মৎস্যের ন্যায় দ্রোণদীরূপ বাড়িশ গ্রাস করেছে। বক আর হিড়িম্ব রাক্ষস সেখানে গেছে তুমিও সেখানে যাবে। জটাসূর যুধিষ্ঠিরাদিকে ছেড়ে দিয়ে ভীমকে বললে, তুমি যেসব রাক্ষস বধ করেছে আজ তোমার রক্তে তাদের তর্পণ করব।

ভীম ও জটাসূরের দারুণ বাহ্যযুদ্ধ হ'তে লাগল। নকুল-সহদেব সাহায্য করতে এলে ভীম তাঁদের নিরস্ত ক'রে সহাস্যে বললেন, আমি একে মারতে পারব। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ। ভীমের যুদ্ধের আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল, তখন ভীম তার সর্বাঙ্গ নিষ্পষ্ট ক'রে চূর্ণ ক'রে দিলেন, বস্ত্রচ্যুত ফলের ন্যায় তার মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হ'ল।

॥ যক্ষযুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥

৩৫। ভীমের সহিত যক্ষরাক্ষসাদির যুদ্ধ

বদরিকাশ্রমে বাস কালে একদিন যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের বনবাসকালের চার বৎসর নিরাপদে অতীত হয়েছে। অস্ত্রাশঙ্কার জন্য সুরলোকে যাবার সময় অর্জুন বলেছিলেন যে পঞ্চম বৎসর প্রায় পূর্ণ হ'লে তিনি কৈলাস পর্বতে আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবেন। অতএব আমরা কৈলাসে গিয়েই তাঁর প্রতীক্ষা করব।

যুধিষ্ঠিরাদি, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ এবং ঘট্টোৎকচ ও তাঁর অনুচরগণ সতর দিনে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হলেন। তার পর তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতের নিকটে রাজর্ষি বৃষপর্বার পবিত্র আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত্রি সুখে বাস করার পর অতিরিক্ত পরিচ্ছদ আভরণ ও হস্তপাঠ বৃষপর্বার কাছে রেখে তাঁরা

উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। পান্ডবদের সহচর ব্রাহ্মণগণ বৃষপর্বার আশ্রমেই রইলেন। যদুধিষ্ঠিরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও ধৌম্য চতুর্থ দিনে কৈলাস পর্বতের নিকটস্থ হলেন। তার পর তাঁরা মালাবান পর্বত অতিক্রম করে রমণীয় গন্ধমাদন পর্বতে রাজর্ষি আশ্রিৎসেণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকাস্য সর্বধর্মজ্ঞ আশ্রিৎসেণ তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে বললেন, বৎস যদুধিষ্ঠির, তোমরা এখানেই অর্জুনের জন্য অপেক্ষা কর। পান্ডবগণ সুস্বাদু ফল, বাণহত মৃগের পবিত্র মাংস, পবিত্র মধু, এবং মৃদুনিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মৃদুখে বিবিধ কথা শ্রুনে বনবাসের পঞ্চম বর্ষ যাপন করলেন।

ঘটোৎকচ তাঁর অমুচরদের সঙ্গে চলে গেলেন। একদিন দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, তোমার ভ্রাতা অর্জুন খান্ডবদাহকালে গন্ধর্ব নাগ রাক্ষস এবং ইন্দ্রকেও নিবারণ করেছিলেন। তিনি দারুণ মায়াবীদের বধ করেছেন, গান্ধীব ধনু ও লাভ করেছেন। তোমারও ইন্দ্রের ন্যায় তেজ ও অজের বাহুবল আছে। তুমি এখানকার রাক্ষসদের বিতাড়িত করে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের উপরিভাগ দেখব।

মহাবৃষ যেমন প্রহার সহিতে পারে না, ভীম সেইরূপ দ্রৌপদীর তিরস্কারতুল্য বাক্য সহিতে পারলেন না, সশস্ত্র হয়ে পর্বতশৃঙ্গে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি কুবেরভবন দেখতে পেলেন। তার প্রাসাদসমূহ কাণ্ডন ও ক্ষুদ্রিক নির্মিত, সর্বাঙ্গিক সুবর্ণপ্রাচীরে বেষ্টিত এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। কিছুক্ষণ বিষয়মানে নিশ্চল হয়ে কুবেরপুত্রী দেখে ভীম শঙ্খধ্বনি ও জ্যান্ধিঘোষ করে করতালি দিলেন। শব্দ শ্রুনে যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ বেগে আক্রমণ করতে এল। ভীমের অস্ত্রাঘাতে অনেকে বিনষ্ট হল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল। তখন কুবেরসখা মণিমান নামক মহাবল রাক্ষস শক্তি শূন্য ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু ভীম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন।

যুদ্ধের শব্দ শ্রুনে যদুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে আশ্রিৎসেণের কাছে রেখে নকুল-সহদেবের সঙ্গে সশস্ত্র হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। মহাবাহু ভীম বহু রাক্ষস সংহার করে ধনু আর গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে যদুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভীম, তুমি ইষ্টকারিতার বশে অকারণে রাক্ষস বধ করেছ, তাতে দেবতারো ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর করো না।

ভীম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শ্রুনে কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে পদ্পক বিমানে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পান্ডবগণ রোমাঞ্চিত হয়ে যক্ষ-রাক্ষস-

প্রিরবেষ্টিত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখতে লাগলেন। কুবেরও খড়্গধনুর্ধারী মহাবল পান্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের প্রিয়কর্ষ করবেন জেনে প্রীত হলেন। বর্ধাধিষ্ঠিত নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে করে কৃতাজ্ঞালি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম খড়্গ ও ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে কুবেরকে দেখতে লাগলেন।

কুবের বর্ধাধিষ্ঠিতকে বললেন, তুমি প্রাণিগণের হিতে রত তা সকলেই জানে; তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের উপরে বাস কর। ভীমের হঠকারিতার জন্য ক্রুদ্ধ বা লজ্জিত হয়ো না, এই যক্ষ-রাক্ষসদের বিনাশ হবে তা দেবতার পূর্বেই জানতেন। তার পর কুবের ভীমকে বললেন, বৎস, তুমি দ্রোণদায়ী জন্য আমাকে ও দেবগণকে অগ্রাহ্য করে এই বে সাহসের কাজ করেছ তাতে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি আমাকে শাপমুক্ত করেছ। কুশবতী নগরীতে যখন দেবগণের মন্ত্রণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময় আমি মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখেছিলাম, তিনি যমুনাতীরে উগ্র তপস্যা করছিলেন। আমার সখা রাক্ষসপতি মণিমান মদুর্ভতা মোহ ও দর্পের বশে অগস্ত্যের মন্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ক্রোধে চতুর্দিক যেন দগ্ধ করে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দুরাত্মা সখা সসৈন্যে মানুষ্যের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যবিনাশের দগ্ধ ভোগ করবে, সেই সৈন্যহন্তা মনুষ্যকে দেখে পাপমুক্ত হবে।

তার পর কুবের বর্ধাধিষ্ঠিতকে বললেন, এই ভীমসেন ধর্মজ্ঞানহীন, গর্বিত, বালবদ্বন্দ্বি, অসহিষ্ণু ও ভয়শূন্য; একে তুমি শাসনে রেখো। রাজর্ষি আর্ষিষেণের আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষ যাপন করো, আমার নিযুক্ত গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর ও পর্বতবাসিগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবং খাদ্যপানীয় এনে দেবে। কুবেরকে প্রণাম করে ভীম তাঁর শক্তি গদা খড়্গ ধনু প্রভৃতি অস্ত্র সমর্পণ করলেন। শরণাগত ভীমকে কুবের বললেন, বৎস, তুমি শত্রুগণের গৌরব নাশ কর, সুহৃদগণের আনন্দ বর্ধন কর। এই গন্ধমাদন পর্বতে সকলে নির্ভয়ে বাস কর। এই শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই বলে কুবের অন্তর্হিত হলেন।

॥ নিবাতকবচযুদ্ধপর্বাদ্যায় ॥

৩৬। অর্জুনের প্রত্যাবর্তন — নিবাতকবচ ও হিরণ্যপদুরের বৃত্তান্ত

একমাস পরে একদিন পাণ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকিত ক'রে ইন্দ্রের বিমান আসছে, মাতলি তা চালাচ্ছেন, ভিতরে কিরীটমালাধারী অর্জুন নব-আভরণে ভূষিত হয়ে ব'সে আছেন। বিমান থেকে নেমে অর্জুন পদুরোহিত ধৌম্য, যুদ্ধার্থিতর ও ভীমের চরণবন্দনা করলেন। পাণ্ডবগণ কতৃক সংকৃত হয়ে মাতলি বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন।

প্রিয়া দ্রৌপদীকে ইন্দ্রদত্ত বিবিধ মহামূল্য অলংকার উপহার দিয়ে অর্জুন তাঁর স্রাতা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এসে বসলেন এবং সুরলোকে বাস ও অশ্রাশিক্ষার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বললেন। পরদিন প্রভাতকালে উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্র পাণ্ডবদের নিকট উপস্থিত হয়ে যুদ্ধার্থিতরকে বললেন, তুমি পৃথিবী শাসন করবে, এখন তোমরা কাম্যকবনে ফিরে যাও। অর্জুন সর্বাধি অশ্র লাভ করেছেন, আমার প্রিয়কাৰ্য্যও করেছেন। এখন ত্রিভুবনের লোকেও একে জয় করতে পারবে না। ইন্দ্র চ'লে গেলে যুদ্ধার্থিতরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন তাঁর যাত্রা ও সুরলোক-বাসের ঘটনাবলী সবিস্তারে জানিয়ে নিবাতকবচবধের এই বৃত্তান্ত বললেন। —

আমার অশ্রাশিক্ষা সমাপ্ত হ'লে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন গুরুদক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। আমার শত্রু নিবাতকবচ নামক তিন কোটি দানব সমুদ্রমধ্যস্থ দূর্গে বাস করে, তারা রূপে ও বিক্রমে সমান। তুমি তাদের বধ কর, তা হ'লেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।

কিরীট-কবচে ভূষিত হয়ে গান্ধীবধন নিয়ে আমি ইন্দ্রের রথে যাত্রা করলাম। অবিলম্বে মাতলি আমাকে সমুদ্রস্থ দানবনগরে নিয়ে এলেন। সহস্র সহস্র নিবাতকবচ নামক দানব লৌহময় মহাশূল গদা মৃষল খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে বিকৃত বাদ্যধ্বনি করে আমাকে আক্রমণ করলে। তুমুল যুদ্ধে অনেক দানব আমার অস্ত্রঘাতে নিহত হ'ল। তার পর তারা মায়াবলে শিল্মঞ্জলি অগ্নি ও বায়ু বর্ষণ করতে লাগল, চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। তখন আমি নিজের অস্ত্রমায়্য দানবগণের মায়া নষ্ট করলাম। তারা অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে শিলা বর্ষণ করতে লাগল, আমরা বেখানে ছিলাম সেই স্থান গুহার ন্যায় হয়ে গেল। তখন মাতলির উপদেশে আমি দেবরাজের প্রিয় ভীষণ বস্ত্র অশ্র নিক্ষেপ করলাম।

পর্বতের ন্যায় বিশাল স্রোত নিবাতকবচগণের মৃতদেহে যুদ্ধস্থান ব্যাপ্ত হ'ল। দানবরমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্রয় নিলে। আমি মাতালিকে জিজ্ঞাসা করলাম, দানবদের এই নগর ইন্দ্রালয়ের চেয়েও উৎকৃষ্ট, দেবতার আখ্যানে বাস করেন না কেন? মাতালি বললেন, এই নগর পূর্বে দেবরাজেরই ছিল, নিবাতকবচগণ যুদ্ধের বরপ্রভাবে এই স্থান অধিকার করে দেবতাদের তাড়িয়ে দেয়। ইন্দ্রের অনুযোগে ব্রহ্মা বলেছিলেন, বাসব, এই নির্যাত আছে যে তুমি অন্য দেহে এদের সংহার করবে। এই কারণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন।

নিবাতকবচগণকে বিনষ্ট করে যখন আমি দেবলোক ফিরেছিলাম তখন তার একটি দীপ্তিময় আশ্চর্য নগর আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। মাতালি বললেন, পুন্ড্রলোম্য নামে এক দৈত্যনারী এবং কালকা নামে এক মহাসদ্রুপী বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট এই বর পায় যে, তাদের পৌলোম্য ও কালকেয় নামক পুত্রগণ দেব রাক্ষস ও নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই প্রভাময় রমণীয় আকাশচারী নগরে বাস করবে। এই সেই ব্রহ্মার নির্মিত হিরণ্যপদ্র নামক দিব্য নগর। পার্থ, তুমি এই ইন্দ্রশত্রু অসুরগণকে বিনষ্ট কর।

মাতালি আমাকে হিরণ্যপদ্রে নিয়ে গেলেন। দানবগণ অস্ত্রাঘাত করলে আমি তাদের মোহগ্রস্ত করে শরাঘাতে বধ করতে লাগলাম। তাদের নগর কখনও ভূতলে নামল, কখনও আকাশে উঠল, কখনও জলমধ্যে নিমগ্ন হ'ল। তার পর দানবগণ ষাট হাজার রথে চড়ে আমার দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রতিহত করে যুদ্ধ করতে লাগল। আমি ভীত হয়ে দেবদেব রুদ্ধকে প্রণাম করে রৌদ্র নামে এক সর্বশত্রু-নাশক দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'লাম। তখন এক আশ্চর্য পদ্রুপ আবির্ভূত হ'ল, তার তিন মস্তক, নয় চক্ষু, ছয় হস্ত। তার কেশ সূর্য ও চাঁদের ন্যায় প্রদীপ্ত, লেহিহান মহানাগগণ তা বেণ্টন করে আছে। মহাদেবকে নমস্কার করে আমি সেই ঘোর রৌদ্র অস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করে নিঃক্ষেপ করলাম। তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক মহিষ সর্প হস্তী প্রভৃতি এবং দেব ঋষি গন্ধর্ব পিশাচ বক্ষ ও নানারূপ অস্ত্রধারী রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীতে সর্বস্থান ব্যাপ্ত হ'ল। ত্রিমস্তক, চতুর্দন্ত, চতুর্ভুজ ও নানারূপধারী প্রাণীগণ নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আমিও শরবর্ষণ করে মৃতদেহমধ্যে সমস্ত দানব সংহার করলাম।

আমি দেবলোকে ফিরে গেলে মাতালির মুখে সমস্ত শ্রুতি দেবরাজ আমার বহু প্রশংসা করে বললেন, পদ্রুপ, তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ

শকুনি ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে মিলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান হবেন না। তার পর তিনি আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য দিব্যকবচ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, দিব্য কিরীট এবং এই সকল দিব্য বস্ত্র ও আভরণ দান করলেন। আমি পাঁচ বৎসর সূরলোকে বাস করে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে এখন এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি।

অর্জুনের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনে যুধিষ্ঠির অতিশয় আনন্দিত হলেন। পরদিন তাঁর অনুরোধে অর্জুন দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ দেখাবার উপক্রম করলে নদী ও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ, পর্বত বিদীর্ণ এবং বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হ'ল; সূর্য উঠলেন না, অগ্নি জ্বললেন না, ব্রাহ্মণগণ বেদ স্মরণ করতে পারলেন না। তখন নারদ এসে বললেন, অর্জুন, দিব্যাস্ত্র ব্যথা প্রয়োগ ক'রো না, তাতে মহাদোষ হয়। যুধিষ্ঠির, অর্জুন যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অস্ত্রের প্রয়োগ দেখবে।

॥ আজগরপর্বাদ্যায় ॥

৩৭। আজগর, ভীম ও যুধিষ্ঠির

গন্ধমাদন পর্বতে কুবেরের উদ্যানে পশুপাণ্ডব চার বৎসর সুখে বাস করলেন। তার পূর্বেই তাঁরা ছ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। একদিন ভীম অর্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও প্রীতির জন্যই আমরা দুর্যোধনকে মারতে যাই নি, মান পরিহার করে সুখভোগে বশিত হয়ে বনে বিচরণ করছি। আমাদের বনবাসের একাদশ বৎসর চলছে, পরে এক বৎসর দূরদেশে অজ্ঞাতবাস করলে দুর্যোধন জ্ঞানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে ভবিষ্যতে শত্রুজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠির গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে যেতে সম্মত হলেন। ষটোৎকচ অনুচরবর্গের সঙ্গে এসে তাঁদের সকলকে বহন করে নিয়ে চললেন। লোমশ দেবলোকে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বৃষপর্বার আশ্রমে এক স্তম্ভ এবং বদরিকায় এক মাস বাস করে কিরাতরাজ সুবাহুর দেশে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য ভৃত্য, পাচক, সারথি ও রথ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে এবং ষটোৎকচকে বিদায় দিয়ে তাঁরা যমুনার উৎপত্তিস্থানের নিকট বিশাখযুগ নামক বনে এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বৎসর মৃগয়া করে কাটালেন।

একদিন ভীমসেন মৃগ বরাহ মহিষ বধ করে বনে বিচরণ করছিলেন এমন সময় এক পর্বতকন্দরবাসী হরিদবর্ণ চিহ্নিতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেষ্ঠন করে ধরলে। অজগরের স্পর্শে ভীমের সংজ্ঞালোপ হ'ল, মহাবলশালী হয়েও তিনি নিজেকে মৃত্তক করতে পারলেন না। ভীম বললেন, ভুজগশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? আমি ধর্মরাজের ভ্রাতা ভীমসেন, অমৃত হস্তীর সমান বলবান, আমাকে কি করে বশে আনলে? ভীমের দুই বাহু মৃত্তক এবং তাঁর দেহ বেষ্ঠিত করে অজগর বললে, তোমার পূর্বপুরুষ রাজর্ষি নহুষের নাম শ্রুণে থাকবে, আমি সেই নহুষ(১) অগস্ত্যের শাপে সর্প হয়েছি। আমি বহুকাল ক্ষুধার্ত হয়ে আছি, আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে ভক্ষ্যরূপে পেয়েছি। ভীম বললেন, নিজের প্রাণের জন্য আমি ভাবছি না, আমার মৃত্যু হ'লে আমার ভ্রাতারা শোকে বিহবল ও নিরুদ্যম হবেন। রাজ্যের লোভে আমি ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কটুকথা বলে পীড়া দিয়েছি। আমার মৃত্যুতে হয়তো সর্বাস্তাবিং ধীমান অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হবেন না, কিন্তু মাতা কুন্তী ও নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন।

সহসা নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, তিনি বহুলক্ষণ পূর্বে মৃগয়া করতে গেছেন। যুধিষ্ঠির ধোম্যাকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মৃগয়ার চিহ্ন অনুসরণ করে তিনি এক পর্বতকন্দরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেষ্ঠন করে রয়েছে, তাঁর নড়বার শক্তি নেই! ভীমের কাছে সব কথা শ্রুণে যুধিষ্ঠির বললেন, অমিতবিক্রম সর্প, আমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দিন, আপনাকে অন্য ভক্ষ্য দেব। সর্প বললে, এই রাজপুত্রকে আমি মৃত্যুর কাছে পেয়েছি, এই আমার ভক্ষ্য। তুমি চলে যাও, নয়তো কাল তোমাকেও খাব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি ইচ্ছামত প্রশ্ন করুন, আমি তার উত্তর দেব।

সর্প বললে, তোমার বাক্য শ্রুণে মনে হচ্ছে তুমি অতি বুদ্ধিমান। বল—ব্রাহ্মণ কে? জ্ঞাতব্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, সত্য দান ক্রমা সচরিত্র অহিংসা তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। সদ্ধৃষ্টিপার পরব্রহ্ম, যাঁকে লাভ করলে শোক থাকে না, তিনিই জ্ঞাতব্য। সর্প বললে, শত্রুদের মধ্যেও তো ওইসব

(১) নহুষের পূর্বকথা উদ্‌যোগপর্ব ৪-পরিচ্ছেদে আছে।

গদ্য থাকতে পারে: আর, এমন কাকেও দেখা যায় না যিনি স্নেহদ্বয়ের অতীত। যদ্যুষ্ঠির বললেন, যে শূদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তিনি শূদ্র নন, ব্রাহ্মণ; যে ব্রাহ্মণ থাকে না তিনি ব্রাহ্মণ নন, তাঁকে শূদ্র বলাই উচিত। আর, আপনি যাই মনে করুন, স্নেহদ্ব্যুষ্ঠিত ব্রহ্ম আছেন এই আমার মত। সর্প বললে, যদি গদ্যানুসারেই ব্রাহ্মণ হয় তবে যে পর্যন্ত কেউ গদ্যবদ্ধ না হয় সে পর্যন্ত সে জাতিতে ব্রাহ্মণ নয়। যদ্যুষ্ঠির বললেন, মহাসর্প, আমি মনে করি সকল বর্ণেই সংকর ব্রাহ্মণ আছে, সেজন্য মানুষ্যের জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য।

যদ্যুষ্ঠিরের উত্তর শুনে সর্প প্রীত হয়ে ভীমকে মনুষ্য দিলে। তার পর তার সঙ্গে নানাবিধ দার্শনিক আলাপ করে যদ্যুষ্ঠির বললেন, আপনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হ'ল কেন? সর্পরূপী নহুষ বললেন, আমি দেবলোকে অভিমানে মত্ত হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, ব্রহ্মর্ষি দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই আমাকে কর দিতেন। এক সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করতেন। একদিন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আমি পা দিয়ে তাঁর মস্তক স্পর্শ করি। তাঁর অভিশাপে আমি সর্প হয়ে অধোমুখে পতিত হলাম। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, ধর্মরাজ যদ্যুষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করবেন। এই কথা বলে নহুষ অজগরের রূপ ত্যাগ করে দিব্যদেহে স্বর্গারোহণ করলেন। যদ্যুষ্ঠির ভীম ও ধৌম্য তাঁদের আগ্রমে ফিরে গেলেন।

১১ মার্কণ্ডেয়সমাস্যা(১)পর্বাদ্যায় ১১

৩৮। কৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়র আগমন — অরিস্তনেমা ও অত্রির কথা

বিশাখদ্রুপ বনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু কাটিয়ে পাণ্ডবগণ আবার কাম্যকবনে এসে বাস করতে লাগলেন। একদিন সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ তাঁদের দেখতে এলেন। অর্জুনকে সদ্ভদ্রা ও অভিমন্যুর কুশলসংবাদ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন, যাজ্ঞসেনী, ভাগ্যক্রমে অর্জুন ফিরে এসেছেন, তোমার স্বজন্মস্বর্গ এখন পূর্ণ হ'ল। তোমার বালক পুত্রগণ ধনুর্বেদে অনুরক্ত ও সূদীক্ষ হইবে। তোমার পিতা ও প্রাণী নিমন্ত্ৰণ করলেও তারা মাতুলালয়ের ঐশ্বর্য ভোগ করতে চায় না, তারা স্মারকাতাই সন্মুখে আছে। আর্য্য কুন্তী আর তুমি যেমন পার সেইরূপ সদ্ভদ্রাও

(১) সমাস্যা—ধর্মতত্ত্ব, আখ্যান ইত্যাদি কথন ও শ্রবণের জন্য একত্র উপবেশন।

সর্বদা তাদের সদাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন ও কুমার অভিমন্যু তাদের রথ ও অশ্বচালনা এবং বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ শেখাচ্ছেন। তার পর কৃষ্ণ যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, যাদবসেনা আপনার আদেশের অপেক্ষা করছে, আপনি পাপী দুর্যোধনকে সবাস্থ্যবে বিনষ্ট করুন। অথবা আপনি দ্রুতসভায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাই পালন করুন, যাদবসেনাই আপনার শত্রু সংহার করবে, আপনি যথাকালে হস্তিনাপুর অধিকার করবেন।

যদুধিষ্ঠির কৃতাজলি হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গতি, উপযুক্ত কালে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয় নেই। আমরা প্রায় প্ৰদ্যুম্ন বৎসর বনবাসে কাটিয়েছি, অজ্ঞাতবাস শেষ করেই তোমার শরণ নেব।

এমন সময়ে মহাতপা মার্কণ্ডেয় মূর্খি সৈন্যে এলেন। তাঁর বয়স বহু সহস্র বৎসর কিন্তু তিনি দেখতে পঁচিশ বৎসরের যুবাব ন্যায়। তিনি পূজা গ্রহণ করে উপবিষ্ট হ'লে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার কাছে পূণ্যকথা শুনতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে দেবর্ষি নারদও পাণ্ডবদের দেখতে এলেন, তিনিও মার্কণ্ডেয়কে অনুরোধ করলেন।

মার্কণ্ডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মফল ইহলোক পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহ্মণমহাত্ম্য শুনতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন। মার্কণ্ডেয় এই আখ্যান বললেন।—হৈহয় বংশের এক রাজকুমার মৃগয়া করতে গিয়ে কৃষ্ণমৃগচর্মধারী এক ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁকে মৃগ মনে করে বধ করেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর পাপকর্মের কথা জানালেন। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত মূর্খিকে দেখলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহর্ষি অরিস্টনেমার আশ্রমে এলেন। মহর্ষি তাঁদের পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিতে গেলে তাঁরা বললেন, আমরা ব্রহ্মহত্যা করেছি, সংকৃত হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে পুনর্বীর ঘটনাস্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ দেখতে পেলেন না। তখন অরিস্টনেমা বললেন, দেখুন তো, আমার এই পদুই সেই নিহত ব্রাহ্মণ কিনা। রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই মৃত মূর্খিকুমার কি করে জীবিত হলেন? অরিস্টনেমা বললেন, আমরা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করি, ব্রাহ্মণদের যাতে মণ্ডল হয় তাই বলি, যাতে দোষ হয় এমন কথা বলি না। অতিথি ও পরিচারকদের ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই আমরা খাই। আমরা শান্ত, সংযতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, তীর্থপর্যটক ও দানপরায়ণ, পুণ্যদেশে তেজস্বী ঋষিগণের সংসর্গে বাস করি। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই

তার অল্পমাত্র আপনাদের বললাম। আপনারা এখন ফিরে যান, পাপের ভয় করবেন না। রাজারা হৃষ্ট হয়ে অরিষ্টনেমাকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

তার পর মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন।—মহর্ষি অগ্রি বনগমনের ইচ্ছা করলে তাঁর ভাষা বললেন, রাজর্ষি বৈণ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন পুত্র ও ভৃত্যদের ভাগ করে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। অগ্রি সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তুতি করলেন—রাজা, আপনি ধন্য, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও পৃথিবীর প্রথম নরপতি; মর্দিনা বলেন, আপনি ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্ঞ নেই। এই স্তুতি শুনে গোতম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অগ্রি, এমন কথা আর ব'লো না, ইন্দ্রই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুমি মৃত অপরিণতবৃদ্ধি, রাজাকে তুষ্ট করবার জন্য স্তুতি করছ। অগ্রি ও গোতম কলহ করছেন দেখে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ দুজনকে ধর্মজ্ঞ সনৎকুমারের কাছে নিয়ে গেলেন। সনৎকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপতি বলা হয়, তিনিই ইন্দ্র ধাতা প্রজাপতি বিরাট প্রভৃতি নামে স্তুত হন, সকলেই তাঁর অর্চনা করে। অগ্রি রাজাকে যে প্রথম বা প্রধান বলেছেন তা শাস্ত্রসম্মত। বিচারে অগ্রিকে জয়ী দেখে বৈণ্য রাজা প্রীত হয়ে তাঁকে বহু ধন দান করলেন।

৩৯। বৈবস্বত মনু ও মংস্য — বালকরূপী নারায়ণ

যদিষষ্ঠির অনুরোধে মার্কণ্ডেয় বৈবস্বত মনুর এই বৃত্তান্ত বললেন।—বৈবস্বানের (সূর্যের) পুত্র মনু রাজ্যলাভের পর বদরিকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। একদিন একটি ক্ষুদ্র মংস্য চীরিণী নদীর তীরে এসে মনুকে বললে, বলবান মংস্যদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মনু সেই মংস্যটিকে একটি জালার মধ্যে রাখলেন। ক্রমশ সে বড় হ'ল, তখন মনু তাকে একটি বিশাল পদ্মকরিণীতে রাখলেন। কালক্রমে মংস্য এত বড় হ'ল যে সেখানেও তার স্থান হ'ল না, তখন মনু তাকে গঙ্গায় ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পরে মংস্য বললে, প্রভু, আমি অতি বৃহৎ হয়েছি, গঙ্গায় নড়তে পারছি না, আমাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিন। মনু যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন সে সহাস্যে বললে, ভগবান, আপনি আমাকে সর্বত্র রক্ষা করেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য তা শুনুন।—প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই জলমগ্ন হবে। আপনি রঞ্জয়িত্ব একটি দৃঢ় নৌকা প্রস্তুত করিয়ে সন্তর্ষিদের সঙ্গে তাতে উঠবেন, এবং পূর্বে ব্রাহ্মণগণ

যেসকল বীজের কথা বলেছেন তাও তাতে রাখবেন। আপনি সেই নৌকায় থেকে আমার প্রতীক্ষা করবেন, আমি শৃংগ ধারণ করে আপনার কাছে আসব। মৎস্যের উপদেশ অনুসারে মনু মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন। তিনি স্মরণ করলে মৎস্য উপস্থিত হ'ল। মনু তার শৃংগে রজ্জ্ব বাঁধলেন, মৎস্য গর্জমান উর্মিময় লবণাম্বর উপর দিয়ে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন পৃথিবী আকাশ ও সর্বাঙ্গ সমস্তই জ্বলময়, কেবল সাতজন ঋষি, মনু আর মৎস্যকে দেখা যাচ্ছিল। বহু বর্ষ পরে হিমালয়ের নিকটে এসে মনু মৎস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশৃংগে নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃংগ এখনও 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত। তার পর মৎস্য ঋষিগণকে বললে, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমার উপরে কেউ নেই, আমি মৎস্যরূপে তোমাদের ভয়মুক্ত করেছি। এই মনু দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি সকল প্রজা ও স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করবেন। এই বলে মৎস্য অন্তর্হিত হ'ল। তার পর মনু কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে সকল প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি পুরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় বললেন, সত্যযুগের পরিমাণ চার হাজার বৎসর (১), তার সন্ধ্যা (২) চার শ, এবং সন্ধ্যাংশ (৩)ও চার শ বৎসর। ত্রেতাযুগ তিন হাজার বৎসর, তার সন্ধ্যা তিন শ বৎসর, সন্ধ্যাংশও তাই। দ্বাপরযুগ দুই হাজার বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইই দুই শ বৎসর। কলিযুগ এক হাজার বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-এক শ বৎসর। চার যুগে বার হাজার বৎসর; এক হাজার যুগে (এক হাজার চতুর্যুগে) ব্রহ্মার এক দিন। তার পর ব্রহ্মার রাত্রি প্রলয়কাল। একদা প্রলয়কালে আমি নিরাশ্রয় হয়ে সমুদ্রজলে ভাসছিলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিবা-আস্তরগণযুক্ত পর্ষদে একটি চন্দ্রবদন পশ্মলোচন বালক শুয়ে আছে, তার বর্ণ অতসী (৪) পদুপের ন্যায়, বক্ষে গ্রীবৎসাঁচহু (৫)। সেই বালক বললেন, বৎস মার্কণ্ডেয়, তুমি পরিপ্রান্ত হয়েছ, আমার শরীরের ভিতরে বাস কর। এই বলে তিনি মনুখব্যাধান করলেন। আমি তাঁর উদরে প্রবেশ করে দেখলাম, নগর রাষ্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রসূর্য দেবগণ অসুরগণ প্রভৃতি

(১) অনেকে বৎসরের অর্থ করেন দৈব বৎসর, অর্থাৎ মানুষ্যের ৩৬০ বৎসর।

(২) যে কালে যুগলক্ষণ ক্ষীণ হয়। (৩) যে কালে পরবর্তী যুগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৪) অতসী বা তিসির ফুল নীলবর্ণ। (৫) বিষ্ণুর বক্ষের রোমাবর্ত।

সম্মত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বৎসরের অধিক কাল তাঁহার দেহের মধ্যে বিচরণ করে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আমি সেই বরণ্য দেবের শরণ নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃত মৃদু থেকে বায়ুবোগে নির্গত হলাম। বাইরে এসে দেখলাম, সেই পীতবাস দ্ব্যতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। তিনি সহাস্য বললেন, মার্কণ্ডেয়, তুমি আমার শরীরে সন্নিবেশ করেছ তো? আমি নবদৃষ্টি লাভ করে মোহমত্ত হয়ে তাঁর সুন্দর কোমল আরক্ত চরণস্বয় মস্তকে ধারণ করলাম। তার পর কৃতাজলি হয়ে বললাম, দেব, তোমাকে আর তোমার মাঝাকে জানতে ইচ্ছা করি। সেই দেব বললেন, পুরাকালে আমি জলের নাম 'নারা' দিয়েছিলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আমি নারায়ণ। আমি তোমার উপর পরিতুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে অনেক বার তোমাকে বর দিয়েছি। লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্ধাংশ। যত কাল তিনি জাগরিত না হন তত কাল আমি শিশুরূপে এইখানে থাকি। প্রলয়ান্তে ব্রহ্মা জাগরিত হ'লে আমি তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সৃষ্টি করব। তত কাল তুমি সন্নিবেশ এখানে বাস কর। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

এই ইতিহাস শেষ করে মার্কণ্ডেয় যদুধিস্তিরকে বললেন, মহারাজ, সেই প্রলয়কালে আমি যে পশ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখেছিলাম তিনিই তোমার এই আত্মীয় জনার্দন। এর বরে আমার স্মৃতি নষ্ট হয় না, আমি দীর্ঘায়ু ইচ্ছামত্ব্য হয়েছি। এই অচিন্ত্যস্বভাব মহাবাহু কৃষ্ণ যেন ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা এর শরণ নাও। মার্কণ্ডেয় এইরূপ বললে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী জনার্দন কৃষ্ণকে নমস্কার করলেন।

৪০। পরীক্ষিৎ ও মণ্ডুকরাজকন্যা — শল, দল ও বামদেব

যদুধিস্তিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় ব্রাহ্মণমহাত্ম্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন।— অযোধ্যায় পরীক্ষিৎ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে নীবিড় বনে এক সরোবর দেখতে পেলেন। রাজা স্নান করে অশ্বকে মৃগাল খেতে দিয়ে সরোবরের তীরে বসলেন। তিনি দেখলেন, এক পরমসুন্দরী কন্যা ফুল তুলতে তুলতে গান করছে। রাজা বললেন, ভদ্রে, তুমি কে? আমি তোমার পাণিপ্রার্থী। কন্যা বললে, আমি

কন্যা; যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই বিবাহ হ'তে পারে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে বিবাহ করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। তিনি পত্নীর সঙ্গে নিজের স্থানে বাস করতে লাগলেন।

পরিচারিকাদের কাছে কন্যার বৃত্তান্ত শ্রুত্রে রাজমন্ত্রী বহুবৃক্ষশোভিত এক উদ্যান রচনা করলেন। সেই উদ্যানের এক পার্শ্বে একটি পদ্মকিরণী ছিল, তার জল মৃদুজাল দিয়ে এবং পাড় চুনের লেপে ঢাকা। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, এই মনোরম উদ্যানে জল নেই, আপনি এখানে বিহার করুন। রাজা তাঁর মহিষীর সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে সেই পদ্মকিরণীর তীরে এলেন। রাজা রানীকে বললেন, তুমি জলে নাম। রানী জলে নিমগ্ন হলেন, আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই পদ্মকিরণী জলশূন্য করালেন এবং তার মধ্যে একটা ব্যাং দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মণ্ডুক বধ কর। মণ্ডুকরাজ তপস্বীর বেশে রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বিনা দোষে ভেদক বধ করবেন না। রাজা বললেন, এই দুরাত্মারা আমার প্রিয়াকে খেয়ে ফেলেছে। মণ্ডুকরাজ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম আয়ু, আপনার ভাৰ্যা আমার কন্যা সুশোভনা। তার এই দৃষ্ট স্বভাব—সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে। রাজার প্রাৰ্থনায় আয়ু তাঁর কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে অভিষাপ দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার সন্তান ব্রাহ্মণের অনিষ্টকারী হবে।

সুশোভনার গর্ভে পরীক্ষিতের তিন পুত্র হ'ল—শল, দল, বল। যথাকালে শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে পরীক্ষিত বনে চ'লে গেলেন। একদিন শল রথে চ'ড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দ্রুতগামী হরিণকে ধরতে পারলেন না। সার্থি বললে, এই রথে যদি বামী নামক দুই অশ্ব জোতা হয় তবেই মৃগকে ধরতে পারবেন। মহর্ষি বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রাৰ্থনা করলেন। বামদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিন্তু কৃতকার্য হ'লেই শীঘ্র ফিরিয়ে দিও। রাজা সেই দুই অশ্ব রথে যোজনা করে হরিণ ধরলেন, কিন্তু রাজধানীতে গিয়ে অশ্ব ফেরত পাঠালেন না। বামদেব তাঁর শিষ্য আগ্রয়েকে রাজার কাছে পাঠালে রাজা বললেন, এই দুই অশ্ব রাজারই যোগ্য, ব্রাহ্মণের অশ্ব কী প্রয়োজন? তার পর বামদেব স্বয়ং এসে অশ্ব চাইলেন। রাজা বললেন মহর্ষি, সুদীক্ষিত বৃষই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত বাহন; আর, বেদও তো আপনাদের বহন করে। শল রাজা যখন কিছুতেই দুই অশ্ব ফেরত দিলেন না তখন বামদেবের আদেশে চারজন ঘোরদুঃখী

রাক্ষস আবির্ভূত হয়ে শূলহস্তে রাজাকে মারতে গেল। রাজা উচ্চস্বরে বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ, আমার ভ্রাতা দল এবং সভাস্থ বৈশ্যগণ যদি আমার অন্তর্ভুক্ত হন তবে এই রাক্ষসদের নিবারণ করুন; বামদেব ধর্মশীল নন, তাঁর বামী আমি দেব না। এইরূপ বলতে বলতে শল রাক্ষসদের হাতে নিহত হলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। বামদেব তাঁর কাছে অশ্ব চাইলে দল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সারথিকে বললেন, আমার বে বিবালিপ্ত বিচিত্র বাণ আছে তারই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুররা খাবে। বামদেব বললেন, রাজা, সেনজিৎ নামে তোমার যে দশবৎসরবয়স্ক পুত্র আছে তাকেই তোমার বাণ বধ করুক। দলের বাণ অন্তঃপুরে গিয়ে রাজপুত্রকে বধ করলে। রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, কিন্তু তাঁর হাত বামদেবের শাপে অবশ হয়ে গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখুন, বামদেব আমাকে স্তম্ভিত করেছেন, আমি তাঁকে শরাঘাতে মারতে পারছি না, অতএব তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে জীবিত থাকুন। বামদেব বললেন, রাজা, তোমার মহিষীকে বাণ দিয়ে স্পর্শ কর, তা হ'লে পাপমুক্ত হবে। রাজা দল তা করলে মহিষী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আমি প্রতিদিন সদৃশপদেশ দিই, ব্রাহ্মণগণকেও সত্য ও প্রিয় বাক্য বলি, তার ফলে আমি পুণ্যলোক লাভ করব। মহিষীর উপর তুষ্ট হয়ে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপমুক্ত হয়ে শূভাশীর্বাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন।

৪১। দীর্ঘায়ু বক ঋষি — শিবি ও সুহোত্র — যযাতির দান

তার পর মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রসখা দীর্ঘায়ু বক ঋষির এই উপাখ্যান বললেন।— দেবাসুরযুদ্ধের পর ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে পূর্বসমুদ্রের নিকটে বক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বক পান্য অর্ঘ্য আসনাদি নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বৎসর বয়স হয়েছে; চিরজীবীদের কি দুঃখ তা আমাকে বলুন। বক বললেন, অপ্রিয় লোকের সঙ্গে বাস, প্রিয় লোকের বিরহ, অসাধু লোকের সঙ্গে মিলন, পুত্র-দারাদির বিনাশ, পরাধীনতার কষ্ট ধনহীনতার জন্য অবমাননা, অকুলীনের কুলমর্যাদা, কুলীনের কুলক্ষয় — চিরজীবীদের এইসব দেখতে হয়, এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কি আছে? ইন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন, চিরজীবীদের সুখ কি তা বলুন। বক উত্তর দিলেন, কুমিহকে আশ্রয় না করে দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ — এর চেয়ে সুখতর কি আছে?

অতিভোজী না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শক্তিতে আহৃত ফল বা শাক ভোজনই শ্রেয়, পরগৃহে অপমানিত হয়ে সন্দ্ৰবান্দ খাদ্য ভোজনও শ্রেয় নয়। অর্থাৎ ভৃত্য ও পিতৃগণকে অন্নদান করে যে অবশিষ্ট অন্ন খায় তার চেয়ে স্নাতী কে আছে? মহর্ষি বকের সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করে দেবরাজ সন্দ্রলোকে চলে গেলেন।

পান্ডবগণ ক্ষত্রিয়মহাত্ম্য শুনতে চাইলে মার্কণ্ডেয় বললেন।—একদা কুরুবংশীয় সূহোত্র রাজা পৃথিমধ্যে উশীনরপুত্র রথারত্ন শিবী রাজাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তু গুণে দৃষ্টিতেই সম্মান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে বললেন, তোমরা পরস্পরের পথরোধ করে রয়েছ কেন? রাজারা উত্তর দিলেন, ভগবান, যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকেই পথ ছেড়ে দেবার বিধি আছে। আমরা তুল্যগুণশালী সখা, সেজন্য কে শ্রেষ্ঠ তা স্থির করতে পারছি না। নারদ বললেন, ক্রুর লোক মৃদুস্বভাব লোকের প্রতিও ক্রুরতা করে, সাধুজন অসাধুর প্রতিও সাধুতা করেন, তবে সাধুর সহিত সাধু সদাচরণ করবেন না কেন? শিবী রাজা সূহোত্রের চেয়ে সাধুস্বভাব।—

জয়েৎ কদর্যং দানেন সত্যেনানুত্বাদিনম্।

ক্ষময়া ক্রুরকর্মণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ॥

—দান করে কৃপণকে, সত্য বলে মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা করে ক্রুরকর্মাকে, এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুকে জয় করবে।

নারদ তার পর বললেন, তোমরা দৃষ্টিতেই উদার; যিনি অধিকতর উদার তিনিই সবে গিয়ে পথ দিন, উদারতার তাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে। তখন সূহোত্র শিবীকে প্রদক্ষিণ করে পথ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর বহু সংকর্মের প্রশংসা করে চলে গেলেন। এইরূপে রাজা সূহোত্র তাঁর মহাত্ম্য দেখিয়েছিলেন।

তার পর মার্কণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন।—একদিন রাজা যযাতির কাছে এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ, গুরুদ্বর জন্য আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। দেখা যায় লোকে যাচকের উপর অসন্তুষ্ট হয়; আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার প্রার্থিত বস্তু আপনি তুষ্ট হয়ে দেবেন কিনা? রাজা বললেন, আমি দান করে তা প্রচার করি না, যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিই না।

বা দানের যোগ্য তা দিলে আমি অতিশয় সন্মুখী হই, দান করে কখনও অনুতাপ করি না। এই বলে রাজা ষষাতি ব্রাহ্মণকে তাঁর প্রার্থিত সহস্র ধেনু দান করলেন।

৪২। অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবি — ইন্দ্রদ্যুম্ন

মার্কণ্ডেয় ক্ষত্রিয়মাহাত্ম্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন। — বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করে তাঁর ভ্রাতা (১) প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবির সঙ্গে রথারোহণে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে দেখা হ'ল। অষ্টক অভিবাদন করে নারদকে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে এক ভ্রাতা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চারজনই স্বর্গে যাব, কিন্তু নরলোকে কে আগে ফিরে আসবেন? নারদ বললেন, অষ্টক। যখন আমি তাঁর গৃহে বাস করছিলাম তখন একদিন তাঁর সঙ্গে রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহস্র গরু দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করলে অষ্টক বললেন, আমিই এই সব গরু দান করেছি। এই আশ্বশাঘার জন্যই অষ্টকের আগে পতন হবে।

আর এক ভ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অষ্টকের পর কে অবতরণ করবেন? নারদ বললেন, প্রতর্দন। একদিন তাঁর সঙ্গে আমি রথে যাচ্ছিলাম এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে একটি অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আমি ফিরে এসে দেব। ব্রাহ্মণ বললেন, এখনই দিন। প্রতর্দন রথের দক্ষিণ পার্শ্বের একটি অশ্ব খুঁজে দান করলেন। তার পর আর এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পার্শ্বের একটি অশ্ব দিলেন। তার পর আরও দুইজন ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় অবশিষ্ট দুই অশ্ব দিয়ে স্বয়ং রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর ব্রাহ্মণদের চাইবার কিছু নেই। প্রতর্দন দান করে অসুয়াগ্রস্ত হয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর পতন হবে।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, দৃজনের পর কে স্বর্গচ্যুত হবেন? নারদ বললেন, বসুমনা। একদিন আমি তাঁর গৃহে গিয়ে আশীর্বাদ করি — তোমার পুস্পক রথ লাভ হ'ক। বসুমনা পুস্পক রথ পেলে আমি তার প্রশংসা করলাম। তিনি বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই। তার পর দ্বিতীয়বার আমি তাঁর কাছে গিয়ে রথের প্রশংসা করলাম, তিনি আবার বললেন, রথ আপনারই। আমার রথের প্রশংসাজন ছিল, তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু রথ না দিয়ে তিনি বললেন, আপনার আশীর্বাদ সত্য হয়েছে। এই কপট বাক্যের জন্যই বসুমনার পতন হবে।

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, বসুদেবের পর কে অবতরণ করবেন? নারদ বললেন, শিবী স্বর্গে থাকবেন, আমারই পতন হবে। আমি শিবির সমান নই। একদিন এক ব্রাহ্মণ শিবির কাছে এসে বলছিলেন, আমি অন্নপ্রার্থী, তোমার পুত্র বৃহদগর্ভকে বধ কর, তার মাংস আর অন্ন পাক করে আমার প্রতীক্ষায় থাক। শিবী তাঁর পুত্রের পক্ষ মাংস একটি পাতে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে লাগলেন। একজন তাঁকে বললে, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ কোষাগার আয়ুধাগার অন্তঃপুত্র অশ্বশালা হস্তিশালা দগ্ধ করছেন। শিবী অবিকৃতমুখে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে, ভোজন করুন। ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন। শিবী আবার অনুরোধ করলে ব্রাহ্মণ বললেন, তুমিই খাও। শিবী অব্যাকুলচিত্তে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত হলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর হাত ধরে বললেন, তুমি জিতক্রোধ, ব্রাহ্মণের জন্য তুমি সবই ত্যাগ করতে পার। শিবী দেখলেন, দেবকুমারতুল্য পুণ্যগন্ধান্বিত অলংকারধারী তাঁর পুত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলেন। তিনি স্বয়ং বিধাতা, রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছিলেন। অমাত্যগণ শিবিকে প্রশ্ন করলেন, কোন্ ফল লাভের জন্য আপনি এই কর্ম করলেন? শিবী উত্তর দিলেন, যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে করি নি, সজ্জনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আমি করছি।

পান্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচীন কেউ আছেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, পুণ্যক্ষয় হলে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কি? আমি বললাম, আমি নিজ কার্যে ব্যস্ত থাকি সেজন্য সকলকে মনে রাখতে পারি না। হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে। ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্ব হয়ে আমাকে পেচকের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। পেচক তাঁকে বললে, তোমাকে চিনি না; ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক আছে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশ্ন কর। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে আর পেচককে নাড়ীজঙ্ঘের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বললে, আমি এই রাজাকে চিনি না; এই সরোবরে আমার চেয়ে প্রাচীন অকুপার নামে এক কচ্ছপ আছে, তাকে প্রশ্ন কর। বকের আহবানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশ্ন শুনে সে মৃদুহৃৎকাল চিন্তা করে অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিতদেহে কৃতাজলি হয়ে বললে, একে

জানব না কেন? ইনি এখানে সহস্র যজ্ঞ করে যদুকান্ঠ প্রোথিত করেছিলেন; ইনি দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল ধেনু দান করেছিলেন তাদেরই বিচরণের ফলে এই সরোবর উৎপন্ন হয়েছে।

তখন স্বর্গ থেকে দেবরথ এল এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন এই দৈববাণী শুনলেন —
তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি কীর্তিমান, তোমার যোগ্য স্থানে এস।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পদ্যস্য কর্মণঃ।

বাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পদ্রুয উচ্যতে॥

অকীর্তিঃ কীর্ত্যতে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যাচিৎ।

স পতত্যাধমাল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে॥

— পদ্যাকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে পদ্রুস্বরূপে গণ্য হয় (১)। যত কাল কোনও লোকের অকীর্তি প্রচারিত হয় তত কাল সে নরকে পতিত থাকে।

তার পর ইন্দ্রদ্যুম্ন (২) আমাদের সকলকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

৪৩। ধৃন্ধুমার

যদুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্ব কি কারণে ধৃন্ধুমার নাম পান? মার্কণ্ডেয় বললেন, উত্শ্ব (৩) নামে খ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন, তিনি মরুভূমির নিকটবর্তী রমণীয় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, জগতের প্রভু হরিকে দেখলাম, এই আমার পর্বাপ্ত বর। বিষ্ণু তথাপি অনুরোধ করলে উত্শ্ব বললেন, আমার বেন ধর্মে সত্যে ও ইন্দ্রসংবমে মতি এবং আপনার সান্নিধ্য লাভ হয়। বিষ্ণু বললেন, এ সমস্তই তোমার হবে, তা ভিন্ন তুমি যোগসিদ্ধ হয়ে মহৎ কার্য করবে। তোমার যোগবল অবলম্বন করে রাজা কুবলাশ্ব ধৃন্ধু নামক মহাসদ্রকে বধ করবেন।

(১) এই শ্লোক ৫৭-পরিচ্ছেদেও আছে। (২) ইনিই পদ্রীধামের জগন্নাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা এই খ্যাতি আছে। (৩) এ'র কথা আশ্রমবাসিকপর্ব ৫-৬-পরিচ্ছেদে আছে।

ইক্ষ্বাকুর পর যথাক্রমে শশাদ কুকুৎস্থ অনেশ পৃথু বিশ্বগম্ব অদ্রি যদ্বনাশ্ব শ্রাব শ্রাবস্তক (যিনি শ্রাবস্তী নগরী নির্মাণ করেছিলেন) ও বৃহদশ্ব অযোধ্যার রাজা হন। তাঁর পুত্র কুবলাশ্ব। বৃহদশ্ব বনে যেতে চাইলে মহর্ষি উত্ক তাকে বারণ করে বললেন, আপনি রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করুন, তার তুল্য ধর্মকার্য অরণ্যে হতে পারে না। আমার আশ্রমের নিকটে মরুপ্রদেশে উজ্জ্বালক নামে এক বালকপার্শ্ব সমুদ্র আছে, সেখানে মধু-কৈটভের পুত্র ধৃন্ধু নামে এক মহাবল দানব ভূমির ভিতরে বাস করে। আপনি তাকে বধ করে অক্ষয় কীর্তি লাভ করুন, তার পর বনে যাবেন। বালকের মধ্যে নিদ্রিত এই দানব যখন বৎসরান্তে নিঃশ্বাস ফেলে তখন সপ্তাহকাল ভূকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্যন্ত ধূলি ওড়ে, স্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হয়। রাজর্ষি বৃহদশ্ব কৃতাজলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমার পুত্র কুবলাশ্ব তার বীর পুত্রদের সঙ্গে আপনার প্রিয়কার্য করবে, আমাকে বনে যেতে দিন। উত্ক তথাস্তু বলে তপোবনে চলে গেলেন।

প্রলয়সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্ত নাগের দেহের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তখন তাঁর নাভি হতে নির্গত পশ্চিম ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছিলেন। মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলে। তখন ব্রহ্মা পশ্চিমাল কম্পিত করে বিষ্ণুকে জাগরিত করলেন। বিষ্ণু দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা হাস্য করে বললে, তুমি আমাদের নিকট বর চাও। বিষ্ণু বললেন, লোকহিতের জন্য আমি এই বর চাচ্ছি—তোমরা আমার বধ্য হও। মধু-কৈটভ বললে, আমরা কখনও মিথ্যা বলি না, রূপ শৌর্য ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভৃতিতে আমাদের তুল্য কেউ নেই। তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দাও যেন আমরা তোমার পুত্র হই। বিষ্ণু বললেন, তাই হবে। পৃথিবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত স্থান না দেখে বিষ্ণু তাঁর অনাবৃত উরুর উপরে মধু ও কৈটভের মস্তক স্পর্শ করত চক্রে কেটে ফেললেন।

মধু-কৈটভের পুত্র ধৃন্ধু তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়েছিল। সে বালকের মধ্যে লুকিয়ে থেকে উত্কের আশ্রমে উপদ্রব করত। উত্কের অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্ব রাজার দেহে প্রবেশ করলেন। কুবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধৃন্ধুবধের জন্য যাত্রা করলেন। সপ্তাহকাল বালকাসমুদ্রের সর্বাঙ্গ খনন করার পর নিদ্রিত ধৃন্ধুকে দেখা গেল। সে গাত্রোত্থান করে তার মূর্খনির্গত অগ্নিতে কুবলাশ্বের পুত্রদের দগ্ধ করে ফেললে। কুবলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে ধৃন্ধুর মূর্খাঙ্গ

নির্বাপিত করলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে তাকে দংশন করে বধ করলেন। সেই অবধি তিনি ধ্বংসকার নামে খ্যাত হলেন।

৪৪। কৌশিক, পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ

যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপনি নারীর শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য এবং সৎস্বামী ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি পতিব্রতার ধর্ম বলছি শোন।—কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি বৃক্ষমূলে বসে বেদপাঠ করছিলেন এমন সময়ে এক বলাকা (স্ত্রী-বক) তাঁর মাথার উপরে মলত্যাগ করলে। কৌশিক ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তখনই মরে পড়ে গেল। তাকে ভূপতিত দেখে ব্রাহ্মণ অনন্ততঃ হয়ে ভাবলেন, আমি ক্রোধের বশে অকার্য করে ফেলেছি।

তার পর কৌশিক ভিক্ষার জন্য গ্রামে গিয়ে একটি পূর্বপরিচিত গৃহে প্রবেশ করে বললেন, ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে গৃহিণী ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গৃহস্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে এলেন, সাধবী গৃহিণী তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে পা আর মূখ ঘোবার জল, আসন ও খাদ্য-পানীয় দিয়ে স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। তার পর তিনি ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কৌশিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এর অর্থ কি? তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে আটকে রাখলে কেন? সাধবী গৃহিণী বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার স্বামী পরমদেবতা, তিনি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁর সেবা আগে করছি। কৌশিক বললেন, তুমি স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে ব্রাহ্মণকে অপমান করলে! ইন্দ্রও ব্রাহ্মণের নিকট প্রণত থাকেন। তুমি কি জ্ঞান না যে, ব্রাহ্মণ পৃথিবী দংশন করতে পারেন?

গৃহিণী বললেন, ক্রোধ ত্যাগ করুন, আমি বলাকা নই, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আপনি আমার কি করবেন? আমি আপনাকে অবজ্ঞা করি নি, ব্রাহ্মণদের তেজ ও মাহাত্ম্য আমার জানা আছে, তাঁদের ক্রোধ যেমন বিপদ, অন্তর্দ্বন্দ্বও সেইরূপ। আপনি আমার দৃষ্টি ক্ষমা করুন। পতিসেবাই আমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করি, তার ফল আমি কি পেয়েছি দেখুন—আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলাকাকে দংশন করেছেন তা আমি জানতে পেরেছি। স্বিজোত্তম, ক্রোধ মানুষ্যের শরীরস্থ শত্রু, যিনি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেছেন দেবতারা তাঁকেই ব্রাহ্মণ মনে করেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন না। মিথিলায় এক ব্যাধ আছেন, তিনি পিতা-মাতার

সেবক, সত্যবাদী ও জিহ্বাশুদ্ধ। আপনি সেই ধর্মব্যাধের কাছে যান, তিনি আপনাকে ধর্মশিক্ষা দেবেন। আমার বাচালতা ক্ষমা করুন, স্ত্রী সকলেরই অবধ্য।

কৌশিক বললেন, শোভনা, আমি প্রীত হয়েছি, আমার হৃদয় দূর হয়েছে, তোমার ভৎসনায় আমার মঙ্গল হবে। তার পর কৌশিক জনকরাজার পুত্রী মিথিলায় গেলেন এবং গ্রাহগণদের জিজ্ঞাসা করে ধর্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মব্যাধ তখন তাঁর বর্ণগণিতে বসে মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করছেন, বহু ক্রেতা সেখানে এসেছে। কৌশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্মানে অভিবাদন করে বললেন, এক পতিব্রতা নারী আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন তা আমি জানি। এই স্থান আপনার যোগ্য নয়, আমার গৃহে চলুন। ধর্মব্যাধের গৃহে গিয়ে কৌশিক বললেন, বৎস, তুমি যে ঘোর কর্ম কর তা তোমার যোগ্য নয়। ধর্মব্যাধ বললেন, আমি আমার কুলোচিত কর্মই করি। আমি বিধাতার বিহিত ধর্ম পালন করি, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করি, সত্য বলি, অসুয়া করি না, যথার্থ্য দান করি, দেবতা অতিথি ও ভৃত্যদের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন খাই। আমি নিজে প্রাণিবধ করি না, অন্য যে বরাহ-মহিষ মারে আমি তাই বেঁচি। আমি মাংস খাই না, কেবল ঋতুকালে ভাষার সহবাস করি, দিনে উপবাসী থেকে রাত্রি ভোজন করি। আমার বস্ত্র অতি দারুণ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, আমি পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করছি। মাংসে দেবতা পিতৃগণ অতিথি ও পরিজনের সেবা হয়, সেজন্য নিহত পশুদেহও ধর্ম হয়। শ্রুতিতে আছে, অম্মের ন্যায় ওষধি লতা পশু পক্ষীও মানুষের খাদ্য। রাজা রণিতদেবের পাকশালায় প্রত্যহ দু হাজা গরু পাক হ'ত। যথাবিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। খান্যাদি শস্যবীজও বীষ, প্রাণী পরস্পরকে ভক্ষণ করেই জীবিত থাকে, মানুষ চলবার সময় ভূমিস্থিত বহু প্রাণী বধ করে। জগতে অহংসক কেউ নেই।

তার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে ধর্মব্যাধ বললেন, যে ধর্ম দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করেছি তা আপনি প্রত্যক্ষ করুন। এই ঝুলে তিনি কৌশিককে এক মনোরম সৌধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর্মব্যাধের মাতা-পিতা আহারের পর শব্দ বসন ধারণ করে সন্তুষ্টি চিত্তে উত্তম আদর্শে বসে আছেন। ধর্মব্যাধ মাতা-পিতার চরণে মস্তক রাখলে তাঁরা বললেন, পুত্র, ওঠ ওঠ, ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, এরাই আমার পরমদেবতা, ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতার সমান। আপনি নিজের মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা করে তাঁদের অনুরূপ না নিয়ে বেদাধ্যয়নের জন্য গৃহ থেকে নিষ্কান্ত হয়েছিলেন।

আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন।

কৌশিক বললেন, আমি নরকে পতিত হচ্ছিলাম, তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। তোমার উপদেশ অনুসারে আমি মাতা-পিতার সেবা করব। তোমাকে আমি শূদ্র মনে করি না, কোন কর্মের ফলে তোমার এই দশা হয়েছে? ধর্মব্যাধ বললেন, পূর্বজন্মে আমি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও এক রাজার সখা ছিলাম। তাঁর সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়ে আমি মৃগ মনে করে এক ঋষিকে বাণবিন্দু করি। তাঁর অভিশাপে আমি ব্যাধ হয়ে জন্মেছি। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেও ধর্মজ্ঞ জাতিস্মর ও মাতা-পিতার সেবাপরায়ণ হবে, শাপক্ষয় হলে আবার ব্রাহ্মণ হবে। তার পর আমি সেই ঋষির দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে তাঁর আগ্রমে নিয়ে গেলাম। তিনি মরেন নি।

ধর্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ করে কৌশিক তাঁর আগ্রমে ফিরে গেলেন এবং মাতা-পিতার সেবায় নিরত হলেন।

৪৫। দেবসেনা ও কার্তিকৈয়

মার্কণ্ডেয় বললেন, আমি এখন অগ্নিপুত্র কার্তিকৈয়ের কথা বলছি তোমরা শোন। — দেবগণের সহিত যুদ্ধে দানবগণ সর্বদাই জয়ী হয় দেখে দেবরাজ ইন্দ্র একজন সেনাপতির অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মানস পর্বতে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ শ্রবণে কাছে গিয়ে দেখলেন, কেশী দানব একটি কন্যার হাত ধরে আছে। ইন্দ্রকে দানব বললে, এই কন্যাকে আমি বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও না, চলে যাও। তখন কেশীর সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হ'ল, কেশী পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আমি প্রজাপতির কন্যা দেবসেনা, আমার ভাগিনী দৈত্যসেনাকে কেশী হরণ করেছে। আপনার নির্দেশে আমি অজ্ঞের পতি লাভ করতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃস্বসার কন্যা, এই বলে ইন্দ্র দেবসেনাকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, এক মহাবিক্রমশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে এই কন্যার পতি হবেন, তিনি তোমার সেনাপতিও হবেন।

ইন্দ্র দেবসেনাকে বিশিষ্টাদি সপ্তর্ষির যজ্ঞস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে অগ্নিদেব হোমকুণ্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপূর্বসুন্দরী ঋষিপত্নীগণ কেউ আসনে

ব'সে আছেন, কেউ শূদ্রে আছেন। তাঁদের দেখে অগ্নি কামাবিষ্ট হলেন, কিন্তু তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে বনে চলে গেলেন।

দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। তিনি মহর্ষি অগ্নিরার ভাৰ্য্যা শিবাব রূপ ধ'রে অগ্নির কাছে এসে সংগম লাভ করলেন এবং অগ্নির শত্ৰু নিয়ে গরুড়-পক্ষিণী হয়ে কৈলাস পৰ্বতের এক কাণ্ডনকুণ্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার পর তিনি সন্তর্ষিগণের অন্যান্য ঋষির পত্নীরূপে পূৰ্ববং অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন, কেবল বশিষ্ঠগঙ্গী অরুণ্ডতীর তপস্যার প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে পারলেন না। এই প্রকারে স্বাহা ছ বার কাণ্ডনকুণ্ডে অগ্নির শত্ৰু নিক্ষেপ করলেন। সেই স্কন্দ অর্থাৎ স্থানিত শত্ৰু থেকে স্কন্দ (১) উৎপন্ন হলেন; তাঁর ছয় মস্তক, এক গ্রীবা, এক উদর। দ্বিপদ্রাসদরকে বধ ক'রে মহাদেব তাঁর ধনু রেখে দিয়েছিলেন, বালক স্কন্দ সেই ধনু নিয়ে গর্জন করতে লাগলেন। বহু লোক ভীত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হ'ল, ব্রাহ্মণরা তাঁদের 'পারিষদ' ব'লে থাকেন।

সন্তর্ষিদের ছ জন নিজ পত্নীদের ত্যাগ করলেন, তাঁরা ভাবলেন তাঁদের পত্নীরাই স্কন্দের জননী। স্বাহা তাঁদের বার বার বললেন, আপনাদের ধারণা ঠিক নয়, এটি আমারই পুত্র। মহামুনি বিশ্বামিত্র কামার্ত অগ্নির পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন সেজন্য তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন। তিনি স্কন্দের জাতকর্মাদি ত্রয়োদশ মঙ্গলকাৰ্য সম্পন্ন ক'রে সন্তর্ষিদের বললেন, আপনাদের পত্নীদের অপরাধ নেই; কিন্তু ঋষিরা তা বিশ্বাস করলেন না।

স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শীঘ্র একে বধ করুন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার জন্য লোকমাতা (২)দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে বললেন, তুমি আমাদের পুত্র হও। স্কন্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সময়ে অগ্নিও এলেন এবং মাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন।

স্কন্দকে জয় করা দূঃসাধ্য জেনেও বজ্রধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর কাছে গিয়ে সিংহনাদ করলেন। অগ্নিপুত্র কার্তিক সাগরের ন্যায় গর্জন ক'রে মধুখনিগত অগ্নিশিখায় দেবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন, কার্তিকের দক্ষিণ পাশ্ব বিদীর্ণ হ'ল, তা থেকে বিশাখ (৩) নামে এক যক্ষা উৎপন্ন হলেন, তাঁর

(১) স্কন্দ, কার্তিকের বা কার্তিকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

(২) মাতৃকা, এ'রা শিবের অনুচরী। (৩) কার্তিকের এক নাম।

দেহ কাণ্ডনবর্ণ, কর্ণে দিব্য কুন্ডল, হস্তে শক্তি অস্ত্র। তখন দেবরাজ ভয় পেয়ে কার্তিকের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপতি করলেন। পার্বতীর সঙ্গে মহাদেব এসে কার্তিকের গলায় দিব্য সূবর্ণমালা পরিয়ে দিলেন। শ্বিজগণ রুদ্ধকৈ অগ্নি বলে থাকেন, সেজন্য কার্তিক মহাদেবেরও পুত্র, মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

দেবগণ কর্তৃক আভিষিক্ত হয়ে কার্তিক রক্ত বস্ত্র পরে রথারোহণ করলেন, তাঁর ধ্বজে অগ্নিদত্ত কুঙ্কুটচিহ্নিত লোহিত পতাকা কাল্যাণের ন্যায় সমুদ্রিত হ'ল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কার্তিকের হস্তে সম্প্রদান করলেন। সেই সময়ে ছয় ঋষিপত্নী এসে কার্তিককে বললেন, পুত্র, আমরা তোমার জননী এই মনে করে আমাদের স্বামীরা অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন এবং পুণ্যস্থান থেকে পরিত্যক্ত করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। কার্তিক বললেন, আপনারা আমার মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, আপনারা যা চান তাই হবে।

স্কন্দের পালিকা মাতৃগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুলি কুমার-কুমারীকে স্কন্দগ্রহ(১) বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নানাপ্রকার অমংগল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তিকের পূজা করলে মংগল আয়ু ও বীৰ্য লাভ হয়।

স্বাহা কার্তিকের কাছে এসে বললেন, আমি দক্ষকন্যা স্বাহা, তুমি আমার আপন পুত্র। অগ্নি জ্বালেন না যে আমি বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুরাগিণী। আমি তাঁর সঙ্গেই বাস করতে ইচ্ছা করি। কার্তিক বললেন, দেবী, শ্বিজগণ হোম্যাগ্নিতে হব্য-কব্য অর্পণ করবার সময় 'স্বাহা' বলবেন, তার ফলেই অগ্নির সঙ্গে আপনার সর্বদা বাস হবে।

তার পর হরপার্বতী সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান রথে চড়ে দেবাসুরের বিবাদস্থল ভদ্রবটে যাত্রা করলেন। দেবসেনায় পরিবৃত হয়ে কার্তিকও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোরাকৃতি অসুরসৈন্য মহাদেব ও দেবগণকে আক্রমণ করলে। মহিষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপুল পর্বত নিক্ষেপ করলে। তার আঘাতে দশ সহস্র দেবসৈন্য নিহত হ'ল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে পলায়ন করলেন। মহিষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে রুদ্ধের রথ ধরল। তখন কার্তিক রথারোহণে এসে প্রজ্বলিত শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করে মহিষের মূণ্ডচ্ছেদ করলেন।

প্রায় সমস্ত দানব তাঁর শরাঘাতে বিনষ্ট হ'ল; যারা অবশিষ্ট রইল, কার্তিকের পারিষদগণ তাদের খেয়ে ফেললে। যুদ্ধস্থান দানবশূন্য হ'লে ইন্দ্র কার্তিকে আলিঙ্গন করে বললেন, মহাবাহু, এই মহিষদানব ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশত্রু ও তার তুল্য শত শত দানবকে সংহার করেছ। তুমি উমাপতি শিবের ন্যায় প্রভাবশালী, গ্রিভুবনে তোমার কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

॥ দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্বাধ্যায় ॥

৪৬। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ

পান্ডবগণ যখন মার্কণ্ডেয়র কথা শুনছিলেন তখন রাজা সপ্তাজিতের কন্যা এবং কৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামা নিজর্জনে দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণী, তোমার স্বামীরা লোকপালতুল্য মহাবীর জনপ্রিয় যুবক, এঁদের সঙ্গে তুমি কিরূপ আচরণ কর? এঁরা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার মুখ চেয়ে করেন, এর কারণ কি? ব্রতচর্যা জপতপ মন্ত্রোবাধ শিকড় বা অন্য যে উপায় তুমি জান তা বল, যাতে কৃষ্ণকেও আমি সর্বদা বশে রাখতে পারি।

পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসং স্ত্রীরা যা করে তাই তুমি জানতে চাচ্ছ, তা আমি কি করে বলব? কৃষ্ণের প্রিয়া হয়ে এমন প্রশ্ন করাই তোমার অনুর্তিত। স্ত্রী কোনও মন্ত্র বা ঔষধ প্রয়োগ করতে চায় জানলেই স্বামী উদ্ভিগ্ন হন, গৃহে সর্প এলে লোকে যেমন হয়। মন্ত্রাদিতে স্বামীকে কখনও বশ করা যায় না। শত্রুর পরোচনায় স্ত্রীলোকে ঔষধ ভেবে স্বামীকে বিষ দেয়, তার ফলে উদার শিব্র জরা পদ্রুযত্বহানি জড়তা অন্ধতা বধিরতা প্রভৃতি ঘটে। আমি যা করি তা শোন। সর্বদা অহংকার ও কামক্রোধ ত্যাগ করে আমি সপত্নীদের সঙ্গে পান্ডবগণের পরিচর্যা করি। ধনবান, রূপবান, অলংকারধারী, যুবা, দেশতা, মানদুষ বা গন্ধর্ব—অন্য কোনও পদ্রুয আমি কামনা করি না। স্বামীরা স্নান ভোজন শয়ন না করলে আমিও করি না, তাঁরা অন্য স্থান থেকে গৃহে এলে আমি আসন ও জল দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা করি। আমি রন্ধন-ভোজনের পাত্র, খাদ্য ও গৃহ পরিষ্কৃত রাখি, তিরস্কার করি না, মন্দ স্ত্রীদের সঙ্গে মিশি না, গৃহের বাইরে বেশী যাই না, অতিহাস্য বা অতিক্রোধ করি না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা

কার না, তাঁদের উপদেশে চলি। আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার, ভিক্ষাদান, শ্রাস্থ, পর্বকালে রন্ধন, মানী জনের সম্মান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার শ্বশুরঠাকুরানী যা বলে দিয়েছেন এবং আমার যা জানা আছে তাই আমি করি। রাজা যুদ্ধিষ্ঠির যখন পৃথিবী পালন করতেন তখন অন্তঃপুরের সকলে এবং গোপালক মেষপালক পর্যন্ত সকল ভৃত্য কি করে না করে তার সংবাদ আমি রাখতাম। রাজ্যের সমস্ত আয়ব্যয়ের বিষয় কেবল আমিই জানতাম। পাণ্ডবরা আমার উপর পোষ্যবর্গের ভার দিয়ে ধর্মকাণ্ডে নিরত থাকতেন। আমি সকল সুখভোগ ত্যাগ করে দিবারাত্র আমার কর্তব্যের ভার বহন করতাম, কোনও দৃষ্ট লোকে তাতে বাধা দিতে পারত না। আমি চিরকাল সকলের আগে জাগি, সকলের শেষে শাই। সত্যভামা, পতিকে বশ করবার এইসব উপায়ই আমি জানি, অসং স্ত্রীদের পথে আমি চলি না।

সত্যভামা বললেন, পাণ্ডালী, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার সখী, সেজন্য পরিহাস করছিলাম। দ্রৌপদী বললেন, সখী, যে উপায়ে তুমি অন্য নারীদের প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আমি বলছি শোন। তুমি সর্বদা সৌহার্দ্য প্রেম ও প্রসাধন দ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা কর। তাঁকে উত্তম খাদ্য মাল্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি দাও, অনুকূল ব্যবহার কর, যাতে তিনি বোঝেন যে তিনি তোমার প্রিয়। তিনি যেন জানতে পারেন যে তুমি সর্বপ্রযত্নে তাঁর সেবা করছ। বাসুদেব তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীয় না হ'লেও প্রকাশ করবে না। বাঁরা তোমার দ্বামীর প্রিয় ও অনুরক্ত তাঁদের বিবিধ উপায়ে ভোজন करावे, যারা বিশ্বেষের পাত্র ও অহিতকারী তাদের বর্জন করবে। পুরুষের কাছে মন্ততা ও অসাধনতা দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে, নির্জন স্থানে কুমার প্রদ্যম্ন বা শাম্বেরও সেবা করবে না। সদ্‌বংশজাত নিষ্পাপ সতী স্ত্রীদের সঙ্গেই সখিত্ব করবে, যারা ক্রোধপ্রবণ মত্ত অতিভোজী চোর দুর্ভট আর চপল তাদের সঙ্গে মিশবে না। তুমি মহার্ঘ মাল্য আভরণ ও অঙ্গরাগ ধারণ করে পবিত্র গন্ধে বাসিত হয়ে ভর্তার সেবা করবে।

এই সময়ে মাকণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও কৃষ্ণ চ'লে যাবার জন্য সত্যভামাকে ডাকলেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে বললেন, কৃষ্ণা, তুমি উৎকণ্ঠা দূর কর, তোমার দেবতুল্য পতিগণ জয়ী হয়ে আবার রাজ্য পাবেন। তোমার দুঃখের দশায় যারা অপ্রিয় আচরণ করেছিল তারা সকলেই যমালয়ে গেছে এই তুমি ধরে নাও। প্রতিবিন্দ্য প্রভৃতি তোমার পণ্ড পুত্র দ্বারকায় অভিমন্দের তুল্যই সুখে বাস করছে, সুভদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যত্ন করছেন। প্রদ্যম্নের মাতা রুক্মিণীও তাদের স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর (বসুদেব) তাদের খাওয়া পরার উপর দৃষ্টি রাখেন,

বলরাম প্রভৃতি সকলেই তাদের ভালবাসেন। এই কথা বলে দ্রৌপদীকে প্রদক্ষিণ করে সত্যভামা রথে উঠলেন। যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও মৃদু হাস্যে দ্রৌপদীকে সান্ধন দিয়ে এবং পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে পল্লীসহ প্রস্থান করলেন।

॥ ঘোষযাত্রাপর্বাধ্যায় ॥

৪৭। দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও গম্ভীরহস্তে নিগ্রহ

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি চলে গেলে পাণ্ডবগণ শ্বেতবনে সরোবরের নিকট গৃহ নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে হস্তিনাপুরে একদিন শকুনি ও কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন খ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজ্যভোগ করছ, আর পাণ্ডবরা খ্রীহীন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছে। এখন একবার তাদের দেখে এস। পর্বতবাসী যেমন ভূতলবাসীকে দেখে, সমৃদ্ধিশালী লোকে সেইরূপ দূর্দশাপন্ন শত্রুকে দেখে, এর চেয়ে সুখজনক আর কিছাই নেই। তোমার পল্লীরাও বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে মৃগচর্মধারিণী দীনা দ্রৌপদীকে দেখে আসুন।

দুর্যোধন বললেন, তোমরা আমার মনের মতন কথা বলেছ, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা আমাদের যেতে দেবেন না। শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ণ বললেন, শ্বেতবনের কাছে আমাদের গোপরা থাকে, তারা তোমার প্রতীক্ষা করছে। ঘোষযাত্রা (১) সর্বদাই কর্তব্য, ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে অনুমতি দেবেন। এই কথার পর তিনজনে সহাস্যে হাতে হাত মেলালেন।

কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন, কুরুরাজ, আপনার গোপ-পল্লীর গরুদের গণনা আর বাছুরদের চিহ্নিত করবার সময় এসেছে, মৃগয়ারও এই সময়, অতএব আপনি দুর্যোধনকে যাবার অনুমতি দিন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মৃগয়া আর গরু দেখে আসা দুইই ভাল, কিন্তু শুনছি গোপপল্লীর নিকটেই নরব্যাক্ষ পাণ্ডবরা বাস করেন, সেজন্য তোমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির তোমাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু ভীম অঙ্গহিষ্ণু আর যাক্ষসেনী তো অনুমতি তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে ঈশ্বরোধন করবে, তার ফলে

(১) ঘোষ—গোপপল্লী বা বাখান যেখানে অনেক গরু রাখা হয়।

তপস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের দম্ব ক'রে ফেলবেন। অজর্দনও ইন্দ্রলোকে অস্বাগীক্ষা ক'রে ফিরে এসেছেন। অতএব দুর্যোধন, তুমি নিজে যেয়ো না, পরিদর্শনের জন্য বিশ্বস্ত লোক পাঠাও।

শকুনি বললেন, যদ্যধিষ্ঠিত ধর্মস্ত, তিনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন না, অন্য পাণ্ডবরাও তাঁর অনঙ্গত। আমরা মৃগয়া আর গরু গোনবার জন্যই যেতে চাইছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নয়। তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে আমরা যাব না। ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছায় অনুমতি দিলেন। তখন দুর্যোধন কর্ণ শকুনি ও দুর্যশাসন প্রভৃতি বৈতবনে যাত্রা করলেন, তাঁদের সঙ্গে অশ্ব-গজ-রথ সমেত বিশাল সৈন্য, বহু স্ত্রীলোক, বিপাণি ও শকট সহ বণিকের দল, বেশ্যা, স্তুতিপাঠক, মৃগয়াজীবী প্রভৃতিও গেল। গোপালনস্থানে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধন বহু সহস্র গাভী ও বৎস পরিদর্শন গণনা ও চিহ্নিত করলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণ গোপ ও গোপকন্যারা দুর্যোধনের মনোরঞ্জন করতে লাগল। তিনি সেই রমণীয় দেশে মৃগয়া দম্বপান ও বিবিধ ভোগবিলাসে রত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।

বৈতবনের নিকটে এসে দুর্যোধন তাঁর ভৃত্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা শীঘ্র বহু ক্রীড়াগৃহ নির্মাণ কর। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ক্রীড়া করবার জন্য বৈতবনের সরোবরের নিকট সদলবলে অবস্থান করছিলেন। দুর্যোধনের লোকরা বৈতবনের কাছে এলেই গন্ধর্বরা তাদের বাধা দিলে। এই সংবাদ পেয়ে দুর্যোধন তাঁর একদল দুর্যধ্ব সৈন্যদের বললেন, গন্ধর্বদের তাড়িয়ে দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দুর্যোধন বহু সহস্র যোদ্ধা পাঠালেন। গন্ধর্বগণ মৃদুবাক্যে বারণ করলেও কুরুসৈন্য সবলে বৈতবনে প্রবেশ করলে।

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা ওই অনার্যদের শাসন কর। সশস্ত্র গন্ধর্বসৈন্যের আক্রমণে কুরুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও যুদ্ধে বিমুখ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ নিরস্ত হইলেন না, তিনি শত শত গন্ধর্ব বধ ক'রে চিত্রসেনের বাহিনী বিধ্বস্ত ক'রে দিলেন। তখন দুর্যোধনাদি কর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নিজের সৈন্যদল নিপীড়িত হচ্ছে দেখে চিত্রসেন মায়া অবলম্বন করলেন। গন্ধর্বসৈন্যরা কর্ণের রথ ধ্বংস ক'রে ফেললে, কর্ণ লক্ষ্য দিয়ে নেমে দুর্যোধনের প্রাতা বিকর্ণের রথে উঠে চলে গেলেন। কর্ণের পরাজয় এবং কুরুসৈন্যের পলায়ন দেখেও দুর্যোধন যুদ্ধে বিরত হলেন না। তাঁর রথও নষ্ট হ'ল, তিনি ভূপতিত হয়ে চিত্রসেনের হাতে বন্দী

হলেন। তখন গন্ধর্ব্বরা দৃঃশাসন প্রভৃতি এবং তাঁদের সকলের পত্নীদের ধরে নিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেল।

গন্ধর্ব্বগণ দুর্যোধনকে হরণ করে নিয়ে গেলে পরাজিত কুরুসৈন্য বেশ্যা ও বণিক প্রভৃতি পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হ'ল। দুর্যোধনের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা দীনভাবে যুদ্ধাধিকারের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভীম বললেন, আমরা গজবাজি নিয়ে যুদ্ধ করে অনেক চেষ্টায় যা করতাম গন্ধর্ব্বরা তা সম্পন্ন করেছে। দুর্যোধন যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সিদ্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে। আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে এমন লোকও আছেন যিনি আমাদের প্রিয়সাধনের ভার স্বয়ং নিয়েছেন। ভীমের এই ককর্ষ কথা শুনে যুদ্ধাধিকার বললেন, এখন নিষ্ঠুরতার সময় নয়, কৌরবগণ ভয়াত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের শরণ নিয়েছে। জ্ঞাতীদের মধ্যে ভেদ হয়, কলহ হয়, কিন্তু তার জন্য কুলধর্ম নষ্ট হ'তে পারে না। দুর্যোধন আর কুরুনারীদের হরণের ফলে আমাদের কুল নষ্ট হ'তে বসেছে, দুর্যোধন চিত্রসেন আমাদের অবস্থা করে এই দুঃকার্য করেছে। বীরগণ, তোমরা বিলম্ব করো না, ওঠ, চার দ্রোণ মিলে দুর্যোধনকে উদ্ধার কর। ভীম, বিপন্ন দুর্যোধন জীবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই বাহুবল প্রার্থনা করেছে এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আমি এখন সাদ্যম্ব যজ্ঞে নিযুক্ত আছি, নয়তো বিনা বিচারে নিজেই তার কাছে দৌড়ে যেতাম। তোমরা মিশ্র কথায় দুর্যোধনাদির মদ্রুষ্টি চাইবে, যদি তাতে ফল না হয় তবে বলপ্রয়োগে গন্ধর্ব্বরাজকে পরাস্ত করবে।

ভীম অর্জুন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ করে সশস্ত্র হয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, তাঁদের দেখে কৌরবসৈন্যগণ আনন্দধ্বনি করতে লাগল। গন্ধর্ব্বসেনার নিকটে গিয়ে অর্জুন বললেন, আমাদের দ্রোণ দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও। গন্ধর্ব্বরা ঈষৎ হাস্য করে বললে, বৎস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কারও আদেশ শুনিনা। অর্জুন আবার বললেন, যদি ভাল কথায় না ছাড় তবে বলপ্রয়োগ করব। তার পর গন্ধর্ব্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অর্জুনের শরবর্ষণে গন্ধর্ব্বসৈন্য বিনষ্ট হচ্ছে দেখে চিত্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জুন তাঁর গদা শরীষাতে কেটে ফেললেন। চিত্রসেন মায়াবলে অন্তর্হিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন ব্রহ্ম যন্ত্রে শব্দবেধী বাণ দিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন চিত্রসেন দর্শন দিয়ে বললেন, আমি তোমার সখা।

চিত্রসেনকে দ্রবল দেখে অর্জুন তাঁর বাণ সংহরণ করে সহাস্যে বললেন, বীর, তুমি দুর্যোধনাদি আর তাঁর ভাষীদের হরণ করেছ কেন? চিত্রসেন বললেন,

ধনঞ্জয়, দুর্যোদ্ধান আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দুর্যোদ্ধান আর তার মন্ত্রণাদাতাদের বেঁধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি এদের সুরলোকে নিয়ে যাব। তার পর চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন এবং তাঁর অনুরোধে দুর্যোদ্ধান প্রভৃতিকে মুক্তি দিলেন। যুধিষ্ঠির গন্ধর্বদের প্রশংসা করে বললেন, তোমরা বলবান, তথাপি ভাগ্যক্রমে এঁদের বধ কর নি। বৎস চিত্রসেন, তোমরা আমার মহা উপকার করেছ, আমার কুলের মৰ্যাদাহানি কর নি।

চিত্রসেন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্ষণ করে নিহত গন্ধর্বগণকে পুনর্জীবিত করলেন। কৌরবগণ তাঁদের স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাণ্ডবদের গৃধকীর্তন করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোদ্ধানকে বললেন, বৎস, আর কখনও এমন দঃসাহসের কাজ করো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছন্দে গৃহে যাও, মনে কোনও দঃখ রেখো না। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে দুর্যোদ্ধান লজ্জায় ও দঃখে বিদীর্ণ হয়ে বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

৪৮। দুর্যোদ্ধানের প্রয়োপবেশন

শোকে অভিভূত হয়ে নিজের পরাভবের বিষয় ভাবতে ভাবতে দুর্যোদ্ধান তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তিনি বিশ্রাম করছিলেন তখন কর্ণ তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, ভাগ্যক্রমে তুমি কামরূপী গন্ধর্বদের জয় করেছ, ভাগ্যক্রমে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হ'ল। আমি শরাঘাতে ক্ষতিবিক্ষত হয়েছিলাম, গন্ধর্বরা আমার পশ্চাৎসাবন করেছিল, সেজন্যই আমি যুদ্ধ-স্থল থেকে চলে গিয়েছিলাম। এই অমানুষিক যুদ্ধে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা জয়ী হয়ে অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

অধোমুখে গদগদস্বরে দুর্যোদ্ধান বললেন, কর্ণ, তুমি প্রকৃত ষট্শ্রী জান না। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর গন্ধর্বরা আমাদের পরাস্ত করে এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য প্রভৃতি সহ বন্ধন করে আকাশপথে হরণ করে নিয়ে যায়। পাণ্ডবগণ সংবাদ পেয়ে আমাদের উদ্ধার করতে আসেন। তার পর চিত্রসেন আর অর্জুন আমাকে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে যান, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে আমরা মুক্তি পেয়েছি। চিত্রসেন যখন বললেন যে আমরা সপত্নীক পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে এসেছিলাম তখন লজ্জায় আমার ভূগর্ভে

প্রবেশ করতে ইচ্ছা হ'ল। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভাল হ'ত। আমি হস্তিনাপুরে যাব না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব, তোমরা ফিরে যাও। দৃঃশাসন, কর্ণ আর শকুনির সহায়তায় তুমিই রাজ্যশাসন করো।

দৃঃশাসন কাতর হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে পড়ে বললেন, এ কখনই হ'তে পারে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার চিত্তদৌর্বল্য আজ দেখলাম। সেনানায়কগণ অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মৃত্যুও হন। তোমারই রাজ্যবাসী পাণ্ডবরা তোমাকে মৃত্যু করেছে, তাতে দৃঃখ কিসের? পাণ্ডবরা তোমার দাস, সেঁকারণেই তোমার সহায় হয়েছে।

শকুনি বললেন, আমি তোমাকে বিপদে ঐশ্বৰ্যের অধিকারী করেছি, কিন্তু তুমি নির্বুদ্ধিতার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ করে মরতে চাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার উপকার করেছে তাতে তোমার আনন্দিত হওয়াই উচিত। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃ কর, তাদের পৈতৃক রাজ্য ফিরিয়ে দাও (১), তাতে তোমার যশ ধর্ম ও সদ্‌লাভ হবে।

দুর্যোধন কিছুতেই প্রবেশ মানলেন না, প্রায়োপবেশনের সংকল্পও ছাড়লেন না। তখন তাঁর সূহৃৎগণ বললেন, রাজা, তোমার যে গতি আমাদেরও তাই, আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না। তার পর দুর্যোধন আচমন করে শর্চা হলেন এবং কুশচীর খারণ করে মৌনীর হয়ে স্বর্গলাভের কামনায় কুশখ্যায় শয়ন করলেন।

দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দানবগণ পাতালে বাস করছিল। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষের ক্ষতি হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ করলে। যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এক অদ্ভুত কৃত্য মূখব্যাধান করে উত্থিত হয়ে বললে, কি করতে হবে? দানবরা বললে, দুর্যোধন প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। নিমেষমধ্যে কৃত্য দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বললে, ভরত-কুলপালক রাজা দুর্যোধন, আত্মহত্যা অধোগতি ও যশোহানি হয়, প্রায়োপবেশনের সংকল্প ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা করে তোমাকে পেয়েছি, তিনি তোমার পূর্বকায় (নাভির উর্ধ্ব দেহ) বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও অস্ত্রের অভেদ্য করেছেন, আর পার্বতী তোমার অধঃকায় পূর্ণের ন্যায় কোমল ও নারীজন্ম মনোহর করেছেন। মহেশ্বর-মহেশ্বরী তোমার দেহ নির্মাণ করেছেন সেজন্য তুমি দিব্যপদ্রুপ, মানদ্রুপ নও। তোমাকে সাহায্য করবার জন্য দানব ও অসুরগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা

(১) বোধ হয় দুর্যোধনকে উত্তেজিত করার জন্য শকুনি বিদ্রূপ করছেন।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবেন, তার ফলে ভীষ্মাদি দয়া ত্যাগ করে তোমার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, পুত্র ভ্রাতা বন্ধু শিষ্য কাকেও নিষ্কৃতি দেবেন না। নিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহে অধিষ্ঠান করে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আমরা সংশ্লিষ্টক নামে বহু সহস্র দৈত্য ও রাক্ষস নিযুক্ত করেছি, তারা অর্জুনকে বধ করবে। তুমি শত্রুহীন হয়ে পৃথিবী ভোগ করবে, অতএব শোক ত্যাগ করে স্বগৃহে যাও। তুমি আমাদের আর পাণ্ডবগণ দেবতাদের অবলম্বন।

দানবগণ দুর্যোধনকে প্রিয়বাক্যে আশ্বাস দিয়ে আলিঙ্গন করলে। কৃত্য তাকে পূর্বস্থানে রেখে এল। এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর দুর্যোধনের দুর্দৃষ্টিবিশ্বাস হ'ল যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তিনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন না। রাত্রিশেষে কর্ণ কৃতাজলি হয়ে সহাস্যে তাকে বললেন, রাজা, ওঠ, মরলে শত্রু-জয় করা যায় না, জীবিত থাকলেই শূভ হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব। তার পর দুর্যোধন সদলে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

৪১। দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ

দুর্যোধন ফিরে এলে ভীষ্ম তাকে বললেন, বৎস, আমার অমত সত্ত্বেও তুমি নৈবতবনে গিয়েছিলে। গন্ধর্বরা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, অবশেষে পাণ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করলেন। সূতপুত্র কর্ণ ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। মহাত্মা পাণ্ডবদের আর দুর্যোধন কর্ণের বিরুদ্ধে তুমি দেখেছ, এখন বংশের মঙ্গলার্থে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। দুর্যোধন হেসে শকুনির সঙ্গে উঠে গেলেন। ভীষ্ম লজ্জিত হয়ে নিজের ভবনে প্রস্থান করলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, পাণ্ডবদের ন্যায় আমিও রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি। কর্ণ প্রভৃতি সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু পুরোহিত দুর্যোধনকে বললেন, তোমার পিতা আর যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে তোমাদের বংশে আর কেউ এই যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একটি মহাযজ্ঞ আছে যা রাজসূয়ের সমান, তুমি তাই কর। তোমার অধীন করদ রাজারা সুবর্ণ দেবেন, সেই সুবর্ণে লাংগল নির্মাণ করে যজ্ঞভূমি কব্ধন করতে হবে, তার পর যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হবে। এই যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান করলে তোমার অভিলাষ সফল হবে।

মহাসমারোহে প্রভূত অর্থব্যয়ে যজ্ঞের আয়োজন হ'ল। দূতবাহী দ্রুতগামী রথে রাজা ও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করতে গেল। দৃগশাসন একজন দূতকে বললেন,

শীঘ্র বৈতবনে গিয়ে পাপী পান্ডবগণ আর সেখানকার ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করে এস। দূতের বার্তা শুনে যদুধিষ্ঠির বললেন, রাজা দুর্যোধন ভাগ্যবান তাই এই মহাযজ্ঞ করছেন, এতে তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। আমরাও তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্তু এখন নয়, প্রায়দশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে। ভীম বললেন, তের বৎসর পরে যখন যুদ্ধযজ্ঞে অশ্বশস্ত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে আর সেই অগ্নিতে দুর্যোধনকে ফেলা হবে তখন যদুধিষ্ঠির যাবেন; যখন ধার্মার্ষ্ট্রা সেই যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হবে আর পান্ডবগণ তাতে ক্রোধরূপ হবি অর্পণ করবেন তখন আমি যাব; দূত, এই কথা দুর্যোধনকে জানিও।

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে কয়েকজন বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দুর্যোধনকে বললে, আপনার এই যজ্ঞ যদুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের তুল্য হয় নি। কেউ বললে, ষোল কলার এক কলাও হয় নি। সন্দ্বদগ্গণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞকে অতিক্রম করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, পান্ডবরা যুদ্ধে বিনষ্ট হ'লে তুমি রাজসূয়ে যজ্ঞ করবে। আমি যা বলছি শোন — যত দিন অর্জুন নিহত না হবে তত দিন আমি পা ধোব না, মাংস খাব না, সুরাপান করব না, কেউ কিছু চাইলে 'না' বলব না।

॥ মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও ব্রীহিদ্রৌণিক-পর্বাধ্যায় ॥

৫০। যদুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন — মৃদংগলের সিংখলাভ

একদা রাত্রিকালে যদুধিষ্ঠির স্বপ্ন দেখলেন, মৃগগণ কম্পিতদেহে বাম্পাকুলকণ্ঠে কৃতাজলি হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা বৈতবনের হতাবশিষ্ট মৃগ। আপনার অস্ত্রপটু বীর ভ্রাতারা আমাদের অঙ্গপই অবশিষ্ট রেখেছেন। আপনি দয়া করুন, যাতে আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। যদুধিষ্ঠির দুঃখান্বিত হয়ে বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তিনি স্বপ্নবস্ত্রান্ত জানিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বৎসর আট মাস আমাদের মৃগমাংসভোজী হয়ে বনবাস করতে হবে। আমরা বৈতবন ত্যাগ করে আবার কাম্যকবনে যাব, সেখানে অনেক মৃগ আছে।

পান্ডবগণ কাম্যকবনে এলেন, সেখানে তাঁদের কণ্টকর বনবাসের একাদশ বর্ষ অতীত হ'ল। একদিন মহাযোগী ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন এবং উপদেশপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যান বললেন। — কুরুক্ষেত্রে মৃদংগল নামে এক

ধর্মাত্মা মর্দুনি ছিলেন, তিনি কপোতের ন্যায় শিলোঞ্জ (১)-বৃন্তি অবলম্বন করে জীবিকানির্বাহ ও ব্রতাদি পালন করতেন। তিনি শ্রীপদ্মের সহিত পনর দিনে একদিন মাত্র খেতেন, প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যাগ করতেন এবং অতিথিদের এক দ্রোণ (২) ব্রীহির (তন্ডুলের) অন্ন দিতেন। যে অন্ন অবশিষ্ট থাকত তা অতিথি দেখলেই বৃন্দী পেরত। একদিন দুর্বাসা ঋষি মর্দুন্ডিতমস্তকে দিগম্বর হয়ে কটুবাণ্য বলতে বলতে উন্মত্তের ন্যায় উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে অন্ন দাও। মর্দুগল অন্ন দিলে দুর্বাসা সমস্ত ভোজন করলেন এবং গায়ে উচ্ছিষ্ট মেখে চলে গেলেন। এইরূপ পর পর ছবার পর্বদিনে এসে দুর্বাসা সমস্ত অন্ন খেয়ে গেলেন, মর্দুগল নির্বিকারমনে অনাহারে রইলেন। দুর্বাসা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার মহৎ দানের সংবাদ স্বর্গে ঘোষিত হয়েছে, তুমি সশরীরে সেখানে যাবে।

এই সময়ে এক দেবদূত বিচিত্র বিমান নিয়ে এসে মর্দুগলকে বললে, মর্দুনি, আপনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন। মর্দুগল বললেন, স্বর্গবাসের গুণ আর দোষ কি আগে বল। দেবদূত বললে, যাঁরা ধর্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় দানশীল, যাঁরা সম্মুখ সমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের অধিকারী। সেখানে ঈশ্বর শোক ক্লান্তি মোহ মাৎস্য নেই। দেবগণ সাধ্যগণ মহর্ষিগণ প্রভৃতি সেখানে নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তেত্রিশ জন ঋতু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পূজা করেন। আপনি দান ও তপস্যার প্রভাবে ঋতুগণের সম্পদ লাভ করেছেন। স্বর্গের গুণ আপনাকে বললাম, এখন দোষ শুনুন। স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয় কিন্তু নতুন কর্ম করা যায় না। সেখানে অপরের অধিকতর সম্পদ দেখে অসন্তোষ হয়, কর্মক্ষয় হলে আবার ধরাতলে পতন হয়।

মর্দুগল বললেন, বৎস দেবদূত, নমস্কার, তুমি ফিরে যাও, স্বর্গসুখ আমি চাই না। যে অবস্থায় মানুষ শোকদুঃখ পায় না, পতিতও হয় না, আমি সেই কৈবল্যের অন্বেষণ করব। দেবদূত চলে গেলে মর্দুগল শব্দে জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে ধ্যানপরায়ণ হলেন এবং নিরবর্ণমর্দুস্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করলেন।

এই উপাখ্যান বলে এবং যদ্বিধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়ে বাসদেব নিজের আগ্রহে প্রস্থান করলেন।

(১) শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য পড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা।

(২) শস্যাদির মাপ বিশেষ।

॥ দ্রোপদীহরণ ও জয়দ্রুথবিমোক্ষণ-পর্বাদ্যায় ॥

৫১। দূর্বাসার পারণ

পান্ডবগণ যখন কাম্যকবনে বাস করছিলেন তখন একদিন তপস্বী দূর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দূর্যোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর বিনীত অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দূর্বাসা কোনও দিন বলতেন, আমি ক্ষুধিত হয়েছি, শীঘ্র অন্ন দাও; এই বলেই স্নান করতে গিয়ে অতি বিলম্বে ফিরতেন। কোনও দিন বলতেন, আজ ক্ষুধা নেই, খাব না; তার পর সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও। কোনও দিন মধ্যরাত্রে উঠে অন্নপাক করতে বলতেন কিন্তু খেতেন না, ভৎসনা করতেন। পরিশেষে দূর্যোধনের অবিশ্রাম পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে দূর্বাসা বললেন, তোমার অভীষ্ট বর চাও। দূর্যোধন পূর্বেই কর্ণ দংশাসন প্রভৃতির সঙ্গে মন্ত্রণা করে রেখেছিলেন। তিনি দূর্বাসাকে বললেন, ভগবান, আপনি শিষ্যে আমাদের জ্যেষ্ঠ ধর্মাত্মা যদ্বিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করুন। যদি আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে যখন সকলের আহারের পর নিজে আহার করে দ্রোপদী বিপ্রাম করবেন সেই সময়ে আপনি যাবেন। দূর্বাসা সম্মত হলেন।

অনন্তর একদিন পশুপান্ডব ও দ্রোপদীর ভোজনের পর অমৃত শিষ্য নিয়ে দূর্বাসা কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। যদ্বিষ্ঠির যথাবিধি পূজা করে তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনি আহ্নিক করে শীঘ্র আসুন। শিষ্য দূর্বাসা স্নান করতে গেলেন। অন্নের আয়োজন কি হবে এই ভেবে দ্রোপদী আকুল হনেন এবং নিরুপায় হয়ে মনে মনে কৃষ্ণের স্তব করে বললেন, হে দংশনাশন, তুমি এই অগতিদের গতি হও, দ্যুতসভায় দংশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে উদ্ধার করেছিলে সেইরূপ আজ এই সংকট থেকে আমাকে হ্রাণ কর।

দেবদেব জগৎপতি কৃষ্ণ তখনই পার্শ্বস্থিতা রুক্মিণীকে ছেড়ে দ্রোপদীর কাছে উপস্থিত হলেন। দূর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, কৃষ্ণা, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, শীঘ্র আমাকে খাওয়াও তার পর অন্য কাজ করো। দ্রোপদী লজ্জিত হলেও বললেন, যে পর্যন্ত আমি না খাই সে পর্যন্তই সর্ষদন্ত স্থালীতে অন্ন থাকে। আমি খেয়েছি, সেজন্য এখন আর অন্ন নেই। ভগবান কমললোচন বললেন, কৃষ্ণা, এখন পরিহাসের সময় নয়, আমি ক্ষুধাতুর, তোমার

স্থালী এনে আমাকে দেখাও। দ্রৌপদী স্থালী আনলে কৃষ্ণ দেখলেন তার কানায় একটু শাকসব্জ লেগে আছে, তিনি তাই খেয়ে বললেন, বিশ্বাস্য যজ্ঞভোজী দেব তৃপ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হন। তার পর তিনি সহদেবকে (১) বললেন, ভোজনের জন্য মৃনিদের শীঘ্র ডেকে আন।

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মৃনিগণ তখন স্নানের জন্য নদীতে নেমে অঘমর্ষণ (১) মন্ত্র জপ করছিলেন। সহসা তাঁদের কণ্ঠ থেকে অন্নরসের সহিত উদ্‌গার উঠতে লাগল, তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। মৃনিরা দুর্বাসাকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজন করে তৃপ্ত হয়েছি, এখন আবার কি করে ভোজন করব? দুর্বাসা বললেন, আমরা বৃথা অন্ন পাক করতে বলে রাজর্ষি বৃধিচ্ছিন্নের নিকটে মহা অপরাধ করেছি, পান্ডবগণ ঋদ্ধ দৃষ্টিপাতে আমাদের দণ্ড না করেন। তাঁরা হরিচরণে আর্পিত সেজন্য তাঁদের ভয় করি। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও।

সহদেব নদীতীরে এসে দেখলেন কেউ নেই। তিনি এই সংবাদ দিতে পান্ডবগণ ভাবলেন, হয়তো মধ্যরাত্রে দুর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের হত্যা করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন, কোপনস্বভাব দুর্বাসার আগমনে বিপদ হবে এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন তাই আমি এতদ্বিধি। কোনও ভয় নেই, আগ্নাদেবের তেজে ভীত হয়ে দুর্বাসা পালিয়েছেন। পণ্ডপান্ডব ও দ্রৌপদী বললেন, প্রভু গোবিন্দ, মহাশয় যে মজ্জমান লোকে যেমন ভেলা পেলে রক্ষা পায়, আমরা সেইরূপ তোমার কৃপায় দুষ্টের বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি। তার পর কৃষ্ণ পান্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

৫২। দ্রৌপদীহরণ

একদিন পণ্ডপান্ডব মহর্ষি ধৌম্যের অনুমতি নিয়ে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রেখে বিভিন্ন দিকে মৃগয়া করতে গেলেন। সেই সময়ে সিংধুরজি জয়দ্রথ কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। তিনি বিবাহকামনায় শাল্বরাজ্যে যাচ্ছিলেন, অনেক রাজা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখে মৃগ্য হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গী রাজা কোটিকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাঙ্গী কে? একে পেলে আমার আর

(১) পাঠান্তরে ভীমসেনকে।

(১) পাপনাশন। ঋগ্বেদীয় সূক্তবিশেষ।

বিবাহের প্রয়োজন নেই। সোণ্য, তুমি জেনে এস ইনি কে, এ'র রক্ষক কে। এই বরারোহা সুন্দরী কি আমাকে ভজনা করবেন?

শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রবধুর কাছে যায় সেইরূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, সুন্দরী, কদম্বতরুর একটি শাখা নুইয়ে দীপ্তিমতী অগ্নিশিখার ন্যায় কে তুমি কোটিকিনী দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? এখানে কি করছ? আমি সদুত্থ রাজার পুত্র কোটিকাস্য। বার জন রথারোহী রাজপুত্র এবং বহু রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি যাঁর অনুগমন করছেন তিনি সৌবীররাজ জয়দ্রথ। আরও অনেক রাজা ও রাজপুত্র তাঁর সঙ্গে আছেন। দ্রৌপদী বললেন, এখানে আর কেউ নেই, অগত্যা আমিই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমি দ্রুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা, হিন্দুপ্রস্থবাসী পণ্ডপাণ্ডব আমার স্বামী, তাঁরা এখন মৃগয়া করতে গিয়েছেন। আপনারা বানবাহন থেকে নেন্দ্রে আসুন, অতিথিপ্রিয় ধর্মপুত্র যদুধিষ্ঠির আপনাদের দেখে প্রীত হবেন।

কোটিকাস্যের কথা শুনে জয়দ্রথ বললেন, আমি সভ্য বর্গছি, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী। এই বলে তিনি ছ জন সহচরের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে কুশলপ্রশ্ন করলেন। দ্রৌপদী পাদ্য ও আসন দিয়ে বললেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জন্য আমি পণ্ডাশিট বৃগ দিচ্ছি, যদুধিষ্ঠির এলে আরও বহুপ্রকার মৃগ শরভ শশ শব্ব শম্বর গবয় বরাহ মহিষ প্রভৃতি দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ইচ্ছা করছ তা ভাল। এখন আমার রথে ওঠ, রাজ্যচ্যুত প্রীহীন দীন পাণ্ডবদের জন্য তোমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার ভার্য্য হও, সিন্ধুসৌবীররাজ ভোগ কর।

ক্রোধে আরক্তমুখে প্রকুটি করে দ্রৌপদী বললেন, মূঢ়, বশস্বতী মহারথ পাণ্ডবদের নিন্দা করতে তোমার লজ্জা হয় না? কুরুদ্রতুল্য লোকেই এমন কথা বলে। তুমি নিদ্রিত সিংহ আর তীক্ষ্ণবিশ্ব সর্পকে পদাঘাত করতে ইচ্ছা করেই। জয়দ্রথ বললেন, কৃষ্ণা, পাণ্ডবরা, কেমন তা আমি জানি, তুমি আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না, এখন সত্ত্ব এই হস্তীতে বা এই রথে ওঠ; অথবা দীনরাক্ষস আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। দ্রৌপদী বললেন, আমি অবলা নই, সৌবীররাজের কাছে দীনবাক্য বলব না। গ্রীষ্মকালে শব্দক তৃণরাশির মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় অর্জুন তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন, অশ্বক ও বৃষ্ণি বংশীয় বীরগণের সঙ্গে জনার্দন আমার অনুসরণ করবেন। তুমি যখন অর্জুনের বাণবর্ষণ, ভীমের গদাঘাত এবং নকুল-সহদেবের ক্রোধ দেখবে তখন নিজ যদুধিষ্ঠির নিন্দা করবে।

জয়দ্রথ ধরতে এলে দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং পদুরোহিত ধৌম্যকে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্রথ ভূমি থেকে উঠে দ্রৌপদীকে সবলে রখে তুললেন। ধৌম্য এসে বললেন, জয়দ্রথ, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল পাণ্ডবদের পরাজিত না করে তুমি একে নিয়ে যেতে পার না। এই নীচ কর্মের ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। এই বলে ধৌম্য পদাতি সৈন্যের সঙ্গে মিশে দ্রৌপদীর পশ্চাতে চললেন।

৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মৃত্তি

পাণ্ডবগণ মৃগয়া শেষ করে বিভিন্ন দিক থেকে এসে একত্র মিলিত হলেন। বনমধ্যে পশুপক্ষীর রব শুনে যধিষ্ঠির বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে, আর মৃগবধের প্রয়োজন নেই। এই বলে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে রথারোহণে দ্রুতবেগে আগ্রমের দিকে চললেন। দ্রৌপদীর প্রিয়া ধাত্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে যধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি মলিন-মুখে কাঁদছ কেন? দেবী দ্রৌপদীর কোনও বিপদ হয় নি তো? বালিকা তার সুন্দর মুখ মুছে বললে, জয়দ্রথ তাঁকে সবলে হরণ করে নিয়ে গেছেন, তোমরা শীঘ্র তাঁর অনুসরণ কর। পদুমমালা যেমন শ্মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে কুকুর যেমন যজ্ঞের সোমরস চাটে, সেইরূপ ভয়বিহবলা দ্রৌপদীকে হয়তো কোনও অযোগ্য পুরুষ ভোগ করবে।

যধিষ্ঠির বললেন, তুমি সরে যাও, এমন কুৎসিত কথা বলো না। এই বলে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর অনুসরণে যাত্রা করলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা দেখলেন, সৈন্যদের অশ্বখরুর ধূলি উড়ছে, ধৌম্য উচ্চস্বরে ভীমকে ডাকছেন। পাণ্ডবগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রৌপদীকে দেখে ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন। পাণ্ডবদের ধ্বজাগ্র দেখেই দুরাখ্যা জয়দ্রথের ভয় হ'ল, তিনি তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আক্রমণ করুন। তখন দুই পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, পাণ্ডবগণের প্রত্যেকেই শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাকে বধ করলেন। কোটিকাস্য ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন। স্বপক্ষের বীরগণকে বিনাশিত দেখে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য বনমধ্যে পলায়ন করলেন। যধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম বললেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেব আর ধৌম্যকে নিয়ে আপনি আগ্রমে ফিরে যান।

মুঢ়ে সিংহরাজ যদি ইন্দ্রের সঙ্গে পাতালেও গিয়ে থাকে তথাপি সে জীবিত অবস্থায় আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, জয়দ্রথ (১) দুরাত্মা হ'লেও দৃঃশলা ও গান্ধারীকে স্মরণ করে তাকে বধ করা উচিত নয়। দ্রোণদী ক্রুপিত হ'য়ে বললেন, যদি আমার প্রিয়কার্ষ কৰ্তব্য মনে কর তবে সেই পদ্রুবাধম পাপী কুলাঙ্গারকে বধ করতেই হবে। যে শত্রু ভাষা বা রাজ্য হরণ করে তাকে কখনও মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। তখন ভীম আর অর্জুন জয়দ্রথের সম্মুখে গেলেন। যুধিষ্ঠির আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন, সমস্ত বিশৃঙ্খল হ'য়ে আছে এবং মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি বিপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন।

জয়দ্রথ এক ক্রোশ মাত্র দূরে আছেন শুনে ভীমার্জুন বেগে রথ চালালেন। অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অশ্বসকল বিনষ্ট হ'ল, তিনি পালাবার চেষ্টা করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, রাজপুত্র, তুমি এই বিক্রম নিয়ে নারীহরণ করতে গিয়েছিলে! নিবৃত্ত হও, অনুচরদের শত্রুর হাতে ফেলে পালাচ্ছ কেন? জয়দ্রথ থামলেন না, ভীম 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলে তাঁর পিছনে ছুটলেন। দয়ালু অর্জুন বললেন, ওকে বধ করবেন না।

বেগে গিয়ে ভীম জয়দ্রথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিণ্ড করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত করে তাঁর দৃই জানু নিজের জানু দিয়ে চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ মুর্ছিত হলেন। তাঁকে বধ করতে যুধিষ্ঠির বারণ করেছেন এই কথা অর্জুন মনে করিয়ে দিলে ভীম বললেন, এই পাপী কৃষ্ণকে কষ্ট দিয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি কি করব, যুধিষ্ঠির হচ্ছেন দয়ালু, আর তুমি মূর্খতার জন্য সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। এই বলে ভীম তাঁর অর্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে মর্দায়ে পাঁচুলো করে দিলেন। তার পর তিনি জয়দ্রথকে বললেন, মুঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র এই কথা বলবে যে তুমি আমাদের দাস। এই প্রতিজ্ঞা করলে তোমাকে প্রাণদান করব। জয়দ্রথ বললেন, তাই হবে। তখন ভীম ধূলিধূসরিত অচেতনপ্রায় জয়দ্রথকে বেঁধে রথে উঠিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললেন, একে ছেড়ে দাও। ভীম বললেন, আপনি দ্রোণদীকে বলুন, এই পাপাত্মা এখন পাণ্ডবদের দাস। যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে দ্রোণদী ভীমকে বললেন,

(১) ইনি ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দৃঃশলার স্বামী।

তুমি এর মাথায় পাঁচ জটা করেছে, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মৃত্তি দাও। বিহবল জয়দ্রথ মৃত্তি পেয়ে যদুধিষ্ঠির ও উপস্থিত মদুনিগণকে বন্দনা করলেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, পদ্রুদ্রাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মুক্ত হলে, আর এমন দ্রুদ্রাধম ক'রো না।

লজ্জিত দ্রুদ্রাধম জয়দ্রথ গঙ্গাম্বারে গিয়ে উমাপতি বিরূপাক্ষের শরণাপন্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দ্রথ বললেন, আমি যেন পশুপাণ্ডবকে যদুধিষ্ঠির জয় করতে পারি। মহাদেব বললেন, তা হবে না; অজ্ঞান ভিন্ন অপর পাণ্ডবগণকে সৈন্যসমেত কেবল এক দিনের জন্য তুমি জয় করতে পারবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

॥ রামোপাখ্যানপর্বাদ্যায় ॥

৫৪। রামের উপাখ্যান

যদুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য কোনও রাজার কথা আপনি জানেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, রাম যে দ্রুদ্রাধম ভোগ করেছিলেন, তার তুলনা নেই। যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় এই ইতিহাস বললেন।—(১)

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের চার মহাবল পুত্র ছিলেন—রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন। রামের মাতা কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মাতা সুমিথ্রা। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়। এখন রাবণের জন্মকথা শোন। পদুমস্ত্য নামে ব্রহ্মার এক মানসপুত্র ছিলেন, তাঁর পুত্র বৈশ্রবণ। এই বৈশ্রবণই শিবের সখা ধনপতি কুবের। ব্রহ্মার প্রসাদে তিনি রাক্ষসপুত্রী লঙ্কার অধিপতি হন এবং পদুমপক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তাঁর পিতাকে ভ্রাগ করে ব্রহ্মার সেবা করেছিলেন এজন্য পদুমস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে দেহান্তর গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় বিশ্রবা। বিভিন্ন রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার কতকগুলি সন্তান হয়—পদুমোৎকটর গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, ক্রাকার গর্ভে খর ও শূরপাণ্ডা এবং মালিনীর

(১) এই রামোপাখ্যান বায়ম্বীক-রামায়ণের সঙ্গে সর্বত্র মেলে না, সীতার বনবাস প্রভৃতি উত্তরকাণ্ডবর্ণিত ঘটনাবলী এতে নেই।

গর্ভে বিভীষণ। কুবেরের উপর ঈর্ষান্বিত হ'য়ে রাবণ কঠোর তপস্যা করেন, তাতে ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন যে, মানুষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর পরাভব হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং স্বয়ং লঙ্কার অধীশ্বর হলেন। কুবের গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাস্বা বিভীষণও তাঁর অনুসরণ করলেন।

রাবণের উৎপীড়নে কাতর হ'য়ে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করে ব্রহ্মার শরণাগত হলেন। ব্রহ্মা আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহের জন্য বিষ্ণু ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ বানরী আর ভল্লদকীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। দদুন্দভী নামে এক গন্ধবী মন্থরা নামে কুব্জরূপে জন্মগ্রহণ করলে।

বৃন্দ দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার সংকল্প করলেন তখন দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী রাজার কাছে এই বর আদায় করলেন যে রাম চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। পিতৃনৃত্য রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষ্মণও তাঁর অনুগমন করলেন। পুত্রশোকে দশরথের প্রাণবিয়োগ হ'ল। ভরত তাঁর মাতাকে ভৎসনা করে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রামকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছায় বিশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ ও আশ্রীস্বজন সহ চিত্রকূটে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নন্দিগ্রামে গিয়ে রামের পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্যচালনা করতে লাগলেন।

রাম চিত্রকূট থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শূর্পণখার জন্য জনস্থানবাসী খরের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা হ'ল। খর ও তার সহায় দুষণকে রাম বধ করলেন। শূর্পণখা তার ছিন্ন নাসিকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের সংকল্প করলেন। তিনি তাঁর পূর্ব অমাত্য মারীচকে বললেন, তুমি রত্নশৃংগ বিচিত্ররোমা মৃগ হয়ে সীতাকে প্রলুপ্ত কর। রাম তোমাকে ধরতে গেলে আমি সীতাকে হরণ করব। মারীচ অনিচ্ছায় রাবণের আদেশ পালন করলে। রাম মৃগরূপী মারীচের অনুসরণ করলেন, মারীচ শরাহিত হয়ে রামের তুল্য কণ্ঠস্বরে 'হা সীতা হা লক্ষ্মণ' বলে চিৎকার করে উঠল। সীতা ভয় পেয়ে লক্ষ্মণকে যেতে বললেন। লক্ষ্মণ তাঁকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সীতার কটু বাক্য শুনে অগত্যা রামের সন্ধানে গেলেন। এই সন্যোগে রাবণ সীতাকে হরণ করে আকাশপথে নিয়ে চললেন।

গুহ্যরাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন। তিনি সীতাকে রাবণের ক্রোড়ে

দেখে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হস্তে নিহত হলেন। সীতা তাঁর অলংকার খুলে ফেলতে লাগলেন। একটি পর্বতের উপরে পাঁচটি বানর বাসে আছে দেখে তিনি তাঁর পীতবর্ণ উত্তরীয় খুলে ফেলে দিলেন। রাবণ লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বন্দিণী করে রাখলেন।

রাম আশ্রমে ফেরবার পথে লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। তিনি উদ্বেগিত হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। রাম-লক্ষ্মণ ব্যাকুল হয়ে সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে মরণাপন্ন জটায়ুকে দেখতে পেলেন। সীতাকে নিয়ে রাবণ দক্ষিণ দিকে গেছেন এই সংবাদ ইঙ্গিতে জানিয়ে জটায়ু প্রাণত্যাগ করলেন।

যেতে যেতে রাম-লক্ষ্মণ এক কবন্ধরূপী রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হলেন এবং তার দুই বাহু কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে এক গন্ধর্ব নিগত হয়ে বললে, আমার নাম বিশ্বাবসু, গ্রাহ্যগণশাপে রাক্ষস হয়েছিলাম। তোমরা ঋষ্যমুক পর্বতে সূগ্রীবের কাছে যাও, সীতার উদ্ধারে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমুকে চললেন, পথে সূগ্রীবের সচিব হনুমানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হ'ল। তাঁরা সূগ্রীবের কাছে এসে সীতার উত্তরীয় দেখলেন। রামের সঙ্গে সূগ্রীবের সখ্য হ'ল। রাম জানলেন যে সূগ্রীবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধ্যা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ভ্রাতৃবধুকেও আত্মসাৎ করেছেন। রামের উপদেশে সূগ্রীব বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দুই ভ্রাতায় ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, সেই সময়ে রাম বালীকে শরাঘাত করলেন। রামকে ভৎসনা করে বালী প্রাণত্যাগ করলেন, সূগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্রমুখী বিধবা তারাকে পেলেন।

অশোকবনে সীতাকে রাক্ষসীরা দিবারাত্র পাহারা দিত এবং সর্বদা তর্জন করত। একদিন ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী তাঁকে বললে, সীতা, ভয় ত্যাগ কর। অবিবাহিত নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন যে রাম-লক্ষ্মণ কুশলে আছেন এবং শীঘ্রই সূগ্রীবের সঙ্গে এসে তোমাকে মুক্ত করবেন। আমিও এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি যে রাক্ষসসেনা ধ্বংস হবে।

সীতার উদ্ধারের জন্য সূগ্রীব কোনও চেষ্টা করছেন না দেখে রাম লক্ষ্মণকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সূগ্রীব বললেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, সীতার অব্যবহিত পর্ব-দিকে বানরদের পাঠিয়েছি, আর পাঁচ দিনের মধ্যে তারা ফিরে আসবে। তার পর একদিন হনুমান এসে জানালেন যে তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভক্ত সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। সমুদ্র রামকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্যদলে বিশ্বকর্মার পুত্র

নল আছেন, তাঁকে সেতু নির্মাণ করতে বল। রামের আজ্ঞায় সমুদ্রের উপর সেতু নির্মিত হ'ল, তা এখনও নলসেতু নামে খ্যাত। এই সময়ে বিভীষণ ও তাঁর চারজন সচিব এসে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাম সসৈন্যে এক মাস সেতুপথে সমুদ্র পার হলেন এবং লঙ্কায় সৈন্যসমাবেশ করলেন।

অঙ্গদ রাবণের কাছে গিয়ে রামের এই বার্তা জানালেন।—সীতাকে হরণ ক'রে তুমি আমার কাছে অপরাধী হয়েছ, কিন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লোকেও বিনষ্ট হবে। তুমি যেসকল ঋষি ও রাজর্ষি হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, নারীহরণ করেছ, তার প্রতিফল এখন পাবে। তুমি জানকীকে মুক্ত কর, নতুবা পৃথিবী রাক্ষসশূন্য করব। রাবণের আদেশে চার জন রাক্ষস অঙ্গদকে ধরতে গেল, তিনি তাদের বধ ক'রে রামের কাছে ফিরে এলেন।

রামের আজ্ঞায় বানররা লঙ্কার প্রাচীর ও গৃহাদি ভেঙে ফেললে। দুই পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, প্রহস্ত ধ্বংসক প্রভৃতি সেনাপতি এবং বহু রাক্ষস নিহত হ'ল। লক্ষ্মণ কুশভকর্ণকে বধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ মারাবলে অদৃশ্য হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে শরাঘাতে নির্জিত করলেন। সূগ্রীব মহৌষধি বিশাল্য দ্বারা তাদের সুস্থ করলেন। বিভীষণ জানালেন যে কুবেরের কাছ থেকে এক যক্ষ মন্ত্রিসম্মত জল নিয়ে এসেছে, এই জলে চোখ ধুলে অদৃশ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষ্মণ সূগ্রীব হনুমান প্রভৃতি সেই জল চোখে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধ করতে এলেন। বিভীষণ ইঙ্গিত করলেন যে ইন্দ্রজিৎ এখনও আহ্বিক করেন নি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উচিত। কিছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ শরাঘাতে ইন্দ্রজিৎের দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন।

পদ্রশোকে বিভ্রান্ত হয়ে রাবণ সীতাকে বধ করতে গেলেন। অবিন্ধ্য তাঁকে বললেন, স্মৃতিহত্যা অকর্তব্য, আপনি এ'র স্বামীকেই বধ করুন। রাবণ যুদ্ধভূমিতে এসে মারা সৃষ্টি করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহস্র অস্ত্রধারী রাক্ষস নির্গত হ'তে লাগল। তিনি রাম-লক্ষ্মণের রূপ গ্রহণ ক'রে ধাবিত হলেন। এই সময়ে ইন্দ্র সারথি মাতলি এক দিব্য রথ এনে রামকে বললেন, আপনি এই রথে চড়ে যুদ্ধ করুন। রাম রথারোহণ ক'রে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রাবণ এক ভীষণ শূল নিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন করলেন। তার পর তিনি তাঁর তুণ থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে প্রভাবান্বিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ ক'রে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অশ্ব রথ ও সারথি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, রাবণের ভস্ম পর্যন্ত রইল না।

রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বৃদ্ধ মন্ত্রী অবিন্যাস বিভীষণের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, সন্দর্ভিত্রা দেবী জ্ঞানকীকে গ্রহণ করুন। বাস্পাকুলনয়না শোকার্তা সীতাকে রাম বললেন, বৈদেহী, আমার যা কর্তব্য তা করেছি। আমি তোমার পতি থাকতে তুমি রাক্ষস-গৃহে বার্ষিক্যদশা পাবে তা হ'তে পারে না, এই কারণেই আমি রাবণকে বধ করেছি। আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। তুমি সন্দর্ভিত্রা বা অসন্দর্ভিত্রা যাই হও, কুঙ্করভুক্ত হবির ন্যায় তোমাকে আমি ভোগের জন্য নিতে পারি না।

এই দারুণ বাক্য শুনে সীতা ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় ভূপতিত হলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, এবং দিব্যমূর্তি রাজা দশরথ হংসযুক্ত বিমানে এসে দর্শন দিলেন। সীতা রামকে বললেন, রাজপুত্র, তোমার উপর আমার ক্রোধ নেই, শ্রীপদ্রুধের গতি আমার জানা আছে। যদি আমি পাপ করে থাকি তবে আমার অন্তঃকর প্রাণবায়ু আমাকে ত্যাগ করুন। যদি আমি স্বপ্নেও অন্য পদ্রুধকে চিন্তা না করে থাকি তবে বিধাতার নির্দেশে তুমিই আমার পতি থাক। তখন দেবতারা রামকে বললেন, অতি সৎস্বামী পাপও মৈথিলীর নেই, তুমি এ'ক গ্রহণ কর। দশরথ বললেন, বৎস, তোমার মঙ্গল হ'ক, চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, তুমি অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্যশাসন কর।

মৃত বানরগণ দেবগণের বরে পুনর্জীবিত হ'ল। সীতা হনুমানকে বরণ দিলেন, পুত্র, রামের কীর্তি যত দিন থাকবে তুমিও তত দিন বাঁচবে, দিব্য ভোগ্যবস্তু সর্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তার পর রাম সীতার সঙ্গে পদস্পক বিমানে বিষ্ণুকন্যায় ফিরে এলেন এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে সন্দর্ভিত্রাবাদির সঙ্গে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। নন্দিগ্রামে এলে ভারত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণ করলেন। শ্রুতভনকগ্রহযোগে বিশিষ্ট ও বামদেব রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সন্দর্ভিত্রা বিভীষণ প্রভৃতি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। রাম গোমতীতীরে মহাসুমারোহে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।

উপাখ্যান শেষ করে মার্কণ্ডেয় বললেন, বনবাসকালে রাম এইপ্রকার দারুণ বিপদ ভোগ করেছিলেন। যদ্বিধিষ্ঠির, তুমি শোক করো না, তোমার বীর ভ্রাতাদের সাহায্যে তুমিও শত্রুজয় করবে।

॥ পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বধ্যায় ॥

৫৫। সাবিদ্রী-সত্যবান

যদ্বিষ্ঠির বললেন, আমার নিজের জন্য বা ভ্রাতাদের জন্য বা রাজ্যনাশের জন্য আমার তত দুঃখ হয় না যত দ্রৌপদীর জন্য হয়। দুরাশ্বারা দ্যুতসভায় আমাদের যে ক্লেশ দিয়েছিল দ্রৌপদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন। আবার তাঁকে জয়দ্রথ হরণ করলে। এই দ্রুপদকন্যার তুল্য পতিব্রতা মহাভাগা কোনও নারীর কথা আপনি জানেন কি? মার্কণ্ডেয় বললেন, মহারাজ, তুমি রাজকন্যা সাবিদ্রীর ইতিহাস শোন, তিনি কুলস্বত্রীর সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।—

মদ্র দেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি সন্তানকামনায় সাবিদ্রী (১) দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ হোম করেন। আঠার বৎসর পূর্ণ হ'লে সাবিদ্রী ভুগ্ন হয়ে হোমকুণ্ড থেকে উঠে রাজাকে বর দিতে চাইলেন। অশ্বপতি বললেন, আমার বহু পুত্র হ'ক। সাবিদ্রী বললেন, তোমার অভিলাষ আমি পূর্বেই ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলাম, তাঁর প্রসাদে তোমার একটি তেজস্বিনী কন্যা হবে। আমি ভুগ্ন হয়ে ব্রহ্মার আদেশে এই কথা বলছি, তুমি আর প্রত্যাশ্তা করো না।

যথাকালে রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করলেন। দেবী সাবিদ্রী দান করেছেন এজন্য কন্যার নাম সাবিদ্রী রাখা হ'ল। মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতী হলেন, কিন্তু তাঁর তেজের জন্য কেউ তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন না। একদিন অশ্বপতি তাঁকে বললেন, পুত্রী, তোমাকে সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, কিন্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুমি নিজেই তোমার উপযুক্ত গৃহবান পতির অন্বেষণ কর। এই বলে রাজা কন্যার ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিলেন। সাবিদ্রী লজ্জিতভাবে পিতাকে প্রণাম করে বৃন্দ সচিবদের সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা করলেন। তিনি রাজর্ষিগণের তপোবন দর্শন এবং তীর্থস্থানে স্নাহগুণকে ধনদান করতে লাগলেন।

একদিন মদ্ররাজ অশ্বপতি সভায় বসে নারদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় সাবিদ্রী ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বললেন, রাজা, তোমার কন্যা

কোথায় গিয়েছিল? এ যদুবতী হয়েছে, পতির হস্তে সম্প্রদান করছ না কেন? রাজা বললেন, দেবর্ষি, সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়েছিলাম, এ কাকে বরণ করেছে তা শুনুন। পিতার আদেশে সাবিত্রী বললেন, শাল্ব দেশে দ্রুমত্বসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পুত্রও তখন বালক, এই সুযোগ পেয়ে শত্রু তাঁর রাজ্য হরণ করে। তিনি ভার্য্যা ও পুত্রের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং এখন সেখানেই তপশ্চর্যা করছেন। তাঁর পুত্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আমি তাঁকেই মনে মনে বরণ করেছি।

নারদ বললেন, হা, কি দুর্ভাগ্য, সাবিত্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ করেছে! তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সেজন্য ব্রাহ্মণরা তার সত্যবান নাম রেখেছেন। বাল্যকালে সে অশ্বপ্রিয় ছিল, মৃত্তিকার অশ্ব গড়ত, অশ্বের চিত্র আঁকত, সেজন্য তার আর এক নাম চিত্রাশ্ব। সে রুস্তিদেবের ন্যায় দাতা, শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণসেবী ও সত্যবাদী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তার একটিমাত্র দোষ আছে — এক বৎসর পরে তার মৃত্যু হবে।

রাজা বললেন, সাবিত্রী, তুমি আবার যাও, অন্য কাকেও বরণ কর। সাবিত্রী বললেন,

সকৃদংশো নিপতিতি স্কৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।

সকৃদাহ দদানীতি ব্রীণ্যেতানি স্কৃৎ স্কৃৎ॥

দীর্ঘায়দ্রুথবালপায়ঃ সগুণো নিগুণোহপি বা।

সকৃদ্বতো ময়া ভর্তা ন ম্বিতীয়ং বৃণোমাহম্॥

মনসা নিশ্চয়ং কৃষ্বা ততো বাচাভিধীয়তে।

ক্লিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

—পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবারই হয়, একবারই 'দিলাম' বলা হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মাত্র হয়। দীর্ঘায়দ্ বা অলপায়দ্, গুণবান বা গুণহীন, আমি একবারই পতিবরণ করেছি, ম্বিতীয় কাকেও বরণ করব না, লোকে আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তার পর বাক্যে প্রকাশ করে, তার পর কার্য করে; অতএব আমার মনই প্রমাণ (১)।

নারদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে, তাকে বরণ করা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কন্যাস্থির কর। নারদ আশীর্বাদ

(১) আমি মনে মনে পতি বরণ করেছি, বিবাহের তাই প্রমাণস্বরূপ।

ক'রে চ'লে গেলেন। রাজা অশ্বপতি বিবাহের উপকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শত্ৰুদিত্তের সাবিত্রী ও পদ্মরোহিতাদিকে নিয়ে দ্রুমত্সেনের আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

অশ্বপতি বললেন, রাজর্ষি, আমার এই সন্দ্রী কন্যাকে আপনি পদ্মবধূরূপে নিন। দ্রুমত্সেন বললেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসে আছি, আপনার কন্যা কি ক'রে কষ্ট সহিবেন? অশ্বপতি বললেন, সখ বা দঃখ চিরস্থায়ী নয়, আমার কন্যা আর আমি তা জানি। আমি আশা ক'রে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। দ্রুমত্সেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে সাবিত্রী-সত্যবানের বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। উপযুক্ত বসনভূষণ সহ কন্যাকে দান ক'রে অশ্বপতি আনন্দিতমনে প্রস্থান করলেন। তার পর সাবিত্রী তাঁর সমস্ত আভরণ খুলে ফেলে বস্কল ও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেন এবং সেবার দ্বারা শ্বশুর শশুড়ী ও স্বামীকে পরিতুষ্ট করলেন। কিন্তু নারদের বাক্য সর্বদাই তাঁর মনে ছিল।

এইরূপে অনেক দিন গত হ'ল। সাবিত্রী দিন গণনা ক'রে দেখলেন, আর চার দিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। তিনি দ্বিরাত্র উপবাসের সংকল্প করলেন। দ্রুমত্সেন দঃখিত হয়ে তাঁকে বললেন, তুমি অতি কঠোর ব্রত আরম্ভ করেছে, তিন রাত্রি উপবাস অতি দঃসাধ্য। সাবিত্রী উত্তর দিলেন, পিতা, আপনি ভাববেন না, আমি ব্রত উদ্যাপন করতে পারব। সত্যবানের মৃত্যুর দিনে সাবিত্রী পূর্বাহ্নের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গুরুজনদের প্রণাম ক'রে কৃতজ্ঞা হইয়া রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, অবিশ্বাস হও। সাবিত্রী ধ্যানস্থ হয়ে মনে মনে বললেন, তাই যেন হয়। শ্বশুর-শশুড়ী তাঁকে বললেন, তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবিত্রী বললেন, সূর্যাস্তের পর আহার করব এই সংকল্প করেছি।

সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমিও যাব, তোমার সংগ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি পূর্বে কখনও বনে যাও নি, পথও কষ্টকর, তার উপর উপবাস ক'রে দুর্বল হয়ে আছ, কি ক'রে পদব্রজে যাবে? সাবিত্রী বললেন, উপবাসে আমার কষ্ট হয় নি, যাবার জন্য আমার উৎসাহ হয়েছে, তুমি বারণ ক'রো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার পিতা-মাতার অনুমতি নাও, তা হ'লে আমার দোষ হবে না। সাবিত্রীর অনুরোধ শুনে দ্রুমত্সেন বললেন, সাবিত্রী আমাদের পদ্মবধূ হবার পর কিছু চেয়েছেন বলে মনে পড়ে না, অতএব এর অভিনাষ পূর্ণ হ'ক। পদ্মী, তুমি সত্যবানের সংগে সাবধানে যেয়ো। অনুমতি পেয়ে

সাবিত্রী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সন্তোষহৃদয়ে স্বামীঃ সঙ্গে গেলেন। যেতে যেতে সত্যবান পদ্মগঙ্গা নদী, পদ্মপত পর্বত প্রভৃতি দেখাতে লাগলেন। সাবিত্রী নিরন্তর স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন এবং নারদের বাক্য শ্রবণ করে তাঁকে মৃত জ্ঞান করলেন।

সত্যবান ফল পেড়ে তাঁর খালি ভরতি করলেন, তার পর কাঠ কাটতে লাগলেন। পরিশ্রমে তাঁর ঘাম হ'তে লাগল, মাথায় বেদনা হ'ল। তিনি বললেন, সাবিত্রী, আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি, আমার মাথা যেন শূল দিয়ে বিধেছে, দাঁড়াতে পারছি না। সাবিত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে বসে পড়লেন। মৃত্যুকাল পরে তিনি দেখলেন, এক দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ রক্তলোচন ভয়ংকর পদ্মবৃক্ষ পার্শ্বে এসে সত্যবানকে নিরীক্ষণ করছেন, তাঁর পরিধানে রক্তবাস, কেশ চূড়াবন্ধ, হস্তে পাশ। তাঁকে দেখে সাবিত্রী ধীরে ধীরে তাঁর স্বামীর মাথা কোল থেকে নামালেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিতহৃদয়ে কৃতাজ্ঞা হয়ে বললেন, আপনার মূর্তি দেখে বুঝেছি আপনি দেবতা। আপনি কে, কি ইচ্ছা করেন?

যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি পতিব্রতা তপস্চারিণী, এজন্য তোমার সঙ্গে কথা বলছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে, আমি এঁকে পাশবন্ধ করে নিয়ে যাব। সত্যবান ধার্মিক, গুণসাগর, সেজন্য আমি অনুচর না পাঠিয়ে নিজেই এসেছি। এই বলে যম সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গদুস্তপরিমাণ পদ্মবৃক্ষ (১) পাশবন্ধ করে টেনে নিলেন, প্রাণশূন্য দেহ শ্বাসহীন নিঃপ্রাণ নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রইল; যম দক্ষিণ দিকে চললেন। সাবিত্রীকে, পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, এখন ফিরে গিয়ে এ'র পারলৌকিক ক্রিয়া কর।

সাবিত্রী বললেন, আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও পতিপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গতি প্রতিহত হবে না। পতিভর্যা বলেন, একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিত্রতা হয়; সেই মিত্রতায় নিভর করে আপনাকে কিছু বলছি শুনুন। পতিহীনা নারীর পক্ষে বনে বাস করে ধর্মচরণ করা অসম্ভব। যে ধর্মপথ সাধুজনের সম্মত সকলে তারই অনুসরণ করে, অন্য পথে যায় না। সাধুজন গার্হস্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলেন।

যম বললেন, সাবিত্রী, তুমি অমর এসো না, শিব হও। তোমার শূদ্র

ভাষা আর যুক্তিসম্মত বাক্য শুনে আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর চাও। সত্যবানের জীবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। সাবিদ্রী বললেন, আমার শ্বশুর অশ্ব ও রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছেন, আপনার প্রসাদে তিনি চক্ষু লাভ করে অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হ'ন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখছি, তুমি ফিরে যাও।

সাবিদ্রী বললেন, স্বামীর নিকটে থাকলে আমার ক্লান্তি হবে কেন? তাঁর যে গতি আমারও সেই গতি। তা ছাড়া আপনার ন্যায় সজ্জনের সঙ্গে একবার মিলনও বাঞ্ছনীয়, তা নিষ্ফল হয় না, সেজন্য সাধুসঙ্গেই থাকা উচিত। যম বললেন, তুমি যে হিতবাক্য বললে তা মনোহর বদ্বিশ্বপ্রদ। সত্যবানের জীবন ভিন্ন শ্বিতীয় একটি বর চাও। সাবিদ্রী বললেন, আমার শ্বশুর তাঁর রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করুন, তিনি যেন স্বধর্ম পালন করতে পারেন।

যম বললেন, রাজকন্যা, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, আর পরিশ্রম করো না। সাবিদ্রী বললেন, দেব, আপনি জগতের লোককে নিয়মানুসারে সংযত রাখেন এবং আয়ুঃশেষে তাদেরই কর্ম্মানুসারে নিয়ে যান, আপনার নিজের ইচ্ছায় নয়; এজন্যই আপনার নাম যম। আমার আর একটি কথা শুনুন। কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করা, অনুগ্রহ ও দান করা—এই সনাতন ধর্ম্ম। জগতের লোক সাধারণত অস্পায়ু ও দুর্বল, সেজন্য সাধুজন শরণাগত অমিত্রকেও দয়্য করেন। যম বললেন, পিপাসিতের পক্ষে যেমন জল, সেইরূপ তোমার বাক্য। কল্যাণী, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও।

সাবিদ্রী বললেন, আমার পিতা পুত্রহীন, বংশরক্ষার্থ তাঁর যেন শতপুত্র হয়, এই তৃতীয় বর আমি চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তুমি বহুদূরে এসে পড়েছ, এখন ফিরে যাও। সাবিদ্রী বললেন, আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বামীর নিকটে আছি। আমার মন আরও দূরে ধাবিত হচ্ছে। আপনি বিবস্বানের (সূর্যের) পুত্র, সেজন্য আপনি বৈবস্বত; আপনি সমবদ্বিশ্বতে ধর্ম্মানুসারে প্রজ্ঞাপ্রদ করেন সেজন্য আপনি ধর্ম্মরাজ। আপনি সজ্জন, সজ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয় তেমন নিজের উপরেও হয় না।

যম বললেন, তুমি যা বলছ তেমন বাক্য আমি কোথাও শুনিনি। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও। সাবিদ্রী বললেন, আমার গর্ভে সত্যবানের ঔরসে যেন বলবীৰ্যশালী শতপুত্র হয়, এই চতুর্থ বর চাচ্ছি। যম

বললেন, বলবীৰ্য্যশালী শতপুত্র তোমাকে আনন্দিত করবে। রাজকন্যা, দূর পথে এসেছ, ফিরে যাও।

সাবিত্রী বললেন, সাধুজন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান করে অনুতপ্ত হন না। তাঁদের অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা সম্মান নষ্ট হয় না, তাঁরা সকলেরই রক্ষক। যম বললেন, তোমার ধর্মসম্মত হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনে তোমার প্রতি আমার ভক্তি হয়েছে। পতিব্রতা, তুমি আর একটি বর চাও।

সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পুণ্য না থাকলে আপনি দিতেন না। সেই পুণ্যবলে এই বর চাচ্ছি — সত্যবান জীবনলাভ করুন, পতি বিনা আমি মৃততুল্য হয়ে আছি। পতিহীন হয়ে আমি সুখ চাই না, স্বর্গ চাই না, প্রিয়বস্তু চাই না, বর্চিতেও চাই না। আপনি শতপুত্রের বর দিয়েছেন, অষ্ট আমার পতিকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বেঁচে উঠুন এই বর চাচ্ছি, তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে পাশমুক্ত করে যম হৃষ্টাচণ্ডে বললেন, তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, ইনি নীরোগ বলবান ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও ধর্মকার্য করে খ্যাতিলাভ করবেন।

যম চ'লে গেলে সাবিত্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলেন। তিনি সত্যবানের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, রাজপুত্র, তুমি বিশ্রাম করেছ, তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, যদি পার তো ওঠ। দেখ, রাত্রি গাঢ় হয়েছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ করে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, আমি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করে ধরে ছিলে। আমি নিদ্রাবস্থায় ঘোর অন্ধকার এবং এক মহাতেজা পুরুষকে দেখেছি। একি স্বপ্ন না সত্য? সাবিত্রী বললেন, কাল তোমাকে বলব। এখন রাত্রি গভীর হয়েছে, ওঠ, পিতা-মাতার কাছে চল। সত্যবান বললেন, এই ভয়ানক বনে নিবিড় অন্ধকারে পথ দেখতে পাবে না। সাবিত্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জন্মলে, তা থেকে অগ্নিদ্বনে আমাদের চারিদিকে জ্বালব, কাঠ আমাদের কাছেই আছে। তোমাকে রক্তের ন্যায় দেখাচ্ছে, যদি যেতে না পার তবে আমরা এখানেই রক্ষাধীন করব। সত্যবান বললেন, আমি সুস্থ হয়েছি, ফিরে যেতে ইচ্ছা করি। দিনমানোও যদি আমি আগ্রমের বাইরে বাই তবে পিতা-মাতা উদ্বেগ্ন হয়ে আমার অনুবেষণ করেন, বিলম্বের জন্য ভৎসনা করেন। আজ তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে তাই আমি ভাবছি।

সত্যবান শোকাকর্ষিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সাবিদ্রী তাঁর চোখ মুদ্রি দিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা দান ও হোম করে থাকি তবে এই রাতি আমার শব্দর শাশুড়ী আর স্বামীর পক্ষে শূন্য হ'ক। সাবিদ্রী তাঁর কেশপাশ সংযত করে দুই বাহু দিয়ে স্বামীকে তুললেন। সত্যবান তাঁর ফলের থলির দিকে তাকাচ্ছেন দেখে সাবিদ্রী বললেন, কাল নিয়ে খেয়ো, তোমার কুঠার আমি নিচ্ছি। ফলের থলি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে কুঠার নিয়ে সাবিদ্রী সত্যবানের কাছে এলেন এবং তাঁর বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ডান হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চললেন। সত্যবান বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে দ্রুত চল, আমি এখন সুস্থ হয়েছি, পিতামাতাকে শীঘ্র দেখতে চাই।

এই সময়ে দ্রুমৎসেন চক্ষু লাভ করলেন। সত্যবান না আসায় তিনি উদ্বেগিত হয়ে তাঁর ভাৰ্য্যা শৈব্যার সঙ্গে চারিদিকে উন্মত্তের ন্যায় খুঁজতে লাগলেন। আশ্রমবাসী ঋষিরা তাঁদের ফিরিয়ে এনে নানাপ্রকারের আশ্বাস দিলেন। এমন সময় সাবিদ্রী সত্যবানকে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন ব্রাহ্মণরা আগমন জ্ঞাপলেন এবং শৈব্য সত্যবান ও সাবিদ্রীর সঙ্গে সকলে রাজা দ্রুমৎসেনের নিকটে বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তিনি শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে ঘূমিয়ে পড়েছিলেন সেজন্য ফিরতে বিলম্ব হয়েছে। গৌতম নামে এক ঋষি বললেন, তোমার পিতা অকস্মাৎ চক্ষু লাভ করেছেন, তুমি এর কারণ জান না। সাবিদ্রী, তুমি বলতে পারবে, তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবতী সাবিদ্রী দেবীর ন্যায় শক্তিমতী মনে করি। যদি গোপনীয় না হয় তো বল।

সাবিদ্রী বললেন, নারদের কাছে শুনেছিলাম যে, আমার পতির মৃত্যু হবে। আজ সেই দিন, সেজন্য আমি পতির সঙ্গ ছাড়ি নি। তার পর সাবিদ্রী যমের আগমন, সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচটি বরদান প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। ঋষিরা বললেন, সাধবী, তুমি সদাশীল পদ্যবতী সদবংশীয়া; তুমোময় হৃদে নিমজ্জমান বিপদগ্রস্ত রাজবংশকে তুমি উদ্ধার করেছ। তার পর তাঁরা সাবিদ্রীর বহু প্রশংসা ও সম্মাননা করে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন।

পরদিন প্রভাতকালে শাম্বুদেশের প্রজারা এসে দ্রুমৎসেনকে জানালে যে তাঁর মন্ত্রী তাঁর শত্রুকে বিনষ্ট করেছেন এবং রাজাকে নিজে যাবার জন্য চতুরঙ্গ সৈন্য উপস্থিত হয়েছে। দ্রুমৎসেন তাঁর মহিষী, পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং সত্যবানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যথাকালে সাবিদ্রীর শত পুত্র হ'ল এবং অশ্বপতির ঔরসে মালবীর গর্ভে সাবিদ্রীর এক শত ভ্রাতাও হ'ল।

এই সাবিত্রীর উপাখ্যান যে ভক্তিসহকারে শোনে সে সুখী ও সববিষয়ে
সিদ্ধকাম হয়, কখনও দুঃখ পায় না।

॥ কুন্ডলাহরণপর্বাধ্যায় ॥

৫৬। কর্ণের কবচ-কুন্ডল দান

লোমশ মর্দনি যদ্বিধিষ্ঠিরকে জানিয়েছিলেন (১) যে ইন্দ্র কর্ণের সহজাত
কুন্ডল ও কবচ হরণ করে তাঁর শক্তিক্রয় করবেন। পান্ডবদের বনবাসের ষোড়শ
বৎসর প্রায় অতিক্রান্ত হলে ইন্দ্র তাঁর প্রতিজ্ঞাপালনে উদযোগী হলেন। ইন্দ্রের
অভিপ্রায় বৃদ্ধে সূর্য নিদ্রিত কর্ণের নিকট গেলেন এবং স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণের মূর্তিতে
দর্শন দিয়ে বললেন, বৎস, পান্ডবদের হিতের জন্য ইন্দ্র তোমার কুন্ডল ও কবচ হরণ
করতে চান। তিনি জানেন যে সাধুলোকে তোমার কাছে কিছ্‌দু চাইলে তুমি দান
কর। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে কবচ-কুন্ডল ভিক্ষা করতে তোমার কাছে যাবেন। তুমি
দিও না, তাতে তোমার আয়ুষ্কয় হবে।

কর্ণ প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আপনি কে? সূর্য বললেন, আমি সহস্রাংশু
সূর্য, তোমার প্রতি স্নেহের জন্য দেখা দিয়েছি। কর্ণ বললেন, বিভাবস, সকলেই
আমার এই ব্রত জানে যে প্রার্থী ব্রাহ্মণকে আমি প্রাণও দিতে পারি। ইন্দ্র যদি
পান্ডবদের হিতের জন্য ব্রাহ্মণবেশে কবচ-কুন্ডল ভিক্ষা করেন তবে আমি অবশ্যই
দান করব, তাতে আমার কীর্তি এবং ইন্দ্রের অকীর্তি হবে।

কর্ণকে নিবৃত্ত করবার জন্য সূর্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কর্ণ সম্মত
হলেন না। তিনি বললেন, আপনি উদ্ভিষ্ট হবেন না, অজর্দন যদি
কার্তবীৰ্য্যজর্দনের তুল্যও হয় তথাপি তাকে আমি যুদ্ধে জয় করব। আপনি তো
জানেন যে আমি পরশুরাম ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবল লাভ করেছি। সূর্য বললেন,
তবে তুমি ইন্দ্রকে এই কথ্য বলো, সহস্রাঙ্ক, আপনি আমাকে শত্নাশক অব্যর্থ শক্তি
অস্ত্র দিন তবে কবচ-কুন্ডল দেব। কর্ণ সম্মত হলেন।

প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে কর্ণ স্নানের পর জল থেকে উঠে সূর্যের স্তব করতেন,
সেই সময়ে ধনপ্রার্থী ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে আসতেন, তখন তাঁর কিছ্‌দু অদৈয় থাকত
না। একদিন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণ, তুমি যদি সত্যরত

হও তবে তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ছেদন করে আমাকে দাও। কর্ণ বললেন, তুমি স্ত্রী গো বাসস্থান বিশাল রাজ্য প্রভৃতি যা চান দেব, কিন্তু আমার সহজাত কবচ-কুণ্ডল দিতে পারি না, তাতেই আমি জগতে অবস্থা হয়েছি। ইন্দ্র আর কিছুই নেবেন না শুনেন কর্ণ সহাস্যে বললেন, দেবরাজ, আপনাকে আমি পূর্বেই চিনিছি। আমার কাছ থেকে বৃথা বর নেওয়া আপনার অযোগ্য। আপনি দেবগণের ও অন্য প্রাণিগণের ঈশ্বর, আপনারও উচিত আমাকে বর দেওয়া। ইন্দ্র বললেন, সূর্যই পূর্বে জানতে পারে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বৎস কর্ণ, আমার বস্ত্র ভিন্ন যা ইচ্ছা কর তা নাও। কর্ণ বললেন, আমার কবচ-কুণ্ডলের পরিবর্তে আমাকে অব্যর্থ শক্তি-অস্ত্র দিন যাতে শত্রুসংঘ ধ্বংস করা যায়।

ইন্দ্র একটু চিন্তা করে বললেন, আমার শক্তি তোমাকে দেব, তুমি তা নিক্ষেপ করলে একজন মাত্র শত্রুকে বধ করে সেই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে। কর্ণ বললেন, আমি মহাবুদ্ধি একজন শত্রুকেই বধ করতে চাই, যাকে আমি ভয় করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি এক শত্রুকে মারতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হরি নারায়ণ আচিন্ত্য প্রভৃতি বলে সেই কৃষ্ণই তাকে রক্ষা করেন। কর্ণ বললেন, যাই হোক আপনি আমাকে অমোঘ শক্তি দিন যাতে একজন প্রতাপশালী শত্রুকে বধ করা যায়। আমি কবচ-কুণ্ডল ছেদন করে দেব, কিন্তু আমার গাত্র যেন বিরূপ না হয়। ইন্দ্র বললেন, তোমার দেহের কোনও বিকৃতি হবে না। কিন্তু অন্য অস্ত্র থাকতে বা তোমার প্রাণসংশয় না হলে যদি অসাবধানে এই অস্ত্র নিক্ষেপ কর তবে তোমার উপরেই পড়বে। কর্ণ বললেন, আমি সত্য বলছি, পরম প্রাণসংশয় হলেই আমি এই অস্ত্র মোচন করব।

ইন্দ্রের কাছ থেকে শক্তি-অস্ত্র নিয়ে কর্ণ নিজের কবচ-কুণ্ডল কেটে ফেলেন, তা দেখে দেব দানব মানব সিংহনাদ করে উঠল। কর্ণের মৃত্যুর কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দিয়েছিলেন নৈজন্যই তাঁর নাম কর্ণ। ইন্দ্র কবচ-কুণ্ডল নিয়ে ইন্দ্র সহাস্যে চলে গেলেন। তিনি মনে করলেন, তাঁর বশ্যকারী কর্ণ যশস্বী হয়েছেন, পাণ্ডবরাও উপকৃত হয়েছেন।

॥ আরণ্যপর্বাদ্যায় ॥

৫৭। যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর

একদিন এক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, আমার অরণি আর মন্থ (১) গাছে টাঙানো ছিল, এক হরিণ এসে তার শিঙে আটকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা তা উদ্ধার করে দিন যাতে আমাদের অগ্নিহোত্রের হানি না হয়। যুধিষ্ঠির তখনই তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে হরিণের অব্যবহায়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা হরিণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ নিক্ষেপ করলেন কিন্তু বিদ্ধ করতে পারলেন না। তার পর সেই হরিণকে আর দেখা গেল না। পান্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দুঃখিতমনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসলেন।

নকুল বললেন, আমাদের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয় নি, আলস্যের ফলে কোনও কার্য অসিদ্ধ হয় নি, আমরা কোনও প্রার্থীকে কিরিয়ে দিই নি; কিন্তু আজ আমাদের শক্তির সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হ'ল কেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বিপদ কতপ্রকার হয় তার সীমা নেই, কারণও জানা যায় না; ধর্মই পাপপুণ্যের ফল ভাগ করে দেন। ভীম বললেন, দৃশ্যমান দ্রৌপদীর অপমান করেছিল তথাপি তাকে আমি বধ করি নি, সেই পাপে আমাদের এই দশা হয়েছে। অর্জুন বললেন, সতপুত্র কণ্ঠের তীক্ষ্ণ কটুবাক্য সহ্য করেছিলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুনি যখন দ্যুতে জয়ী হয় তখন আমি তাকে হত্যা করি নি সেজন্য এমন হয়েছে।

পান্ডবগণ তুষার্ত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল বটগাছে উঠে চারিদিক দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব নিকটেই জল পাওয়া যাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে তুণে করে জল নিয়ে এস।

নকুল জলের কাছে উপস্থিত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে শুনলেন অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে—বৎস, এই জল আমার অধিকারে আছে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর পান করো। পিপাসার্ত নকুল সেই কথা অগ্রাহ্য করে জলপান করলেন এবং তখনই ভূপতিত হলেন।

নকুলের বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও আকাশ-

(১) এক খণ্ড কাঠের উপর আর একটি দৃশ্যকর কাঠ মন্থন করে আগুন জ্বালা হ'ত। নীচের কাঠ অরণি, উপরের কাঠ মন্থ।

বাণী শুনলেন এবং জলপান করে ভূপতিত হলেন। তার পর যুধিষ্ঠির একে একে অঙ্গুর্ন ও ভীমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ববৎ জলপান করে ভূপতিত হলেন। দ্রাতারা কেউ ফিরে এলেন না দেখে যুধিষ্ঠির উদ্‌বিশ্ন হয়ে সেই জনহীন মহাবনে প্রবেশ করলেন এবং এক স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবরের তীরে ধনুর্বাণ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর দ্রাতারা প্রাণহীন নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছেন দেখে যুধিষ্ঠির শোকাবুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। দ্রাতাদের গায়ে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই, ভূমিতে অন্য কারও পদচিহ্ন নেই দেখে যুধিষ্ঠির ভাবলেন কোনও মহাপ্রাণী এঁদের বধ করেছে, অথবা দুর্যোধন বা শকুনি এই গদ্যস্তহত্যা করিয়েছে।

যুধিষ্ঠির সরোবরে নেমে জলপান করতে গেলেন এমন সময় উপর থেকে শুনলেন — আমি মৎস্যশৈবালভোজী বক, আমিই তোমার দ্রাতাদের পরলোকে পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যদি জলপান কর তবে তুমিও সেখানে যাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি কোন দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার দ্রাতাকে আপনি নিপাতিত করেছেন, আপনার অভিপ্রায় কি তা বন্ধুতে পারছি না, আমার অতান্ত ভয় হচ্ছে, কৌতূহলও হচ্ছে। ভগবান, আপনি কে? যুধিষ্ঠির এই উত্তর শুনলেন—আমি যক্ষ।

তখন তালবৃক্ষের ন্যায় মহাকায় বিকটাকার সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এক যক্ষ বৃক্ষে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজা, আমি বহুবীর্য বারুণ করেছিলাম তথাপি তোমার দ্রাতারা জলপান করতে গিয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। যুধিষ্ঠির, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর জলপান করো। যুধিষ্ঠির বললেন যক্ষ, তোমার অধিকৃত বস্তু আমি নিতে চাই না। তুমি প্রশ্ন কর, আমি নিজের বন্ধি অনুরূপে উত্তর দেব।

তার পর যক্ষ একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন, যুধিষ্ঠিরও তার উত্তর দিলেন। যথা —

যক্ষ। কে সূর্যকে উর্ধ্বে রেখেছে? কে সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে? কে তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির। ব্রহ্ম সূর্যকে উর্ধ্বে রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চতুর্দিকে বিচরণ করেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

য। ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি কারণে হয়? কোন ধর্মের জন্য তাঁরা সাধু? তাঁদের মানুস্যভাব কেন হয়? অসাধুভাব কেন হয়?

যদু। বেদাধ্যয়নের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যার ফলে সাধুতা; তাঁরা মরেন
এজন্য তাঁরা মানুষ, পরনিন্দার ফলে তাঁরা অসাধু হন।

য। ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সাধুধর্ম কি? মানুষ্যতাব কি? অসাধুতাব
কি?

যদু। অস্ব্যনিপদগতাই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই সাধুধর্ম, ভয় মানুষ্যতাব,
শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুতাব।

য। পৃথিবী অপেক্ষা গদ্রতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু
অপেক্ষা শীঘ্রতর কে? তৃণ অপেক্ষা বহুতর কে?

যদু। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গদ্রতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন
বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।

য। সুদ্রুত হয়েও কে চক্ষু মদ্রুত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত
হয় না? কার হৃদয় নেই? বেগ দ্বারা কে বৃশ্চি পায়?

যদু। মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মদ্রুত করে না, অশ্ব প্রস্রুত হয়েও স্পন্দিত
হয় না, পাখির হৃদয় নেই, নদী বেগ দ্বারা বৃশ্চি পায়।

য। প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মদ্রুত—এদের মিত্র কারা?

যদু। প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহবাসীর মিত্র ভাষা, আতুরের মিত্র চিকিৎসক,
মদ্রুতের মিত্র দান।

য। কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে শোক হয়
না? কি ত্যাগ করলে মানুষ্য ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে সুখী হয়?

যদু। অভিমান ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক
হয় না, কামনা ত্যাগ করলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়।

তার পর যক্ষ বললেন, বার্তা কি? আশ্চর্য কি? পন্থা কি? সুখী কে?
আমার এই চার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান কর।

যদুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

অগ্নিন্ মহামোহময়ে কটাহে

সূর্য্যাপিনা রাতিদিনেন্ধনেন।

মাসতুর্দবী পরিষট্টনেন

ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥

— এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণিসমূহকে পাক করছে, সূর্য তার অগ্নি,
রাতিদিন তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার আলোড়নের দবী (হাতা); এই বার্তা।

অহন্যাহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।

শেষাঃ স্থিরম্মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্॥

— প্রাণিগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হ'তে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে?

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্ন্য

নাসৌ মদ্বিনির্ঘস্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গদ্বাহায়ং

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মদ্বিনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গদ্বাহায় নিহিত, অতএব মহাজন (১) যাতে গেছেন তাই পন্থা।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পূর্ত্বাতি যো নরঃ।

অনুগী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

— হে জলচর বক, যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে সেই সদ্ধনী।

যক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ; এখন বল, পদ্রুদ্ব কে? সর্বধনেশ্বর কে?

যদ্বিধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,

দিবং স্পৃশতি ভূমিষ্ঠ শব্দঃ পদুগেন কর্মণা।

যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পদ্রুদ্ব উচ্যতে॥

তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সদ্ধদ্বংথে তথৈব চ।

অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ॥

— পদুগকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ থাকে তত কালই লোকে পদ্রুদ্বরূপে গণ্য হয়। প্রিয়-অপ্রিয়, সদ্ধদ্বংথ, অতীত ও ভবিষ্যৎ যিনি তুল্য জ্ঞান করেন তিনিই সর্বধনেশ্বর।

যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক ভ্রাতার নাম বল যাঁকে বাঁচাতে চাও। যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু নকুল জীবনলাভ করুন। যক্ষ বললেন, ভবীষ্যেন তোমার প্রিয় এবং অজ্ঞান তোমার অবলম্বন; এঁদের ছেড়ে দিয়ে বৈষ্ণব ভ্রাতা নকুলের জীবন চাচ্ছ কেন? যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, যদি আমি ধর্ম নষ্ট করি তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট

করবেন। যক্ষ, কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার পিতার ভাৰ্ষা, এঁদের দুজনেরই পুত্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আমি দুই মাতাকেই তুল্য জ্ঞান করি। যক্ষ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনুশংসতাই শ্রেষ্ঠ মনে কর, অতএব তোমার সকল ভ্রাতাই জীবনলাভ করুন।

ভীমাদি সকলেই গাত্ৰোত্থান করলেন, তাঁদের ক্ষুৎপিপাসা দূর হ'ল। যদুধিষ্ঠির যক্ষকে বললেন, আপনি অপরাজিত হয়ে এই সরোবরের তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কোন দেবতা? আমার এই মহাবীর ভ্রাতাদের নিপাতিত করতে পারেন এমন যোদ্ধা আমি দেখি না। এঁরা সূত্রে অক্ষতদেহে জাগরিত হয়েছেন। বোধ হয় আপনি আমাদের সুহৃৎ বা পিতা।

যক্ষ বললেন, বৎস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুমি বর চাও। যদুধিষ্ঠির বললেন, যার অরণি ও মন্থ হরণ নিয়ে গেছে সেই ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত না হয়। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমিই মৃগরূপে অরণি ও মন্থ হরণ করেছিলাম, এখন তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চাও। যদুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের দ্বাদশ বৎসর বনে অতিবাহিত হয়েছে, এখন ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত। আমরা যেখানেই থাকি, কোনও লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রূপে বিচরণ করলেও কেউ চিনতে পারবে না। তোমরা ত্রয়োদশ বৎসর বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে থেকো, তোমরা যেমন ইচ্ছা সেইপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারবে।

তার পর পাণ্ডবগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণকে অরণি ও মন্থ দিলেন।

৫৮। ত্রয়োদশ বৎসরের আরম্ভ

পাণ্ডবগণ তাঁদের সহবাসী তপস্বীগণকে কৃতাজ্জলি হয়ে বললেন, আপনারা জানেন যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কপট উপায়ে আমাদের রাজ্য হরণ করেছে, বহু দুঃখও দিয়েছে। আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে কষ্টে যাপন করেছি, এখন শেষ ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হয়েছে। আপনারা অনুমতি দিন, আমরা এখন অজ্ঞাতবাস করব। দুর্য্যোধন দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনি যদি আমাদের সন্ধান পায় তবে বিবম অনিষ্ট করবে।

যদুধিষ্ঠির বললেন, এমন দিন কি হবে যখন আমরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আবার নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অশ্রদ্ধাধ্বকণ্ঠে এই কথা বলে তিনি

মুছিত হলেন। ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সাম্বনাবার্কে যদ্বিষ্ঠিরকে প্রবোধিত করলেন। ভীম বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় আমরা এযাবৎ কোনও দঃসাহসের কর্ম করি নি। আপনি যে কর্মে আমাদের নিযুক্ত করবেন আমরা তা কখনও পরিত্যাগ করব না। আপনি আদেশ দিলেই আমরা অবিলম্বে শত্রুজয় করব।

আশ্রমস্থ ব্রাহ্মণগণ এবং বেদবিৎ যতি ও মুনীগণ যথাবিধি আশীর্বাদ করে পদনবীর দর্শনের অভিলাষ জানিয়ে চলে গেলেন। তার পর পশুপাণ্ডব খনদূর্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও পদুরোহিত ধোম্যের সঙ্গে যাত্রা করলেন এবং এক ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণার জন্য উপবিষ্ট হলেন।

বিরাটপর্ব

॥ পান্ডবপ্রবেশপৰ্বাধ্যায় ॥

১। অজ্ঞাতবাসের মন্তব্য

যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা রাজ্যত্যাগ করে দ্বাদশ বৎসর প্রবাসে আছি, এখন ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হয়েছে। এই শেষ বৎসর কষ্টে কাটাতে হবে। অর্জুন, তুমি এমন দেশের নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস করতে পারব। অর্জুন বললেন, যক্ষরূপী ধর্ম যে বর দিয়েছেন তার প্রভাবেই আমরা অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করতে পারব, তথাপি কয়েকটি দেশের নাম বলছি।—কুরুদেশের চারিদিকে অনেক রমণীয় দেশ আছে, যেমন পাণ্ডাল চৌদি মৎস্য শূরসেন পটচ্চর দশার্ণ মল্ল শাল্ব যদুগন্ধর কুলিতরাষ্ট্র সূদরাষ্ট্র অবন্তী। এদের মধ্যে কোন্টি আপনার ভাল মনে হয়? যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যদেশের রাজা বিরাট বলবান ধর্মশীল বদান্য ও বৃদ্ধ, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন, আমরা এক বৎসর বিরাটনগরে তাঁর কর্মচারী হয়ে থাকব।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপনি মৃদুস্বভাব লজ্জাশীল ধার্মিক, সামান্য লোকের ন্যায় পরগৃহে কি কর্ম করবেন? যুধিষ্ঠির বললেন, বিরাট রাজা দ্যুতপ্রিয়, আমি কক্ষ নাম নিয়ে ব্রাহ্মণরূপে তাঁর সভাসদ হব, বৈদ্য স্বর্ণ বা হস্তিদন্ত নির্মিত পাশক, জ্যোতীরস (১) নির্মিত ফলক এবং কৃষ্ণ ও লোহিত গদুটিকা নিয়ে অক্ষত্রীড়া করে রাজা ও তাঁর অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন করব। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলব যে পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম। বৃকোদর, বিরাটনগরে তুমি কোন্ কর্ম করবে?

ভীম বললেন, আমি বল্লব নাম নিয়ে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ হব, পাককার্কে নিপুণতা দেখিয়ে তাঁর সুশিক্ষিত পাচকদের হারিয়ে দেব। তা ছাড়া আমি রাশি রাশি কাঠ বয়ে আনব, প্রয়োজন হলে বলবান হস্তী বা বশুকে দমন করব। যদি কেউ আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে চায় তবে তাদের প্রহার করে ভূপাতিত

(১) মণিবিশেষ, bloodstone।

করব, কিন্তু বধ করব না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তী ও বৃষ দমন করতাম এবং তাঁর সুপকার ও মল্ল ছিলাম।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অজর্দন বললেন, আমি বৃহমলা নাম নিয়ে নপুংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ষণের চিহ্ন আছে তা বলয় দিয়ে ঢাকব, কানে উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং হাতে শাখা পরব, চুলে বেণী বাঁধব, এবং রাজভবনের স্ত্রীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাব। জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম।

নকুল বললেন, আমি অশ্বেষর রক্ষা ও চিকিৎসায় নিপুণ, গ্রন্থিক নাম নিয়ে আমি বিরাটরাজার অশ্বরক্ষক হব। নিজের পরিচয় এই দেব যে পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম।

সহদেব বললেন, আমি তন্তিপাল নাম নিয়ে বিরাট রাজার গোসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হব। আমি গরুর চিকিৎসা দোহর্নপদ্ধতি ও পরীক্ষা জানি; সুলক্ষণ বৃষও চিনতে পারি।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের এই ভাষা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয়। ইনি সেখানে কোন কর্ম করবেন? দ্রৌপদী সুকুমারী, অভিমানিনী, জন্মাবধি মাল্য গন্ধ ও বিবিধ বেশভূষায় অভ্যস্ত। দ্রৌপদী বললেন, যে নারী স্বাধীনভাবে পরগৃহে দাসীর কর্ম করে তাকে সৈরিন্দ্রী বলা হয়। কেশসংস্কারে নিপুণ সৈরিন্দ্রীর রূপে আমি যাব, বলব যে পূর্বে আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। রাজমহিষী সন্দেহে আমাকে আশ্রয় দেবেন, তুমি ভেবো না। যুধিষ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার সংকল্প ভাল। মহৎ কুলে তোমার জন্ম, তুমি সাধবী, পাপকর্ম জান না। এমন ভাবে চলো যাতে পাপাত্মা শত্রুরা সন্দেহী না হয়, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পারে।

২। ধৌম্যের উপদেশ—অজ্ঞাতবাসের উপক্রম

পুণ্ড্রপুণ্ড্র ও দ্রৌপদী নিজ নিজ কর্ম স্থির করার পর যুধিষ্ঠির বললেন, পুরোহিত ধৌম্য দ্রুপদ রাজার ভবনে যান এবং সেখানে অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন; তাঁর সংগে সারথি, পাচক আর দ্রৌপদীর পরিচারিকারাও যাক। রথগুলি নিয়ে ইন্দ্রসেন প্রভৃতি স্ৱরকায় চলে যাক। কেউ প্রশ্ন করলে সকলেই বলবে, পাণ্ডবরা কোথায় গেছেন তা আমরা জানি না।

ধোঁম্য বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ব্রাহ্মণ স্নহৃদ্বর্গ যান অস্টাদি এবং অগ্নিরক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে। যদ্বিধিষ্ঠির ও অজর্দন সর্বদা দ্রোপদীকে রক্ষা করবেন। এখন তোমাদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার জান, তথাপি রাজভবনে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আমি বলছি। — আমি রাজার প্রিয় এই মনে ক'রে রাজার যান পর্য্যন্ত আসন হস্তী বা রথে আরোহণ করা অন্তর্দীপ্ত। রাজা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্নী, যারা অন্তঃপদে থাকে, এবং যারা রাজার অপ্রিয় তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। অতি সামান্য কার্য ও রাজার জ্ঞাতসারে করবে। মতামত প্রকাশ করবার সময় রাজার যা হিতকর ও প্রিয় তাই বলবে, এবং প্রিয় অপেক্ষা হিতই বলবে। বাক্যসংযম ক'রে রাজার দক্ষিণ বা বাম পার্শ্ব বসবে, পশ্চাদ্ভাগে অস্ত্রধারী রক্ষীদের স্থান। রাজার সম্মুখে বসা সর্বদাই নিষিদ্ধ। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ করবে না। আমি বীর বা বদ্বিমান এই বলে গর্ব করবে না, প্রিয়কার্য করলেই রাজার প্রিয় হওয়া যায়। রাজার সকাশে ওষ্ঠ হস্ত বা জানু স্পর্শন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বায়ু ও নিষ্ঠীবন নিঃশব্দে তাগ করবে। ক্রৌড়কজনক কোনও আলোচনা হ'লে উন্মত্তের ন্যায় হাসবে না, মৃদুভাবে হাসবে। যিনি লাভে হর্ষ এবং অপমানে দুঃখ না দেখিয়ে অপ্রমত্ত থাকেন, রাজা কোনও লঘু বা গুরু কার্যের ভার দিলে যিনি বিচলিত হন না, তিনিই রাজভবনে বাস করতে পারেন। রাজা যে যান বস্ত্র ও অলংকারাদি দান করেন তা নিত্য ব্যবহার করলে রাজার প্রিয় হওয়া যায়। বৎস যদ্বিধিষ্ঠির, তোমরা এইভাবে এক বৎসর বাপন করো।

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, আপনি যে সদৃশপদেশ দিলেন তা মাতা কুন্তী ও মহার্মাতি বিদুর ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না। তার পর ধোঁম্য পাণ্ডবগণের সম্মুখিকামনার মন্ত্রপাঠ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। হোমোদ্গনি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ক'রে পণ্ডপাণ্ডব ও দ্রোপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন।

তাঁরা যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়ে পদব্রজে চললেন। দুর্গম পর্বত ও বন অতিক্রম ক'রে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাণ্ডালের দক্ষিণ, এবং যক্শলোম ও শূরসেন দেশের মধ্য দিয়ে পাণ্ডবগণ মৎস্য দেশে উপস্থিত হলেন। তাঁদের বর্ষা জলিন, মৃৎ শ্মশ্রুময়, হস্তে ধনু, কটিদেশে খড়্গ; কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমরা ব্যাধ। বিরাত-রাজধানীর অদূরে এসে দ্রোপদী অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, যদ্বিধিষ্ঠিরের আদেশে অজর্দন তাঁকে স্কন্ধে বহন ক'রে চলাতে লাগলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, আমরা যদি সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ করি তবে লোকে উদ্বেগ

হবে; অজ্ঞানের গাভীৰ ধনু অনেকই জানে, তা দেখে আমাদের চিনে ফেলবে। অজ্ঞান বললেন, শ্মশানের কাছে পৰ্বতশৃঙ্গে ওই যে বৃহৎ শমীবৃক্ষ রয়েছে তাতে আমাদের অস্ত্র রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পান্ডবগণ তাঁদের ধনু থেকে জ্যা বিষদ্রুত করলেন এবং দীৰ্ঘ উজ্জ্বল খড়্গ, তুণীর ও ক্ষুরধার বৃহৎ বাণ সকল ধনুর সঙ্গে বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দৃঢ় শাখায় অস্ত্রগুলি এমনভাবে রঞ্জিবস্থ করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তিনি একটি মৃতদেহ সেই বৃক্ষে বেঁধে দিলেন, যাতে পদাতিগণ পেয়ে লোকে কাছে না আসে। গোপাল মেষপাল প্রভৃতির প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদের মাতা, বয়স আশি বা এক শ, মৃতদেহ গাছে বেঁধে রাখাই আমাদের কুলধৰ্ম।

যুধিষ্ঠির নিজেদের এই পাঁচটি গদ্যস্ত নাম রাখলেন — জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দবল। তার পর সকলে সেই বিশাল নগরে প্রবেশ করলেন।

৩। বিরাটভবনে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন

বিরাট রাজার সভায় প্রথমে ব্রাহ্মণবেশী যুধিষ্ঠির উপস্থিত হলেন। তাঁর রূপ মেঘাবৃত সূৰ্য ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, তিনি বৈদূৰ্ঘ্যচিত স্বৰ্ণময় পাশক বস্ত্রাঞ্জে বেঁধে বাহুদলে ধারণ করে আছেন। তাঁকে দেখে বিরাট তাঁর সভাসদগণকে বললেন, ইনি কে? এঁকে ব্রাহ্মণ মনে হয় না, বোধ হয় ইনি কোনও রাজা; সঙ্গে গজ বাজি রথ না থাকলেও এঁকে ইন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। যুধিষ্ঠির নিকটে এসে বললেন, মহারাজ, আমি বৈয়াম্বপদ্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আমার সৰ্বস্ব বিনষ্ট হয়েছে, জীবিকার জন্য আপনার কাছে এসেছি। পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমার নাম কঙ্ক, আমি দ্যুতক্ৰীড়ায় নিপুণ।

বিরাট বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই মৎস্যদেশ শাসন কর। দ্যুতকারগণ আমার প্রিয়, আমি তোমার বশবর্তী হয়ে থাকব। যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ, এই বর দিন যেন দ্যুতক্ৰীড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে আমার বিবাদ না হয়, এবং আমি যাকে পরাজিত করব সে তার ধন আটকে রাখতে পারবে না। বিরাট বললেন, কেউ যদি তোমার অপ্রিয় আচরণ করে তবে আমি তাকে নিশ্চয় বধ করব, যদি সে ব্রাহ্মণ হয় তবে নির্বাসিত করব। সমাগত প্রজাবন্দ শোন — যেমন আমি তেমনই কঙ্ক এই রাজ্যের প্রভু। কঙ্ক, তুমি আমার সখা এবং আমার সমান, তুমি প্রচুর পানভোজন ও বস্ত্র পাবে, আমার ভবনের সকল দ্বার তোমার জন্য উদ্ঘাটিত

থাকবে, ভিতরে বাইরে সর্বত্র তুমি পরিদর্শন করতে পারবে। কেউ যদি অর্থাভাবের জন্য তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আমাকে জানিও, যা প্রয়োজন তাই আমি দান করব।

তার পর সিংহবিক্রম ভীম এলেন, তাঁর পরিধানে কৃষ্ণ বস্ত্র, হাতে খণ্ডিত হাতা ও কোষমুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অসি। বিরাট সভাস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সিংহের ন্যায় উন্নতশিক্ষিত অতি রূপবান কে এই যদুবা? ভীম কাছে এসে বিনীতবাক্যে বললেন, মহারাজ, আমি পাচক, আমার নাম বল্লব, আমি উত্তম ব্যঞ্জন রান্ধতে পারি, পূর্বে রাজা যদুধিষ্ঠির আমার প্রস্তুত সুপ প্রভৃতি ভোজন করতেন। আমার তুল্য বলবানও কেউ নেই, আমি বাহুযুদ্ধে পটু, হস্তী ও সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি আপনাকে তুষ্ট করব। বিরাট বললেন, তোমাকে আমি পাকশালার কর্মে নিযুক্ত করলাম, সেখানে যেসব পাচক আছে তুমি তাদের অধ্যক্ষ হবে। কিন্তু এই কর্ম তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি আসমদ্রু পৃথিবীর রাজা হবার যোগ্য।

অসিতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কুণ্ডিত কেশপাশ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে তুলে কৃষ্ণবর্ণ পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে আবৃত করে বিচরণ করছিলেন। বিরাট রাজার মহিষী কেকয়রাজকন্যা সন্দেহ প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে, কি চাও? দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, রাজ্ঞী, আমি সৈরিন্দ্রী, যিনি আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁর কর্ম করব। সন্দেহ বললেন, ভাবিনী, তুমি নিজেই দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য। তোমার পায়ের গ্রন্থি উচ্চ নয়, দুই উরু ঠেকে আছে, তোমার নাভি কণ্ঠস্বর ও স্বভাব নিম্ন, স্তন নীতম্ব ও নাসিকা উন্নত, পদতল করতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংসগদগদভাষিনী, স্নদ্যেশী সন্দৃতনী। তুমি কাশ্মীরী তুরগমীর ন্যায় সন্দর্শনা। তুমি কে? যক্ষী দেবী গন্ধবী না অঙ্গরা?

দ্রৌপদী বললেন, সত্য বলছি আমি সৈরিন্দ্রী। কেশসংস্কার চন্দনাদি পেষণ, বিচিত্র মালায়চনা প্রভৃতি কর্ম জানি। আমি পূর্বে কৃষ্ণের প্রিয় ভার্য্যা সত্যভামা এবং পাণ্ডবমহিষী কৃষ্ণার পরিচর্যা করতাম। তাঁদের কাছে আমি উত্তম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বসন পেতাম। দেবী সত্যভামা আমার নাম মালিনী রেখেছিলেন। সন্দেহ বললেন, রাজা যদি তোমার প্রতি লব্ধ না হন তবে আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদৃষ্টিতে তোমাকে দেখছে,

পদ্মদ্বারা মোহিত হবে না কেন? এখানকার বৃক্ষগুদালিও যেন তোমাকে নমস্কার করছে। সুন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখলে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসক্ত হবেন। ককটকী (স্ত্রী-কাঁকড়া) যেমন নিজের মরণের নিমিত্তই গর্ভধারণ করে, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ। দ্রৌপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পাঁচজন মহাবলশালী গন্ধর্ব যদু আমার স্বামী, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। আমি এখন ব্রতপালনের জন্যই কষ্ট স্বীকার করছি। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দেন না এবং আমাকে দিয়ে পা খোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পতিরা তুষ্ট হন। যে পদ্ম সামান্য স্ত্রীর ন্যায় আমাকে কামনা করে সে সেই রাত্রিতেই পরলোকে যার। সুদেষ্ठा বললেন, আনন্দদায়িনী, তুমি যেমন চাও সেই ভাবেই তোমাকে রাখব, কারও চরণ বা উচ্ছিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না।

তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ করে বিরাটের সভায় এলেন। রাজা বললেন, বৎস, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কি চাও? সহদেব গোপভাষায় গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, আমি অরিস্টনেমি নামক বৈশ্য, পূর্বে পাণ্ডবদের গোপরক্ষক ছিলাম। তাঁরা এখন কোথায় গেছেন জানি না, আমি আপনার কাছে থাকতে চাই। যদুধিষ্ঠিরের বহু লক্ষ গাভী ও বহু সহস্র বৃষ ছিল, আমি তাদের পরীক্ষা করতাম। লোকে আমাকে তান্তিপাল বলত। আমি দশযোজনব্যাপী গরুর দলও গণনা করতে এবং তাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পারি, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয় এবং রোগ না হয় তাও জানি। আমি সুলক্ষণ বৃষ চিনতে পারি যাদের মূত্র আত্মগ করলে বন্ধ্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার বিভিন্ন জাতীয় এক এক লক্ষ পশু আছে। সেই সমস্ত পশুর ভার তোমার হাতে দিলাম, তাঁদের পালকগণও তোমার অধীন থাকবে।

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন রূপবান বিশালকায় পদ্মদ্ব আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও সুবর্ণ নির্মিত বলয়, কেশরাশি উন্মুক্ত। নপদংসকবেশী অর্জুনকে বিরাট বললেন, তুমি হস্তিযুধপতির ন্যায় বলবান সুদর্শন যদু, অথচ বাহুতে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডল পরে বেণী উন্মুক্ত করে এসেছ। যদি রথে চড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধনুর্বাণ ধারণ করে আসতে তবেই তোমাকে মানাত। তোমার মত লোক ক্রীষ হতে পারে না এই আমার

বিশ্বাস। আমি বৃন্দ হইছি, রাজ্যভার থেকে মুক্তি চাই, তুমিই এই মৎস্যদেশ শাসন কর।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনার কন্যা উত্তরার শিক্ষার ভার আমাকে দিন। আমার এই ক্রীবরূপ কেন হয়েছে সেই দৃঃখময় বৃত্তান্ত আপনাকে পরে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃমাতৃহীন, আমাকে আপনার পুত্র বা কন্যা জ্ঞান করবেন। রাজা বললেন, বৃহন্নলা, তোমার অভীষ্ট কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নৃত্যাদি শেখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অর্জুনের ক্রীবরূপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অর্জুন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শিখিয়ে এবং প্রিয়কার্য করে তাঁদের প্রীতিভাজন হলেন।

তার পর আকাশচ্যুত সূর্যের ন্যায় নকুলকে আসতে দেখে মৎস্যরাজ বিরাট বললেন, এই দেবতুল্য পুরুষটি কে? এ সাগ্রহে আমার অশ্বসকল দেখছে, নিশ্চয় এই লোক অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হ'ক, সভাস্থ সকলের শ্রুত হ'ক। আমি যদুধিষ্ঠিরের অশ্বদলের তত্ত্বাবধান করতাম, আমার নাম গ্রন্থিক। অশ্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণালী, চিকিৎসা এবং দৃষ্ট অশ্বের সংশোধন আমার জ্ঞান আছে। বিরাট বললেন, আমার যত অশ্ব আছে সে সকলের তত্ত্বাবধানের ভার তোমাকে দিলাম, সারথি প্রভৃতিও তোমার অধীন হবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যদুধিষ্ঠিরের দর্শন পেয়েছি। ভূত্যের সাহায্য বিনা তিনি এখন কি করে বনে বাস করছেন?

সাগর পর্যন্ত পৃথিবীর বারী অধিপতি ছিলেন সেই পাণ্ডবগণ এইরূপে কণ্ঠ স্বীকার করে মৎস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন।

॥ সময়পালনপর্বাধ্যায় ॥

৪। মল্লগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ

যদুধিষ্ঠির বিরাট রাজা, তাঁর পুত্র এবং সভাসদবর্গ সকলেরই প্রিয় হলেন। তিনি অক্ষয়হৃদয়(১) জানতেন, সেজন্য যদুক্রীড়ায় সকলকেই সুদৃবন্দ্য পক্ষীর ন্যায়

(১) মহর্ষি বৃহদশ্বের নিকট লব্ধ। বনপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদের পাদটীকা এবং ১৯-পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছানুসারে চালিত করতেন। যুদ্ধার্থিতর যে ধন জয় করতেন তা বিরাটের অজ্ঞাতসারে ভ্রাতাদের দিতেন। ভীম যে মাংস প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য রাজার নিকট লাভ করতেন তা যুদ্ধার্থিতরাদিকে বিক্রয়(১) করতেন। অন্তঃপুরে অর্জুন যে সব জীর্ণ বস্ত্র পেতেন তা বিক্রয়ক্ষেত্রে অন্য ভ্রাতাদের দিতেন। নকুল-সহদেব ধন ও দ্রাব্যাদি দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রৌপদীও তাঁর পতিদের দেখতেন।

এইরূপে চার মাস গত হ'লে মৎস্যরাজধানীতে ব্রহ্মার উদ্দেশে মহাসমারোহে এক জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন হ'ল। এই মহোৎসবে নানা দিক থেকে অসংখ্য তুল্য বলবান বহুবিজয়ী মল্লগণ বিরাট রাজার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে জীমূত নামে এক মহামল্ল ছিল, সে অন্যান্য মল্লদের যুদ্ধে আহ্বান করলে, কিন্তু কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিরাট ভীমকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন। রাজাকে অভিবাদন করে ভীম অনিচ্ছায় রণে প্রবেশ করলেন এবং কটিদেশ বন্ধন করে জীমূতকে আহ্বান করলেন। মদমত্ত মহাকায় হস্তীর ন্যায় দৃষ্টির ঘোর বাহুযুদ্ধ হতে লাগল, তাঁরা হস্ত মৃষ্টি করতল নখ জানু পদ ও মস্তক দিয়ে পরস্পরকে সগর্জনে আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে ভীম জীমূতকে তুলে ধরে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং পেষণ করে বধ করলেন। কুবেরতুল্য ধনী বিরাট হৃষ্ট হয়ে তখনই ভীমকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন। তার পর ভীম আরও অনেক মল্লকে বিনষ্ট করলেন এবং অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিরাটের অজ্ঞায় সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

অর্জুন নৃত্যগীত করে রাজা ও অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন। নকুল অশ্বদের শিক্ষিত করে রাজাকে তুষ্ট করলেন। সহদেবও বৃষদের বিনীত করে রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পেলেন। দ্রৌপদী সূত্বী হলেন না, মহাবল পাণ্ডবদের কষ্টসাধ্য কর্ম দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

৥ কীচকবধপর্বাধ্যায় ॥

৫। কীচক, সূদেষ্ণা ও দ্রৌপদী

পাণ্ডবরা মৎস্য রাজধানীতে দশ মাস অজ্ঞাতবাসে কাটালেন। একদিন বিরাটের সেনাপতি কীচক তাঁর ভগিনী রাজমহিষী সূদেষ্ণার গৃহে পশ্চাননা

(১) যাতে লোকে তাঁদের ভ্রাতৃসম্পর্ক সন্দেহ না করে।

দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। তিনি কামাবিষ্ট হয়ে স্নদেষ্কার কাছে গিয়ে যেন হাসতে হাসতে বললেন, বিরাতভবনে এই রমণীকে আমি পূর্বে দেখি নি। মদিরা যেমন গন্ধে উন্মত্ত করে এই রমণীর রূপ সেইপ্রকার আমাকে উন্মত্ত করেছে। এই মনোহারিণী সন্দরী কে, কোথা থেকে এসেছে? এ আমার চিত্ত মথিত করেছে, এর সঙ্গে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ঔষধ নেই। তোমার এই পরিচারিকা যে কর্ম করছে তা তার যোগ্য নয়, সে আমার গৃহে এসে আমার সমস্ত সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব এবং গৃহ শোভিত করুক।

শৃগাল যেমন মৃগেন্দ্রকন্যার কাছে যায় সেইরূপ কীচক দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন, সন্দরী, তোমার রূপ ও প্রথম বয়স বৃথা নষ্ট হচ্ছে, পুরুষে যদি ধারণ না করে তবে পদুমমালা শোভা পায় না। চারুহাসিনী, আমার পদরাতন স্ত্রীদের আমি ত্যাগ করব, তারা তোমার দাসী হবে, আমি তোমার দাস হব। দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সূতপুত্র, আমি নিম্নবর্ণের সৈরিন্দ্রী, কেশসংস্কাররূপ হীন কার্য করি, আপনার কামনার যোগ্য নই। আমি পরের পত্নী, বীরগণ আমাকে রক্ষা করেন। যদি আমাকে পাবার চেষ্টা করেন তবে আমার গন্ধর্ব পতিগণ আপনাকে বধ করবেন। অবোধ বালক যেমন নদীর এক তীরে থেকে অন্য তীরে যেতে চায়, রোগার্ত যেমন কালরাত্রির প্রার্থনা করে, মাতৃক্লোড়স্থ শিশু যেমন চন্দ্র চায়, আপনি সেইরূপ আমাকে চাচ্ছেন।

দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক স্নদেষ্কার কাছে গিয়ে বললেন, সৈরিন্দ্রী যাতে আমাকে ভজনা করে সেই উপায় কর, তবেই আমার জীবনরক্ষা হবে। স্নদেষ্কা তাঁর ভ্রাতা কীচকের অভিলাষ, নিজের ইচ্ছা, এবং দ্রৌপদীর উদ্বেগ সম্বন্ধে চিন্তা করে বললেন, তুমি কোনও পর্বের উপলক্ষ্যে নিজের ভবনে সূরা ও অন্নাদি প্রস্তুত कराও, আমি সূরা আনবার জন্য সৈরিন্দ্রীকে তোমার কাছে পাঠাব, তখন তুমি নির্জন স্থানে তাকে চাটুবাঁক্যে সম্মত করিও।

উত্তম মদ্য, ছাগ শূকর প্রভৃতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়ে কীচক রাজমহিষীকে নিমন্ত্রণ করলেন। স্নদেষ্কা দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণী, তুমি কীচকের গৃহ থেকে পানীয় নিয়ে এস, আমার বুকু পিপাসা হয়েছে। দ্রৌপদী বললেন, রাজ্ঞী, আমি কীচকের কাছে যাব না। তিনি নিলজ্জ। আমি ব্যভিচারিণী হতে পারব না, আপনার কর্মে নিযুক্ত হবার কালে যে সময় (শর্ত) করেছিলাম তা আপনি জানেন। আপনার অনেক দাসী আছে, তাদের কাকেও পাঠান। স্নদেষ্কা বললেন, আমি তোমাকে পাঠালে কীচক তোমার কোনও অনিষ্ট

করবেন না। এই বলে তিনি দ্রোপদীকে একটি ঢাকনিযুক্ত স্বর্ণময় পানপাত্র দিলেন।

দ্রোপদী শিষ্ট তমনে সরোদনে কীচকের আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল সূর্যের আরাধনা করলেন। সূর্যের আদেশে এক রাক্ষস অদৃশ্যভাবে দ্রোপদীকে রক্ষা করতে লাগল।

৬। কীচকের পদাঘাত

দ্রোপদীকে দেখে কীচক আনন্দে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, সূর্যকেশী, আজ আমার সুপ্রভাত, তুমি আমার অধীশ্বরী, তোমাকে সুবর্ণহার শাখা কুণ্ডল কেয়ূর মণিরত্ন ও কোষেয় বস্ত্রাদি দেব। তোমার জন্য ঈদৃশ্য শয্যা প্রস্তুত আছে, সেখানে চল, আমার সঙ্গে মধুমাসধবী (মধুজাত মদ্য) পান কর। দ্রোপদী বললেন, রাজমহিষী আমাকে সূরা আনবার জন্য পাঠিয়েছেন। কীচক বললেন, দাসীরা তা নিয়ে যাবে। এই বলে তিনি দ্রোপদীর হাত এবং উত্তরীয় বস্ত্র ধরলেন, দ্রোপদী তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। কীচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রোপদী কম্পিত হই ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাত্মা কীচক ভূমিতে পড়ে গেল। দ্রোপদী দ্রুতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কীচক সঙ্গে সঙ্গে এসে রাজার সমক্ষেই দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করলেন। তখন সেই সূর্য্যবৃত্ত রাক্ষস বায়ুবেগে ধাবিত হয়ে কীচককে আঘাত করলে, কীচক ঘুরতে ঘুরতে ধ্বংসের ন্যায় ভূপতিত হলেন।

রাজসভায় যুদ্ধার্থিতর ও ভীম উপস্থিত ছিলেন। দ্রোপদীর অপমান দেখে কীচককে বধ করবার ইচ্ছায় ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগলেন। পাছে লোক তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে যুদ্ধার্থিতর নিজের অঙ্গদুষ্ঠ ভীমের অঙ্গদুষ্ঠে তাঁকে নিবারণ করলেন। দ্রোপদী তাঁদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে রুদ্ধমননে বিরাট রাজাকে যেন দণ্ড করে বললেন, যাঁদের শত্রু বহুদূরদেশে রাস করেও ভয়ে নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আমি মানিনী ভাষা, সেই আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করেছে! যাঁরা শরণাপন্নকে রক্ষা করেন সেই মহারথশূন্য আজ কোথায় আছেন? বিরাট যদি কীচককে ক্ষমা করে ধর্ম নষ্ট করেন তবে আমি কি করতে পারি? রাজা, আপনি কীচকের প্রতি রাজবৎ আচরণ করছেন না, আপনার ধর্ম দস্যুর ধর্ম, তা এই

রাজসভায় শোভা পাচ্ছে না। কীচক ধর্মজ্ঞ নয়, মৎস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদগণ তাঁর অনুবর্তী তাঁরাও ধর্মজ্ঞ নন।

সাপ্রদনয়না দ্রৌপদীর তিরস্কার শুনে বিরাট বললেন, সৈরিন্দ্রী, আমার অজ্ঞাতে তোমাদের কি বিবাদ হয়েছে তা আমি জানি না। তথ্য না জেনে আমি কি ক'রে বিচার করব? সভাসদগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং কীচকের নিন্দা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী যাঁর ভাষণ তিনি মহাভাগ্যবান। এরূপ বরবর্ণিনী মনুষ্যালোকে সুলভ নয়, বোধ হয় ইনি দেবী।

ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাট ঘর্মাক্ত হ'ল। তিনি বললেন, সৈরিন্দ্রী, তুমি এখানে থেকে না, দেবী সুদেষ্কার গৃহে যাও। আমার মনে হয় তোমার গন্ধর্ব পতিদের বিবেচনায় এই কাল ক্রোধের উপযুক্ত নয়, নতুবা তাঁরা প্রতিশোধের জন্য দ্রুতবেগে উপস্থিত হতেন। তুমি আর এখানে নটীর ন্যায় রোদন ক'রো না, তাতে এই রাজসভায় যারা দমুতক্রীড়া করছেন তাঁদের বিষয় হবে। তুমি যাও, গন্ধর্বগণ তোমার দঃখ দূর করবেন।

দ্রৌপদী বললেন, যাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দমুতাসক্ত সেই অতীব দয়ালুদের জন্যই আমাকে ব্রতচারিণী হ'তে হয়েছে। আমার অপমানকারীদের বধ করাই তাঁদের উচিত ছিল। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলে গেলেন। তাঁর রোদনের কারণ শুনে সুদেষ্কা বললেন, সুকেশী, আমার কথাতেই তুমি কীচকের কাছে সূরা আনতে গিয়ে অপমানিত হয়েছ, যদি চাও তবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক যাঁদের কাছে অপরাধী তাঁরাই তাকে বধ করবেন, সে আজই পরলোকে যাবে।

দ্রৌপদী নিজের বাসগৃহে গিয়ে গাথ ও বস্ত্র ধুয়ে ফেললেন। তিনি দঃখে কাতর হয়ে স্থির করলেন, ভীম ভিন্ন আর কেউ তাঁর প্রিয়কর্ম করতে পারবেন না। রাত্রিকালে তিনি শয্যা থেকে উঠে ভীমের গৃহে গেলেন, এবং দূর্গম বনে সিংহী যেমন সিংহকে আলিঙ্গন করে সেইরূপ ভীমকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, ভীমসেন, ওঠ ওঠ, মৃতের ন্যায় শুয়ে আছ কেন? যে জীবিত, তার ভাষাকে স্পর্শ ক'রে কোনও পাপী বাঁচতে পারে না। পাপিষ্ঠ সেনাপতি কীচক আমাকে পদাঘাত ক'রে এখনও বেঁচে আছে, তুমি কি ক'রে নিদ্রা যাচ্ছ?

ভীম জেগে উঠে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ে কেন এসেছ? সুখ দঃখ প্রিয় অপ্রিয় যা ঘটেছে সব বল। কৃষ্ণা, তুমি সর্ব কর্মে আমাকে বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মুক্ত করব। তোমার বক্তব্য বলে শীঘ্র নিজ গৃহে চলে যাও, যাতে কেউ জানতে না পারে।

৭। ভীমের নিকট দ্রোণদীর বিলাপ

দ্রোণদী বললেন, যদ্যধিষ্ঠির যার স্বামী সে শোক পাবেই। তুমি আমার সব দঃখ জ্ঞান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? দ্যুতসভায় দঃশাসন সকলের সমক্ষে আমাকে দাসী বলেছিল, সেই স্মৃতি আমাকে দঃখ করছে। বনবাসকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আমার চুল ধ'রে টেনেছিল, কে তা সহিতে পারে? আজ মৎস্যরাজের সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানের পন্থ আমার ন্যায় কোন নারী জীবিত থাকতে পারে? বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক দঃস্মৃতি কীচক সর্বদা আমাকে বলে—তুমি আমার ভার্ষা হও। ভীম, তোমার দ্যুতাসক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জনাই আমি অনন্ত দঃখ ভোগ করছি। তিনি যদি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র যান অশ্বাদি পশু পণ রাখতেন তবে-বহু বৎসর দিবসরাত্র খেললেও নিঃস্ব হতেন না। তিনি খেলায় প্রমত্ত হয়ে ঐশ্বর্য হারিয়েছেন, এখন মৃত্যুর ন্যায় নীরব হয়ে আছেন, মৎস্যরাজের পরিচারক হয়ে নরকভোগ করছেন। তুমি পাচক হয়ে বিরাটের সেবা কর দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়। সদ্দেষ্কার সমক্ষে তুমি সিংহ-ব্যাঘ্র-মহিষের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা দেখলে আমি মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থা দেখে তিনি তাঁর সপিণ্ণীদের বলেন, এক স্থানে বাস করার ফলে এই সৈরিন্দ্রী পাচক বল্লবের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে, সেজন্য তাকে হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে শোকাত্ত হয়; স্ত্রীলোকের মন দুঃজের, তবে এরা দুঃজনেই সুন্দর এবং পরস্পরের যোগ্য। দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অর্জুন এখন নপুংসক সেজে শাখা আর কুন্ডল প'রে বেণী বদলিয়ে কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। যাঁকে যত্ন করবার ভার কুন্তী আমাকে দিয়েছিলেন, সেই সংস্বভাব লজ্জাশীল মিষ্টভাষী সহদেব রক্তবসন প'রে গোপগণের অগ্রণী হয়ে বিরাটকে অভিবাদন করছেন এবং রাত্রিকালে গোবৎসের চর্মের উপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। রূপবান বৃন্দ্রিমান অস্ত্রবিশারদ নকুল এখন রাজার অশ্বরক্ষক হয়েছেন। দ্যুতাসক্ত যদ্যধিষ্ঠিরের জনাই আমি সৈরিন্দ্রী হয়ে সদ্দেষ্কার শৌচকার্যের সহায় হয়েছি। পান্ডবগণের মহিষী এবং দ্রুপদের দুহিতা হয়েছে আমি এই দুর্দশায় পড়েছি। কুন্তী ভিন্ন আর কারও জন্য আমি চন্দনাদি পেষণ করি নি। নিজের জন্যও নয়, এখন আমার দুই হাতে কত কড়া পড়েছে দেখ। কুন্তী বা তোমাদের কাকেও আমি ভয় করি নি, এখন কিংকরী হয়ে আমাকে বিরাটের সম্মুখে সম্মুখে দাঁড়াতে হয়—আমার প্রস্তুত বিলেপন তিনি ভাল খেলবেন কিনা এই সংশয়ে;

অন্যের পেষা চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভীম, আমি দেবতাদের অগ্রিয় কোনও কার্য করি নি, আমার মরা উচিত, অভাগিনী বলেই বেঁচে আছি।

শোকবিহ্বলা দ্রৌপদীর হাত ধরে ভীম সজলনয়নে বললেন, ধিক আমার বাহুবল, ধিক অজ্ঞানের গান্ধীব, তোমার রক্তাভ করযুগলে কড়া পড়েছে তাও দেখতে হ'ল! আমি সভামধ্যেই বিরাটের নিগ্রহ করতাম, পদাঘাতে কীচকের মস্তক চূর্ণ করতাম, মৎস্যরাজের লোকদেরও শাস্তি দিতাম, কিন্তু ধর্মরাজ কটাক্ষ করে আমাকে নিবারণ করলেন। কল্যাণী, তুমি আর অর্ধমাস কষ্ট সয়ে থাক, তার পর ঠয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে তুমি রাজাদের রাজ্ঞী হবে।

দ্রৌপদী বললেন, আমি দুঃখ সহিতে না পেরেই অশ্রুমোচন করছি, রাজা ষড়্ধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাছে বিরাট আমার রূপে অভিভূত হন এই আশঙ্কায় সূদেহা উদ্‌বিশ্ন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দুর্বলবশে দুরাত্মা কীচক আমাকে প্রার্থনা করছে। তোমরা যদি কেবল অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা পালনেই রত থাক, তবে আমি আর তোমাদের ভার্য্য থাকব না। মহাবল ভীমসেন, তুমি জটাসূরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, ভয়দ্রুথকে জয় করেছিলেন, এখন আমার অপমানকারী পাপিষ্ঠ কীচককে বধ কর, প্রস্তরের উপর মৎস্কুন্ডের ন্যায় তার মস্তক চূর্ণ কর। সে জীবিত থাকতে যদি সূর্যোদয় হয় তবে আমি বিব আলোড়ন করে পান করব, তার বশীভূত হব না। এই বলে দ্রৌপদী ভীমের বক্ষে লগ্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

৮। কীচকবধ

ভীম বললেন, যাক্সসেনী, তুমি যা চাও তাই হবে, আমি কীচককে সবাশ্ববে হত্যা করব। তুমি তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময় নৃত্যশালায় তোমার প্রতীক্ষা করে। কন্যারা সেখানে দিবসে নৃত্য করে, রাত্রিতে নিজের নিজের গৃহে চলে যায়। সেখানে একটি উত্তম পর্য্যেক আছে, তার উপরেই আমি কীচককে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব।

পরদিন প্রাতঃকালে কীচক রাজভবনে গিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, আমি রাজ-সভায় বিরাটের সমক্ষে তোমাকে পদাঘাত করেছিলাম, কেউ তোমাকে রক্ষা করে নি, কারণ আমি পরাক্রান্ত। বিরাট কেবল নামেই মৎস্যদেশের রাজা, বস্তৃত সেনাপতি আমিই রাজা। সুপ্রোগী, তুমি আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি।

শত দাসী, শত দাস এবং অশ্বতরীষদ্বক একটি রথও তোমাকে দেব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক, এই প্রতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা ভ্রাতা কেউ আমাদের সংগম জানতে পারবে না; আমি আমার গন্ধর্ব পতিদের ভয় করি। কীচক বললেন, ভীরু, আমি একাকীই তোমার শূন্য গৃহে যাব, গন্ধর্বরা জানতে পারবে না। দ্রৌপদী বললেন, রাগিত্তে নৃত্যশালা শূন্য থাকে, তুমি অন্ধকারে সেখানে যেয়ো।

কীচকের সঙ্গ্রে এইরূপ আলাপের পর সেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ দ্রৌপদীর কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হ'তে লাগল। তিনি পাকশালার ভীমের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন। ভীম আনন্দিত হয়ে বললেন, আমি সত্য ধর্ম ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করে বলছি, আমি গদ্যুত স্থানে বা প্রকাশ্যে কীচককে চূর্ণ করব, মৎস্যদেশের লোকে যদি যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেরও সংহার করব, তার পর দুর্যোধনকে বধ করে রাজ্যলাভ করব; যুদ্ধিষ্ঠির বিরাটের সেবা করতে থাকুন। দ্রৌপদী বললেন, বীর, তুমি আমার জন্য সত্যব্রত হলো না, কীচককে গোপনে বধ কর।

সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে সেইরূপ ভীম রাত্রিকালে নৃত্যশালার গিয়ে কীচকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সৈরিন্ধীর সঙ্গ্রে মিলনের আশায় কীচক সুদর্শিত হয়ে সেই অন্ধকারময় বৃহৎ গৃহে এলেন এবং শয্যায় শয়ান ভীমকে স্পর্শ করে আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন, তোমার গৃহে আমি বহু ধন, রত্ন, পরিচ্ছদ ও দাসী পাঠিয়ে দিয়েছি; আর দেখ, আমার গৃহের সকল স্ত্রীরাই বলে যে আমার তুল্য সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নেই।

ভীম বললেন, আমার সৌভাগ্য যে তুমি সুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করছ; তোমার তুল্য স্পর্শ আমি পূর্বে কখনও পাই নি। তার পর মহাবাহু ভীম সহসা শয্যা থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পার্শ্বিষ্ঠ, সিংহ যেমন হস্তীকে করে সেইরূপ আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ করব, তোমার ভগিনী তা দেখবেন; তুমি নিহত হ'লে সৈরিন্ধী অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁর স্বামীরাও সুখী হবেন। এই বলে ভীম কীচকের কেশ ধরলেন, কীচকও ভীমের দুই বাহু ধরলেন। বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় তারা বাহুযুদ্ধে রত হলেন।

প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে ঘূর্ণিত করে সেইরূপ ভীম কীচককে গৃহ মধ্যে মণ্ডালিত করতে লাগলেন। ভীমের হাত থেকে ঈষৎ মুক্ত হয়ে কীচক জানুর আঘাতে ভীমকে ভূতলে ফেললেন। ভীম তখনই উঠে আবার আক্রমণ করলেন। তাঁর প্রহারে কীচক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেন, ভীম তখন দুই বাহু দ্বারা কীচককে ধরে তাঁর কণ্ঠদেশ নিপীড়িত করতে লাগলেন। কীচকের সর্বাঙ্গ ভগ্ন হ'ল। ভীম তাঁকে

ভূতলে ঘূর্ণিত ক'রে বললেন, ভাষাকে যে পদাঘাত করেছিল সেই শব্দকে বধ ক'রে আজ আমি ভ্রাতাদের কাছে ঋণমুক্ত হব, সৈরিন্দ্রীর কণ্টক দূর করব।

কীচকের প্রাণ বহির্গত হ'ল। পদ্রাকালে মহাদেব যেমন গজাসুরকে করেছিলেন, ক্রুদ্ধ ভীমসেন সেইরূপ কীচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট ক'রে দিলেন। তার পর তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে সেই মাংসপিণ্ড দেখিয়ে বললেন, পাণ্ডালী, কামুকটাকে কি করেছি দেখ। ভীমের ক্রোধের শান্তি হ'ল, তিনি পাকশালায় চ'লে গেলেন। দ্রৌপদী নৃত্যশালার রক্তকদের কাছে গিয়ে বললেন, পরশ্রী-লোভী কীচক আমার গন্ধর্ব পতিদের হাতে নিহত হয়ে প'ড়ে আছে, তোমরা এসে দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কীচকের রুধিরাক্ত দেহ দেখে তার হাত পা মূণ্ড গলা কোথায় গেল অনুসন্ধান করতে লাগল।

৯। উপকীচকবধ—দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা

কীচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেঁচন ক'রে কাঁদতে লাগল। স্থলে উদ্ভূত কচ্ছপের ন্যায় একটা পিণ্ড দেখে তারা ভয়ে রোমাণ্ডিত হ'ল। সূতপুত্রগণ (১) যখন অন্ত্যেষ্টিক্রমের জন্য মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা দেখলে অদূরে একটা স্তম্ভ ধ'রে দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে আছেন। উপকীচকরা বললে, ওই অসতীটাকে কীচকের সৎগে দণ্ড কর, ওর জনাই তিনি হত হয়েছেন। তারা বিরাটের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলে তিনি সম্মত হলেন, কারণ কীচকের বান্ধবরাও পরাক্রান্ত।

উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে চলল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্বল শোন, মহাবীর গন্ধর্বগণ শোন—সূত-পুত্রগণ আমাকে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। ভীম সেই আহবান শব্দে তখনই শয্যা থেকে উঠে বললেন, সৈরিন্দ্রী, ভয় নেই। তিনি বেশ পরিবর্তন ক'রে অশ্রু দিয়ে নির্গত হয়ে প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সূতগণের সম্মুখীন হলেন। চিতার নিকটে একটি শব্দক বৃহৎ বৃক্ষ দেখে তিনি উৎপাটিত ক'রে স্কন্ধে নিলেন এবং দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে উপকীচকরা ভয় পেয়ে বললেন, ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব বৃক্ষ নিয়ে আসছে, সৈরিন্দ্রীকে শীঘ্র মৃত্তি দাও। তারা দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়ে রাজধানীর দিকে পালাতে গেল, সেই এক শ পাঁচজন উপকীচককে ভীম যমালয়ে পাঠালেন।

(১) এরা কীচকের ভ্রাতৃসম্পর্কীয় বা উপকীচক।

তার পর তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, কৃষ্ণা, আর ভয় নেই, তুমি রাজভবনে ফিরে যাও, আমিও অন্য পথে পাকশালায় যাচ্ছি।

প্রাতঃকালে মৎস্যদেশের নরনারীগণ সেনাপতি কীচক ও তাঁর এক শ পাঁচজন বান্ধব-নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। তারা রাজার কাছে গিয়ে সেই সংবাদ দিয়ে বললে, সৈরিন্দ্রী আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে রূপবতী সেজন্য পদ্রুঘরা তাকে কামনা করবে, গন্ধর্বরাও মহাবল। মহারাজ, সৈরিন্দ্রীর দোষে যাতে আপনার রাজধানী বিনষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করুন।

কীচক ও উপকীচকগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আদেশ দিয়ে বিরাট সন্দেহকে বললেন, তুমি সৈরিন্দ্রীকে এই কথা বল—সুন্দরী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাও; রাজা গন্ধর্বদের ভয় করেন, তিনি নিজের এ কথা তোমাকে বলতে পারেন না, সেজন্য আমি বলছি।

মুন্ডিলাভের পর দ্রৌপদী তাঁর গাত্র ও বস্ত্র ধৌত করে রাজধানীর দিকে চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গন্ধর্বের ভয়ে প্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। পাকশালার নিকটে এসে ভীমসেনকে দেখে দ্রৌপদী সহাস্য বললেন, গন্ধর্বরাজকে নমস্কার, যিনি আমাকে মুক্ত করেছেন। ভীম উত্তর দিলেন, এই নগরে যে পদ্রুঘরা আছেন তাঁরা এখন তোমার কথা শুনে ঋণমুক্ত হলেন।

তার পর দ্রৌপদী দেখলেন, নৃত্যশালায় অর্জুন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। কন্যারা বললে, সৈরিন্দ্রী, ভাগ্যক্রমে তুমি মুন্ডিলাভ করেছ এবং তোমার অনিষ্টকারী কীচকগণ নিহত হয়েছে। অর্জুন বললেন, তুমি কি করে মুক্ত হ'লে, সেই পাপীরাই বা কি করে নিহত হ'ল তা সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদী বললেন, বৃহস্পতি সৈরিন্দ্রীর কথায় তোমার কি প্রয়োজন? তুমি তো কন্যাদের মধ্যে সুখে আছ, আমার ন্যায় দুঃখভোগ কর না। অর্জুন বললেন, কল্যাণী, বৃহস্পতিও মহাদুঃখ ভোগ করেছে, সে এখন পশুতুল্য হয়ে গেছে তা তুমি বুঝছ না। আমরা এক স্থানেই বাস করি, তুমি কণ্ট পেলে কে না দুঃখিত হয়?

দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে সন্দেহের কাছে গেলেন। রাজার আদেশ অনুসারে সন্দেহা বললেন, সৈরিন্দ্রী, তুমি শীঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাও। তুমি যুবতী ও রূপে অনুপমা, রাজাও গন্ধর্বদের ভয় করেন। দ্রৌপদী বললেন, আর তের দিনের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, তার পর আমার গন্ধর্ব পতিগণ তাঁদের কর্ম সমাপ্ত করে আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদেরও সকলের মঙ্গল করবেন।

॥ গোহরণপৰ্বাধ্যায় ॥

১০। দুর্যোধনাদির মন্ত্ৰশা

পান্ডবরা কোথায় অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানবার জন্য দুর্যোধন নানা দেশে চর পাঠিয়েছিলেন। তারা এখন হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তাঁকে বললে, মহারাজ, আমরা দর্শনম বনে ও পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে ও নগরে বহু অন্বেষণ করেও পান্ডব-দেয় পাই নি। তাঁদের সারাথিরা স্নানকায় গেছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে নেই। পান্ডবগণ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়েছেন। একটি প্রিয় সংবাদ এই—মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি দুরাস্মা কীচক যিনি ত্রিগত দেশীয় বীরগণকে বার বার পরাজিত করেছিলেন—তিনি আর জীবিত নেই, অদৃশ্য গন্ধর্বগণ রাত্রিযোগে তাঁকে এবং তাঁর ভ্রাতাদের বধ করেছে।

দুর্যোধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অঙ্গকালই অবশিষ্ট আছে, এই কালও যদি তারা অতিক্রম করে তবে তাদের সত্য রক্ষা হবে এবং তার ফল কৌরবদের পক্ষে দুঃখজনক হবে। এখন এর প্রতিকারের জন্য কি করা উচিত তা আপনারা শীঘ্র স্থির করুন। কণ বললেন, আর একদল অতি ধূর্ত গদ্যুতচর পাঠাও, তারা সর্বত্র গিয়ে অন্বেষণ করুক। দুর্যোধন বললেন, আমারও সেই মত; পান্ডবরা হয়তো নিগৃহ হয়ে আছে, বা সমুদ্রের অপর পারে গেছে, বা মহারণ্যে হিংস্র পশুগণ তাদের ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তারা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে।

দ্রোণাচার্য বললেন, পান্ডবদের ন্যায় বীর ও বুদ্ধিমান পুরুষরা কখনও বিনষ্ট হন না; আমি মনে করি তাঁরা সাবধানে আসন্নকালের প্রতীক্ষা করছেন। তোমরা বিশেষরূপে চিন্তা করে যা যুক্তিসঙ্গত তাই কর। ভীষ্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক বলেছেন, পান্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও নিজবীর্যে রক্ষিত, তাঁরা উপযুক্ত কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকের যে ধারণা, আমার তা নয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, কোনও গদ্যুতচর তাঁর সম্মান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, পান্ডবদের আত্মপ্রকাশের কাল আসন্ন, সময় উত্তীর্ণ হ'লেই তাঁরা নিজ রাজ্য অধিকারের জন্য উৎসাহী হবেন। দুর্যোধন, তুমি নিজের বল ও কোষ বৃদ্ধি কর, তার পর অবস্থা বুঝে সন্ধি বা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ো।

ত্রিগতদেশের অধিপতি সুশর্মা দুর্যোধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য:

ও শাস্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজিত করেছিল। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, মৎস্যরাজ বিরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপীড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর কীচক তাঁর সেনাপতি ছিলেন। সেই নিষ্ঠুর দুরাত্মা কীচককে গন্ধর্বরা বধ করেছে, তার ফলে বিরাট এখন অসহায় ও নিরুৎসাহ হয়েছেন। আমার মতে এখন বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। আমরা তাঁর ধনরত্ন, গ্রামসমূহ বা রাষ্ট্র অধিকার করব, বহু সহস্র গো হরণ করব। কিংবা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর পৌরুষ নষ্ট করব, অথবা তাঁর সমস্ত সৈন্য সংহার করে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার বলবৃদ্ধি হবে।

কর্ণ বললেন, সদৃশর্মা কালোচিত হিতবাক্য বলেছেন। আমাদের সেনাদল একত্র বা বিভক্ত হয়ে যাত্রা করুক। অর্থহীন বলহীন পৌরুষহীন পাণ্ডবদের জন্য আমাদের ভাববার প্রয়োজন কি, তারা অন্তর্হিত হয়েছে অথবা যমালয়ে গেছে। এখন আমরা নিরুদ্বেগে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে গো এবং বিবিধ ধনরত্ন হরণ করব।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দিন সদৃশর্মা সৈন্যে বিরাটরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উপস্থিত হলেন। পরদিন কৌরবগণও গেলেন।

১১। দক্ষিণগোগ্রহ ১ — সদৃশর্মার পরাজয়

পাণ্ডবগণের নির্বাসনের ত্রয়োদশ বর্ষ যেদিন পূর্ণ হল সেই দিনে সদৃশর্মা বিরাটের বহু গোধন হরণ করলেন। একজন গোপ বেশে রাজসভায় গিয়ে বিরাটকে বললে, মহারাজ, ত্রিগর্তদেশীয়গণ আমাদের নির্জিত করে শতসহস্র গো হরণ করেছে। বিরাট তখনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্তুত হতে আশ্রয় দিলেন। বিরাট, তাঁর ভ্রাতা শতানীক এবং জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শংখ রত্নভূষিত অশ্বেদার্ম পরে সজ্জিত হলেন। বিরাট বললেন, কৃষ্ণ বল্লব তন্তিপাল ও গ্রন্থিক এরাও বীর্যবান এবং যুদ্ধ করতে সমর্থ; এদেরও অস্ত্রশস্ত্র কবচ আর রথ দাও। রাজার আজ্ঞানুসারে শতানীক যুধিষ্ঠিরাদিকে অস্ত্র রথ ইত্যাদি দিলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে মৎস্যরাজের বাহিনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হলে মৎস্যসেনার সঙ্গে ত্রিগর্তসেনার সংঘর্ষ হল।

দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। সদৃশর্মা ও বিরাট মৈত্রথ যুদ্ধে

(১) বিরাট রাজ্যের দক্ষিণে যে সব গরু ছিল তাদের গ্রহণ বা হরণ।

নিযুক্ত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সুশর্মা বিরাতকে পরাজিত করলেন এবং তাঁকে বন্দী করে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে চললেন। মৎস্যসেনা ভয়ে পালাতে লাগল। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, মহাবাহু, তুমি বিরাতকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত কর, আমরা তাঁর গৃহে সুখে সম্মানে বাস করছি, তার প্রতিদান আমাদের কর্তব্য। ভীম একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাচ্ছে। দেখে যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করো না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি ধনু খড়্গ পরশু প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র নাও।

পাণ্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাতের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ করতে লাগল। যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব সকলেই বহুশত ষোড়শাকে বিনষ্ট করলেন। তার পর যুধিষ্ঠির সুশর্মার প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম সুশর্মার অশ্ব সারথি ও পৃষ্ঠরক্ষকদের বধ করলেন। বন্দী বিরাত সুশর্মার রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং সুশর্মার গদা কেড়ে নিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন। বিরাত বন্ধ হ'লেও গদাহস্তে যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ভীম সুশর্মার কেশাকর্ষণ করে ভূমিতে ফেলে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন, সুশর্মা মর্দিত হলেন। ত্রিগর্ত-সেনা ভয়ে পালাতে লাগল।

সুশর্মাকে বন্দী করে এবং গরু উদ্ধার করে পাণ্ডবরা বিরাতের কাছে গেলেন। ভীম ভাবলেন, এই পাপী সুশর্মা জীবনলাভের যোগ্য নয়, কিন্তু আমি কি করতে পারি, রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই দয়ালু। রথের উপরে অচেতনপ্রায় সুশর্মা বন্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে যুধিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, নরোধমকে মুক্তি দাও। ভীম বললেন, মূঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে—আমি বিরাত রাজার দাস। যুধিষ্ঠির বললেন, এ তো দাস হয়েছেই, দুরাত্মকে এখন ছেড়ে দাও। সুশর্মা, তুমি অদাস হয়ে চলে যাও, এমন কার্য আর করো না। সুশর্মা লজ্জায় অধোমুখ হয়ে নমস্কার করে চলে গেলেন।

পাণ্ডবগণ যুদ্ধস্থানের নিকটেই সেই রাত্রি বাপন করলেন। পরদিন বিরাত তাঁদের বললেন, বিজয়িগণ, আপনাদের আমি সালংকারা কন্যা, বহু ধন এবং আর যা চান তা দিচ্ছি, আপনাদের বিক্রমেই আমি মুক্ত হয়ে নিরাপত্তে আছি, আপনারাই এখন মৎস্যরাজের অধীশ্বর। যুধিষ্ঠিরাদি কৃতাজ্ঞ হ'য়ে বললেন, মহারাজ, আপনার বাক্যে আমরা আনন্দিত হয়েছি, আপনি যে মুক্তিলাভ করেছেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। বিরাত পুনর্বীর যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি আসুন, আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করব। হে বৈরাগ্যপদ্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আপনার জন্যই আমার

রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। যদুর্ধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে আমি আনন্দিত হয়েছি, আপনি অনিষ্টদূর হয়ে প্রসন্নমনে প্রজাপালন করুন, আপনার বিজয়সংবাদ ঘোষণার জন্য সত্ত্বর রাজধানীতে দূত পাঠান।

১২। উত্তরগোগ্রহ—উত্তর ও বৃহন্নলা

বিরাট যখন দ্বিগতসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান সেই সময়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে দুর্যোধন মৎস্যদেশে উপস্থিত হলেন এবং গোপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ষাট হাজার গরু হরণ (১) করলেন। গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চড়ে দ্রুতবেগে রাজধানীতে এল এবং বিরাটের পুত্র ভূমিঞ্জয় বা উত্তরকে সংবাদ দিয়ে বললে, রাজপুত্র, আপনি শীঘ্র এসে গোধন উদ্ধার করুন, মহারাজ আপনাকেই এই শূন্য রাজধানীর রক্ষক নিযুক্ত করে গেছেন।

উত্তর বললেন, যদি অশ্বচালনে দক্ষ কোনও সারথি পাই তবে এখনই খনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারি। আমার যে সারথি ছিল সে পূর্বে এক মহাযুদ্ধে নিহত হয়েছে। তুমি শীঘ্র একজন সারথি দেখ। উপযুক্ত অশ্বচালক পেলে আমি দুর্যোধন ভীষ্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে মদুহর্তমধ্যে গরু উদ্ধার করে আনব। আমি সেখানে ছিলাম না বলেই কৌরবরা গোধন হরণ করেছে। কৌরবরা আজ আমার বিক্রম দেখে ভাববে, স্বয়ং অর্জুন আমাদের আক্রমণ করলেন নাকি?

দ্রৌপদী উত্তরের মুখে বার বার এইরূপ কথা এবং অর্জুনের উল্লেখ সহিতে পারলেন না। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, রাজপুত্র, বৃহন্নলা পূর্বে অর্জুনের সারথি ও শিষ্য ছিলেন, তিনি অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের চেয়ে কম নন। আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী উত্তরা যদি বলেন তবে বৃহন্নলা নিশ্চয় আপনার সারথি হবেন। ভ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অর্জুনকে সকল ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহন্নলা, তুমি আমার ভ্রাতার সারথি হয়ে যাও, তুমি আমার প্রীতি আছে সেজন্য একথা বলছি, যদি না শোন তবে আমি জীবন ত্যাগ করব। অর্জুন উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন, বুদ্ধস্থানে সারথ্য করতে পারি এমন কি শক্তি আমার আছে? আমি কেবল নৃত্য-গীত-বাদ্য জানি। উত্তর বললেন, তুমি গায়ক বাদক নর্তক যাই হও, শীঘ্র আমার রথে উঠে অশ্বচালনা কর।

(১) এই গোহরণ বা গোগ্রহ বিরাট রাজ্যের উত্তরে হয়েছিল।

অর্জুন তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কৌতুকজনক কর্ম করলেন। তিনি উলটো করে কবচ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল। তখন উত্তর স্বয়ং তাঁকে মহামূল্যে কবচ পরিয়ে দিলেন। যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পদতলিকার জন্য বিচিত্র সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র এনো। অর্জুন সহাস্যে বললেন, উত্তর যদি জয়ী হন তবে নিশ্চয় সুন্দর সুন্দর বস্ত্র আনব।

অর্জুন বায়ুবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর গিয়ে শ্মশানের নিকটে এসে উত্তর দেখতে পেলেন, বহুবৃক্ষসম্বিত বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য বৃহৎ রচনা করে রয়েছে, সাগরগর্জনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাঞ্চিত ও উদ্ভিষ্ট হয়ে উত্তর বললেন, আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর আছেন যারা দেবগণেরও অজেয়। আমার পিতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার সৈন্য নেই, আমি বালক, যুদ্ধে অনাভিজ্ঞ। বৃহন্নলা, তুমি ফিরে চল।

অর্জুন বললেন, রাজপুত্র, তুমি যাত্রা করবার সময় স্ত্রী আর পুরুষদের কাছে অনেক গর্ব করেছিলে, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছে কেন? তুমি যদি অপহৃত গোধন উদ্ধার না করে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে। সৈরিন্দ্রী আমার সারথ্য কর্মের প্রশংসা করেছেন, আমি কৃতকার্য না হয়ে ফিরব না। উত্তর বললেন, কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, তারা আমাদের ধন হরণ করুক, স্ত্রীপুরুষেও আমাকে উপহাস করুক। এই বলে উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও ধনদ্বর্ষণ ত্যাগ করে বেগে পালালেন। অর্জুন তাঁকে ধরবার জন্য পিছনে ছুটলেন।

রক্তবর্ণ বস্ত্র পরে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে অর্জুনকে ছুটতে দেখে কয়েকজন সৈনিক হাসতে লাগল। কৌরবগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই লোকটি কে? এর রূপ কতকটা পুরুষের কতকটা স্ত্রীর মত। এর মস্তক গ্রীবা বাহু ও গতি অর্জুনের তুল্য। বোধ হয় বিরাটের পুত্র আমাদের দেখে ভয়ে পালাচ্ছে আর অর্জুন তাকে ধরতে যাচ্ছেন।

অর্জুন এক শ পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। উত্তর কাতর হয়ে বললেন, কল্যাণী সুমধ্যমা বৃহন্নলা, তুমি কথা শোন, রথ ফেরাও, বেঁচে থাকলেই মানুষের মঙ্গল হয়। আমি তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণে গ্রীথিত আর্টাইট বৈদূর্য মণি, স্বর্ণধ্বজযুক্ত অশ্বসমেত একটি রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। অর্জুন সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যদি না পার

তবে আমিই যত্ন করব, তুমি আমার সারথি হও। ভয়াত উত্তর নিতান্ত অনিচ্ছায় রথে উঠলেন এবং অর্জুনের নির্দেশে শমীবৃক্ষের দিকে রথ নিয়ে চললেন।

কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে দ্রোণাচার্য বললেন, নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, বায়ু বালুকাবর্ষণ করছে, আকাশ ভস্মের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, অস্ত্রসকল কোষ থেকে স্থলিত হচ্ছে। তোমরা বর্দ্ধিত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন রক্ষা কর, মহাধনুর্ধর পার্থই ক্রীবেবেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই।

কর্ণ বললেন, আপনি সর্বদা অর্জুনের প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা করেন, অর্জুনের শক্তি আমার বা দুর্যোধনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। দুর্যোধন বললেন, ওই লোক যদি অর্জুন হয় তবে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে, আমরা জানতে পেরেছি সেজন্য পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে যেতে হবে। আর যদি অন্য কেউ হয় তবে তীক্ষ্ণ শরে ওকে ভূপাতিত করব।

শমীবৃক্ষের কাছে এসে অর্জুন উত্তরকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই বৃক্ষে উঠে পাণ্ডবদের ধনু শর ধ্বজ ও কবচ নামিয়ে আন। তোমার ধনু আমার আকর্ষণ সহিতে পারবে না, শত্রুর হস্তী বিনষ্ট করতেও পারবে না। উত্তর বললেন, শুনছি এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ বাঁধা আছে, আমি রাজপুত্র হয়ে কি করে তা ছোঁব? অর্জুন বললেন, ভয় পেরো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, যা আছে তা ধনু প্রভৃতি অস্ত্র, তুমি স্পর্শ করলে পবিত্র হবে। তোমাকে দিয়ে আমি নির্দিত কর্ম করাব কেন? অর্জুনের আজ্ঞানুসারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রসমূহ নামিয়ে এনে বন্ধন খুলে ফেললেন এবং সূর্যতুলা দীপ্তিমান সর্পাকৃতি ধনুসকল দেখে ভয়ে রোমাঞ্চিত হলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন, এই শতবর্ণবিন্দুযুক্ত সহস্রগোপাচিহ্নিত ধনু অর্জুনের, এরই নাম গান্ডীব, খান্ডবদাহকালে বরুণের নিকট অর্জুন এই ধনু পেয়েছিলেন। এই ধনু, যার ধারণস্থান স্বর্ণময়, ভীমের; ইন্দ্রগোপাচিহ্নিত এই ধনু যদীশ্ঠিরের; সূর্যবর্ণসূর্যচিহ্নিত এই ধনু নকুলের; স্বর্ণময় পতঙ্গচিহ্নিত এই ধনু সহদেবের। তাঁদের বাণ তুণীর খড়্গ প্রভৃতিও এই সঙ্গে আছে।

উত্তর বললেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্রসকল এখানে রয়েছে, কিন্তু তাঁরা কোথায়? দ্রোণদীর্ঘ বা কোথায়? অর্জুন বললেন, আমি পার্থ, সভাসদ কৃষ্ণই যদীশ্ঠির, পাচক বল্লব ভীম, অশ্বশালা আর গোশালায় অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব।

সৈরিন্দ্রীই দ্রোপদী, যার জন্য কীচক মরেছে। উত্তর বললেন, আমি অর্জুনের দর্শি নাম শুনছি, যদি বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জুন বললেন, আমার দশ নাম বলাই শোন। — আমি সর্বদেশ জয় করে ধন আহরণ করি সেজন্য আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শত্রুদের জয় না করে ফিরি না সেজন্য আমি বিজয়। আমার রথে রজতশূদ্র অশ্ব থাকে সেজন্য আমি শ্বেতবাহন। হিমালয়পৃষ্ঠে উত্তর ও পূর্ব ফল্গুনী নক্ষত্রের যোগে আমার জন্ম সেজন্য আমি ফাল্গুন। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্যপ্রভ কিরীট দিয়েছিলেন, সেজন্য আমি কিরীটী। যুদ্ধকালে বীভৎস কর্ম করি না সেজন্য আমার বীভৎসদ নাম। বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই আমি গান্ডীব আকর্ষণ করতে পারি সেজন্য সবাসাচী নাম। আমার শূদ্র (নিষ্কলঙ্ক) বশ চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমার সকল কর্ম ও শূদ্র, এজন্য অর্জুন (শূদ্র) নাম। আমি শত্রুবিজয়ী এজন্য জিষ্ণু নাম। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক সকলের প্রিয়, এজন্য পিতা আমার কৃষ্ণ নাম রেখেছিলেন।

অর্জুনকে অভিভাদন করে উত্তর বললেন, মহাবাহু, ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পেয়েছি, আমি না জেনে যা বলেছি তা ক্ষমা করুন। আমার ভয় দূর হয়েছে, আপনি রথে উঠুন, যদিও বলবেন সৈদিকে নিয়ে যাব। কোন কর্মের ফলে আপনি ক্রীবৎ পেয়েছেন? অর্জুন বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে আমি এক বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করছি, আমি ক্রীব নই। এখন আমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে। অর্জুন তাঁর বাহু থেকে বলয় খুলে ফেলে করতলে স্বর্ণখচিত বর্ম পরলেন এবং শূদ্র বস্ত্রে কেশ বন্ধন করলেন। তার পর তিনি পূর্বমুখ হয়ে সংযতচিত্তে তাঁর অস্ত্রসমূহকে স্মরণ করলেন। তারা কৃতাজলি হয়ে বললে, ইন্দ্রপুত্র, কিংকরগণ উপস্থিত। অর্জুন তাদের নমস্কার ও স্পর্শ করে বললেন, স্মরণ করলেই তোমরা এস।

গান্ডীব ধনুতে গুণ পরিণে অর্জুন সবলে আকর্ষণ করলেন। সেই বজ্রনাদতুল্য টংকার শব্দে কৌরবগণ বুঝলেন যে, অর্জুনেরই এই জ্যানিষেব।

১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক — ভীষ্মের উপদেশ

উত্তরের রথে যে সিংহধ্বজ ছিল তা নামিয়ে ফেলে অর্জুন বিশ্বকর্মা-নির্মিত দৈবী মাস্তা ও কাণ্ডময় ধ্বজ বসালেন, যার উপরে সিংহলাগ্নদল বানস ছিল। অগ্নিদেবের আদেশে কয়েকজন ভূতও সেই ধ্বজে অধিষ্ঠিত হ'ল। তার পর

শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে অর্জুন রথারোহণে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর মহাশয্যের শব্দ শুনে রথের অশ্বসকল নতজান্দু হয়ে বসে পড়ল, উত্তরও সন্ত্রস্ত হলেন। অর্জুন রশ্মি টেনে অশ্বদের ওঠালেন এবং উত্তরকে আলিঙ্গন করে আশ্বস্ত করলেন।

অর্জুনের রথের শব্দ শুনে এবং নানাপ্রকার দর্শক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন, আজ তোমার সৈন্যদল অর্জুনের বাণে প্রপীড়িত হবে, তারা যেন এখনই পরাভূত হয়েছে, কেউ যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, বহু যোদ্ধার মৃত্যু বিবর্ণ দেখাছি। তুমি গরুড়ালিকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা ব্যাধ রচনা করে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করি।

দুর্যোধন বললেন, দ্যুতসভায় এই পণ ছিল যে পরাজিত পক্ষ বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। এখনও তের বৎসর পূর্ণ হয় নি অথচ অর্জুন উপস্থিত হয়েছে, অতএব পাণ্ডবদের আবার বার বৎসর বনবাস করতে হবে। হয়তো লোভের বশে পাণ্ডবরা তাদের ভ্রম বদ্বতে পারে নি। অজ্ঞাতবাসের কিছুদিন এখনও অবশিষ্ট আছে কিনা অথবা পূর্ণকাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিনা তা পিতামহ ভীষ্ম বলতে পারেন। দ্বিগত সৈন্য সপ্তমীর দিন অপরাহ্নে গোধন হরণ করবে এই স্থির ছিল। হয়তো তারা তা করেছে, অথবা পরাজিত হয়ে বিরাটের সঙ্গে সন্ধি করেছে। যে লোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে সে বোধ হয় বিরাটের কোনও যোদ্ধা কিংবা স্বয়ং বিরাট। বিরাট বা অর্জুন যিনিই আসুন, আমরা যুদ্ধ করব। আচার্য দ্রোণ আমাদের সৈন্যের পশ্চাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন আর অর্জুনের প্রশংসা করছেন। আচার্যরা দয়ালু হন, সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা করেন। এরা রাজভবনে আর যজ্ঞসভাতেই শোভা পান, লোকসভায় বিচিত্র কথা বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মানুষ্যের চরিত্র বিচারে এবং খাদ্যের দোষগুণ নির্ণয়ে এরা নিপুণ। এই পণ্ডিতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শত্রুবধের উপায় স্থির করুন।

কর্ণ বললেন, মৎস্যরাজ বা অর্জুন যিনিই আসুন আমি শরোঘাতে নিরস্ত করব। জামদগ্ন্য পরশুরামের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছি তার শ্বাস্ত্র এবং নিজের বলে আমি ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। অর্জুনের ধ্বংসস্থিত বানর আজ আমার ভ্রমের আঘাতে নিহত হবে, ভূতগণ আতর্নাদ করে পালাবে। আজ অর্জুনকে রথ থেকে নিপাতিত করে আমি দুর্যোধনের হৃদয়ের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব।

কৃপ বললেন, রাধেয়, তুমি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, সর্বদাই যুদ্ধ করতে চাও, তার

ফল কি হবে তা ভাব না। শাস্ত্রে অনেক প্রকার নীতির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে যুদ্ধকেই প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ কাল যদি অনুকূল হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ বিধেয়। অর্জুনের সঙ্গে এখন আমাদের যুদ্ধ করা উচিত নয়। কর্ণ, অর্জুন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুল্য তুমি কি করেছ? আমরা প্রতারণা করে তাঁকে তের বৎসর নির্বাসনে রেখেছি, সেই ক্ষেত্রে এখন পাশমুগ্ন হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ করবে না? আমরা সকলে মিলিত হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কর্ণ, তুমি একাকী সাহস করো না।

অশ্বথামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহরণ করে এখনও মৎস্যরাজ্যের সীমা পার হই নি, হস্তিনাপুরেও যাই নি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমার প্ররোচনায় দুর্যোধন পাণ্ডবদের সম্পত্তি হরণ করেছে, কিন্তু তুমি কি কখনও স্বেথরথ-যুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জয় করেছ? কোন যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণাকে জয় করেছ — তোমার প্ররোচনায় যাঁকে একবস্ত্রে রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনা হয়েছিল? মানুষ এবং কীট-পিপীলিকাদি পর্যন্ত সকল প্রাণীই যথার্থজ্ঞি ক্ষমা করে, কিন্তু দ্রোপদীকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার ক্ষমা পাণ্ডবগণ কখনই করবেন না। ধর্মজ্ঞরা বলেন, শিষ্য পুত্রের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অর্জুন আমার পিতা দ্রোণের প্রিয়। দুর্যোধন, তোমার জন্যই দাদুতত্ত্বীড়া হয়েছিল, তুমিই দ্রোপদীকে সভায় আনিয়েছিলে, ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্য তুমিই হরণ করেছ, এখন তুমিই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার মাতুল ক্ষত্রধর্মবিশারদ দৃষ্টদ্যুতকার এই শকুনিও যুদ্ধ করুন। কিন্তু জেনো, অর্জুনের গাণ্ডীব অক্ষক্ষেপণ করে না, তীক্ষ্ণ নিশিত বাণই ক্ষেপণ করে, আর সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে যায় না। আচার্য (দ্রোণ) যদি ইচ্ছা করেন তોঁ যুদ্ধ করুন, আমি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যদি মৎস্যরাজ এখানে আসতেন তবে তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতাম।

ভীষ্ম বললেন, আচার্যপুত্র (অশ্বথামা), কর্ণ যা বলেছেন, তুমি উদ্দেশ্য তোমাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সময়ে নিজেদের মধ্যে ভেদ হওয়া ভাল নয়, আমাদের মিলিত হয়েই যুদ্ধ করতে হবে।

অশ্বথামা বললেন, গুরুদেব (দ্রোণ) কারও উপর আক্রোশের বশে অর্জুনের প্রশংসা করেন নি,

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।

সর্বথা সর্বযত্নে পুত্র শিষ্যে হিতং বদেৎ॥

— শত্রুরও গুণ বলা উচিত, গুণবীরও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকারে সর্বপ্রযত্নে পুত্র ও শিষ্যকে হিতবাক্যে স্না উচিত।

দুর্যোধন : পাচারের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কর্ণ ভীষ্ম ও কৃপের অনুরোধে দ্রোণ প্রস্থ হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হ'লে অর্জুন আমাদের দর্শন দিতেন না। আজ গোধন উদ্ধার না করে তিনি নিবৃত্ত হবেন না। আপনারা এমন মন্ত্রণা দি যাতে দুর্যোধনের অশয় না হয় কিংবা ইনি পরাজিত না হন।

জ্যোতিষ গণনা করে ভীষ্ম বললেন, তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে এবং তা নিশ্চিতভাবে জেনেই অর্জুন এসেছেন। পাণ্ডবগণ ধর্মজ্ঞ, তাঁরা লোভী নন, অন্যায় উপায়ে তাঁরা রাজ্যলাভ করতে চান না। দুর্যোধন, যুদ্ধে একান্তিসম্মি হয় এমন আমি কদাপি দেখি নি, এক পক্ষের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পরাজয় অবশ্যই হয়। অর্জুন এসে পড়লেন, এখন যুদ্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা স্বয়ং স্থির কর।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না, অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। ভীষ্ম বললেন, তা হ'লে আমি বা ভান্স গ্নান করি তা বলছি শোন। — ভূমি সৈন্যের এক-চতুর্থাংশ নিয়ে হস্তিনাপুরে যাও, আর এক-চতুর্থাংশ গরু নিয়ে চলে যাক। অবশিষ্ট অর্ধ ভাগ সৈন্য নিয়ে আমরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গরু নিয়ে আর একদল সৈন্য গেল। তার পর দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ কর্ণ ও ভীষ্ম বাদ্ধ রচনা করে পঞ্চাঙ্গে সেনার মধ্যভাগে, বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান করলেন।

১৪। কৌরবগণের পরাজয়

দ্রোণ বললেন, অর্জুনের ধ্বজাগ্র দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর যুদ্ধশব্দান্বিত সঙ্গে ধ্বজস্থিত বানরও ঘোর গর্জন করছে। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবী আকর্ষণ করছেন; এই তাঁর দৃষ্ট বাণ এসে আমার চরণে পড়ল, এই আর দৃষ্ট বাণ আমার কর্ণ স্পর্শ করে চলে গেল। তিনি দৃষ্ট বাণ দিয়ে আমাকে প্রণাম করলেন, আর দৃষ্ট বাণে আমাকে কুশলপ্রশ্ন করলেন।

অর্জুন দেখলেন, দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি রয়েছেন কিন্তু দুর্যোধন নেই। তিনি উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ

করব। নিরামিষ (১) যুদ্ধ হয় না, আমরা দুর্যোধনকে জয় করে গোধান উদ্ধার করে আবার এদিকে আসব।

অর্জুনকে অন্যদিকে যেতে, দেখে দ্রোণ বললেন, উনি দুর্যোধন ভিন্ন অন্য কাকেও চান না, চল, আমরা পশ্চাতে গিয়ে ঠেকে ধরব।

পতঙ্গপালের ন্যায় শরজালে অর্জুন কুরুসৈন্য আচ্ছন্ন করলেন। তাঁর শঙ্খের শব্দে, রথচক্রের ঘর্ষের রবে, গান্ধীবের টংকারে, এবং ধ্বজস্থিত অমানুষ ভূতগণের গর্জনে পৃথিবী কম্পিত হ'ল। অপহৃত গরুর দল উদ্‌বৃদ্ধ হয়ে হুম্বারবে মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধান জয় করে অর্জুন দুর্যোধনের অভিমুখে যাচ্ছিলেন এমন সময় কুরুপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে দেখে তিনি উত্তরকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল।

দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ এবং আরও কয়েকজন যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে এলেন, কিন্তু অর্জুনের শরে বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হলেন, কর্ণও অর্জুনের বজ্রতুল্য বাণে নিপীড়িত হয়ে যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ থেকে প্রস্থান করলেন।

ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা এবং পিতৃগণ মহাবীর্ষ গন্ধর্বগণ প্রভৃতি বিমানে করে যুদ্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যুদ্ধভূমির ধূলি দূর হ'ল, দিব্যগন্ধ বায়ু বইতে লাগল। অর্জুনের আদেশে উত্তর কৃপাচার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃপাচার্যের রথের চার অশ্ব অর্জুনের শরে বিধ্ব হয়ে লাফিয়ে উঠল, কৃপ পড়ে গেলেন। তাঁর গৌরব রক্ষার জন্য অর্জুন আর শরাঘাত করলেন না; কিন্তু কৃপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বাণে বিধ্ব করলেন, অর্জুনও কৃপের কবচ খন্দ রথ ও অশ্ব বিনষ্ট করলেন, তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপকে নিয়ে বেগে প্রস্থান করলেন।

দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অর্জুন অভিবাদন করে স্মিতমুখে সবিনয়ে বললেন, আমরা বনবাস সমাপ্ত করে শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছি, আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন না। আপনি যদি আগে আমাদের প্রহার করেন তবেই আমি প্রহার করব। দ্রোণ অর্জুনের প্রতি অনেকগুলি বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন দৃজনে প্রবল যুদ্ধ হ'তে লাগল, অর্জুনের বাণবর্ষণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। অশ্বখামা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অর্জুনের প্রশংসা করলেন কিন্তু

ক্লদ্বন্দ্বও হলেন। অর্জুনের অশ্বখামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে সঙ্গে যাবার পথ দিলেন, দ্রোণ বিষ্ণুতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন।

অর্জুনের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বখামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন অর্জুনের কণ্ঠের দিকে খাবিত হলেন। দৃষ্টিতে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর অর্জুনের শরে কণ্ঠের বন্ধ বিদ্ধ হ'ল, তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন।

তার পর অর্জুনের উত্তরকে বললেন, তুমি ওই হিরণ্ময় ধ্বজের নিকট রথ নিয়ে চল, ওখানে পিতামহ ভীষ্ম আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তর বললেন, আমি বিহবল হয়েছি, আপনাদের অস্ত্রক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দিক ঘুরছে, বসারুধির আর মেদের গন্ধে আমার মূর্ছা আসছে, ভয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর কশা ও বল্গা ধরবার শক্তি নেই। অর্জুনের বললেন, ভয় পেয়ো না, স্থির হও, তুমিও এই যুদ্ধে অশ্রুত কর্মকৌশল দেখিয়েছ। ধীর হয়ে অশ্বচালনা কর, ভীষ্মের নিকটে আমাকে নিয়ে চল, আজ তোমাকে আমার বিচিত্র অস্ত্রশিক্ষা দেখাব। উত্তর আশ্বস্ত হয়ে ভীষ্মরক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন।

ভীষ্ম ও অর্জুনের পরস্পরের প্রতি প্রাজাপত্য ঐন্দ্র আশ্রয়ে বারুণ বায়ব্য প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পরিশেষে ভীষ্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রায় হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তার পর দুর্যোধন রথারোহণে এসে অর্জুনের আক্রমণ করলেন। তিনি বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাণাবিদ্ধ হয়ে রুধির বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অর্জুনের তাঁকে বললেন, কীর্তি ও বিপদে যশ পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? তোমার দুর্যোধন নাম আজ মিথ্যা হ'ল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পলাচ্ছ।

অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাক্য শুনে দুর্যোধন ফিরে এলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অর্জুনের বেটন করে সর্বাঙ্গ থেকে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অর্জুনের ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, কুরুপক্ষের সকলের সংজ্ঞা লুপ্ত হ'ল। উত্তরার অনুরোধ স্মরণ করে অর্জুনের বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কৃপের শত্রু বস্ত্র, কণ্ঠের পীত বস্ত্র, এবং অশ্বখামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র খুলে নিয়ে এস। ভীষ্মবোধ হয় সংজ্ঞাহীন হন নি, কারণ তিনি আমার অস্ত্র প্রতিষেধের উপায় জানেন। তুমি তাঁর বাম দিক দিয়ে যাও। দ্রোণ প্রভৃতির বস্ত্র নিয়ে এসে উত্তর পুনর্বীর রথে উঠলেন এবং অর্জুনের নিয়ে রণভূমি থেকে নিষ্কান্ত হলেন।

অর্জুনের ষেতে দেখে ভীষ্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, অর্জুনের ভীষ্মের

অশ্বসকল বধ ক'রে তাঁর পার্শ্বদেশ দশ বাণে বিন্ধ করলেন। দুর্যোধন সংজ্ঞালাভ ক'রে বললেন, পিতামহ, অর্জুনকে অস্ট্রাঘাত করুন, যেন ও চ'লে যেতে না পারে। ভীষ্ম হেসে বললেন, তোমার বৃদ্ধি আর বিক্রম এতক্ষণ কোথায় ছিল? তুমি যখন ধনুর্বাণ ত্যাগ ক'রে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিলে তখন অর্জুন কোনও নৃশংস কর্ম করেন নি, তিনি ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমরা সকলে এই যুদ্ধে নিহত হও নি। এখন তুমি নিজের দেশে ফিরে যাও, অর্জুনও গরু নিয়ে প্রস্থান করুন। দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে নীরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীষ্মের বাক্য অনুমোদন ক'রে দুর্যোধনকে নিয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন।

কুরুবীরগণ চ'লে যাচ্ছেন দেখে অর্জুন প্রীত হলেন এবং গুরুজনদের মিষ্টবাক্যে সম্মান জানিয়ে কিছূদূর অনুগমন করলেন। তিনি পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অশ্বখামা কৃপ ও মান্য কৌরবগণকে বিচিত্র বাণ দিয়ে অভিবাদন করলেন, এবং শরাঘাতে দুর্যোধনের রক্তভূষিত মনুষ্ঠ ছেদন করলেন। তার পর অর্জুন উত্তরকে বললেন, রথের অশ্ব ঘুরিয়ে নাও, তোমার গোধনের উদ্ধার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে ফিরে চল।

১৫। অর্জুন ও উত্তরের প্রজ্ঞাবর্তন—বিরাটের পদতর্ক

যেসকল কৌরবসৈন্য পালিয়ে গিয়ে বনে লুকিয়েছিল তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে কম্পিতদেহে অর্জুনকে প্রণাম ক'রে বললে, পার্থ, আমরা এখন কি করব? অর্জুন তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ'ক, তোমরা নিভয়ে প্রস্থান কর। তারা অর্জুনের আয়ুর্ কীর্তি ও যশ বৃদ্ধির আশীর্বাদ ক'রে চ'লে গেল।

অর্জুন উত্তরকে বললেন, বৎস, তুমি রাজধানীতে গিয়ে তোমার পিতার নিকট এখন আমাদের পরিচয় দিও না, তা হ'লে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। তুমি নিজেই যুদ্ধ ক'রে কৌরবদের পরাস্ত করেছ এবং গোধন উদ্ধার করেছ এই কথা ব'লো। উত্তর বললেন, সব্যসাচী, আপনি যা করেছেন তা আর কেউ পারে না, আমার তো সে শক্তি নেইই। তথাপি আপনি আদেশ না দিলে আমি পিতাকে প্রকৃত ঘটনা জানাব না।

অর্জুন বিক্ষতদেহে শ্মশানে শমীবৃক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর

ধ্বজস্থিত মহাকপি ও ভূতগণ আকাশে চ'লে গেল, দৈবী মায়াও অন্তর্হিত হ'ল। উত্তর রথের উপরে পদবের ন্যায় সিংহধ্বজ বসিয়ে দিলেন এবং পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদি শমীবৃক্ষে রেখে রথ চালালেন। নগরের পথে এসে অর্জুন বললেন, রাজপুত্র, দেখ, গোপালকগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিঁরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অশ্বদের স্নান করিয়ে জল খাইয়ে বিশ্রামের পর অপরাহ্নে বিরাটনগরে যাব। তুমি কয়েকজন গোপকে ব'লে দাও তারা শীঘ্র নগরে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা করুক। অর্জুন আবার বৃহন্নলার বেশ ধারণ করলেন এবং অপরাহ্নে উত্তরের সারথি হয়ে নগরে যাত্রা করলেন।

ওদিকে বিরাট রাজা ত্রিগর্তদের পরাজিত ক'রে চার জন পাণ্ডবের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি শুনলেন, কৌরবরা রাজ্যের উত্তর দিকে এসে গোধন হরণ করেছে, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্যোধন ও অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিরাট অত্যন্ত উদ্বেগিত হয়ে তাঁর সৈন্যদলকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে দেখ কুমার জীবিত আছেন কিনা; নপদংসক যার সারথি তার বাঁচা অসম্ভব মনে করি। যুদ্ধাধিত্তর সহাস্যে বললেন, মহারাজ, বৃহন্নলা যদি সারথি হয় তবে শত্রুরা আপনার গোধন নিতে পারবে না, তার সাহায্যে আপনার পুত্র কৌরবগণকে এবং দেবাসুর প্রভৃতিকেও জয় করতে পারবেন।

এমন সময় উত্তরের দূতরা এসে বিজয়সংবাদ দিলে। বিরাট আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা দিয়ে সাজাও, দেবতাদের পূজা দাও, কুমারগণ যোদ্ধগণ ও সালংকারা গণিকাগণ বাদ্যসহকারে আমার পুত্রের প্রত্যাগমন করুক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাজিয়ে সমস্ত চতুষ্পথে আমার জয় ঘোষণা করা হ'ক, উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বহু কুমারীদের সঙ্গে উত্তরা বৃহন্নলাকে আনতে যাক। তার পর বিরাট বললেন, সৈরিশ্রী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে এস। যুদ্ধাধিত্তর বললেন, মহারাজ, শুনোছি হৃষ্ট অবস্থায় দ্যুতক্রীড়া অনুষ্ঠিত। দ্যুতে বহু দোষ, তা বর্জন করাই ভাল। পাণ্ডুপুত্র যুদ্ধাধিত্তরের কথা শুনে থাকবেন, তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও দ্যুতক্রীড়ায় হুম্মিয়েছিলেন। তবে আপনি যদি নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে খেলব।

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমার পুত্র কৌরববীরগণকেও জয় করেছে। যুদ্ধাধিত্তর বললেন, বৃহন্নলা যার সারথি সে জয়ী হবে না কেন। বিরাট ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, নীচ ব্রাহ্মণ, তুমি আমার পুত্রের সমান জ্ঞান ক'রে একটা

নপদংসকের প্রশংসা করছ, কি বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ। নপদংসক কি ক'রে ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সৈজন্য় অপরাধ ক্ষমা করলাম, যদি বাঁচতে চাও তবে আর এমন কথা ব'লো না। যদুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের সঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আর কে যুদ্ধ করতে পারেন? ইন্দ্রাদি দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবীর নিষেধ করলেও তুমি বাক্য সংযত করছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না। এই বলে বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যদুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা দিয়ে আঘাত করলেন। যদুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, তিনি হাত দিয়ে তা ধরে দ্রৌপদীর দিকে চাইলেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র এনে নিঃসৃত রক্ত ধরলেন। এই সময়ে ম্হারপাল এসে সংবাদ দিলে যে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন, তিনি বৃহন্নলার সঙ্গে ম্বারে অপেক্ষা করছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শীঘ্র নিয়ে এস।

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যদি যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে যদুধিষ্ঠিরের রক্তপাত করে তবে সে জীবিত থাকবে না। এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে যদুধিষ্ঠির ম্হারপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে নিয়ে এস বৃহন্নলাকে নয়। উত্তর এসে পিতাকে প্রণাম ক'রে দেখলেন, ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির এক প্রান্তে ভূমিতে বসে আছেন, তাঁর নাসিকা রক্তাক্ত, দ্রৌপদী তাঁর কাছে রয়েছেন। উত্তর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে? বিরাট বললেন আমি এই কুটিলকে প্রহার করেছি, এ আরও শাস্তির যোগ্য; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপদংসকের প্রশংসা করছিল। উত্তর বললেন, মহারাজ, আপনি অকার্য করেছেন, শীঘ্র এঁকে প্রসন্ন করুন, ইনি যেন ব্রহ্মশাপে আপনাকে সবংশে দগ্ধ না করেন। পুত্রের কথায় বিরাট যদুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, রাজা, আমি পূর্বেই ক্ষমা করেছি, আমার ক্রোধ নেই। যদি আমার রক্ত ভূমিতে পড়ত তবে আপনি রাজ্য সমেত বিনষ্ট হতেন।

যদুধিষ্ঠিরের রক্তস্রাব থামলে অর্জুন এলেন এবং প্রথমে রাজাকে তাঁর পর যদুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিরাট তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস, তোমার তুল্য পুত্র আমার হয় নি হইবেও না। মহাবীর কর্ণ, কালান্ধির ন্যায় দঃসহ ভীষ্ম, ক্ষত্রিয়গণের অঙ্গুগুর্ধ্র, দ্রোণাচার্য, তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা, বিপদের ভয়প্রদ কৃপাচার্য, মহাবল দুর্যোধন—এঁদের সঙ্গে তুমি কি ক'রে যুদ্ধ করলে? এইসকল নরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত ক'রে তুমি গোধন উদ্ধার করেছ, যেন শাদ্দুলের কবল থেকে মাংস কেড়ে এনেছ।

উত্তর বললেন, আমি গোথন উদ্ধার করি নি, শত্রুজয়ও করি নি। আমি ভয় পেয়ে পালাছিলাম, এক দেবপুত্র আমাকে নিবারণ করলেন। তিনিই রথে উঠে ভীষ্মাদি ছয় রথীকে পরাস্ত করে গোথন উদ্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায় দৃঢ়কায় সেই যদুবা কৌরবগণকে উগ্ৰহাস করে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, সেই মহাবাহু দেবপুত্র কোথায়? উত্তর বললেন, পিতা, তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, বোধ হয় কাল বা পরশু দেখা দেবেন।

বৃহন্নলাবেশী অর্জুন বিরাটের অনুমতি নিয়ে তাঁর কন্যা উত্তরাকে কৌরব-গণের মহাধর্ম বিচিত্র সূক্ষ্ম বসনগুলি দিলেন। তার পর তিনি নিজনে উত্তরের সঙ্গে মন্ত্রণা করে যদুধিষ্ঠিরাদির আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করলেন।

॥ বৈবাহিকপর্বাদ্যায় ॥

১৬। পান্ডবগণের আত্মপ্রকাশ—উত্তরা-অভিমন্ত্রণের বিবাহ

তিন দিন পরে পঞ্চপান্ডব স্নান করে শত্রু বসন পরে রাজযোগ্য আভরণে ভূষিত হলেন এবং যদুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করে বিরাট রাজার সভায় গিয়ে রাজ্যাসনে উপবিষ্ট হলেন। বিরাট রাজকর্ম করবার জন্য সভায় এসে তাঁদের দেখে সরোষে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, কঙ্ক, তোমাকে আমি সভাসদ করেছি, তুমি রাজ্যাসনে বসেছ কেন? অর্জুন সহাস্যে বললেন, মহারাজ, ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। ইনি মর্তিমান ধর্ম, ত্রিলোকাবখ্যাত রাজর্ষি, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। ইনি যখন কুরুদেশে ছিলেন তখন দশ সহস্র হস্তী এবং কাণ্ডনমালাভূষিত অশ্বযুক্ত দ্বিশ সহস্র রথ এর পশ্চাতে যেত। ইনি বৃদ্ধ অনাথ অঙ্গহীন পণ্ডু প্রভৃতিকে পুত্রের ন্যায় পালন করতেন। এর ঐশ্বর্য ও প্রতাপ দেখে দুর্যোধন কর্তৃক শকুনি প্রভৃতি সন্তপ্ত হতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যদুধিষ্ঠির রাজার আসনে বসবেন না কেন?

বিরাট বললেন, ইনি যদি কুন্তীপুত্র যদুধিষ্ঠির হন তবে এর প্রাতা ভীম অর্জুন নকুল সহদেব কাঁরা? যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? দুই ভ্রাতার পান্ডবদের পরাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা জানি না। অর্জুন বললেন, মহারাজ, সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে স্নুখে অজ্ঞাতবাস করেছি। এই বলে তিনি নিজেদের পরিচয় দিলেন।

উত্তর পান্ডবগণকে একে একে দেখিয়ে বললেন, এই যে শোধিত স্বর্ণের

ন্যায় গৌরবর্ণ বিশালকায় পদ্রব দেখছেন, যার নাসিকা দীর্ঘ, চন্দ্র তাম্রবর্ণ, ইনিই কুরুরাজ যদুধিষ্ঠির। মন্ত গজেন্দ্রের ন্যায় যার গতি, যিনি তপ্তকাণ্ডনবর্ণ স্থূলস্কন্ধ মহাবাহু, ইনিই বৃকোদর, একে দেখুন, দেখুন। এর পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ সিংহস্কন্ধ গজেন্দ্রগামী আয়তলোচন যদুবা রয়েছে, ইনিই মহাধনুর্ধর অর্জুন। কুরুরাজ যদুধিষ্ঠিরের নিকটে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে দুজনকে দেখছেন, রূপে বলে ও চরিত্রে যারা অতুলনীয়, এরাই নকুল-সহদেব। আর যার কান্তি নীলোৎপলের ন্যায়, মস্তকে স্বর্ণাভরণ, যিনি মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় পাণ্ডবগণের পার্শ্বে রয়েছে, ইনিই কৃষ্ণ।

বিরাত তার পদ্রকে বললেন, আমি যদুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করি, যদি তোমার মত হয় তবে অর্জুনকে আমার কন্যাদান করব। ধর্মাত্মা যদুধিষ্ঠির, আমরা না জেনে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য এবং যা কিছু আছে সমস্তই আপনাদের। সবাসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, তিনিই তার যোগ্য ভর্তা।

যদুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে চাইলেন। অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপনার দূহিতাকে আমি পদ্রবধু রূপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদের উভয় বংশেরই যোগ্য হবে। বিরাত বললেন, আপনাকে আমার কন্যা দিচ্ছি, আপনিই তাকে ভাষা রূপে নেবেন না কেন? অর্জুন বললেন, অন্তঃপদ্রে আমি সর্বদাই আপনার কন্যাকে দেখেছি, সে নিজর্নে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করেছে। নৃত্যগীত শিখিয়ে আমি তার প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হয়েছি, সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে করে। আমি এক বৎসর আপনার বয়স্থা কন্যার সঙ্গে বাস করেছি, আমি তাকে বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ করতে পারে; এই কারণে আপনার কন্যাকে আমি পদ্রবধু রূপে চাচ্ছি, তাতে লোকে বদ্ববে যে আমি শূদ্রস্বভাব জিতেন্দ্রিয়, আপনার কন্যারও অপবাদ হবে না। পদ্র বা দ্রাতার সঙ্গে বাস যেমন নির্দোষ, পদ্রবধু ও দূহিতার সঙ্গে বাসও সেইরূপ। আমার পদ্র মহাবাহু অভিমন্যু কৃষ্ণের জাগিনেয়, দেববালকের ন্যায় রূপবান, অল্প বয়সেই অস্ট্রবিশারদ, সে আপনার উপযুক্ত জামাতা।

অর্জুনের প্রস্তাবে বিরাত সম্মত হলেন, যদুধিষ্ঠিরও অনুমোদন করলেন। তার পর সকলে বিরাতরাজ্যের অন্তর্গত উপলব্ধ নগরে গেলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। স্মরকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতবর্মা ও সাত্যকি সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যরাও পাণ্ডবদের রথ নিয়ে

এল। এক অক্কাঁহিণী সৈন্য সহ দ্রুপদ রাজা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্নও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। শত শত মৃগ ও অন্যান্য পবিত্র পশু নিহত হ'ল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। সর্বাঙ্গসুন্দরী সদ্ভূষিতা নারীগণ বিরাটমহিষী সদ্দেশ্যের সঙ্গে বিবাহসভায় এলেন, রূপে যশে ও কান্তিতে দ্রৌপদী সকলকেই পরাস্ত করলেন। জনার্দন কৃষ্ণের সম্মুখে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। বিরাট অভিমন্যুকে সাত হাজার দ্রুতগামী অশ্ব, দুই শত উত্তম হস্তী, এবং বহু ধন যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণ যা উপহার দিলেন যুধিষ্ঠির সেই সকল ধনরত্ন, বহু সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ যান শয্যা এবং খাদ্য-পানীয় ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন।

উদ্যোগপর্ব

॥ সেনোদ্যোগপর্বাধ্যায় ॥

১। রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা

অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের পর রাগিতে বিশ্রাম ক'রে পাণ্ডবগণ প্রভাতকালে বিরাট রাজার সভায় (১) এলেন। এই সভায় বিরাট দ্রুপদ বসুদেব বলরাম কৃষ্ণ সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব বিরাটপুত্রগণ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

কৃষ্ণ বললেন, আপনারা সকলে জানেন, শকুনি দ্যুতক্রীড়ায় শঠতার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জন্ম ক'রে রাজ্য হরণ করেছিলেন। পাণ্ডবগণ বহু কষ্ট ভোগ ক'রে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদের বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস সমাপ্ত হয়েছে। এখন যা যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন দুজনেরই হিতকর এবং কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত যুদ্ধিসিদ্ধি ও যশস্কর, তা আপনারা ভেবে দেখুন। যুধিষ্ঠির ধর্মবিরুদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তিনি ধর্মসম্মত উপায়ে একটিমাত্র গ্রামের স্বামিস্বই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। দুর্যোধনাদি প্রতারণা ক'রে পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপি যুধিষ্ঠির তাঁদের শত্রু কামনা করেন। এ'রা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, এখন যদি ন্যায্য ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করবেন। যদি আপনারা মনে করেন যে পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সৈন্যে জয়লাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মিলিত হয়ে এমন চেষ্টা করুন যাতে এ'দের শত্রুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জানি না দুর্যোধনের অভিপ্রায় কি, তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। অতএব কোনও ধার্মিক সংস্বেভাব সদ্বংশীর সতর্ক দূতকে পাঠানো হ'ক, যাঁর কথায় দুর্যোধন প্রশমিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে অধরাজ্য দিতে সম্মত হবেন।

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়েরই হিতকর।

(১) উপপলব্যানগরস্থ বিরাটরাজসভায়।

pathagru.com

শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দুর্যোধনের কাছে পাঠানোই ভাল। তিনি গিয়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ অশ্বত্থামা বিদুর কৃপ শকুনি কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে প্রণিপাত করে যদুধিষ্ঠিরের সপক্ষে বলবেন। দুর্যোধনাদি যেন কোনও মতেই ঋতুধ না হন, কারণ তাঁরা বলবান, যদুধিষ্ঠিরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে রয়েছে। যদুধিষ্ঠির দ্যুতপ্রিয় কিন্তু অজ্ঞ, সন্দেহগণের বারণ না শুনে দ্যুতনিপুণ শকুনিকে আহ্বান করেছিলেন। দ্যুতসভায় বহু লোক ছিল যাদের ইনি হারাতে পারতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে না খেলে ইনি সন্দেহপুত্র শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমত্ত হয়ে রাজ্য হারালেন। খেলবার সময় যদুধিষ্ঠিরের পাশা প্রতিকূল হয়ে পড়াছিল, বার বার হেরে গিয়ে ইনি ঋতুধ হচ্ছিলেন। শকুনি নিজের শক্তিতেই এঁকে পরাস্ত করেছিলেন, তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয় নি। যদি আপনারা শান্তি চান তবে মিষ্টবাক্যে দুর্যোধনকে প্রসন্ন করুন। সাম নীতিতে যা প্যাওয়া যায় তাই অর্থকর, যদুধ অন্যায়ে ও অনর্থকর।

সাত্যকি বললেন, তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায়, একই বংশে ক্রীষ ও বলশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। হলধর, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, যাঁরা তোমার বাক্য শোনেন তাঁরাই দোষী। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজের অস্পামাত্র দোষের কথাও বলতে পারে! অক্ষনিপুণ কৌরবগণ অনভিজ্ঞ যদুধিষ্ঠিরকে ডেকে এনে পরাজিত করেছিল, এমন জয়কে কোন যদুধিতে ধর্মসংগত বলা যেতে পারে? যদুধিষ্ঠির যদি নিজের ভবনে ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলতেন এবং দুর্যোধনাদি সেই খেলায় যোগ দিয়ে জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসংগত হত। যদুধিষ্ঠির কপট দ্যুতে পরাজিত হয়েছিলেন, তথাপি ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে ন্যায়ানুসারে পিতৃরাজ্যের অধিকার চান, তার জন্য প্রণিপাত করবেন কেন? এঁরা যথাযথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাপি কৌরবরা বলে যে এঁরা অজ্ঞাতবাসকালে ধরা পড়েছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর অনুন্নয় করেছেন তথাপি ধৃতরাষ্ট্রগণ রাজ্য ফিরে দিতে চায় না। আমি তাদের যদুধ জয় করে মহাত্মা যদুধিষ্ঠিরের চরণে নিপাতিত করব, যদি তারা প্রণিপাত না করে তবে তাদের সমালয়ে পাঠাব। আততায়ী শত্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না, তাদের কাছে অনুন্নয় করলেই অধর্ম ও অপযশ হয়। তারা যদুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিক, নতুবা নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করুক।

দ্রুপদ বললেন, মহাবাহু সাত্যকি, দুর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য ফিরিয়ে

দেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রের বশেই চলবেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতার জন্য এবং কর্ণ ও শকুনি মর্খতার জন্য দুর্যোধনের অনুবর্তী হবেন। বলদেব যা বললেন তা যুক্তিসম্মত মনে করি না, যাঁরা ন্যায়পরায়ণ তাঁদের কাছেই অনুন্নয় করা চলে। দুর্যোধন পাপবদ্ধি, মৃদুবাক্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, মৃদুভাষীকে তিনি শক্তিহীন মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মিত্রগণের নিকট দৃত পাঠানো হ'ক। দুর্যোধনও দৃত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমন্ত্রণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই যাবেন, এই কারণে আমাদের ত্বরান্বিত হ'তে হবে। বিরাটরাজ, আমার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণ শীঘ্র হস্তিনাপুরে যান, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণকে ইনি কি বলবেন তা আপনি শিখিয়ে দিন।

কৃষ্ণ বললেন, কৌরব আর পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্বন্ধ। আমরা এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছি; বিবাহ হয়ে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ গৃহে ফিরে যাব। দ্রুপদরাজ, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে সন্মান করেন, আপনি আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সখা। অতএব পাণ্ডবগণের যা হিতকর হয় এমন বার্তা আপনিই পুরোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দিন। দুর্যোধন যদি ন্যায়পথে চলেন তা হ'লে কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাতৃ নষ্ট হবে না। তিনি যদি দর্প ও মোহের বশে শান্তিকামনা না করেন তবে আপনি সকল রাজার কাছে দৃত পাঠাবার পর আমাদের আহ্বান করবেন।

তার পর বিরাটের নিকট সসন্মানে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট ও দ্রুপদ প্রভৃতি যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দৃত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা সানন্দে আসতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শুনে দুর্যোধনও তাঁর মিত্রগণকে আহ্বান করলেন।

যুধিষ্ঠিরের মত নিয়ে দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন, আপনি সংকুল-জাত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, দুর্যোধনের আচরণ সবই জানেন। আপনি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধনাদিরও মনের পরিবর্তন হবে। বিদ্রুপ আপনার সমর্থন করবেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিরও ভেদবুদ্ধি হবে। অমাত্যগণ যদি ভিন্ন মত অবলম্বন করেন এবং যোদ্ধারা যদি বিমুগ্ধ হন তবে তাঁদের পুনর্বীর স্বমতে আনা দুর্যোধনের পক্ষে দুরূহ হবে, তাঁর সৈন্যসংগ্রহে বাধা পড়বে। সেই অবকাশে পাণ্ডবগণের যুদ্ধোয়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান প্রয়োজন এই, যে আপনি ধর্মসংগত যুক্তির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে স্বমতে আনবেন।

অতএব পাণ্ডবগণের হিতের নিমিত্ত আপনি পদ্ব্যা নক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ মূহূর্তে সত্তর ঘাটা করুন। দ্রুপদ কতৃক এইরূপে উপদিষ্ট হয়ে পুরোহিত তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন—বলরাম ও দুর্যোধন

অন্যান্য দেশে দ্রুত পাঠাবার পর অর্জুন স্বয়ং স্ৱাকায় যাত্রা করলেন। পাণ্ডবগণ কি করছেন তার সমস্ত সংবাদ দুর্যোধন তাঁর গুপ্তচরদের কাছে পেতেন। কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি স্বভবনে ফিরে গেছেন শুনে দুর্যোধন অল্প সৈন্য নিয়ে অম্বারোহণে দ্রুতবেগে স্ৱাকায় এলেন। অর্জুনও সেই দিন সেখানে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ নিদ্রিত আছেন জেনে দুর্যোধন ও অর্জুন তাঁর শরনকক্ষে গেলেন। প্রথমে দুর্যোধন এসে কৃষ্ণের মস্তকের নিকটে একটি উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন, তার পর অর্জুন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে বিনীতভাবে কৃতাজলি হয়ে রইলেন।

জাগরিত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে দেখলেন, তার পর পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করে সিংহাসনে উপবিষ্ট দুর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করে দুর্যোধনের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দুর্যোধন সহাস্যে বললেন, মাধব, আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অর্জুনের সঙ্গে তোমার সমান সখ্য, সমান সম্বন্ধ (১)। আমি আগে তোমার কাছে এসেছি, সাধুজন প্রথমাগতকেই বরণ করেন, তুমি সজ্ঞনশ্রেষ্ঠ, অতএব সদাচার রক্ষা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুমি প্রথমে এসেছ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখেছি, অতএব দুর্যোধনকেই সাহায্য করব। যারা বরংকনিষ্ঠ তাদের অভীষ্টপূরণ আগে করা উচিত, সেজন্য প্রথমে অর্জুনকে বলছি। — নারায়ণ নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ বোধা আছে, তাদের দৈহিক বল আমারই তুল্য। পার্থ, তুমি সেই দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা চাও, না যুদ্ধবিমুখ নিরস্ত্র আমাকে চাও? তুমি বার বার ভেবে দেখ — যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দশ কোটি বোধ্য নেবে, কিংবা কেবল সচিবরূপে আমাকে নেবে?

কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অর্জুন তাঁকেই বরণ করলেন। দুর্যোধন

(১) কৃষ্ণ অর্জুনের মামাতো ভাই, কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা অর্জুনের পত্নী; কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনের জামাতা।

দশ কোটি যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্ণকেই পেয়েছেন। তার পর বলরামের কাছে গিয়ে দুর্যোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলরাম বললেন, বিরাটভবনে বিবাহের পর আমি যা বলেছিলাম তা বোধ হয় তুমি জান। তোমার জন্যই আমি বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম যে দূর পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সমান সম্বন্ধ। কিন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেন নি, আমিও তাঁকে ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারি না। কৃষ্ণের মতিগতি দেখে আমি স্থির করেছি যে আমি পার্থের সহায় হব না, তোমারও সহায় হব না। পদ্মবশিষ্ঠ, তুমি মহামান্য ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বলরামকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। তিনি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর বশে এসেছেন, যুদ্ধও তাঁর জয় হয়েছে। তার পর তিনি কৃতবর্মা (১) র সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর কাছে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লাভ করলেন।

দুর্যোধন চলে গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যুদ্ধ করব না তথাপি তুমি আমাকে বরণ করলে কেন? অর্জুন বললেন, নরোত্তম, তুমি একাকীই আমাদের সমস্ত শত্রু সংহার করতে পার এবং তোমার যশও লোকাবিস্থ্যত। আমিও শত্রুসংহারে সমর্থ এবং যশের প্রার্থী, এই কারণেই তোমাকে বরণ করেছি। আমার চিরকালের ইচ্ছা তুমি আমার সারথি হবে, এই কারণে তুমি সম্মত হও। বাসুদেব বললেন, পার্থ, তুমি যে আমার সঙ্গে স্পর্ধা কর তা তোমারই উপযুক্ত। আমি সারথি হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তার পর কৃষ্ণ ও দাশার্হ (২) বীরগণের সঙ্গে অর্জুন আনন্দিতমনে যুদ্ধার্থিত্বের কাছে ফিরে এলেন।

৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুদ্ধার্থিত্ব

আমন্ত্রণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য (৩) তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পুত্রগণকে নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে দুর্যোধন পশ্চিমদিকে তাঁর সংবর্ধনার উদ্‌যোগ করলেন। তাঁর আদেশে শিল্পিগণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভা-মন্ডপ, কূপ, দীর্ঘিকা, পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলে। সানাপ্রকার ক্রীড়া এবং খাদ্যপানীয়েরও আয়োজন করা হ'ল। শল্য উপস্থিত হ'লে দুর্যোধনের সচিবগণ তাঁকে

(১) ভোজবংশীয় প্রধান বিশেষ। ইনি কৌরবদের পক্ষে ছিলেন।

(২) সাত্যকি প্রভৃতি। (৩) নকুল-সহদেবের মাতুল।

দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, যদ্বিধিষ্ঠিরের কোন কৰ্মচারিগণ এই সকল সভা নির্মাণ করেছে? তাদের ডেকে আন, যদ্বিধিষ্ঠিরের সম্মতি নিয়ে আমি তাদের পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি। দুর্যোধন অন্তরালে ছিলেন, এখন শল্যের কাছে এলেন। দুর্যোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার কি অভীষ্ট বল, আমি তা পূর্ণ করব।

দুর্যোধন বললেন, আপনার বাক্য সত্য হ'ক, আপনি আমার সমস্ত সেনা নেতৃত্ব করুন। শল্য বললেন, তাই হবে; আর কি চাও? দুর্যোধন বললেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি, আর কিছু চাই না। শল্য বললেন, দুর্যোধন, তুমি এখন নিজ দেশে ফিরে যাও, আমি যদ্বিধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, আপনি দেখা করে শীঘ্র আমাদের কাছে আসবেন, আমরা আপনারই অধীন, যে বর দিয়েছেন তা মনে রাখবেন। দুর্যোধনকে আশ্বাস দিয়ে শল্য উপলব্ধ নগরে যাত্রা করলেন।

পান্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যদ্বিধিষ্ঠিরাদিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর দুর্যোধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন। যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, আপনি দুর্যোধনের প্রতি তুষ্ট হয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভালই। এখন আমার একটি উপকার করুন, যদি অকর্তব্য মনে করেন তথাপি আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যদ্বিধিষ্ঠিরের বাসুদেবের সমান, কণা আর অর্জুনের যখন মৈত্রী যদ্বিধিষ্ঠিরের হবে তখন আপনি নিশ্চয় কণের সারথি হবেন। আপনি অর্জুনকে রক্ষা করবেন, এবং যদি আমার প্রিয়কার্য করতে চান তবে কণের তেজ নষ্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হ'লেও এই কৰ্ম আপনি করবেন।

শল্য বললেন, আমি নিশ্চয়ই দুর্যোধন কণের সারথি হব। সে আমাকে কৃষ্ণতুল্য মনে করে, যদ্বিধিষ্ঠিরের কাছে আমি তাকে এমন প্রতিকূল ও অহিতকর বাক্য বলব যে তার দর্প ও তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতে পারবেন। বৎস, তুমি যা বলেছ তা আমি করব, এবং তোমার প্রিয়কার্য আর যা পারব তাও করব। যদ্বিধিষ্ঠির, তুমি ও কৃষ্ণ দু'জনেই যে দ্বন্দ্ব পেয়েছ, সন্তোষের কণের কাছে যে নিশ্চিন্ত বাক্য শুনেছ, জটাসুর ও কীচকের কাছে দ্রোণদ্রোণী যে ক্রোধ পেয়েছেন, সে সমস্তের ফল পরিণামে সদ্ধজনক হবে। মহাত্মা ও দেবতারও দ্বন্দ্বভোগ করেন, কারণ দৈবই প্রবল। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর ভাৰ্যার সঙ্গে মহৎ দ্বন্দ্বভোগ করেছিলেন।

৪। ত্রিশিরা, বৃহৎ, ইন্দ্র, নহুষ ও অগস্ত্য

যদিধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মহারাজ, ইন্দ্র ও তাঁর ভাৰ্য্য কি প্রকারে দৃঃখভোগ করেছিলেন? শল্য এই উপাখ্যান বললেন। —

ঋষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন, তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিবেচ্যবুদ্ধ হইলে ত্রিশিরা নামক এক পুত্রের জন্ম দিলেন। ত্রিশিরার তিন মূখ সূৰ্য্য চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়; তিনি এক মুখে বেদাধ্যয়ন, আর এক মুখে সুরাপান এবং তৃতীয় মুখে যেন সর্বাদিক গ্রাস করে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রজলাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যায় রত হলেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র বহু অঙ্গুরা পাঠালেন, কিন্তু ত্রিশিরা বিচলিত হলেন না, তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশিরা নিহত হলেন, কিন্তু তাঁর মস্তক জীবিতের ন্যায় রইল। ইন্দ্র ভীত হয়ে একজন বর্ধকী (ছুতোর)কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মস্তক ছেদন কর। বর্ধকী বললে, এর স্কন্ধ অতি বৃহৎ, আমার কুঠারে কাটা যাবে না, এমন বিগর্হিত কর্মও আমি পারব না। কে আপনি? এই ঋষিপুত্রকে হত্যা করে আপনার ব্রহ্মহত্যার ভয় হচ্ছে না? ইন্দ্র বললেন, আমি দেবরাজ, এই মহাবল পুত্রবধু আমার শত্রু সৈক্যন্য বজ্রাঘাতে একে বধ করেছি, পরে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব। বর্ধকী, তুমি শীঘ্র এর শিরশ্ছেদ কর, আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব; লোকে যখন যজ্ঞ করবে তখন নিহত পশুর মূণ্ড তোমাকে দেবে। বর্ধকী সম্মত হয়ে ত্রিশিরার তিন মূণ্ড কেটে ফেললে। প্রথম মূণ্ডের মূখ থেকে চাতক পক্ষীর দল, দ্বিতীয় মূখ থেকে চটক ও শোন, এবং তৃতীয় মূখ থেকে তিষ্ঠির পক্ষীর দল নির্গত হ'ল। ইন্দ্র হত হইলে স্বগৃহে চলে গেলেন।

পুত্রের নিধনসংবাদ পেয়ে ঋষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ইন্দ্রের বিনাশের নিমিত্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ব্রহ্মাসুরকে সৃষ্টি করলেন। ঋষ্টার আজ্ঞায় বৃহৎ স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা উদ্‌বিগ্ন হয়ে জম্বিকা (হুই) সৃষ্টি করলেন, তার প্রভাবে বৃহৎ মূখব্যাদান করলেন, ইন্দ্রও দেহ সংকুচিত করে বেরিয়ে এলেন। তার পর ইন্দ্র বৃহৎ সঙ্গের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তাঁকে দমন করতে না পেরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, দেবজ্ঞ ঋষি ও গন্ধর্বদের নিয়ে তুমি বৃহৎ কাছে যাও, তার সঙ্গের সন্ধি কর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। আমি অদৃশ্যভাবে তোমার সঙ্গের অধিষ্ঠান করব।

ঋষিরা বৃহৎ কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দর্জয় বীর, তোমার তেজে জগৎ

ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তুমি ইন্দ্রকে জয় করতে পার নি, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে দেবাসুর মানদ্বয় সকলেই পরাজিত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সহিত সখ্য কর, তাতে তুমি সুখ ও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবে। বৃহ বললেন, আপনারা যদি এই ব্যবস্থা করেন যে শত্ৰু বা আত্ম বস্তু দ্বারা, প্রসূত বা কাষ্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা রাত্ৰিতে, আমি ইন্দ্রাদি দেবতার বধ হব না, তবেই আমি সন্ধি করতে পারি। ঋষিরা বললেন, তাই হবে। বৃহের সঙ্গে সন্ধি করে ইন্দ্র চলে গেলেন।

একদিন ইন্দ্র সমুদ্রতীরে ব্রহ্মাসুরকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, এখন সন্ধ্যাকাল, নিও নয় রাত্ৰিও নয়; এই পর্বতাকার সমুদ্রফেন শত্ৰুও নয় আত্মও নয়, অস্ত্রও নয়। এই স্থির করে ইন্দ্র বৃহের উপরে বজ্রের সহিত সমুদ্রফেন নিক্ষেপ করলেন। দিক্‌ব্দ সেই ফেনে প্রবেশ করে বৃহকে বধ করলেন। পূর্বে ত্রিশিরাকে বধ করে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ করেছিলেন, এখন আবার মিথ্যাচার করে অত্যন্ত দূর্শিষ্টাগ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বার বার ব্রহ্মহত্যাকারী বলে লজ্জা দিতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজের দূর্ভাগ্যের জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জল-বধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে পৃথিবী বিধবস্ত, কানন শূন্য এবং নদীর স্রোত রুদ্ধ হ'ল, জলাশয় শুষ্ক হয়ে গেল, অনাবৃষ্টি ও ব্রহ্মহত্যার ফলে সকল প্রাণী সংক্ষুব্ধ হ'ল। দেবতা ও মহর্ষিরা হস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, কে আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেবরাজের পদ নিষ্ঠ চাইলেন না।

অবশেষে দেবগণ ও মহর্ষিগণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মিক নহুষকে বললেন, তুমিই দেবরাজ হও। নহুষ বললেন, আমি দুর্বল, ইন্দ্রের তুল্য নই। দেবতা ও ঋষিরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য পালন কর। নহুষ অভিষিক্ত হয়ে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আধিপত্য করতে লাগলেন। তিনি প্রথমে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি শচীকে দেখে সভাসদগণকে বললেন, ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেন। কেন? উনি স্বয়ং আমার গৃহে আসেন। শচী উদ্বিগ্ন হয়ে বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভয় পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবে।

শচী বৃহস্পতির শরণ নিয়েছেন জেনে নহুষ ক্রুদ্ধ হলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, পরশ্রামসিংগের পাপ থেকে নিবৃত্ত হও; তুমি দেবরাজ, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। নহুষ বললেন, ইন্দ্র যখন গৌতম-

পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং আরও অনেক ধর্মবিরুদ্ধ নৃশংস ও শঠতামস কার্য করেছিলেন তখন আপনারা বারণ করেন নি কেন? শচী আমার সেবা করুন, তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন, আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হস্তে সমর্পণ করুন, তিনি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বরবর্ধিনী শচী তাঁকেই এখন পতিত্বে বরণ করুন। শচী কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী, আমি শরণাগতকে ত্যাগ করি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমরা চলে যাও।

দেবতারা বললেন, কি করলে সকলের পক্ষে ভাল হয় আপনি বলুন। বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী নহুষের কাছে কিছুকাল অবকাশ প্রার্থনা করুন, তাতে সকলের শুভ হবে। কালক্রমে বহু বিষয় ঘটে, নহুষ বলশালী ও দীপ্ত হ'লেও কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে। শচী নহুষের কাছে গেলেন এবং কাম্পিতদেহে কৃতাজ্জলি হ'য়ে বললেন, সুরেশ্বর, আমাকে কিছুকাল অবকাশ দিন। ইন্দ্র কোথায় কি অবস্থায় আছেন আমি জানি না; অনুসন্ধান করেও যদি তাঁর সংবাদ না পাই তবে নিশ্চয় আপনার সেবা করব। নহুষ সন্মত হলেন, শচীও বৃহস্পতির কাছে ফিরে গেলেন।

তার পর দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার বীর্ষেই বৃহ নিহত হয়েছে এবং তাঁর ফলে ইন্দ্র গৃহহত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁর মৃত্তির উপায় বলুন। বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার পূজা করুন, তাতে তিনি পাপমুক্ত হ'য়ে দেবরাজ্য ফিরে পাবেন, দূর্মতি নহুষও বিনষ্ট হবে। দেবগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দের কাছে গিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তার ফলে ইন্দ্র গৃহহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর পাপ বিভক্ত হ'য়ে বৃক্ষ নদী পর্বত ভূমি স্ত্রী ও প্রাণিগণে সংক্রামিত হ'ল।

দেবরাজ্যপদে নহুষকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেখে ইন্দ্র পুনর্বীর আত্মগোপন করে কালপ্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শোকাত্তা শচী তখন উপশ্রুতি নান্দী স্মৃতিদেবীর উপাসনা করলেন। উপশ্রুতি মূর্তিমতী হ'য়ে দর্শন দিলেন এবং শচীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রমধ্যে এক মহাম্বীপে উপস্থিত হলেন। সেই স্বীপের মধ্যে শত বোজন বিস্তীর্ণ সরোবরে উন্নত বন্তের উপরে একটি দ্বন্দ্ববর্ণ বৃহৎ পশু ছিল। উপশ্রুতির সঙ্গে শচী সেই পশুর নাল ভেদ করে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃগাল-সদৃশের মধ্যে ইন্দ্র অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করছেন। শচী তাঁকে বললেন, প্রভু, তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহুষ আমাকে বশে আনবে। তুমি স্বমূর্তিতে

প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পাপিষ্ঠ নহুযকে বধ ক'রে দেবরাজ্য শাসন কর।

ইন্দ্র বললেন, বিক্রম প্রকাশের সময় এখনও আসেনি, নহুয আমার চেয়ে বলবান, ঋষিরাও হব্য কব্য দিয়ে তার শক্তি বাড়িয়েছেন। তুমি নিজনে নহুযকে এই কথা বল—জগৎপতি, আপনি ঋষিবাহিত যানে আমার নিকট আসুন, তা হ'লে আমি সানন্দে আপনার বশীভূত হব। শচী নহুযের কাছে গিয়ে বললেন, দেবরাজ, আপনি যদি আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আপনার বশগামিনী হব। আপনি এমন বাহনে চড়ুন যা বিষ্ণু রত্ন বা কোনও দেবতা বা রাক্ষসের নেই। আমার ইচ্ছা, মহাত্মা ঋষিগণ মিলিত হ'য়ে আপনার শিবিকা বহন করুন। নহুয বললেন, বরবর্ণিনী, তুমি অপূর্ব বাহনের কথা বলেছ, আমি তোমার কথা রাখব।

ঐরাবত প্রভৃতি দিব্য হস্তী, হংসযুক্ত বিমান ও দিব্যাস্বযোজিত রথ ত্যাগ ক'রে নহুয মহর্ষিগণকে তাঁর শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করলেন। তখন বৃহস্পতি অগ্নিকে বললেন, তুমি ইন্দ্রের অন্বেষণ কর। অগ্নি সর্বত্র অন্বেষণ ক'রে বললেন, ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাতে প্রবেশ করলে আমি নির্বাপিত হব। অগ্নির স্তুতি ক'রে বৃহস্পতি বললেন, নিঃশঙ্কে জলে প্রবেশ কর, তোমাকে আমি সনাতন ব্রাহ্ম মন্ত্রে বর্ধিত করব। অগ্নি সর্বপ্রকার জলে অন্বেষণ ক'রে অবশেষে পশ্চিম মণ্ডলমধ্যে ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন এবং ফিরে এসে বৃহস্পতিকে জানালেন। তখন দেবতা ঋষি ও গন্ধর্বদের সঙ্গে বৃহস্পতি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে স্তব ক'রে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি দেবতা ও মনুষ্যকে রক্ষা কর, বল লাভ কর। স্তুত হ'য়ে ইন্দ্র ধীরে ধীরে বৃন্দীলাভ করলেন।

দেবতার নহুযবধের উপায় চিন্তা করছিলেন এমন সময় ভগবান অগস্ত্য ঋষি সেখানে এলেন। তিনি বললেন, পুত্রন্দর, ভাগ্যক্রমে তুমি শত্রুহীন হয়েছ, নহুয দেবরাজ্য থেকে দ্রষ্ট হয়েছেন। দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ যখন নহুযকে শিবিকায় বহন করছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁরা প্রান্ত হ'য়ে নহুযকে প্রশ্ন করলেন, বিজয়িশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা যে গোপ্রাক্ষণ (যজ্ঞ গোবধ) সম্বন্ধে মন্ত্র বলেছেন, তা তুমি প্রামাণিক মনে কর কি না? নহুয মোহবশে উত্তর দিলেন, না, ও মন্ত্র প্রামাণিক নয়। ঋষিরা বললেন, তুমি অধর্মে নিরত তাই ধর্ম বোঝে না। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই মন্ত্র প্রামাণিক মনে করেন, আমরাও করি। ঋষিদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতে নহুয তাঁর পা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আমি এই শাপ দিলাম—মৃত্যু তুমি ব্রহ্মর্ষিগণের অনর্দ্রিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, চরণ দিয়ে আমার মস্তক

স্পর্শ করেছ, ব্রহ্মার তুল্য ঋষিগণকে বাহন করেছ, তুমি ক্ষীণপদ্ম (১) হ'য়ে মহীতলে পতিত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সর্প (২) রূপে দশ সহস্র বৎসর বিচরণ করবে, তার পর তোমার বংশজ্ঞাত যদৃধিষ্ঠিরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। শচীপতি, দদুর্ভাসা নহুষ এইরূপে স্বর্গচ্যুত হয়েছে, এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে ত্রিলোক পালন কর। তার পর ইন্দ্র শচীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরমানন্দে দেবরাজ্য পালন করতে লাগলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, যদৃধিষ্ঠির, ইন্দ্রের ন্যায় তুমিও শত্রু বধ ক'রে রাজ্যলাভ করবে। আমি যে বেদতুল্য ইন্দ্রবিজয় নামক উপাখ্যান বললাম, তা জয়াভিলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ এবং পুত্র, দীর্ঘ আয়ু ও সর্বত্র জয় লাভ হয়।

যথাবিধি পূজিত হ'য়ে শল্য বিদায় নিলেন। যদৃধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, আপনি অবশ্যই কর্ণের সারথি হবেন এবং অর্জুনের প্রশংসা ক'রে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। শল্য বললেন, তুমি যা বললে তাই করব এবং আর যা পারব তাও করব।

৫। সেনাসংগ্রহ

নানা দেশের রাজারা বিশাল সৈন্যদল নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে এলেন। ক্ষুদ্র নদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, সেইরূপ বিভিন্ন দেশের অকোঁহিণী সেনা যদৃধিষ্ঠিরের বাহিনীতে প্রবেশ ক'রে লীন হ'তে লাগল। সাঙ্ঘতবংশীয় মহারথ সাত্যকি, চৌদিরাজ ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধপুত্র মগধরাজ জয়ৎসেন, সাগরতটবাসী বহু যোদ্ধা সহ পাণ্ড্যরাজ, কেকয়রাজবংশীয় পণ্ডু সহোদর, পুত্রগণসহ পাণ্ডালরাজ দ্রুপদ, পার্বতীয় রাজগণ সহ মৎস্যরাজ বিরাট এবং আরও বহু দেশের রাজারা সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাত অকোঁহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল।

দুর্যোধনের পক্ষেও বহু রাজা বহু সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। কাণ্ডনবর্ষ চীন ও কিরাত সৈন্য সহ ভগদত্ত, সোমদত্তপুত্র ভূরিপ্রবা, মদ্ররাজ শল্য, ভোজ ও অশ্বক সৈন্য সহ হৃদিকপুত্র কৃতবর্মা, সিন্ধুসৌবীহর্যাসী জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজারা, শক ও যবন সৈন্য সহ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ

(১) যার পুণ্যজনিত স্বর্গভোগ শেষ হয়েছে।

(২) বনপর্ব ৩৭-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মহিষ্মতীরাজ নীল, অবন্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল। হস্তিনাপুরে তাদের স্থান হ'ল না; পঞ্চনদ, কুরুজাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, মরুপ্রদেশ, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাতীর, বারণ, বাটধান, যমুনাভীরস্থ পার্বত দেশ, সমস্তই কৌরবসৈন্যে ব্যাপ্ত হ'ল।

॥ সঞ্জয়বানপর্বাদ্যায় ॥

৬। দ্রুপদ-পদুরোহিতের দৌত্য

দ্রুপদের পদুরোহিত হস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর তাঁর সংবর্ধনা করলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর পদুরোহিত বললেন, আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বক্তব্যের অর্গরূপে কিছু বলব। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু একজনেরই পুত্র, পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের পদগ্রগণ তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পাণ্ডুপদগ্রগণ পেলেন না কেন? আপনারা জানেন, দুর্যোধন তা অধিকার করে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছেন এবং শকুনির সাহায্যে তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কর্ম অনুমোদন করে পাণ্ডবগণকে তের বৎসর নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। দ্যুতসভায় বনবাসে এবং বিরাটনগরে পাণ্ডবগণ ভাষা সহ বহু ক্লেশ পেয়েছেন। এইসকল নির্বাসন ভুলে গিয়ে তাঁরা কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছা করেন। এখানে যে সহৃদ্বর্গ রয়েছেন তাঁরা পাণ্ডবদের ও দুর্যোধনের আচরণ বিচার করে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করুন। পাণ্ডবরা বিবাদ করতে চান না, লোকক্ষয় না করেই নিজেদের প্রাপ্য চান। দুর্যোধন যে ভরসায় যুদ্ধ করতে চান তা মিথ্যা, কারণ পাণ্ডবরাই অধিকতর বলশালী। তাঁদের সাত অক্ষৌহিণী সেনা প্রস্তুত আছে, তার উপর সাত্যাকি, ভীমসেন আর নকুল-সহদেব সহস্র অক্ষৌহিণীর সমান। আপনাদের পক্ষে যেমন এগার অক্ষৌহিণী আছে, আপনার পক্ষে তেমন অর্জুন আছেন। অর্জুন ও বাসুদেব সমস্ত সেনারই অধিক। সেনার বহুলতা, অর্জুনের বিক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা জেনে কোন লোক পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে বা পাণ্ডবগণের প্রাপ্য তা দিন।

পদুরোহিতের কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও কুন্তী
আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সন্ধিকামনা করছেন। আপনি যা বলেছেন সব
সত্য, তবে আপনি ব্রাহ্মণ সেজন্য আপনার বাক্য অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ। পাণ্ডবদের বহু
কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মানুসারে তাঁরা পিতৃধনের অধিকারী এ বিষয়ে কোনও
সংশয় নেই। অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় সুদীক্ষিত মহারথ, স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাঁর
সমকক্ষ নন।

কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিয়ে দ্রুপদের পদুরোহিতকে বললেন, ব্রাহ্মণ, যা হয়ে
গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা বলে লাভ কি? দুর্যোধনের জন্যই
শকুনি দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠির পণরক্ষার জন্য বনে
গিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞানুযায়ী সময়ের মধ্যে (১) তিনি মূর্খের ন্যায় রাজ্য চাইতে
পারেন না। দুর্যোধন ধর্মানুসারে শত্রুকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন, কিন্তু
ভয় পেয়ে পাদপরিমিত ভূমিও দেবেন না। পাণ্ডবরা যদি পৈতৃক রাজ্য চান তবে
অবশিষ্ট কাল বনবাসে কাটিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, তার পর নির্ভয়ে দুর্যোধনের
কোড়ে আশ্রয় নিন।

ভীষ্ম বললেন, রাধেয়, অহংকার করে লাভ কি, অর্জুন একাকী ছ জন
রথীকে জয় (২) করেছিলেন তা স্মরণ কর। এই ব্রাহ্মণ যা বললেন তা যদি আমরা
না করি তবে অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়ে আমরা রণভূমিতে ধূলিভক্ষণ করব।

কর্ণকে ভৎসনা করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, শান্তনুপুত্র ভীষ্ম যা বলেছেন তা
সকলের পক্ষে হিতকর। ব্রাহ্মণ, আমি চিন্তা করে পাণ্ডবগণের নিকট সজয়কে
পাঠাব, আপনি আজই অবিলম্বে ফিরে যান। তার পর ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদপদুরোহিতকে
সসম্মানে দিলেন।

৭। সজয়ের দৌত্য

ধৃতরাষ্ট্র সজয়কে বললেন, তুমি উপপ্লব্য নগরে গিয়ে পাণ্ডবগণের সংবাদ
নেবে এবং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করে বলবে, ভাগ্যক্রমে তুমি বনবাস

(১) কর্ণ বলতে চান যে, অজাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই পাণ্ডবগণ
আত্মপ্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁদের আবার বার বৎসর বনবাসে থাকতে হবে।

(২) গোহরণকালে।

থেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঞ্জয়, আমি পাণ্ডবদের সঙ্কল্প দোষও দেখতে পাই না, কুরুরস্বভাব মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন এবং ততোধিক ক্ষত্রমতি কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন কেউ নেই যে পাণ্ডবদের প্রতি বিশ্বেষয়ন্ত। ভীষ্ম অর্জুন নকুল সহদেব এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি যার অনঙ্গত সেই যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া ভাল। গদ্যচরদের কাছে কৃষ্ণের যে পরাক্রমের কথা শুনেছি তা মনে ক'রে আমি শান্তি পাচ্ছি না, অর্জুন ও কৃষ্ণ মিলিত হয়ে এক রথে আসবেন শুনে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। যুধিষ্ঠির মহাতপা ও ব্রহ্মচর্যশালী, তাঁর ক্রোধকে আমি যত ভয় করি অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতিকেও তত করি না। সঞ্জয়, তুমি রথারোহণে পাণ্ডালরাজের সেনানিবেশে যাও এবং যুধিষ্ঠির যাতে প্রীত হন এমন কথা বলো। সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁকে জানিও যে আমি শান্তিই চাই। বিপক্ষকে যা বলা উচিত, যা ভরতবংশের হিতকর, এবং যাতে যুদ্ধের প্ররোচনা না হয় এমন কথাই তুমি বলবে।

সদৃশবংশীয় গবল্গনপুত্র সঞ্জয় উপলব্ধ্য নগরে এসে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করলেন। উভয়পক্ষের কুশল জিজ্ঞাসার পর যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, দীর্ঘকাল পরে কুরুবৃন্দ ধৃতরাষ্ট্রের কুশল শুনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্রকেই দেখছি। তার পর যুধিষ্ঠির সকলেরই সংবাদ নিলেন, যথা — ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, রাজপুত্রস্ব জননীগণ, পুত্র ও পুত্রবধূগণ, ভগিনী ভাগিনেয় ও দৌহিত্রগণ, দাসীগণ প্রভৃতি।

সকলের কুশলসংবাদ দিয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দুর্যোধনের কাছে সাধুপ্রকৃতি বৃদ্ধগণ আছেন, আবার পাপাত্মারাও আছে। আপনারা দুর্যোধনের কোনও অপকার করেন নি তথাপি তিনি আপনাদের প্রতি বিশ্বেষয়ন্ত হয়েছেন। স্বর্গের ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের অন্তিমোদন করেন না, তিনি মনস্তাপ ভোগ করছেন, সকল পাতক অপেক্ষা মিথ্রদ্রোহ গুরুতর — এ কথাও ব্রাহ্মণদের কাছে শুনেছেন। অজাতশত্রু, আপনি নিজের বৃদ্ধিবলে শান্তির উপায় স্থির করুন। আপনারা সকলেই ইন্দ্রতুল্য, কষ্টে পড়লেও আপনারা ভোগের জন্য ধর্মত্যাগ করবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন, ধৃতরাষ্ট্র যা বলেছেন তাই বল। সঞ্জয় বললেন, পণ্ডপাণ্ডব বাসুদেব সাত্যকি চৌকিতানু (৯) বিরাট পাণ্ডাল-রাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন ক'রে আমি বলছি। রাজ্য ধৃতরাষ্ট্র শান্তির প্রশংসা ক'রে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাক্য আপনাদের স্মৃচিকর হ'ক, শান্তি স্থাপিত

হ'ক। মহাবলশালী পাণ্ডবগণ, হীন কর্ম করা আপনাদের উচিত নয়, শত্রু বশ্বে অঞ্জলিবিন্দুর ন্যায় সেই পাপ যেন আপনাদের স্পর্শ না করে। কৌরবগণকে যদি যুদ্ধে বিনষ্ট করেন তবে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। কৃষ্ণ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও চৌকিতান যাঁদের সহায়, কে তাঁদের জয় করতে পারে? আবার দ্রোণ ভীষ্ম অশ্বথামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই কৌরবগণকেই বা কে জয় করতে পারে? জয়ে বা পরাজয়ে আমি কোনও মগ্গলই দেখছি না। আমি বিনীত হয়ে কৃষ্ণ ও বৃন্দ পাণ্ডালরাজের নিকট প্রণত হচ্ছি, সকলের মগ্গলের জন্য আমি সন্দিহ প্রার্থনা করছি। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এই চান যে, আপনারা শান্তি স্থাপন করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এমন কথা তোমাকে বলি নি, তবে ভীত হচ্ছ কেন? যুদ্ধ অপেক্ষা অযুদ্ধ ভাল, যদি দারুণ কর্ম না করেও অভীষ্ট বিষয় পাওয়া যায় তবে কোন মূর্খ যুদ্ধ করতে চায়? বিনা যুদ্ধে অঙ্গ পেলেও লোকে যথেষ্ট মনে করে। প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয় না, মানুষ্যও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়ে তৃপ্ত হয় না। দেখ, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ বিপুল ভোগ্য বিষয় পেয়েও তৃপ্ত হন নি। ধৃতরাষ্ট্র সংকটে পড়ে পরের উপর নির্ভর করছেন, এতে তাঁর মগ্গল হবে না। তিনি বহু ঐশ্বর্যের অধিপতি, এখন দুর্বুদ্ধি ঋতুস্বভাব কুমান্দিবোষ্ঠিত পুত্রের জন্য বিলাপ করছেন কেন? দুর্বোধনের স্বভাব জেনেও তিনি বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করে অধর্মের পথে চলছেন। দৃশাসন শকুনি আর কর্ণ — এরাই এখন লোভী দুর্বোধনের মন্ত্রী। আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা মনে করলেন সমগ্র রাজ্যই তাঁদের হস্তগত হয়েছে। এখনও তাঁরা নিস্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এমন অবস্থায় শান্তি অসম্ভব। ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব জীবিত থাকতে ইন্দ্রও আমাদের ঐশ্বর্য হরণ করতে পারেন না। আমরা কত কষ্ট পেরোছি তা তুমি জান; তোমার অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি; কৌরবদের সঙ্গে পূর্বে আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল তাও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অনুসারে শান্তিও স্থাপিত হবে; কিন্তু দুর্বোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আবার আমার হ'ক।

সঞ্জয় বললেন, অজাতশত্রু, কৌরবগণ যদি আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন তবে অন্ধ ও বৃক্ষদের রাজ্যে (১) আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রেয়, কিন্তু যুদ্ধ ক'রে

রাজ্যলাভ উচিত হবে না। মানুষের জীবন অল্পকালস্থায়ী দৃঃখময় ও অস্থির; যুদ্ধ করা আপনার যশের অনুরূপ নয়, অতএব আপনি পাপজনক যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'ন। জনার্দন সাত্যকি ও দ্রুপদ প্রভৃতি রাজারা চিরকালই আপনার অনুরাগত, এঁদের সাহায্যে পূর্বেই আপনি যুদ্ধ করে দুর্যোধনের দৰ্প চূর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু বহু বৎসর বনে বাস করে বিপক্ষের শক্তি বাড়িয়ে এবং স্বপক্ষের শক্তি ক্ষয় করে এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল, ভোগের ইচ্ছা ভাল নয়, ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতিতে বধ করে রাজ্য পেয়ে আপনার কি সুখ হবে? যদি আপনার অমাত্যবর্গই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন, তবে তাঁদের হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি সরে যান, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আমি ধর্ম করছি কি অধর্ম করছি তা জেনে আমার নিন্দা ক'রো। আপৎকালে ধর্মের পরিবর্তন হয়, বিম্বান লোকে বদ্বিধবলে কর্তব্য নির্ণয় করেন। কিন্তু বিপন্ন না হলে পরধর্ম আশ্রয় করা নিন্দনীয়, যদি আমরা তা করে থাকি তবে আমাদের দোষ দিও। আমি পিতৃপিতামহের পথেই চলি। যদি সাম নীতি বর্জন করি (সন্ধিতে অসম্মত হই) তবে আমি নিন্দনীয় হব; যুদ্ধের উদ্যোগ করে যদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন না করি (যুদ্ধে বিরত হই) তা হ'লেও আমার দোষ হবে। মহাযশা বাসুদেব উভয়পক্ষের শত্রুভাষী, ইনিই বলুন আমাদের কর্তব্য কি।

কৃষ্ণ বললেন, আমি দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শান্তি ভিন্ন আর কিছুই উপদেশ দিতে চাই না। যুধিষ্ঠির তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দেখিয়েছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর পুত্ররা লোভী, অতএব কলহের বৃদ্ধি হবেই। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন, এতে তাঁর ধর্মলোপ হবে কেন? পাণ্ডবরা যদি এমন কোনও উপায় জানতেন যাতে কৌরবদের বধ না করে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এঁরা ভীমসেনকে দমন করেও সেই উপায় অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি জুগ্যদোষে এঁদের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা। দস্যুবধ করলে পুণ্য হয়, অধমজ্ঞ কৌরবগণ দস্যুবৃত্তিই অবলম্বন করেছেন। লোকদৃষ্টির অগোচরে বা প্রকাশ্যভাবে সবলে যে পরের ধন হরণ করে সে চোর। দুর্যোধনের সঙ্গে চোরের কি পার্থক্য আছে? পাণ্ডবগণের প্রিয়া ভার্য্য দ্রৌপদীকে যখন দাদুতসভায় আনা হয়েছিল তখন ভীষ্মাদি কিছুই বলেন নি, ধৃতরাষ্ট্রও বারণ করেন নি। দুর্যোধন যখন দ্রৌপদীকে শব্দরূপের সমক্ষে

টেনে নিয়ে এল তখন বিদুর ভিন্ন কেউ তাঁর রক্ষক ছিলেন না, সমবেত রাজারা কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সঞ্জয়, দ্যুতসভায় যা ঘটেছিল তা ভুলে গিয়ে তুমি এখন পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছ! পাণ্ডবদের অনিষ্ট না ক'রে যদি আমি শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার পক্ষে তা পদ্ম্যকর্ম হবে। আমি নীতিশাস্ত্র অনুসারে ধর্মসম্মত অহিংস উপদেশ দেব, কিন্তু কৌরবগণ কি তা বিবেচনা করবেন? তাঁরা কি আমার সম্মান রক্ষা করবেন? পাণ্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ করতেও সমর্থ, এই বুদ্ধে তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানিও।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন গমনের অনুমতি দিন। আমি আবেগবশে কিছু অন্যায বলি নি তো? জনার্দন, ভীমার্জুন, নকুল-সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান, সকলকেই অভিবাদন ক'রে আমি বিদায় চাচ্ছি। আপনারা স্নেহে থাকুন, আমাকে প্রসন্নমনে দেখুন।

যদ্যধিপ্তির বললেন, সঞ্জয়, তুমি প্রিয়ভাষী বিশ্বস্ত দূত, কটুবাক্যেও তুচ্ছ হও না, কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে করেন, পূর্বে তুমি ধনঞ্জয়ের অভিন্নহৃদয় সখা ছিলে। তুমি এখন যেতে পার। হস্তিনাপুরের বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে, এবং বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমার অভিবাদন জানিও। গন্ধর্বতুল্য প্রিয়দর্শন অস্ত্রবিশারদ অশ্বখামা, মূর্খ শঠ দুর্যোধন, তার তুল্যই মূর্খ দৃষ্টম্ভাব দঃশাসন, যুদ্ধবিমুখ ধার্মিক বৈশ্যাপদ যযৎসদ্র, মহাধনুর্ধর ভূরিপ্রবা ও শল্য, অম্বিতীয় অক্ষপট মিত্রাবৃদ্ধি গান্ধাররাজ শকুনি, যিনি পাণ্ডবদের জয় করতে চান এবং দুর্যোধনাদিকে মৃদ্ধ ক'রে রেখেছেন সেই কর্ণ, অগাধবৃদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিদুর যিনি আমাদের পিতামাতার তুল্য মাননীয় শূভাখ্য ও উপদেষ্টা; এবং যারা বৃদ্ধা, রাজভাষা বা আমাদের পদবধ-স্থানীয়া, তাঁদের সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা ক'রো। তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে কল্যাণীয়া কুমারীগণকে আলিঙ্গন ক'রে জানিও যে আমি আশীর্বাদ করছি তারা অনুকূল পতি লাভ করুক। বৈশ্য দাসদাসী খঞ্জ ও কুবজদের, এবং অন্ধ ও বধির শিল্পীদের অনাময় জিজ্ঞাসা ক'রো। যে সকল ব্রাহ্মণ আমার নিকট বৃত্তি পেতেন তাঁদের জন্য দুর্যোধনকে বলো। ভীষ্মের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, পিতামহ, যাতে আপনার সকল পৌত্র প্রীতিযুক্ত হয়ে জীবিত থাকে সেই চেষ্টা করুন। দুর্যোধনকে বলো, নরশ্রেষ্ঠ, পরদ্রব্যে লোভ ক'রো না, আমরা শান্তিই চাই, তুমি রাজ্যের একটি প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও — কুশম্ভল বৃকম্ভল মাকন্দী বারগাবত এবং আর একটি, তা হ'লেই বিবাদের অবসান হবে।

সঞ্জয়, আমি সন্ধি বা যুদ্ধ উভয়ের জন্য প্রস্তুত, মন্দ বা দারুণ দুই কার্যেই সমর্থ।

যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জয় সত্ত্ব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এসে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি পুত্রের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে চাচ্ছেন এতে আপনার পৃথিবীব্যাপী অখ্যাতি হয়েছে। আপনার দোষেই কুরুপাণ্ডবদের বিরোধ ঘটেছে, যদি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে না দেন তবে আপনি যেমন শত্রু ভূণ দগ্ধ করে সেইরূপ অর্জুন কৌরবগণকে ধ্বংস করবেন। আপনি অবিশ্বস্ত লোকদের মতে চলছেন, বিশ্বস্ত লোকদের বর্জন করেছেন; আপনার এমন শক্তি নেই যে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আমি রথের বেগে প্রান্ত হয়েছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। যুধিষ্ঠির যা বলেছেন কাল প্রভাতে আপনাকে জানাব।

৥ প্রজাগর- ও সনৎসুজাত- পর্বাদ্যায় ॥

৮। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে বিদুর— বিরোচন ও সৃধ্বা

সঞ্জয় চ'লে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে আনিয়া বললেন, পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় আমাকে ভৎসনা করেছে, কাল সে যুধিষ্ঠিরের কথা জানাবে। আমি উৎকণ্ঠায় দগ্ধ হচ্ছি, আমার নিদ্রা আসছে না, মনের শান্তি নেই, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হয়েছে। বিদুর, তুমি আমাকে সংপরাশ্রম দাও।

বিদুর বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠির রাজোচিত লক্ষণযুক্ত এবং মিলোকের অধিপতি হবার যোগ্য। তিনি আপনার আজ্ঞাবহ ছিলেন সেজন্যই নির্বাসনে গিয়েছিলেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু অন্ধ, সেজন্য রাজ্যলাভের যোগ্য নন। দুর্বোধন শকুনি কর্ণ ও দুর্যোধানকে প্রভুত্ব দিয়ে আপনি কি করে শ্রোয়লাভ করতে পারেন? আপনি পাণ্ডবগণকে তাঁদের পিতুরাজ্য দান করুন, তাতে আপনি সুপুত্র সৃধ্বী হবেন, আপনার অখ্যাতি দূর হবে। যত কাল মানুষ্যের কীর্তি স্থায়ী হয় তত কালই সে স্বর্গভোগ করে। আপনি পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে সরল ব্যবহার করুন, তাতে আপনি ইহলোকে কীর্তি এবং মরণান্তে স্বর্গ লাভ করবেন। একটি প্রাচীন কথা বলছি শুনুন।—

কেশিনী নামে এক অতুলনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বয়ংবরে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন উপস্থিত হ'লে কেশিনী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ না দৈত্য শ্রেষ্ঠ? বিরোচন বললেন, প্রজাপতি কশ্যপের বংশধর দৈত্যরাই শ্রেষ্ঠ, সর্বলোক আমাদেরই অধীন। কেশিনী বললেন, কাল সুধব্বা এখানে আসবেন, তখন তোমাদের দৃজনকেই দেখব। পরদিন সুধব্বা এলে কেশিনী তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিলেন। বিরোচন বললেন, সুধব্বা আমার এই হিরণ্ময় আসনে বসুন। সুধব্বা বললেন, তোমার আসন আমি স্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে বসব না; তোমার পিতা আমার আসনের নিম্নে বসেন। বিরোচন বললেন, স্বর্ণ গো অশ্ব প্রভৃতি অসুন্দরদের যে বিস্ত আছে সে সমস্তই আমি পণ রাখছি; যিনি অভিজ্ঞ তিনিই বলবেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। সুধব্বা বললেন, স্বর্ণ গো প্রভৃতি তোমারই থাকুক, জীবন পণ রাখা হ'ক।

দৃজনে প্রহ্লাদের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রহ্লাদ বললেন, তোমরা পূর্বে কখনও একসঙ্গে চলতে না, এখন কি তোমাদের সখ্য হয়েছে? বিরোচন বললেন, পিতা, সখ্য হয় নি, আমরা জীবন পণ রেখে তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার কাছে এসেছি। সুধব্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহ্লাদ পাদ্য জল, মধুপর্ক ও দুই স্থূল শ্বেত বৃষ আনতে বললেন। সুধব্বা বললেন, ওসব থাকুক, আপনি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিন — ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না বিরোচন শ্রেষ্ঠ? প্রহ্লাদ বললেন, সুধব্বার পিতা অগ্নিরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুধব্বার মাতা বিরোচনের মাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিরোচন, তুমি পরাজিত হয়েছ, তোমার প্রাণ এখন সুধব্বার অধীন। সুধব্বা, আমার প্রার্থনায় তুমি বিরোচনকে প্রাণদান কর। সুধব্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপনি ধর্ম্মানুসারে সত্য কথা বলেছেন, পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলেন নি, সেজন্য বিরোচনকে মৃত্তি দিলাম। ইনি কুমারী কেশিনীর সমক্ষে আমার পাদপ্রক্ষালন করুন। (১)

উপাখ্যান শেষ ক'রে বিদুর বললেন, মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা ব'লে আপনি পুত্র ও অমাত্য সহ বিনষ্ট হবেন না। পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রু করুন, পাণ্ডবরা যেমন সত্যপ্রিয় করেছেন দুর্বোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্ষায় প্রবৃত্ত করুন, তিনি পূর্বে যে পাপ করেছেন আপনি তার অপনয়ন করুন। বিদুর আরও অনেক

(১) মূলে আছে—‘পাদপ্রক্ষালনং কুর্বাৎ কুমারীঃ সন্নিধৌ মম।’ টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন, আমার সন্নিধানে কুমারী কেশিনীর পাদপ্রক্ষালন করুন, অর্থাৎ তাঁকে বিবাহ করুন; বিবাহের পূর্বে বরকন্যা হরিদ্রা দিয়ে পরস্পরের পাদপ্রক্ষালন করে।

উপদেশ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি যা বললে সবই সত্য, পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি ন্যায়সংগত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুর্যোধন কাছে এলেই আমার বদ্বিশ্বাস পরিবর্তন হয়। মানুষ্যের ভাগ্যই প্রবল, পদ্রুপকার নিরর্থক। বিদুর, তোমার কথা অতি বিচিত্র, যদি আরও কিছু বলবার থাকে তো বল। বিদুর বললেন, আমি শূদ্রযোনিতে জন্মেছি, অধিক কিছু বলতে সাহস করি না। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সনৎসুজাত (সনৎকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন।

বিদুর স্মরণ করলে সনৎসুজাত তখনই আবির্ভূত হলেন। তাঁকে যথাবিধি অর্চনা করে বিদুর বললেন, ভগবান, ধৃতরাষ্ট্র সংশয়াপন্ন হয়েছেন, আপনি এমন উপদেশ দিন যাতে এর সকল দ্বন্দ্ব দূর হয়। বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় সনৎসুজাত ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন।

॥ যানসন্ধিপর্বাদ্যায় ॥

৯। কৌরবসভায় বাচনদ্বাদ

ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাত্রি বিদুর ও সনৎসুজাতের সঙ্গে আলাপে যাপন করলেন। পরদিন তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সজয় তাঁর দৌত্যের বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ভীষ্ম বললেন, আমি শুনছি দেবগণেরও পূর্বতন নর-নারায়ণ ঋষিষ্য অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এরা সুরাসুরেরও অজেয়। বৎস দুর্যোধন, ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বদ্বিশ্বাস চ্যুত হয়েছে, যদি আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে বহুলোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল — নিকৃষ্টজাতীয় সূত্রপুত্র কর্ণ যাকে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন, সূত্রপুত্র শকুনি, এবং ক্ষুদ্রাশয় পাপবদ্বিশ্বাস দুর্যোধন।

কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমি ঋতধর্ম পালন করি, ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হই নি, আমার কি দুর্যোধন দেখেছেন যে নিন্দা করছেন? আমি সূত্রপুত্র পাণ্ডবকে যুদ্ধে বধ করব। যাদের সঙ্গে পূর্বে বিরোধ হয়েছে তাদের সঙ্গে আর সন্ধি হতে পারে না। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, এই দুর্যোধন সূত্রপুত্রের জন্যই তোমার দুরাত্মা পুত্রের বিপদে পড়বে। বিরাতনগরে যখন এর ভ্রাতা অর্জুনের হস্তে নিহত হয়েছিলেন,

তখন কণ্ঠ কি করছিলেন? কৌরবগণকে পরাভূত ক'রে অর্জুন যখন তাঁদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন তখন কণ্ঠ কি বিদেশে ছিলেন? ঘোষাঘ্রায় গন্ধর্বরা যখন তোমার পদকে হরণ করেছিল তখন কণ্ঠ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি বুকের ন্যায় আত্মফালন করছেন!

মহামতি দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম যা বলবেন আপনি তাই করুন, গর্বিত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা ভাল মনে করি, কারণ অর্জুনের তুল্য খনুর্ধর ত্রিলোকে নেই। ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র মন দিলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল সজয়কে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সজয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুধিষ্ঠির কি বললেন? কারা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কারা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হ'তে বলছেন? সজয় বললেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা এবং পাণ্ডাল কেকয় ও মৎস্যগণ, গোপাল ও মেঘপালগণ, সকলেই যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ। সজয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মুর্ছিত হলেন। বিদুরের মুখে সজয়ের অবস্থা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাণ্ডবরা এ'কে উদ্‌বিশ্বাস করেছেন।

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সজয় বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের মহাবল ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্রুপদ, তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী যিনি পূর্বজন্মে কাশীরাজের কন্যা ছিলেন এবং ভীষ্মের বধকামনায় তপস্যা ক'রে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ক'রে পরে পুরুষ হয়েছেন (১), কেকয়রাজের পুত্র পুত্র, বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীর সাত্যকি, কাশীরাজ, দ্রোণদীর পুত্র পুত্র, কৃষ্ণতুল্য বলবান অভিমন্যু, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁর ভ্রাতা শরভ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন, এবং স্বয়ং বাসুদেব—এঁরাই যুধিষ্ঠিরের সহায়।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি ভীমকে সর্বাপেক্ষা ভয় করি, সে ক্ষমা করে না, শত্রুকে ভোলে না, পরিহাসকালেও হাসে না, বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে। উদ্‌যতনস্বভাব বহুভোজী অস্পর্শভাষী পিণ্ডলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পুত্রদের বধ করবে। পাণ্ডবরা জয়ী হবে জেনেও আমি পুত্রদের বারণ করতে পারছি না, কারণ মানুষ্যের ভাগাই বলবান। পাণ্ডবগণ যেমন ভীষ্মের পৌত্র এবং ক্রোধ-কৃপের শিষ্য, আমার পুত্রগণও তেমন। ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপ এই তিন বৃদ্ধ আমার আগ্রয়ে আছেন, এঁরা

(১) উদ্‌যোগপর্ব ২৭-পরিচ্ছেদে এই ইতিহাস আছে।

সম্ভজন, যা কিছু এঁদের দান করেছি তার প্রতিদান এঁরা নিশ্চয় করবেন। এঁরা আমার পুত্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুদ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ অর্জুনের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য্য স্থাবির ও অর্জুনের গুরু। শুনছি তিন তেজ একই রথে মিলিত হইবে—কৃষ্ণ, অর্জুন ও গান্ধীব ধনু। আমাদের তেমন সারথি নেই, ষোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আমি ভাল মনে করি না। আপনারা ভেবে দেখুন, যদি আপনাদের মত হয় তবে আমি শান্তির চেষ্টা করব।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনি ধীরবুদ্ধি, অর্জুনের পরাক্রমও জানেন, তথাপি কেন পুত্রদের বশে চলেছেন জানি না। দ্রুতসভায় পাণ্ডবদের প্রতিবার পরাজয় শুনে আপনি বালকের ন্যায় হেসেছিলেন। তাঁদের যে কটুবাক্য বলা হয়েছিল তা আপনি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপনি বার বার হেসেছিলেন। এখন আপনি অসহায়ের ন্যায় ব্যথা বিলাপ করছেন। ভীমার্জুন যার পক্ষে যুদ্ধ করবেন তিনিই নিখিল বসুধার-রাজা হবেন। এখন আপনার দুরাত্মা পুত্র ও তার অনুগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন।

দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। পাণ্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুমন ও বহু রাজা সৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে এসে আমাদের নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাণ্ডবদের উচিত কৌরবদের উচ্ছেদ করে পুনর্বীর রাজ্য অধিকার করা। গুরুত্বের মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা হয় যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত করবেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধিক্কার দিচ্ছিল। তখন আমি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বথামাকে বললাম, পিতা আমার জন্য দণ্ড ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভাল। তাতে ভীষ্মদ্রোণাদি আমাকে আশ্বাস দিলেন, ভয় পেলো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ, অমিততেজা ভীষ্মদ্রোণাদির তখন এই দৃঢ় ধারণা ছিল। এখন পাণ্ডবগণ পূর্বাপেক্ষা বলহীন হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে এসেছে, যে রাজ্যেরা আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন তাঁরা সুখে দণ্ডে আমাদেরই অংশভাগী হবেন, অতএব আপনি ভয় দূর করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যুদ্ধার্থিতর ভীত হয়েছেন তাই তিনি কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানী চান নি। বৃকোদরের বল সম্বন্ধে আপনি যা মনে করেন তা মিথ্যা। আমি যখন বলরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতাম তখন সকলে

বলত গদাযুদ্ধে আমার সমান পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি এক আঘাতেই ভীষ্মকে
যমালয়ে পাঠাব। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দ্রথ—
এঁদের যে কেউ পাণ্ডবদের বধ করতে পারেন, এঁরা সম্মিলিত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের
যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শক্তি অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই
কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন কি করে বাঁচবেন? আমাদের যে দশ কোটি সংগতক (১)
সৈন্য আছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে—হয় আমরা অর্জুনকে মারব, না হয় তিনি
আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্ষৌহিণী সেনা, আর পাণ্ডবদের সাত। তবে
আমাদের পরাজয় হবে কেন? বৃহস্পতি বলেছেন, শত্রুর সেনা যদি এক-তৃতীয়াংশ
ন্যূন হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমাদের সেনার আধিকা বিপক্ষসেনার
এক-তৃতীয়াংশকে অতিক্রম করে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের
তুলনায় হীন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমার পুত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকছে, এ কখনও
ধর্মরাজ যুদ্ধার্থিতরকে জয় করতে পারবে না। পাণ্ডবদের বল ভীষ্ম যথার্থরূপে
জানেন, সেজন্যই এঁর যুদ্ধে রুচি নেই। সঞ্জয়, যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণকে কে
উত্তেজিত করছে? সঞ্জয় বললেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন; তিনিই পাণ্ডবগণকে উৎসাহ দিচ্ছেন।
ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্যোধন, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও, অধর্মরাজাই তোমাদের জীবিকা
নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পাণ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আমি যুদ্ধ ইচ্ছা করি
না, ভীষ্মদ্রোণাদিও করেন না।

দুর্যোধন বললেন, আপনার অথবা ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় আমি বল সংগ্রহ
করি নি। আমি, কর্ণ ও দুর্যোধন, আমরা এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব।
আমি জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে একত্র বাস করব
না। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দিয়ে যে পরিমাণ ভূমি বিব্ধ করা যায় তাও আমি
পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যমালয়ে যাবে।
যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। দেবগণ পাণ্ডবদের
পিতা, তাঁরা পুত্রদের সাহায্য করবেন, ভীষ্মদ্রোণাদির প্রতি প্রতিজ্ঞা রুদ্ধ হবেন।
দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হ'লে পাণ্ডবদের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করতেও পারবে না।

দুর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম স্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভৃতি ত্যাগ করেই

দেবত্ব পেয়েছেন, তাঁরা পদ্বতীর সাহায্য করবেন না। যদি করতেন তবে পাণ্ডবরা এত কাল কষ্ট পেতেন না। দেবতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ আমারও পরম তেজ আছে। আমি মন্ত্রবলে অগ্নি নির্বাপন করতে পারি, ভূমি বা পর্বতশিখর বিদীর্ণ হয়ে পূর্ববৎ স্থাপন করতে পারি, শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু নিবারণ করতে পারি, জল স্তম্ভিত করে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাতি নিয়ে যেতে পারি। দেব গন্ধর্ব্ব অসুর বা রাক্ষস কেউ আমার শত্রুকে হার করতে পারবে না। আমি যা বলি তা সর্বদাই সত্য হয়, সেজন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে।

কর্ণ বললেন, আমি পরশুরামের কাছে যে ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েছি তাতেই পাণ্ডব-গণকে সবাস্থ্যে সংহার করব। আমি পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে-ছিলাম সেজন্য তিনি শাপ দেন—অন্তিম কালে এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার স্মরণে আসবে না। তার পর তিনি আমার উপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। আমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট আছে, ব্রহ্মাস্ত্রও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, ভীষ্মদ্রোণাদি আপনাদের কাছেই থাকুন, পরশুরামের প্রসাদে আমিই সর্বসৈন্যে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করব।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, কৃতান্ত তোমার বৃদ্ধি অভিভূত করেছেন তাই গর্ব্ব করছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র কেশবের সুদর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। যে সপর্শমুখ বাণকে তুমি নিত্য পূজা কর তা অর্জুনের বাণে তোমার সমস্তই বিনষ্ট হবে। যিনি বাণ ও নরক অসুরের হস্তা, যিনি তোমার অপেক্ষাও পরাক্রম শত্রুকে সংহার করেছেন, সেই বাসুদেবই অর্জুনের রক্ষা করবেন।

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চয়ই এইরূপ, কিংবা আরও অধিক। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সেজন্য আমি অস্ত্র গ্রাণ করব না। ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এর মৃত্যুর পর পৃথিবীতে সকল রাজা আমার পরাক্রম দেখবেন। এই বলে কর্ণ সভা থেকে চলে গেলেন।

ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ, কিন্তু কি করে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে? এই নরাধম যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নষ্ট হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ দিলেন, সজয়ও নানাপ্রকারে বোঝালেন যে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দ্রুপদধন নীরবে রইলেন। তখন রাজারা উঠে সভা থেকে চলে গেলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে ব্যাসদেব ও গান্ধারীর সমক্ষে সজয় কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

॥ ভগবদ্‌যানপর্বাধ্যায় ॥

১০। কৃষ্ণ, যদুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদীর অভিমত

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে চ'লে গেলে যদুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ নেই যিনি আমাদের বিপদ থেকে গ্রাণ করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনের অভিপ্রায় কি তা তুমি সঞ্জয়ের কথায় জেনেছ। লক্ষ্য ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তিনি স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের বশে মূর্খ পুত্রের মতে চলছেন। জনার্দন, আমি আমার মাতা ও মিত্রগণকে পালন করতে পারছি না এর চেয়ে দঃখ আর কি আছে? দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং তুমি সহায় থাকতেও আমি শৃঙ্গার পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন তাও দেবে না। ধনশালী লোক ধনহীন হ'লে বত দঃখ পায়, স্বভাবত নিধন লোক তত দঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারি না, উন্মাদের চেষ্টায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যদুধিষ্ঠির পাপজনক, তাতে দুই পক্ষেরই ক্ষতি হয়; যারা সজ্জন ধীর ও দয়ালু তাঁরাই যদুধিষ্ঠির মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই বেঁচে থাকে। বৈর দ্বারা বৈরের নিবৃত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়, যেমন ঘৃতযোগে অগ্নির হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষয়ও চাই না। আমরা সর্বতোভাবে সন্ধির চেষ্টা করব, তা যদি বিফল হয় তবেই যদুধিষ্ঠির করব। কুকুর প্রথমে লাগ্নদুল চালনা, তার পর গজ'ন, তার পর দন্তপ্রকাশ, তার পর যদুধিষ্ঠির করে, তাদের মধ্যে যে বলবান সেই মাংস ভক্ষণ করে। মানুষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ নেই। মাধব, এখন কি করা উচিত? যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সূহৃৎ আমাদের কেউ নেই।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের দুই পক্ষের হিতার্থে আমি কৌরবসভায় যাব, যদি আপনাদের স্বার্থহানি না করে শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার মহাপদ্য হবে। যদুধিষ্ঠির বললেন, তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আমার মত নয়। দুর্যোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যদি তোমার প্রতি দুর্যোধন করে তবে তা আমাদের অত্যন্ত দঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন সীমামতি তা আমি জানি, কিন্তু আমি যদি সন্ধির জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হ'লেও লোকে আমাদের যদুধিষ্ঠির বলে দোষ দেবে না, কৌরবগণ আমাকে ব্রহ্ম করতেরও সাহস করবেন না।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার যা অভিরুচি তাই কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের হিতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হ'ক তুমি বলবে।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার যদুধিষ্ণু ধর্মাগ্রিত, কিন্তু কৌরবগণ শত্রুতা করতে চান। যদুধিষ্ণু না ক'রে যা পাওয়া যাবে তাই আপনি যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যদুধিষ্ণু জয়ী হওয়া বা হত হওয়াই ক্রান্তির সনাতন ধর্ম, দুর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সন্ধি করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভীষ্মদ্রোণাদির ভরসায় তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপনি মৃদুভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন না। আমি কৌরবসভায় গিয়ে আপনার গুণ আর দুর্যোধনের দোষ দুইই বলব, সকলের সমক্ষে দুর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আমি যদুধিষ্ণুরই আশঙ্কা করছি, বিবিধ দলক্ষণও দেখছি, অতএব আপনি যদুধিষ্ণুর জন্য প্রস্তুত হ'ন।

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি এমনভাবে কথা ব'লো যাতে শান্তি হয়, যদুধিষ্ণুর ভয় দেখিও না। দুর্যোধন অসহিষ্ণু ক্রোধী, কিসে ভাল হয় তা বোঝে না, তাকে মিষ্ট বাক্য ব'লো। আমরা বরং হীনতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন বিনষ্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদগণকে ব'লো, তাঁদের যত্নে যেন দুর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রাতৃ স্থাপিত হয়। আমি শান্তির জন্যই বলছি, ধর্মরাজ ও শান্তির প্রশংসা করেন; অর্জুন দয়ালু, তিনিও যদুধিষ্ণুরই নন।

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্মাশ্রমীদের বধ করবার ইচ্ছায় তুমি অন্য সময়ে যদুধিষ্ণুর প্রশংসাই ক'রে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে শোও, সর্বদাই অশ্রান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানদুর মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষু মৃদে থাক এবং প্রায়ই দ্রুত ও ওষ্ঠদংশন কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলেছিলে, 'পূর্বদিকে সূর্যোদয় এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্যোধনকে বধ করব এও সেরূপ সত্য।' তুমি ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছ, অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। কি আশ্চর্য, যদুধিষ্ণুর উপস্থিতি হ'লে যদুধিষ্ণুরই চিন্তা বিমূঢ় হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের বিচলন যেমন আশ্চর্য তোমার কথাও সেইরূপ। ভরতবংশধর, তোমার কুলগৌরব স্মরণ কর, উৎসাহী হও, অবসাদ ত্যাগ কর। অরিন্দম, এই শ্রীমানি তোমার অযোগ্য, ক্রান্তির নিজের বীর্ষ বা লাভ করে না তা ভোগও করে না।

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় কিঞ্চিৎ ধাবিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ,

আমার ভ্রমশূন্য না বুঝেই তুমি অন্যরূপ মনে করছ। তুমি দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে যে ভাসে সে যেমন জলের পরিমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুমি অন্যায় বাক্যে আমাকে ভৎসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। আত্মপ্রশংসা নীচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার তিরস্কারে তাড়িত হয়ে আমি নিজের বলের কথা বলছি। — এই অন্তরীক্ষ ও এই জগৎ যদি সহসা ধ্বংস হয়ে দ্রুত শিলাখণ্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আমি দ্রুত বাহু দিয়ে তাদের রোধ করতে পারি। সমস্ত পাণ্ডবশত্রুকে আমি ভূতলে ফেলে পা দিয়ে মর্দন করব। জনার্দন, যখন যৌর যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে। আমার দেহ অবসন্ন হয় না, মন কম্পিত হয় না, সর্বলোক ধ্বংস হ'লেও আমি ভয় পাই না। সৌহার্দ্য ও ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আমি শান্তির কথা বলছি।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার মনোভাব জানবার জন্য আমি প্রণয়বশেই বলেছি, তিরস্কার বা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্ম্য বল ও কীর্তি আমি জানি। তুমি ক্রীষকের ন্যায় কথা বলছিলেন সেজন্য শঙ্কিত হয়ে আমি তোমার তেজ উদ্দীপিত করেছি।

অর্জুন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা যদৃশিষ্ঠিরই বলেছেন। তুমি মনে করছ যে ধৃতরাষ্ট্রের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য শান্তি-স্থাপন সূক্ষ্মসাধ্য হবে না। সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। তুমি আমাদের হিতার্থে যা করতে যাচ্ছ তা মন্দ বা কঠোর কি ভাবে সম্পন্ন হবে তা অনিশ্চিত। তুমি যদি মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত তবে অবিলম্বে আমাদের সেই উপদেশই দিও, আর বিচার করো না।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল না হ'লে কেবল পদ্রব্ধকারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, কিন্তু দুর্যোধনকে তা বলা উচিত নয়, সেই পাপাত্মা তাতেও সম্মত হবে না। বাক্য ও কর্ম দ্বারা যা সাধ্য তা আমি করব, কিন্তু শান্তির আশা করি না।

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভীমসেন ও অর্জুনের মত তুমি শুনো; সে সমস্ত অতিক্রম করে তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মানুষ্যের মতের স্থিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছিল, অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার হয়েছিল, এখন আবার অন্যপ্রকার হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভীত হবে না? তুমি কোরব-

সভায় গিয়ে প্রথমে মৃদুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে। তোমার কথা শুনলে ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর ও বাহুবলীকরাজ অবশ্যই বদ্বাবেন কিসে সকলের প্রেরণ হবে এবং তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন।

সহদেব বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। দ্যুতসভায় পাণ্ডালীর নিগ্রহের পর যদি দুর্যোধন নিহত না হয় তবে আমার ক্রোধ কি করে শান্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভীষ্মজর্ন যদি ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আমি ধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধ করব। মর্খ দুর্যোধনকে তুমি বলো, আমরা হয় বনবাসের কষ্টভোগ করব নতুবা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করব।

সাত্যাকি বললেন, মহামতি সহদেব সত্য বলেছেন, দুর্যোধন হত হ'লেই আমার ক্রোধের শান্তি হবে। রণকর্কশ বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত। সাত্যাকির কথা শুনলে যোদ্ধারা চারিদিক থেকে সিংহনাদ করে উঠলেন এবং সকলেই সাধু সাধু বললেন।

অশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রোপদী বললেন, মধুসূদন, তুমি জান যে দুর্যোধন শতটা করে পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করেছে, ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ও সঞ্জয়ের মূখে শুনেছ। যুধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, দুর্যোধন সে অনুরোধও গ্রাহ্য করে নি। রাজ্য না দিয়ে সে যদি সন্ধি করতে চায় তবে তুমি সম্মত হয়ো না, পাণ্ডবগণ তাঁদের মিত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট করতে পারবেন। তুমি কৃপা করো না, সাম বা দান নীতিতে যে শত্রু শান্ত হয় না তার উপর দণ্ডপ্রয়োগই বিধেয়। এই কার্য পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমার পক্ষে বশস্কর, ক্ষতিয়েরও সুখকর। ধর্মজ্ঞরা জানেন, অবধাকে বধ করলে যে দোষ হয় বধাকে বধ না করলে সেই দোষ হয়। জনার্দন, যজ্ঞবেদী থেকে আমার উৎপত্তি, আমি দ্রুপদরাজের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, পণ্ড ইন্দ্রতুলা পণ্ড পাণ্ডবের মহিষী; আমার মহারথ পণ্ড পুত্র তোমার কাছে অভিমন্যুরই সমান। কেশরী, তোমরা জীবিত থাকতে আমি দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের সমক্ষেই নিগ্রহীত হয়েছি, এ'দের নিশ্চেষ্ট দেখে আমি 'গোবিন্দ রক্ষা কর' বলে তোমাকে স্মরণ করেছি। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের বরে এ'রা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বনবাসে যাত্রা করেন। ষিক অর্জুনের খন্দার্ঘ্যণ, ষিক ভীষ্মসেনের বল, দুর্যোধন মহদুর্ভাগ্যে জীবিত আছে।

তার পর অসিভনয়না কৃষ্ণ তাঁর সুবাসিত সুন্দর বক্রাঙ্গ মহাভুজঙ্গঙ্গসদৃশ বেণী বাম হস্তে ধরে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, পান্ডুরীকাক্ষ, তুমি যখন সান্ধর

কথা বলবে তখন আমার এই বৈশী স্মরণ ক'রো — যা দঃশাসন হাত দিয়ে টেনেছিল। ভীমার্জুন যদি সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পদ্রুগণ কোঁরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, অভিমন্যুকে অগ্রবর্তী ক'রে আমার পাঁচ বীর পদ্রুগ যুদ্ধ করবে, দঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যদি ছিন্ন ও ধূলিলদুষ্ঠিত না দেখি তবে আমার হৃদয় কি ক'রে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে আমি তের বৎসর কাটিয়েছি, এখন ধর্মভীরু ভীমের শান্ত বাক্য শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এই ব'লে দ্রোণদী অশ্রুধারায় বক্ষ সিক্ত ক'রে কম্পিতদেহে গদগদকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, যাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ সেই কোঁরবগণ সসৈন্যে সবান্ধবে বিনষ্ট হবে, তাদের ভাষারা রোদন করবে। ধৃতরাষ্ট্রের পদ্রুগণ যদি আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে শৃগালকুক্কুরের খাদ্য হবে। হিমালয় যদি বিচলিত হয়, মেদিনী যদি শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্রসমেত আকাশ যদি পতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণ, অশ্রুসংবরণ কর, তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পতিগণ শত্রুবধ ক'রে রাজস্রী লাভ করেছেন।

১১। কৃষ্ণের হস্তিনাপদ্রুগমন

শরৎকালের অন্তে কার্তিক মাসে একদিন প্রভাতকালে শুব্র মৃদুহৃদে কৃষ্ণ স্নানাহ্নিক ক'রে সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করলেন। তার পর তিনি শুব্রবাহার জন্য বৃষস্পর্শ, ব্রাহ্মণদের অভিবাদন এবং অগ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে শিনির পৌর সাত্যাকিকে বললেন, শত্ৰু চক্র গদা তুণীর শক্তি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্র আমার রথে রাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃষ্ণের পরিচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করলে। এই রথ চতুরশ্বযোজিত, অর্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশু পক্ষী ও পদ্মের চিত্রে শোভিত, স্বর্ণ ও মণিরে ভূষিত, এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গরুড়ধ্বজ স্থাপিত হ'লে কৃষ্ণ সাত্যাকিকে তুলে নিলেন। বিশিষ্ট বামদেব শত্রু নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে দাঁড়ালেন। পান্ডবগণ এবং দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি কিছুদূর অনুগমন করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, জনার্দন, যিনি আমাদের বাল্যকাল থেকে বর্ধিত করেছেন, দুর্যোধনের ভয় ও মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দঃখ ভোগ করেছেন, পদ্রুগবিরহবিধুরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি অভিবাদন ও আলিঙ্গন ক'রে

অশ্বস্ত ক'রো। আমরা যখন বনে বাই তখন তিনি সরোদনে আমাদের পশ্চাতে ধাক্কা দিয়েছিলেন, আমরা তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেছিলাম। তুমি ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণকে আমাদের হয়ে অভিবাদন ক'রো, মহাপ্রাক্ত বিদুরকে আলিঙ্গন ক'রো।

অর্জুন বললেন, গোবিন্দ, দুর্যোধন যদি তোমার কথায় অবজ্ঞা না ক'রে অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সুখী হব, তা যদি না করে তবে তার পক্ষের সকল ক্ষত্রিয়কে আমি বিনষ্ট করব। এই কথা শুনে ভীম আনন্দিত হয়ে কম্পিত-দেহে সগর্বে গর্জন ক'রে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈন্যগণ কম্পিত হ'ল, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মলমদ্র ত্যাগ করলে।

কৃষ্ণের সারথি দারুক দ্রুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর যাবার পর নারদ দেবল মৈত্রেয় কৃষ্ণশ্বেপায়ন পরশুরাম প্রভৃতি মহর্ষিগণ কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, মহামতি কৃষ্ণ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় যাচ্ছি। তুমি নির্বিঘ্নে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। সূর্যাস্তকালে আকাশ লোহিতবর্ণ হ'লে কৃষ্ণ বৃকশ্বলগ্রামে পৌঁছলেন। পরিচারকগণ তাঁর রাত্রিবাসের জন্য সেখানে শিবিরস্থাপন ও খাদ্যপানীয় প্রস্তুত করলে। কৃষ্ণ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করালেন।

কৃষ্ণ আসছেন এই সংবাদ দ্রুতমুখে শুনে ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হয়ে তাঁর উপযুক্ত সংবর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দুর্যোধন নানা স্থানে স্দুসজ্জিত পটমণ্ডপ নির্মাণ এবং খাদ্য পেয় প্রভৃতির আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ সে সকল উপেক্ষা ক'রে কৌরবরাজধানীর দিকে চললেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, আমি কৃষ্ণকে অশ্বসমেত ঘোলাটি স্বর্ণভূষিত রথ, আটটি মদস্রাবী হস্তী, যাদের সন্তান হয় নি এমন এক শরুপবতী দাসী, এক শ দাস এবং বহু কম্বল ও মৃগচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জ্বল বিমল মণি যা দিনে ও রাত্রে দীপ্ত দেয়, এটিও দেব। দুর্যোধন ভিন্ন আমার সকল পুত্র ও পৌত্র, সালংকারা বারাগ্ণনাগণ এবং অনাবৃতমুখে কল্যাণীয়া কন্যগণ কৃষ্ণের প্রত্যাগমনের জন্য যাবে। ধৃজপতাকায় নগর সাজানো হ'ক, পথে জল দেওয়া হ'ক।

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনি সরল পথে চলুন, আমি বদ্বতে পারছি আপনি ধর্মের জন্য বা কৃষ্ণের প্রিয়কামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ছুরি-

দক্ষিণা যিহ্না ছিল মাত্র। পাণ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চান, আপনি তাও দিতে প্রস্তুত নন, অথচ অর্থ দিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা বা অন্য উপায়ে আপনি কৃষ্ণজর্জরের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। পূর্ণ কুন্ড, পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন জনার্দন কিছই গ্রহণ করবেন না। তিনি কুরূপাণ্ডবের মঙ্গলকামনায় আসছেন, আপনি তাঁর সেই কামনা পূর্ণ করুন।

দুর্যোধন বললেন, বিদুর সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রীতি অনুরক্ত, তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাবে না। তিনি নিশ্চয়ই পূজাহঁ, কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তিনি মনে করবেন আমরা ভয় পেয়েছি। আমরা যুদ্ধে উদ্বোধনী হয়েছি, যুদ্ধ ভিন্ন শান্তি হবে না।

কুরূপিতামহ ভীষ্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর তিনি ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁকে খেন অবজ্ঞা করা না হয়। তিনি যা বলবেন বিশ্বস্তচিত্তে তোমাদের তাই করা উচিত। তিনি ধর্মসংগত ন্যায্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে প্রিয়বাক্য বলো।

দুর্যোধন বললেন, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ করতে পারব না। যা স্থির করেছি শুনুন — আমি জনার্দনকে আবদ্ধ করে রাখব, তা হলে যাদবগণ পাণ্ডবগণ এবং সমস্ত পৃথিবী আমার বশে আসবে।

দুর্যোধনের এই দুরভিসন্ধি শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, এমন ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলো না, হৃষীকেশ দত্ত হয়ে আসছেন, তার উপর তিনি তোমার বৈবাহিক, আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ। ভীষ্ম বললেন, ধৃতরাষ্ট্র, তোমার দুর্যোধি পুত্র কেবল অনর্থ বরণ করে, তুমিও এই পাপাশ্রয় অনুসরণ করছ। কৃষ্ণকে বন্ধন করলে দুর্যোধন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হবে। এই বলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃকস্থল ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে এলেন। দুর্যোধনের দ্রাতারা এবং ভীষ্ম দ্রোণ কূপ প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রত্যঙ্গমস্ত করলেন। রাজপথে বহু লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল, বরনারীগণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, তাঁদের ভারে অতিবৃহৎ অট্টালিকাও যেন স্থানচ্যুত হল। তিন কক্ষা (মহল) অতিক্রম করে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলেই গাত্রোত্থান করে সংবর্ধনা করলেন। পুরোহিতগণ যথাবিধি গো মধুপর্ক ও জল দিয়ে কৃষ্ণের সৎকার করলেন।

কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহ্নে পিতৃব্রত কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন।

১২। কুন্তী, দুর্যোধন ও বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ

কৃষ্ণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে কুন্তী সরোদনে বললেন, বৎস, আমার পুত্রেরা বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়েছিল, আমিই তাদের পালন করেছিলাম। পূর্বে যারা বহু ঐশ্বর্যের মধ্যে সুখে বাস করত তারা কি করে বনবাসের কষ্ট সহিল? ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ও মহাবল ভীমাজর্জুন কেমন আছে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বশবর্তী আমার সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছে? যাকে আমি নিমেষমাত্র না দেখে থাকতে পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? যিনি আমার সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, যিনি কুরুসভায় নিগৃহীত হয়েছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন? আমি দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের পিতারই নিন্দা করি। বাল্যকালে যখন আমি কন্দুক নিয়ে খেলতাম তখন তিনি কেন আমাকে কুন্তিভোজের (১) হাতে দিয়েছিলেন? আমি পিতা ও ভ্রাতৃর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি, আমার বেঁচে লাভ কি? অর্জুনের জন্মকালে দৈববাণী হয়েছিল — এই পুত্র পৃথিবীজয়ী হবে, এর যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে। কৃষ্ণ, যদি ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণী সফল হয় তার চেষ্টা করো। ধনঞ্জয় আর বৃকোদরকে বলো, ক্ষত্রিয় নারী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে তার কাল উপস্থিত হয়েছে। এই কাল যদি বৃথা অতিক্রম কর তবে তা অতি অশুভকর কর্ম হবে। উপযুক্ত কাল সমাগত হ'লে জীবনত্যাগও করতে হয়, তোমরা যদি নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আমি তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল-সহদেবকে বলো, তোমরা শিকুমার্জিত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়্যা করো না। অর্জুনকে বলো, তুমি দ্রৌপদীর নির্দিষ্ট পথে চলবে।

কুন্তীকে সান্ধনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনার ন্যায় মহীয়সী কে আছেন? হংসী যেমন এক হৃদ থেকে অন্য হৃদে আসে সেইরূপ আপনার পিতা শুরের (২) বংশ থেকে আপনি কুন্তিভোজের বংশে এসেছেন। আপনি বীরপুত্র, বীরজননী। শীঘ্রই পুত্রদের নীরোগ কৃতকার্য হতশত্রু রাজশ্রীসমাম্বিত ও পৃথিবীর অধিপতি দেখবেন।

কুন্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন। সেখানে

(১) আদিপর্ব ১৯-পরিচ্ছেদ দৃষ্টব্য।

(২) শুর-বসুদেবের পিতা।

দুঃশাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে উপবিষ্ট হ'লে দুর্যোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন না। দুর্যোধন বললেন, জনার্দন, তোমার জন্য যে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপাণ্ডব দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করলে এর কারণ কি?

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহু তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত কৃতকার্য হ'লেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দুর্যোধন বললেন, এমন কথা বলা তোমার উচিত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে পূজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা বা কলহ নেই, তবে আপত্তি করছ কেন? ঈষৎ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীতি থাকলে অথবা বিপদে পড়লে, পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর প্রীত নও, আমি বিপদেও পড়ি নি। শত্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত। তুমি পাণ্ডবদের বিম্বেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরূপ। যে পাণ্ডবদের শত্রুতা করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অনুকূল। দুর্যভিসন্ধির জন্য তোমার অন্ন দূষিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়, আমি কেবল বিদুরের অন্নই খেতে পারি।

তাঁর পর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কূপ প্রভৃতি সেখানে গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার বাসের জন্য সুসজ্জিত বহু গৃহ নিবেদন করছি। কৃষ্ণ বললেন, আপনাদের আগমনেই আমি সংকৃত হয়েছি। ভীষ্মাদি চ'লে গেলে বিদুর বিবিধ পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যপানীয় এনে বললেন, গোবিন্দ, এতেই তুষ্ট হও, তোমার ষোগ্য সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহ্মণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন।

রাত্রিকালে বিদুর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি। দুর্যোধন অধার্মিক ক্রোধী দুর্বারীনীত ও মূর্খ। সে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির ভরসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ ক'রে নিজেকে অজেয় মনে করে। স্বীয় হিতাহিত জ্ঞান নেই তাকে কিছুর বলা বধিরের নিকট গান গাওয়ার সমান। দুর্যোধন তোমার কথা গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে পূর্বে তোমার শত্রুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শত্রুদের মধ্যে তুমি কি ক'রে যাবে? মাধব,

পাণ্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও অধিক প্রীতি তোমার উপর আছে, সেজন্যই এই কথা বলছি।

কৃষ্ণ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় হিতৈষী ব্যক্তিরই উপযুক্ত। আমি দুর্যোধনের দৃষ্ট স্বভাব এবং তার অন্তর্গত রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসেছি। মৃত্যুপাশ থেকে পৃথিবীকে যে মুক্ত করতে পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানুষ যদি ধর্মকাণ্ডে যথাসাধ্য যত্ন করে তবে সম্পন্ন করতে না পারলেও তার পদ্য হয়। আবার, কেউ যদি মনে মনে পাপচিন্তা করে কিন্তু কাণ্ড করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মজগণ এইরূপ বলেন। আমি কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনষ্ট না হন। জ্ঞাতীদের মধ্যে ভেদ হ'লে যিনি সর্বপ্রথমে মধ্যস্থতা না করেন তাঁকে মিত্র বলা যায় না। আমি শান্তির চেষ্টা করলে কোনও শত্রু বা মূর্খ লোক বলতে পারবে না যে কৃষ্ণ ব্রহ্ম কুরুপাণ্ডবগণকে বারণ করলেন না। দুর্যোধন যদি আমার ধর্মসম্মত হিতকর কথা না শোনেন তবে তিনি কালের কবলে পড়বেন।

১৩। কোঁরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ

পরদিন প্রভাতকালে স্নানান্তে সন্তোষাচার্যের বন্দনায় এবং শঙ্খ ও দ্বন্দ্বভিরাগে রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভংগ হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দুর্যোধন ও শকুনি তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতি তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কৌন্তুভ মণি ধারণ করে বিদুরকে নিয়ে রথে উঠলেন। দুর্যোধন শকুনি এবং সাত্যকি প্রভৃতি রথে গজে ও অশ্বে অন্তর্গমন করলেন। বহু সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য কৃষ্ণের অগ্রে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর পশ্চাতে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অন্তর্চরগণ শঙ্খ ও বেগুনের রবে সর্বাঙ্গিক নিনাদিত করলে। বিদুর ও সাত্যকির হাত ধরে কৃষ্ণ সভাম্বারে রথ থেকে নামলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণাদি এবং সমস্ত রাজারা সসম্মানে গাত্রোথান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটি স্বর্ণভূষিত আসন কৃষ্ণের জন্য রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে কৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন, নারদাদি ঋষিগণ অন্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা করে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পারি না। ভীষ্মের আদেশে

ভূতেরা মণিকাণ্ডনভূষিত বহু আসন নিয়ে এল, ঋষিরা তাতে বসে অর্থা গ্রহণ করলেন।

অতসীপদ্মপের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসনধারী জনার্দন সূর্য্যে গ্রীষ্মত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ করে বিদূর একটি মৃগচর্মাবৃত মণিময় পীঠে বসলেন। কর্ণ ও দূর্যোধন কৃষ্ণের অদূরে একই আসনে বসলেন। সভা নীরব হল। নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনাদের বংশ সকল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অনায়াস কর্ম হওয়া উচিত নয়। দূর্যোধনাদি আপনার পুত্রগণ অশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভী, এরা ধর্ম ও অর্থ পরিহার করে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবীর ধ্বংস হবে। আপনি ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারিত হতে পারে। মহারাজ, যদি পুত্রদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যত্নবান হন তবে দুই পক্ষেরই মঙ্গল হবে। পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না। যে পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি আছেন সেই পক্ষে যদি পণ্ডপাণ্ডব ও সাত্যকি প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন দূর্বৃদ্ধি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত হলে আপনি অজয় ও পৃথিবীর অধিপতি হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হলে আপনার কি সুখ হবে বলুন। পৃথিবীর সকল রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধ্বংস করবেন। মহারাজ, এই প্রজাবর্গকে আপনি চাপ করুন, আপনি প্রকৃতিস্থ হলে এরা জীবিত থাকবে। এরা নিরপরাধ, দাতা, লজ্জাশীল, সজ্জন, সদ্বংশীয়, এবং পরস্পরের সুহৃৎ, আপনি মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করুন। এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্য স্তরণ করে এখানে সমবেত হয়েছেন, এরা ক্রোধ ও শত্রুতা ত্যাগ করে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই বর্ধিত হয়েছিলেন, আপনি এখনও তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। পাণ্ডবগণ আপনাকে এই কথা বলেছেন — আপনার আজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নি। আপনি আমাদের পিতা, আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ

দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে আমাদের সংপথে আনুন, নিজেও সংপথে থাকুন। পাণ্ডবরা এই সভাসদগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, এরা ধর্মন্ত, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে বিনষ্ট করে সেখানকার সভাসদগণও বিনষ্ট হন।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহাপাল আছেন তাঁরা বলুন আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থকর কিনা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশত্রু ধর্মাত্মা যদ্বিধিষ্ঠির আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগৃহদাহের পর তিনি আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসেছিলেন। আপনি তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করেছিলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নি। তার পর শকুনি কপট দ্ব্যুতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছিলেন। সে অবস্থাতেও এবং দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখেও যদ্বিধিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, পাণ্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত; আপনি যা হিতকর মনে করেন তাই করুন।

১৪। রাজা দম্ভোদভব—সদ্যুদ্ধ ও গরুড়

সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্ণবাক্যের প্রশংসা করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে রোমাঞ্চিত হয়ে রইলেন। তখন জামদগ্ন্য পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দৃষ্টান্ত বলছি শুনুন।—পুরাকালে দম্ভোদভব নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি সর্বদা সকলকে প্রশ্ন করতেন, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে কিনা। এক তপস্বী ব্রহ্ম হুয়ে তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ তপস্যা করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দম্ভোদভব বিশাল সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে ক্ষুধাপিপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই ঋষিকে দেখলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বললেন, এই আশ্রমে ক্রোধ লোভ অসুশস্ত্র বা কুটিলতা নেই, এখানে যুদ্ধ হতে পারে না, তুমি অন্যত্র যাও, পৃথিবীতে বহু ক্ষত্রিয় আছে। দম্ভোদভব শুনলেন না, বার বার যুদ্ধ করতে চাইলেন। তখন নর ঋষি এক মর্দাষ্ট্র ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যুদ্ধকামী ক্ষত্রিয়, তোমার অস্ত্র আর সৈন্যদল নিয়ে এস। রাজা শরবর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু

তার আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল। নর ঋষি ঈষীকা দিয়ে সৈন্যগণের চক্ষু কণ্ঠ নাসিকা বিন্ধ করতে লাগলেন। ঈষীকায় আচ্ছন্ন হয়ে আকাশ শ্বেতবর্ণ হয়ে গেছে দেখে রাজা নর ঋষির চরণে পড়লেন। নর বললেন, আর এমন ক'রো না, তুমি ব্রাহ্মণের হিতকামী এবং নিরোভ নিরহংকার জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল হয়ে প্রজাপালন কর, বলাবল না জেনে কাকেও আক্রমণ ক'রো না। তখন রাজা দম্ভোদাভব প্রণাম করে চলে গেলেন।

উপাখ্যান শেষ করে পরশুরাম বললেন, মহারাজ, নারায়ণ ঋষি নর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নর-নারায়ণই অর্জুন-কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। আপনি সদবৃন্দি অবলম্বন করে পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি করুন, যুদ্ধে মত দেবেন না।

মহর্ষি ক'ব বললেন; দুর্যোধন, মনে ক'রো না যে তুমিই বলবান, বলবান অপেক্ষাও বলবান দেখা যায়। একটি পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন।—ইন্দ্রসারাথি মাতলির একটি অনুপমরূপবতী কন্যা ছিল, তার নাম গদগেশী। মাতলি তাঁর কন্যার যোগ্য বর কোথাও না পেয়ে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও বরুণের কাছে যাচ্ছিলেন; তিনি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর নির্বাচন করে দেব। নারদ মাতলিকে নাগলোকে নিয়ে গিয়ে বিবিধ আশ্চর্য বস্তু দেখালেন। মাতলি বললেন, এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর কেউ নেই, অন্যত্র চলুন। নারদ মাতলিকে দৈত্যদানবদের নিবাস হিরণ্যপদুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানকার কোনও পদ্রুশকে নির্বাচন করতে পার। মাতলি বললেন, দানবদের সঙ্গে আমি সম্বন্ধ করতে পারি না, তারা দেবগণের বিপক্ষ। অন্যত্র চলুন, আমি জানি আপনি কেবল বিরোধ ঘটাতে চান। তার পর নারদ গরুড়বংশীয় পক্ষীদের লোকে এসে বললেন, এরা নিদ্রয় সর্পভোজী, কিন্তু কার্যত ক্ষত্রিয় এবং বিষ্ণুর উপাসক। মাতলি সেখানেও বর নির্বাচন করলেন না। নারদ তাঁকে রসাতল নামক সস্তম পৃথিবীতলে নিয়ে গেলেন, যেখানে গোমাতা সূর্য্যভি বাস করেন, যাঁর ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি।

তার পর তাঁরা অনন্ত নাগ বাসুদিকর পদুরীতে গেলেন। সেখানে একটি নাগকে বহুক্ষণ দেখে মাতলি প্রশ্ন করলেন, এই সূদর্শন নাগ কার বংশধর? একে গদগেশীর যোগ্য মনে করি। নারদ বললেন, ইনি ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের পৌত্র, এর নাম সূদম্ভ। কিছুকাল পূর্বে এর পিতা ঠিকুর গরুড় কর্তৃক নিহত হয়েছেন। মাতলি প্রীত হয়ে বললেন, এই সূদম্ভই আমার জামাতা হবেন। সূদম্ভের পিতামহ আর্যকের কাছে গিয়ে নারদ মাতলির ইচ্ছা জানালেন। আর্যক বললেন, দেবর্ষি, ইন্দ্রের সখা মাতলির সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ কে না চায়? কিন্তু

গরুড় আমার পুত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে এক মাস পরে সন্মুখকেও খাবে; এই কারণে আমার মনে সুখ নেই। মাতালি বললেন, সন্মুখ আমার সঙ্গে ইন্দ্রের কাছে চলুন, ইন্দ্র গরুড়কে নিবৃত্ত করবেন।

নারদ ও মাতালি সন্মুখকে নিয়ে দেবরাজের কাছে গেলেন, সেখানে ভগবান বিষ্ণুও ছিলেন। নারদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে বিষ্ণু বললেন, বাসব, সন্মুখকে অমৃত পান করিয়ে অমর কর। ইন্দ্র সন্মুখকে দীর্ঘায়ু দিলেন, কিন্তু অমৃত পান করলেন না। তার পর সন্মুখ ও মাতালিকন্যা গুণকেশীর বিবাহ হ'ল।

সন্মুখ দীর্ঘায়ু পেয়েছেন জেনে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তুমি আমাকে নাগভোজনের বর দিয়েছিলে, এখন বাধা দিলে কেন? ইন্দ্র বললেন, আমি বাধা দিই নি, বিষ্ণুই সন্মুখকে অভয় দিয়েছেন। গরুড় বললেন, দেবরাজ, আমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হবার যোগ্য, তথাপি পরের ভৃত্য হয়েছি। তুমি থাকতে বিষ্ণু আমার জীবিকায় বাধা দিতে পারেন না, তুমি আর বিষ্ণুই আমার গৌরব নষ্ট করেছে। তার পর গরুড় বিষ্ণুকে বললেন, আমার পক্ষের এক অংশ দিয়েই তোমাকে আমি অক্লেশে বইতে পারি, ভেবে দেখ কে অধিক বলবান। বিষ্ণু বললেন, তুমি অতি দুর্বল হয়েও নিজেকে বলবান মনে করছ; অন্ডজ, আমার কাছে আত্মশ্লাঘা ক'রো না। আমি নিজেকে নিজেকে বহন করি, তোমাকেও ধারণ করি। তুমি যদি আমার বাম বাহুর ভার সহিতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই বলে বিষ্ণু তাঁর বাম বাহু গরুড়ের শ্বশ্বে রাখলেন, হতচেতন হয়ে গরুড় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় প্রণাম ক'রে বললেন, প্রভু, আমি তোমার ধ্বংবাসী পক্ষী মাত্র, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার বল জানতাম না তাই মনে করতাম আমার বলের তুলনা নেই। তখন বিষ্ণু তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে সন্মুখকে গরুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই অবধি সন্মুখের সঙ্গে গরুড় অবিরোধে বাস করেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে কংব বললেন, গরুড়ের গর্ব এইরূপে নষ্ট হয়েছিল। বৎস দুর্যোধন, যে পর্যন্ত তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবদের সম্মুখীন না হচ্ছ সেই পর্যন্তই তুমি জীবিত আছ। তুমি বিরোধ ত্যাগ কর, বাসুদেবকে আশ্রয় ক'রে নিজের কুল রক্ষা কর। সর্বদর্শী নারদ জানেন, এই কৃষ্ণই চক্রগদাধর বিষ্ণু।

দুর্যোধন কংবর দিকে চেয়ে উচ্ছ্বাস করলেন এবং গজশৃঙখল নিয়ে উরুতে চপেটাঘাত ক'রে বললেন, মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার বা হবে আমি সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?

১৫। বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী

নারদ বললেন, দুর্যোধন, সত্‌হৃদগণের কথা তোমার শোনা উচিত, কোনও বিষয়ে নিবন্ধ (জিহ্বা) ভাল নয়, তার ফল ভয়ংকর হয়। একটি প্রাচীন ইতিহাস বলায় শোন।—পদ্রাকালে বিশ্বামিত্র যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর কাছে বিশেষের রূপ ধরে স্বয়ং ধর্মদেব উপস্থিত হলেন। ক্ষুধার্ত অতিথিকে দেখে বিশ্বামিত্র ব্যস্ত হয়ে পরমান্নের চরু পাক করতে লাগলেন। ধর্ম অপেক্ষা করলেন না, অন্য তপস্বীদের অন্ন ভোজন করলেন। তার পর বিশ্বামিত্র অভুক্ত অন্ন নিয়ে এলে ধর্ম বললেন, আমি ভোজন করেছি, যে পর্যন্ত ফিরে না আসি তত কাল তুমি অপেক্ষা কর। বিশ্বামিত্র দুই হাতে মাথার উপর অন্নপাত্র ধরে বায়ুভোজী ও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। এই সময়ে শিষ্য গালব তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে বিশেষরূপী ধর্ম ফিরে এসে বললেন, বিপ্রর্ষি, আমি তুষ্ট হয়েছি। এই বলে তিনি অন্ন ভোজন করে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন এবং প্রীত হয়ে গালবকে বললেন, বৎস, এখন যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে পার। গালব বললেন, আপনাকে গুরুদক্ষিণা কি দেব? তিনি বার বার এই প্রশ্ন করায় বিশ্বামিত্র কিশিণ্ড ব্রহ্ম হয়ে বললেন, আমাকে আট শত এমন অশ্ব দাও যাদের কান্দি চন্দ্রের ন্যায় শব্দ এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ।

গালব দশচিন্তাগ্রস্ত হয়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর সখা গরুড় এসে বললেন, গালব, আমার সঙ্গে এস, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। গরুড় গালবকে নিয়ে নানা দিকে নানা লোকে ভ্রমণ করলেন এবং পরিশেষে রাজা যযাতির কাছে এসে গালবের গুরুদক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করলেন। যযাতি বললেন, সখা, আমি পূর্বের ন্যায় ধনবান নই, কিন্তু এই ব্রহ্মর্ষিকে নিরাশ করতেও পারি না। গালব, আপনি আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান, রাজারা এই কন্যার শব্দস্বরূপ নিশ্চয় আপনার অভীষ্ট আট শত অশ্ব দেবেন, আমিও দৌহিত্র লাভ করব।

যযাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব অযোধ্যার রাজা হর্ষশেবর কাছে গেলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে হর্ষশব বললেন, এই কন্যা অতি শব্দলক্ষণা, ইনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপনি শব্দস্বরূপ যা চান তেমন অশ্ব দুই শত মাত্র আমার আছে। আমি এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র

উৎপাদন করব, আপনি জ্ঞান অর্জন পূর্ণ করুন। মাধবী গালবকে বললেন, এক ব্রহ্মবাদী মর্নি আমায় কত বর দিয়েছেন—তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার কুমারী হবে। অতএব আপনি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান করুন; এর পরে আরও তিন রাজার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন, তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ হবে, আমারও চার পুত্র লাভ হবে। গালব হর্ষশ্বকে বললেন, মহারাজ, আমার শত্বেকর চতুর্থাংশ দিয়ে আপনি এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করুন।

যথাকালে হর্ষশ্ব বসুদমনা নামে একটি পুত্র লাভ করলেন। তখন গালব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি অর্জন পূর্ণ পেয়েছেন, এখন অবশিষ্ট শত্বেকর জন্য আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সত্যবাদী হর্ষশ্ব তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে প্রত্যাগণ করলেন, মাধবীও পুনর্বীর কুমারী হয়ে গালবের সঙ্গে চললেন। তার পর গালব একে একে কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। তাঁদের পুত্রের নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও শিবি।

গুরুড় গালবকে বললেন, পূর্বে মহর্ষি ঋচীক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এইরূপ সহস্র অশ্ব শত্বেক দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সকল অশ্ব ঋচিক বরুণালয়ে পেয়েছিলেন। মহারাজ গাধি ব্রাহ্মণগণের সমস্ত অশ্ব দান করেন, তাঁদের কাছ থেকে হর্ষশ্ব দিবোদাস ও উশীনর প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব ক্রয় করেন, অবশিষ্ট চার শত পথে অপহৃত হয়। এই কারণে আর এরূপ অশ্ব পাওয়া যাবে না, তুমি এই ছয় শতই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও।

বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে গালব বললেন, আপনি গুরুদক্ষিণার রূপ এই ছয় শত অশ্ব নিন এবং অবশিষ্ট দুই শতের পরিবর্তে এই কন্যাকে নিন। তিন জন রাজর্ষি এর গর্ভে তিনটি ধার্মিক পুত্র উৎপাদন করেছেন, আপনি চতুর্থ পুত্র উৎপাদন করুন। বিশ্বামিত্র বললেন, গালব, তুমি প্রথমেই এই কন্যা আমাকে দাও কেন, তা হলে আমার চারটি বংশধর পুত্র হত। বিশ্বামিত্র মাধবীকে নিলেন, অশ্বগুলি তাঁর আশ্রমে বিচরণ করতে লাগল। যথাকালে অষ্টক নামে মাধবীর একটি পুত্র হল। বিশ্বামিত্র এই পুত্রকে ধর্ম অর্থ ও অশ্বগুলি দান করলেন এবং মাধবীকে শিষ্য গালবের হাতে দিয়ে বনে চলে গেলেন।

গালব মাধবীকে বললেন, তোমার প্রথম পুত্র বসুদমনা দাতা, দ্বিতীয় প্রতর্দন বীর, তৃতীয় শিবি সত্যধর্মরত এবং চতুর্থ অষ্টক যজ্ঞকারী। তুমি এই চার পুত্র প্রসব করে আমাকে, চার জন রাজাকে এবং তোমার পিতাকে উদ্ধার করবে।

তার পর গরুড়ের সম্মতি নিয়ে গালব মাধবীকে যযাতির হস্তে প্রত্যর্পণ করে বনে তপস্যা করতে গেলেন।

যযাতি তাঁর কন্যার স্বয়ংবর করার ইচ্ছা করলেন। যযাতিপুত্র যদু ও পুত্র ভাগিনীকে রথে নিয়ে গঙ্গাবিন্দুনাংগমস্থ আশ্রমে গেলেন। বহু রাজা এবং নাগ যক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি স্বয়ংবরে উপস্থিত হলেন, কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান করে তপোবনকেই বরণ করলেন। তিনি মৃগীর ন্যায় বনচারিণী হয়ে বিবিধ ব্রতনিয়ম ও ব্রহ্মচর্য পালন করে ধর্মসম্পন্ন করতে লাগলেন।

দীর্ঘ আয়ু ভোগ করে যযাতি স্বর্গে গেলেন। বহু বর্ষ স্বর্গবাসের পর তিনি মোহবশে দেবতা ঋষি ও মনুষ্যকে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। স্বর্গবাসী রাজর্ষিগণ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এ কেন স্বর্গে এল? কে একে চেনে? সকলেই বললেন, আমরা একে চিনি না। তখন যযাতির তেজ নষ্ট হ'ল, তিনি তাঁর আসন থেকে চ্যুত হয়ে ঘূরতে ঘূরতে পড়তে লাগলেন। দেবরাজের এক দূত এসে তাঁকে বললেন, রাজা, তুমি অত্যন্ত মদগর্বিত, সকলকেই অপমান কর, তুমি স্বর্গবাসের যোগ্য নও, গর্বের জন্যই তোমার পতন হ'ল। যযাতি স্থির করলেন, আমি সাধুজনের মধ্যেই পতিত হব। সেই সময়ে প্রতর্দন বসুমনা শিবি ও অষ্টক নৈমিষারণ্যে বাজপেয় যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞের ধূম অবলম্বন করে যযাতি সেই চার রাজার মধ্যে অবতরণ করলেন। তখন মাধবীও বিচরণ করতে করতে সেখানে এলেন এবং পিতা যযাতিকে প্রণাম করে বললেন, এই চার জন আমার পুত্র, আপনার দৌহিত্র। আমি যে ধর্ম সম্পন্ন করেছি তার অর্থ আপনি নিন। প্রতর্দন প্রভৃতি রাজারা তাঁদের জননী ও মাতামহকে প্রণাম করলেন। গালবও অকস্মাৎ সেখানে এসে বললেন, রাজা, আমার তপস্যার অষ্টম ভাগ নিয়ে আপনি স্বর্গারোহণ করুন।

সাধুজন যেমন তাঁকে চিনতে পারলেন তৎক্ষণাৎ যযাতির পতন নিবারণ হ'ল। প্রতর্দন প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমরা সংকর্মের ফলে যে পুণ্য লাভ করেছি তা আপনাকে দিলাম, তার প্রভাবে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। যযাতি ভূমি স্পর্শ করলেন না, দৌহিত্রগণের উত্তির সঙ্গ সঙ্গ পৃথিবী ত্যাগ করে স্বর্গে উঠতে লাগলেন। দেবতারা তাঁকে সাদরে অভিনন্দন করলেন। ব্রহ্মা বললেন, মহারাজ, তুমি বহু যজ্ঞ দান ও প্রজাপালন করে যে পুণ্য অর্জন করেছিলে তা তোমার অভিমানের ফলে নষ্ট হয়েছিল, তাই তুমি স্বর্গবাসীদের ধিক্কার পেয়ে পতিত হয়েছিলে। অভিমান বলগর্ব হিংসা কপটতা বা শঠতা থাকলে স্বর্গভোগ চিরস্থায়ী হয় না। উত্তম মধ্যম বা অধম কাকেও তুমি অপমান করো না, গর্বিত লোকে শান্তি পায় না।

উপাখ্যান শেষ করে নারদ বললেন, অভিমানের ফলে যথার্থ স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন, অতিশয় নির্বন্ধের জন্য গালবণ্ড দঃখভোগ করেছিলেন। দুর্যোধন, তুমি অভিমান ক্রোধ ও যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ কর, পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।

১৬। দুর্যোধনের দুরাগ্রহ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভগবান নারদের কথা সত্য, আমিও সেরূপ ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার শক্তি নেই। কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসংগত ও ন্যায্য, কিন্তু বৎস, আমি স্বাধীন নই, দুরাস্ত্রা পুত্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারী বিদুর ভীষ্ম প্রভৃতির কথাও দুর্যোধন শোনে না। তুমিই ওই দুর্যোধনকে বোকাবার চেষ্টা কর।

কৃষ্ণ মিশ্র বাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, পুত্রদ্বৈত, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার জন্ম, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। সজ্জনের প্রবৃত্তি ধর্মার্থযুক্ত দেখা যায়, কিন্তু তোমাতে তার বিপরীতই দেখাছি। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সোমদত্ত, বাহুবীকরাজ, বিকর্ণ (১), বিবিশ্রতি (১), সঞ্জয় এবং তোমার জ্ঞাতি ও মিত্রগণ সকলেই সন্ধি চান। তুমি পিতামাতার বশবর্তী হও। যে লোক শ্রেষ্ঠ সূহৃদগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করে হীন মন্ত্রগদাতাদের মতে চলে সে ঘোর বিপদে পড়ে। তুমি আজন্ম পান্ডবদের সঙ্গে দুর্য্যবহার করে আসছ কিন্তু তাঁরা তা সয়েছেন। পান্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, কর্ণ দঃশাসন শকুনি প্রভৃতির সহায়তায় তুমি ঐশ্বর্যলাভ করতে চাচ্ছ। তোমার সমস্ত সৈন্য এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন না। খান্ডবপ্রস্থে যিনি দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ প্রভৃতিকে জয় করেছিলেন, কোন মানুষ তাঁর সমকক্ষ? শূন্যে বিরাটনগরে বহুজনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধই আমার উত্তির যথেষ্ট প্রমাণ। যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন, আমি যার সঙ্গে থাকব, সেই অর্জুনকে তুমি জয় কুরবার আশা কর! রাজা দুর্যোধন, কৌরবকুল যেন বিনষ্ট না হয়, লোকে যেন তোমাকে নষ্টকারী কুলঘ্ন না বলে। পান্ডবগণ তোমাকে যুবরাজের পদে এবং ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ কর।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন, কুলঘ্ন কুপদ্রব

হয়ো না, হিতৈষীদের বাক্য লক্ষ্যন করে কুপথে যেয়ো না, পিতামাতাকে শোকসাগরে মগ্ন করো না। দ্রোণ বললেন, বৎস, কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্মসংগত হিতবাক্যই বলেছেন, তুমি এঁদের কথা রাখ, কৃষ্ণের অপমান করো না। আত্মীয়বর্গ ও সমস্ত প্রজার মৃত্যুর কারণ হয়ো না, কৃষ্ণার্জুন যে পক্ষে আছেন সে পক্ষকে তুমি অজ্ঞের জেনো। বিদূর বললেন, দুর্যোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই করি। তোমার কর্মের ফলে এঁরা অনাথ ও মিত্রহীন হয়ে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করবেন, কুলনাশক কুপদ্রবে জন্ম দেবার ফলে ভিক্ষুক হবেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণের কথা অতিশয় মণ্ডলজনক, তাতে অলম্ব্য বিষয়ের লাভ হবে, লম্ব্য বিষয়ের রক্ষা হবে। তুমি যদি এঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। ভীষ্ম ও দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন, যদুধ্যারম্ভের পূর্বেই শত্রুতার অবসান হ'ক। তুমি নতমস্তকে ধর্মরাজ যদুর্ধিষ্ঠিরকে প্রণাম কর, তিনি তাঁর সুলক্ষণ দক্ষিণ বাহু তোমার শ্বক্বে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিন; ভীষ্মসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন, পাণ্ডব স্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখে এই রাজারা সকলে আনন্দাপ্রদ মোচন করুন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদূর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ—তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পাণ্ডবগণ দ্রুতক্ৰীড়া ভালবাসেন সেজন্যই আমাদের সভায় এসেছিলেন। সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় করেছিলেন তাতে আমার কি দোষ? বিজিত ধন পিতার আভ্যাস তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার পর তাঁরা আবার পরাজিত হয়ে বনে গিয়েছিলেন, তাতেও আমাদের অপরাধ হয় নি। তবে কি জন্য তাঁরা কৌরবদের শত্রুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বিনষ্ট করতে চান? উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে আমরা ইন্দ্রের কাছেও নত হবে না। পাণ্ডবদের কথা দূরে থাক, দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্তৃক পরাস্ত করতে পারেন না। আমরা শত্রুর নিকট নত না হয়ে যদি যুদ্ধে বীরশয্যা লাভ করি তবে বৃন্দগণ আমাদের জন্য শোক করবেন না। কেশব, পূর্বে আমার পিতা পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, আমি জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা তা পাবেন না। যখন আমি অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের বশে পিতা যা দিতে চেয়েছিলেন এখন তা আমি দেব না। তীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ তুমি বিশ্ব হয়, তাও আমি ছাড়ব না।

ক্রোধচঞ্চলনয়নে হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধে বীরশস্যাই লাভ করবে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুনির সঙ্গে দ্রুতসভার আয়োজন করেছিলে। তুমি ভিন্ন আর কে দ্রাউজারাকে সভায় আনিয়ে নির্ধাতন করতে পারে? তুমি কর্ণ আর দ্রুশাসন অনার্যের ন্যায় বহু নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে। বারণাবতে পণ্ডপাণ্ডব ও কুন্তীকে তুমি দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলে। সর্বদাই তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে আসছ, তবে তুমি অপরাধী নও কেন? তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুমি সম্মত নও। পাপাত্মা, ঐশ্বর্যদ্রষ্ট ও নিপাতিত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে।

দ্রুশাসন দ্রুর্বোধনকে বললেন, রাজা, আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীষ্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দেবেন। এই কথা শুনে দ্রুর্বোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সভা থেকে উঠে চলে গেলেন; তাঁর দ্রাতারা মন্ত্রীরা এবং অনঙ্গত রাজারাও তাঁর অনুসরণ করলেন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্ম ও অর্থ বিসর্জন দিয়ে যে লোক ক্রোধের বশবর্তী হয়, শীঘ্রই সে বিপদে পড়ে এবং তার শত্রুরা হাসে। কৃষ্ণ বললেন, কুরুবংশের বংশগণ মহা অন্যায় করেছেন, একটা মর্খকে রাজার ক্ষমতা দিয়েছেন অথচ তাকে নিয়ন্ত্রিত করেন নি। ভরতবংশীয়গণ, আপনাদের হিতার্থে আমি যা বলছি আশা করি তা আপনাদের অনুমোদিত হবে।—দুর্য্যোধানু কংস তার পিতা ভোজরাজ উগ্রসেন জীবিত থাকতেই তাঁর রাজত্ব হরণ করেছিল। আমি তাকে বধ করে পদ্রবীর উগ্রসেনকে রাজপদে বসিয়েছি। কুলরক্ষার জন্য যাদব বৃষ্ণি ও অশ্বক বংশীয়গণ কংসকে ত্যাগ করে স্বস্তিলাভ করেছেন। দেবাসুরের যুদ্ধকালে যখন সমস্ত লোক দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে ধ্বংসের মধ্যে যাচ্ছিল তখন ব্রহ্মার আদেশে ধর্মদেব দৈত্যদানবগণকে বন্ধন করে বরুণের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। আপনারাও দ্রুর্বোধন কর্ণ শকুনি আর দ্রুশাসনকে বন্ধন করে পাণ্ডবদের হাতে দিন। অথবা কেবল দ্রুর্বোধনকেই সমর্পণ করে সন্ধি স্থাপন করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনার দুর্বলতার জন্য যেন ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট না হন।—

তাজেং কুলার্থে পদ্রবং গ্রামস্যার্থে কুলং তাজেং ।

গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং তাজেং ॥

—কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করবে।

১৭। গান্ধারীর উপদেশ — কৃষ্ণের সভাভ্যাগ

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে বিদুরকে বললেন, দূরদর্শিনী গান্ধারীকে এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সঙ্গে দূর্বোধনকে অনুনয় করব। গান্ধারী এলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমার দুরাত্মা অবাক্য পুত্র প্রভুষ্ণের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দুই হারাচ্ছে, সুহৃদ্বর্গের উপদেশ না শুনে সে অশিষ্টের ন্যায় সভা থেকে চলে গেছে।

গান্ধারী বললেন, অশিষ্ট অবিনীত ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উচিত নয় তথাপি সে পেয়েছে। মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রের দৃষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও স্নেহবশে তার মতে চলেছ, মৃত্যু দুরাত্মা লোভী কুসংগী পুত্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছ।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দূর্বোধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। গান্ধারী বললেন, পুত্র, তোমার পিতা ও ভীষ্মদ্রোণাদি সুহৃদ্বর্গের কথা রাখ। রাজ্যের অর্থ মহৎ প্রভুষ্ণ, দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না। যে লোক কামনা বা ক্রোধের বশে আত্মীয় বা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, কেউ তার সহায় হয় না। পাণ্ডবগণ ঐক্যবদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বীর, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হ'লে তুমি সুখে পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। বৎস, ভীষ্ম-দ্রোণ যা বলেছেন তা সত্য, কৃষ্ণজর্ন অজ্ঞেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হ'লে তিনি উভয় পক্ষের মঙ্গল করবেন। যদুশ্রেয় কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় না। তুমি তের বৎসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর ক্রোধের জন্য তা বর্ধিত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মৃত্যু, তুমি মনে কর ভীষ্ম দ্রোণ ক্রূপ প্রভৃতি তোমার জন্য যদুশ্রেয় সর্ব শক্তি প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তা হবে না। কারণ, এই রাজ্যে তোমাদের আর পাণ্ডবদের সমান অধিকার, দুই পক্ষের সঙ্গেই এঁদের সমান স্নেহসম্বন্ধ, কিন্তু পাণ্ডবরা অধিকতর ধর্মশীল। ভীষ্মাদি তোমার অস্নেহ পালিত সৈজনা জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধিষ্ঠিরকে শত্রুরূপে দেখতে পারবেন না। বৎস, কেবল লোভ করলে সম্পত্তিলাভ হয় না, লোভ ত্যাগ কর, শান্ত হও।

মাতার কথায় অনাদর দেখিয়ে দূর্বোধন ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনি কর্ণ ও দূঃশাসনের কাছে গেলেন। তাঁরা মন্ত্রণা করে স্থির করলেন, কৃষ্ণ ক্ষিপ্তকারী, তিনি ধৃতরাষ্ট্র আর ভীষ্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বন্ধন করতে চান; অতএব আমরাই আগে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করব, তাতে পাণ্ডবরা বিমূঢ় ও নিরুৎসাহ

হয়ে পড়বে। ধৃতরাষ্ট্র রুদ্ধ হয়ে বারণ করলেও আমরা কৃষ্ণকে বন্ধন করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধনাদির এই অভিসন্ধি বন্ধুতে পেয়ে সাত্যকি সভা থেকে বেরিয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, শীঘ্র আমাদের সৈন্য বৃহৎবান্ধ কর এবং বর্ম ধারণ করে তুমি এই সভার স্ফারদেশে থাক। তার পর সাত্যকি সভায় গিয়ে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে দুর্যোধনাদির অভিসন্ধি জানিয়ে বললেন, বালক ও জড়বৃদ্ধি যেমন বস্ত্রম্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি আবরণ করতে চায়, এই মূর্খগণ সেইরূপ কৃষ্ণকে বন্ধন করতে চাচ্ছে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনার পুত্রেরা কালের কবলে পড়েছে, তারা বিগর্হিত অসাধ্য কর্ম করতে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, এরা যদি আমাকে সবলে বন্দী করতে চায় তবে আপনি অনর্ঘ্যত দিন, এরা আমাকে বাঁধুক কিংবা আমিই এদের বাঁধি। আমি এদের সকলকে নিগ্ৰহীত করে পাণ্ডবদের হাতে দিতে পারি, তাতে অনায়াসে তাঁদের কার্ষিসন্ধি হবে। কিন্তু আপনার সমক্ষে আমি এই নির্দোষ কর্ম করব না। আমি অনর্ঘ্যত দিচ্ছি, দুর্যোধন যা ইচ্ছা হয় করুক।

দুর্যোধনকে আবার ডেকে আনিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, নৃশংস পাণ্ডিত, তুমি ক্ষত্রবৃদ্ধি পাপাত্মাদের সাহায্যে পাপকর্ম করতে চাচ্ছ! হস্ত দ্বারা বায়ুকে ধরা যায় না, চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায় না, মন্তকম্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায় না; সেইরূপ কৃষ্ণকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না।

কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন, তুমি মোহবশে মনে করছ আমি একাকী, তাই আমাকে সবলে বন্দী করতে চাচ্ছ। এই দেখ—পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ, আদিভ্য রত্ন ও বসুগণ, মহর্ষিগণ, সকলেই এখানে আছেন। এই বলে কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করলেন। তখন সহসা তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রত্ন, মূখ থেকে অগ্নি, এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা বক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রভৃতি, হলধর বলরাম ও পঞ্চ পাণ্ডব আবির্ভূত হলেন। আর্যুদ উদ্যত করে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁর সম্মুখে এলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা শক্তি শাঙ্গধনু প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রহরণ ও উপস্থিত হ'ল। সহস্রচরণ সহস্রবাহু সহস্রনয়ন কৃষ্ণের ঘোর মর্তি দেখে সভাস্থ সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিরা চেয়ে রইলেন, কারণ ভগবান জনার্দন তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যদৃষ্টি পেয়ে কৃষ্ণের পরম রূপ দেখলেন। দেবতা গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি প্রণাম করে কৃতাজলি হয়ে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হও, তোমার রূপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিনষ্ট হবে।

তখন কৃষ্ণ পূর্ব রূপ গ্রহণ করলেন এবং ঋষিদের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি আর বিদুরের হাত ধরে সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। নারদাদি মহর্ষিগণও অস্তিত্ব হলেন।

দারুকের আনত রথে উঠে কৃষ্ণ যখন প্রস্থানের উপক্রম করছিলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কাছে এসে বললেন, জনার্দন, পদ্বদের উপর আমার কতটুকু প্রভাব তা তুমি দেখলে। আমার দুর্য্যভিসন্ধি নেই, দুর্য্যোধনকে যা বলছি তা তুমি শুনো। সকলেই জানে যে আমি সর্বপ্রথমে শান্তির চেষ্টা করেছি।

ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদ্রোণাদিকে কৃষ্ণ বললেন, কোরবসভায় যা হ'ল তা আপনারা দেখলেন, দুর্য্যোধন আমাকে বন্দী করবার চেষ্টা করেছে তাও জানেন। ধৃতরাষ্ট্রও বলছেন তাঁর কোনও প্রভু নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দিন আমি যুদ্ধাশিরের কাছে ফিরে যাব। এই বলে কৃষ্ণ রথারোহণে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী — বিদুলার উপাখ্যান

কুন্তীকে প্রণাম করে কৃষ্ণ তাঁকে কোরবসভার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। কুন্তী বললেন, কেশব, তুমি যুদ্ধাশিরকে আমার এই কথা ব'লো।—পদ্ব, তুমি মন্দমতি, প্রোথিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা করে তোমার বদ্বিধ বিকৃত হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ঋগ্বেদের যে ধর্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নির্দিষ্ট করেছেন তুমি তার দিকে মন দাও। তিনি তাঁর বাহু থেকে ঋগ্বেদ সৃষ্টি করেছেন সেজন্য বাহুবলই ঋগ্বেদগণের উপজীব্য, সর্বদা নির্দয় কর্মে নিযুক্ত থেকে তাঁদের প্রজাপালন করতে হয়। রাজা যদি উপযুক্ত রূপে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন তবেই চার বর্ণের লোক স্বধর্ম পালন করেন। এমন মনে করো না যে কালপ্রভাবেই রাজার দোষগুণ হয়; রাজার সদস্য কর্ম অনুসারেই সত্য ত্রেতা স্বাপর বা কলি যুগ উৎপন্ন হয়। তুমি পিতৃপিতামহের আচারিত রাজধর্ম পালন কর, তুমি যে ধর্ম অশ্রয় করতে চাও তা রাজর্ষিদের ধর্ম নয়। দুর্বল বা অহিংসাপরায়ণ রাজা প্রজাপালন করতে পারেন না। আমি সর্বদা এই আশীর্বাদ করছি যে তুমি যুক্ত দান ও তপস্যা কর, শৌর্য প্রজা বংশ বল ও তেজ লাভ কর। মহাবাহু, সাম দ্রুপদ বা দণ্ডনীতির দ্বারা তোমার পৈতৃক রাজ্যাংশ উদ্ধার কর। তোমার জননী হয়েও আমাকে পরদত্ত অন্নপিণ্ডের প্রত্যাশায় থাকতে হয় এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? কৃষ্ণ, আমি বিদুলা ও তাঁর পদ্বের কথা বলছি, তুমি যুদ্ধাশিরকে শুনো।—

বিদুলা নামে এক যশস্বিনী তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়নারী ছিলেন। তাঁর পুত্র সঞ্জয় সিংধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দুঃখিতমনে শূন্যে আছেন দেখে বিদুলা বললেন, তুমি আমার পুত্র নও, তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি ক্রোধহীন ক্রীবতুলা, তুমি যাবজ্জীবন নিরাশ হয়ে থাকতে চাও। নিজেকে অবজ্ঞা করো না, অশ্রু তুণ্ট হলো না, নিভীক ও উৎসাহী হও। রে ক্রীব, তোমার সকল কীর্তি নষ্ট হয়েছে, রাজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তবে বেঁচে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না সে পদরুশ নয়, স্ত্রীও নয়, সে কেবল মানুষের সংখ্যা বাড়ায়। যার দান তপস্যা শৌর্য বিদ্যা বা অর্থের খ্যাতি নেই সে তার মাতার বিষ্ঠা মাত্র। পুত্র, নির্বাণিত অগ্নির ন্যায় কেবল ধুমায়িত হলো না, মদহৃতকালের জন্যও জ্বলে ওঠ, শত্রুকে আক্রমণ কর।

বিদুলার পুত্র সঞ্জয় বললেন, আমি যদি যুদ্ধে মরি তবে সমস্ত পৃথিবী পেয়েও আপনার কি লাভ হবে? অলংকার সুখভোগ বা জীবনেই বা কি হবে? বিদুলা বললেন, যিনি নিজের বাহুবল আশ্রয় করে জীবনধারণ করেন তিনিই কীর্তি ও পরলোকে সদর্শিত লাভ করেন। সিংধুরাজের প্রজারা সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু তারা মৃঢ় ও দুর্বল, তাই রাজ্যের বিপদের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। তুমি যদি নিজের পৌরুষ দেখাও তবে অন্য রাজারা সিংধুরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি গিরিদুর্গে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা কর, সিংধুরাজ অজর অমর নন। যুদ্ধের ফলে তোমার সমৃদ্ধিলাভ হবে কিংবা ক্ষতি হবে তার বিচার না করেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি মহাকূলে জন্মগ্রহণ করে তোমাদের মহাকূলে এসেছি, আমি রাজ্যের অধিশ্বরী মণ্ডলময়ী ও পতির আদরিণী ছিলাম। সঞ্জয়, আমাকে আর তোমার পত্নীকে যদি দীনদশাগ্রস্ত দেখে তবে তোমার জীবনে প্রয়োজন কি? শত্রুদের বশে আনতে পারলে ক্ষত্রিয় যে সুখ লাভ করেন সে সুখ ইন্দ্রভবনেও নেই। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন অথবা শত্রুর বিনাশ—এ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শান্তিলাভ হতে পারে না।

সঞ্জয় বললেন, আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুর, আপনার হৃদয় কৃষ্ণলৌহে নির্মিত। আমার ধন নেই, সহায়ও নেই, কি করে জয়লাভ করব? এই দারুণ অবস্থা জেনেই আমার রাজ্যোদ্ধারের ইচ্ছা নিবৃত্ত হয়েছে। আপনি পরিণতবৃদ্ধি, যদি কোনও উপায় জানেন তো বলুন, আমি সর্বতোভাবে আপনার আদেশ পালন করব।

বিদুলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বীরত্ব দেখিয়েছ তা আবার দেখাও,

তা হ'লেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। যারা সিম্ধুরাজের উপর ব্রহ্ম, যাদের তিনি শক্তিহীন ও অপমানিত করেছেন, যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সঙ্গে তুমি মিত্রতা কর। তুমি জান না, আমাদের রাজকোষে বহু ধন আছে। তোমার অনেক সদৃশ্যও আছে যারা সদ্ধৃষ্ণ সইতে পারেন এবং যুদ্ধ থেকে পালান না।

বিদুলার কথায় সজয়ের মোহ দূর হ'ল, তিনি বাক্যবাণে তাম্বিত হয়ে জননীর উপদেশে যুদ্ধের উদ্যোগ করলেন এবং জয়ী হলেন। কোনও রাজ্য শত্রুর পীড়নে অবসন্ন হ'লে তাঁকে তাঁর মন্ত্রী এই উৎসাহজনক তেজোবর্ধক উপাখ্যান শোনাবেন। বিজয়েচ্ছু রাজা 'জয়' নামক এই ইতিহাস শুনবেন। গভির্ণী এই উপাখ্যান বার বার শুনলে বীরপ্রসবিনী হন।

কুম্ভীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে কৃষ্ণ ভীষ্মাদির নিকট বিদায় নিলেন, তার পর কর্ণকে নিজের রথে তুলে নিয়ে সাত্যকির সঙ্গে যাত্রা করলেন।

১৯। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ

যেতে যেতে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, রাধেয়, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সেবা করেছে এবং তাঁদের কাছে ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল শিখেছ। কুমারী কন্যার গর্ভে দুইপ্রকার পুত্র হয়, কানীন (১) ও সহোঢ় (২)। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই লোকই এই দুইপ্রকার পুত্রের পিতা। কর্ণ, তুমি কানীন পুত্র এবং ধর্মাসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব তুমিই রাজা হও, তোমার পিতৃপক্ষীয় পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃষ্ণগণ দুই পক্ষকেই তোমার সহায় ব'লে জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চল, পাণ্ডবরা জানন্দন যে তুমি যুদ্ধার্থিত্বের অগ্রজ। তোমার পাঁচ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং অভিমন্যু তোমার চরণ ধারণ করবেন; সমাগত রাজারা এবং অন্ধক ও বৃষ্ণবংশীয় সকলেই তোমার পদানত হবেন। রাজা ও রাজকন্যারা তোমার অভিষেকের জন্য হিরণ্ময়, রক্তময় ও মৃন্ময় কুম্ভ এবং ওষধি বীজ রত্ন প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে আসবেন দ্রৌপদীও ষষ্ঠ (৩) কালে

(১) কুমারী যাকে বিবাহের পূর্বে প্রসব করে।

(২) গর্ভবতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে।

(৩) পঞ্চপাণ্ডবের জন্য নির্ধারিত পঞ্চকালের অতিরিক্ত।

তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করব, যদুধিষ্ঠির যদুবরাজ হবেন এবং শ্বেতচামরহস্তে তোমার পশ্চাতে থাকবেন। ভীমসেন তোমার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধরবেন, অর্জুন তোমার রথ চালাবেন, অভিমন্যু সর্বদা তোমার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, পাণ্ডালগণ ও মহারথ শিখণ্ডী তোমার অনঙ্গগমন করবেন। কুন্তীপুত্র, তুমি দ্রাউগণে বেষ্টিত হয়ে রাজ্য-শাসন কর, কুন্তী ও মিত্রগণ আনন্দিত হ'ন, পাণ্ডব দ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্য হ'ক।

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যা বললে তা আমি জানি, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আমি পাণ্ডুরই পুত্র। কুন্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যের ঔরসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং হিতচিন্তা না করে আমাকে ত্যাগ করেন। সূতবংশীয় অধিরথ আমাকে তাঁর গৃহে আনেন, স্নেহবশে তখনই তাঁর পত্নী রাধার স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল, তিনি আমার মলমূত্রও ঘেঁটেছিলেন। আমি কি করে তাঁর পিণ্ডলোপ করতে পারি? অধিরথ আমাকে পুত্র মনে করেন, আমিও তাঁকে পিতা মনে করি। তিনি আমার জাতকর্মাদি করিয়েছেন, তাঁর নিযুক্ত ব্রাহ্মণরা আমাকে বসুধেণ নাম দিয়েছেন, তাঁর আশ্রয়েই যৌবনলাভ করে আমি বিবাহ করেছি। পত্নীদের সঙ্গে আমার প্রেমের বন্ধন আছে, তাঁদের গর্ভে আমার পুত্র-পৌত্রও হয়েছে। গোবিন্দ, সমস্ত পৃথিবী এবং রাশি রাশি সূর্যণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ মিথ্যা করতে পারি না, সূর্যের লোভে বা ভয় পেয়েও নয়। আমি দুর্যোধনের আশ্রয়ে তের বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছি; সূতগণের সঙ্গে আমি বহু যজ্ঞ করেছি, তাঁদের সঙ্গে আমার বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। আমার ভরসাতেই দুর্যোধন যুদ্ধের উদ্যোগ করেছেন, ঈশ্বরথ যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিষেধা রূপে আমাকেই বরণ করেছেন। মৃত্যু বা বন্ধনের ভয়ে অথবা লোভের বশে আমি তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচরণ করতে পারি না। তুমি যা বললে তা অবশ্য হিতের জন্যই। মধুসূদন, তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপনে রেখো, ধর্মশাস্ত্রা যদুধিষ্ঠির যদি জানতে পারেন যে আমিই কুন্তীর প্রথম পুত্র তবে আর তিনি রাজ্য নেবেন না। যদি আমিই সেই রাজ্য পাই তবে দুর্যোধনকেই সমর্পণ করব। অতএব যদুধিষ্ঠিরই রাজ্য লাভ করুন, হৃষীকেশ তাঁর নেতা এবং অর্জুন তাঁর যোদ্ধা হয়ে থাকুন। কেশব, হিলোকের মধ্যে পুণ্যতম স্থান কুরুক্ষেত্রে বিশাল ক্ষত্রিয়মণ্ডল যেন অস্ত্রযুদ্ধেই নিহত হন, সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যেন স্বর্গলাভ করেন।

মদ্র হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, কর্ণ, আমি তোমাকে পৃথিবীর রাজ্য দিতে চাই, কিন্তু তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি

ফিরে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপকে বললে, এই মাস (১) অতি শুভকাল, এখন পশুখাদ্য ও ইন্ধান সুদৃঢ়, শস্য পরিপূর্ণ, বৃক্ষ সকল ফলবান, মক্ষিকা অল্প, পথে কদম নেই, জল স্বাদু হয়েছে, শীত বা গ্রীষ্ম অধিক নয়। সাত দিন পরে অমাবস্যা, সেই দিন সংগ্রাম আরম্ভ হ'ক। যুদ্ধের জন্য সমাগত রাজাদের বলো যে তাঁদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে, দুর্যোধনের অনাগামী রাজা ও রাজপুত্রগণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়ে উত্তম গতি লাভ করবেন।

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাচ্ছ? এই পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, দুর্যোধন দুর্যশাসন শকুনি আর আমি তার নিমিত্তস্বরূপ। আমি দারুণ স্বপ্ন ও দর্শন দেখছি, তুমি যেন রুধিরাক্ত পৃথিবীকে হাতে ধরে নিক্ষেপ করছ, অস্থিস্তূপের উপরে উঠে যুদ্ধিষ্ঠির যেন সূর্যপাশে ঘূর্ণপায়স ভোজন করছেন এবং তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রাস করছেন। কৃষ্ণ বললেন, আমার কথা যখন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করলে না তখন অবশ্যই পৃথিবীর বিনাশ হবে। কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, এই মহাযুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা কি আবার তোমাকে দেখতে পাব? অথবা স্বর্গেই আমাদের মিলন হবে? এখন আমি যাচ্ছি। এই বলে কর্ণ কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দীনমনে প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁদের সারাথিকে বললেন, শীঘ্র চল।

২০। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

কৃষ্ণ চলে গেলে বিদুর কুন্তীকে বললেন, আপনি জানেন, যুদ্ধ নিবারণের জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুর্যোধন আমার কথা শোনে নি। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের বশবর্তী হয়ে অধর্মের পথে চলেছেন। কৃষ্ণ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলেন, এখন পাণ্ডবগণ যুদ্ধের উদ্‌যোগ করবেন। কৌরবদের দুর্য্যতির ফলে বীরগণ বিনষ্ট হবেন, এই চিন্তা করে আমি দিবারাত্র বিনীত হয়ে আছি।

কুন্তী দুর্য্যোধ্যের দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, যুদ্ধ হ'লেও দৌষ, না হ'লেও দৌষ। দুর্য্যোধনাদির পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ থাকবেন এজন্যই আমার ভয়। হয়তো দ্রোণ তাঁর শিষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করেন না, পৃষ্ঠীমহ ভীষ্ম হয়তো পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহশীল হবেন। অবিবেচক দুর্য্যোধ্যের বশবর্তী হয়ে

পাণ্ডবদের বিম্বেষ করে, তার জনাই আমার ভয়। কন্যাকালে থাকে আমি গর্ভে ধারণ করোঁছি সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে না?

এই চিন্তা করে কুন্তী গঙ্গাতীরে গেলেন। দয়ালু সত্যানন্ড কর্ণ সেখানে পূর্বমুখ ও উর্ধ্ববাহু হয়ে জপ করছিলেন। সূর্যতাপে পীড়িত হয়ে শূন্য পদ্ম-মালার ন্যায় কুন্তী কর্ণের উত্তরীয়বস্ত্রের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কর্ণ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে ফিরে কুন্তীকে দেখতে গেলেন। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্নাম করে কৃতাজলিপদে বললেন, আমি অধিরথ-রাধার পুত্র কর্ণ, আপনাকে অভিবাদন করছি, আজ্ঞা করুন আমাকে কি করতে হবে।

কুন্তী বললেন, কর্ণ, তুমি কোন্তেয়, রাধার গর্ভজাত নও, অধিরথ তোমার পিতা নন, সূতকুলেও তোমার জন্ম হয় নি। বৎস, রাজা কুন্তিভোজের গৃহে আমার কন্যা অবস্থায় তুমি আমার প্রথম পুত্ররূপে জন্মেছিলে। তুমি পার্থ(১), জগৎপ্রকাশক তপনদেব তোমার জনক। তুমি কবচকুণ্ডল ধারণ করে দেবশিশুর ন্যায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে আমার পিতার গৃহে ভূমিস্ত হয়েছিলে। পুত্র, তুমি নিজের ভ্রাতাদের না চিনে মোহবশে দুর্যোধনাদির সেবা করেছ, তা উচিত নয়। যে রাজলক্ষ্মী অর্জুন পূর্বে অর্জন করেছিলেন, ধার্মাশ্রয়গণ বা লোভবশে হরণ করেছে, তা তুমি সবলে অধিকার করে যদুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভোগ কর। কৌরবগণ আজ দেখুক যে কর্ণার্জুন সৌভ্রাতৃবন্ধনে মিলিত হয়েছেন। কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় মিলিত হলে তোমাদের অসাধ্য কি থাকতে পারে? তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমার পুত্রদের সর্বজ্যেষ্ঠ; তুমি পার্থ, তোমাকে যেন কেউ সূতপুত্র না বলে।

তখন কর্ণ তাঁর পিতা ভাস্করের এই স্নেহবাক্য শুনতে পেলেন — তোমার জননী পৃথা সত্য বলেছেন, তাঁর কথা শোন, তোমার মঙ্গল হবে। মাতাপিতার অনুরোধেও কর্ণ বিচলিত হলেন না। তিনি কুন্তীকে বললেন, ক্ষত্রিয়জননী, আপনার বাক্য আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ করে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার বশ ও কর্তৃত্ব নষ্ট হয়েছে। জন্মে ক্ষত্রিয় হলেও আপনি জন্ম আমি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার পাই নি, কোন শত্রু এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারে? আপনি যথাকালে আমাকে দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। কৃষ্ণের সহিত মিলিত অর্জুনকে কে না ভয় করে? এখন যদি আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে

সকলেই বলবে আমি ভয় পেয়ে এমন করেছি। কেউ জ্ঞানে না যে আমি পাণ্ডবদের ভ্রাতা। এখন যুদ্ধকালে যদি আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষত্রিয়রা আমাকে কি বলবেন? ধার্মারামগণ আমার সর্ব কামনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে সম্মানিত করেছেন, এখন আমি কি করে তা নিষ্ফল করতে পারি? যারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, যারা আমার ভরসাতেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আমি কি করে ছিন্ন করব? যে সকল অস্থিরমতি পাপাত্মা রাজার অনুগ্রহে পদুট ও কৃতার্থ হয়ে কার্যকালে কর্তব্য পালন করে না, সেই কৃতঘ্নদের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। আমি সংপদ্রুদ্বোচিত অনুশংসতা ও চরিত্র রক্ষা করে আপনার পদ্রদের সঙ্গে যথাশক্তি যুদ্ধ করব, আপনার বাক্য হিতকর হ'লেও তা পালন করতে পারি না। কিন্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হ'লেও আমি আপনার সকল পদ্রকে বধ করব না। কেবল অর্জুনকে নিহত করে অভীষ্ট ফল লাভ করব, অথবা তাঁর হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। যশস্বিনী, যেই মরুক, অর্জুন অথবা আমাকে নিয়ে আপনার পাঁচ পদ্রই থাকবে।

শোকাতর্কী কুন্তী কাম্পিতদেহে পদ্রকে আলিঙ্গন করে বললেন, কর্ণ, তুমি যা বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অর্জুন ভিন্ন অন্য চার ভ্রাতাকে তুমি অভয় দিয়েছ এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো।

কুন্তী শূভাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাঁকে অভিবাদন করলেন, তারপর দৃজনে দৃদিকে চলে গেলেন।

২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন

উপপ্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দৌত্যের বিবরণ যদ্বিধিষ্ঠিরকে জানিয়ে বললেন, আমি দুর্যোধনকে মিষ্টবাক্যে অনুরোধ করেছি, তার পর সভাস্থ রাজাদের ভৎসনা করেছি, দুর্যোধনকে তুণতুল্য অবজ্ঞা করে কর্ণ ও শকুনিকে ভয় প্রদীক্ষা করেছি, দ্রুতসভায় ধার্মারামগণের আচরণের বহু নিন্দা করেছি। অবশেষে দুর্যোধনকে বলিছি, পাণ্ডবগণ অভিমান ত্যাগ করে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুরের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ শাসনের ভারও তোমার হাতে দেবেন; ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর তোমাতে যে হিতকর উপদেশ দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পাণ্ডবদের পাঁচটি গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরণ করা ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য। তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি কোঁরব সভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুসারে বহু

চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কোনও উপায় দেখি না। কোঁরবপক্ষের রাজারা বোধ হয় এখন বিনাশের নিমিত্ত কুরূক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন। দুর্যোধনাদি বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য দেবেন না।

॥ সৈন্যানির্বাণপর্বাধ্যায় ॥

২২। পান্ডবযুদ্ধসম্ভাষা

যুদ্ধান্তর তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, তোমরা কেশবের কথা শুনলে, এখন সেনা বিভাগ কর। সাত অক্ষৌহিণী এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের নায়ক — দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীমসেন। এঁরা সকলেই যুদ্ধবিশারদ বীর এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে যিনি এই সাত জনের নেতা হবার যোগ্য, যিনি সেনাবিভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভীষ্মের প্রতাপ সইতে পারবেন, তাঁর নাম বল।

সহদেব বললেন, মৎস্যরাজ বিরাটই এই কার্যের যোগ্য। ইনি আমাদের সন্ধে সন্ধী দৃঃখে দৃঃখী, বলবান ও অস্ত্রবিশারদ, এঁর সাহায্যেই আমরা রাজ্য উদ্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের শ্বশুর দ্রুপদই সেনানায়ক হবার যোগ্য, ইনি বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরম্বাজের কাছে অশিক্ষা করেছিলেন এবং সর্বদা দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত স্পর্ধা করেন। দ্রোণের বিনাশকামনায় ইনি ভার্যার সহিত ঘোর তপস্যা করেছিলেন (১)। অর্জুন বললেন, যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে এবং ঋষি-গণের অনুগ্রহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, যিনি ধনুঃ খজা ও কবচ ধারণ করে রথারোহণে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন (১)ই সেনাপতিত্বের যোগ্য। ভীম বললেন, সিস্মগণ ও মহর্ষিগণ বলেন যে, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের নিমিত্ত জন্মেছেন, ইনি রামের ন্যায় রূপবান, এমন কেউ নেই যে এঁকে অস্ত্রাহত করতে পারে। এঁকেই সেনাপতি করুন।

যুদ্ধান্তর বললেন, কৃষ্ণই আমাদের জয়পরাজয়ের মূল, আমাদের জীবন রাজ্য সন্ধদৃঃখ সবই এঁর অধীন, ইনিই বলুন কে আমাদের সেনাপতি হবেন। এখন

রাহি আসন্ন, কাল প্রভাতে আমরা অধিবাস (১) ও কৌতুকমণ্ডল (২) করে যুদ্ধযাত্রা করব।

অজ্ঞানের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, যাদের নাম করা হ'ল তাঁরা সকলেই নেতৃত্ব করবার যোগ্য। আপনি এখন যথাবিধি সৈন্যযোজনা করুন, আপনার পক্ষে যে বীরগণ আছেন তাঁদের সম্মুখে দুর্যোধনাদি কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি মনোনীত করছি। কৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবগণ আনন্দিত হলেন।

যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হ'ল, সৈন্যগণ চণ্ডল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্তী ও অশ্বের রব, রথচক্রের ঘর্ষর ও শঙ্খদ্বন্দ্বীভির নিনাদে সর্ব দিক ব্যাপ্ত হ'ল। সেই বিশাল সৈন্যসমাগম মহাতরঙ্গময় সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বর্মে ও অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারা আনন্দিত হয়ে চলতে লাগলেন, যুদ্ধার্থীর তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, দুর্বল সৈন্য ও পরিচারকগণও তাঁর সঙ্গে চলল। শকট, বিপাণি, বেষ্যাদের বস্ত্রগৃহ, কোষ, যন্ত্রায়ুধ ও চিকিৎসকগণ সঙ্গে সঙ্গে গেল। দ্রৌপদী তাঁর দাসদাসী ও অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরেই রইলেন।

পাণ্ডববাহিনী কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ল। যুদ্ধার্থীর শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পরিহার করলেন এবং যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ পাওয়া যায় এমন এক সমতল সিন্ধু স্থানে সেনা সম্মিলিত করলেন। পবিত্র হিরণ্যবতী নদীর নিকটে পরিখা খনন করিয়ে কৃষ্ণ সেখানে রাজাদের শিবির স্থাপন করলেন। শত শত বেতনভোগী শিল্পী এবং চিকিৎসার উপকরণ সহ বৈদ্যগণ শিবিরে রইলেন। প্রতি শিবিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, মধু, ঘৃত, সর্জরস (ধূনা), জল, ঘাস, তুণ ও অংগার রাখা হ'ল।

কৌরবসভায় যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধে যুদ্ধার্থীর আরও জানতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন আপনার প্রস্তাব এবং ভীষ্ম বিদুর ও আমার কথা সমস্তই অগ্রাহ্য করেছে, কর্ণের ভরসায় সে মনে করে তার জয়লাভ হবেই। সে আমাকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। ভীষ্ম-দ্রোণও ন্যায়সংগত কথা বলেন নি, বিদুর ছাড়া সকলেই দুর্যোধনের অনুবর্তী।

যুদ্ধাধিপতির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, যে অনর্থ নিবারণের জন্য আমি বনবাস স্বীকার করে বহু যুদ্ধ পেয়েছি, সেই মহা অনর্থই উপস্থিত হ'ল। যারা অবশ্য তাঁদের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করব? গুরুজন ও বৃদ্ধদের হত্যা করে আমাদের কিরূপ বিজয়লাভ হতে পারে? অর্জুন বললেন, মহারাজ, কৃষ্ণ কুন্তী ও বিদুর কখনও অধর্ম করতে বলবেন না; যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়া আপনার অকর্তব্য। ইহৎ হাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, ঠিক কথা।

দ্রুপদ ষোড়শ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব— এই সাত জনকে যুদ্ধাধিপতির যথাবিধি অভিষিক্ত করে সেনাপতির পদ দিলেন। তার পর তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্বসেনাপতি, অর্জুনকে সেনাপতিপতি, এবং কৃষ্ণকে অর্জুনের নিয়ন্তা ও অশ্বচালক নিযুক্ত করলেন।

২৩। বলরাম ও রুক্মা

কুরুপাণ্ডবের ঘোর অনিষ্টকর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অঙ্গুর উৎসব শাসন প্রদান প্রভৃতির সঙ্গে হলারুদ্ধ বলরাম যুদ্ধাধিপতির ভবতে এলেন। তিনি কৈলাসশিখরের ন্যায় শূদ্রপ্রকান্তি, সিংহসখেলগতি (১), তাঁর চক্ষু মদ্যপানে আরক্ত, পরিধান নীল কোষের বসন। তাকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন এবং যুদ্ধাধিপতির তাঁর কর গ্রহণ করলেন। অভিবাদনের পর সকলে বিচলিত হ'লে বলরাম কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দারুণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে তার নিবারণ করা অসম্ভব। আমি এই কামনা করি যে আপনারা সকলে নীরোগে অক্ষতদেহে এই যুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। মহারাজ যুদ্ধাধিপতির, আমি কৃষ্ণকে বহু বার বলি যে আমাদের কাছে পাণ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমন, অত্যাচারী, তুমি দুর্যোধনকেও সাহায্য করো। কিন্তু কৃষ্ণ আমার কথা শোনেন নি, অর্জুনের প্রতি স্নেহের বশে আপনার পক্ষেই সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছেন, একারণে আপনার অবশ্যই জয়লাভ করবেন। আমি কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য পক্ষে যেতে পারি না, অতএব কৃষ্ণের অভীষ্ট কার্যই করব। গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্যোধন আমার শিষ্য, দ্রুজনের উপরেই আমার সমান স্নেহ। কৌরবদের বিনাশ আমি দেখতে পারব না, সেজন্য সরস্বতী তীরে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি।

(১) ক্রীড়ারত সিংহের ন্যায় যার গতি।

বলরাম চলে গেলে ভোজ ও দাক্ষিণাত্য দেশের অধিপতি ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। ইনি কিম্বরশ্রেষ্ঠ দ্রুমের কাছে ধনুর্বেদ শিখে বিজয় নামক ঐন্দ্রধনু লাভ করেছিলেন। এই ধনু অর্জুনের গান্ডীব ও কৃষ্ণের শাণ্ডী ধনুর তুল্য। কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীহরণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রুক্মী পরাজিত হন।

যুধিষ্ঠির সসম্মানে রুক্মীর সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর রুক্মী বললেন, অর্জুন, যদি ভয় পেয়ে থাক তবে এই যুদ্ধে আমি তোমার সহায় হব। আমার তুল্য বিক্রম কারও নেই, শত্রুসেনার যে অংশের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে দেবে সেই অংশই আমি বিনষ্ট করব, দ্রোণ কৃপ ভীষ্ম কর্ণকেও আমি বধ করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যুদ্ধে বিরত থাকুন, আমিই শত্রুসংহার করে তোমাদের রাজ্য উদ্ধার করে দেব।

অর্জুন রুক্মীকে সহায়্যে বললেন, কুরুকুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়, আমি গান্ডীবধারী, কি করে বলব যে ভয় পেয়েছি? আমি যখন ঘোষাঘাটার মহাবল গান্ধর্বদের সঙ্গে, নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবদের সঙ্গে, এবং বিরাটরাজ্যে বহু কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল? আমি রত্ন ইন্দ্র কুবের যম বরুণ অগ্নি কৃপ দ্রোণ ও মাধবের অনুগ্রহীত; আমার ভেজোময় দিব্য গান্ডীব ধনু, অক্ষয় তুণ ও পর্বাবধ দিব্যাস্ত্র আছে, ভয় পেয়েছি এই যশোনাথক বাক্য কি করে বলব? মহাবাহু, আমি ভীত হই নি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় ফিরে যাও।

রুক্মী তাঁর সাগরতুল্য বিশাল সেনা নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং অর্জুনকে যেমন বলোছিলেন সেইরূপই বললেন। বীরীভমানী দুর্যোধনও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এইরূপে রোহিণীনন্দন বলরাম এবং ভীষ্মকপুত্র রুক্মী কুরুপান্ডবের যুদ্ধ থেকে দূরে রইলেন।

২৪। কৌরবযুদ্ধসম্ভা

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে চলে গেলে দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতিকে বললেন, বাসুদেব অকৃতকার্ষ হয়ে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হয়ে পান্ডবগণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করবেন। তিনি যুদ্ধই চান, ভীষ্মার্জুনও তাঁর মতে চলেন। দ্রুপদ আর

বিরাটের সঙ্গেও আমি শত্রুতা করেছি, তাঁরাও কৃষ্ণের অনুবর্তী হবেন। অতএব কুরুপাণ্ডবের মধ্যে ভ্রমূল লোমহর্ষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অতীন্দ্রিত হয়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র শিবির স্থাপন করাও, সর্বদিকে যেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। শিবির মধ্যে জল কাষ্ঠ ও বিবিধ অস্ত্র এবং উপরে যজ্ঞপতাকা থাকবে। খাদ্যাদি আনয়নের পথ যেন শত্রুরা রোধ করতে না পারে।

দ্রুপদেবের আদেশে কুরুক্ষেত্রে সেনানিবেশ স্থাপিত হ'ল। সমাগত রাজারা উষ্ণীষ অন্তরীক্ষ উত্তরীক্ষ ও ভূষণ প্রভৃতিতে সজ্জিত হলেন। রথী অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। রাতি প্রভাত হলে দ্রুপদেব একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক রথে চার অশ্ব যোজিত হ'ল এবং দুই অশ্বরক্ষক ও দুই পৃষ্ঠরক্ষক নিযুক্ত হ'ল। প্রত্যেক হস্তীতে দুই অক্ষুশয়ারী, দুই ধনুর্য়ারী এবং একজন শক্তি- ও পতাকা-ধারী রইল।

দ্রুপদেব কৃতাজ্ঞা হলে ভীষ্মকে বললেন, সেনাপতি না থাকলে বিশাল সেনাও পিপীলিকাপুঞ্জের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুনোছি একদা ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের লোক হৈহয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, কিন্তু তারা বার বার পরাজিত হয়। তার পর ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পরাজয়ের কারণ কি? ধর্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ যথার্থ উত্তর দিলেন—আমরা সকলে একজন মহাবদ্বিষ্টমানের মতে চলি, আর আপনারা প্রত্যেকে নিজের বদ্বিষ্টিতে পৃথক পৃথক চলেন। তখন ব্রাহ্মণরা একজন বদ্বিষ্টনিপুণ ব্রাহ্মণকে সেনাপতি করলেন এবং ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন।

তার পর দ্রুপদেব বললেন, পিতামহ, আপনি শত্রুচাৰ্য তুল্য বদ্বিষ্টনিপুণ, ধর্মে নিরত এবং আমার হিতৈষী, আপনিই আমাদের সেনাপতি হ'ন। গোবৎস যেমন ঋষভের অনুগমন করে আমরা সেইরূপ আপনার অনুগমন করব। ভীষ্ম বললেন, মহাবাহু, আমার কাছে তোমরা যেমন পাণ্ডবরাও তেমন, তথাপি প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অর্জুন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা কেউ নেই, তাঁর অনেক দিব্যাস্ত্রও আছে; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করবেন না। পাণ্ডুপুত্রদের বিনষ্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত দিন তাঁদের হাতে আমি না মরি তত দিন আমি প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের দশ সহস্র যোদ্ধাকে বধ করব। কিন্তু কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্শ করেন, অতএব প্রথম সেনাপতি আমি না হয়ে তিনিই হ'তে পারেন। কর্ণ বললেন, ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এ'র মৃত্যুর পর আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন রাশি রাশি উপহার দিয়ে ভীষ্মকে সেনাপতির পদে যথাবিধি অভিষিক্ত করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শত্ৰু বেজে উঠল। এই সময়ে নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দেখা গেল, বজ্রধ্বনি ভূমিকম্প উল্কাপাত ও রুধিরকর্দমবৃষ্টি হ'ল। যোদ্ধারা নিরুদ্যম হয়ে পড়লেন। তার পর ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে প্রচুর স্ফুৰ্ণাবার সহ দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

॥ উল্লুকদত্তাগমনপৰ্বাধ্যায় ॥

২৫। উল্লুকের দৌত্য

কুরুক্ষেত্রে হিরণ্যবতী নদীর নিকটে পাণ্ডববাহিনী সম্মিলিত হ'লে কৌরবগণও সেখানে তাঁদের সেনা স্থাপিত করলেন। কর্ণ দুর্যোধন ও শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা করে দুর্যোধন স্থির করলেন যে শকুনির পুত্র উল্লুক দত্ত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে যাবেন। তিনি উল্লুককে এইরূপ উপদেশ দিলেন।—

তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলবে, তুমি সর্ব প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাক, তবে নৃশংসের ন্যায় জগৎ ধ্বংস করতে চাও কেন? পুরাকালে দেবগণ প্রহ্লাদের রাজ্য হরণ করলে প্রহ্লাদ এই শ্লেকাটি গেয়েছিলেন—হে সুরগণ, প্রকাশ্যে ধর্মের ধ্বজা উন্নত রাখা এবং প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করার নাম বৈড়াল রত। উল্লুক, নারদকথিত এই উপাখ্যানটি তুমি যুধিষ্ঠিরকে শুনিও।—এক দৃষ্ট বিড়াল গঙ্গাতীরে উদ্‌বাহু হয়ে তপস্যার ভান করত। পক্ষীর তাড়নায় গিয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন বিড়াল ভাবলে, আমার রত সফল হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে এক দল মৃষিক স্থির করলে, এই বিড়াল আমাদের মাতুল, ইনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মৃষিকদের প্রার্থনা শুনে বিড়াল বললে, তপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে করা অসম্ভব, তথাপি তোমাদের যাতে হিত হয় তা করব। কিন্তু আমি তপস্যায় পরিপ্রান্ত হয়ে আছি, কঠিন রত পালন করছি, কোথাও যাবার শক্তি আমার নেই। বৃংসগণ, তোমরা আমাকে প্রত্যহ নদীতীরে বহন করে নিয়ে যো। মৃষিকরা সম্মত হ'ল এবং বালক বৃন্দ সকলেই বিড়ালের আশ্রয়ে এল। মৃষিক ভক্ষণ করে বিড়ালের শরীর ক্রমশ শ্বেদ চিহ্ন ও বলিষ্ঠ হ'তে লাগল। মৃষিকরা ভাবলে, মাতুল নিত্য বৃন্দ পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একদিন ডিঙিক নামে এক মৃষিক বিড়ালের আচরণ লক্ষ্য করবার জন্য তার সঙ্গে গেল, বিড়াল

ভাকে খেয়ে ফেললে। তখন কৌলিক নামে এক অতি বৃদ্ধ মূষিক বললে, এ'র শিখাধারণ ছিল মাত্র, এ'র বিষ্ঠার লোম দেখা যায়, কিন্তু ফলমূলভোজীর বিষ্ঠায় তা থাকে না। ইনি স্থূল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষীণ হচ্ছে, সাত আট দিন থেকে ডি'ন্ডককেও দেখছি না। এই কথা শুনে মূষিকরা পালিয়ে গেল, দৃষ্ট বিড়ালও তার পূর্ব স্থানে ফিরে গেল। দুরাত্মা যুধিষ্ঠির, তুমিও বিড়াল ব্রত অবলম্বন করে জ্ঞাতদের প্রতারিত করছ। তুমি পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলে, আমি তা দিই নি, কারণ আমার এই ইচ্ছা যে তুমি ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্ম কর। তুমি কৃষ্ণকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলে যে তুমি শান্তি ও সমর দুইএর জন্যই প্রস্তুত আছ। আমি ব্রহ্মের আয়োজন করেছি, এখন তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর।

উল্লুক, তুমি কৃষ্ণকে বলবে, কৌরবসভায় যে মায়ারূপ দেখিয়েছিলে সেই রূপ ধারণ করে আমার প্রতি ধাবিত হও। ইন্দ্রজাল মারা কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অশ্রুধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহুপ্রকার মারা দেখাতে পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পদ্বীপ্তিহারা নপদংসক অনেক আছে। তুমি বৎসসম ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে ব্রহ্ম করেন নি।

উল্লুক, তুমি সেই শূন্যহীন বৃষ বহুভোজী মূর্খ ভীমকে বলবে, বিরাত-নগরে তুমি বজ্রব নামে গাচক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুষের ফল। দ্রুতসভায় যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে তা যেন মিথ্যা না হয়, যদি শক্তি থাকে তবে দঃশাসনের রক্ত পান কর। নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রৌপদীর কণ্ঠ স্মরণ করে এখন ব্রহ্ম তোমাদের পৌরুষ দেখাও। বিরাত আর দ্রুপদকে বলবে, প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের গুণাগুণ বিচার করে না, তাই গৌরবহীন যুধিষ্ঠির আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলবে, তুমি দ্রোণের সঙ্গে পাপব্রহ্ম করবে এস। শিখণ্ডীকে বলবে, তুমি নির্ভয়ে ব্রহ্ম করতে এস, ভীষ্ম তোমাকে স্ত্রী মনে করেন, তোমাকে বধ করবেন না।

উল্লুক, তুমি অর্জুনকে বলবে, রাজা থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রৌপদীর ক্রেশ স্মরণ করে এখন পদ্রুদ্রব দেখাও। লৌহময় অস্ত্রসমূহের সংস্কার হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে কদম নেই, অম্বসকল খাদ্য পেয়ে পদ্রুত হয়ে আছে, যোদ্ধারাও বেতন পেয়েছে, অতএব কেশবের সঙ্গে এসে কালই ব্রহ্ম কর। তুমি কৃপমণ্ডুক তাই দর্ধৰ্ষ বিশাল কৌরবসেনার স্বরূপ বদ্বতে পারছ না। বাসুদেব তোমার সহায় তা জানি, তোমার গাণ্ডীব চার হাত দীর্ঘ তাও জানি, তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই তাও জানি; তথাপি তোমাদের রাজ্য হরণ করে তের বৎসর ভোগ করেছে। দ্রুতসভায়

তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল? ভীমের বল কোথায় ছিল? তোমরা আমাদের দাস হয়েছিলে, দ্রৌপদীই তোমাদের মুক্ত করেন। তুমি নপদংসক সেজে বেণী দুলিয়ে বিরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে। এখন কৃষ্ণের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর, আমি তোমাদের ভয় করি না। সহস্র সহস্র বাসুদেব এবং শত শত অর্জুনও আমার অব্যর্থ বাণের প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে।

উল্লুক পাণ্ডবশিবিরে গিয়ে দুর্যোধনের সকল কথা জানালেন। ভীমকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, শকুনিবন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দুর্যোধনকে জানিও যে তাঁর সব কথা আমরা শুনেছি, অর্থও বুঝেছি, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই হবে। ভীম বললেন, মর্খ, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, আমি দুর্যোধনের রক্তপান ক'রে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উল্লুক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ করব তার পর সেই পাপিষ্ঠকে বধ করব।

অর্জুন সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, যাদের সঙ্গে আপনার শত্রুতা তারা এখানে নেই, উল্লুককে নিষ্ঠুর কথা বলা আপনার উচিত নয়। উল্লুক, দুর্যোধন যে গর্বিত বাক্য বলেছেন, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গাণ্ডীব দ্বারা আমি তার প্রত্যুত্তর দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস শকুনিপুত্র উল্লুক, তুমি দুর্যোধনকে বলবে, যে লোক পরস্ব হরণ করে এবং নিজের শক্তিতে তা রাখতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, সে নপদংসক। দুর্যোধন, তুমি পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে ক'রে গর্জন করছ কেন? অর্জুন বললেন, উল্লুক, দুর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে যুদ্ধে নামিয়ে মনে করছ আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। যার ভরসায় তুমি গর্ব করছ সেই ভীষ্মকে আমি প্রথমে বধ করব। বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ বললেন, আমরা সাধু-জনের দাসত্ব কামনা করি। আমরা দাস হই বা যাই হই, কার কত পোষক আছে কাল দেখা যাবে। শিখণ্ডী বললেন, বিধাতা ভীষ্মবধের নিমিত্তই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমি তাঁকে রথ থেকে নিপাতিত করব। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি দ্রোণকে সৈন্যে সর্বান্ধবে বধ করব, আমি যা করব তা আর কেউ পারবে না।

উল্লুক কৌরবশিবিরে ফিরে গিয়ে সব কথা জানালেন।

॥ রথ্যতিরথসংখ্যানপৰ্বাধ্যায় ॥

২৬। রথী-মহারথ-অতিরথ-গণনা — ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ

সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়ে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, শক্তিধর কুমার কার্তিকেয়কে নমস্কার করে আমি সেনাপতিত্বের ভার নিলাম। তুমি দৃষ্টিচিন্তা দূর কর, আমি শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি যুদ্ধ এবং তোমার সৈন্যরক্ষা করব।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি গণনায় দক্ষ, উভয় পক্ষে রথী (১) ও অতিরথ (১) কে কে আছেন আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। ভোজ-বংশীয় কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য যিনি নিজের ভাগিনেয়দের ছেড়ে তোমার পক্ষে এসেছেন, সোমদত্তের পুত্র ভীরাশ্রবা—এঁরা অতিরথ। সিংধুরাজ জয়দ্রথ দুই রথীর সমকক্ষ। কম্বোজরাজ সুদর্শিণ, মাহিষ্মতীর রাজা নীল, অবান্তিদেশের বিন্দ ও অনুবিন্দ, ত্রিগর্তদেশীয় সত্যরথ প্রভৃতি পশু ভ্রাতা, তোমার পুত্র লক্ষ্মণ, দ্রুপদরাজের পুত্র, কোশলরাজ বৃহদ্রথ, তোমার মাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপুত্র বৃষসেন, মধু-বংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃষক—এঁরা রথী। কৃপাচার্য অতিরথ। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহারথ (১), কিন্তু একটি মহাদোষের জন্য আমি তাঁকে রথী বা অতিরথ মনে করতে পারি না,—ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, নতুবা ইনি অম্বিতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ, ইনি দেব গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু স্নেহবশে অর্জুনকে বধ করবেন না। বাহুলীক অতিরথ। তোমার সেনাপতি সত্যবান, মহাবল মায়াবী রাক্ষস অলম্বুষ, প্রাগ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত—এঁরা মহারথ। তোমার প্রিয় সখা ও মন্ত্রণাদাতা নীচপ্রকৃতি অত্যন্ত গর্বিত এই কর্ণ অতিরথ নয়, পুণ্ড্ররথীও নয়। এ সর্বদাই পরনিন্দা করে, এর সহজাত কবচকুণ্ডল এখন নেই, পরশুরামের শাপে এর শক্তিরও ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অধরথ, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে জীবিত অবস্থায় ফিরবে না।

দ্রোণ বললেন, ভীষ্মের কথা সত্য, কর্ণের অভিমান আছে, অথচ একে যুদ্ধ

(১) রথী — রথারোহী পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোদ্ধা। মহারথ — রথযুদ্ধপটী বা বহু রথীর অধিনায়ক। অতিরথ — যিনি অমিত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, অথবা যিনি মহারথগণের অধিপতি।

থেকে পালাতেও দেখা যায়। কণ্ঠ দয়ালু ও অসাবধান, সেজন্য আমিও একে অধরথ মনে করি।

ক্লেমে চক্ষু বিক্ষারিত করে কণ্ঠ বললেন, পিতামহ, আপনি বিনা অপরাধে আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, দুর্যোধনের জন্যই আমি তা সহ্য করি। আমার মতে আপনিই অধরথ। লোকে আবার বলে ভীষ্ম মিথ্যা কথা বলেন না! আপনি ইচ্ছামত রথী আর অতিরথ বলে ষোদ্ধাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছেন। ভীষ্ম সর্বদাই কৌরবগণের অহিতাচরণ করেন, কিন্তু আমাদের রাজা তা বোঝেন না। দুর্যোধন, ভীষ্মের অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি একে ত্যাগ কর। ইনি সকলের সঙ্গেই স্পর্ধা করেন, কাকেও পদ্রুপ বলে গণ্য করেন না, অথচ একে দেখলে সব পশ্চ হয়।(১) বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিন্তু অতিবৃদ্ধের নয়, তাঁরা বালকের সমান। ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এর মৃত্যুর পর আমি বিপক্ষের সকল মহারথের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

ভীষ্ম বললেন, সূতপুত্র, যুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে আমাদের মধ্যে ভেদ হওয়া অনুরূচিত, সেই কারণেই তুমি জীবিত রইলে। স্বয়ং জামদগ্ন্য পরশুরাম আমাকে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত করতে পারেন নি, তুমি আমার কি করবে?

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমার কিসে শূভ হবে সেই চিন্তা করুন, আপনাদের দুজনকেই মহৎ কর্ম করতে হবে। এখন বলুন পাণ্ডবপক্ষে রথী মহারথ ও অতিরথ কে কে আছেন।

ভীষ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথী। ভীষ্ম আট রথীর সমান। স্বয়ং নারায়ণ যার সহায় সেই অর্জুনের সমান বীর ও রথী উভয় সৈন্যের মধ্যে নেই, কেবল আমি আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হতে পারি। দ্রোণদীর পাঁচ পুত্র সকলেই মহারথ। বিরাটপুত্র উত্তর, উত্তমোজা, যুধামন্যু এবং দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী — এঁরা উত্তম রথী। অভিমন্যু, সাত্যকি ও দ্রোণাশিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন — এঁরা অতিরথ। বৃদ্ধ হলেও দ্রুপদ ও বিরাটকে আমি মহারথ মনে করি। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্রতধর্ম্য এখনও বালক সেজন্য অধরথ। শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, জয়ন্ত অমিতোজা, সত্যজিৎ, অজ, ভোজ ও রোচমান — এঁরা মহারথ। কেকয়দেশীয় পণ্ড দ্রাতা, কাশীরাজ কুমার, নীল, সুবদন্ত, শঙ্খ, মাদরাশ্ব, ব্যাস্রসেন, চন্দ্রদত্ত, সেনাবিন্দু, ক্রোধহন্তা, কাশ্য — এঁরা সকলেই রথী। দ্রুপদপুত্র সত্যজিৎ, শ্রেণিমান ও বসুদান

রাজা, কুন্তিভোজদেশীয় পাণ্ডবমাতুল পুত্রদ্বিজ্ঞ, এবং ভীষ্ম-হিড়িম্বার পুত্র মাল্যাবী ঘটোৎকচ — এঁরা সকলেই অতিরথ।

তার পর ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করব, কিন্তু শিখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হ'লেও তাঁকে বধ করব না, কারণ সে পূর্বে স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষ হয়েছে। পাণ্ডবগণকেও আমি বধ করব না।

॥ অম্বোপাখ্যানপর্বাদ্যায় ॥

২৭। অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস

দুর্যোধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে পাণ্ডাল ও সোমকদের বধ করবেন, তবে শিখণ্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন? ভীষ্ম বললেন, তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলছি শোন।—

আমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ বিচিত্রবীৰ্যকে আমি রাজপদে অভিষিক্ত করি এবং তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে সবলে হরণ করে আনি। (১) বিবাহকালে জ্যেষ্ঠকন্যা অম্বা লজ্জিতভাবে আমাকে জানানেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে তিনি ও শাল্বরাজ পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আমি কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন ধাত্রীর সঙ্গে অম্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁর দুই ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীৰ্যের বিবাহ দিলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, আমি তোমাকে ভাব্য করতে পারি না, তুমি অন্যপূর্বা, ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছিলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হয়েছিলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অম্বা বহু অন্তর্দ্বন্দ্ব করলেও শাল্ব শুনলেন না। সেখান থেকে চ'লে এসে অম্বা এই ব'লে বিলাপ করতে লাগলেন — ভীষ্মকে ধিক, আমার মৃত পিতাকে ধিক যিনি পণ্যস্ব্যীর ন্যায় আমাকে বীৰ্যশুল্কে দান করতে চেয়েছিলেন, শাল্বরাজকে ধিক, স্ত্রীতাকেও ধিক। ভীষ্মই আমার বিপদের মূখ্য কারণ, তাঁর উপর আমি প্রতিশোধ নেব। অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নিজের ইতিহাস জানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। তপস্বীরা বললেন, তুমি তোমার পিতার গৃহে ফিরে যাও। অম্বা তাতে সম্মত হলেন না।

(১) আদিপর্ব ১৭-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই সময়ে অম্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই তপোবনে উপস্থিত হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার অনুরোধে জামদগ্ন্য পরশুরাম ভীষ্মকে বধ করবেন, তিনি আমার সখা। এমন সময়ে পরশুরামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ সেখানে এলেন। সব কথা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি কিরূপ প্রতিকার চাও? যদি ইচ্ছা কর তবে পরশুরামের আদেশে শাল্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যদি ভীষ্মকে নির্জিত দেখতে চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। অম্বা বললেন, ভগবান, শাল্বের প্রতি আমার অনুরাগ না জেনেই ভীষ্ম আমাকে হরণ করেছিলেন, এই বিবেচনা করে আপনিই ন্যায় অনুসারে বিধান দিন। অকৃতব্রণ বললেন, ভীষ্ম যদি তোমাকে হস্তিনাপুরে না নিয়ে যেতেন তবে পরশুরামের আজ্ঞায় শাল্ব তোমাকে মাথায় তুলে নিতেন; অতএব ভীষ্মেরই শাস্তি হওয়া উচিত।

পরদিন অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরশুরাম শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হয়ে আগ্রহে উপস্থিত হলেন। রূপবতী সুকুমারী অম্বার কথা শুনে পরশুরাম দয়াদ্র হসে বললেন, ভাবিনী, আমি ভীষ্মকে সংবাদ পাঠাব, তিনি আমার কথা রাখবেন (১); যদি অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করব। আর তা যদি না চাও তবে আমি শাল্বকেই আজ্ঞা করব। অম্বা বললেন, ভৃগুনন্দন, শাল্বের প্রতি আমার অনুরাগ জেনেই ভীষ্ম আমাকে মর্দিত দিয়েছিলেন, কিন্তু শাল্ব আমার চরিত্রদোষের আশঙ্কায় আমাকে নেন নি। আপনি বিচার করে দেখুন কি করা উচিত। আমার মনে হয় ভীষ্মই আমার বিপদের মূল, তাঁকেই আপনি বধ করুন। পরশুরাম সম্মত হলেন এবং অম্বা ও ঋষিগণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে সুরস্বতী নদীর তীরে এলেন।

তার পর ভীষ্ম বললেন, তৃতীয় দিনে পরশুরাম দূত পাঠিয়ে আমাকে আহ্বান করলেন। আমি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণের সঙ্গে সস্তর তাঁর কাছে গেলাম এবং একটি ধেনু উপহার দিলাম। তিনি আমার পূজা গ্রহণ করে বললেন, ভীষ্ম, তুমি অম্বাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে পরিত্যাগ করলে? তোমার স্পর্শের জন্যই শাল্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতএব আমার আদেশে তুমি একে গ্রহণ কর। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আমার ভ্রাতা বিচিত্র-ধীর্ষের সঙ্গে এর বিবাহ দিতে পারি না, কারণ পূর্বেই শাল্বের প্রতি এর অনুরাগ হয়েছিল এবং আমি মর্দিত দিলে ইনি শাল্বের কাছেই গিয়েছিলেন। ভৃগুনন্দন,

আপনি আমাকে বাল্যকালে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনার শিষ্য, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান কেন? পরশুরাম হ্রদ্বন্দ্ব হয়ে বললেন, তুমি আমাকে গুরু বলে মানছ অথচ আমার প্রিয়কার্য করছ না। তুমিই একে গ্রহণ করে বংশরক্ষা কর।

তাঁর আজ্ঞাপালনে আমাকে অসম্মত দেখে পরশুরাম বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গর্ধ্ব কক্ষ ও কাক তোমাকে ভক্ষণ করবে, তোমার মাতা জাহ্নবী তা দেখবেন। তার পর কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সঙ্গে আমার ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, স্বর্ষ ও দেবতারাই সেই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখতে এলেন। আমার জননী গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে আমাকে ও পরশুরামকে নিরস্ত করতে এলেন, কিন্তু তাঁর অনুরোধ বিফল হ'ল। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আপনি ভূমিতে আছেন, আমি রথে চড়ে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। আপনি কবচ ধারণ করে রথারোহী হয়ে যুদ্ধ করুন। পরশুরাম সহাস্যে বললেন, মৌদীনী আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতারা আমার কবচ। এই বলে তিনি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন আমি দেখলাম, নগরের ন্যায় বিশাল দিব্যাস্বযুক্ত বিচিত্র রথে তিনি আরুঢ় রয়েছেন, তাঁর অঙ্গে চন্দ্রসূর্য্যচিহ্নিত কবচ, অকৃতব্রণ তাঁর সারথি।

বহুদিন ধরে পরশুরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হ'ল। তিনি আমার সারথিকে বধ করলেন, আমাকেও শরাঘাতে ভূপাতিত করলেন। তখন আমি দেখলাম, সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বাহুদ্বারা বেষ্টিত করে আছেন, আমার জননী গঙ্গা রথে রয়েছেন। আমি তাঁর চরণ ধরে এবং পিতৃগণকে নমস্কার করে আমার রথে উঠলাম। গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন। আমি এক হৃদয়বিদারক বাণ নিক্ষেপ করলাম, পরশুরাম মর্ছিত হয়ে জানদূতে ভর দিয়ে পড়ে গেলেন। কিছু ক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাকে মারবার জন্য তাঁর চতুহস্ত ধনুতে শরযোজন করলেন, কিন্তু মহর্ষিগণ তাঁকে নিবারণ করলেন।

রাত্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখলাম, পূর্বদৃষ্ট আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বলছেন, গঙ্গানন্দন, পরশুরাম তোমাকে জয় করতে পারবেন না, তুমিই জয়ী হবে। তুমি প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগ কর, তাতে পরশুরাম নিহত হবেন না, কিন্তু নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পরাস্ত হবেন। পরদিন কিছু কাল প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আমি প্রস্বাপন অস্ত্র নিক্ষেপের উদ্ভোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে নারদ আমাকে বললেন, তুমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করো না, দেবগণ বারণ করছেন; পরশুরাম তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং তোমার গুরু। এমন সময়ে পরশুরামের পিতৃগণ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, বৎস,

ভীষ্মের সঙ্গে আর যুদ্ধ করো না, ইনি মহাযশা বসু, একে তুমি জয় করতে পারবে না। তার পর নারদাদি মর্নিগণ এবং আমার মাতা ভাগীরথী যুদ্ধস্থানে এলেন। মর্নিগণ বললেন, ভার্গব, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায়, তুমি যুদ্ধে নিরস্ত হও, তোমরা পরস্পরের অবধ্য। উদিত গ্রহের ন্যায় দীপ্যমান আট জন ব্রাহ্মণ আবার 'আবির্ভূত' হয়ে আমাকে বললেন, মহাবাহু, তুমি তোমার গদ্রদ্র কান্ধে যাও, জগতের মঙ্গল কর। আমি পরশুরামকে প্রণাম করলাম। তিনি সন্মুখে বললেন, ভীষ্ম, তোমার সমান ক্ষত্রিয় বীর পৃথিবীতে নেই, আমি তুষ্ট হয়েছি, এখন যাও।

পরশুরাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবিনী, আমি সর্ব শক্তি প্রয়োগ করেও ভীষ্মকে জয় করতে পারি নি, এখন তুমি তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। অম্বা বললেন, ভগবান, আপনি যথাসাধ্য করেছেন, অস্ত্রম্বারা ভীষ্মকে জয় করা অসম্ভব। আমি স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধে নিপাতিত করব।

পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন। অম্বা যমুনাতীরের আগ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তিনি দ্রুপদ সাধু ব্রত গ্রহণ করে নানা তীর্থে অবগাহন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ তপস্বীরা তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে অম্বা বললেন, আমি ভীষ্মের বধের নিমিত্ত তপস্যা করছি, স্বর্গকামনায় নয়। তাঁর জন্য আমি পতিলাভে বশিষ্ঠ হয়েছি, আমি যেন স্ত্রীও নই পুরুষও নই। আমার স্ত্রীত্ব ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য পুরুষজাতির জন্য দ্রুত সংকল্প করেছি, আপনারা আমাকে বারণ করবেন না।

শূলপাণি মহাদেব অম্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, আমি যেন ভীষ্মকে বধ করতে পারি। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষ হয়ে পেয়ে ভীষ্মকে বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দ্রুপদের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছু কাল পরে পুরুষ হবে। মহাদেব অন্তর্হিত হলেন, অম্বা নবজন্মকামনায় চিতারোহণে দেহত্যাগ করলেন।

সেই সময়ে দ্রুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা করছিলেন। মহাদেব বর দিলেন, তোমার একটি স্ত্রীপুরুষ সন্তান হবে। যথাকালে দ্রুপদমহিষী একটি পরমরূপবতী কন্যা প্রসব করলেন, কিন্তু তিনি প্রচার করলেন যে তাঁর পুত্র হয়েছে। এই কন্যাকে দ্রুপদ পুত্রের ন্যায় পালন করতে লাগলেন এবং নাম দিলেন—শিখণ্ডী। গদ্যুতচরের সংবাদে, নারদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অম্বার তপস্যার বিষয় জ্ঞাত থাকায় আমি বুঝেছিলাম যে শিখণ্ডীই অম্বা।

কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হলে দ্রুপদকে তাঁর মহিষী বললেন, মহাদেবের

বাক্য মিথ্যা হবে না, শিখণ্ডী পদ্রুপ হবেই, অতএব কোনও কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ দাও। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ হ'ল। কিছু কাল পরে এই কন্যা কয়েক জন দাসীকে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে দ্রুপদকন্যা শিখণ্ডিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। হিরণ্যবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুপদকন্যা দ্রুপদকে ব'লে পাঠালেন, দুর্মতি, তুমি আমাকে প্রভারিত করেছ, আমি শীঘ্রই তোমাকে অমাত্যপরিজন সহ বিনষ্ট করব।

দ্রুপদ ভীত হয়ে তাঁর মহিষীর সঙ্গে মন্ত্ৰণা করলেন। মহিষী বললেন, মহারাজ, আমার পদ্রুপ হয় নি, সপত্নীদের ভয়ে আমি শিখণ্ডিনীকে পদ্রুপ ব'লে প্রচার করেছি, মহাদেবও বলেছিলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্ত্রী তার পর পদ্রুপ হবে। তুমি এখন মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে রাজধানী সুরক্ষিত কর এবং প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে দেবপূজা ও হোম কর। পিতামাতার এই কথা শুনে শিখণ্ডিনী ভাবলেন, আমার জন্য এ'রা দুঃখ পাচ্ছেন, আমার মরাই ভাল।

শিখণ্ডিনী গৃহ ত্যাগ করে গহন বনে এলেন। সেই বনে স্থগাকর্ণ নামে এক যক্ষের ভবন ছিল। শিখণ্ডিনী তাতে প্রবেশ করে বহু দিন অনাহারে থেকে শরীর শব্দ করলেন। একদিন যক্ষ দয়াদ্রব্ধ হয়ে দর্শন দিয়ে শিখণ্ডিনীকে বললেন, তোমার অভীষ্ট কি তা বল, আমি পূর্ণ করব। আমি কুবেরের অনুরূপ, অদেয় বস্তুও দিতে পারি। শিখণ্ডিনী তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, যক্ষ, আমাকে পদ্রুপ করে দিন। যক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পদ্রুপে কিছুকালের জন্য তোমাকে দেব, তাতে তুমি তোমার পিতার রাজধানী ও বন্ধুগণকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পদ্রুপে ফিরিয়ে দিও। দ্রুপদকন্যা সম্মত হয়ে যক্ষের সঙ্গে লিঙ্গাবিনিময় করলেন। স্থগাকর্ণ স্ত্রীরূপ পেলেন, শিখণ্ডী পদ্রুপ হয়ে পিতার কাছে গেলেন।

দ্রুপদ আনন্দিত হয়ে দশার্ণরাজকে ব'লে পাঠালেন, বিশ্বাস করুন, আমার পদ্রুপ পদ্রুপই। আপনি পরীক্ষা করুন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। রাজা হিরণ্যবর্মা কয়েকজন চতুরা সুন্দরী যুবতীকে পাঠালেন। তারা শিখণ্ডীকে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে দশার্ণরাজ আনন্দিত হয়ে বৈবাহিক দ্রুপদের ভবনে এলেন এবং কয়েকদিন থেকে কন্যাকে ভৎসনা করে চলে গেলেন।

কিছু কাল পরে কুবের স্থগাকর্ণের ভবনে এলেন। তিনি তাঁর অনুরূপ গণকে বললেন, এই ভবন উত্তমরূপে সজ্জিত দেখাচ্ছি, কিন্তু মন্দবুদ্ধি স্থগাকর্ণ

আমার কাছে আসছে না কেন? যক্ষরা বললে, মহারাজ, দ্রুপদের শিখণ্ডিনী নামে একটি কন্যা আছেন, কোনও কারণে ঋগ্নাকর্ণ তাঁকে নিজের পদ্রুশলক্ষণ দিয়ে তাঁর স্ত্রীলক্ষণ নিয়েছেন। তিনি এখন স্ত্রী হয়ে গৃহমধ্যে রয়েছেন, লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছেন না। কুবেরের আজ্ঞায় তাঁর অনুচরগণ ঋগ্নাকর্ণকে নিয়ে এল। কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, পাপবান্ধি, তুমি যক্ষগণের অপমান করেছ, অতএব স্ত্রী হয়েই থাক, আর দ্রুপদকন্যা পদ্রুশ হয়ে থাকুক। শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর তুমি পদ্রুশরূপে ফিরে পাবে। এই বলে কুবের সদলে চলে গেলেন।

কুবেরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে শিখণ্ডী এসে ঋগ্নাকর্ণকে বললেন, আমি ফিরে এসেছি। ঋগ্নাকর্ণ বহু ব্যর্থ হলেন, আমি প্রীত হয়েছি। তার পর তিনি কুবেরের শাপের কথা জানিয়ে বললেন, রাজপুত্র, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ কর, দৈবকে অতিক্রম করা আমাদের সাধ্য নয়। শিখণ্ডী আনন্দিত হয়ে রাজভবনে ফিরে গেলেন। দ্রুপদ রাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য পাঠালেন। কালক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে শিখণ্ডীও চতুঃপাদ ধনুর্বেদ শিক্ষা করলেন।

অম্বার ইতিহাস শেষ করে ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি গদ্যচরদের জড় অশ্ব ও বধির সাজিয়ে দ্রুপদের কাছে পাঠাতাম, তারাই আমাকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়েছিল। শিখণ্ডী স্ত্রী ছিল, পরে পদ্রুশ হয়ে রথিশ্রেষ্ঠ হয়েছে, কাশী-রাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাই শিখণ্ডী। আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলেই জানে যে স্ত্রীলোককে, স্ত্রী থেকে পদ্রুশ হয়েছে এমন লোককে, এবং স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রীরূপধারী পদ্রুশকে আমি শরাঘাত করি না।

২৮। যুদ্ধযাত্রা

পরদিন প্রভাতকালে দুর্যোধন ভীষ্ম প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভীমার্জুন-ধৃষ্টদ্যুম্নাদি কর্তৃক রক্ষিত এই বিশাল পাণ্ডববাহিনী আপনার কত কালে বিনষ্ট করতে পারেন?

ভীষ্ম বললেন, আমি প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য এবং এক সহস্র রথীকে বধ করব, তাতে এক মাসে সমস্ত বিনষ্ট হবে। দ্রোণ বললেন, আমি স্থাবির হয়েছি, শক্তি কমে গেছে, তথাপি আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসে পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস করতে পারি। কৃপ বললেন, আমি দুই মাসে পারি। অশ্বত্থামা বললেন, আমি দশ দিনে পারি। কর্ণ বললেন, আমি পাঁচ দিনে পারি।

কর্ণের কথায় ভীষ্ম উচ্চ হাস্য করে বললেন, রাধেয়, এখন পর্যন্ত তুমি শঙ্খধনুর্বাণধারী বাসুদেবসহিত রথারোহী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হও নি তাই এমন মনে করছ। তুমি যা ইচ্ছা হয় তাই বলতে পার।

যুধিষ্ঠির তাঁর গদ্যচরদের কাছে কৌরবগণের এই আলোচনার সংবাদ পেলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতাদের জানালে অর্জুন বললেন, কৌরবপক্ষের অস্ত্রবিশারদ যোষ্মারা নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু আপনি মনস্তাপ দূর করুন, আমি বাসুদেবের সহায়তায় একাকীই নিমেষমধ্যে ত্রিলোক সংহার করতে পারি, কারণ কিরাতরূপী পশুপতির প্রদত্ত মহাস্ত্র আমার কাছে আছে। কিন্তু এই দিবা অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে লোকহত্যা অনর্দচিত, অতএব আমরা সরল উপায়েই শত্রু জয় করব, পরাক্রান্ত মহারথগণ আমা সহায় আছেন।

প্রভাতকালে কৌরবপক্ষীয় রাজগণ স্নানের পর মালা ও শূদ্র বসন ধারণ করলেন, তার পর হোম ও স্বেস্তিবাচন করে দুর্যোধনের আদেশে পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করলেন। দ্রোণাচার্য প্রথম দলের, ভীষ্ম দ্বিতীয় দলের, এবং দুর্যোধন তৃতীয় দলের অগ্রণী হয়ে চললেন। কৌরববীরগণ সকলে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে সমবেত হলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও স্তুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথম সৈন্যদলের, ভীম সাত্যকি ও অর্জুন দ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতির সঙ্গে যুধিষ্ঠির তৃতীয় দলের অগ্রবর্তী হলেন। সহস্র সহস্র অযুত অযুত সৈন্য সিংহনাদ এবং ভেরী ও শঙ্খের ধ্বনি করতে করতে পাণ্ডবদের পশ্চাতে গেল।

ভীষ্মপর্ব

॥ জম্বুদ্বীপবিনির্মাণ- ও ভূমি-পৰ্বাধ্যায় ॥

১। যুদ্ধের নিয়মবন্দন

পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সসৈন্যে পূর্বমুখ হয়ে অবস্থান করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধিষ্ঠির ও দুর্যোধন নিজ নিজ বিবিধ সৈন্যদলের বিভিন্ন নাম রাখলেন এবং পরিচয়সূচক আভরণ দিলেন।

অনন্তর রথারূঢ় বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁদের পাণ্ডজন্য ও দেবদত্ত নামক দিব্য শঙ্খ বাজালেন। সেই নিষেধ শব্দে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যরা হুট হ'ল, বিপক্ষ সৈন্য ও তাদের বাহনগণ ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করলে। ভূমি থেকে ধূলি উঠে সর্ব দিকে ব্যাপ্ত হ'ল, কিছই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্তমিত হলেন। বায়ুর সঙ্গে কাঁকর উড়ে সৈন্যগণকে আঘাত করতে লাগল। কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের বিপদল সৈন্যসমাবেশের ফলে বোধ হ'ল যেন পৃথিবীর অন্যত্র বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন অন্য মানুষ বা অশ্ব রথ হস্তী অবশিষ্ট নেই।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এইসকল নিয়ম অবধারিত হ'ল। — যুদ্ধ নিবৃত্ত হ'লে বিরোধী দলের মধ্যে যথাসম্ভব পূর্ববৎ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হবে, আর ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে অপর পক্ষ বাক্য ম্বারাই প্রতিযুদ্ধ করবেন। যারা সৈন্যদল থেকে বোঁরিয়ে আসবে তাদের হত্যা করা হবে না। রথীর সঙ্গে রথী, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী, এবং পদাতির সঙ্গে পদাতি যুদ্ধ করবে। বিপক্ষকে আগে জানাতে হবে, তার পর নিজের যোগ্যতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে আক্রমণ করা যেতে পারবে, কিন্তু বিশ্বস্ত বা বিহবল লোককে প্রহার করা হবে না। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্ত্রহীন বা বর্মহীন লোককে কখনও মারা হবে না। স্তূতিপাঠক সূত, ভারবাহক, অস্ত্র যোগানো যাদের কাজ, এবং ভৈরী প্রভৃতির বাদ্যকারকে কখনও প্রহার করা হবে না।

২। ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র

ধৃতরাষ্ট্র সেই কীর্তি হয়ে নিজের স্থানে পুত্রদের দুর্নীতির বিষয় ভাবছিলেন এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার পুত্রদের এবং অন্য রাজাদের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়েছে, তাঁরা যুদ্ধে পরস্পরকে বিনষ্ট করবেন। কালবশেই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দূর কর। পুত্র, যদি সংগ্রাম দেখতে ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দেব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিবধ দেখতে আমার রুচি নেই, কিন্তু আপনার প্রসাদে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, গবলুংগলপুত্র এই সঞ্জয় আমার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করবেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এর প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যুদ্ধের বিবরণ বলবেন (১)। ইনি অস্ত্রে আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জীবিত থেকেই এই যুদ্ধ হতে নিষ্কৃতি পাবেন। আমিও কুরুপাণ্ডবের কীর্তিকথা প্রচারিত করব। তুমি শোক করো না, সমস্তই দৈবের বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই যুদ্ধে মহান লোকক্ষয় হবে, আমি তার বিবিধ ভয়ংকর দুর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি। উদয় ও অস্ত কালে সূর্যমণ্ডল কবন্ধে বোঁটত হয়। রাত্রি বিভাল ও শব্দকর যুদ্ধ করে, তাদের ভয়ংকর নিনাদ অন্তরীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রতিমা কম্পিত হয়, হাট করে, রুদ্ধির বমন করে, স্বেদান্ত হয়, এবং ভূপতিত হয়। যিনি ত্রিলোকে সাধু হয়ে ক্ষ্যাত সেই অরুণ্ধতী (নক্ষত্র) বশিষ্ঠের দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। কোনও কোনও নারী চার পাঁচটি করে কন্যা প্রসব করেছে, সেই কন্যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই নাচছে গাইছে আনন্দে হাসছে। বৃক্ষ ও চৈত্য পড়ে যাচ্ছে, আহুতির পর যজ্ঞাগ্নি থেকে দুর্গন্ধময় নীল জ্যোহিত্র ও পীত বর্ণের শিখা বায়ব্যে উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপরীত হচ্ছে। পক্ষী পক্ষী পক্ষী রব করে ধ্বজাগ্রে বসে রাজাদের ক্ষয় সূচনা করেছে। ধৃতরাষ্ট্র, তোমার অর্ধাঙ্গ ও সূহৃদ্বর্গকে ধর্মসংগত পথ দেখাও, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ হও জ্ঞাতিবধ অতি হীন কার্য এবং আমার অপ্রিয়, তুমি তা হতে দিও না। যাক্তে তুমি পাপকর্ম হবে তেমন রাজ্যে তোমার কি প্রয়োজন? পাণ্ডবরা তাদের রাজ্য লাভ করুক, কোঁরবরা শান্ত হ'ক।

(১) সঞ্জয় বক্তা এবং ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা — এইভাবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সমগ্র ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পিতা, মানদুষ স্বার্থের জন্য মোহগ্রস্ত হয়, আমিও মানদুষ মাত্র। আমার অধর্মে মতি নেই, কিন্তু পদ্রুগণ আমার বশবর্তী নয়। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হ'ন। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতিতে যে জয়লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা যা হয় তা মধ্যম, এবং যুদ্ধ দ্বারা যা হয় তা অধম। সেনার বাহুদ্বা থাকলেই জয়লাভ হয় না, জয় অনিশ্চিত এবং দৈবের বশেই ঘটে। যারা পূর্বে বিজয়ী হন তাঁরাই আবার পরে পরাজিত হন।

৩। সঞ্জয়ের জীবদ্ভুত ও ভূবদ্ভুত কথন

ব্যাসদেব চ'লে গেলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, রাজারা ভূমি অধিকারের জন্যই যুদ্ধ করেন, অতএব ভূমির বহু গুণ আছে। আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমার যা জানা আছে তা বলছি। জগতে দুই প্রকার ভূত (জীব) আছে, জঙ্গম ও স্থাবর। জঙ্গম ভূত ত্রিবিধ—অণ্ডজ স্বেদজ ও জরায়ুজ; এদের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ, আবার জরায়ুজের মধ্যে মানদুষ ও পশু শ্রেষ্ঠ। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ হস্তী ভল্লুক ও বানর — এই স্ত প্রকার বন্য জরায়ুজ। গো ছাগ মেষ মনুষ্য অশ্ব অশ্বতর ও গদভ — এই স্ত প্রকার গ্রাম্য জরায়ুজ। গ্রাম্য জীবদের মধ্যে মানদুষ এবং বন্য জীবদের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জীবই পরস্পরের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিজ্জ সকল স্থাবর, তাদের পশু জাতি — বৃক্ষ গুল্ম লতা বজ্রী ও স্বক্সার তৃণ। চতুর্দশ জঙ্গম ভূত, পশু স্থাবর ভূত, এবং পশু মহাভূত — এই চতুর্বিংশতি পদার্থ গায়ত্রীর তুল্য। যিনি এই গায়ত্রী যথার্থরূপে জানেন তিনি বিনষ্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমিতেই বিনাশ পায়, ভূমিই সর্ব ভূতের পরম আশ্রয়। যার ভূমি আছে সে স্থাবরজঙ্গমের অধিকারী, এই কারণেই রাজারা ভূমির লোভে পরস্পরকে হত্যা করেন।

তার পর সঞ্জয় ভূমি জল বায়ু অগ্নি ও আকাশ এই পশু মহাভূত এবং তাদের গুণাবলী বিবৃত করে সদর্শন দ্বীপ বা জম্বু দ্বীপের কথা বললেন। জম্বু দ্বীপে ছয় বর্ষপর্বত আছে, যথা — হিমালয় হেমকূট নিষধ নীল শ্বেত ও শৃঙ্গবান। এই সকল বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং উভয় প্রান্তে সমুদ্রে অবগাহন করে আছে। এদের মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত পুণ্য জনপদসমূহ আছে, তাদের নাম বর্ষ। হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে কম্পুরুষগণের বাসভূমি হৈমবতবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নিষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দক্ষিণে

মালাবান পর্বত। মালাবানের পর গন্ধমাদন, এবং এই দুই গিরির মধ্যে কনকময় মেরু পর্বত। মেরু পর্বতের চার পার্শ্ব চার দ্বীপ (মহাদেশ) আছে — ভদ্রাশ্ব কেতুমাল জম্বুদ্বীপ ও উত্তরকুরু। নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, তার পর হৈর্যাকবর্ষ, এবং তার পর ঐরাবতবর্ষ। দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে ঐরাবতবর্ষ — এই দুইএর মধ্যে ইলাবৃত সমেত পাঁচটি (১) বর্ষ।

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা করে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, ভারতবর্ষে সাতটি কুল-পর্বত আছে, যথা—মহেন্দ্র মলয় সহ্য শঙ্কিমান ঝঙ্কবান বিম্বা ও পারিপাত্র। গঙ্গা সিন্ধু সরস্বতী গোদাবরী নর্মদা শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতী বিতস্তা যমুনা প্রভৃতি অনেক নদী আছে, এই সকল নদী মাতৃতুল্য ও মহাফলপ্রদ। ভারতে বহু দেশ আছে, যথা—কুরুপাণ্ডাল শাল্ব শুরসেন মৎস্য চৌদি দশার্ণ পাণ্ডাল কোশল মদ্র কলিঙ্গ কাশী বিদেহ কাশ্মীর সিন্ধু সৌবীর গান্ধার প্রভৃতি, দক্ষিণে দ্রাবিড় কেরল কর্ণাটক প্রভৃতি এবং উত্তরে যবন চীন কাম্বোজ হুণ পারসীক প্রভৃতি নৈঋত জাতির দেশসমূহ। কুকুর যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, রাজারাও তেমনি পরস্পরের ভূমি হরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কারও কামনার তৃপ্তি হয় নি।

তার পর সঞ্জয় চতুর্দশ, শাক কুশ শাল্মলি ও ক্রৌঞ্চ দ্বীপের বৃত্তান্ত, এবং ব্রাহ্ম ও চন্দ্রসূর্যের পরিমাণ বিবৃত করে বললেন, মহারাজ, আমরা যেখানে আছি এই দেশই ভারতবর্ষ, এখান থেকেই সর্বপ্রকার পুণ্যকর্ম প্রবর্তিত হয়েছে।

॥ ভগবদ্গীতাপর্বাদ্যায় ॥

৪। কুরুপাণ্ডবের ব্যহরচনা

পরদিন সূর্যোদয় হ'লে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। বিশাল কৌরববাহিনীর অগ্রভাগে ভীষ্ম শ্বেত উষ্ণীষ ও বর্ম ধারণ করে শ্বেতাশ্বযুক্ত রজতময় রথে উঠলেন, বোধ হ'ল যেন চন্দ্র উদিত হয়েছেন। কুরুপিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে বলতেন — পাণ্ডুপুত্রদের জয় হ'ক; কিন্তু তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এই কারণেই কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন।

(১) হৈমবত হরি ইলাবৃত শ্বেত ও হৈর্যাক।

কুরুপক্ষীয় রাজাদের আহ্বান করে ভীষ্ম বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, স্বর্গযাত্রার এই মহৎ স্বার উন্মুক্ত হয়েছে, এই পথে তোমরা ইন্দ্রলোকে ও ব্রহ্মলোকে যেতে পারবে। গৃহে রোগভোগ করে মরা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্মকর, লৌহাস্ত্রের আঘাতে যিনি মরেন তিনিই সনাতন ধর্ম লাভ করেন। এই কথা শুনে রাজারা রথারোহণে নিজ নিজ সৈন্যসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বন্ধুগণকে ভীষ্ম নিবৃত্ত করলেন। অশ্বখামা ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্য দুর্যোধন শল্য কৃপাচার্য জয়দ্রথ ভগদত্ত প্রভৃতি সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বখামা দুর্যোধন ও বাহুবীকরাজ যেরূপে রচনা করলেন তার অঙ্গে গজারোহী সৈন্য, শীর্ষদেশে নৃপতিগণ এবং পার্শ্বদেশে অশ্বরোহী সৈন্য স্থাপিত হ'ল। সেই সর্বতোমুখ ভয়ংকর ব্যূহ যেন হাসতে হাসতে চলতে লাগল।

কৌরববাহিনী ব্যূহবন্ধ হয়েছে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ব্যূহস্থিতির উপদেশ এই যে সৈন্য যদি অল্প হয়, তবে সংহত করে যুদ্ধ করবে, যদি বহু হয়, তবে ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত করবে। বহু সৈন্যের সঙ্গে যদি অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করতে হয়, তবে সুচৌমুখ ব্যূহ করবে। অর্জুন, আমাদের সৈন্য বিপক্ষের তুলনায় অল্প, তুমি মহর্ষি ব্যূহস্থিতির বচন অনুসারে ব্যূহ রচনা কর। অর্জুন বললেন, মহারাজ, বজ্রপাণি ইন্দ্র যে ব্যূহের বিধান দিয়েছেন সেই 'অচল' ও 'বজ্র' নামক ব্যূহ আমি রচনা করছি।

কৌরবসেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় পান্ডববাহিনী ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। গদাহস্তে ভীষ্ম সেই বাহিনীর অগ্রে রইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল সহদেব এবং ভ্রাতা ও পুত্রের সহিত বিরাট রাজা ভীমের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করতে লাগলেন। অভিমন্যু, দ্রোণদীর পশ্চ পুত্র ও শিখণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সাত্যকি অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক হয়ে চললেন। চলন্ত পর্বতের ন্যায় ব্যূহে হস্তিদলসহ রাজা যুধিষ্ঠির সেনার মধ্যদেশে রইলেন। পাণ্ডলরাজ দ্রুপদ বিরাটের অনুগমন করলেন। পান্ডব ও কৌরবগণের সমস্ত রথধ্বজ অর্জুনের পৃষ্ঠে স্থাপিত করে মল্লকপি হনুমান অর্জুনের রথের উপর অধিষ্ঠিত হলেন।

দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যদল এবং ভীষ্মরচিত ব্যূহ দেখে যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ হয়ে বললেন, ধনঞ্জয়, পিতামহ ভীষ্ম যাদের যোদ্ধা সেই ষাট রাষ্ট্রগণের সঙ্গে আমরা কি করে যুদ্ধ করতে পারব? তিনি যে অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ করেছেন তা থেকে কোন উপায়ে আমরা নিস্তার পাব? অর্জুন বললেন, মহারাজ, সত্য অনিষ্টরতা ধর্ম ও উদ্যম স্বারা যে জয়লাভ হয়, বলবীৰ্য স্বারা তেমন হয় না। আপনি সর্বপ্রকার

অধর্ম ও লোভ ত্যাগ করে নিরহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যুদ্ধ করুন, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। আপনি জানবেন আমরা নিশ্চয় জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

যুধিষ্ঠিরের মাথার উপর গজদন্তের শলাকাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হ'ল, মহর্ষিরা স্তুতি করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। পুরোহিত ব্রহ্মর্ষি ও সিংহগণ শত্রুবণের আশীর্বাদ করে যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন করলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ-গণকে বস্ত্র গো ফল পুষ্প ও স্বর্ণ দান করে ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধযাত্রা করলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, তুমি শূচি হয়ে যুদ্ধের অভিমুখে থেকে শত্রুর পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গাস্থোত্তর পাঠ কর। অর্জুন স্তব করলে দুর্গা প্রীত হয়ে অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় করবে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমিও নর-ঋষির অবতার। এই বলে দুর্গা অন্তর্হিত হলেন।

৫। ভগবদ্গীতা

দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, পাণ্ডুপুত্রগণের বিপুল সেনা দেখুন, আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ওদের ব্যূহবন্ধ করেছেন। ওখানে সাত্যকি বিরাট ধৃষ্টকেতু চৌকিতান কাশীরাজ প্রভৃতি এবং অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ সকল মহারথই আছেন। আমাদের পক্ষে আপনি ভীষ্ম কর্ণ অশ্বখামা বিকর্ণ ভূরিপ্রবা প্রভৃতি যুদ্ধ-বিশারদ বহু বীর রয়েছেন, আপনারা সকলেই আমাদের জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। এখন আপনারা সর্বপ্রকারে ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

এমন সময় কুরুবৃন্দ পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ করে শঙ্খ বাজালেন। তখন ভেরী পণব আনক প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠল। হৃষীকেশ কৃষ্ণ তাঁর পাণ্ডজন্য শঙ্খ এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতিও নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্যোষ আকাশ ও পৃথিবী অনুন্নয়িত করে দুর্যোধনাদির হৃদয় যেন বিদীর্ণ করে দিলে। শস্ত্রসম্পাত আসন্ন জেনে অর্জুন তাঁর সারথি কৃষ্ণকে বললেন, অচ্যুত, দুই সেনার মধ্যে আমার রথ রাখ, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমি দেখব।

কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুরুজন, আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সূহৃদগণ রয়েছেন দেখে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই যুদ্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঙ্গ অবসন্ন

হচ্ছে, মদ্য খাচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গান্ধীব পড়ে যাচ্ছে। আমি বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও মদ্য কামনা করে তাঁরাই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছেন। স্বজন বধ করে আমাদের কোন্ মদ্য হবে? হায়, আমরা রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই বলে অর্জুন খনুবর্ণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে বসে পড়লেন।

বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হ'লে কেন? ক্লীব হসো না, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ কর। অর্জুন বললেন, মধুসূদন, পুত্রনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে আমি কি করে শরাঘাত করব? মহানুভাব গুরুদ্বন্দ্বজনে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষায় ভোজন করাও শ্রেয়। আমি বিহবল হয়েছি, ধর্মার্থম্ বদ্বতে পারছি না, আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন।

কৃষ্ণ বললেন, যারা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাক্যও বলছ। মৃত বা জীবিত কারও জন্য পণ্ডিতগণ শোক করেন না।—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্ব ন মদুহ্যতি॥

অবিনাশি তু তদ্ বিম্ভি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তৃমহীতি॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অগ্নৌ নিত্যঃ শাম্বতোহয়ং পদ্বরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার্য

নবানি গৃহ্মাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহার্য জীর্ণা-

নন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

—দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কোমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তর-প্রাপ্ত ঘটে; ধীর ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না। যার মনোবল এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত তাঁকে অবিনাশী জেনো; কেউ এই অবয়বের বিনাশ করতে পারে না। ইনি কদাচ জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ করে আবার জন্মাবেন না—এও নয়; ইনি জন্মহীন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হ'লে এই আত্মা হত হন না।

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নব শরীর পান। —

জাতস্য চ ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যং হর্ষে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধানৈব তত্র কা পরিদেবনা॥

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্যান্ধ যদ্বন্ধাচ্ছেয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যাতে॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গস্বারমপাবৃতম্।

সদ্বিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যদ্বন্ধমীদৃশম্॥

অথ চেৎ স্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিঙ্গ্র্যাপাপম্বাপস্যসি॥

হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গং জিহ্ব্য বা ভোক্ষ্যসে মইম্।

তস্মাদভিহৃত্য কৌন্তেয় যদ্বন্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

সদ্বন্ধঃখে সমে কৃষ্ণা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যদ্বন্ধায় যদ্ব্যস্ব নৈবং পাপম্বাপস্যসি॥

—যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে এবং মৃত্যুবাস্তি নিশ্চয় পুনর্বীর জন্মাবে; অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না। হে ভারত, জীবসকল আদিত (জন্মের পূর্বে) অব্যক্ত, মধ্যে (জীবিতকালে) ব্যক্ত, নিধনে (মরণের পর) অব্যক্ত; তবে কিসের খেদ? আর, তোমার স্বধর্ম বিচার করেও তুমি বিকম্পিত হ'তে পার না, কারণ ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কিছদ নেই। উন্মুক্ত স্বর্গস্বার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে, সদ্বী ক্ষত্রিয়রাই এমন যুদ্ধ লাভ করেন। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। যদি হত হও তবে স্বর্গ পাবে, যদি জয়ী হও তবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে গাছোথান কর। সদ্বন্ধঃখে লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করে যুদ্ধে নিষদ্ধ হও, এরূপ করলে তুমি পাপগ্রস্ত হবে না।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এখন আমি কর্মযোগে অন্তঃসারে ধর্মতত্ত্ব বলছি শোন, এই ধর্মের স্বরূপও মহাভয় হ'তে গ্রাণ করে। বৈদসকল দ্বিগুণাত্মক পার্থিব বিষয়ের বর্ণনায় পূর্ণ, তুমি দ্বিগুণ অতিক্রম করে রাগশ্বেবাদির অতীত, সগুণ ও রক্ষণে নিষ্পৃহ এবং আত্মনির্ভরশীল হও। —

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলেহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্বকর্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং তত্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিন্ধ্যাসিন্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা সমস্বং যোগ উচ্যতে॥

—কমেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে কদাচ নয়; কর্মের ফল কামনা ক'রো না, নিষ্কর্মাও হয়ো না। ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ ক'রে সিন্ধি-অসিন্ধিতে সমান হয়ে কর্ম কর; সমস্বকেই যোগ বলা হয়।—

যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং দ্বিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাস্তমবাস্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥
শ্রোয়ান্ স্বধর্মো বিদগুণঃ পরধর্মাৎ স্ননদৃষ্টিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

—শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে যে আচরণ করেন ইতর (সাধারণ) জনও সেইরূপ করে; তিনি যা প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন লোকে তারই অনুবর্তী হয়। পার্থ, দ্বিলোকে আমার কিছই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কর্মে নিযুক্ত আছি। স্বধর্ম যদি গুণহীনও হয় তথাপি তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়; স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।—

অজোহপি সন্নব্যাস্ত্রা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সজ্জাম্যহম্॥
পরিগ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃক্ষুতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যদুগে যদুগে॥

—জন্মহীন অবিকারী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান ক'রে আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ করি। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিগ্রাণ, দৃক্ষুতগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যদুগে যদুগে অবতীর্ণ হই।

কৃষ্ণ পরমার্থবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অর্জুনের অনুরোধে নিজের

বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত হয়ে অর্জুন কৃতাজ্জলিপদ্মে বললেন,

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বান্দ্রগাংশ্চ দিব্যান্ ॥
অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি স্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিৎ
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

—হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, বিভিন্ন প্রাণিসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা, সর্ব ঋষিগণ এবং দিব্য উরুগগণ দেখছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক-বাহু-উদর-মুখ-নেত্র-শালী অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্র দেখছি, কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য বা আদি দেখতে পাচ্ছি না। —

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মৃথানি
দৃষ্টেইব কালানলসমিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥
অমী চ স্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বৈ সইবাবনিপালসংযৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়েইরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥
বক্ত্রাণি তে স্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কৌচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যতে চর্দণিতৈরুত্তমাঠৈঃ ॥

—দংষ্ট্রাকরাল কালানলসমিভ তোমার মৃথসকল দেখে দিক জানতে পারছি না, সুখও পাচ্ছি না; হে দেবেশ জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, রাজাদের সঙ্গে ভীষ্ম দ্রোণ ও সূতপুত্র, এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের মৃথ্য বোধদ্বারাও তোমার

অভিমুখে স্বরান্বিত হয়ে তোমার দংশ্রাকরাল ভয়ানক মৃদুসমুদ্রে প্রবেশ করছে; কেউ বা চূর্ণিতমস্তকে তোমার দশনের অন্তরালে বিলগ্ন হয়ে দৃষ্ট হচ্ছে। —

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশান্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশান্তি লোকা-
স্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লৌলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জব্দলদ্বিভিঃ।
তেজোভিরাপূৰ্ণ জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্তুতে দেববর প্রসাদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্॥

—পতঙ্গগণ যেমন নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে সেইরূপ সর্বলোকও নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমার মৃদুসমুদ্রে প্রবেশ করছে। তুমি জ্বলন্ত বদনে সর্বদিক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস করতে করতে লেহন করছ; বিষ্ণু, তোমার উগ্র প্রভা সমস্ত জগৎ তেজে পূরিত করে সন্তপ্ত করছে। বল, কে তুমি উগ্ররূপ? তোমাকে নমস্কার; হে দেবেশ, প্রসন্ন হও, আদিশ্বরূপ তোমাকে জানতে ইচ্ছা করি; তোমার প্রবৃত্তি বন্ধিতে পারছি না।

তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যে যোদ্ধারা সমবেত হয়েছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে। আমি পূর্বেই তাদের মেরেছি; সব্যাসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শত্রু জয় করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।

অর্জুন বললেন, হে সর্ব, তোমাকে সহস্রবার সর্বদিকে নমস্কার করি। তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ মদব ও সখা বলে সম্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর। তোমার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি, ভয়ে আমার মন প্রব্যাখিত হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হও, পূর্বরূপ ধারণ কর।

কৃষ্ণ তাঁর স্ফটাবিক রূপ গ্রহণ করলেন এবং আরও বহু উপদেশ দিয়ে

পরিশেষে বললেন, অর্জুন, যদি অহংকারবশে মনে কর যে যুদ্ধ করব না, তবে সে সংকল্প মিথ্যা হবে, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। আমি করছি— এই ভাব যাঁর নেই তাঁর বদ্বন্দ্বি কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি সর্বলোক হত্যা করেও হত্যা করেন না। ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে সর্বভূতকে যন্ত্রারূপে ন্যায় চালিত করেন, তুমি সর্বভাবে তাঁর শরণ নাও।—

মনম্ভা ভব মদ্ভক্তো মদ্ভাজী মাং নমস্কুরুদ্।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শূচ॥

—আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত ও উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি — তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে শরণ করে চল, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক করো না।

অর্জুন বললেন, অচ্যুত, আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, তোমার প্রসাদে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি, আমার সন্দেহ দূর হয়েছে, তোমার আদেশ আমি পালন করব।

॥ ভীষ্মবধপর্বাধ্যায় ॥

৬। যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচার — কর্ণ — যুযুৎসু

যুধিষ্ঠির দেখলেন, সাগরতুল্য দুই সেনা যুদ্ধের জন্য সমুদ্রাত ও চণ্ডল হয়েছে। তিনি তাঁর বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ করে স্বয়ং রথ থেকে নামলেন এবং শত্রুসেনার ভিতর দিয়ে পদব্রজে কৃতাজলিপদুটে ভীষ্মের অভিমুখে চললেন। তাঁকে এইরূপে যেতে দেখে তাঁর ভ্রাতারা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান রাজারা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। ভীষ্মার্জুনাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনার অভিপ্রায় কি? আমাদের ত্যাগ করে নিরস্ত্র হয়ে একাকী শত্রুসেনার অভিমুখে কেন যাচ্ছেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন না, যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, আমি এংর অভিপ্রায় বুঝেছি, ইনি ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে সম্মান দেখিয়ে তার পর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। শাস্ত্র আছে, গুরুজনকে সম্মানিত করে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, আমিও তাই মনে করি।

যুধিষ্ঠিরকে আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা বলাবলি করতে লাগল, এই কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীষ্মের শরণ নিতে আসছে; ভীমার্জুনাদি থাকতে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ভীত হ'ল কেন? প্রখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে নিশ্চয় এর জন্ম হয় নি। সৈন্যরা এই বলে আনন্দিতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল।

ভীষ্মের কাছে এসে দূরই হাতে তাঁর পা ধরে যুধিষ্ঠির বললেন, দূরধর্ম পিতামহ, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপনি অনর্ঘ্যাত দিন, আশীর্বাদ করুন। ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যদি এই ভাবে আমার কাছে না আসতে তবে তোমাকে আমি পরাজয়ের জন্য অভিশাপ দিতাম। পাণ্ডুপুত্র, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও, তোমার আর যা অভীষ্ট তাও লাভ কর। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই ক্রীকের ন্যায় তোমাকে বলছি—আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি না; এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর কি চাও বল। যুধিষ্ঠির বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হিতের জন্য আপনি মন্ত্রণা দিন এবং কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করুন, এই আমার প্রার্থনা। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমার শত্রুদের পক্ষে যুদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে কি সাহায্য চাও? যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি অপরাজ্য, যদি আমাদের শত্রুকামনা করেন তবে বলুন আপনাকে কোন্ উপায়ে জয় করব? ভীষ্ম বললেন, কোন্তেয়, আমাকে যুদ্ধে জয় করতে পারে এমন পদ্রুপ দেখি না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নি; তুমি আবার আমার কাছে এসো।

ভীষ্মের কাছে বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আমি নিষ্পাপ হয়ে যুদ্ধ করব, কোন্ উপায়ে সকল শত্রু জয় করতে পারব তা বলুন। ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণাচার্যও বললেন, যুদ্ধের পূর্বে যদি আমার কাছে না আসতে তবে আমি অভিশাপ দিতাম। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে, সেজন্য ক্রীকের ন্যায় তোমাকে বলছি—আমি কৌরবদের জন্যই যুদ্ধ করব, কিন্তু তোমার বিজয়কামনায় আশীর্বাদ করছি। যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আর যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো বল। যুধিষ্ঠির বললেন, বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ, আপনি অপরাজ্য, যুদ্ধে কি করে আপনাকে জয় করব? দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি যখন অথারূঢ় হয়ে শরবর্ষণ করি তখন আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দেখি না। আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করে

অচেতনপ্রায় হয়ে মরণের প্রতীক্ষা করি তবেই আমাকে বধ করা যেতে পারে। যদি কোনও বিশ্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তবে আমি যুদ্ধকালে অস্ত্র ত্যাগ করি—তোমাকে এই কথা সত্য বলছি।

তার পর যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। তিনিও ভীষ্ম-দ্রোণের ন্যায় নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি অবধ্য, তথাপি তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও। তোমার আগমনে আমি প্রীত হয়েছি; সত্য বলছি, আমি প্রত্যহ নিদ্রা থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করব।

তার পর যুধিষ্ঠির শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি না এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার কি সাহায্য করব বল। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি পূর্বে (১) বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করবেন, সেই বরই আমার ক্ষাম্য। শল্য বললেন, কুন্তীপুত্র, তোমার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয় জয়ী হবে।

কৌরবগণের মহাসৈন্য থেকে নির্গত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনোছি তুমি ভীষ্মের প্রতি ঈর্ষ্যের জন্য এখন যুদ্ধ করবে না; যত দিন ভীষ্ম না মরেন তত দিন তুমি আমাদের পক্ষে থাক। ভীষ্মের মৃত্যুর পর যদি দুর্যোধনকে সাহায্য করা উচিত মনে কর তবে পুনর্বীর কৌরবপক্ষে যোগ্য। কর্ণ বললেন, কেশব, আমি দুর্যোধনের অপ্রিয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আমি তাঁর হিতৈষী, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছি।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্যের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যিনি আমাদের সাহায্য করতে চান তাঁকে আমি বরণ করব। এই কথা শুনে যদুৎসদ্ব বললেন, যদি আমাকে নেন তবে আমি ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুধিষ্ঠির বললেন, যদুৎসদ্ব, এস এস, আমরা সকলে মিলে তোমার নির্বোধ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমরা একযোগে তোমাকে বরণ করছি। দেখছি তুমিই ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড ও বংশ রক্ষা করবে।

ভ্রাতাদের ত্যাগ করে যদুৎসদ্ব দৃন্দুভি বাজিয়ে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পুনর্বীর বর্ম ধারণ করে রথে উঠলেন, রণবাদ্য বেজে উঠল,

বীরগণ সিংহনাদ করলেন। পাণ্ডবগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আশ্চর্য ও স্নেহ সকলেই গদগদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন।

৭। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ — বিরাটপদ্র উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু

(প্রথম দিনের যুদ্ধ)

ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে কৌরবসেনা এবং ভীমকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডব-সেনা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হ'ল। সিংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মৃদংগ প্রভৃতির বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তীর রবে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল। মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত নিনাদ অভিভূত হয়ে গেল।

দুর্যোধন দুর্যোধন প্রভৃতি দ্বাদশ ভ্রাতা ও ভূরিপ্রবা ভীষ্মকে বেটন করে ঝইলেন। দ্রোণদীর পঞ্চপদ্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ বর্ষণ করতে করতে দুর্যোধনাদির অভিমুখে এলেন। তখন দুই পক্ষের রাজারা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। স্বয়ং ভীষ্ম যমদণ্ডতুল্য কামরূক নিয়ে গান্ধীবধারী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা, অভিমন্যু ও কোশলরাজ বৃহদ্রথ, ভীমসেন ও দুর্যোধন, নকুল ও দুর্যোধন, সহদেব ও দুর্যোধনভ্রাতা দ্রুপদ, যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ শল্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণ, বিরাটপদ্র শঙ্খ ও ভূরিপ্রবা, ধৃষ্টকেতু ও বাহুবলী, ঘটোটকচ ও অলম্বুষ রাক্ষস, শিখণ্ডী ও অশ্বখামা, বিরাট ও ভগদত্ত, কৈকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ও কৃপাচার্য, দ্রুপদ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভীমের পদ্র সদ্রুপসোম ও দুর্যোধনভ্রাতা বিকর্ণ, চৌকিতান ও সুরশর্মা, যুধিষ্ঠিরপদ্র প্রতিবিন্ধ্য ও শকুনি, অর্জুন-সহদেব-পদ্র শ্রুতকর্মা-শ্রুতসেন ও কাম্বোজরাজ সুরদক্ষিণ, অর্জুনপদ্র ইরাবান (১) ও কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু, কুন্তিভোজ ও বিন্দ-অনুবিন্দ, বিরাটপদ্র উত্তর ও দুর্যোধনভ্রাতা বীরবাহু, চৌদরাজ ধৃষ্টকেতু ও শকুনিপদ্র উল্লুক — এঁদের পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হ'তে লাগল। ক্ষণকাল পরেই শৃংখলা নষ্ট হ'ল, সকলে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। পিতৃ-ভ্রাতা মাতুল ভাগিনের সখা পরস্পরকে চিনতে পারলেন না, পাণ্ডবগণ ভূতাবিষ্টের ন্যায় কৌরব-গণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

অভিমন্যুর শরাঘাতে ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথধ্বজ ছিন্ন ও ভূপতিত হ'ল

(১) ১৪-পরিচ্ছেদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ভীষ্ম অভিমন্যুকে শরজালে আবৃত করলেন, বিরাট ভীষ্মসেন সাত্যকি প্রভৃতি অভিমন্যুকে রক্ষা করতে এলেন। বিরাটপুত্র উত্তর একটি বৃহৎ হস্তীতে চড়ে শল্যকে আক্রমণ করলেন, সেই হস্তীর পদাঘাতে শল্যের রথের চার অশ্ব বিনষ্ট হ'ল। শল্য ভুজঙ্গসদৃশ শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে উত্তর প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিরাটের অপর পুত্র ও সেনাপতি শ্বেত শল্যকে আক্রমণ করলেন। শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন, শল্যপুত্র রত্নকরথ এবং বৃহদ্বল প্রভৃতি অপর ছ জন বীর শল্যকে বেষ্ঠন করে রইলেন। শ্বেতের শরাঘাতে শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভীষ্ম সত্বর এলেন এবং ভল্লের আঘাতে শ্বেতের অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে শ্বেত ভীষ্মের প্রতি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্মের শরাঘাতে শক্তি ছিন্ন হ'লে শ্বেত গদার প্রহারে ভীষ্মের রথ অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। তখন ভীষ্ম এক মন্ত্রসিদ্ধ বাণ মোচন করলেন, জ্বলন্ত অশনির ন্যায় সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ করে ভূমিতে প্রবিষ্ট হ'ল। নরশাদূল শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শোকমগ্ন হলেন, ঘোর বাদ্যধ্বনির সহিত দংশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন।

তার পর সূর্যাস্ত হ'ল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন, দুই পক্ষের অবহার (যুদ্ধবিরাম) ঘোষিত হ'ল।

৮। ভীমার্জুনের কৌরবসেনা দলন

(দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ)

প্রথম দিনের যুদ্ধের পর যুদ্ধার্থীর শোকাত্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন তণুরাশি দগ্ধ করে সেইরূপ ভীষ্ম আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন। যম ইন্দ্র বরুণ ও কুবেরকেও জয় করা যায়, কিন্তু ভীষ্মকে জয় করা অসম্ভব। কেশব, আমি বৃদ্ধির দোষে ভীষ্মরূপ অগাধ জলে মগ্ন হয়েছি। আমি বরং বনে যাব, সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ ভীষ্মের কবলে আমার মিত্র এই নরপতিগণকে ফেলতে চাই না। মাধব, কিসে আমার মঙ্গল হবে বল। আমি দেখছি সর্বাসাচী অর্জুন যুদ্ধে উদাসীন হয়ে আছেন, একমাত্র ভীমই ক্ষত্রধর্ম স্মরণ করে যথাশক্তি যুদ্ধ করছেন, গদাঘাতে শত্রুর সৈন্য রথ অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট করছেন। কিন্তু এই সরল যুদ্ধে শত শত বৎসরেও ভীম শত্রুসেনা ক্ষয় করতে পারবেন না।

কৃষ্ণ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনার শোক করা উচিত নয়; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট ও দ্রুপদ সকলেই আপনার প্রিয়কারী। এই রাজারা এবং এঁদের সৈন্যদল আপনার অনুরক্ত। এও শুনোঁছি যে শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি বাসুদেবভূলা যোদ্ধা, কার্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপতি, সেইরূপ তুমি আমাদের সেনাপতি। পদ্রুপ-শার্দূল, তুমি কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, মহারাজ, মহাদেবের বিধানে আমিই দ্রোণের হস্তা, ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ শল্য জয়দ্রথ সকলের সঙ্গেই আজ আমি যুদ্ধ করব।

যুধিষ্ঠিরের উপদেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চারূপ নামক ব্যূহ রচনা করলেন। পরদিন পদ্রুপার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি কেকয়রাজ বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চৌদি ও মৎস্য সেনার উপর ভীষ্ম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষেরই ব্যূহ চঞ্চল হ'ল, পাণ্ডবদের বহু সৈন্য হত হ'ল, রথারোহী সৈন্য পালাতে লাগল। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জুনের রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অশ্বসকল বলাকার ন্যায় শূভ্র, চক্রের ঘর্ষের মেঘধ্বনির তুল্য, ধ্বজের উপর মহাকাপ গজর্ন করছেন। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ শল্য দুর্যোধন ও বিকর্ণ এবং পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন সাত্যকি বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণদীর পদ্রুগণ যুদ্ধে নিরত হলেন।

অর্জুন বহু কৌরবসৈন্য বধ করছেন দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, গাঙ্গেয়, আপনি ও রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ জীবিত থাকতেও অর্জুন আমাদের সমস্ত সৈন্য উচ্ছেদ করছে, আমার হিতকামী কর্ণও আপনার জন্য অস্ত্রত্যাগ করেছেন। অর্জুন যাতে নিহত হয় আপনি সেই চেষ্টা করুন। এই কথা শুনে ভীষ্ম বললেন, ক্ষত্রধর্মকে ধিক! এই বলে তিনি অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের সংগ্রাম নিনাদে এবং রথচক্রের ঘর্ষেরে ভূমি কম্পিত শব্দিত ও বিদীর্ণ হ'তে লাগল। দেবতা গন্ধর্ব চারণ ও ঋষিগণ বললেন, এই দুই মহারথই অজেয়, এঁদের যুদ্ধ প্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। পাণ্ডবপক্ষীয় চৌদি-সৈন্য বিপক্ষের কলিঙ্গ- ও নিষাদ-সৈন্য কতৃক পরাভূত হয়েছে দেখে ভীমসেন কলিঙ্গসৈন্যের উপর শরাঘাত করতে লাগলেন। কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু এবং তাঁর পুত্র শক্রদেব ও ভানুমান ভীমকে বাধা দিতে এলেন। ভীম অসংখ্য সৈন্য বধ করছেন দেখে ভীষ্ম তাঁর কাছে এলেন এবং শরাঘাতে ভীমের অশ্বসকল বিনষ্ট

করলেন। ভীম ভীষ্মের সারথিকে বধ করলেন, ভীষ্মের চার অশ্ব বায়ুবেগে তাঁর রথ নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেল। কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ও তাঁর দুই পুত্র ভীমের হস্তে সৈন্যে নিহত হা ন।

দুর্যোধনপুত্র শক্যুণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হতে লাগল, দুর্যোধন ও অর্জুন নিজ নিজ পুত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অর্জুনের শরাঘাতে অসংখ্য সৈন্য নিহত হতে এবং বহু যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, এই কালান্তক যম কুল্য অর্জুনকে আজ কিছুতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা শ্রান্ত ও ভীত হয়েছে।

বিজয়ী পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় অবহার ঘোষিত হল।

৯। কৃষ্ণের ক্রোধ

(তৃতীয় দিনের যুদ্ধ)

রাত্রি প্রভাত হ'লে কুরূপিতামহ ভীষ্ম গারুড় বৃহৎ এবং পাণ্ডবগণ অর্ধচন্দ্র বৃহৎ রচনা করলেন। দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোণরক্ষিত কৌরববৃহৎ এবং ভীমার্জুনরক্ষিত পাণ্ডববৃহৎ কোনওটি বিচ্ছিন্ন হ'ল না, সৈন্যগণ বৃহৎ অগ্রভাগ থেকে নির্গত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। মনুষ্য অশ্ব ও হস্তীর মৃতদেহে এবং মাংসশোণিতের কদমে রণভূমি অগম্য হয়ে উঠল জগতের বিনাশসূচক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুরূপক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রুপ পুরুষোত্তম বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাণ্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাত্যকি চৈনিতান ও দ্রোপদীর পুত্রগণ বিপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সারথি তাঁকে সন্ধ্যা রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল।

সংজ্ঞালাভ করে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ আপনি, অশ্রু-গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনুর্ধর কৃপ জীবিত থাকতে আমাদের সৈন্য পালাচ্ছে, এ অতি অসংগত মনে করি। পাণ্ডবগণ কখনও আপনাদের সমান নয়, তারা নিশ্চয় আপনার অনুগ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপনি উপেক্ষা করছেন। আপনার উচিত ছিল পূর্বেই আমাকে বলা যে পাণ্ডব, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের

সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করবেন না। আপনার দ্রোণের ও কৃপের মনোভাব পূর্বে জানতে পারলে আমি কণ্ঠের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করতাম। যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ না করে থাকেন তবে এখন যথার্থই যুদ্ধ করুন।

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, রাজা, তোমাকে আমি বহু বার বলেছি যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি দেবতারও অজেয়। আমি বৃদ্ধ, তথাপি যথার্থই যুদ্ধ করব, আজ আমি একাকীই পাণ্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বৃদ্ধ সমেত প্রত্যাহত করব। ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা আনন্দিত হয়ে শঙ্খ ও ভেরী বাজালেন।

সেই দিনে পূর্বাহ্ন অতীত হলে ভীষ্ম বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে এবং দুর্যোধনাদি কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে পাণ্ডবগণের মহাসেনা প্রকম্পিত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, অর্জুন প্রভৃতি চেষ্টা করেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেনা ভগ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দৃজন একত্র রইল না, সকলে বিমূঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, তোমার আকাঙ্ক্ষিত কাল উপস্থিত হয়েছে, যদি মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীষ্মকে প্রহার কর। অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীষ্ম ও অর্জুনের ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। অর্জুনের হস্তলাঘব দেখে ভীষ্ম বললেন, সাধু পার্থ, সাধু পাণ্ডুপুত্র! বৎস, আমি অতিশয় প্রীত হয়েছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্বচালনায় পরম কৌশল দেখালেন, তিনি ভীষ্মের বাণ ব্যর্থ করে দ্রুতবেগে মণ্ডলাকারে রথ চালাতে লাগলেন।

ভীষ্মের পরাক্রম এবং অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই চিন্তা করলেন — যুধিষ্ঠির বলহীন হয়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাচ্ছে এবং কৌরবগণ হুঁট হয়ে দ্রুতবেগে আসছে। তীক্ষ্ণ শরে আহত হয়েছে অর্জুন নিজের কর্তব্য বদ্ব্যছেন না, ভীষ্মের গৌরব তাঁকে অভিভূত করেছে। আজ আমিই ভীষ্মকে বধ করে পাণ্ডবদের ভার হরণ করব।

সাত্যকি দেখলেন, কৌরবগণের ষাঁচ সহস্র অশ্বরোহী গজারোহী রথী ও পদাতি অর্জুনকে বেষ্টিত করেছে এবং ভীষ্মের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে বহু পাণ্ডবসৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। সাত্যকি বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, কোথায় যাচ্ছ? পলায়ন সজ্জনের ধর্ম নয়, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ্য করো না, বীরধর্ম পালন কর। কৃষ্ণ বললেন,

সাত্যকি, যারা যাচ্ছে তারা যাক, যারা আছে তারাও যাক। দেখ, আজ আমিই অনুচর সহ ভীষ্ম-দ্রোণকে নিপাতিত করব। এই পার্থসারথির কাছে কোনও কৌরব নিস্তার পাবে না, আজ আমি ভীষ্ম-দ্রোণাদি এবং ধার্মার্ষ্ট্রগণকে বধ করে অজ্ঞাতশত্রু যুদ্ধার্থীরকে রাজপদে বসাব।

স্মরণমাত্র কৃষ্ণের হস্তাগ্রে সন্দর্শন চক্ৰ আরম্ভ হ'ল। তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সেই ক্ষুরধার সূর্যপ্রভ সহস্রবজ্রতুল্য চক্ৰ ঘূর্ণিত করলেন, এবং সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তীকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের অঙ্গে লম্বমান পীতবর্ণ উত্তরীয়, তিনি বিদ্যুদ্বেষ্টিত মেঘের ন্যায় সগর্জনে সঙ্কোচে চক্ৰহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌরবগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আতঁনাদ করে উঠল। ভীষ্ম তাঁর ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধীরভাবে কৃষ্ণকে বললেন, দেবেশ জগন্নিবাস চক্ৰপাণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার করি। সর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে নিহত হ'লে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রতি ধাবিত হয়েছ তাতেই আমি সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হয়েছি।

অর্জুন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে কৃষ্ণের দুই বাহু ধরলেন এবং প্রবল ঝানুতে বৃক্ষ যেমন চালিত হয় সেইরূপ কৃষ্ণ কতৃক কিছুদূর বেগে চালিত হলেন, তার পর কৃষ্ণের দুই চরণ ধরে তাঁকে সবলে নিবৃত্ত করলেন। অর্জুন প্রণাম করে বললেন, কেশব, তুমিই পাণ্ডবদের গতি, ক্রোধ সংবরণ কর। আমি পুত্র ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করছি, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, তোমার নিয়োগ অনুসারে কৌরবগণকে বধ করব। কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আবার রথে উঠলেন এবং পাণ্ডুজ্য শঙ্খ বাজিয়ে সর্ব দিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন।

তার পর অর্জুন অতি ভয়ংকর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৌরব-পক্ষের বহু পদাতি অশ্ব রথ ও গজ বিনষ্ট হ'ল, রণভূমিতে রন্তের নদী বইতে লাগল। সূর্যাস্ত হ'লে ভীষ্ম দ্রোণ দুর্বোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। কৌরব সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ অর্জুন দশ হাজার রথী, সাত শত হস্তী এবং সমস্ত প্রাচ্য সৌবীর ক্ষুদ্রক ও মালব সৈন্য নিপাতিত করেছেন, তিনি একাকীই ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ভূরিপ্রবা শল্য প্রভৃতি বীরগণকে জয় করেছেন। এই বলে তারা বহু সহস্র মশাল জেবলে র্ত্ত হয়ে শিবিরে চলে গেল।

১০। ঘটোৎকচের জয়

(চতুর্থ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন প্রভাতে ভীষ্ম সসৈন্যে মহাবেগে অজ্ঞানের অভিমুখে ধাবিত হলেন। অশ্বখামা ভূরিপ্রবা শল্য শল্যপুত্র ও চিত্রসেনের সঙ্গে অভিমুখের যুদ্ধ হতে লাগল। ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে শল্যপুত্রের মস্তক চূর্ণ করলেন। শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন, দুর্যোধন দৃঃশাসন বিকর্ণ প্রভৃতি শল্যের রথ রক্ষা করতে লাগলেন। ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দুর্যোধন দশ হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। ভীম সেই হস্তীর দল গদাঘাতে বিনষ্ট করে রণস্থলে শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন।

সেনাপতি, জলসন্ধ, সুর্যেণ, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ, সুলোচন প্রভৃতি দুর্যোধনের চোন্দ জন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশুদলের মধ্যে ব্যাঘ্রের ন্যায় সূক্ষ্মগী লেহন করে ভীমসেন সেনাপতির শিরশ্ছেদন করলেন, জলসন্ধের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন এবং সুর্যেণ বীরবাহু ভীম ভীমরথ ও সুলোচনকে ষমালয়ে পাঠালেন। দুর্যোধনের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন ভীষ্মের আদেশে ভগদত্ত এক বৃহৎ হস্তীতে চড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন। ভগদত্তের শরাঘাতে ভীম মর্ছিত হয়ে রথের ধ্বজদণ্ড ধরে রইলেন। পিতা ভীমসেনের এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ তখনই অস্তিত্ব হইলেন এবং মায়াবেলে ঘোর মূর্তি ধারণ করে ঐরাবত হস্তীতে আরুঢ় হয়ে দেখা দিলেন। তাঁর অনুচর রাক্ষসগণ অঞ্জন বামন ও গ্নহাপন্ন (পুণ্ডরীক) নামক দিগ্গজে চড়ে উপস্থিত হ'ল। এইসকল চতুর্দন্ত দিগ্গজ চতুর্দিক থেকে ভগদত্তের হস্তীকে আক্রমণ করলে। ভগদত্তের হস্তী আত্নাদ করে পালাতে লাগল।

ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য দুর্ভাগ্যে এলেন, যুধিষ্ঠিরাদিও তাঁদের পিছনে চললেন। সেই সময়ে ঘটোৎকচ অশ্বিনীগর্জনের ন্যায় সিংহনাদ করলেন। ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন হৃদিষ্মাপুত্রের সঙ্গে এখন আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না, ও এখন বলবীৰ্য ও সহায় সম্পন্ন। আমাদের বাহনসকল শ্রান্ত হয়েছে, আমরা ক্ষতিবিক্ষিত হয়েছি, সূর্য ও অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের বিরাম হ'ক।

১১। সাত্যকিপুত্রগণের মৃত্যু

(পঞ্চম দিনের যুদ্ধ)

রাত্রিকালে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি এবং দ্রোণ শল্য কৃপ অশ্বখামা ভূরিপ্রবা ভগদত্ত প্রভৃতি সকলেই মহারথ, আপনারা এই যুদ্ধে দেহত্যাগে প্রস্তুত এবং ত্রিলোকজয়ও সমর্থ। তথাপি পান্ডবরা আমাদের জয় করেছে কেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আমি বহুবার বলেছি, কিন্তু তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তাতে তোমার ও জগতের মঙ্গল হবে। তুমি পান্ডবদের অবজ্ঞা করতে, তার ফল এখন পাচ্ছ। শাঙ্গর্ধর কৃষ্ণ যাঁদের রক্ষা করেন সেই পান্ডবদের জয় করতে পারে এমন কেউ অতীত কালে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আমি এবং বেদজ্ঞ মদ্রিনরা পূর্বেই তোমাকে বারণ করেছিলাম যে বাসুদেবের সঙ্গে বিরোধ করো না, পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না, কিন্তু তুমি মোহবশে এ কথা গ্রাহ্য কর নি। আমার মনে হয় তুমি মোহগ্রস্ত রাক্ষস। পান্ডবগণ কৃষ্ণের সাহায্য ও আত্মীয়তার রক্ষিত, সেজন্য তারা জয়ী হবেই।

পরদিন প্রভাতকালে ভীষ্ম মকর বৃহৎ এবং পান্ডবগণ শ্যেন বৃহৎ রচনা করলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। পূর্বদিনে কৌরবপক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং দ্রাতাদের মৃত্যু স্মরণ করে দুর্যোধন বললেন, আচার্য, আপনি সর্বদা আমার হিতকামী, আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের সাহায্যে আমরা দেবগণকেও জয় করতে পারি, হীনবল পান্ডবরা তো দূরের কথা। আপনি এমন চেষ্টা করুন যাতে পান্ডবরা মরে। দ্রোণ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তুমি নির্বোধ তাই পান্ডবদের পরাক্রম জান না। তাদের জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি যথার্থকি তোমার কর্ম করব।

ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্মের সহিত অর্জুন, দুর্যোধনের সহিত ভীম, শল্যের সহিত যুধিষ্ঠির, এবং দ্রোণ-অশ্বখামার সহিত সাত্যকি চৌকিতান ও দ্রুপদ যুদ্ধে নিরত হলেন। আকাশ থেকে শিলাবাণি হলে যেমন শব্দ হয়, তীক্ষ্ণ বাণে ছিন্ন নরমুণ্ডের পতনে সেইরূপ শব্দ হতে লাগল। সাত্যকির মহাবল দশ পুত্র ভূরিপ্রবাকে বেটন করে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভূরিপ্রবা ভগ্নের আঘাতে দশ জনেরই শিরচ্ছেদন করলেন।

পুত্রদের নিহত দেখে সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দৃজনেরই রথ ও অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, তাঁরা খড়্গ ও চর্ম (চাল) ধারণ ক'রে লক্ষ্য দিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। তখন ভীষ্মসেন সাত্যকিকে এবং দুর্যোধন ভূরিশ্রবাকে নিজের রথে তুলে নিলেন। এই দিনে, অর্জুনের শরাঘাতে কৌরবপক্ষের পঁচিশ হাজার মহারথ নিহত হলেন। তার পর দুর্যাস্ত হ'লে ভীষ্ম অবহার ঘোষণা করলেন।

১২। ভীমের জয়

(ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন ধৃষ্টদ্যুমন মকর বৃহৎ এবং ভীষ্ম ক্রৌঞ্চ বৃহৎ নির্মাণ করলেন। ভীষ্ম-দ্রোণের সংগে ভীমার্জুনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ বহুগুণসম্পন্ন, তারা অতিবৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থূল নয়, তারা ক্ষিপ্ৰকারী দীর্ঘাকার দৃঢ়দেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে শিক্ষিত এবং হস্তী অশ্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। পরীক্ষা ক'রে উপযুক্ত বেতন দিয়ে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, গোষ্ঠী (আড়ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বৃদ্ধদের অনুরোধেও নেওয়া হয় নি। সেনাপতির কর্মে অভিজ্ঞ বিখ্যাত মহারথগণ তাদের নেতা, তথাপি যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। হয়তো দেবতারাই পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে আমার সৈন্য সংহার করছেন। বিদুর সর্বদাই হিতবাক্য বলেছেন, কিন্তু আমার মূর্খ পুত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা নির্দিষ্ট করেছেন তার অন্যথা হবে না।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দ্যুতক্রীড়া হয়েছিল, তার ফল এই যুদ্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। তার পর সঞ্জয় পুনর্বীর যুদ্ধবিবরণ বলতে লাগলেন।

ভীম রথ থেকে নেজে তাঁর সারথিকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে গদাঘাতে হস্তী অশ্ব রথী ও পদাতি বিনষ্ট করতে লাগলেন। ভীমের শূন্য রথ দেখে ধৃষ্টদ্যুমন উদ্বেগিত হয়ে ভীমের কাছে গেলেন।

এবং তাঁর দেহে বিম্ব বাণসকল তুলে ফেলে তাঁকে আলিঙ্গন করে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তাতে দুর্যোধনাদি মর্দিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই অবকাশে ভীমসেন বিশ্রাম ও জলপান করে সুস্থ হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহযোগে আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনাদির অবস্থা শুনে দ্রোণাচার্য স্তব্ধ এলেন এবং প্রজ্ঞাস্থ দ্বারা প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট করলেন।

যদিষ্ঠিরের আদেশে অভিমন্যু, দ্রোপদীর পদ্রুগণ ও ধৃষ্টকেতু সৈন্যে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করতে এলেন এবং সুচীমুখ বৃহৎ রচনা করে কুরুরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোণ ও দুর্যোধনাদির সঙ্গে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল।

অপরায়ণ আগত হ'ল, ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করলেন। ভীম দুর্যোধনকে বললেন, বহু বর্ষ যার কামনা করেছি সেই কাল এখন এসেছে, যদি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ করব, জননী কুন্তী ও দ্রোপদীর সকল ক্রোধ এবং বনবাসের কষ্টের প্রতিশোধ নেব। আজ তোমাকে সবান্ধবে বধ করে তোমার সমস্ত পাপের শান্তি করাব। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের খন্দ ছিন্ন, সারাথি আহত, এবং চার অশ্ব নিহত হ'ল। দুর্যোধন শরাবিম্ব হয়ে মর্দিত হলেন, কৃপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন।

অভিমন্যু এবং দ্রোপদীপদ্রু শ্রুতকর্মা শ্রুতসোম শ্রুতসেন ও শতানীকের শরাঘাতে দুর্যোধনের চার ভ্রাতা বিকর্ণ দর্ম্মুখ জয়ৎসেন ও দর্ম্মকর্ণ বিম্ব হয়ে ভূপতিত হলেন। সূর্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল, তার পর অবহার ঘোষিত হ'লে কোরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন।

১৩। বিরাটপদ্রু শশ্বেশের মৃত্যু — ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয়

(সমস্ত দিনের যুদ্ধ)

রক্তাভদেহে চিন্তাকুলমনে দুর্যোধন ভীমের কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্ডবরা আমাদের বৃহৎসখ বীর সৈন্যগণকে নিপীড়িত করে হৃষ্ট হয়েছে। আমাদের মকর বৃহৎর ভিতরে এসে ভীম আমাদের পরাস্ত করেছে, তার ক্রোধ দেখে আমি মর্দিত হয়েছিলাম, এখনও আমি শান্তি পাচ্ছি না। সত্যসন্ধ পিতামহ, আপনার প্রসাদে যেন পাণ্ডবগণকে বধ করে আমি জয়লাভ করতে পারি। ভীম হেসে বললেন, রাজপদ্রু,

আমি নিজের মনোভাব গোপন করছি না, সর্বপ্রথমে তোমাকে বিজয়ী ও সূখী করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পান্ডবদের সহায় হ'য়ে যাঁরা ক্রোধবিষ উদ্‌গার করছেন তাঁরা সকলেই মহারথ অস্ত্রবিশারদ ও বলগর্বিত, তুমি পদেবে তাঁদের সঙ্গে শত্রুতাও করেছিলে। তোমার জন্য আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করব, নিজের জীবনরক্ষার চেষ্টা করব না। পান্ডবগণ ইন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী, বাসুদেব তাঁদের সহায়, তাঁরা দেবগণেরও অজেয়। তথাপি আমি তোমার কথা রাখব, হয় আমি পান্ডবদের জয় করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় করবেন।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বিশল্যাকরণী ওষধি দিলেন, তার প্রয়োগে দুর্যোধন সুস্থ হলেন। পরদিন ভীষ্ম মণ্ডল ব্যূহ এবং যুদ্ধাভিষ্ঠর বজ্র ব্যূহ রচনা করলেন। যুদ্ধকালে অর্জুনের বিক্রম দেখে দুর্যোধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শান্তনুপুত্র ভীষ্ম জীবনের মামা ত্যাগ ক'রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। রাজারা তখনই সৈন্যে ভীষ্মের কাছে গেলেন।

দ্রোণ ও বিরাট পরস্পরকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাটের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'লে তিনি তাঁর পুত্র শশ্বেশের রথে উঠলেন। দ্রোণ এক আশীর্ষিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শশ্বেশ নিহত হয়ে প'ড়ে গেলেন। তখন ভীষ্ম বিরাট কালান্তক যমতুল্য দ্রোণকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

সাত্যকি ঐন্দ্র অস্বে রাক্ষস অলম্বশ্ব রণস্থল থেকে বিতাড়িত হ'ল। ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাঘাতে দুর্যোধনের রথের অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, শকুনি তাঁকে নিজের রথে তুলে নিলেন। অবন্তিদেবী বিন্দ ও অনুরবিন্দ অর্জুনপুত্র ইরাবানের (১) সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অনুরবিন্দের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তিনি বিন্দের রথে উঠলেন। ইরাবান বিন্দের সারথিকে বধ করলেন, তখন বিন্দের অশ্বসকল উদ্ভ্রান্ত হয়ে রথ নিয়ে চার দিকে ছুটেতে লাগল। ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে ঘটোৎকচ পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। শল্য ও তাঁর দুই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পরম প্রীতি সহকারে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ ম্বারা নকুলের রথধ্বজে ও ধনু ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব নিপাত্ত করলেন, নকুল সহদেবের রথে উঠলেন। তখন সহদেব মহাবেগে এক শর নিক্ষেপ ক'রে মাতুলের দেহ ভেদ করলেন, শল্য অচেতন হয়ে রথমধ্যে প'ড়ে গেলেন, তাঁর সারথি তাঁকে নিয়ে রণস্থল থেকে চ'লে গেল।

(১) মহাভারতে ইরাবানের জননীর নাম দেওয়া নেই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ইনিই উলুপী। আদিপর্ব ৩৯-পরিচ্ছেদ ও ভীষ্মপর্ব ১৪-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চৈকিতান ও কৃপাচার্যের রথ নষ্ট হওয়ায় তাঁরা ভূমিতে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা পরস্পরের ঝড়ুগাঘাতে আহত হয়ে মর্দিত হলেন, শিশুপালপদ্র করকর্ষ ও শকুনি নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন।

ভীষ্ম শিখণ্ডীর ধনু ছেদন করলেন। যুদ্ধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, শিখণ্ডী, তুমি তোমার পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে ভীষ্মকে বধ করবে। তোমার প্রতিজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম যশ ও কুলমর্যাদা রক্ষা কর। ভীষ্মের কাছে পরাস্ত হয়ে তুমি নিরুৎসাহ হয়েছ। ভ্রাতা ও বন্ধুদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? তোমার বীর খ্যাতি আছে, তবে ভীষ্মকে ভয় করছ কেন?

যুদ্ধিষ্ঠিরের ভৎসনায় লজ্জিত হয়ে শিখণ্ডী পুনর্বীর ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হলেন। শল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, শিখণ্ডী তা বরুণাস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করলেন। তার পর শিখণ্ডী ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তাঁর পদ্বের স্রীষ্ম স্মরণ করে ভীষ্ম শিখণ্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন।

সূর্যাস্ত হলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ রণস্থল ত্যাগ করে নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে পরস্পরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তার পর তাঁরা দেহ থেকে শল্য (বাণাগ্র প্রভৃতি) তুলে ফেলে নানাবিধ জলে স্নান করে স্বস্ত্যয়ন করলেন। স্মৃতিপাঠক বন্দী এবং গায়ক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল। সমস্ত শিবির যেন স্বর্গতুল্য হ'ল, কেউ যুদ্ধের আলোচনা করলেন না। তার পর তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত হলেন।

১৪। ইরাবানের মৃত্যু — ষটোৎকচের মায়ী

(অষ্টম দিনের যুদ্ধ)

পরদিন ভীষ্ম কদ্রু ব্যূহ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শৃংগাটক ব্যূহ রচনা করলেন। যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধরে আহ্বান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্য মর্দন করতে লাগলেন। এই দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা সুলাভ অপরাজিত কুণ্ডধার পণ্ডিত বিশালাক্ষ মহোদর আদিত্যাকেতু ও বহদ্রাশী ভীষ্মের হস্তে নিহত হলেন। প্রাতঃশোকে কাতর হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, বৎস, আমি দ্রোণ বিদুর ও গান্ধারী পদবেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝ নি। এ কথাও তোমাকে পদবেই বলেছি যে আমি বা আচার্য দ্রোণ পাণ্ডবদের হাত থেকে কাকেও রক্ষা করতে পারব না। ভীষ্ম

যতরাষ্ট্রপদ্রদের যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব তুমি স্থিরভাবে দৃঢ়চিত্তে স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর।

অর্জুনপদ্র ইরাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, কম্বোজ সিদ্ধ প্রভৃতি বহুদেশজাত দ্রুতগামী অশ্ব স্দুসজ্জিত হয়ে তাঁকে বেগে চলে। এই ইরাবান নাগরাজ ঐরাবতের দহিতার গর্ভে অর্জুনের গুণে জন্মেছিলেন। ঐরাবত-দহিতার পদ্বর্পিত গরুড় কর্তৃক নিহত হন; তার পর ঐরাবত তাঁর শোকাতুরা অনপত্যা কন্যাকে অর্জুনের নিকট অর্পণ করেন। কর্তব্যবোধে অর্জুন সেই কামাতী পরপত্নীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পদ্র উৎপাদন করেছিলেন। এই পদ্রই ইরাবান। ইনি নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষবশত ঐর পিতৃব্য দুরাত্মা অশ্বসেন একে ত্যাগ করেন। অর্জুন যখন সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। অর্জুন তাঁকে বলিছিলেন, যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য করো।

গজ গবাক্ষ বৃষক চর্মবান অর্জুক ও শূক — শকুনির এই ছয় ভ্রাতার সঙ্গে ইরাবানের যুদ্ধ হ'ল। ইরাবানের অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভৃতি ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, অর্জুনের এই মায়াবী পদ্র আমার ঘোর ক্ষতি করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু যোদ্ধার পরিবেষ্টিত হয়ে অলম্বুষ ইরাবানকে আক্রমণ করলে। দৃজনে মায়ায়ুদ্ধ হ'তে লাগল। ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল মূর্তি ধারণ করলেন, তাঁর মাতৃবংশীয় বহু নাগ তাঁকে ঘিরে রইল। অলম্বুষ গরুড়ের রূপ ধরে সেই নাগদের খেয়ে ফেললে। তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, অলম্বুষ খড়্গাঘাতে তাঁকে বধ করলে।

ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, তাতে কুরু-সৈন্যদের উরুস্তম্ভ কম্প ও ঘর্ম্প্রাব হ'ল। দুর্যোধন ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হলেন, বঙ্গরাজ্যের অধিপতি দশ সহস্র হস্তী নিয়ে তাঁর পিছনে গেলেন। দুর্যোধনের উপর ঘটোৎকচ বর্ষার জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তাঁর শক্তির আঘাতে বঙ্গাধিপের বাহন হস্তী নিহত হ'ল। ঘটোৎকচ দ্রোণের ধন্য ছেদন করলেন, বাহ্যিক চিত্রসেন ও বিকর্ণকে আহত করলেন, এবং বৃহদ্বলের রক্ষা বিদীর্ণ করলেন। এই লোমহর্ষকের সংগ্রামে কৌরবসৈন্য প্রায় পরাস্ত হ'ল।

অশ্বত্থামা সত্বর এসে ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ঘটোৎকচ এক দারুণ মায়ী প্রয়োগ করলেন, তার প্রভাবে কৌরবপক্ষের

সকলে দেখলে, দ্রোণ দুর্যোধন শল্য ও অশ্বখামা রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নদেহে ছুটফুট করছেন, কোঁরববীরগণ প্রায় সকলে নিপাতিত হয়েছেন, এবং বহু সহস্র অশ্ব ও আরোহী খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সৈন্যগণ শিবিরের দিকে ধাবিত হ'ল। তখন ভীষ্ম ও সঞ্জয় বললেন, তোমরা পালিও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষসী মায়া। সৈন্যরা বিশ্বাস করলে না, পালিয়ে গেল।

দুর্যোধনের মৃত্যু এই পরাজয়সংবাদ শুনে ভীষ্ম বললেন, বৎস, তুমি সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যুদ্ধাধিষ্ঠার বা তাঁর কোনও ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কারণ রাজধর্ম অনুসারে রাজার সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ করেন। তার পর ভীষ্ম ভগদত্তকে বললেন, মহারাজ, আপনি শীঘ্র হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের কাছে সসৈন্যে গিয়ে তাকে বধ করুন, আপনিই তার উপযুক্ত প্রতিষোধ।

ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীমসেন, অভিমন্যু, দ্রোপদীর পুণ্ড্র, চৌদরাজ, দশার্ণরাজ প্রভৃতি ছিলেন। ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আরোহণ করে এলেন এবং ভীষণ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ তা জানতে রেখে ভেঙে ফেললেন। তখন ভগদত্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকাবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম কৃপ প্রভৃতিকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের সাত ভ্রাতা অনাধুষি কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহু সুবাহু ও কনকধ্বজ বিনষ্ট হলেন, তাঁদের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে যুদ্ধের বিরাম হ'ল, কোঁরব ও পান্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

১৫। ভীষ্মের পরাক্রম

(নবম দিনের যুদ্ধ)

কর্ণ ও শকুনিকে দুর্যোধন বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ও তুরিগ্রবা পান্ডবগণকে কেন দমন করছেন না তার কারণ জানি না, তুমি জীবিত থেকে আমার বল ক্ষয় করছে। দ্রোণের সমক্ষেই ভীম আমার ভ্রাতাদের বধ করেছে। কর্ণ বললেন, রাজা, শোক করো না। ভীষ্ম যুদ্ধ থেকে সরে যান, তিনি অস্বত্যাগ করলে তাঁর সমক্ষেই আমি পান্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভীষ্ম সর্বদাই পান্ডবদের দয়া করেন,

সেই মহারথগণকে জয় করবার শক্তিও তাঁর নেই। অতএব তুমি শীঘ্র ভীষ্মের শিবিরে যাও, বৃদ্ধ পিতামহকে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অশ্রুত্যাগে সম্মত कराও।

দুর্যোধন অশ্বারোহণে ভীষ্মের শিবিরে চললেন, তাঁর ভ্রাতারাও সঙ্গে গেলেন। ভূতাগণ গন্ধতৈলযুক্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল। উক্ষীষকণ্ডধারী রাক্ষসগণ বেগহস্তে ধীরে ধীরে চারিদিকের জনতা সরিয়ে দিলে। ভীষ্মের কাছে গিয়ে দুর্যোধন কৃতজ্ঞালি হয়ে সাশ্রুনেয়নে গদ্গদকণ্ঠে বললেন, শত্রুহন্তা পিতামহ, আমার উপর কৃপা করুন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন আপনি সেইরূপ পাণ্ডবগণকে বধ করুন। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, পাণ্ডব পাণ্ডাল কেকয় প্রভৃতিকে বধ করে সত্যবাদী হ'ন। যদি আমার দ্দুর্ভাগ্যক্রমে কৃপাবিষ্ট হয়ে বা আমার প্রতি বিশ্বেষের বশে আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার অন্তিমতি দিন, তিনিই পাণ্ডবগণকে জয় করবেন।

দুর্যোধনের বাক্শল্যে বিম্ব হয়ে মহামনা ভীষ্ম অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু কোনও অপ্রিয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তিনি মৃদু-বাক্যে বললেন, দুর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন, আমি যদ্যর্শস্তি চেষ্টা করছি, তোমার প্রিয়কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রান্ত তার প্রচুর নিদর্শন তুমি পেয়েছ। খাণ্ডবদাহকালে অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিলেন। তোমার বীর ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পালিয়ে-ছিলেন তখন অর্জুন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিরাট-নগরে গোহরণকালে একাকী অর্জুন আমাদের সকলকে জয় করে উত্তরকে দিয়ে আমাদের বস্ত্র হরণ করিয়েছিলেন। শত্ৰুচক্রগদাধর অনন্তশক্তি সর্বেশ্বর পরমাত্মা বাসুদেব যাঁর রক্ষক সেই অর্জুনকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাদি মহর্ষিগণ বহুবার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বদ্বতে পার না, মৃদুমৃদু লোক যেমন সকল বৃক্ষই কাণ্ডনয় দেখে তুমিও সেইরূপ বিপরীত দেখছ। তুমিই এই মহাবীর সৃষ্টি করেছ, এখন নিজেই যুদ্ধ করে পৌরুষ দেখাও। আমি সৌমক গোষ্ঠাল ও কেকয়গণকে বিনষ্ট করব, হয় তাদের হাতে ম'রে যমালয়ে যাব নতুবা তাদের সংহার করে তোমাকে তুষ্ট করব। কিন্তু আমার প্রাণ গেলেও শিখণ্ডীকে বধ করব না, কারণ বিধাতা তাকে পূর্বে শিখাণ্ডিনী রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন। গান্ধারীপুত্র, সুখে নিদ্রা যাও, কাল আমি এমন মহাযুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন নতমস্তকে প্রণাম করে নিজের শিবিরে চলে গেলেন। ভীষ্ম নিজেকে তিরস্কৃত মনে করলেন, তাঁর অতিশয় আত্মজানি হল।

পরদিন ভীষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাবাহু রচনা করলেন। কৃপ কৃত-বর্মা জয়দ্রথ দ্রোণ ভূরিপ্রবা শল্য ভগদত্ত দুর্যোধন প্রভৃতি এই ব্যাহুর বিভিন্ন স্থানে রইলেন। পাণ্ডবগণও এক মহাবাহু রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুমনিকে বললেন, পাণ্ডালপুত্র, তুমি আজ শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে রাখ, আমি তাঁর রক্ষক হব।

যুদ্ধকালে নানাপ্রকার দূর্লক্ষণ দেখা গেল, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হ'ল, শৃগাল কুস্কুর প্রভৃতি ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। পিঙ্গলতুবঙ্গবাহিত রথে আরুঢ় হয়ে মহাবীর অভিমন্যু শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মর্ষিত করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে রাক্ষস অলম্বুষ তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে অরিষাতিনী তামসী মায়া প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হ'ল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই দেখা গেল না। তখন অভিমন্যু ভাস্কর অস্ত্রে সেই মায়া নষ্ট করে অলম্বুষকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন করলেন, অলম্বুষ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যুদ্ধকালে একবার পাণ্ডবপক্ষের অন্যার কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল। অবশেষে ভীষ্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পাণ্ডবসৈন্য বিধ্বস্ত হ'ল, মহারথগণও বারণ না শুনে পালাতে লাগলেন। নিহত হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহে এবং ভস্ম রথ ও ধ্বজে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল, সৈন্যগণ বিমূঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, বীর, তুমি বিরাটনগরে সজয়কে বলেছিলে যে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমস্ত কুরুসৈন্য সংহার করবে। ক্ষত্রধর্ম স্মরণ করে এখন সেই বাক্য সত্য কর। অর্জুন অধোমুখে অনিচ্ছুর ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধা তাঁদের বধ করে নরকের পথ স্বরূপ রাজ্যলাভ ভাল, না বনবাসে কষ্টভোগ করা ভাল? কৃষ্ণ, তোমার কথাই রাখব, ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুরুপিতামহকে নিপাতিত করব। ভীষ্মের বাণবর্ষণে অর্জুনের রথ আচ্ছন্ন হ'ল, কৃষ্ণ অবিচলিত হয়ে আহত অশ্বদের বেগে চালাতে লাগলেন। (১)

ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের শরবর্ষণে দুই পক্ষেরই বহু সৈন্য কিস্ট হ'ল। পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়াত হয়ে ভীষ্মের অমানুষিক বিক্রম দেখতে লাগল। এই সময়ে সূর্যাস্ত হ'ল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা বিজয়ী ভীষ্মের প্রশংসা করতে লাগলেন।

(১) ৯-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে ভীষ্মকে মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হলেন। মহাভারতে এই স্থানে সেই ঘটনার পুনরুক্তি আছে।

১৬। ভীষ্ম-সকাশে যুধিষ্ঠিরাদি

শিবিরে এসে যুধিষ্ঠির তাঁর মিত্রদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, হস্তী যেমন নলবন মর্দন করে সেইরূপ ভীষ্ম আমাদের সৈন্য মর্দন করছেন। আমি যুধিষ্ঠির দোষে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। কৃষ্ণ, আমার বনে যাওয়াই ভাল, যুদ্ধে আর রুচি নেই, ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদের হনন করছেন। যে জীবনকে অতি প্রিয় মনে করি তা আজ দুর্লভ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণে ব্যাপন করব। মাধব, যদি আমাদের প্রতি তোমার অনুরাগ থাকে তবে এমন উপদেশ দাও যাতে আমার স্বধর্মের বিরোধ না হয়।

কৃষ্ণ বললেন, ধর্মপুত্র, বিষম হবে না, আপনার ভ্রাতারা শত্রুহন্তা দুর্জয় বীর। অর্জুন যদি ভীষ্মবধে অনিচ্ছুক হন তবে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি ভীষ্মকে যুদ্ধে আহ্বান করে দুর্যোধনাদির সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে পাণ্ডবদের শত্রু সে আমারও শত্রু, আপনার ও আমার একই ইষ্ট। আপনার ভ্রাতা অর্জুন আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আমি নিজ দেহের মাংসও কেটে দিতে পারি। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ভীষ্মকে নিপাতিত করবেন। এখন তিনি সেই কথা রাখুন, অথবা আমাকেই ভার দিন। ভীষ্ম বিপরীত পক্ষে যোগ দিয়েছেন, নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, তাঁর বল ও জীবন শেষ হয়ে এসেছে।

যুধিষ্ঠির বললেন, গোবিন্দ, তুমি আমাদের রক্ষক থাকলে আমরা ভীষ্মকে কেন, ইন্দ্রকেও জয় করতে পারি। কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে পারি না, তুমি যুদ্ধ না করেই আমাদের সাহায্য কর। ভীষ্ম আমাকে বলেছিলেন যে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার হিতের জন্য মন্ত্রণা দেবেন। অতএব আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর বধের উপায় জেনে নেব। তিনি নিশ্চয় আমাদের হিতকর সত্য বাক্য বলবেন, আমাদের যাতে জয় হয় এমন মন্ত্রণা দেবেন। বালক ও পিতৃহীন অবস্থায় তিনিই আমাদের বধিত্ত্ব করেছিলেন মাধব, সেই বৃদ্ধ প্রিয় পিতামহকে আমি হত্যা করতে চাচ্ছি—কিন্তু জীবিকায় দিক!

পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্মের কাছে গিয়ে নতমস্তকে প্রণাম করলেন। সাদরে স্বাগত জানিয়ে ভীষ্ম বললেন, বৎসগণ, তোমাদের কি প্রিয়কার্য করব? নিঃশঙ্ক হয়ে বল, যদি অতি দুষ্কর কর্ম হয় তাও আমি করব। ভীষ্ম প্রীতিপূর্বক বার বার এইরূপ বললে যুধিষ্ঠির দীনমনে বললেন, সর্বজ্ঞ,

কোন উপায়ে আমরা জয়ী হব, রাজ্যলাভ করব? প্রজারা কিসে রক্ষা পাবে? আপনার বধের উপায় বলুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম আমরা কি করে সহিব? আপনার সূক্ষ্ম হিঁদ্রও দেখা যায় না, কেবল মণ্ডলাকার ধনুই দেখতে পাই। আপনি রথে সূর্যের ন্যায় বিরাজ করেন; কখন বাণ নেন, কখন সন্ধান করেন, কখন জ্যাকর্ষণ করেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনার শরবর্ষণে আমাদের বিপুল সেনা ক্ষয় পাচ্ছে। পিতামহ, বলুন কিরূপে আমরা জয়ী হব।

ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডবগণ, আমি জীবিত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে না। যদি জয়ী হ'তে চাও তবে অনুমতি দিচ্ছি তোমরা শীঘ্র যথাসুখে আমাকে প্রহার কর। এই কার্যে তোমাদের কর্তব্য মনে করি, আমি হত হ'লে সকলেই হত হবে। যুদ্ধাশির বললেন, আপনি ধনুধর ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় যুদ্ধ করেন, বজ্রধর ইন্দ্র এবং সমস্ত সুরাসুরও আপনাকে জয় করতে পারেন না, আমরা কি করে জয়ী হব তার উপায় বলুন। ভীষ্ম বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তোমার কথা সত্য, সন্ত হলে যুদ্ধ করলে আমি সুরাসুরেরও অজেয়। কিন্তু আমি যদি অস্ত্র ত্যাগ করি তবে তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে। নিরস্ত্র, ভূপতিত, বর্ম ও ধ্বজ বিহীন, পলায়মান, ভীত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, স্ত্রীনাশধারী, বিকলেন্দ্রিয়, একপদ্যের পিতা, এবং নীচজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যার ধ্বজ অমণ্ডলসূচক তার সঙ্গেও যুদ্ধ করি না। তোমার সেনাদলে দ্রুপদপুত্র মহারথ শিখণ্ডী আছেন, তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন তা তোমরা জান। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন আমার প্রতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করুন। এই উপায়ে তোমরা ধার্মার্ষ্ট্রগণকে জয় করতে পারবে।

কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করে পাণ্ডবগণ নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন। ভীষ্মকে প্রাণবিসর্জনে প্রস্তুত দেখে অর্জুন দঃখার্ত ও লজ্জিত হয়ে বললেন, মাধব, কুরুবৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করব? আমি বাল্যকালে গায়ে ধূলি মেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও ধূলিলিপ্ত করেছি, তাঁর কোলে উঠে পিতা ব'লে ডেকেছি(১)। তিনি বলতেন, বৎস, আমি তোমার পিতা নই, পিতার পিতা। সেই ভীষ্মকে কি করে বধ করব? তিনি যেমন ইচ্ছা আমাদের সৈন্য ধ্বংস করুন, আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব না, তবুও আমার জন্ম বা মৃত্যু যাই হ'ক। কৃষ্ণ, তুমি কি বল?

(১) কিন্তু আদিপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে আছে, পণ্ড পাণ্ডব যখন হস্তিনাপুরে প্রথমে আসেন তখন অর্জুনের বয়স চোদ্দ, তিনি শিশু নন।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি ক্লান্তধৰ্ম্মানুসারে ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি ওই দূর্ধৰ্ষ ক্রিয় বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর, নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না। দেবতারা পূর্বেই জেনেছেন যে ভীষ্ম যমালয়ে যাবেন, এর অন্যথা হবে না। মহাবর্দ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কি বলেছিলেন শোন— বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ গৃধ্রবান পদ্রুঘও যদি আততায়ী হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ কর।

১৭। ভীষ্মের পতন

(দশম দিনের যুদ্ধ)

পরদিন সূর্যোদয় হ'লে পাণ্ডবগণ সর্বশত্রুজয়ী ব্যূহ রচনা করে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করতে গেলেন। ভীম অর্জুন দ্রৌপদীপদ্রুগণ অভিমন্যু সাত্যকি চৌকিতান ও ধৃষ্টদ্যুমন ব্যূহের বিভিন্ন স্থানে রইলেন। যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেব বিরাট কৈকয়-পঞ্চভ্রাতা ও ধৃষ্টকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভীষ্ম কৌরবসেনার অগ্রভাগে রইলেন; দুর্যোধনাদি দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুনি বৃহদ্বল প্রভৃতি পশ্চাতে গেলেন।

শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অর্জুন প্রভৃতি শরবর্ষণ করতে করতে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। ভীষ্ম জীবনের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বহু রথী অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি বিনষ্ট হ'ল। শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত করলে ভীষ্ম একবার মাত্র তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে প্রহার কর বা না কর আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন, এখনও তুমি তাই আছ। ক্রোধে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে শিখণ্ডী বললেন, মহাবাহু, আপনার পরাক্রম যে ভয়ংকর তা আমি জানি, জামদগ্ন্য পরশুরামের সঙ্গে আপনার যুদ্ধের বিষয়ও জানি, তথাপি নিজের এবং পাণ্ডবগণের প্রিয়সাধনের জন্য নিশ্চয়ই আপনাকে বধ করব। আপনি যুদ্ধ করুন বা না করুন, আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মৃত্তি পাবেন না, অতএব এই পৃথিবী ভাল করে দেখে নিন।

অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন, তুমি ভীষ্মকে আক্রমণ কর, আমি তোমাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করব, তোমাকে কেউ পীড়ন করতে পারবে না। আজ যদি ভীষ্মকে বধ না করে ফিরে যাও তবে তুমি আর আমি লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হব।

অর্জুনের শত্রুধর্ষণে কোঁরবসেনা হস্ত হ'য়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, শিখণ্ডী, অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে সেইরূপ অর্জুন আমার সেনা বিধ্বস্ত করছেন, তুমি সাত্যকি নকুল-সহদেব অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোটকচ প্রভৃতিও সৈন্য নিপীড়ন করছেন, আপনি রক্ষা করুন। মহাদুর্ভাগ্যে চিন্তা করে ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রতিদিন দশ সহস্র ক্ষত্রিয় বিনষ্ট করে রণস্থল থেকে ফিরব, সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করছি। আজ আমি আর এক মহৎ কৰ্ম করব, হয় নিহত হ'য়ে রণভূমিতে শয়ন করব, না হয় পাণ্ডবগণকে বধ করব। রাজা, তুমি আমাকে অন্নদান করেছ, সেই মহৎ ঋণ আজ তোমার সেনার সম্মুখে নিহত হ'য়ে শোধ করব।

ভীম নকুল সহদেব ঘটোটকচ সাত্যকি অভিমন্যু বিরাট দ্রুপদ যুধিষ্ঠির, শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জুন, এবং সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলেই ভীষ্মকে বধ করবার জন্য ধাবিত হলেন। ভূরিপ্রবা বিকর্ণ কূপ দুর্মন্ত অলম্বদ্রব, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অশ্বথামা দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বথামাকে বললেন, বৎস, আমি নানাপ্রকার দুর্নির্মিত দেখতে পাচ্ছি, ভীষ্ম ও অর্জুন যুদ্ধে মিলিত হবেন এই চিন্তা করে আমার রোমহর্ষ হচ্ছে, মন অবসন্ন হচ্ছে। পাপমতি শঠ শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন যুদ্ধ করছে এসেছেন, কিন্তু শিখণ্ডী পূর্বে স্ত্রী ছিল এজন্য ভীষ্ম তাকে প্রহার করবে না। অর্জুন সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়। আজ যুদ্ধে অর্জুন মহামারী হবে। পুত্র, উপজীবী (পরান্ধিত) জনের প্রাণরক্ষার সময় এ নয়, তুমি স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে এবং যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে যাও। ভীমার্জুন নকুল-সহদেব যার প্রাণ, বাসুদেব যার রক্ষক, সেই যুধিষ্ঠিরের ক্রোধই দুর্মতি দুর্যোধনের বাহিনী দগ্ধ করছে। ক্রোধে আশ্রয়ে অর্জুন দুর্যোধনের সমক্ষেই তাঁর সর্ব সৈন্য বিনষ্ট করছেন। বৎস, তুমি অর্জুনের পথে থেকো না, শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আমি যুধিষ্ঠিরের দিকে যাচ্ছি। প্রিয়পুত্রের দীর্ঘ জীবন কে না চায়, তথাপি ক্ষত্রধর্ম বিচার করে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি।

দশ দিন পাণ্ডববাহিনী নিপীড়িত করে ধর্মাত্মা ভীষ্ম নিনেজের জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি স্থির করলেন, আমি আর নরশ্রেষ্ঠগণকে হত্যা করব না। নিকটে যুধিষ্ঠিরকে দেখে তিনি বললেন, বৎস, আমার এই দেহের উপর অত্যন্ত বিরাগ জন্মেছে, আমি যুদ্ধে বহু প্রাণী বধ করেছি। এখন অর্জুন এবং পাণ্ডাল ও সৃঙ্গরগণকে অগ্রবর্তী করে আমাকে বধ করবার চেষ্টা কর। ভীষ্মের

এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুমন তাঁদের সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা ধাবিত হ'য়ে ভীষ্মকে জয় কর, অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবেন।

এই দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম একাকী অসংখ্য অশ্ব ও গজ, সাত মহারণ, পাঁচ হাজার রথী, চোদ্দ হাজার পদাতি এবং বহু গজারোহী ও অশ্বারোহী সংহার করলেন। বিরাট রাজার দ্রাঘা শতানীক এবং বহু সহস্র ক্ষত্রিয় ভীষ্ম কর্তৃক নিহত হলেন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে শরাঘাত করতে লাগলেন। ভীষ্ম ক্রিপ্রগতিতে বিভিন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে বিচরণ করে পাণ্ডবগণের নিকটে এলেন। অর্জুন বার বার ভীষ্মের ধনু ছেদন করলেন। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হ'য়ে অর্জুনের প্রতি এক ভয়ংকর শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন পাঁচ ভল্লের আঘাতে তা খণ্ড খণ্ড করে দিলেন।

ভীষ্ম এই চিন্তা করলেন—কৃষ্ণ যদি এদের রক্ষক না হতেন তবে আমি এক ধনু দিয়েই পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্ট করতে পারতাম। পিতা (শান্তনু) যখন সত্যবতীকে বিবাহ করেন তখন তুষ্ট হ'য়ে আমাকে দুই বর দিয়েছিলেন, ইচ্ছামত্বে ও যুদ্ধে অবধ্যত্ব। আমার মনে হয় এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত কাল। ভীষ্মের সংকল্পে জেনে আকাশ থেকে ঋষিগণ ও বসুগণ বললেন, বৎস, তুমি যা স্থির করেছ তা আমাদেরও প্রীতিকর, তুমি যুদ্ধে বিরত হও। তখন জলকণাযুক্ত স্নেহপূর্ণ স্নেহস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, মহাশব্দে দেবদানুভি বেজে উঠল, ভীষ্মের উপর পদ্পবর্ষিত হ'ল। কিন্তু ভীষ্ম এবং ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় ভিন্ন আর কেউ তা জানতে পারলে না।

ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হলেন। শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত করলেন, কিন্তু ভীষ্ম বিচলিত হলেন না। তখন অর্জুন ভীষ্মের প্রতি বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম ঈষৎ হাস্য করে দৃঃশাসনকে বললেন, এইসকল মর্মভেদী বজ্রতুল্য বাণ নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে আসছে, এ বাণ শিখণ্ডীর নয়, অর্জুনেরই। ভীষ্ম একটি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনের শরাঘাতে তা তিন খণ্ড হ'ল। ভীষ্ম তখন চর্ম (চাল) ও খজা নিয়ে রথ থেকে নামবার উপক্রম করলেন। অর্জুনের বাণে চর্ম শত খণ্ডে ছিন্ন হ'ল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবসৈন্যগণ নানা অস্ত্র নিয়ে চতুর্দিক থেকে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হ'ল, দূর্বোধনাদি ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন।

পণ্ড পাণ্ডব এবং সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুমন অভিমন্যু প্রভৃতির বাণে নিপীড়িত হ'য়ে দ্রোণ অবস্থামা কৃপ শল্য প্রভৃতি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করলেন। যিনি সহস্র

সহস্র বিপক্ষ ষোড়শকে সংহার করেছেন সেই ভীষ্মের গাত্রে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও অবিস্মর্য রইল না। সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম পূর্ব দিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং ভূতলে রাজগণ হা হা করে উঠলেন। উন্মূলিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভীষ্ম রণভূমি অনন্দনাদিত করে নিপতিত হলেন, কিন্তু শরে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ করলেন না। দক্ষিণ দিকে সূর্য দেখে ভীষ্ম বদ্বলেন এখন দক্ষিণায়ন। তিনি আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন—মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় দক্ষিণায়নে কি করে প্রাণত্যাগ করবেন? ভীষ্ম বললেন, ভূতলে পতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করব।

মানসসরোবরবাসী মহর্ষিগণ হংসের রূপ ধরে ভীষ্মকে দর্শন করতে এলেন। ভীষ্ম বললেন, হংসগণ, সূর্য দক্ষিণায়নে থাকতে আমি মরব না, উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করব, পিতা শান্তনুর বরে মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন।

কৌরবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। কৃপ দুর্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর যুদ্ধে মন গেল না; যেন উরুস্তম্ভে আক্লান্ত হয়ে রইলেন। বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম যোগস্থ হয়ে মহোপনিষৎ জপে নিরত থেকে মৃত্যুকালের প্রতীক্ষায় রইলেন।

১৮। শরশয্যায় ভীষ্ম

ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। সকলে বলতে লাগলেন, ইনি ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপুরুষ পিতা শান্তনুকে কামার্ত জেনে নিজে উদ্বারিত হয়েছিলেন। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র তুর্ষ ও শঙ্খ বাজতে লাগল, ভীমসেন মহাহর্ষে ক্রীড়া করতে লাগলেন। দুর্যোধনের মূখে ভীষ্মের পতনসংবাদ শুনে দ্রোণ মুর্ছিত হলেন এবং সংজ্ঞালাভের পর নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। রাজারা বর্ম ত্যাগ করে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন, কৌরব ও পাণ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম করে সম্মুখে দাঁড়ালেন।

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ করে ভীষ্ম বললেন, মহারথগণ, তোমাদের দর্শন করে আমি তুষ্ট হয়েছি। আমার মাথা বদলছে, উপধান (বালিশ) দাও। রাজারা কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, এসব উপধান বীরশয্যায়

উপযুক্ত নয়। তিনি অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অর্জুন অশ্রুদ্বর্গনয়নে বললেন, পিতামহ, আদেশ করুন কি করতে হবে। ভীষ্ম বললেন, বৎস, তুমি ক্ষত্রধর্ম জ্ঞান, বীরশয্যার উপযুক্ত উপধান আমাকে দাও। মন্ত্রপুত্র তিন বাণ গান্ধীব ধনু দ্বারা নিক্ষেপ করে অর্জুন ভীষ্মের মাথা তুলে দিলেন। ভীষ্ম তুচ্ছ হ'য়ে বললেন, রাজগণ, অর্জুন আমাকে কিরূপ উপধান দিয়েছেন দেখ। উত্তরায়ণের আরম্ভ পর্যন্ত আমি এই শয্যায় শুষ্টে থাকব, সূর্য যখন উত্তর দিকে গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন তখন আমার প্রিয় সূহৃৎ তুল্য প্রাণ ত্যাগ করব। তোমরা আমার চতুর্দিকে পরিখা খনন করিয়ে দাও।

শল্য উদ্ধারে নিপুণ বৈদ্যগণ চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, তুমি এদের উপযুক্ত ধন দিয়ে সসম্মানে বিদায় কর। বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আমি ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত গতি লাভ করেছি, এইসকল শর সমেত যেন আমাকে দাহ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ করলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করে শোকার্ত মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে সকলে পুনর্বীর ভীষ্মের নিকটে এলেন। বহু সহস্র কন্যা ভীষ্মের দেহে চন্দনচূর্ণ লাজ ও মাল্য অর্পণ করতে লাগল। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ তরুণবাদক নট নর্তক ও শিল্পীগণও তাঁর কাছে এল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ বর্ম ও আয়ুধ ত্যাগ করে পূর্বের ন্যায় পরস্পর প্রীতিসহকারে বয়স অনুসারে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগৃহীত করে ভীষ্ম রাজাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শীতল জলের কলস নিয়ে এলেন। ভীষ্ম বললেন, বৎসগণ, আমি মানুষ্যের ভোগ্য বস্তু নিতে পারি না। তার পর তিনি অর্জুনকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরীর গ্রথিত হয়েছে, বেদনায় মূখ শূন্য হচ্ছে, তুমি আমাকে বিধিসম্মত জল দাও।

ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করে অর্জুন রথে উঠলেন এবং মন্ত্রপাঠের পর গান্ধীবে পূর্ণ্যান্ধযুক্ত বাণ সম্বান করে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমি বিধি করলেন। সেখান থেকে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ স্वादু নির্মল শীতল জলধারা উৎখিত হ'ল, অর্জুন সেই জলে ভীষ্মকে তৃপ্ত করলেন। রাজারা বিস্মিত হ'য়ে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, চতুর্দিকে ভুমদল রবে শঙ্খ ও দন্দদণ্ডি বেজে উঠল।

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি অর্জুনকে জয় করতে পারবে না, তাঁর সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্য হ'ক, তুমি তাঁদের অধ

রাজ্য দাও, যুদ্ধার্থিতর ইন্দ্রপ্রস্থে যান, তুমি মিষ্টদ্রোহী হ'য়ে অকীর্তি ভোগ ক'রো না। আমার মৃত্যুতেই প্রজাদের শান্তি হ'ক, রাজারা প্রীতির সহিত মিলিত হ'ন, পিতা পুত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুন। মৃদুর্ষদ লোকের যেমন ঔষধে রুচি হয় না, দুর্যোধনের সেইরূপ ভীষ্মবাক্যে রুচি হ'ল না।

ভীষ্ম নীরব হ'লে সকলে পুনর্বীর নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। এই সময়ে কর্ণ কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে ভীষ্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে পতিত হয়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আমি আপনার বিবেচ্যভাজন। ভীষ্ম সবলে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেখলেন, তাঁর সন্নিকটে আর কেউ নেই। তিনি রক্ষীদের সিরিয়ে দিলেন এবং এক হস্তে পিতার ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন ক'রে সন্মোহে বললেন, তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তবে নিশ্চয়ই তা ভাল হ'ত না। আমার সঙ্গে স্পর্ধা করতে সেজন্য তুমি আমার অপ্রিয় হও নি। আমি নারদের কাছে শুনিয়েছি তুমি কুন্তীপুত্র, সূর্য হ'তে তোমার জন্ম। সত্য বলছি, তোমার প্রতি আমার বিবেচ্য নেই। তুমি অকারণে পাণ্ডবদের দ্বেষ কর, নীচস্বভাব দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছে। তোমার তেজোহানি করবার জন্যই আমি তোমাকে কুরুসভায় বহুবার রুদ্ধ ক'রা শুনিয়েছি। আমি তোমার দূঃসহ বীরত্ব, বেদনিষ্ঠা এবং দানের বিষয় জানি, অস্ত্রপ্রয়োগে তুমি কৃষ্ণের তুল্য। পূর্বে তোমার উপর আমার যে ক্রোধ ছিল তা দূর হয়েছে। পাণ্ডবগণ তোমার সহোদর, তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও, আমার পতনেই শত্রুতার অবসান হ'ক, পৃথিবীর রাজারা নিরাময় হ'ন।

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, আপনি যা বললেন তা আমি জানি। কিন্তু কুন্তী আমাকে ত্যাগ করলে সূতজাতীয় অধিরথ আমাকে বর্ধিত করেছিলেন। আমি দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করেছি, তা নিষ্ফল করতে পারি না। বাসুদেব যেমন পাণ্ডবদের জয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমিও সেইরূপ দুর্যোধনের জন্য ধন শরীর পুত্র দারা সমস্তই উৎসর্গ করেছি। আমি ক্ষত্রিয়, রোগ ভোগ ক'রে মরতে চাই না, সেজন্যই দুর্যোধনকে আশ্রয় ক'রে পাণ্ডবদের ক্রোধ বৃদ্ধি করেছি। যা অবশ্যম্ভাবী তা নিবারণ করা যাবে না। এই দারুণ শত্রুতার অবসান করা আমার অসাধ্য, আমি স্বধর্ম রক্ষা ক'রেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব। পিতামহ, আমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েছি, আমাকে অনুমতি দিন। হঠাৎ বা চপলতার বশে আপনাকে যে কটুবাক্য বলেছি বা অন্যায্য করেছি তা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, তুমি যদি এই দারুণ বৈরভাব দূর করতে না পার তবে

অনুদমতি দিচ্ছি, স্বর্গকামনায় যত্ন কর। আক্রোশ ত্যাগ কর, সদাচার রক্ষা কর, নিরহংকার হয়ে যথাশক্তি যত্ন করে ক্ষত্রিয়োচিত লোক লাভ কর। ধর্মযত্নে ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছু নেই। দুই পক্ষের শান্তির জন্য আমি দীর্ঘকাল বহু যত্ন করেছি, কিন্তু তা সফল হ'ল না।

ভীষ্মকে অভিবাদন করে কর্ণ সরোদনে রথে উঠে দুর্যোধনের কাছে চলে গেলেন।

দ্রোণপর্ব

॥ দ্রোণাভিষেকপর্বাদ্যায় ॥

১। ভীষ্ম-সকাশে কৰ্ণ

কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরস্পর আলাপের পর পুনর্বীর বৈরভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। শ্বাপদসংকুল বনে পালকহীন ছাগ ও মেষের দল যেমন হয়, ভীষ্মের অভাবে কৌরবগণ সেইরূপ উদ্‌বিশ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাযশা কৰ্ণ এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নি। যিনি অতিরথের স্নিগ্ধ সেই কৰ্ণকে ভীষ্ম সকল ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে অর্থরথ বলে গণনা করেছিলেন। সেজন্য রুদ্ধ হয়ে কৰ্ণ ভীষ্মকে বলেছিলেন, আপনি জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না; আপনি যদি পাণ্ডবগণকে বধ করতে পারেন তবে আমি দুর্যোধনের অনুমতি নিয়ে বনে যাব; আর যদি পাণ্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গলাভ হয় তবে আপনি যাদের রথী মনে করেন তাদের সকলকেই আমি বধ করব। এখন ভীষ্ম নিপাতিত হয়েছেন, অতএব কৰ্ণের যুদ্ধ করবার সময় এসেছে। এই বলে কৌরবগণ কৰ্ণকে ডাকতে লাগলেন।

সকলকে আশ্বাস দিয়ে কৰ্ণ বললেন, মহাত্মা ভীষ্ম এই কৌরবগণকে যেমন রক্ষা করতেন আমিও সেইরূপ করব। আমি পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে পরম যশস্বী হব, অথবা শত্রুহস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করব।

কৰ্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে রথারোহণে ভীষ্মের কাছে এলেন এবং বাস্পাকুলনয়নে অভিবাদন ক'রে কৃতাজলিপুটে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি কৰ্ণ, আপনি প্রসন্ননয়নে চেয়ে দেখুন, শত্রু বাক্য বলুন। সংকর্মের ফল নিশ্চয় ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপনি ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। কুরুবীরগণকে বিপৎসাগরে ফেলে আপনি পিতৃলোকে যাচ্ছেন, রুদ্ধ বয়স্ক যেমন মৃগ বিনাশ করে, পাণ্ডবগণ সেইরূপ কৌরবগণকে বিনাশ করবে। আমি অসহিষ্ণু হয়েছি, আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রচণ্ডবিক্রমশালী অজ্ঞানকে অস্ত্রের বলে বধ করতে পারব।

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, সমুদ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, সাধুজন যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বীজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তুমিও তেমন বান্ধবগণের আশ্রয় হও। আমি প্রসন্নমনে বলছি, তুমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে উপদেশ দাও, দুর্যোধনের জয়বিধান কর। দুর্যোধনের ন্যায় তুমিও আমার পোষিতুল্য। মনোবিশেষণ বলেন, সজ্জনের সঙ্গে সজ্জনের যে সম্বন্ধ তা জন্মগত সম্বন্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কৌরবসৈন্য যেমন দুর্যোধনের, সেইরূপ তোমরাও, এই জ্ঞান করে তাদের রক্ষা কর।

ভীষ্মের চরণে প্রণাম করে কর্ণ স্বয়ং রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

২। দ্রোণের অভিষেক ও দুর্যোধনকে বরদান

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, বয়স বিক্রম শাস্ত্রজ্ঞান ও যোদ্ধার উপযুক্ত সমস্ত গুণের জন্য ভীষ্ম আমার সেনাপতি হয়েছিলেন। তিনি দশ দিন শত্রুবিনাশ ও আমাদের রক্ষা করে স্বর্গযাত্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তুমি কাকে সেনাপতি করা উচিত মনে কর? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল পুরুষশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁরা প্রত্যেকে সেনাপতিত্বের যোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপতি হতে পারেন না। এঁরা পরস্পরকে স্পর্ধা করেন, একজনকে সেনাপতি করলে আর সকলে ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোদ্ধার শিক্ষক, স্থাবির, মাননীয়, এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধর, ইনি ভিন্ন আর কেউ সেনাপতি হতে পারেন না। এমন যোদ্ধা নেই যিনি যুদ্ধে দ্রোণের অনুবর্তী হবেন না।

দুর্যোধন তখনই দ্রোণকে সেনাপতি হবার জন্য অনুরোধ করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, আমি ষড়্গুণ বেদ ও মনুর নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ; পাশুপত অস্ত্র ও বিবিধ বাণের প্রয়োগও জানি। তোমার বিজয়কামনায় আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করব না, কারণ সে আমাকে বধ করবার জন্যই সূচী হয়েছে। আমি বিপক্ষের সকল সৈন্য বিনষ্ট করব, কিন্তু পাণ্ডবরা আমার সঙ্গে হৃষ্টমনে যুদ্ধ করবেন না।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে যথাবিধি সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, কুরুশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীষ্মের পর আমাকে সেনাপতির পদ দিয়ে তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীষ্ট বর চাও, আজ তোমার কোন কামনা পূর্ণ করব বল। দুর্যোধন বললেন, রথিশ্রেষ্ঠ, এই বর

দিন যে যদ্বিধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ধরে আনবেন। দ্রোণ বললেন, যদ্বিধিষ্ঠির ধন্য, তুমি তাঁকে ধরে আনতে বলছ, বধ করতে চাচ্ছ না। আমি তাঁকে মারব এ বোধ হয় তুমি অসম্ভব মনে কর, অথবা ধর্মরাজ যদ্বিধিষ্ঠিরের স্বেচ্ছা কেউ নেই তাই তুমি তাঁর জীবনরক্ষা করতে চাও। অথবা পাণ্ডবগণকে জয় করে তুমি তাঁদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা কর। যদ্বিধিষ্ঠির ধন্য, তাঁর জন্ম সফল, অজাতশত্রু নামও সার্থক, কারণ তাঁকে তুমি স্নেহ কর।

দ্রোণের এই কথা শ্রবণে দুর্যোধন তাঁর হৃদ্যগত অভিপ্রায় প্রকাশ করে ফেললেন, কারণ বৃহস্পতিতুল্য লোকেও মনোভাব গোপন করতে পারেন না। দুর্যোধন বললেন, আচার্য, যদ্বিধিষ্ঠিরকে মারলে আমার বিজয়লাভ হবে না, অন্য পাণ্ডবরা আমাদের হত্যা করবে। তাদের যদি একজনও অবশিষ্ট থাকে তবে সে আমাদের নিঃশেষ করবে। কিন্তু যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ যদ্বিধিষ্ঠিরকে ধরে আনা যায় তবে তাঁকে পদনবীর দ্যুতক্রীড়ায় পরাস্ত করলে তাঁর অন্তর্গত ভ্রাতারাও আবার বনে যাবে। এইপ্রকার জয়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে, সেজন্য ধর্মরাজকে বধ করতে ইচ্ছা করি না।

দুর্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় জেনে বদ্বিধিষ্ঠির দ্রোণ চিন্তা করে এই বাক্যগুলি বর দিলেন—যদ্বিধিষ্ঠিরে অর্জুন যদি যদ্বিধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে ধরে নিও যে যদ্বিধিষ্ঠির আমাদের বশে এসেছেন। বৎস, অর্জুন সুরাসুরেরও অজেয়, তাঁর কাছ থেকে আমি যদ্বিধিষ্ঠিরকে হরণ করতে পারব না। অর্জুন আমার শিষ্য, কিন্তু যদ্বা, পুণ্ড্রবান ও একাগ্রচিত্ত, তিনি ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অস্ত্র লাভ করেছেন এবং তোমার প্রতি তাঁর ক্রোধ আছে। তুমি যে উপায়ে পার অর্জুনকে অপসারিত করো, তা হলেই ধর্মরাজ বিজিত হবেন। অর্জুন বিনা যদ্বিধিষ্ঠির যদি মহদুর্ভাগ্যবশত আমার সম্মুখে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় তোমার বশে আনব।

দ্রোণের এই কথা শ্রবণে নিবোধ ধার্মাশ্রয়গণ মনে করলেন যে যদ্বিধিষ্ঠির ধরায় পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। তাঁর প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করবার জন্য দুর্যোধন দ্রোণের বরদানের সংবাদ সৈন্যগণের মধ্যে ঘোষণা করলেন।

৩। অর্জুনের জয়

(একাদশ দিনের যুদ্ধ)

বিশ্বস্ত চরের নিকট সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, তুমি দ্রোণের অভিপ্রায় শুনলে, যাতে তা সফল না হয় তার জন্য যত্ন কর। দ্রোণের প্রতিজ্ঞায় ছিদ্র আছে, আবার সেই ছিদ্র তিনি তোমার উপরেই রেখেছেন। অতএব আজ তুমি আমার কাছে থেকেই যুদ্ধ কর, যেন দুর্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়।

অর্জুন বললেন, মহারাজ, দ্রোণকে বধ করা যেমন আমার অকর্তব্য, আপনাকে পরিত্যাগ করাও সেইরূপ। প্রাণ গেলেও আমি দ্রোণের আততায়ী হব না, আপনাকেও ত্যাগ করব না। আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত করতে পারবেন না।

পান্ডব ও কৌরবগণের শিবিরে শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এল। অন্তর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। স্বর্ণময় উজ্জ্বল রথে আরূঢ় হয়ে দ্রোণ তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে লাগলেন, তাঁর শরক্ষেপণে পান্ডববাহিনী গ্রস্ত হ'ল। যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ যোদ্ধারা সকল দিক থেকে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। সহদেব ও শকুনি, দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ, ভীমসেন ও বিবিশ্ণু, নকুল ও তাঁর মাতুল শল্য, ধৃষ্টকেতু ও কৃপ, সাত্যকি ও কৃতবর্মা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সুশর্মা, বিরাট ও কর্ণ, শিখণ্ডী ও ভূরিপ্রবা, ঘটোটকচ ও অলম্বুষ, অভিমন্যু ও বৃহদ্বল—এঁদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অভিমন্যু বৃহদ্বলকে রথ থেকে নিপাতিত করে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে পিতার মহাশর জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। জয়দ্রথ পরাস্ত হ'লে শল্য অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। শল্যের সারাথি নিহত হ'ল, তিনি গদাহস্তে রথ থেকে নামলেন, অভিমন্যুও প্রকাণ্ড গদা নিয়ে শল্যকে বললেন, আসন আসন। সেই সময়ে ভীমসেন এসে অভিমন্যুকে নিরস্ত করলেন এবং স্বয়ং শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে অগ্নির উদ্ভব হ'ল, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দৃজনেই আহত হয়ে ভূপতিত হলেন। শল্য বিহবল হয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তখন কৃতবর্মা তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেলেন। ভীম নিমেষমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

কুরুসৈন্য পরাজিত হচ্ছে দেখে কর্ণপুত্র বৃষসেন রণস্থলে এসে নকুলপুত্র শতানীকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর অপূর্ণ পুত্রগণ ভ্রাতা শতানীককে রক্ষা করতে এলেন। পাণ্ডবগণের সঙ্গে পাণ্ডাল কৈকয় মৎস্য ও সৃঞ্জয় যোদ্ধগণ অস্ত্র উদ্যত করে উপস্থিত হলেন। কৌরবসৈন্য মর্দিত ও ভগ্ন হচ্ছে দেখে দ্রোণ বললেন, বীরগণ, তোমরা পালিও না। এই বলে তিনি যুদ্ধাধিপতির প্রতি ধাবিত হলেন। যুদ্ধাধিপতির সৈন্যরক্ষক পাণ্ডালবীর কুমার দ্রোণের বক্ষে শরাঘাত করলেন, দ্রোণও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি শরক্ষেপণ করতে লাগলেন। পাণ্ডালবীর ব্যাঘ্রদন্ত ও সিংহসেন দ্রোণের হস্তে নিহত হলেন। দ্রোণকে যুদ্ধাধিপতির নিকটবর্তী দেখে কৌরবসৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ রাজা দুর্যোধন কৃতার্থ হবেন, যুদ্ধাধিপতির ধরা পড়বেন। এই সময়ে অর্জুন দ্রুতবেগে দ্রোণসৈন্যের প্রতি ধাবিত হয়ে শরজালে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করলেন। দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন, শত্রুপক্ষকে র্ত্ত ও যুদ্ধে অনিচ্ছা দেখে অর্জুনও পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিরস্ত করলেন।

॥ সংশ্লিষ্টকবধপরাধ্যায় ॥

৪। সংশ্লিষ্টকগণের শপথ

দুই পক্ষের যোদ্ধারা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। দ্রোণ দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আমি পূর্বেই বলেছি যে, ধনঞ্জয় উপস্থিত থাকলে দেবতারও যুদ্ধাধিপতিকে ধরতে পারবেন না। কৃষ্ণার্জুন অজেয়, এ বিষয়ে তুমি সন্দেহ করে না। কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরাতে পারলেই যুদ্ধাধিপতির তোমার বশে আসবেন। কেউ যদি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে অন্যত্র নিয়ে যায় তবে অর্জুন জয়লাভ না করে কখনই ফিরবেন না, সেই অবকাশে আমি পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করে খৃষ্টদায়ুসের সমক্ষেই যুদ্ধাধিপতিকে হরণ করব।

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে দ্রিগতরাজ সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা বললেন, অর্জুন সর্বদা অকারণে আমাদের অপমান করেন সেজন্য ক্রোধে আমাদের নিদ্রা হয় না। রাজা, যে কার্য আপনার প্রিয় এবং আমাদের যশস্কর তা আমরা করব, অর্জুনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ করব। আমরা সত্য প্রতিজ্ঞা করছি—পৃথিবী অর্জুনহীন অথবা দ্রিগতরাজহীন হবে।

অযুত রথারোহী যোদ্ধার সহিত দ্বিগতরাজ সদৃশমী ও তাঁর পাঁচ ভ্রাতা সত্যরথ সত্যবর্মা সত্যব্রত সত্যোষ্ম ও সত্যকর্মা, তিন অযুত রথের সহিত মালব ও তুন্ডিকেরগণ, অযুত রথের সহিত মাবেল্লক ললিখ ও মদ্রকগণ, এবং নানা জনপদ হতে আগত অযুত রথী শপথ গ্রহণে উদ্যোগী হলেন। তাঁরা পৃথক পৃথক অগ্নিতে হোম করে কুশনির্মিত কৌপীন ও বিচিত্র কবচ পরিধান করলেন এবং ঘৃতাঙ্কদেহে মৌর্বী মেখলা ধারণ করে ব্রাহ্মণগণকে সন্মুখ ধেনু ও বস্ত্র দান করলেন। তার পর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে উচ্চস্বরে এই প্রতিজ্ঞা করলেন—

যদি আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না করে যুদ্ধ থেকে ফিরি, যদি তাঁর নিপীড়নে ভীত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হই, তবে মিথ্যাবাদী ব্রহ্মঘাতী মদ্যপ গদ্রদ্যাদারগামী ও পরস্বহারকের যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, শরণাগতকে ত্যাগ করে, প্রার্থীকে হত্যা করে, গৃহদাহ করে, গোহত্যা করে, অন্যের অপকার করে, বেদের বিম্বেষ করে, ঋতুকালে ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাস্থ্যদিনে স্ত্রীগমন করে, ন্যস্ত ধন হরণ করে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, দূর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবং নাস্তিক, অগ্নিহোত্রবর্জিত, পিতৃমাতৃত্যাগী ও অন্যবিধ পাপকারিগণ যে নরকে যান, সেই নরকে আমরা যাব। আর, যদি আমরা যুদ্ধে দৃষ্কর কর্ম সাধন করতে পারি তবে অবশ্যই অভীষ্ট স্বর্গলোক লাভ করব।(১)

সদৃশমী প্রভৃতি এইরূপ শপথ করে দক্ষিণ দিকে গিয়ে অর্জুনকে আহ্বান করতে লাগলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি বিমুখ হই না, এই আমার ব্রত। সদৃশমী, তাঁর ভ্রাতারা ও অন্য সংশস্তকগণ আমাকে ডাকছেন, এই আহ্বান আমি সহিতে পারছি না, আপনি আজ্ঞা দিন আমি ওঁদের বধ করতে যাই। যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস, তুমি জান যে দ্রোণ আমাকে ধরতে চান, তাঁর এই অভিপ্রায় যাতে সিদ্ধ না হয় তাই কর। অর্জুন বললেন, এই পাণ্ডালবীর সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করবেন, ইনি জীবিত থাকতে দ্রোণের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। যদি সত্যজিৎ নিহত হন তবে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েও আপনি রণস্থলে থাকবেন না।

রাত্রি প্রভাত হলে যুধিষ্ঠির সন্মুখে অর্জুনকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন।

৫। সংশপ্তকগণের যুদ্ধ — ভগদত্তবধ

(দ্বাদশ দিনের যুদ্ধ)

বর্ষাকালে স্ফীতসলিলা গঙ্গা ও সরযু যেমন বেগে মিলিত হয় সেইরূপ উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধে মিলিত হ'ল। অর্জুনকে আসতে দেখে সংশপ্তকগণ হুট্ট হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। অর্জুন সহাস্যে কৃষ্ণকে বললেন, দেবকীনন্দন, ত্রিগর্তভ্রাতারা আজ যুদ্ধে মরতে আসছে, তারা রোদন না করে হর্ষপ্রকাশ করছে।

অর্জুন মহারবে দেবদত্ত শপথ বাজালেন, তার শব্দে বিগ্রস্ত হয়ে সংশপ্তকবাহিনী কিছুক্ষণ পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল, তার পর দুই পক্ষ থেকে প্রবল শরবর্ষণ হ'তে লাগল। অর্জুনের শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে ত্রিগর্তসেনা ভগ্ন হ'ল। সুশর্মা বললেন, বীরগণ, ভয় নেই, পালিও না, তোমরা সকলের সমক্ষে ঘোর শপথ করেছ, এখন দুর্যোধনের সৈন্যদের কাছে ফিরে গিয়ে কি বলবে? পশ্চাৎপদ হ'লে লোকে আমাদের উপহাস করবে, অতএব সকলে যথাশক্তি যুদ্ধ কর। তখন সংশপ্তকগণ 'এবং নারায়ণী সেনা (১) মৃত্যুপণ করে পুনর্বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল।

অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই 'সংশপ্তকগণ জীবিত থাকতে রণভূমি ত্যাগ করবে না, তুমি ওদের দিকে রথ নিয়ে চল। কিছুক্ষণ বাণবর্ষণের পর অর্জুন দ্ব্যস্ত (২) অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন সহস্র সহস্র বিভিন্ন প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হ'ল, বিপক্ষ সৈন্যগণ বিমূঢ় হয়ে 'এই অর্জুন, এই গোবিন্দ' বলে পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল। অর্জুন সহাস্যে লালিত মালব মাবেল্লক ও ত্রিগর্ত যোদ্ধাদের নিপীড়িত করতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে অর্জুনের রথ অদৃশ্য হ'ল, তিনি নিহত হয়েছেন মনে করে শত্রুসৈন্যগণ সহর্ষে কোলাহল করে উঠল। অর্জুন বায়বাস্ত্র মোচন করলেন, প্রবল বায়ুপ্রবাহে সংশপ্তকগণ এবং তাদের হস্তী রথ অশ্ব প্রভৃতি শূন্য পত্রের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হ'ল। অর্জুন ক্ষিপ্ৰহস্তে তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য বধ করলেন। সংশপ্তকগণ বিনষ্ট হয়ে ইন্দ্রলোকে যেতে লাগল।

অর্জুন যখন প্রমত্ত হয়ে যুদ্ধ করছিলেন তখন দ্রোণ গরুড় বাদ্য রচনা

(১) কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দিয়েছিলেন। উদ্‌যোগপর্ব ২-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) দ্ব্যস্ত — বিম্বকর্ম।

ক'রে সৈন্যে যুদ্ধার্থীর প্রাতি ধাবিত হলেন। এই ব্যূহের মধ্যে স্বয়ং দ্রোণ, মস্তকে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা, নেত্রস্থলে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য, গ্রীবায়া কলিঙ্গ সিংহল প্রাচ্য প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা, দক্ষিণ পার্শ্বে ভূরিপ্রভা শল্য প্রভৃতি, বাম পার্শ্বে অবন্তদেশীয় বিন্দ অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও অশ্বখামা, পশ্চ-দেশে কলিঙ্গ অশ্বত্থ মাগধ পৌণ্ড্র গান্ধার প্রভৃতি সৈন্যগণ, পশ্চাদ্ভাগে পদ্রু জ্ঞাতি ও বান্ধব সহ কর্ণ, এবং বক্ষস্থলে জয়দ্রথ ভীমরথ নিষধরাজ প্রভৃতি রইলেন। রাজা ভগদত্ত এক সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে মাল্য ও শ্বেত ছত্রে শোভিত হয়ে ব্যূহ মধ্যে অবস্থান করলেন।

অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা ক'রে যুদ্ধার্থীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি এমন ব্যবস্থা কর যাতে আমি দ্রোণের হাতে না পড়ি। ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি জীবিত থাকতে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, দ্রোণকে আমি নিবারণ করব। ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখে দ্রোণ বিশেষ হত হইলেন না, তিনি প্রবল শরবর্ষণে যুদ্ধার্থীর সৈন্য বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরেই উভয় পক্ষ বিশৃঙ্খল হয়ে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধে রত হ'ল। যুদ্ধার্থীরকে রক্ষা করবার জন্য সত্যজিৎ দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু পরিশেষে নিহত হলেন। যুদ্ধার্থীর প্রস্তুত হয়ে তখনই দ্রুতবেগে স'রে গেলেন। পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারা দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাত্যকি চৌকিতান ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি দ্রোণের নিকট পরাস্ত হলেন, বিজয়ী কৌরবগণ পলায়মান পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে লাগলেন।

দুর্যোধন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পাণ্ডালগণ দ্রোণের শরাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দুর্মতি ভীম আমার সৈন্যে বৈষ্টিত হয়ে জগৎ দ্রোণময় দেখছে, আজ সে জীবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, এই মহাবীর ভীম জীবিত থাকতে রণস্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের সিংহনাদও সহিবেন না। দ্রোণ যেখানে আছেন আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত, নতুবা কোক (নেকড়ে বাঘ) এর দল যেমন মহাহস্তীকে বধ করে সেইরূপ পাণ্ডবরা দ্রোণকে বধ করবে। এই কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা দ্রোণকে রক্ষা করতে গেলেন।

দ্রোণের রথধ্বজের উপর কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু, ভীমসেনের ধ্বজে মহাসিংহ, যুদ্ধার্থীর ধ্বজে গ্রহগণান্বিত চন্দ্র ও শঙ্করায়মান দুই মৃদঙ্গ, নকুলের ধ্বজে একটি ভীষণ শরভ, এবং সহদেবের ধ্বজে রজতময়

হংস ছিল। যে হস্তীতে চড়ে ইন্দ্র দৈত্যদানব জয় করেছিলেন, সেই হস্তীর বংশধরের পৃষ্ঠে চড়ে ভগদত্ত ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন। পাণ্ডাল সৈন্য সহ যুদ্ধার্থীর তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ নিহত হলেন, পাণ্ডালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল।

হস্তীর গর্জন শুনে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের শব্দ, এই হস্তী অস্ত্রের আঘাত এবং অগ্নির স্পর্শও সহিতে পারে, সে আজ সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করবে। তুমি সত্ত্বর ভগদত্তের কাছে রথ নিয়ে চল, তাঁকে আজ আমি ইন্দ্রের অতিথি করে পাঠাব। অর্জুন যাত্রা করলে চোন্দ হাজার সংশপ্তক মহারথ এবং দশ হাজার ত্রিগর্ত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্য সহ তাঁর অনুসরণ করলেন। দুর্যোধন ও কর্ণের উদ্ভাবিত এই কৌশলে অর্জুন সংশ্রাপন হয়ে ভাবতে লাগলেন, সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, না যুদ্ধার্থীরকে রক্ষা করতে যাব? তিনি সংশপ্তকগণকে বধ করাই উচিত মনে করলেন, এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে তাদের প্রায় নিঃশেষ করে ফেললেন। তার পর তিনি কৃষ্ণকে বললেন, ভগদত্তের কাছে চল।

ত্রিগর্তরাজ দ্রুপদ ও তাঁর ভ্রাতারা অর্জুনের অনুসরণ করছিলেন। অর্জুন শরবর্ষণ করে দ্রুপদকে নিরস্ত এবং তাঁর ভ্রাতাদের বিনষ্ট করলেন। তার পর গজারোহী ভগদত্তের সঙ্গে রথারোহী অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণ অর্জুনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত তাঁর হস্তীকে চালিত করলেন, কৃষ্ণ সত্ত্বর দক্ষিণ পার্শ্বে রথ সরিয়ে নিলেন। যুদ্ধধর্ম স্মরণ করে অর্জুন বাহনসমেত ভগদত্তকে পিছন থেকে মারতে ইচ্ছা করলেন না।

অর্জুনের শরাঘাতে ভগদত্তের হস্তীর বর্ম ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হ'ল। ভগদত্ত মন্দ্রপাঠ করে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণ সেই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈষ্ণবাস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হয়ে কৃষ্ণের বক্ষে লগ্ন হ'ল। অর্জুন দঃখিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি বলেছিলে যে যুদ্ধ করবে না, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রাখলে না। আমি সতর্ক ও অস্ত্রনিবারণে সমর্থ থাকতে তোমার এমন করা উচিত হয় নি।

কৃষ্ণ বললেন, একটি গুহ্য কথা বলছি শোন। আমি চার মূর্তিতে বিভক্ত হয়ে লোকের হিতসাধন করি। আমার এক মূর্তি তপস্যা করে, দ্বিতীয় মূর্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম দেখে, তৃতীয় মূর্তি মনুষ্যালোকে কর্ম করে, এবং চতুর্থ মূর্তি সহস্র বৎসর শয়ন করে নির্দ্রিত থাকে। সহস্র বৎসরের অস্তে

আমার চতুর্থ মর্তি গাত্রোথান করে যোগ্য ব্যক্তিদের বর দেয়। সেই সময়ে পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নরককে আমি বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলাম। প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসুরের কাছ থেকে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন। জগতে এই অস্ত্রের অবশ্য কেউ নেই, তোমার রক্ষার নিমিত্তই আমি বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করে মাঝে পরিবর্তিত করেছি। ভগদত্ত পরমাস্ত্রহীন হয়েছেন, এখন ওই মহাসুরকে বধ কর।

অর্জুন নারাচ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তী আতর্নাদ করে নিহত হ'ল। অর্জুন তখনই অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন, ভগদত্ত প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলেন। তার পর অর্জুন রণস্থলের দক্ষিণ দিকে গেলেন, শকুনির ভ্রাতা বৃষক ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অর্জুন একই শরে দু'জনকে বধ করলেন। বহুমায়াবিশারদ শকুনি মায়া দ্বারা কৃষ্ণাৰ্জুনকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অর্জুনের শরবর্ষণে সকল মায়া দূরীভূত হ'ল, শকুনি ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন।

দ্রোণের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির অস্ত্রভূত যুদ্ধ হ'তে লাগল। অশ্বখামা নীল রাজার মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদ্ভিষ্ট হয়ে অর্জুনের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যিনি তখন অবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণসৈন্য বিনাশ করছিলেন। ভীমসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দ্রোণ কর্ণ দূর্বোধন ও অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন দেখে সাত্যকি নকুল সহদেব প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। পাণ্ডববীরগণকে আরও স্বরান্বিত করবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, এই সময়। তখন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। দ্রোণ শত শত বাণে চোদি পাণ্ডাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। এমন সময় অর্জুন সংশপ্তকগণকে জয় করে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন। যদুগান্তকালে উদ্ভিত ধূমকেতু যেমন সর্বভূত দহন করে, অর্জুনের অস্ত্রের তেজে সেইরূপ কুরুসৈন্য দগ্ধ হ'তে লাগল। তাদের হাহাকার শুনে কর্ণ আনেন্যাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, অর্জুন তা শরাঘাতে নিবারিত করে কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করলেন। ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের ঋগ্‌গাঘাতে কর্ণপক্ষের পনর জন যোদ্ধা, চন্দ্রবর্মী ও নিষধরাজ বহুৎক্ষণ নিহত হলেন।

তার পর সূর্য অস্তাচলে গেলেন, উভয় পক্ষ ক্লান্ত ও রুদ্ধিরাক্ত হয়ে পরস্পরকে দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন।

॥ অভিমন্যুবধপৰ্বাধ্যায় ॥

৬। অভিমন্যুবধ

(দ্বয়োদশ দিনের যুদ্ধ)

অভিমন্যু দুর্যোধন ক্ষুণ্ণ হয়ে দ্রোণকে বললেন, ম্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি নিশ্চয় মনে করেন যে আমরা বধের যোগ্য, তাই আজ যুদ্ধার্থীকে পেয়েও ধরলেন না। আপনি প্রীতি হয়ে আমাকে বর দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। সাধু লোকে কখনও ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না। দ্রোণ লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলেন, আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু তুমি তা বন্ধ করতে পার না। বিশ্বস্বস্তী গোবিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জুন যার সেনানী, সে পক্ষের বল চন্দ্রবক মহাদেব ভিন্ন আর কে অতিক্রম করতে পারেন? সত্য বলছি, আজ আমি পান্ডবদের কোনও মহারথকে নিপাতিত করব। আমি এমন বাহু রচনা করব যা দিব্যতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরিয়ে রেখো।

পরদিন সংশ্লিষ্টকগণ দক্ষিণ দিকে গিয়ে পুনর্বার অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে নিরত হলেন। দ্রোণ চক্রবাহু নির্মাণ করে তেজস্বী রাজপুত্রগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন। তাঁরা একজোই রক্ত বসন, রক্ত ভূষণ ও রক্ত পতাকায় শোভিত হলেন এবং মালাধারণ করে অগুরুচন্দনে চর্চিত হয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্যুণ এই দশ সহস্র যোদ্ধার অগ্রবর্তী হলেন। কৌরবসেনার যুদ্ধে দুর্যোধন কর্ণ কৃপ ও দ্রুপদাশন, এবং সমুদ্রতীরে সেনাপতি দ্রোণ, শিখান্দ্রাজ প্রমুখ, অশ্বত্থামা, ধৃতরাষ্ট্রের গ্রিহ জন পুত্র, শকুনি, শল্য ও ভীষ্মপ্রবা রইলেন।

দ্রোণকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না এই স্থির করে যুদ্ধার্থীরা অভিমন্যুর উপর অত্যন্ত গুরুভার অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, যুদ্ধে অর্জুন ফিরে এসে যাতে আমাদের নিন্দা না করেন এমন কার্য কর। আমরা চক্রবাহু ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অর্জুন কৃষ্ণ প্রদীপ্ত আর তুমি— এই চার জন চক্রবাহু ভেদ করতে পার। তোমার পিতৃগণ মাতুলগণ এবং সমস্ত সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোণের চক্রবাহু ভেদ কর।

অভিমন্যু বললেন, পিতৃগণের জয়কামনায় আমি অবিলম্বে দ্রোণের বাহু-মধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু পিতা আমাকে প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন, যদি

কোনও বিপদ হয় তবে ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে আমি পারব না। যুদ্ধাধিপতির বললেন, বৎস, তুমি ব্যূহ ভেদ করে আমাদের জন্য স্বেচ্ছা করে দাও, আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে তোমাকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, বৎস, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি ও আমি তোমার অনুসরণ করব, পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারাও যাবেন, তুমি একবার ব্যূহ ভেদ করলে আমরা বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের বধ করে ব্যূহ বিধ্বস্ত করব। অভিমন্যু বললেন, পতঙ্গ যেমন জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, আমি সেইরূপ দর্শন দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করব। সকলেই দেখতে পাবে, বালক হ'লেও আমি সংগ্রামে দলে দলে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করব।

যুদ্ধাধিপতির আশীর্বাদ করলেন। অভিমন্যু তাঁর সারথিকে বললেন, সন্নিহিত, তুমি দ্রোণসৈন্যের দিকে শীঘ্র রথ নিয়ে চল। সারথি বললে, অয়্যুজ্ঞান, পাণ্ডবগণ আপনার উপর গদরুড়ার দিয়েছেন, আপনি বিবেচনা করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিশারদ পরিশ্রমী কৃতী যোদ্ধা, আর আপনি সুখে পালিত, যুদ্ধেও অনভিজ্ঞ। অভিমন্যু সহাস্যে বললেন, সারথি, দ্রোণ ও সমগ্র ক্রমশঃডলকে আমি ভয় করি না, ঐরাবতে আরুঢ় ইন্দ্রের সঙ্গেও আমি যুদ্ধ করতে পারি। বিশ্বজয়ী মাতুল কৃষ্ণ বা পিতা অর্জুন যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন তথাপি আমি ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব করো না, অগ্রসর হও। তখন সারথি সন্নিহিত অপ্রসন্নমনে রথের অশ্বদের দ্রুতবেগে চালনা করলে, পাণ্ডবগণ পিছনে চললেন। সিংহাশিত্র যেমন হস্তিদলের প্রতি ধাবিত হয়, অভিমন্যু সেইরূপ দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের প্রতি ধাবিত হলেন। তিনি অল্প দূর গেলেই দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

দ্রোণের সমক্ষেই অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে গেলেন এবং কুরুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুকে বাধা দিতে এলেন। দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি শরবর্ষণ করে অভিমন্যুকে আচ্ছন্ন করলেন। অভিমন্যুর শরাঘাতে শল্য মর্ছিত হয়ে রথের উপর বসে পড়লেন, কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যের ভ্রাতা অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হলেন।

দ্রোণ হৃষ্ট হয়ে উৎফুল্লনয়নে কৃপকে বললেন, এই সদ্ভদ্রানন্দন অভিমন্যু আজ যুদ্ধাধিপতির দিকে আনন্দিত করবে। এর তুল্য ধনুর্ধর আর কেউ আছে এমন মনে হয় না, এ ইচ্ছা করলেই আমাদের সেনা সংহার করতে পারে, কিন্তু কোনও কারণে তা করছে না। দ্রোণের এই কথায় দুর্যোধন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ

দৃশ্যশাসন শল্য প্রভৃতিকে বললেন, সকল ক্ষত্রিয়ের আচার্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ দ্রোণ অর্জুনের ওই মৃদু পদকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, শিষ্যের পদে ব'লে ওকে রক্ষা করতে চান। বীরগণ, আপনারা ওকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না। দৃশ্যশাসন বললেন, আমিই ওকে মারব।

দৃশ্যশাসনকে দেখে অভিমন্যু বললেন, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী নিষ্ঠুর কটুভাষী বীরকে যুদ্ধে দেখছি। মর্খ, তুমি দ্যুতসভায় জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে কটুবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে ক্রোধিত করেছিলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগের জন্য আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্তি দিয়ে পাণ্ডবগণের ও দ্রোপদীর নিকট ঋণমুক্ত হব। এই ব'লে অভিমন্যু দৃশ্যশাসনকে শরাঘাত করলেন। দৃশ্যশাসন মর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর সারথি তাঁকে সম্বর রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা অভিমন্যুকে দেখে সিংহনাদ করে দ্রোণের সৈন্যগণকে আক্রমণ করলেন।

তার পর কর্ণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অভিমন্যু কর্ণের এক দ্রাতার শিরশ্ছেদন করলেন এবং কর্ণকেও শরাঘাতে নিপীড়িত করে রণভূমি থেকে দূর করলেন। অভিমন্যুর শরবর্ষণ বিশাল কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল, যোদ্ধারা পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভিন্ন আর কেউ রইলেন না। দ্রোপদীহরণের পর ভীমের হস্তে নিগ্হীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের আরাধনা করে এই বর পেয়েছিলেন যে অর্জুন ভিন্ন অন্য চার জন পাণ্ডবকে তিনি যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন।

জয়দ্রথ শরবর্ষণ করে সাতার্কি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী এবং যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতিকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। অভিমন্যু ব্যূহপ্রবেশের যে পথ করেছিলেন জয়দ্রথ তা রুদ্ধ করে দিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা দ্রোণসৈন্য ভেদ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাঁদের বাধা দিলেন। কুরুসৈন্যে বেষ্টিত হয়ে অভিমন্যু একাকী দারুণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপদে রুক্মিরথ ও দুর্যোধনপদে লক্ষ্মণ অভিমন্যুর হস্তে নিহত হলেন।

প্রিয় পদের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধন স্বপক্ষের বীরগণকে উচ্চস্বরে বললেন, আপনারা অভিমন্যুকে বধ করুন। তখন দ্রোণ, কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বৃহদবল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্টিত করলেন। কোশলরাজ বৃহদবল এবং আরও অনেক যোদ্ধা অভিমন্যুর বাণে নিহত হলেন। দ্রোণ বললেন, কুমার অভিমন্যু তার পিতার ন্যায় সর্ব দিকে দ্রুত বিচরণ করে এত ক্ষিপ্রহস্তে

শর সন্ধান ও মোচন করছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধনুই দেখা যাচ্ছে। সুভদ্রানন্দনের শরক্ষেপণে আমার প্রাণসংশয় আর মোহ হ'লেও আমি অতিশয় আনন্দলাভ করছি, অর্জুনের সঙ্গে এর প্রভেদ দেখছি না।

কর্ণ শরাহত হয়ে দ্রোণকে বললেন, রণস্থলে থাকা আমার কর্তব্য, শত্রু এই কারণে অভিমন্যু কর্তৃক নিপীড়িত হয়েও আমি এখানে রয়েছি। মৃদু হাস্য করে দ্রোণ বললেন, অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য, আমিই ওর পিতাকে কবচধারণের প্রণালী শিখিয়েছিলাম। মহাধনুধর কর্ণ, যদি পার তো ওর ধনু ছিন্ন কর, অশ্ব সারথি বিনষ্ট কর, তার পর পশ্চাৎ থেকে ওকে প্রহার কর। যদি বধ করতে চাও তবে ওকে রথহীন ও ধনুহীন কর।

দ্রোণের উপদেশ অনুসারে কর্ণ পিছন থেকে অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বখামা দূর্ধ্বাধন ও শকুনি নিক্ষেপণ করে রথচ্যুত বালক অভিমন্যুর উপর শরাঘাত করতে লাগলেন। অভিমন্যু খড়্গ ও চর্ম নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্রোণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে অভিমন্যুর খড়্গের মূর্ধ্বি কেটে ফেললেন। অভিমন্যু চক্র নিয়ে ধাবিত হলেন, বিপক্ষ বীরগণের শরাঘাতে তাও ছিন্ন হ'ল। তখন তিনি গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে দৃশ্যশাসনের পুত্র অভিমন্যুর মস্তকে গদাঘাত করলেন, অভিমন্যু অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

জগৎ তাপিত করে সূর্য যেমন অস্তে যান সেইরূপ কোরবসেনা নিপীড়িত করে অভিমন্যু প্রাণশূন্যদেহে ভূপতিত হলেন। গগনচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় তাঁকে নিপতিত দেখে গগনচারিগণ বিলাপ করতে লাগলেন। পলায়মান পাণ্ডব-সৈন্যগণকে যুদ্ধাশ্রিত বললেন, বীর অভিমন্যু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন নি, তিনি স্বর্গে গেছেন। তোমরা স্থির হও, ভয় দর কর, আমরা যুদ্ধে শত্রুদের জয় করব। কৃষ্ণার্জুনের তুল্য যোদ্ধা অভিমন্যু দশ সহস্র শত্রুসৈন্য ও মহাবল বৃহদ-বলকে বধ করে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। তার পর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হ'লে শোকমগ্ন পাণ্ডবগণ এবং বুদ্ধিমান কোরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রকে অভিমন্যুবধের বৃত্তান্ত শুনিয়ে সজ্জ বললেন, মহারাজ, দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি ছ জন মহারথ একজনকে নিপাতিত করলেন—এ আমরা ধর্মসংগত মনে করি না।

৭। যদৃধিষ্ঠির-সকাশে ব্যাস — মৃত্যুর উপাখ্যান

অভিমন্যুর শোকে যদৃধিষ্ঠির বিলাপ করতে লাগলেন — কেশরী যেমন গোমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ অভিমন্যু আমার প্রিয়কাৰ্য্য করবার জন্য দ্রোণবৃদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মহাধনুর্ধর দূর্ধৰ শত্রুগণকে পরাস্ত করে দ্রোণসৈন্য-সাগর উত্তীর্ণ হয়ে পরিশেষে সে দংশাসনপুত্রের হাতে নিহত হ'ল। হা, হৃষীকেশ আর ধনঞ্জয়কে আমি কি বলব? নিজের প্রিয়সাধন ও জয়লাভের জন্য আমি সদ্ভদ্রা অর্জুন ও কেশবের অপ্রিয় কাৰ্য্য করেছি। বালকের স্থান ভোজনে গমনে শয়নে ও ভূষণে সর্বাগ্রে, কিন্তু তাকে আমরা যদৃশেই অগ্রবর্তী করেছিলাম। অর্জুনপুত্রের এই মৃত্যুর পর জয়লাভ রাজ্যলাভ অমরত্ব বা দেবলোকে বাস কিছই আমার প্রীতিকর হবে না।

এই সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণম্বপায়ন ব্যাস যদৃধিষ্ঠিরের নিকটে এলেন। তিনি বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমার তুল্য লোকের বিপদে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। পদ্রুদ্রশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু যা করেছেন তা বালকে পারে না, তিনি বহু শত্রু বধ করে স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধৰ্ব সকলেই মৃত্যুর অধীন, এই বিধান অতিক্রম করা যায় না। যদৃধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মৃত্যু কেন হয় তা বলুন। ব্যাসদেব বললেন, পদ্রাকালে অকম্পন রাজাকে নারদ যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শোন।

সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন, হরি নামে তাঁর একটি অম্রাবিশারদ মেধাবী বলবান পুত্র ছিল। এই রাজপুত্র যদৃশে নিহত হ'লে অকম্পন সর্বদা শোকাবিস্ট হয়ে থাকতেন। তাঁকে সান্ধ্বনা দেবার জন্য দেবর্ষি নারদ এই পদ্রশোকনাশক আখ্যান বলেছিলেন।—

প্রাণিসৃষ্টির পর ব্রহ্মা ভাবতে লাগলেন, এদের সংহার কোন উপায়ে হবে। তখন তাঁর ক্রোধপ্রভাবে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে চরাচর সর্ব জগৎ দগ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণের হিতকামনায় মহাদেব ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, পুত্র, তুমি আমার সংকল্পজাত, কি চাও বল। মহাদেব বললেন, প্রভু, আপনার সৃষ্ট প্রজাবর্গ আপনার ক্রোধেই দগ্ধ হচ্ছে, আপনি প্রসন্ন হ'ন। ব্রহ্মা বললেন, আমি অকারণে ক্রুদ্ধ হই নি, দেবী পৃথিবী ভারে আত' হয়ে প্রাণিসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, কোনও উপায় খুঁজে না

পাওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মেছিল। মহাদেবের প্রার্থনায় এহু তঁর ক্রোধজাত অগ্নি স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল ইন্দ্রিয়স্বার থেকে এক পিঙ্গল-বর্ণা রক্তাননা রক্তনয়না স্বর্ণকুণ্ডলধারিণী নারী আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, মৃত্যু, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণী সংহার কর।

সরোদনে কৃতাজলি হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভু, আমি নারী রূপে সৃষ্ট হয়ে কি করে এই রূর কর্ম করব? আমি যাকে মারব তার আত্মীয়রা আমার অনিষ্ট-চিন্তা করবে, আমি তা ভয় করি। লোকে যখন বিলাপ করবে তখন আমি তাদের প্রিয় প্রাণ হরণ করতে পারব না; আপনি অধর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা বললেন, তুমি বিচার করো না, আমার আদেশে সকল প্রাণী সংহার কর, তুমি জগতে অনিন্দিতা হবে।

মৃত্যু সম্মত হলেন না, ধেনুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভু, সুস্থ প্রাণীকে আমি হত্যা করতে চাই না, আমি আতঁ ভীত ও নিরপরাধ, আমাকে অভয় দিন। ব্রহ্মা বললেন, কল্যাণী, তোমার অধর্ম হবে না, তুমি সকল প্রাণী সংহার করতে থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পবিত্র রাখবেন, লোকপাল যম তোমার সহায় হবেন, ব্যাধি সকলও তোমাকে সাহায্য করবে। আমার ও দেবগণের বরে তুমি নিষ্পাপ হয়ে খ্যাতিলাভ করবে। মৃত্যু বললেন, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য, কিন্তু লোভ ক্রোধ অসুয়া দ্রোহ মোহ অলজ্ঞা ও পরুষ আচরণ — এই সকল দোষে দেহ বিম্ব হ'লেই আমি সংহার করব। ব্রহ্মা বললেন, মৃত্যু, তাই হবে, তোমার অশ্রুবিবন্দ আমার হাতে পড়েছিল, তাই ব্যাধি হয়ে প্রাণিদের বধ করবে, তোমার অধর্ম হবে না।

তার পর নারদ অকম্পনকে বললেন, মহারাজ, ব্রহ্মার আজ্ঞায় মৃত্যুদেবী অনাসক্তভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হরণ করেন, অতএব তুমি নিষ্পল শোক করো না। জীব পরলোকে গেলে ইন্দ্রিয়সকল সুক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে, কর্মক্ষয় হ'লে আবার অন্য শরীর আশ্রয় করে মর্ত্যে আসে। প্রাণবান দেহ ভেদ করে বহির্গত হ'লে আর ফিরে আসে না। তোমার পুত্র স্বর্গ লাভ করে বীরলোকে আনন্দে আছে, মর্ত্যের দূঃখ ত্যাগ করে স্বর্গে পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

৮। সদ্বর্ণষ্ঠীবীর উপাখ্যান

মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর যদুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে পুণ্যকর্মা ইন্দ্রতুল্যবিক্রমশালী নিষ্পাপ সত্যবাদী রাজর্ষিদের কথা বলুন। ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন।—

একদিন দেবর্ষি নারদ ও পর্বত তাঁদের সখা শ্বিত্যপুত্র রাজা সৃঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা সুখে উপবিষ্ট হ'লে একটি শূচিচর্মিতা বরবর্ণিনী কন্যা তাঁদের কাছে এলেন। পর্বত ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, এই চণ্ডল-নয়না সর্বলক্ষণযুক্তা কন্যাটি কার? এ কি সূর্যের দীপ্তি, না অগ্নির শিখা, না স্ত্রী হুঁী কীর্তি ধৃতি পুষ্টি সিঁথি, কিংবা চন্দ্রমার প্রভা? সৃঞ্জয় বললেন, এ আমারই কন্যা। নারদ বললেন, রাজা, যদি সূর্যমহৎ শ্রেয় লাভ করতে চাও তবে এই কন্যাটিকে ভার্য্যরূপে আমাকে দাও। তখন পর্বত ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে বললেন, আমি পূর্বে যাকে মনে মনে বরণ করেছি তাকেই তুমি চাচ্ছ! ব্রাহ্মণ, তুমি আর নিজের ইচ্ছানুসারে স্বর্গে যেতে পারবে না। নারদ বললেন, মন্তপাঠাদির দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, সন্তপদীগমনেই সম্পূর্ণ হয়। এই কন্যা আমার ভার্য্য হবার পূর্বেই তুমি আমাকে শাপ দিলে, অতএব তুমিও আমার সঙ্গে ভিন্ন স্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পর অভিষাপের পর নারদ ও পর্বত সৃঞ্জয়ের নিকটেই বাস করতে লাগলেন।

রাজা সৃঞ্জয় তপস্যাপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করে বর চাইলেন, যেন তাঁর গৃণবান যশস্বী কীর্তিমান তেজস্বী ও শত্রুনাশন পুত্র হয়। বর পেয়ে যথাকালে তাঁর একটি পুত্র হ'ল। এই পুত্রের মূত্র পুরীষ ক্লেদ ও স্বেদ সদ্বর্ণময়, সেজন্য তার নাম হ'ল সদ্বর্ণষ্ঠীবী। রাজা ইচ্ছামত সকল বস্তু স্বর্গে রূপান্তরিত করাতে লাগলেন, কালক্রমে তাঁর গৃহ প্রাকার দুর্গ ব্রাহ্মণাবাস গম্যা আসন যান স্থালী প্রভৃতি সবই স্বর্ণময় হল। এক দল দস্যু লুপ্ত হয়ে স্বর্গের আকরস্বরূপ রাজপুত্রকে হরণ করে বনে নিয়ে গেল। তারা সদ্বর্ণষ্ঠীবীকে কেটে খণ্ড খণ্ড করলে, কিন্তু তাদের কোনও অর্থলাভ হ'ল না। রাজপুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ধন লুপ্ত হ'ল, মূখ্যদস্যুরাও বদ্বিধ্রুত হয়ে পরস্পরকে বধ করে নরকে গেল।

সৃঞ্জয় রাজা পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। নারদ তাঁকে বললেন, আমরা ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ তোমার গৃহে বাস করছি, আর তুমি

কাম্য বিষয়ের ভোগে অতৃপ্ত থেকেই মরবে! যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান আর তপস্যায় যারা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন বহু রাজার মৃত্যু হয়েছে, অতএব অযজ্ঞকারী অদাতা পুত্রের মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। তার পর নারদ উদাহরণ স্বরূপ এই ষোল জন মহাত্মার কথা বললেন।—

রাজর্ষি মরুত, যার ভবনে দেবতারা পরিবেশন করতেন। রাজা সুহোত্র, যার জন্য পর্জন্যদেব হিরণ্য বর্ষণ করতেন। পুত্রের পুত্র জনমেজয়, যিনি প্রতি বার যজ্ঞকালে দশ সহস্র স্বর্ণভূষিত হস্তী, বহু সহস্র সাংস্কারা কন্যা এবং কোটি বৃষ দক্ষিণা দিতেন। উশীনরপুত্র শিবি, যার যজ্ঞে দধিদ্রুগন্ধের মহাহৃদ এবং শব্দ্র অম্বের পর্বত থাকত। দশরথপুত্র রাম, যিনি সুদাসপুরের অবধ্য দেবব্রাহ্মণের কণ্টক রাবণকে বধ এবং এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করে প্রজাদের নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। ভগীরথ, যাকে সমুদ্রগামিনী গঙ্গা পিতা বলে স্বীকার করেছিলেন। দিলীপ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে বসুধা দান করেছিলেন এবং যার ভবনে বেদপাঠধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ, এবং ‘পান-ভোজন কর’ এই শব্দ কখনও থামত না। যদুনাম্বেশ্বর পুত্র মাধ্বাতা, যিনি আসমুদ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান করে পুণ্যলোকে গিয়েছিলেন। নহুষের পুত্র যযাতি, যিনি বহুবিশ্ব যজ্ঞ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্বর্গোদ্যানে বিহার করতেন। নাভাগের পুত্র অশ্বরীষ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাম্বরূপ কোষ ও সৈন্য সহ শত সহস্র রাজ্য দান করেছিলেন। রাজা শশবিন্দু, যার অশ্বমেধ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ তেরটা খাদ্যের পর্বত প্রস্তুত হয়েছিল। অমর্ত্যরয়ার পুত্র গয়, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে মণিকঙ্করে খচিত স্বর্ণময় পৃথিবী নির্মাণ করে ব্রাহ্মণগণকে দান করতেন এবং অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহ্মসরোবরের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। সংকুতের পুত্র রন্তিদেব, যার দু লক্ষ পাচক ছিল, যার কাছে পশুর দল স্বর্গলাভের জন্য নিজেরাই আসত, যার গৃহে অতিথি এলে একুশ হাজার বৃষ হত্যা করা হত, কিন্তু তাতেও পর্ষান্ত হত না, ভোজনের সময় পাচকরা বলত, আজ ঋগ্বেদ কম, আপনারা বেশী করে সুপ (দাল) খান। দ্রুমন্তের পুত্র ভরত, যিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং যমুনা সরস্বতী ও গঙ্গার তীরে বহু সহস্র যজ্ঞ করেছিলেন। বেণ রাজার পুত্র পৃথু, যার আজ্ঞায় পৃথিবীকে দোহন করে বৃক্ষ পর্বত দেবাসুর মনুষ্য প্রভৃতি অভীষ্ট বিষয় লাভ করেছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই মরেছেন। জমদগ্নিপুত্র পরশুরামও মরবেন, যিনি একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষাণ্য করেছিলেন এবং কশ্যপকে সন্তস্বীপা বসুমতী দান করে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন।

নারদ সৃষ্টিয়কে বললেন, আমার কথা তুমি শুনলে কি? না শূদ্রার ব্রাহ্মণ পতি শ্রাস্থ করলে যেমন নিষ্ফল হয়, আমার বাক্যও সেইরূপ নিষ্ফল হ'ল? সৃষ্টিয় করজোড়ে বললেন, সূর্যের কিরণে যেমন অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আপনার আখ্যান শুন্যে আমার পদ্রশোক দূর হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভীষ্ট বর চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। সৃষ্টিয় বললেন, ভগবান, আপনি প্রসন্ন হয়েছেন তাতেই আমি হৃষ্ট হয়েছি। নারদ বললেন, তোমার পদ্র দস্যুহস্তে বৃথা নিহত হয়েছে, তাকে কষ্টময় নরক থেকে উদ্ধার ক'রে তোমাকে দান করছি। তখন নারদের বরে সূর্যবর্ষীবী পদ্রজীবিত হ'ল।

উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বললেন, সৃষ্টিয়ের পদ্র বালক, সে ভয়াত ও যুদ্ধে অক্ষম ছিল, কৃতকর্মী না হয়ে যজ্ঞ না ক'রে নিঃসন্তান অবস্থায় মরেছিল, এজন্যই সে পদ্রজীবন পেয়েছিল। কিন্তু অভিমন্যু মহাবীর ও কৃতকর্মী, তিনি বহু সহস্র শত্রুকে সন্তপ্ত ক'রে সম্মুখ সমরে নিহত হয়ে অক্ষয় স্বর্গলোকে গেছেন, সেখান থেকে কেউ মর্ত্যে আসতে চায় না। অতএব অর্জুনের পদ্রকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তিনি অমৃতকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করছেন, তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। মহারাজ, তুমি ধৈর্য ধারণ ক'রে শত্রু জয় কর। এই বলে ব্যাস চলে গেলেন।

॥ প্রতিজ্ঞাপর্বাদ্যায় ॥

৯। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা

সেইদিন সায়াহ্নকালে দ্রুপদ্র পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'লে অর্জুন সংশ্লিপ্তকগণকে বধ ক'রে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। তিনি যেতে যেতে সাশ্রুদ্রকণ্ঠে বললেন, কেশব, আমার হৃদয় র্ত্ত হছে কেন? আমি কখন বলতে পারছি না, শরীর অবসন্ন হছে, বহু অশুভ লক্ষণ দেখছি। আমার ভ্রাতারা কুশলে আছেন তো? কৃষ্ণ বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না, তাঁরা ভালই আছেন, হয়তো সামান্য কিছু অনিষ্ট হয়ে থাকবে।

নিরানন্দ আলোকহীন শিবিরে উপস্থিত হয়ে অর্জুন দেখলেন, মাংগলিক বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধ্বনি হছে না, ভ্রাতারা যেন অচেতন হয়ে রয়েছেন। উদ্বেগিত হয়ে অর্জুন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে স্কানমুখে রয়েছেন,

অভিমন্যুকে দেখছি না। শুনছি দ্রোণ চক্রবাহু রচনা করেছিলেন, অভিমন্যু ভিন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে আমি প্রবেশ করতেই শিখিয়েছি, নিগমের প্রণালী শেখাই নি। বাদ্যযন্ত্রে প্রবেশ করে অভিমন্যু কি নিহত হয়েছে? সুভদ্রার প্রিয় পুত্র, দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও আমার স্নেহভাজন অভিমন্যুকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কুণ্ডিত, চক্ষু হরিণ-শাবকের ন্যায়, দেহ নব-শাল তরুর ন্যায়; যে সর্বদা স্মিতমুখে কথা বলে, গুরুজনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়স্কের ন্যায় কার্য করে; যে যুদ্ধে প্রথম প্রহার করে না, অধীরও হয় না, যে মহারথ বলে গণ্য, যার বিক্রম আমার চেয়ে অর্ধ গুণ অধিক, যে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন ও আমার প্রিয় শিষ্য, সেই পুত্রকে যদি দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে যাব। হা পুত্র, আমি ভাগ্যহীন তাই তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার তৃপ্তি হ'ত না। যম তোমাকে সবলে নিয়ে গেছেন, তুমি দেবগণের প্রিয় অতিথি হয়েছে।

তার পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, অভিমন্যু শত্রুনিপীড়ন করে সম্মুখ যুদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তো? কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির বাণে কাতর হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে—যদি পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! সেই অবস্থায় নৃশংসগণ তাকে নিপাতিত করেছে। অথবা, যে আমার পুত্র, কৃষ্ণের ভাগিনেয়, সুভদ্রার গর্ভজাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে না দেখে সুভদ্রা আর দ্রৌপদী কি বলবেন, আমিই বা তাঁদের কি বলব? আমার হৃদয় নিশ্চয় বজ্রসারময়, শোকাক্ত। বধু উত্তরার রোদনেও তা বিদীর্ণ হবে না। আমি গর্বিত ধাতু-রাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শুনছিলাম, কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে বলতে শুনছেন—অমরজ্ঞ মহারথগণ, অর্জুনের পরিবর্তে একটি বালককে বধ করে চিৎকার করছে কেন?

পুত্রশোকাক্ত অর্জুনকে ধরে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, ক্ষান্ত হও, সকল ক্ষয়িষ বীরেরই এই পন্থা, অভিমন্যু পুণ্যার্জিতলোকে গেছেন তাতে সংশয় নেই। সকল বীরেরই এই আকাঙ্ক্ষা—যেন সম্মুখ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ, তোমাকে শোকাবিস্ট দেখে তোমার ভ্রাতারা, এই রাজারা, এবং সুহৃদগণ সকলেই কাতর হয়েছেন। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে এঁদের আশ্বস্ত কর। যা জ্ঞাতব্য তা তুমি জান, অতএব শোক করো না।

গদগদকণ্ঠে অর্জুন ভ্রাতাদের বললেন, অভিমন্যুর মৃত্যু কি করে হ'ল শুনতে ইচ্ছা করি। আপনারা রথারোহী হয়ে শরবর্ষণ করছিলেন, শত্রুরা অন্যান্য

যদুম্বে কি করে তাকে বধ করলে? হা, আপনাদের পৌরুষ নেই, পরাক্রমও নেই। আমারই দোষ, তাই দুর্বল ভীরু অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ আপনাদের উপর ভার দিয়ে অন্যত্র গিয়েছিলাম। আপনাদের বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র অলংকারমাত্র, সভায় যে বীরত্ব প্রকাশ করতেন তাও কেবল মদুখের কথা, তাই আমার পুত্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। এই বলে অর্জুন অশ্রুপূর্ণমুখে অসিকামুদকহস্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, তুমি সংশ্লিষ্টকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে দ্রোণ তাঁর সৈন্য ব্যাহুবন্ধ করে আমাদের নিপীড়িত করতে লাগলেন। নিরুপায় হয়ে আমরা অভিমন্যুকে বললাম, বৎস, তুমি দ্রোণের সৈন্য ভেদ কর। যে পথে সে ব্যাহুমধ্যে প্রবেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইচ্ছায় আমরা তার অনুসরণ করলাম, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবারণ করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কণ অশ্বত্থামা বৃহদবল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী অভিমন্যুকে বেষ্টিত করলেন। বালক অভিমন্যু যথাসক্তি যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁর রথ নষ্ট হ'ল, তখন দংশাসনের পুত্র তাঁকে হত্যা করলে। অভিমন্যু বহু সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ধ্বংস করে এবং বহু বীর ও রাজা বৃহদবলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গেছেন।

অর্জুন 'হা পুত্র' বলে ভূপাতিত হলেন, তার পর সংজ্ঞা লাভ করে জ্বররোগীর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত ঘষে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জয়দ্রথ যদি ভয় পেয়ে দুর্যোধনাদিকে ত্যাগ করে না পালায় তবে কালই তাকে বধ করব। সে যদি আমার বা কৃষ্ণের বা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন না হয় তবে কালই তাকে বধ করব। যদি কাল তাকে নিহত করতে না পারি তবে যে নরকে মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা যায়, গুরুপত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভুতপূর্বা স্ত্রীর নিন্দাকারী, গোহন্তা, এবং ব্রাহ্মণহন্তা যায়, সেই নরকে আমি যাব। যে লোক পা দিয়ে ব্রাহ্মণ গো বা অগ্নি স্পর্শ করে, জলে মল মূত্র শ্লেষ্মা ত্যাগ করে, নগ্ন হয়ে স্নান করে, অতিথিকে আহার দেয় না, উৎকোচ নেয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, স্ত্রী পুত্র ভৃত্য ও অতিথিকে ভাগ না দিয়ে মিষ্টান্ন খায়; যে ব্রাহ্মণ শীতভীত, যে ক্ষত্রিয় রণভীত, যে কৃতঘ্ন, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লোক যে নরকে যায় সেই নরকে আমি যাব। আরও প্রতিজ্ঞা করছি শুনুন—পাপী জয়দ্রথ জীবিত থাকতে যদি কাল সূর্যাস্ত হয় তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। সুরাসুর ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি স্থাবর জঙ্গম কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না, সে রসাতলে

আকাশে দেবপদুরে বা দানবপদুরে যেখানেই যাক, আমি শরাঘাতে তার শিরশ্ছেদন করব।

অর্জুন বামে ও দক্ষিণে গান্ধীব ধনুর জ্যাকর্ষণ করলেন, সেই নির্ঘোষ তাঁর কণ্ঠধ্বনি অতিক্রম করে আকাশ স্পর্শ করলে। তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডজন্য এবং অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও পৃথিবী কেঁপে উঠল, নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হ'ল, পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করলেন।

১০। জয়দ্রথের ভয়—সুভদ্রার বিলাপ

পাণ্ডবগণের সেই মহানিনাদ শ্রুনে এবং চরমদখে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার সংবাদ জেনে জয়দ্রথ উদ্‌বিগ্ন হয়ে দুর্যোধনাদিকে বললেন, পাণ্ডুর পত্নীর গর্ভে কামদক ইন্দ্রের ঔরসে যে পুত্র জন্মেছিল সেই দুর্যোধন অর্জুন আমাকে যম্মালয়ে পাঠাতে চায়। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, আমি প্রাণরক্ষার জন্য নিজ ভবনে চ'লে যাব। অথবা তোমরা আমাকে রক্ষা কর, অভয় দাও। পাণ্ডবদের সিংহনাদ শ্রুনে আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, মদুমদুর ন্যায় শরীর অবসন্ন হয়েছে। তোমরা অনুমতি দাও, আমি আত্মগোপন করি, যাতে পাণ্ডবরা আমাকে দেখতে না পায়। দুর্যোধন বললেন, নরব্যায়, ভয় পেয়ো না, তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে থাকলে কে তোমাকে আক্রমণ করবে? আমরা সসৈন্যে তোমাকে রক্ষা করব। তুমি স্বয়ং রথিগ্রেষ্ঠ মহাবীর, তবে পাণ্ডবদের ভয় করছ কেন?

রাত্রিকালে জয়দ্রথ দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আচার্য, অস্থশিক্ষায় অর্জুন আর আমার প্রভেদ কি তা জানতে ইচ্ছা করি। দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু যোগাভ্যাস ও কণ্ঠভোগ করে অর্জুন অধিকতর শক্তিমান হয়েছেন। তথাপি তুমি ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা করব। আমি এমন ব্যূহ রচনা করব যা অর্জুন ভেদ করতে পারবেন না। তুমি স্বধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। মনে রেখো, আমরা কেউ চিরকাল বাঁচব না, কালবশে সকলেই নিজ নিজ কর্মসহ পরলোকে যাব। দ্রোণের কথা শ্রুনে জয়দ্রথ অশ্রবস্ত হলেন এবং ভয় ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মন্ত্রণা না করেই প্রতিজ্ঞা করেছ যে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে; এই দুঃসাহসের জন্য যেন আমরা উপহাসাস্পদ না হই। আমি কৌরবশিবিরে যে চর পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে শ্রুনেছি, কর্ণ

ভূরিপ্রবা অশ্বখামা বৃষসেন কৃপ ও শল্য এই ছ জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন।
এদের জয় না করলে জয়দ্রথকে পাবে না। অর্জুন বললেন, আমি মনে করি,
এদের মিলিত শক্তি আমার অর্ধেকের তুল্য। মধুসূদন, তুমি দেখো, কাল আমি
দ্রোণাদির সমক্ষেই জয়দ্রথের মৃণ্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে,
ক্ষীরামভোজী পাপাচারী জয়দ্রথ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূমিতে পতিত
হয়েছে। দিব্যধনু গান্ধীব, আমি যোম্মা, আর তুমি সারথি থাকলে কি না জয়
করা যায়? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সজ্জিত থাকে তা দেখো।
এখন তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রা এবং আমার পুত্রবধু উত্তরাকে সান্ধনা দাও,
উত্তরার সহচরীদের শোক দূর কর।

কৃষ্ণ দর্শিতমনে অর্জুনের গৃহে গিয়ে সুভদ্রাকে বললেন, বার্ষস্রী(১),
তুমি আর বধু উত্তরা কুমার অভিমন্যুর জন্য শোক করো না, কালবশে সকল
প্রাণীরই এই গতি হয়। মহৎ কূলে জাত ক্ষত্রিয় বীরের এরূপ মরণই উপযুক্ত।
পিতার ন্যায় পরাক্রান্ত মহারথ অভিমন্যু বীরের অভিলষিত গতি লাভ করেছেন।
তপস্যা ব্রহ্মচর্য বেদাধ্যয়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা সাধুজন যেখানে যেতে চান তোমার
পুত্র সেখানে গেছেন। তুমি বীরপ্রসাবিনী বীরপত্নী বীরবান্ধবা, শোক করো না,
তোমার তনয় পরমা গতি পেয়েছেন। বালকহন্তা পাপী জয়দ্রথ তার কর্মের
উপযুক্ত ফল পাবে, অমরাবতীতে আগ্রয় নিলেও সে অর্জুনের হাতে নিষ্কৃতি পাবে
না। তুমি কালই শুনবে, জয়দ্রথের মৃণ্ড ছিন্ন হয়ে সমস্তপঙ্ককের বাইরে নিষ্কৃতি
হয়েছে। রাজ্ঞী, তুমি পুত্রবধুকে আশ্বস্ত কর, কাল তুমি বিশেষ প্রিয় সংবাদ
শুনবে, তোমার পতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তার অন্যথা হবে না।

পুত্রশোকাকর্তা সুভদ্রা বিলাপ করতে লাগলেন, হা পুত্র, তুমি এই
মন্দভাগিনীর ক্রোড়ে এসে পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হয়েও কেন নিহত হ'লে?
তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত ছিলে, উত্তম শয্যায় শূতে, আজ কেন বাণবিম্ব হয়ে
ভূশয়ন করেছ? বরনারীগণ যে মহাবাহুর সেবা করত, আজ শৃগালরা কেন তার
কাছে রয়েছে? ভীমার্জুন বৃষ্ণি পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি বীরগণকে ধিক,
তারা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না! হা বীর, তুমি স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায়
দেখা দিয়ে বিনষ্ট হ'লে! তোমার এই শোকবিহ্বলা তরুণী ভাৰ্যাকে কি করে
বাঁচিয়ে রাখব? হা পুত্র, তুমি ফলদানের সময় আমাকে ত্যাগ করে অকালে

চলে গেলো! যজ্ঞকারী দানশীল ব্রহ্মচর্যপরায়ণ গদ্রদ্রশদ্রুশাকারী ব্রাহ্মণদের যে গতি, যদ্রুশে অপরাঙ্দ্রুশ শত্রুহন্তা বীরগণের যে গতি, একভাষ্য পদ্রুশের যে গতি, সদাচার ও চতুরাশ্রমীর পদ্রুশ রক্ষাকারী রাজা এবং সর্বভূতের প্রতি প্রীতিযদ্রুশ অনির্ভদ্র লোকের যে গতি, তুমি সেই গতি লাভ কর।

সদ্রুশ উত্তরার সঙ্গে এইরূপ বিলাপ করছিলেন এমন সময় দ্রোণদ্রী সেখানে এলেন এবং সকলে শোকাবুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্মত্তের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। জলসেচনে তাঁদের সচেতন করে কৃষ্ণ বললেন, সদ্রুশ, শোক ত্যাগ কর; পাণ্ডালী, উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও। অভিমন্যু ক্ষত্রিয়োচিত উত্তম গতি পেয়েছেন, আমাদের বংশের সকলেই যেন এই গতি পায়। তিনি যে মহৎ কর্ম করেছেন, আমরা ও আমাদের সদ্রুশদ্রুগণও যেন সেইরূপ কর্ম করতে পারি।

১১। অর্জুনের স্বপ্ন

সদ্রুশ প্রভূতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য কুশ দিয়ে একটি শয্যা রচনা করলেন এবং তার চতুর্দিক মালা গন্ধদ্রব্য লাজ ও অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে দিলেন। পরিচারকগণ সেই শয্যার নিকটে মহাদেবের নৈশপদ্রুজার উপকরণ রেখে দিলে। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুন পদ্রুজা করলেন, তার পর কৃষ্ণ নিজের শিবিরে ফিরে গেলেন।

সেই রাতিতে পাণ্ডবশিবিরে কারও নিদ্রা হ'ল না, সকলেই উদ্রিষ্ট হয়ে অর্জুনের দ্রুদ্রুশ প্রতিজ্ঞার বিষয় ভাবতে লাগলেন। মধ্যরাতে কৃষ্ণ তাঁর সারথি দারদ্রুকে বললেন, আমি কাল এমন কার্য করব যাতে সদ্রুশাস্ত্রের পদ্রুবেই অর্জুন জয়দ্রুথকে বধ করতে পারবেন। অর্জুনের চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, তাঁর জন্য আমি কৌরবগণকে সংহার করব। রাতি প্রভাত হ'লেই তুমি আমার রথ প্রস্তুত করবে এবং তাতে আমার কৌমোদকী গদা, দিব্য শক্তি, চক্র, ধনুর্বাণ, ছত্র প্রভৃতি রাখবে এবং চার অশ্ব যোজিত করবে। পাণ্ডজন্যের নিষেধ শুনলেই তুমি সত্বর আমার কাছে আসবে। দারদ্রু বললেন, পদ্রুদ্রুশব্যাপ্ত, আপনি যাঁর সারথ্য স্বীকার করেছেন সেই অর্জুন নিশ্চয় জয়ী হবেন। আপনি যে আদেশ করলেন আমি তা পালন করব।

অর্জুন শিবমন্ত্র জপ করতে করতে নিদ্রিত হলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ কি তা বল। অর্জুন উত্তর দিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে কাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করব, কিন্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেষ্টিত করে থাকবে। কি করে তাঁকে আমি দেখতে পাব? এখন সূর্যাস্তও শীঘ্র হয়। কেশব, আমার প্রতিজ্ঞারক্ষা হবে না, আমি জীবিত থাকতেও পারব না।

কৃষ্ণ বললেন, যদি পাশদ্রুপত অস্ত্র তোমার জানা থাকে তবে তুমি কাল জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে। যদি জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান বৃষভধ্বজের ধ্যান ও মন্ত্রজপ কর। অর্জুন আচমন করে ভূমিতে বসে একাগ্রমনে ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রাহ্মমুহুর্তে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে আছেন, তাঁরা আকাশমাগে বায়ুবেগে গিয়ে হিমালয় অতিক্রম করে মহামন্দর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে শূলপাণি জটাধারী গৌরবর্ণ মহাদেব, পার্বতী ও প্রমথগণ রয়েছেন, গীত বাদ্য নৃত্য হচ্ছে, ব্রহ্মবাদী মূর্খগণ স্তব করছেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে সনাতন ব্রহ্ম স্বরূপ মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃষ্ণাৰ্জুন কৃতাজলি হয়ে স্তব করলেন। অর্জুন দেখলেন, তিনি যে পূজা করেছিলেন তার উপহার মহাদেবের নিকট এসেছে। মহাদেবের কৃপায় অর্জুন পাশদ্রুপত অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করলেন। তার পর কৃষ্ণাৰ্জুন মহাদেবকে বন্দনা করে শিবিরে ফিরে এলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে বৈতালিকদের স্তব ও গীতবাদ্যের ধ্বনিতে যদৃধিষ্ঠিরের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সুশিক্ষিত পরিচারকগণ কষায় দ্রব্যে গাত্রমার্জন করে মন্ত্রপুত চন্দনাদিযুক্ত জলে তাঁকে স্নান করিয়ে দিলে। জলশোষণের জন্য যদৃধিষ্ঠির একটি শিথিল উষ্ণীষ পরলেন এবং মালা ও কোমল বস্ত্র ধারণ করে যথাবিধি হোম করলেন। তার পর মহার্ষি অলংকারে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ বিরাট দ্রুপদ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীম প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। যদৃধিষ্ঠির বললেন, জন্মাদন, তুমি সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পাণ্ডবগণ অগাধ কুরুক্ষেত্রে নিমগ্ন হচ্ছে, তুমি তাদের হাণ কর। শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ পদ্রুমোত্তম, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সত্য কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অর্জুনের তুল্য ধনুর্ধর দিলোকে নেই, সমস্ত দেবতা যদি জয়দ্রথের রক্ষক হন তথাপি অর্জুন আজ তাঁকে বধ করবেন।

এমন সময়ে অর্জুন এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অনুগ্রহে আমি এক

আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। অর্জুনের মহাদেবদর্শনের বস্ত্রান্ত শব্দে সকলে ভূতলে মস্তক রেখে প্রণত হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তার পর অর্জুন বললেন, সাত্যকি, শূভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, আজ আমি নিশ্চয় জয়ী হব। আজ কৃষ্ণ আর আমি তোমাদের কাছে থাকব না, তুমি সর্বপ্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করো।

॥ জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায় ॥

১২। জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্ণার্জুন

(চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ)

প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ ক্রোশ দূরে সৈন্যে থাকবে, ভূরিপ্রবা কণ্ঠ অশ্বখামা শল্য বৃষসেন ও কূপ তোমাকে রক্ষা করবেন। দ্রোণ চক্রশকট ব্যূহ রচনা করলেন। এই ব্যূহের পশ্চাতে পদ্ম নামক এক গর্ভব্যূহ এবং তার মধ্যে এক সূচীব্যূহ নির্মিত হ'ল। কৃতবর্মা সূচীব্যূহের সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত জয়দ্রথ এক পার্শ্বে রইলেন। দ্রোণাচার্য চক্রশকট ব্যূহের মূখে রইলেন।

পান্ডবসৈন্য ব্যূহবন্ধ হ'লে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, দুর্যোধন-ভ্রাতা দ্রুমর্ষণ যেখানে রয়েছে সেখানে রথ নিয়ে চল, আমি এই গজসৈন্য ভেদ করে শত্রু-বাহিনীতে প্রবেশ করব। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে দ্রুমর্ষণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে দুর্যোধান সৈন্যে অর্জুনকে বেণ্টন করলেন, কিন্তু তাঁর শরবর্ষণে নিপীড়িত ও ব্রস্ত হয়ে শকটব্যূহের মধ্যে দ্রোণের নিকট আশ্রয় নিলেন। অর্জুন দুর্যোধানের সৈন্য ধ্বংস করে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে কৃতাজলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার অনুগ্রহে আমি এই দুর্যোধন বাহিনীতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার পিতৃতুল্য, ধর্মরাজ ও কৃষ্ণের ন্যায় মাননীয়, অশ্বখামার তুল্যই আমি আপনার রক্ষণীয়। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। ঈষৎ হাস্য করে দ্রোণ বললেন, অর্জুন, আমাকে জয় না করে জয়দ্রথকে জয় করতে পারবে না।

দ্রোণের সঙ্গে অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হল। কিছু কাল পরে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, বৃথা কালক্ষেপ করো না, এখন দ্রোণকে ছাড়। অর্জুন চলে যাচ্ছেন দেখে দ্রোণ সহাস্যে বললেন, পান্ডুপুত্র, কোথায় যাচ্ছ? শত্রুজয় না করে তুমি তো

যুদ্ধে বিরত হও না। অর্জুন বললেন, আপনি আমার গদর, শত্রু নন; আপনাকে পরাজিত করতে পাও এমন পদ্রুপও কেউ নেই।

অর্জুন জয়ধ্বজের দিকে সম্মুখ চললেন, পাণ্ডাবীর যুদ্ধামন্য ও উত্তমোজা তাঁর রক্ষক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কৃতবর্মা ও কাম্বোজদেশীয় শত্রুতায়দ্র অর্জুনকে বাধা দিতে লাগলেন। বরুণপুত্র রাজা শত্রুতায়দ্র কৃষ্ণকে গদাঘাত করলেন, কিন্তু সেই গদা ফিরে এসে শত্রুতায়দ্রকেই বধ করলে। অর্জুনের শরাঘাতে কাম্বোজরাজপুত্র সন্দর্শন, শত্রুতায়দ্র ও অচ্যুতায়দ্র নিহত হলেন। তার পর বহু সহস্র যক্ষ শরদ শক দরদ পুণ্ড্র প্রভৃতি সৈন্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। এইসকল ঋষিউত্তমস্তক, অর্ধঋষিউত্তমস্তক, শ্মশ্রুধারী, অপবিত্র, কুটিলানন লেচ্ছ সৈন্য অর্জুনের বাণে নিপীড়িত হয়ে পালিয়ে গেল।

কৌরবসৈন্য ভগ্ন হচ্ছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, অর্জুন আপনার সৈন্য ভেদ করার জয়দ্রথের রক্ষকগণ সংশয়াগ্ন হয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে জীবিত অবস্থায় অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করতে পারবেন না। আমি জানি আপনি পাণ্ডবদের হিতেই রত আছেন। আমি আপনাকে উত্তম বৃত্তি দিয়ে থাকি, যথার্থ্য তুচ্ছ রাখি, কিন্তু আপনি তা মনে রাখেন না। আমাদের আশ্রয়ে থেকেই আপনি আমাদের অপ্রিয় কর্ম করছেন, আপনি যে মধুর্লিপ্ত ক্ষুরের তুল্য তা আমি বন্ধ করতে পারি নি। আমি বদ্বিহীন, তাই জয়দ্রথ যখন চলে যেতে চেয়েছিলেন তখন আপনার ভরসায় তাঁকে বারণ করেছিলাম। আমি আতর্ হয়ে প্রলাপ বকাছি, ক্রুদ্ধ হবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন।

দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি আমার কাছে অশ্বখামার সম্মান। আমি সত্য বলছি শোন। কৃষ্ণ সারথিশ্রেষ্ঠ, তাঁর অশ্বসকল শীঘ্রগামী, অগ্নি ফাঁক পেলেও তা দিয়ে অর্জুন শীঘ্র যেতে পারেন। তুমি কি দেখতে পাও না আমার বাণ অর্জুনের রথের এক কোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে, শীঘ্র যেতে পারি না। আমি বলেছি যে যদুর্ধিষ্ঠকে ধরব, এখন তাঁকে ছেড়ে আমি অর্জুনের কাছে যেতে পারি না। অর্জুন আর তুমি একই বংশে জন্মেছ, তুমি বীর কৃতী ও দক্ষ, তুমিই শত্রুতার সৃষ্টি করেছ। ভয় পেয়ো না, তুমি নিজেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

দুর্যোধন বললেন, আচার্য, আপনাকে যে অতিক্রম করেছে সেই অর্জুনের সঙ্গে আমি কি করে যুদ্ধ করব? দ্রোণ বললেন, তোমার দেহে আমি এই কাণ্ডনময় কবচ বেঁধে দিচ্ছি, কৃষ্ণ অর্জুন বা অন্য কোনও যোদ্ধা এই কবচ ভেদ

করতে পারবেন না। বৃহৎধের পূর্বে মহাদেব এই কবচ ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে যথাক্রমে অঙ্গিরা, তৎপদ্র বৃহস্পতি, অগ্নিবেশ্য ঋষি এবং পরিশেষে আমি এই কবচ পেয়েছি। কবচ ধারণ করে দুর্যোধন অর্জুনের অভিমুখে গেলেন। পাণ্ডবগণ তিন ভাগে বিভক্ত কৌরবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

সূর্য যখন অস্তাচলের অভিমুখী হলেন কৃষ্ণার্জুন তখনও জয়দ্রথের দিকে যাচ্ছিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুরবিন্দ অর্জুনকে বাধা দিতে এসে নিহত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমার অশ্বসকল বাণে আহত ও ক্রান্ত হয়েছে, জয়দ্রথও দূরে রয়েছে। তুমি অশ্বদের শূদ্রশ্রাব্য কর, আমি শত্রুসৈন্য নিবারণ করব। এই বলে অর্জুন রথ থেকে নামলেন এবং অস্ত্রাঘাতে ভূমি ভেদ করে জলাশয় সৃষ্টি করলেন। সহাস্যে সাধু সাধু বলে কৃষ্ণ অশ্বদের পরিচর্যা করে এবং জল খাইয়ে সুস্থ করলেন, তার পর পুনর্বীর ষেগে রথ চালালেন। অর্জুন কৌরবসৈন্য আলোড়ন করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কিছু দূর গিয়ে জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন।

দ্রোণের সৈন্য অতিক্রম করে অর্জুন জয়দ্রথের অভিমুখে যাচ্ছেন দেখে দুর্যোধন সবেগে এসে অর্জুনের রথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, ধনঞ্জয়, ভাগ্যক্রমে দুর্যোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছেন, এখন ঠেকে বধ কর। অর্জুন ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করতে লাগলেন। অর্জুনের বাণ নিষ্ফল হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ বললেন, জলে পাথর ভাসার ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দেখছি, তোমার বাণে দুর্যোধনের কিছুই হচ্ছে না। তোমার গান্ধীবীর শক্তি ও বাহুবল ঠিক আছে তো? অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় দুর্যোধনের দেহে দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন, এর বন্ধনরীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। কিন্তু দুর্যোধন স্ত্রীলোকের ন্যায় এই কবচ বৃথা ধারণ করে আছে, কবচ থাকলেও ওকে আমি পরাজিত করব। অর্জুন শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনকে মহাবিপদে পতিত দেখে ভূরিপ্রবা কণ্ঠ ক্রূপ শল্য প্রভৃতি সৈন্য এসে অর্জুনকে বেষ্টিত করলেন। পাণ্ডবগণকে ডাকবার জন্য অর্জুন বার বার তাঁর ধনুতে টংকার দিলেন, কৃষ্ণও পাণ্ডবজন্য বাজালেন।

এই সময়ে দ্রোণের নিকটস্থ কৌরবযোদ্ধাদের সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। ঘণ্টোৎকচ অলম্বন রাক্ষসকে বধ করলেন। পাণ্ডব

ও পাণ্ডালগণ দ্রোণের শরাঘাতে নিপীড়িত হ'তে লাগলেন। সহসা পাণ্ডাজন্যের ধ্বনি ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রুনে যদুধিষ্ঠির বললেন, নিশ্চয় অর্জুন বিপদে পড়েছেন। সাত্যকি, তোমার চেয়ে স্নহৃৎম কেউ নেই, তুমি সত্বর গিয়ে অর্জুনকে রক্ষা কর, শত্রুসৈন্য তাঁকে বেঁচন করেছে।

সাত্যকি বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ পালনে আমি সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু অর্জুন আমার উপরে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, আমি চ'লে গেলে দ্রোণ আপনাকে অনায়াসে বন্দী করবেন। যদি কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন এখানে থাকতেন তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে আমি যেতে পারতাম। অর্জুনের জন্য আপনি ভয় পাবেন না, কর্ণ প্রভৃতি মহারথের বিক্রম অর্জুনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। যদুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুনের কাছে তোমার যাওয়াই আমি উচিত মনে করি। ভীমসেন আমাকে রক্ষা করবেন, তা ছাড়া ঘটোৎকচ বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও এখানে আছেন।

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যকি ভীমকে বললেন, রাজা যদুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করো, এই তোমার প্রধান কর্তব্য। পাপী জয়দ্রথ নিহত হ'লে আমি ফিরে এসে ধর্মরাজকে আলিঙ্গন করব। সাত্যকি কুরুসৈন্য বিলম্ব ক'রে অগ্রসর হলেন। দ্রোণ তাঁকে নিবারণ করবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তোমার গদ্রু অর্জুন কাপদ্রুশ্বের ন্যায় যুদ্ধে বিরত হয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে গেছেন। তুমিও যদি সত্বর চ'লে না যাও তবে আমার কাছে নিস্তার পাবে না। সাত্যকি বললেন, ভগবান, আমি ধর্মরাজের আদেশে আমার গদ্রু অর্জুনের কাছে যাচ্ছি, আপনার মঙ্গল হ'ক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই ব'লে সাত্যকি দ্রোণকে প্রদক্ষিণ ক'রে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রোণ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকির শরাঘাতে রাজা জলসম্ব ও সুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোণের সারথি নিপাতিত হ'ল, তাঁর অশ্বসকল উদ্ভ্রান্ত হয়ে রথ নিয়ে ঘুরতে লাগল। তখন কৌরববীরগণ সাত্যকিকে ত্যাগ ক'রে দ্রোণকে রক্ষা করলেন, দ্রোণ বিষ্ণুতদেহে তাঁর ব্যূহস্বারে ফিরে গেলেন।

দুর্যোধনের যবন সৈন্য সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। তাদের লৌহ ও কাংস্য-নির্মিত বর্ম এবং দেহ ভেদ ক'রে সাত্যকির স্রাণসকল ভূমিতে প্রবেশ করতে লাগল। যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্বর সৈন্যের মৃতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন হ'ল। পর্বতবাসী পাষাণযোদ্ধারা সাত্যকির উপর শিলাবর্ষণ করতে এল, কিন্তু শরাঘাতে ছিন্নবাহু হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল।

সাত্যকির পরাক্রমে ভীত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে দৃঃশাসন দ্রোণের কাছে চ'লে এলেন। দ্রোণ বললেন, দৃঃশাসন, তোমাদের রথসকল দ্রুতবেগে চ'লে আসছে কেন? জয়দ্রথ জীবিত আছেন তো? রাজপুত্র ও মহাবীর হয়ে তুমি রণস্থল ত্যাগ করলে কেন? তুমি দ্যুতসভায় দ্রৌপদীকে বলেছিলে যে পাণ্ডবগণ ষণ্ডাতিল (১) তুল্য, তবে এখন পালিয়ে এলে কেন? তোমার অভিমান দর্প আর বীরগর্জন কোথায় গেল? দ্রোণের ভৎসনা শুনে দৃঃশাসন আবার সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন।

অপরাহ্নকালে পুরুকেশ শ্যামবর্ণ দ্রোণ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ হ'লেও ষোল বৎসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণের জ্যেষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মী নিহত হলেন।

১০। কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয় — ভূরিগ্রবা-বধ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কৃষ্ণার্জুনকে দেখতে না পেয়ে এবং গান্ধীবীর শব্দ শুনতে না পেয়ে যদুধিষ্ঠির উদ্‌বিগ্ন হলেন। তিনি ভীমকে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোনও চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণও পাণ্ডজন্য বাজাচ্ছেন। নিশ্চয় ধনঞ্জয় নিহত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করছেন। তুমি সত্বর অর্জুন আর সাত্যকির কাছে যাও। ভীম বললেন, কৃষ্ণার্জুনের কোনও ভয় নেই, তথাপি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে আমি যাচ্ছি। যদুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার ভার ধৃষ্টদ্যুম্নকে দিয়ে ভীম অর্জুনের অভিমুখে যাত্রা করলেন, পাণ্ডাল ও সোমক সৈন্যগণ তাঁর সঙ্গে গেল।

ভীমের ললাটে লৌহবাণ দিয়ে আঘাত ক'রে দ্রোণ সহায় বললেন, কুন্তীপুত্র, আজ আমি তোমার শত্রু, আমাকে পরাস্ত না ক'রে তুমি এই বাহিনী ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, ব্রহ্মবন্দ্য (নীচ ব্রাহ্মণ), আপনার অনুমতি না পেয়েও অর্জুন এই বাহিনী ভেদ ক'রে গেছেন। আমি আপনার শত্রু ভীমসেন, অর্জুনের মত দয়ালু নই, আপনাকে সম্মানও করি না। এই বলে ভীম গদাঘাতে

(১) যে তিলের অণুর হয় না, অর্থাৎ নপুংসক।

দ্রোণের অশ্ব সারথি ও রথ বিনষ্ট করলেন। দ্রোণ অন্য রথে উঠে বাহুবল্লী চলে গেলেন। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিন্দ অনুবিন্দ সুবর্মা ও সুদর্শন নিহত হলেন। কৌরবগণকে পরাস্ত করে ভীম সশ্রব অগ্রসর হলেন এবং কিছু দূর গিয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে সিংহনাদ করলেন। কৃষ্ণার্জুনও সিংহনাদ করে উত্তর দিলেন। এই গর্জন শুনে যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন।

দুর্যোধন দ্রোণের কাছে এসে বললেন, আচার্য, অর্জুন সাত্যকি ও ভীম আপনাকে অতিক্রম করে জয়দ্রথের অভিমুখে গেছেন। আমাদের বোম্বালা বলছেন, ধনুর্বেদের পারগামী দ্রোণের এই পরাজয় বিশ্বাস করা যায় না। আমি মন্দভাগ্য, এই যুদ্ধে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনার অভিপ্রায় কি তা বলুন। দ্রোণ বললেন, পাণ্ডবপক্ষের তিন মহারথ আমাদের অতিক্রম করে গেছেন, আমাদের সেনা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েছে। এখন জয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য। বৎস, শকুনির বদ্বিধিতে যে দ্যুতীকীড়া হয়েছিল তাতে জয়-পরাজয় কিছুই হয় নি, এই রণস্থলেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। তোমরা জীবনের মমতা ত্যাগ করে জয়দ্রথকে রক্ষা কর। দ্রোণের উপদেশে দুর্যোধন তাঁর অনুচরদের নিয়ে সশ্রব প্রস্থান করলেন।

কৃষ্ণার্জুনের অভিমুখে ভীমকে যেতে দেখে কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে বললেন, ভীম, তোমার শত্রুরা যা স্বপ্নেও ভাবে নি তুমি সেই কাজ করছ, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছ। ভীম ফিরে এসে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কর্ণ মৃদুভাবে এবং ভীম পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে তাঁর নয় ভ্রাতা দুর্জয় দুর্মুখ চিত্র উপচিত্র চিত্রাঙ্ক চারুচিত্র শরাসন চিত্রায়ু ও চিত্রবর্মা কর্ণকে সাহায্য করতে এলেন, কিন্তু ভীম সকলকেই বধ করলেন। তার পর দুর্যোধনের আরও সাত ভ্রাতা শত্রুঞ্জয় শত্রুসহ চিত্র চিত্রায়ুধ দ্যুত চিত্রসেন ও বিকর্ণ যুদ্ধ করতে এলেন এবং তাঁরাও নিহত হলেন। এইরূপে ভীম একাদশ জন ধার্মারথকে নিপাতিত করলেন।

কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধনু হিঙ্গ এবং রথের অশ্বসকল নিহত হল। ভীম রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ ভীমের চর্ম ছেদন করলেন, রুদ্ধ ভীম তাঁর খড়্গ নিক্ষেপ করে কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, নিরস্ত্র ভীম হস্তীর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মর্ছিতপ্রায় হলেন। কুলতীর বাক্য স্মরণ করে

কর্ণ ভীমকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর্ অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে বার বার সহাস্যে বললেন, ওরে তবরক (১) ঔদরিক সংগ্রামকাতর মূঢ়, তুমি অস্ববিদ্যা জান না, আর যুদ্ধ করো না। যেখানে বহুবিধ খাদ্যপানীয় থাকে সেখানেই তোমার স্থান, তুমি রণভূমির অযোগ্য। বৎস বৃকোদর, তুমি বনে গিয়ে মৃনি হয়ে ফলমূল খাও গে, কিংবা গৃহে গিয়ে পাচক আর ভৃতাদের তাড়না কর। আমার মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও, কিংবা গৃহে যাও। বালক, তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন কি? ভীম বললেন, কেন মিথ্যা গর্ব করছ, আমি তোমাকে বহুবার পরাজিত করেছি। ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় হয়েছিল। নীচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর, আমি তোমাকে কীচকের ন্যায় বিনষ্ট করব।

এই সময়ে অর্জুন কর্ণের প্রতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীমকে ত্যাগ করে কর্ণ দুর্যোধনাদির কাছে গেলেন, ভীমও সাত্যকির রথে উঠে অর্জুনের অভিমুখে চললেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বাধা দিতে এলেন এবং কিছু কাল ঘোর যুদ্ধের পর সাত্যকিকে ভূপাতিত করে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মৃন্ডচ্ছেদের উদ্দেশ্যে তাঁর কেশগুচ্ছ ধরলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তীক্ষ্ণ শরে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা বললেন, কোন্‌তেয়, তুমি অতি নৃশংস কর্ম করলে, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার বাহু ছেদন করলে! এরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ কে তোমাকে শিখিয়েছেন, ইন্দ্র রত্ন দ্রোণ না কৃপ? তুমি কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য এরূপ করেছ। বৃষ্ণ ও অন্ধক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, নিন্দাহঁ কর্ম করাই ওদের স্বভাব, সেই বংশে জাত কৃষ্ণের কথা তুমি শুনলে কেন? এই বলে মহাশয় ভূরিশ্রবা বাঁ হাতে ভূমিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্রহ্মলোকে যাবার ইচ্ছায় যোগস্থ হয়ে মহোপনিষৎ ধ্যান করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, তুমি নিরস্ত্র সাত্যকিকে বধ করতে গিয়েছিলে, নিরস্ত্র বালক অভিমন্যুকে তোমরা হত্যা করেছ, কোন্‌ ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন?

ভূরিশ্রবা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন এবং ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে ধরে অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, আমার ভ্রাতাদের উপর যেমন প্রীতি, তোমার উপরেও সেইরূপ প্রীতি আছে। তুমি উশীনরপুত্র

শিবি রাজার ন্যায় পদ্যলোকে যাও। কৃষ্ণ বললেন, ভূরিপ্রবা, তুমি দেবগণের দ্বাষ্টিত আমার লোকে যাও, গরুড়ের আরোহণ করে বিচরণ কর। এই সময়ে সাত্যকি চৈতন্যলাভ করে ভূমি থেকে উঠলেন এবং খড়্গ নিয়ে ভূরিপ্রবার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। সমস্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃষ্ণ অর্জুন ভীম কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতি উচ্চস্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাপি সাত্যকি যোগমগ্ন ভূরিপ্রবার মস্তক ছেদন করলেন।

সাত্যকি বললেন, ওহে অধার্মিকগণ, তোমরা আমাকে 'মেরো না, মেরো না' বলে নিষেধ করছিলেন, কিন্তু সুভদ্রার বালক পুত্র যখন নিহত হয় তখন তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল? আমার এই প্রতিজ্ঞা আছে — যে আমাকে যুদ্ধে নিষ্পত্তি করে পদাঘাত করবে সে মর্দুনির ন্যায় ব্রতপরায়ণ হ'লেও তাকে আমি বধ করব। আমি ভূরিপ্রবাকে বধ করে উচিত কার্য করেছি, অর্জুন এর বাহু কেটে আমাকে বশিত করেছেন।

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র সজয়কে বললেন, বহুযুদ্ধজয়ী সাত্যকিকে ভূরিপ্রবা কি করে ভূপাতিত করতে পেরেছিলেন? সজয় বললেন, যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশে দেবমীড় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নাম শুর, শুরের পুত্র মহাযশা বসুদেব। যদুর বংশে মহাবীর শিনিও জন্মেছিলেন। দেবকের কন্যা দেবকীর যখন স্নায়বর হয় তখন শিনি সেই কন্যাকে বসুদেবের জন্য সবলে হরণ করেন। কুরুবংশীয় সোমদত্ত তা সহিলেন না, শিনির সঙ্গে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শিনি সোমদত্তকে ভূপাতিত করে পদাঘাত করলেন এবং অসি উদ্যত করে কেশ ধরলেন, কিন্তু পরিশেষে দয়া করে ছেড়ে দিলেন। তার পর সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট করে বর চাইলেন — ভগবান, এমন পুত্র দিন যে শিনির বংশধরকে ভূমিতে ফেলে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে সোমদত্ত ভূরিপ্রবাকে পুত্ররূপে পেলেন। এই কারণেই ভূরিপ্রবা শিনির পৌত্র সাত্যকিকে নিগৃহীত করতে পেরেছিলেন।

১৪। জয়দ্রথপর্ব

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নেই, জয়দ্রথের কাছে রথ নিয়ে চল, আমি যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি। অর্জুনকে আসতে দেখে দুর্যোধন কর্ণ বৃষসেন শল্যা অশ্বত্থামা কৃপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দিনের অঙ্গপই অবশিষ্ট আছে, জয়দ্রথকে যদি সূর্যাস্ত পর্যন্ত রক্ষা করা যায় তবে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে অগ্নিপ্রবেশ করবে। অর্জুন মরলে তার ভ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা নিষ্কণ্টক হয়ে পৃথিবী ভোগ করব। কর্ণ, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছে, যুদ্ধে থাকা কর্তব্য সেজন্যই আমি এখানে আছি, কিন্তু আমার অঙ্গসকল অচল হয়ে আছে; তথাপি আমি যথার্থই যুদ্ধ করব। মহারাজ, তোমার জন্য আমি পুরুষকার আশ্রয় করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু জয় দৈবের অধীন।

তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অর্জুন বিপক্ষের সৈন্য হস্তী ও অশ্ব সংহার করতে লাগলেন এবং ভীমসেন ও সাত্যকি কতৃক রক্ষিত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রথের নিকটস্থ হলেন। দুর্যোধন কর্ণ কৃপ প্রভৃতি অর্জুনকে বেষ্টন করলেন কিন্তু অর্জুনের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে তাঁরা আকুল হয়ে সরে গেলেন। অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের সারথির মৃগু এবং রথের বরাহদ্বজ ভূপাতিত হ'ল। সূর্য দ্রুতগতিতে অস্তাচলে যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভীত জয়দ্রথকে ছ জন মহারথ রক্ষা করছেন, এঁদের জয় না করে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। আমি যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে জয়দ্রথ আর আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার করো।

যোগীশ্বর হরি যোগযুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাক্ষর করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে, এখন অর্জুন অগ্নিপ্রবেশ করবেন — এই ভেবে কৌরবযোদ্ধারা হত হ'লেন। জয়দ্রথ উদ্ভ্রমিত হয়ে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, জয়দ্রথ ভয়মুক্ত হয়ে সূর্য দেখছেন, দরাস্বাকে বধ করবার এই সময়।

কৃপ কর্ণ শল্যা দুর্যোধন প্রভৃতিকে শরাঘাতে বিভাড়িত করে অর্জুন

জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হলেন। ধূলি ও অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হওয়ার যোম্মারা কেউ কাকেও দেখতে পেলেন না, অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্য অর্জুনের বাণে বিদারিত হয়ে পালাতে লাগল। কৃষ্ণ পুনর্বীর বললেন, অর্জুন, জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর, সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন। — বিখ্যাত রাজা বৃষ্ণক্ষত্র জয়দ্রথের পিতা। পুত্রের জন্মকালে তিনি এই দৈববাণী শুনেছিলেন যে রণস্থলে কোনও শত্রু এর শিরশ্ছেদন করবে। পুত্রবৎসল বৃষ্ণক্ষত্র এই অভিশাপ দিলেন — যে আমার পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। তার পর যথাকালে জয়দ্রথকে রাজপদ দিয়ে বৃষ্ণক্ষত্র বনগমন করলেন, এখন তিনি সমন্তপণ্ডকের বাইরে দৃষ্কের তপস্যা করছেন। অর্জুন, ভূমি অশ্রুতশক্তিসম্পন্ন কোনও দিব্য অস্ত্র দিয়ে জয়দ্রথের মৃণ্ড কেটে বৃষ্ণক্ষত্রের ক্রোড়ে ফেল। যদি ভূমিতে ফেল তবে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হবে।

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে অর্জুন এক মন্ত্রসিদ্ধ বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্যাম পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে গিয়ে জয়দ্রথের মৃণ্ড ছেদন করে আকাশে উঠল। অর্জুনের আরও কতকগুলি বাণ সেই মৃণ্ড উর্ধ্বে বহন করে নিয়ে চলল, অর্জুন পুনর্বীর ছয় মহারথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের বৈবাহিক রাজা বৃষ্ণক্ষত্র সন্ধ্যাবন্দনা করছিলেন। সহসা কৃষ্ণকেশ কুণ্ডলে শোভিত জয়দ্রথের মস্তক তাঁর ক্রোড়ে পতিত হ'ল। বৃষ্ণক্ষত্র হস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তখন তাঁর পুত্রের মস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হ'ল।

তার পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারিত করলেন। কৌরবগণ বদ্বলেন বাসুদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ অর্জুন ভীম সাত্যকি প্রভৃতি শঙ্খধ্বনি করলেন, সেই নিনাদ শুনে যুধিষ্ঠির বদ্বলেন যে জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন।

১৫। দুর্যোধনের ক্ষোভ

দুর্যোধন বিষণ্ণমনে দ্রোণকে বললেন, আচার্য্য আমাদের কিরূপ ধ্বংস হচ্ছে দেখুন। পিতামহ ভীষ্ম, মহাবীর জলসন্ধ, কাম্বোজরাজ সুদর্শিন, রাক্ষস-রাজ অলম্বুষ, মহাবল ভূরিশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এবং আমার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়েছে। আমি লোভী পাপী ধর্মনাশক, তাই আমার জয়াভিলাষী যোম্মারা

যমালয়ে গেছেন। পাণ্ডব আর পাণ্ডালদের যুদ্ধে বধ ক'রে আমি শান্তিলাভ করব কিংবা নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে যাব। আমি সহায়হীন, সকলে পাণ্ডবদের হিতকামনা যেমন করেন তেমন আমার করেন না। ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিলেন, অর্জুন আপনার শিষ্য তাই আপনিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। আমার আর জীবনে প্রয়োজন নেই। পাণ্ডবগণের আচার্য, আপনি আমাকে মরণের অনুরূপ দিন।

দ্রোণ বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করছ কেন? আমি সর্বদাই বলে থাকি যে সবাসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্রুথকে রক্ষা করবার জন্য অর্জুনকে বেটন করেছিলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বথামা জীবিত থাকতে জয়দ্রুথ নিহত হলেন কেন? তিনি অর্জুনের হাতে নিস্তার পান নি, আমিও নিজের জীবন রক্ষার উপায় দেখছি না। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আছি, এর উপর তুমি তীক্ষ্ণ বাক্য বলছ কেন? যখন ভূরিপ্রবা আর সিংধরাজ জয়দ্রুথ নিহত হয়েছেন তখন আর কে অবশিষ্ট থাকবে? দুর্যোধন, আমি সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস না ক'রে বর্ম খুলব না। তুমি অশ্বথামাকে বলো সে জীবিত থাকতে যেন সোমকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পীড়িত হয়ে আমি শত্রুবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করছি; যদি পার তবে কৌরবসৈন্য রক্ষা ক'রো, আজ রাগিতেও যুদ্ধ হবে। এই বলে দ্রোণ পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণের প্রতি ধাবিত হলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোণ যদি পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অর্জুন কি ব্যুহ ভেদ করতে পারত? সে চিরকালই দ্রোণের প্রিয় তাই যুদ্ধ না ক'রেই দ্রোণ তাকে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দ্রুথ গৃহে যেতে চেয়েছিলেন, দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিন্তু আমার নিগূঢ়তা দেখে অর্জুনকে ব্যুহস্বার ছেড়ে দিলেন। আমরা অনার্য দুরাত্মা, তাই আমাদের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি ভ্রাতারা ভীমের হাতে বিনষ্ট হয়েছেন।

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্যের নিন্দা ক'রো না, এই ব্রাহ্মণ জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে যথার্থই যুদ্ধ করছেন। তিনি স্থাবির, শীঘ্রগমনে অক্ষম, বাহু-চালনাতেও অশক্ত হয়েছেন। অস্ত্রবিশারদ হ'লেও তিনি পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন না। দুর্যোধন, আমরাও যথার্থই যুদ্ধ করছিলাম তথাপি সিংধরাজ নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে করি দৈবই প্রবল। আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শঠতা করছি, বিষ দিয়েছি, জুতুগৃহে অগ্নি দিয়েছি, দ্যুতে পরাজিত করছি, রাজনীতি

অনুসারে বনবাসে পাঠিয়েছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই নিষ্ফল হয়েছে। তুমি ও পাণ্ডবরা মরণপণ করে সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধ কর, দৈব তার নিজ মাগেই চলবে। সৎ বা অসৎ সকল কার্যের পরিণামে দৈবই প্রবল, মানুষ নিদ্রিত থাকলেও অনন্য-কর্ম্য দৈব জেগে থাকে।

॥ ঘটোৎকচবধপর্বাদ্যায় ॥

১৬। সোমদত্ত-বাহুবীক-বধ — কৃপ-কর্ণ-অশ্বখামার কলহ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

সন্ধ্যাকালে ভীরুর হাসজনক এবং বীরের হর্ষবর্ধক নিদারুণ রাত্রিযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, পাণ্ডব পাণ্ডাল ও সুঞ্জয়গণ মিলিত হয়ে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

ভূরিপ্রবার পিতা সোমদত্ত সাত্যকিকে বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ করে দস্যুর ধর্মে রত হ'লে কেন? বৃষ্ণিবংশে দুজন মহারথ ব'লে খ্যাত, প্রদ্যুম্ন ও তুমি। দক্ষিণবাহুবীক প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট ভূরিপ্রবাকে তুমি কেন হত্যা করলে? আমি শপথ করছি, অর্জুন যদি রক্ষা না করেন তবে এই রাত্রি অতীত না হ'তেই তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নরকে যাব। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে সোমদত্ত মর্দিত হলেন, তাঁর সারাথি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

অশ্বখামার সঙ্গে ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। ঘটোৎকচপুত্র অঞ্জনপর্বা অশ্বখামা কর্তৃক নিহত হলেন। ঘটোৎকচ বললেন, দ্রোণপুত্র, তুমি আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অশ্বখামা বললেন, বৎস, আমি তোমার পিতার তুল্য, তোমার উপর আমার অধিক ক্রোধ নেই। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে মায়ায়ুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর অনুচর এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসকে অশ্বখামা বিনষ্ট করলেন। সোমদত্ত আবার যুদ্ধ করতে এসে ভীমের পরিষ ও সাত্যকির বাণের আঘাতে নিহত হলেন। সোমদত্তের পিতা বাহুবীকরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন, গদাঘাতে ভীম তাঁকে বধ করলেন।

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, মিত্রবৎসল কর্ণ, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার যোদ্ধাদের বেষ্টন করেছেন, তুমি ওঁদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আমি

জীবিত থাকতে তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, সমস্ত পাণ্ডবদের আমি জয় করব। কৃপাচার্য ঈষৎ হাস্য করে বললেন, ভাল ভাল! কেবল কথাতেই যদি কার্যসিদ্ধি হ'ত তবে তুমি দুর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতে। সূতপুত্র, তুমি সর্বত্রই পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত হয়েছ, এখন বৃথা গর্জন না করে যুদ্ধ কর। কর্ণ বুদ্ধ হয়ে বললেন, বীরগণ বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করেন, এবং যথাকালে রোপিত বীজের ন্যায় শীঘ্র ফলও দেন। তারা যদি যুদ্ধের ভার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না। ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতিকে মারবার সংকল্প করে যদি আমি গর্জন করি তবে আপনার তাতে কি ক্ষতি? আপনি আমার গর্জনের ফল দেখতে পাবেন, আমি শত্রুবধ করে দুর্যোধনকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দেব। কৃপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কৃষ্ণ ও অর্জুন যে পক্ষে আছেন সেই পক্ষে নিশ্চয় জয় হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্রাহ্মণ, আমার কাছে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি অস্ত্র আছে, তার দ্বারা ই আমি অর্জুনকে বধ করব। আপনি বুদ্ধ, যুদ্ধে অক্ষম, পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহযুক্ত, সেজন্য মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন। দর্ম্মতি ব্রাহ্মণ, যদি পুনর্ব্বার আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলেন তবে খড়্গ দিয়ে আপনার জিহবা ছেদন করব। আপনি রণস্থলে কৌরবসেনাকে ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবদের স্তুতি করতে চান!

মাতুল কৃপাচার্যকে কর্ণ ভৎসনা করছেন দেখে অশ্বথামা খড়্গ উদ্যত করে বেগে উপস্থিত হলেন। তিনি দুর্যোধনের সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরাধম, তুমি নিজের বীরত্বের দর্পে অন্য কোনও ধনুর্ধরকে গণনা কর না! অর্জুন যখন তোমাকে পরাস্ত করে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন তখন তোমার বীরত্ব আর অস্ত্র কোথায় ছিল? আমার মাতুল অর্জুন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুমি ভৎসনা করছ! দর্ম্মতি, আজ আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। এই বলে অশ্বথামা কর্ণের প্রতি ধাবিত হলেন, তখন দুর্যোধন ও কৃপ তাঁকে নিবারণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, অশ্বথামা, প্রসন্ন হও, সূতপুত্রকে ক্ষমা কর। কর্ণ কৃপ দ্রোণ শল্য শকুনি আর তোমার উপর মহৎ কার্যের ভার রয়েছে। মহামনা শান্তস্বভাব কৃপাচার্য বললেন, দর্ম্মতি সূতপুত্র, আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অর্জুন তোমার দর্প চূর্ণ করবেন।

তার পর কর্ণ ও দুর্যোধন পাণ্ডবযোদ্ধাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে রত হলেন। অশ্বথামা দুর্যোধনকে বললেন, আমি জীবিত থাকতে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়; তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমিই অর্জুনকে নিবারণ করব। দুর্যোধন

বললেন, শ্বিজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণাচার্য পুত্রের ন্যায় পাণ্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের উপেক্ষা করে থাক। অশ্বখামা, প্রসন্ন হও, আমার শত্রুদের নাশ কর। অশ্বখামা বললেন, তোমার কথা সত্য, পাণ্ডবরা আমার ও আমার পিতার প্রিয়। আমরাও তাঁদের প্রিয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। আমরা প্রাণের ভয় ত্যাগ করে যথার্থই যুদ্ধ করি।

দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করে অশ্বখামা রণস্থলে গেলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধাগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন।

১৭। কৃষার্জুন ও ঘটোটকচ

(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ)

গাড় অন্ধকারে বিমূঢ় হয়ে সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করেছে দেখে দুর্যোধন তাঁর পদাতিদের বললেন, তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করে হাতে জলন্ত প্রদীপ নাও। পদাতিরা প্রদীপ ধরলে যুদ্ধভূমির অন্ধকার দূর হ'ল। পাণ্ডবরাও পদাতি সৈন্যের হাতে প্রদীপ দিলেন। প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠে সাত, রথে দশ, অশ্বে দুই, এবং সেনার পার্শ্বে পশ্চাতে ও ধ্বজেও প্রদীপ দেওয়া হ'ল।

সেই নিদারুণ রাত্রিযুদ্ধে এক বার পাণ্ডবপক্ষের অন্য বার কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল। স্বয়ংবরসভায় যেমন বিবাহার্থীদের নাম ঘোষিত হয় সেইরূপ রাজারা নিজ নিজ নাম ও গোত্র শুনিয়ে বিপক্ষকে প্রহার করতে লাগলেন। অর্জুনের প্রবল শরবর্ষণে কৌরবসৈন্য ভয়াবহ হয়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণ ও কর্ণকে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছে সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাই রাত্রিকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পাণ্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করেছে, আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বীরস্বয়, যদি আমাকে ত্যাগ করাই আপনাদের ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া আপনাদের উচিত হয় নি। আপনাদের অভিপ্রায় জানলে এই সৈন্যক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করতাম না। যদি আমাকে ত্যাগ করতে না চান তবে যুদ্ধে আপনাদের বিরুদ্ধ প্রকাশ করুন। দুর্যোধনের বাক্যরূপ কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পের ন্যায় উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন।

কর্ণের শরবর্ষণে আকুল হয়ে পাণ্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে যুদ্ধার্থীর

অর্জুনকে বললেন, আমাদের যোদ্ধারা অন্যথের ন্যায় বান্দুদের ডাকছে, কর্ণের শরসন্ধান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় আজ ইনি আমাদের সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা করা উচিত তা কর। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমাদের রথীরা পালাচ্ছেন আর কর্ণ নিভয়ে তাঁদের শরাঘাত করছেন, এ আমি সহিতে পারছি না। মধুসূদন, শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, হয় আমি তাঁকে মারব না হয় তিনি আমাকে মারবেন।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেউ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা আমি উচিত মনে করি না, কারণ তাঁর কাছে ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত আছে, তোমাকে মারবার জন্য কর্ণ এই ভয়ংকর অস্ত্র সর্বদা সঙ্গে রাখেন। অতএব ঘটোৎকচই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুক। ভীমসেনের এই পদত্রেণের কাছে দৈব রাক্ষস ও আসুর সর্বপ্রকার অস্ত্রই রয়েছে, সে কর্ণকে জয় করবে তাতে আমার সংশয় নেই।

কৃষ্ণের আহ্বান শুনে দীপ্তকুন্ডলধারী সশস্ত্র মেঘবর্ণ ঘটোৎকচ এসে অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, পদ্র ঘটোৎকচ, এখন একমাত্র তোমারই বিক্রমপ্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। তোমার আত্মীয়গণ বিপৎসাগরে নিমগ্ন হয়েছেন, তুমি তাঁদের রক্ষা কর। কর্ণ পান্ডবসৈন্য নিপীড়িত করছেন, ক্ষত্রিয় বীরগণকে হনন করছেন, এই নিশীথকালে পান্ডালরা সিংহের ভয়ে মৃগের ন্যায় পালিয়ে যাচ্ছে। তোমার নানাবিধ অস্ত্র ও রাক্ষসী মায়া আছে, আর রাক্ষসগণ রাগিতাই অধিক বলবান হয়।

অর্জুন বললেন, ঘটোৎকচ, আমি মনে করি সর্বসৈন্যমধ্যে তুমি, সাত্যাকি আর ভীমসেন এই তিন জনই শ্রেষ্ঠ। তুমি এই রাগিতে কর্ণের সঙ্গে শৈবরথ যুদ্ধ কর, সাত্যাকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হবেন।

ঘটোৎকচ বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, আমি একাকীই কর্ণ দ্রোণ এবং অন্য ক্ষত্রিয় বীরগণকে জয় করতে পারি। আমি এমন যুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। কোনও বীরকে আমি ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাজলি হ'লেও নয়, রাক্ষস-ধর্ম অনুসারে সকলকেই বধ করব। এই বলে ঘটোৎকচ কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন।

১৮। ঘটোৎকচবধ

(চতুর্দশ দিনের আরও বন্ধ)

ঘটোৎকচের দেহ বিশাল, চক্ষু লোহিত, শ্মশ্রু পিঙ্গল, মূখ আকর্ণ-
বিস্তৃত, দন্ত করাল, অঙ্গ নীলবর্ণ, মস্তক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচূড়া।
তার দেহে কাংস্যনির্মিত উজ্জ্বল বর্ম, মস্তকে শূন্য কিরীট, কর্ণে অরুণবর্ণ
কুণ্ডল। তার বৃহৎ রথ ভল্লুকচর্মে আচ্ছাদিত এবং শত অশ্ব বাহিত। সেই
রথের আকাশস্পর্শী ধ্বজের উপর এক ভীষণ মাংসাশী গৃধ্র বসে আছে।

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে পরস্পরের দিকে ধাবিত
হলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘটোৎকচ ন্যায়বৃদ্ধ আরম্ভ করলেন। ঘোরদর্শন রাক্ষস
সৈন্য আবির্ভূত হয়ে শিলা লোহচক্র তোমর শূল শতঘ্রী পটিশ প্রভৃতি বর্ষণ
করতে লাগল, কৌরব যোদ্ধারা ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ অবিচলিত
থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরবিন্দু হয়ে ঘটোৎকচের দেহ শজারদ্র ন্যায়
কণ্টকিত হ'ল। একবার দৃশ্য হয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে, কখনও আকাশে উঠে,
কখনও ভূমি বিদীর্ণ ক'রে ঘটোৎকচ বৃদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তিনি নিজেকে
বহু রূপে বিভক্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্র তরঙ্গ সর্প, তীক্ষ্ণচণ্ড পক্ষী, রাক্ষস
পিশাচ কুর্কুর বৃক প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে
কর্ণ তাদের একে একে বধ করলেন।

অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস দুর্যোধনের কাছে এসে বললে, মহারাজ,
হিড়িম্ব বক ও কিম্বীর আমার বন্ধু ছিলেন, ভীম তাঁদের বধ করেছে, কন্যা
হিড়িম্বাকে ধর্ষণ করেছে। আমি আজ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা ক'রে
ভক্ষণ করব। দুর্যোধনের অনুমতি পেয়ে অলায়ুধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
গেল। ঘটোৎকচ তার মৃন্ড কেটে দুর্যোধনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর
মায়াসৃষ্ট রাক্ষসগণ অগণিত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুরুবীরগণ রণে ক্ষুণ্ণ দিয়ে
বললেন, কৌরবগণ, পালাও, ইন্দ্রাদি দেবতারা পাণ্ডবদের জন্য আমাদের বধ
করছেন।

চক্রবর্ত্ত একটি শতঘ্রী নিক্ষেপ ক'রে ঘটোৎকচ কর্ণের চার অশ্ব বধ
করলেন। কৌরবগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শীঘ্র শক্তি অস্তে এই রাক্ষসকে
বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে বিনষ্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোৎকচ সৈন্যসংহার
করছেন, কৌরবগণ হস্ত হয়ে আতর্নাদ করছেন। তখন তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত বৈজয়ন্তী

শক্তি নিলেন। অর্জুনকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বৎসর এই অস্ত্র সম্বন্ধে
 রেখেছিলেন। এখন তিনি কৃতান্তের জিহবার ন্যায় লোলহান, উষ্কার ন্যায়
 দীপ্যমান, মৃত্যুর ভগিনীর ন্যায় ভীষণ সেই শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ
 করলেন। ঘটোৎকচ ভীত হয়ে নিজের দেহ বিন্ধ্য পর্বতের ন্যায় বৃহৎ করে বেগে
 গিছেন সরে গেলেন। কর্ণের হস্তানিক্ষিপ্ত শক্তি ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া ভস্ম
 করে এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে আকাশে নক্ষত্রগণের মধ্যে চলে গেল।
 মরণকালে ঘটোৎকচ আর এক আশ্চর্য কার্য করলেন। তিনি পর্বত ও মেঘের
 ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ করে আকাশ থেকে পতিত হলেন; তাঁর প্রাণহীন দেহের
 ভারে কৌরববাহিনীর এক অংশ নিম্নপতিত হ'ল।

কৌরবগণ হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ ও বাদ্যধ্বনি করতে লাগলেন, কর্ণ
 বৃহৎসভা ইন্দ্রের ন্যায় পূজিত হলেন।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পান্ডবগণ শোকে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন, কিন্তু
 কৃষ্ণ হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ করে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি অশ্বের
 রশ্মি সংযত করে রথের উপর নৃত্য করতে লাগলেন এবং বার বার তাল ঠেকে
 গর্জন করলেন। অর্জুন অপ্রীত হয়ে বললেন, মধুসূদন, আমরা শোকগ্রস্ত
 হয়েছি, তুমি অসময়ে হর্বপ্রকাশ করছ। তোমার এই অধীরতার কারণ কি?

কৃষ্ণ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শক্তি নিক্ষেপ করেছেন, তার
 ফলে তিনি নিজেই যুদ্ধে নিহত হবেন। ভাগ্যক্রমে কর্ণের অক্ষয় কবচ আর
 কুণ্ডল দূর হয়েছে, ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তিও ঘটোৎকচকে মেরে অপসৃত
 হয়েছে। অর্জুন, তোমার হিতের জন্যই আমি জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্যকে
 একে একে নিহত করিয়েছি, হিড়িম্ব কিম্বীর বক অলায়ুধ এবং উগ্রকর্মা
 ঘটোৎকচকেও নিপাতিত করিয়েছি। অর্জুন বললেন, আমার হিতের জন্য কেন?
 কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভয়ের কারণ হতেন,
 দুর্যোধন নিশ্চয় তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুদ্ধে কুরুপক্ষে যেতেন।
 নরশ্রেষ্ঠ, তোমার সহায়তায় দেবদেবীদের বিনাশ এবং জগজ্জয় হিতসাধনের জন্য
 আমি জন্মেছি। হিড়িম্ব বক আর কিম্বীরকে ভীষ্মসেন মেরেছেন, ঘটোৎকচ
 অলায়ুধকে মেরেছে, কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শক্তি নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যদি
 বধ না করতেন তবে আমিই ঘটোৎকচকে বধ করতাম, কিন্তু তোমাদের প্রীতির
 জন্য তা করি নি। এই রাক্ষস ব্রাহ্মণস্বৈরী যজ্ঞস্বৈরী ধর্মনাশক পাপাত্মা, সেজন্যই

কৌশলে তাকে নিপাতিত করিয়েছি, ইন্দ্রের শক্তিও ব্যয়িত করিয়েছি। আমিই কর্ণকে বিমোহিত করেছিলাম, তাই তিনি তোমার জন্য রক্ষিত শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করেছে।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির কাতর হয়েছেন দেখে কৃক বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি শোক করবেন না, এরূপ বিহবলতা আপনার যোগ্য নয়। আপনি উঠুন, যুদ্ধ করুন, গদ্রুদার বহন করুন। আপনি শোকাবল হলে আমাদের জয়লাভ সংশয়ের বিষয় হবে। যুধিষ্ঠির হাত দিয়ে চোখ মূছে বললেন, মহাবাহু, যে দ্রাক উপকার মনে রাখে না তার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আমাদের বনবাসকালে ঘটোৎকচ বালক হলেও বহু সাহায্য করেছিল। অর্জুনের অন্তর্পাশ্চাতিকালে সে কাম্যক বনে আমাদের কাছে ছিল, যখন আমরা গম্ভীরদান পর্বতে খাই তখন তার সাহায্যেই আমরা অনেক দুর্গম স্থান পার হতে পেরেছিলাম, পরিপ্রান্তা পাণ্ডালীকেও সে পৃষ্ঠে বহন করেছিল। এই যুদ্ধে সে আমার জন্য বহু দুঃসাধ্য কর্ম করেছে। সে আমার ভক্ত ও প্রিয় ছিল, তার জন্য আমি শোকার্ত হয়েছি। জনার্দন, তুমি ও আমরা জীবিত থাকতে এবং অর্জুনের সমক্ষে ঘটোৎকচ কেন কর্ণের হাতে নিহত হ'ল? অর্জুন অল্প কারণে জয়মুখকে বধ করেছেন, তাতে আমি বিশেষ প্রীত হই নি। যদি শত্রুবধ করাই ন্যায্য হয় তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ করা উচিত, এ'রাই আমাদের দুঃখের মূল। যেখানে দ্রোণ আর কর্ণকে মারা উচিত সেখানে অর্জুন জয়মুখকে মেরেছেন। মহাবাহু, ভীমসেন এখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আমি নিজেই কর্ণকে বধ করতে যাব।

যুধিষ্ঠির বেগে কর্ণের দিকে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাসদেব এসে তাঁকে বললেন, যুধিষ্ঠির, গাণ্ডীব্যে অর্জুন কর্ণের সঙ্গে শ্বৈরথ যুদ্ধ করেন নি তাই তিনি ইন্দ্রদত্ত শক্তির প্রহার থেকে মৃত্যি পেয়েছেন। ঘটোৎকচ নিহত হওয়ার অর্জুন রক্ষা পেয়েছেন। বৎস, ঘটোৎকচের জন্য শোক করো না, তুমি দ্রাকের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ কর। আর পাঁচ দিন পরে তুমি পৃথিবীর আধিপতি হবে। তুমি সর্বদা ধর্মের চিন্তা কর, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়। এই বলে ব্যাস অন্তর্হিত হলেন।

॥ দ্রোণবধপৰ্বাধ্যায় ॥

১৯। দ্রুপদ-বিরাট-বধ — দুর্যোধনের বাল্যশিক্ষিত

(পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধ)

সেই ভয়ংকর রাত্রির অর্ধভাগ অতীত হ'লে সৈন্যরা পরিপ্রান্ত ও নিদ্রাতুর হয়ে পড়ল। অনেকে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে হস্তী ও অশ্বের পৃষ্ঠে নিদ্রিত হ'ল, অনেকে নিদ্রাশ্রম হয়ে শত্রু মনে ক'রে স্বপ্নকেই বধ করতে লাগল। তাদের এই অবস্থা দেখে অর্জুন সর্ব দিক নিনাদিত ক'রে উচ্চস্বরে বললেন, সৈন্যগণ, রণভূমি ধূলি ও অশ্বকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, তোমাদের বাহন এবং তোমরা প্রান্ত ও নিদ্রাশ্রম হয়েছে, যদি ইচ্ছা কর তবে এই রণভূমিতে কিছু কাল নিদ্রা বাও। চন্দ্রোদয় হ'লে কুরুপাণ্ডবগণ বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধ করবে। অর্জুনের এই কথা শ্রবণে কৌরবসৈন্যরা চিংকার করে বললে, কর্ণ, কর্ণ, রাজা দুর্যোধন, পাণ্ডবসেনা যুদ্ধে বিরত হয়েছে, আপনারাও বিরত হ'ন। তখন দুই পক্ষই যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রামগ্ন হওয়ায় বোধ হ'ল যেন কোনও নিপুণ চিত্রকর পটের উপর তাদের চিত্রিত করেছে।

কিছু কাল পরে মহাদেবের বৃষভের ন্যায়, মদনের শরাসনের ন্যায়, নব-বধুর ঐষং হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উদিত হলেন। তখন অশ্বকার দূর হ'ল, সৈন্যগণ নিদ্রা থেকে উঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল।

দুর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আমাদের শত্রুরা যখন প্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম করছিল তখন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেরেছিলাম। তারা ক্ষমার যোগ্য না হ'লেও আপনার প্রিয়কামনায় তাদের ক্ষমা করেছি। পাণ্ডবরা এখন বিশ্রাম ক'রে বলবান হয়েছে। আমাদের তেজ ও শক্তি ক্রমশই কমছে, কিন্তু আপনার প্রশ্রয় পেয়ে পাণ্ডবদের ক্রমশ বলবান হ'চ্ছে। আপনি সর্বাস্ত্রবিৎ, দ্রিষ্ট্য অস্ত্র দ্বিভুবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান ক'রে অথবা আমার দূর্ভাগ্যক্রমে আপনি তাদের ক্ষমা ক'রে আসছেন। দ্রোণ বললেন, আমি স্বধির হয়েও যথার্থ যুদ্ধ করছি, অতঃপর বিজয়লাভের জন্য হীন কার্যও করব, ভাল হ'ক মন্দ হ'ক তুমি যা চাও তাই আমি করব। আমি শপথ করছি, যুদ্ধে সমস্ত পাণ্ডাল বধ না ক'রে আমার বর্ম খুলব না।

রাত্রির তিন মূহূর্ত অবশিষ্ট থাকতে পূর্নবার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

দ্রোণ কৌরবসেনা দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং এক ভাগ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ক্রমশ অরুণোদয়ে চন্দ্রের প্রভা ক্রীণ হ'ল। বিরাট ও দ্রুপদ সৈন্যে দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। দ্রোণের শরাঘাতে দ্রুপদের তিন পৌত্র নিহত হলেন। চৌদি কেকয় সৃষ্ণর ও মংস্য সৈন্যগণ পরাভূত হ'ল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রোণ চন্দ্রের আঘাতে দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করলেন।

ভীমসেন উগ্রবাক্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, কোন ক্রিয়ায় দ্রুপদের বংশ জন্মগ্রহণ করে এবং সর্বান্ধবিশারদ হয়ে শত্রুকে দেখেও উপেক্ষা করে? কোন পুরুষ রাজসভায় শপথ করে পিতা ও পুত্রগণের হত্যা দেখেও শত্রুকে পরিত্যাগ করে? এই বলে ভীম শরক্ষেপণ করতে করতে দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁর অনুসরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে সূর্যোদয় হ'ল। যোদ্ধারা বর্মাবৃতদেহে সহস্রাংশু আদিভেদ্য উপাসনা করলেন, তার পর আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যাকিকে দেখে দুর্যোধন বললেন, সখা, ক্রোধ লোভ ক্রিয়াকাচার ও পৌরুষকে ষিক — আমরা পরস্পরের প্রতি পরসম্মান করছি। বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যাকি, আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে খনের লোভে আমরা যুদ্ধ করছি তা নিয়ে আমরা কি করব? সাত্যাকি সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপুত্র, আমরা যেখানে একসঙ্গে খেলতাম এ সেই সভামণ্ডপ নয়, আচার্যের গৃহও নয়। ক্রিয়াদের স্বভাবই এই, তারা গুরুজনকেও বধ করে। যদি আমি তোমার প্রিয় হই তবে শীঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আমি পুণ্যলোকে যেতে পারি, মিত্রদের এই ঘোর বিপদ দেখতে আমি আর ইচ্ছা করি না। এই বলে সাত্যাকি দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন এবং সিংহ ও হস্তীর ন্যায় দৃজনে যুদ্ধে রত হলেন।

২০। দ্রোণের বহুলোকে প্রয়াণ

(পঞ্চদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

দ্রোণের শরবৃষ্টিতে পাণ্ডবসেনা নিরন্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, কিন্তু যদি অস্ত্র ত্যাগ করেন তবে মানুষ্যও ঠেকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে

দৃষ্টি না দিলে জয়ের উপায় স্থির কর, নতুবা দ্রোণই তোমাদের সকলকে বধ করবেন। আমার মনে হয়, অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ পেলে উনি আর বৃদ্ধ করবেন না, অতএব কেউ ঠেকে বলুক যে অশ্বখামা বৃদ্ধ হত হয়েছেন।

কৃষ্ণের এই প্রস্তাব অর্জুনের রুচিকর হ'ল না, কিন্তু আর সকলেই এতে মত দিলেন, বৃথাধিষ্ঠিরও নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বখামা নামে এক হস্তী ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোণের কাছে গিয়ে লজ্জিতভাবে উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বখামা হত হয়েছে। বালুকামর তটভূমি যেমন জলে গলিত হয়, ভীমসেনের অগ্নির বাক্য শ্রুনে সেইরূপ দ্রোণের অঙ্গ অবসন্ন হ'ল। কিন্তু তিনি পুত্রের বীর্য জানতেন, সেজন্য ভীমের কথায় অধীর হলেন না, দৃষ্টদ্যুম্নের উপর তীক্ষ্ণ বাণ ক্লেপন করতে লাগলেন। দৃষ্টদ্যুম্নের রথ ও সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হ'ল, তখন ভীম ভীকে নিজের রথে তুলে নিয়ে বললেন, তুমি ভীম আর কেউ আচার্যকে বধ করতে পারবে না, তোমার উপরেই এই ভার আছে, অতএব শীঘ্র ঠেকে মারবার চেষ্টা কর।

দ্রোণ বৃদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। বিশ হাজার পাশ্চাল রথী, পাঁচ শ মৎস্য সৈন্য, ছ হাজার সৃঞ্জয় সৈন্য, দশ হাজার হস্তী এবং দশ হাজার অশ্ব নিপাতিত হ'ল। এই সময়ে বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ভরশ্বাজ গোতম বলিষ্ঠ প্রভৃতি মহাবীৰ্য্য গণ অগ্নিদেবকে পুরোবর্তী করে সন্ধ্যুদেহে উপস্থিত হলেন। তারা বললেন, দ্রোণ, তুমি অধর্মবৃদ্ধ করছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। তুমি বেদবেদাঙ্গাবিৎ সভ্যধর্মে নিরত ব্রাহ্মণ, এরূপ ক্রুর কর্ম করা তোমার উচিত নয়। বারা ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এমন লোককে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে মারছ, এই পাপকর্ম আর করো না, শীঘ্র অস্ত্র ত্যাগ কর।

বৃদ্ধে বিরত হয়ে দ্রোণ বিবারণনে বৃথাধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, অশ্বখামা হত হয়েছেন কিনা। দ্রোণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ত্রিলোকের ঐশ্বর্যের জন্যও বৃথাধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ উদ্‌বিশ্ন হয়ে বৃথাধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রোণ যদি আর অর্ধ দিন বৃদ্ধ করেন তবে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হবে। আমাদের রক্ষার জন্য এখন আপনি সভ্য না বলে মিথ্যাই বলুন, জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন, মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বখামা নামে এক হস্তী ছিল, সে আমাদের সৈন্য বধিত করছিল সেজন্য তাকে আমি বধ করেছি। তার পর আমি দ্রোণকে বললাম, ভগবান, অশ্বখামা হত হয়েছেন, আপনি বৃদ্ধ থেকে বিরত হ'ন; কিন্তু উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ, আপনি

গোবিন্দের কথা শুনুন, দ্রোণকে বলুন যে অশ্বখামা মরেছেন। আপনি বললে দ্রোণ আর যুদ্ধ করবেন না।

কৃষ্ণের প্ররোচনার, ভীমের সমর্থনে, এবং দ্রোণবধের ভবিষ্যত্বা জেনে যদুর্ধিষ্ঠির সম্মত হলেন। তাঁর অসত্যভাবের ভয় ছিল, জয়লাভেরও আগ্রহ ছিল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, ‘অশ্বখামা হতঃ’ — অশ্বখামা হত হয়েছেন, তার পর অক্ষুটস্বরে বললেন, ‘ইতি কুল্লরঃ’ — এই নামের হস্তী। যদুর্ধিষ্ঠিরের রথ পূর্বে ভূমি থেকে চার আঙুল উপরে থাকত, এখন মিথ্যা বলার পাশে তাঁর বাহনসকল ভূমি স্পর্শ করলে।

মহর্ষিদের কথা শুনে দ্রোণের ধারণা জন্মেছিল যে তিনি পাণ্ডবদের নিকট অপরাধী হয়েছেন। এখন তিনি পুত্রের মৃত্যুসংবাদে শোকে অভিভূত এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখে উদ্ভিগ্ন হলেন, আর যুদ্ধ করতে পারলেন না। এই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন — যাকে দ্রুপদ প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে দ্রোণবধের নিমিত্ত লাভ করেছিলেন — একটি সদৃশ দীর্ঘ ধনুতে আশীবিধতুলা শর সন্ধান করলেন। দ্রোণ সেই শর নিবারণের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত অস্ত্র তাঁর স্মরণ হ’ল না। দ্রোণের কাছে গিয়ে ভীম ধীরে ধীরে বললেন, যে হীন ব্রাহ্মণগণ স্বকর্মে তুষ্ট না থেকে অশ্লীলতা করেছে, তারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ’ত তবে ক্ষত্রিয়কুল ক’র পেত না। এই সৈন্যরা নিজের বৃষ্টি অনুসারে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আপনি অরাহ্মণের বৃষ্টি নিয়ে এক পুত্রের জন্য বহু প্রাণী বধ করেছেন, আপনার লজ্জা হচ্ছে না কেন? বীর জন্য আপনি অস্ত্রধারণ ক’রে আছেন, বীর অপেক্ষায় আপনি জীবিত আছেন, সেই পুত্র আজ মলভূমিতে শুয়ে আছে। ধর্মরাজের বাক্যে আপনি সন্দেহ করতে পারেন না।

দ্রোণ শরাসন ত্যাগ ক’রে বললেন, কণ, কণ, কৃপ, দূর্বোধন, তোমরা মধ্যাশ্রিত যুদ্ধ কর, পাণ্ডবদের আর তোমাদের মঙ্গল হ’ক, আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। এই বলে তিনি উচ্চস্বরে অশ্বখামাকে ডাকলেন, তার পর সম্মত অস্ত্র রথের মধ্যে রেখে যোগস্বয় হয়ে সর্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন। এই অবসর পেয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং খড়্গ নিয়ে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হলেন। দুই পক্ষের সৈন্যরা হাহাকার ক’রে উঠল। দ্রোণ যোগস্বয় হয়ে যুদ্ধ করিবার উন্নত ক’রে নিম্নীলিতনেত্রে পরম্পরদ্বয় বিকূলে ধ্যান করতে লাগলেন এবং ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষর ওম-মন্ত্র শ্রবণ করতে করতে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর দেহ থেকে দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে উল্কার ন্যায় নিমেষকালো

অন্তর্হিত হ'ল। দ্রোণের এই ব্রহ্মলোকযাত্রা কেবল পাঁচজন দেখতে গেলেন — কৃষ্ণ কৃপ মর্দিনিষ্ঠির অর্জুন ও সম্ভর।

দ্রোণ রক্তাক্তদেহে নিরস্ত হয়ে রথে বসে আছেন দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন। 'দ্রুপদপুত্র, আচার্যকে জীবিত ধরে আন, বধ ক'রো না' — উচ্চস্বরে এই বলে অর্জুন তাঁকে নিবারণ করতে গেলেন; তথাপি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাণহীন দ্রোণের কেশ গ্রহণ করে শিরশ্ছেদ করলেন এবং খড়্গ ঘূর্ণিত করে সিংহনাদ করতে লাগলেন। তার পর তিনি দ্রোণের মৃত্যু তুলে নিয়ে কৌরব-সৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল। কুরুপক্ষের রাজারা দ্রোণের দেহের জন্য রণস্থলে অব্বেষণ করলেন, কিন্তু বহু কবন্ধের মধ্যে তা দেখতে পেলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে ভীম বললেন, সূতপুত্র কণ আর পাপী দুর্যোধন নিহত হ'লে আবার তোমাকে আলিঙ্গন করব। এই বলে ভীম হৃষ্টচিস্তে তাল ঠেকে পৃথিবী কম্পিত করতে লাগলেন।

॥ নারায়ণাস্তমোক্ষপর্বাধ্যায় ॥

২১। অশ্বখামার সংকল্প — ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকির কলহ

দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবগণ ভীত হয়ে পালাতে লাগলেন। কণ শল্য কৃপ দুর্যোধন দুর্যশান প্রভৃতি রণস্থল থেকে চলে এলেন। অশ্বখামা তখনও শিখণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কৌরবসৈন্যের ভগ্ন দেখে তিনি দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাচ্ছে কেন? তোমাকে এবং কণ প্রভৃতিকে প্রকৃতিস্থ দেখছি না, কোন মহারথ নিহত হয়েছে? দুর্যোধন অশ্বখামার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। তখন কৃপাচার্য দ্রোণের মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানালেন। অশ্বখামা বারবার চক্ষু মূছে ক্রোধে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করার পর নীচাশ্রয় পাণ্ডবগণ যে ভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং ধর্মযাজক নৃশংস অনার্য মর্দিনিষ্ঠির যে পাপকর্ম করেছে তা শুনলাম। ন্যায়যুদ্ধে নিহত হওয়া দঃখজনক নয়, কিন্তু সকল সৈন্যের সমক্ষে পিতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আমি মর্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছি। নৃশংস দুর্যাক্ষা ধৃষ্টদ্যুম্ন শীঘ্রই এর দারুণ প্রতিফল পাবে। সে

মিথ্যাবাদী পাণ্ডব আচার্যকে অস্তুত্যাগ করিয়েছে, আজ রণভূমি সেই যুদ্ধার্থীর রক্ত পান করবে। আমি এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত পিতার নিকট ক্ষণমুহুর্ত হতে পারি। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী বা সাত্যকি কেউ জানেন না। আমার পিতা নারায়ণের পূজা করে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন। অস্ত্রদানকালে নারায়ণ বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ, এই অস্ত্র সহসা প্রয়োগ করবে না। শত্রুসংহার না করে এই অস্ত্র নিবৃত্ত হয় না। এতে কে নিহত হবে না তা পূর্বে জানা যায় না, যারা অবধ্য তারাও নিহত হতে পারে। কিন্তু রথ ও অস্ত্র ত্যাগ করে শরণাগত হলে এই মহাস্ত্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। দুর্যোধন, আজ আমি সেই নারায়ণাস্ত্র দিয়ে পাণ্ডব পাণ্ডাল মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্বাদিত করব। গদ্রুহত্যাকারী পাপিষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন আজ রক্ষা পাবে না।

দ্রোণপুত্রের এই কথা শুনে কৌরবসৈন্য আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এল, কৌরব-শিবিরে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল। ‘অশ্বখামা জলস্পর্শ’ করে নারায়ণাস্ত্র প্রকাশিত করলেন। তখন সগর্জনে বায়ু বইতে লাগল, পৃথিবী কম্পিত ও মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ’ল, নদীস্রোত বিপরীতগামী হ’ল, সূর্য মলিন হলেন।

কৌরবশিবিরে তুমুল শব্দ শুনে যুদ্ধার্থীর অর্জুনকে বললেন, দ্রোণাচার্যের নিখনের পর কৌরবরা হতাশ হয়ে রণস্থল থেকে পালিয়েছিল, এখন আবার ওদের ফিরিয়ে আনলে কে? ওদের মধ্যে ওই লোমহর্ষকর নিনাদ হচ্ছে কেন? অর্জুন বললেন, অশ্বখামা গর্জন করছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হেয়ারব করেছিলেন সেজন্য তাঁর নাম অশ্বখামা। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার গদ্রুহ কেশাকর্ষণ করেছিলেন, অশ্বখামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। বালিবধের জন্য রামের যেমন অকীর্তি হয়েছে সেইরূপ দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীর্তি হবে। এই পাণ্ডুপুত্র সর্বধর্মসম্পন্ন, এ আমার শিষ্য, এ মিথ্যা বলবে না — আপনার উপর দ্রোণের এই বিশ্বাস ছিল। আপনি অস্তুত্যাগী গদ্রুহকে অধর্ম অনুসারে হত্যা করিয়েছেন, এখন যদি পারেন তো সকলে মিলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। যিনি সর্বভূতে প্রীতিমান সেই অতিমানুষ অশ্বখামা পিতার কেশাকর্ষণ শুনে আজ আমাদের সংহার করবেন। আমাদের বয়সের অধিকাংশই অতীত হয়েছে, এখন যে অল্পকাল অবশিষ্ট আছে তা অধর্মচরণের জন্য বিকারগ্রস্ত হ’ল। যিনি স্নেহের জন্য এবং ধর্মত পিতার তুল্য ছিলেন, অল্প কাল রাজ্যভোগের লোভে তাঁকে আমরা হত্যা করিয়েছি। হা, আমরা মহৎ পাপ করেছি!

ভীমসেন হৃদয় হয়ে বললেন, অর্জুন, তুমি অরণ্যবাসী ব্রতধারী যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্মকথা বলছ। কৌরবগণ অধর্ম অনুসারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ করেছে, দ্রোণদীর কেশাকর্ষণ করেছে, আমাদের তের বংশের নির্বাসিত করেছে; এখন আমরা সেইসকল দৃষ্টান্তের প্রতিশোধ নিচ্ছি। তুমি ক্ষত্রধর্ম না বদলে আমাদের ক্ষতস্থানে ক্ষার দিচ্ছ। তোমরা চার ভ্রাতা না হয় বৃদ্ধ করো না, আমি একাই গদাহস্তে অশ্বখামাকে জয় করব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে বললেন, ব্রাহ্মণদের কার্য যজ্ঞন যাজ্ঞন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ। দ্রোণ তার কি করেছেন? তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি নিয়ে অলৌকিক অস্ত্রে আমাদের ধ্বংস করছিলেন। সেই নীচ ব্রাহ্মণকে যদি আমরা কুটিল উপায়ে বধ করে থাকি তবে কি অন্যায় হয়েছে? দ্রোণকে মারবার জন্যই যজ্ঞাগ্নি থেকে দুঃপদপুত্ররূপে আমার উৎপত্তি। সেই নৃশংসকে আমি নিপাতিত করেছি, তার জন্য আমাকে অভিনন্দন করছ না কেন? তুমি জয়দ্রথের মৃণ্ড নিষাদের দেশে নিক্ষেপ করেছিলে, কিন্তু আমি দ্রোণের মৃণ্ড সেরূপে নিক্ষেপ করি নি, এই আমার দৃষ্টান্ত। ভীষ্মকে বধ করলে যদি অধর্ম না হয় তবে দ্রোণের বধে অধর্ম হবে কেন? অর্জুন, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নন, আমিও অধার্মিক নই, আমরা শিষ্যদ্রোহী পাপীকেই মেরেছি।

ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা শুনে অর্জুন বললেন, ষিক ষিক! যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ, এবং আর সকলে লিপ্সিত হলেন। সাত্যকি বললেন, এখানে কি এমন কেউ নেই যে এই অকল্যাণভাষী নরাধম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করে? ক্ষুদ্রমতি, তোমার জিহ্বা আর মস্তক বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাঙ্গার, গুরুহত্যা করে তোমার উত্তরতন ও অধস্তন সাত পুরুষকে তুমি নরকস্থ করেছ। ভীষ্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন, এবং তোমার ভ্রাতা শিখণ্ডীই তাঁকে বধ করেছে। তুমি যদি আবার এপ্রকার কথা বল তবে গদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করব।

সাত্যকির ভৎসনা শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন হেসে বললেন, তোমার কথা শুনেছি শুনেছি, ক্ষমাও করেছি। সাত্যকি, তোমার কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্যন্ত নিন্দনীয়, তথাপি আমার নিন্দা করছ। সকলে বারণ করলেও তুমি প্রায়োপবিস্ট ছিমবাহু ভূরিপ্রবার শিরশ্ছেদ করেছিলে। তার চেয়ে পাপকর্ম আর কি হতে পারে? ধৃষ্টদ্যুম্নের তিরস্কার শুনে সাত্যকি বললেন, আমি আর কিছু বলতে চাই না, তুমি বধের যোগ্য, তোমাকে বধ করব।

সাত্যকি গদা নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবিত হলেন, তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে

ভীমসেন সাত্যকিকে জড়িয়ে ধরে নিরস্ত করলেন। সহদেব মিষ্টবাক্যে বললেন, নরেন্দ্র সাত্যকি, অম্বক বৃষ্ণি ও পাণ্ডাল ভিন্ন আমাদের মিত্র নেই। আপনারা, আমরা এবং ধৃষ্টদ্যুমন সকলেই পরস্পরের মিত্র, অতএব ক্ষমা করুন। ধৃষ্টদ্যুমন সহাস্যে বললেন, ভীম, শিনির পৌত্রটাকে ছেড়ে দাও, আমি তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে ওর ক্রোধ, যদ্বৈর ইচ্ছা আর জীবন শেষ করে দেব, ও মনে করেছে আমি ছিন্নবাহু ভূরিপ্রবা।

সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুমন বৃষের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তখন কৃষ্ণ ও যদুধিষ্ঠির অনেক চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করলেন।

২২। অশ্বখ্যামার নারায়ণাস্ত্র মোচন

(পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

প্রলয়কালে যমের ন্যায় অশ্বখ্যামা পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগলেন। তাঁর নারায়ণাস্ত্র থেকে সহস্র সহস্র দীপ্তমুখ সর্পের ন্যায় বাণ এবং লৌহগোলক শতঘনী শূল গদা ও ক্ষুরধার চক্র নির্গত হ'ল, পাণ্ডবসৈন্য ভূগরাশির ন্যায় দম্ব হ'তে লাগল। সৈন্যগণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে এবং অর্জুন উদাসীন হয়ে আছেন দেখে যদুধিষ্ঠির বললেন, ধৃষ্টদ্যুমন, তুমি পাণ্ডাল সৈন্য নিয়ে পালাও; সাত্যকি, তুমি বৃষ্ণি-অম্বক সৈন্য নিয়ে গৃহে চ'লে যাও; ধর্মাত্মা বাসুদেব যা কর্তব্য মনে করেন করবেন। আমি সকল সৈন্যকে বলাছি — যদ্বৈর ক'রো না, আমি দ্রাতাদের সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশ করব। ভীষ্ম ও দ্রোণ রূপ দ্রুতর সাগর পার হয়ে এখন আমরা অশ্বখ্যামা রূপ গোপ্পদে নিমগ্ন হ'ব। আমি শূভাক্ষাঙ্কী আচার্যকে নিপাতিত করিয়েছি, অতএব অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই দ্রোণ যদ্বৈর অশ্বটু বালক অভিমন্যুকে হত্যা করিয়েছেন; দ্রুতসভায় নিগৃহীত দ্রোণদীর প্রস্থ শব্দে নীরব ছিলেন; পরিগ্রান্ত অর্জুনকে মারবার জন্য দুর্যোধন যখন যদ্বৈর যান তখন ইনিই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বেঁধে দিয়েছিলেন; ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাণ্ডাল-গণকে ইনি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে নিপাতিত করেছিলেন; কৌরবগণ যখন আমাদের নির্বাসিত করে তখন ইনি আমাদের যদ্বৈর করতে দেন নি, আমাদের সঙ্গে বনেও যান নি। আমাদের সেই প্রথম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও সবাস্থবে প্রাণত্যাগ করব।

কৃষ্ণ সশ্রব এসে দুই হাত তুলে সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা শীঘ্র অশ্রুত্যাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্ত্র নিবারণের এই উপায়। ভীম বললেন, কেউ অশ্রুত্যাগ করো না, আমি শরাঘাতে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারিত করব। এই বলে তিনি রথারোহণে অশ্বখামার দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বখামাও হাস্যমুখে অভিভাষণ করে অনলোদ্গারী বাণে ভীমকে আচ্ছন্ন করলেন।

পান্ডবসৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করে হস্তী অশ্ব ও রথ থেকে নেমে পড়ল, তখন অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্র কেবল ভীমের দিকে যেতে লাগল। কৃষ্ণ ও অর্জুন সশ্রব রথ থেকে নেমে ভীমের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বললেন, পান্ডুপুত্র, এ কি করছেন? বারণ করলেও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না কেন? যদি আজ জয়ী হওয়া সম্ভবপর হ'ত তবে আমরা সকলেই যুদ্ধ করতাম। দেখুন, পান্ডবপক্ষের সকলেই রথ থেকে নেমেছেন। এই বলে কৃষ্ণ ও অর্জুন সবলে ভীমকে রথ থেকে নামালেন এবং তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, নারায়ণাস্ত্রও নিবৃত্ত হ'ল।

হতাবশিষ্ট পান্ডবসৈন্য আবার যুদ্ধে উদ্যত হয়েছে দেখে দুর্যোধন বললেন, অশ্বখামা, আবার অস্ত্র প্রয়োগ কর। অশ্বখামা বিষম হয়ে বললেন, রাজা, এই নারায়ণাস্ত্র মিত্রতীক্ষ্ণবার প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চয় কৃষ্ণ পান্ডবগণকে এই অস্ত্র নিবারণের উপায় বলেছেন, নতুবা আজ সমস্ত শত্রু ধ্বংস হ'ত। তখন দুর্যোধনের অনুরোধে অশ্বখামা অন্য অস্ত্র নিয়ে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে পরাস্ত করে মালবরাজ সুদর্শন, শূরদ্রবংশীর বৃষ্ণকৃষ্ণ ও চৌদি দেশের দ্রুবরাজকে বধ করলেন। তার পর তিনি অর্জুনের দিকে ভয়ংকর আনেন্দ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে অশ্বখামার অস্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন।

এই সময়ে নিম্মজ্জলদবর্ণ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম সদাশ মহর্ষি ব্যাস আবির্ভূত হলেন। অশ্বখামা কাতর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আমার অস্ত্র মিথ্যা হ'ল কেন? কৃষ্ণাৰ্জুনের মায়ার না দৈব ঘটনায় এমন হ'ল? কৃষ্ণ ও অর্জুন মানুষ্য হয়ে আমার অস্ত্র থেকে কি করে নিষ্কৃত পেলেন?

ব্যাসদেব বললেন, শ্রবণ নারায়ণ মায়ার স্বরী জগৎ মোহিত করে কৃষ্ণরূপে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুল্য নর-ঋষি জন্মেছিলেন, অর্জুন সেই নরের অবতার। অশ্বখামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জন্মেছ। কৃষ্ণ অর্জুন ও তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমরা বহু কর্ম যোগ ও তপস্যা করেছ,

যুগে যুগে ককাজর্জুন শিবলিঙ্গের পূজা করেছেন, তুমি শিবপ্রতিমার পূজা করেছ।
কৃষ্ণ রুদ্রের ভক্ত এবং রুদ্র হতেই তাঁর উৎপত্তি।

ব্যাসের বাক্য শুনে অশ্বত্থামা রুদ্রকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের
প্রতি প্রস্থাবান হলেন। তিনি রোমাঞ্চিতদেহে মহর্ষি ব্যাসকে অভিবাদন করে
কৌরবগণের নিকট ফিরে গেলেন। সে দিনের যুদ্ধ শেষ হ'ল।

২০। মহাদেবের মাহাত্ম্য

ব্যাসদেবকে দেখে অর্জুন বললেন, মহামুনি, আমি যুদ্ধ করবার সময়
দেখেছি এক অগ্নিপ্রভ পুরুষ প্রদীপ্ত শূল নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছেন,
এবং যে দিকে যাচ্ছেন সেই দিকেই শত্রুরা পরাভূত হচ্ছে। তাঁর চরণ ভূমিস্পর্শ
করে না, তিনি শূলও নিক্ষেপ করেন না, অথচ তাঁর শূল থেকে সহস্র সহস্র শূল
নির্গত হয়। তাঁর প্রভাবেই শত্রু পরাভূত হয়, কিন্তু লোকে মনে করে আমিই
পরাভূত করেছি। এই শূলধারী সূর্যসমিভ পুরুষশ্রেষ্ঠ কে তা বলুন।

ব্যাস বললেন, অর্জুন, তুমি মহাদেবকে দেখেছ। তিনি প্রজাপতিগণের
প্রধান, সর্বলোকেশ্বর, ঈশান, শিব, শংকর, ত্রিলোচন, রুদ্র, হর, স্থাণু, শম্ভু,
স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, বিশেষ্বর, পশুপতি, সর্ব, যজ্ঞটি, বৃষদ্বজ, মহেশ্বর, পিনাকী,
চাম্বক। তাঁর বহু পারিষদ আছেন, তাঁদের নানা রূপ — বামন, জটাধারী, মৃন্ডিত-
মস্তক, মহোদর, মহাকায়, মহাকর্ণ, বিকৃতমুখ, বিকৃতচরণ, বিকৃতকেশ। তিনিই
যুদ্ধে তোমার আগে আগে যান। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। পুরাকালে প্রজাপতি
দক্ষ এক যজ্ঞ করেছিলেন, মহাদেবের ক্রোধে তা পণ্ড হয়। পরিশেষে দেবতারা
তাকে প্রণিপাত করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর জন্য বিশিষ্ট যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট
করে দিলেন। তখন মহাদেব প্রসন্ন হলেন। পুরাকালে কমলাক্ষ তারকাক্ষ ও
বিদ্যাম্বালী নামে তিন অসুর ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে নগরতুলা বহুং তিন বিমানে
আকাশে ঘুরে বেড়াত। এই বিমানের একটি স্বর্ণময়, আর একটি রক্তময়, আর
একটি লৌহময়। এই ত্রিপদাসুরের উপদ্রবে পীড়িত হয়ে দেবতারা মহাদেবের
শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ত্রিশূলের আঘাতে সেই ত্রিপদ বিনষ্ট করলেন। সেই
সময়ে ভগবতী উমা পশুশিষ্যদ্বয় একটি বালককে কোলে নিয়ে দেবগণকে জিজ্ঞাসা
করলেন, কে এই বালক? ইন্দ্র অসুয়াবশে বালকের উপর বজ্রপ্রহার করতে গেলেন,
মহাদেব ইন্দের বাহু স্তম্ভিত করে দিলেন। তার পর পিতামহ ব্রহ্মা মহেশ্বরকে

শ্রেষ্ঠ জেনে বন্দনা করলেন, দেবতারাত্ রত্ন ও উমাকে প্রসন্ন করলেন। তখন ইন্দ্রের বাহন পূর্ববৎ হ'ল। পান্ডুনন্দন, আমি সহস্র বৎসরেও মহাদেবের সমস্ত গুণ বর্ণনা করতে পারি না। বেদে এ'র শতরত্নীয় স্তোত্র এবং অনন্তরত্ন নামে উপাসনামন্ত আছে। জয়দ্রথবধের পূর্বে তুমি কৃষ্ণের প্রসাদে স্বপ্নযোগে এই মহাদেবকেই দেখেছিলে। কৌন্তেয়, যাও, যত্ন কর, তোমার পরাজয় হবে না, মন্ত্রী ও রক্ষক রূপে স্বয়ং জনার্দন তোমার পার্শ্বে রয়েছেন।

কর্ণপর্ব

১। কর্ণের সেনাপতিত্বে অভিষেক

দ্রোণপুত্র অশ্বখামা মনে করেছিলেন যে নাবায়গান্ধ্র দ্বারা সমস্ত পাণ্ডববাহিনী ধ্বংস করবেন। তাঁর সে সংকল্প ব্যর্থ হ'ল। সম্ম্যাকালে দুর্যোধন যদুধিবিরাটর আদেশ দিয়ে নিজ শিবিরে ফিরে এলেন। তিনি কোমল আন্তরগত বুদ্ধি সত্বশয্যায় উপবিষ্ট হয়ে স্বপক্ষীয় মহাধনুর্ধরগণকে যদুরবাক্যে অনুন্নয় ক'রে বললেন, হে বদ্বিমান রাজগণ, আপনারা অবিলম্বে নিজের নিজের মত বলুন, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত।

দুর্যোধনের কথা শুনে রাজারা যদুসূচক নানাপ্রকার ইঙ্গিত করলেন। অশ্বখামা বললেন, পাণ্ডিত্যগণের মতে কাষ্যসিদ্ধির উপায় এই চারটি — কার্বে অনুরাগ, উদ্‌যোগ, দক্ষতা ও নীতি; কিন্তু সবই দৈবের অধীন। আমাদের পক্ষে যেসকল অনুরক্ত উদ্‌যোগী দক্ষ ও নীতিজ্ঞ দেবতুল্য মহারথ ছিলেন তাঁরা হত হয়েছেন; তথাপি আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ উপযুক্ত নীতির প্রয়োগে দৈবকেও অতিকূল করা যায়। আমরা কর্ণকে সেনাপতি ক'রে শত্রুকুল মখিত করব। ইনি মহাবল, অস্ট্রাবিশারদ, যুদ্ধে দূর্ধর্ষ, এবং কৃতান্তের ন্যায় অসহনীয়। ইনিই যুদ্ধে শত্রুজয় করবেন।

দুর্যোধন আশ্বস্ত ও প্রীত হয়ে কর্ণকে বললেন, মহাবাহু, আমি তোমার বীর্য এবং আমার প্রতি সৌহার্দ জানি। ভীষ্ম আর দ্রোণ মহাধনুর্ধর হ'লেও বৃদ্ধ এবং ধনজয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তোমার কথাতেই আমি তাঁদের সেনাপতির পদ দিয়েছিলাম। তাঁরা নিহত হয়েছেন, এখন তোমার তুল্য অন্য যোদ্ধা আমি দেখছি না। তুমি জয়ী হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই, অতএব তুমি আমার সৈন্য-চালনার ভার নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত কর। সুতপুত্র, তুমি সম্মুখে থাকলে অর্জুন যুদ্ধ করতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আমি পুত্রসমেত পাণ্ডবগণ ও জনার্দনকে জয় করব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার সেনাপতি হব; ধ'রে নাও যে পাণ্ডবরা পরাজিত হয়েছে।

তার পর দুর্যোধন ও অন্যান্য রাজারা ক্রোমবস্ত্রে আচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে

কর্ণকে বসালেন, এবং জলপূর্ণ স্বর্ণময় ও মৃন্ময় কুম্ভ এবং মণিমাড়াভূষিত গজদন্ত, গম্ভীরশৃঙ্গ ও মহাবৃষের শৃঙ্গে নির্মিত পাণ্ডব্বারা শাস্ত্রাবধি অনুসারে অভিষিক্ত করলেন। বন্দীগণ ও ব্রাহ্মণগণ বললেন, রাধের কর্ণ, সূর্য যেমন উদিত হয়ে অশ্বকর নষ্ট করেন, আপনি সেইরূপ পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণকে ধ্বংস করুন। পেচক যেমন সূর্যের প্রথর রশ্মি সহিতে পারে না, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরাও সেইরূপ আপনার শরবর্ষণ সহিতে পারবেন না। বজ্রধর ইন্দ্রের সম্মুখে দানবদের ন্যায় পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণও আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন না।

২। অশ্বখামার পরাজয়

(ষোড়শ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন সূর্যোদয় হ'লে কর্ণ যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। তখন হস্তী অশ্ব ও বর্মাবৃত রথ সকল প্রস্তুত হ'ল, যোদ্ধারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। কর্ণ শঙ্খধ্বনি করতে করতে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁর রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত এবং বহু ধনু তুণীর গদা শতঘণ্টা শক্তি শূল তোমর প্রভৃতি অস্ত্র সমন্বিত। রথধ্বজের উপর লাক্ষ্মীনারায়ণ গজবন্ধনরজ্জ্ব ছিল। বলাকাবর্ণ চার অশ্ব সেই রথ বহন ক'রে নিয়ে চলল। কর্ণ মকরবাহু রচনা ক'রে স্বয়ং তার মূখে রইলেন এবং শকুনি, তৎপদ্র উল্লুক, অশ্বখামা, দুর্যোধনাদি, নারায়ণী সেনা সহ কৃতবর্মা, দ্বিগর্ত ও দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ কৃপাচার্য, মদ্রদেশীয় বৃহৎ সৈন্য সহ শল্য, সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সহ সুশেণ, এবং বিশাল বাহিনী সহ রাজা চিহ্ন ও তাঁর ভ্রাতা চিহ্নেণ সেই ব্যূহের বিভিন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন।

কর্ণকে সসৈন্যে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, কৌরববাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীরগণ হত হয়েছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোদ্ধারা অবশিষ্ট আছেন। সূতপদ্র কর্ণই ও পঞ্চের একমাত্র মহাধনুর্ধর, তাঁকে বধ ক'রে তুমি বিজয়ী হও। যে শল্য ম্বাদশ বৎসর আমার হৃদয়ে বিম্ব আছে তা কর্ণ নিহত হ'লে উন্মূত হবে, এই বৃকে তুমি ইচ্ছামত ব্যূহ রচনা কর। তখন অর্জুন অধচন্দ্রব্যূহ রচনা করলেন, তাঁর বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণে ধৃষ্টদ্যুমন, এবং মধ্যদেশে যুধিষ্ঠির ও তাঁর পশ্চাতে অর্জুন নকুল সহদেব রইলেন। দ্রুপদ পাণ্ডালবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং অন্যান্য যোদ্ধারা ব্যূহের উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করলেন।

দুই পক্ষে শত্ৰু ভেরী পণব প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। অশ্বের ছেঁচা, হস্তীর ব্যংহিতধ্বনি, এবং রথচক্রের ঘর্ষের শব্দে সর্ব দিক নিনাদিত হ'ল। গজারোহী ভীমসেন ও কুলদত্ত দেশের রাজা ক্ষেমধর্তি সৈন্যে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ক্ষেমধর্তি ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন। কর্ণের সঙ্গে নকুল, অশ্বখামার সঙ্গে ভীম, কেকয়দেশীয় বিন্দ অননুবিন্দের সঙ্গে সাত্যকি, অর্জুনপুত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে অভিসাররাজ চিত্রসেন, যদীশ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্দ্যের সঙ্গে চিত্র, দ্রুপদ্রোণের সঙ্গে যদীশ্ঠির, সংশপ্তকগণের সঙ্গে অর্জুন, কৃপাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৃতবর্মার সঙ্গে শিখান্ডী, শল্যের সঙ্গে সহদেবপুত্র শ্রুতসেন, এবং দ্রুপদ্রোণের সঙ্গে সহদেব ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন।

সাত্যকির শরাঘাতে অননুবিন্দ এবং অ্রিসির আঘাতে বিন্দ নিহত হলেন। শ্রুতকর্মী ভল্লের আঘাতে চিত্রসেনের মস্তক ছেঁদন করলেন। প্রতিবিন্দ্যের তোমরের আঘাতে চিত্র নিহত হলেন। ভীমের প্রচণ্ড বল এবং অশ্বখামার আশ্চর্য অস্ত্রাশিক্ষা দেখে আকাশচাঁচী সিংহ চারণ মহর্ষি ও দেবগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বখামা ও ভীম পরস্পরের শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ নিজ রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁদের সারথিরা রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে অশ্বখামা পুনর্বীর রণভূমিতে এসে অর্জুনকে যুদ্ধ আহ্বান করলেন। অর্জুন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কৃষ্ণ অশ্বখামার কাছে রথ নিয়ে গিয়ে বললেন, অশ্বখামা, আপনি স্থির হয়ে অস্ত্রপ্রহার করুন এবং অর্জুনের প্রহার সহ্য করুন, উপজীবীদের ভর্তৃপণ্ড শোধ করবার এই সময় (১)। ব্রাহ্মণদের বাদানুবাদ সদ্ধক্স, কিন্তু ক্রটিয়ের জয়পরাজয় স্থূল অস্ত্রে সাধিত হয়। আপনি মোহবশে অর্জুনের কাছে যে সংকার চেয়েছেন তা পাবার জন্য স্থির হয়ে যুদ্ধ করুন। 'তাই হবে' — এই বলে অশ্বখামা অনেকগুলি নারাচ নিক্ষেপ করে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও তাঁর গান্ডীব ধনু থেকে নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কলিঙ্গ রণে অঙ্গ ও নিষাদ বীরগণ ঐরাবততুল্য হস্তীর দল নিয়ে অর্জুনের প্রতি লিপ্সিত হলেন, কিন্তু বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করলেন।

অশ্বখামার লোহময় বাণের আঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জুন রক্তাক্ত হলেন, লোকে

(১) অর্থাৎ যুদ্ধ করে আপনার অমদাতা-কৌরবদের ঋণ শোধ করুন।

মনে করলে তাঁরা নিহত হয়েছেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি অসাধারণ হয়ে আছ কেন, অশ্বখামাকে বধ কর। প্রতিকার না করলে ব্যাধি যেমন কষ্টকর হয়, অশ্বখামাকে উপেক্ষা করা সেইরূপ বিপজ্জনক হবে। তখন অর্জুন সাবধানে শরক্ষেপণ করে অশ্বখামার চন্দনচর্চিত দুই বাহু বক্ষ মস্তক ও উরুদ্বয় বিনষ্ট করলেন। অশ্বখামার রথের অশ্বসকল আহত হয়ে রথ নিয়ে সবগে দূরে চলে গেল। অর্জুনের শরাঘাতে অভিভূত ও নিরুৎসাহ হয়ে অশ্বখামা আর যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করলেন না, কৃষ্ণার্জুনের জয় হয়েছে জেনে কর্ণের সৈন্যমাধ্যে প্রবেশ করলেন।

৩। দন্ডধার-দন্ড-বধ — রণভূমির ভীষণতা

(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

মগধরাজ দন্ডধার পাণ্ডবসেনার উত্তর দিকে রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট করছিলেন। আত্ননাদ শুনে কৃষ্ণ রথ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, রাজা দন্ডধার অস্ত্রবিদ্যায় ও পরাক্রমে ভগদত্তের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁর হস্তীও বিপাকসেনা মর্দন করে। অতএব তুমি আগে তাঁকে বধ করে তার পর সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। এই বলে কৃষ্ণ অর্জুনের রথ দন্ডধারের কাছে নিয়ে গেলেন। দন্ডধার তখন শরাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করছিলেন, তাঁর হস্তীও চরণ ও শৃঙ্গের প্রহারে রথ অশ্ব গজ ও সৈন্য মর্দন করছিল। অর্জুন ক্ষুরধার তিন বাণে দন্ডধারের বাহুদ্বয় ও মস্তক ছেদন করলেন এবং হস্তী ও হস্তিচালককেও নিপাতিত করলেন। মগধরাজকে নিহত দেখে তাঁর ভ্রাতা দন্ড হস্তিপৃষ্ঠে এসে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু তিনিও অর্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে ছিন্নবাহু ছিন্নমুণ্ড হলেন। তার পর অর্জুন ফিরে গিয়ে পুনর্বীর সংশপ্তকদের বধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি খেলা করছ কেন, সংশপ্তকদের বিনষ্ট করে কর্ণবধে স্বরান্বিত হও।

অর্জুন অবশিষ্ট (১) সংশপ্তকগণকে বধ করলেন। শরক্ষেপণে অর্জুনের ক্ষিপ্ৰতা দেখে গোবিন্দ বললেন, আশ্চর্য! তার পর তিনি রথের শ্বেতবর্ণ চার অশ্ব চালিত করলেন। হংস যেমন সরোবরে যায় সেইরূপ অশ্বগুলি শত্রুসৈন্যমাধ্যে প্রবেশ করলে। সংগ্রামভূমি দেখতে দেখতে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ, দুর্যোধনের জন্যই

(১) কিন্তু এর পরেও সংশপ্তকরা যুদ্ধ করেছে।

পৃথিবীর রাজাদের এই ভীষণ হুজুমে, চতুর্দিকে স্বর্ণভূষিত ধনদ্বীপ তোমর প্রাস চর্ম প্রভৃতি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে, জয়াভিলাষী অস্ত্রধারী যোদ্ধারা প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের জীবিতের ন্যায় দেখাচ্ছে। বীরগণের কুণ্ডলভূষিত চন্দ্রবদন এবং শ্মশ্রুশ্রুতিত মধুমন্ডলে যুদ্ধস্থল আবৃত হয়েছে, ভূমিতে শোণিতের স্রবণ হয়েছে, চারিদিকে জীবিত মানুষ কাতর শব্দ করছে। আত্মীয়রা অস্ত্র ত্যাগ করে সরোদনে জলসেক করে আহতদের পরিচর্যা করছে। কেউ কেউ মৃত বীরগণকে আচ্ছাদিত করে আবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, কেউ কেউ অচেতন প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করছে। অর্জুন, তুমি এই মহাযুদ্ধে যে কর্ম করেছে তা তোমার এই অথবা দেবরাজেরই যোগ্য।

৪। পান্ড্যরাজবধ — দ্রুপদস্যনের পরাজয়

(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

লোকবিশ্রুত বীরশ্রেষ্ঠ পান্ড্যরাজ পান্ডবপক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। ইনি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতি মহারথগণকে নিজের সমকক্ষ মনে করতেন না, ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে নিজের তুলনাও সহিতে পারতেন না। এই মহাধনবান সর্বাঙ্গ-বিশারদ পান্ড্য পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় কর্ণের সৈন্য বধ করছিলেন অশ্বখামা তাঁর কাছে গিয়ে মিষ্টবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দ্রুপদে তুমুল যুদ্ধ হ'ল। আট গুরুতে টানে এমন আটখানা গাড়িতে যত অস্ত্র ধরে, অশ্বখামা তা চার দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণপুত্রের সেই বাণবর্ষণ বায়বাসে অশ্বখামার ক'রে পান্ড্যরাজ আনন্দ গর্জন করতে লাগলেন। অশ্বখামা পাণ্ডবের রথ অশ্ব সারথি এবং সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট করলেন, কিন্তু শত্রুকে আয়ত্তিতে পেয়েও বধ করলেন না। এই সময়ে একটি চালকহীন সুসজ্জিত বলশালী হস্তী সবেশ পান্ড্যরাজের কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্বতশৃঙ্গে ওঠে, গজযুদ্ধে পান্ড্য সেইরূপ সেই মহাগজের পৃষ্ঠে চড়ে বসলেন এবং সিংহলীক'রে অশ্বখামার প্রতি একটি তোমর নিক্ষেপ করলেন। তোমরের আঘাতে অশ্বখামার মণিমুণ্ডাভূষিত কিরীট বিদীর্ণ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। তখন অশ্বখামা পদাহত সপের ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে শরাঘাতে হস্তীর পদ ও শৃঙ্গ এবং পান্ড্যরাজের বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন, পান্ড্যর ছয় অনুচরকেও বধ করলেন।

পাণ্ডারাজ নিহত হ'লে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি যদুর্ধ্বিন্তর ও অন্যান্য পাণ্ডবদের দেখছি না, ওদিকে কর্ণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, অশ্বখামাও সৃঞ্জয়গণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্তী অশ্ব রথ পদাতি মর্দন করছেন। অর্জুন বললেন, হৃষীকেশ, শীঘ্র রথ চালাও।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে মিলিত হলেন। প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ পুন্ড্র মগধ তাম্রলিপ্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ ও কলিঙ্গ দেশের গজযুদ্ধ-বিশারদ যোদ্ধারা পাণ্ডালসৈন্যের উপর অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকি নারাচের আঘাতে বঙ্গরাজকে হস্তী থেকে নিপাতিত করলেন। নকুল অর্ধচন্দ্র বাণে অঙ্গরাজপুত্রের মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবগণের বাণবর্ষণে বিপক্ষের বহু হস্তী নিহত হ'ল। সহদেবের শরাঘাতে দংশাসন জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর সারথি অত্যন্ত ভীত হয়ে রথ নিয়ে পালিয়ে গেল।

৫। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় — যদুযুগ্ম প্রভৃতির যুদ্ধ

(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ)

নকুল কৌরবসেনা মথন করছেন দেখে কর্ণ রুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন। নকুল সহাস্যে তাঁকে বললেন, বহুদিন পরে দেবতার আমায় উপর সদয় হয়েছে, তুমি আমার সমক্ষে এসেছ। পাপী, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহের মূল, আজ তোমাকে সমরে বধ করে কৃতার্থ ও বিগতজর হব। কর্ণ বললেন, ওহে বীর, আগে তোমার পৌরুষ দেখাও তার পর গর্ব করো। বৎস, বীরগণ কিছুর না বলেই যথাশক্তি যুদ্ধ করেন, তুমিও তাই কর, আমি তোমার দর্প চূর্ণ করব। তার পর নকুল ও কর্ণ পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষের সৈন্য শরাঘাতে নিপীড়িত হয়ে দূরে সরে গিয়ে দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। কর্ণের বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃত্তের ন্যায় ছায়াময় হ'ল। কর্ণ নকুলের চার অশ্ব, রথ পতাকা গদা খড়্গ চর্ম প্রভৃতি বিনষ্ট করলেন, নকুল রথ থেকে নেমে একটা পরিষ নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পরিষও নষ্ট হ'ল, তখন নকুল ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বহু ধনু নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিথ্যা বাক্য বলেছিলে, এখন বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দেখি! বৎস, তুমি বলবান কৌরবদের

সঙ্গে যুদ্ধ করো না, নিজের সমান যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করো; আমার কাছে পরাজয়ের জন্য লঙ্ঘিত হয়ো না। মাদ্রীপুত্র, এখন গৃহে যাও অথবা কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও। বীর ও ধর্মজ্ঞ কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারছেন, কিন্তু কুন্তীর অনুরোধ শ্রবণ করে মর্জিত দিলেন। দ্রুপদসন্তান নকুল কলসে রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। কর্ণ তখন পাণ্ডাসৈন্যদের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পাণ্ডাসৈন্য বিষমস্ত হ'ল, হতাবশিষ্ট পাণ্ডাবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাঁদের পিছনে ধাবিত হলেন।

বৈশ্যাম্বর্ত্তজাত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যদুৎসব পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন (১)। তিনি দুর্যোধনের বিশাল বাহিনী মখন করছেন দেখে শকুনিপুত্র উল্কে তাঁকে আক্রমণ করলেন। যদুৎসব অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'ল, তিনি অন্য রথে উঠলেন। বিজয়ী উল্কে তখন পাণ্ডাল ও সঞ্জয়গণকে বধ করতে গেলেন।

দুর্যোধনভ্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপুত্র শতানীকের অশ্ব রথ ও সারথি বিনষ্ট করলেন, শতানীক ভ্রমণ রথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শ্রুতকর্মারও অশ্ব রথ সারথি বিনষ্ট হ'ল। তখন রথহীন দুই বীর পরস্পরকে দেখতে দেখতে রণভূমি থেকে চলে গেলেন।

ভীমের পুত্র সদাসোম শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। শকুনির শরাঘাতে সদাসোমের অশ্ব সারথি রথ ও ধনু প্রভৃতি নষ্ট হ'ল, সদাসোম তখন ভূমিতে নেমে ষমদণ্ডতুল্য খড়্গ ঘোরাতে লাগলেন। তিনি চতুর্দশ প্রকার মণ্ডলাকারে বেগে বিচরণ করে দ্রাস্ত উদ্ভ্রান্ত আবিষ্ট আশ্রিত বিল্লিত সূত সম্পাত সমদীর্ঘ প্রভৃতি গতি দেখালেন। শকুনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রেম আঘাতে সদাসোমের খড়্গ শিখণ্ড করলেন, সদাসোম তাঁর হস্তধৃত খড়্গাংশ নিক্ষেপ করে শকুনির ধনু ছেদন করলেন। তার পর শকুনি অন্য ধনু নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হলেন।

কৃপাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ হাছিল। কৃপের শরায়ুগে আহত ও অবসন্ন হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের কাছে চলে গেলেন, তখন কৃপ শিখণ্ডীকে আক্রমণ করলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শিখণ্ডী শরাঘাতে মর্জিত হলেন, তাঁর সারথি রণভূমি থেকে সঙ্ঘর রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

৬। পাণ্ডবগণের জয়

(ষোড়শ দিনের যুদ্ধান্ত)

কৌরবসৈন্যের সঙ্গে ত্রিগর্ত শিবি শাল্য সংশ্লিষ্ট ও নারায়ণ সৈন্যগণ, এবং দ্রোণ ও পুত্রগণে বেষ্টিত হয়ে ত্রিগর্তরাজ সূদর্শা অর্জুনের অভিযুদ্ধে চললেন। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয় সেইরূপ শতসহস্র যোদ্ধা অর্জুনের বাণে বিনষ্ট হলেন, তথাপি তাঁরা স'রে গেলেন না। রাজা শত্ৰুজয় এবং সূদর্শার দ্রোণ সৌভ্রাতৃ নিহত হলেন। সূদর্শার আর এক দ্রোণ সত্যসেন তোমরের আঘাতে কৃষ্ণের বাম বাহু বিদ্ধ করলেন, কৃষ্ণের হাত থেকে কশা ও রশ্মি পড়ে গেল। অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শানিত ভগ্নের আঘাতে সত্যসেনের মস্তক ছেদন এবং শরাঘাতে তাঁর দ্রোণ চিত্রসেনকে বধ করলেন। তার পর অর্জুন ইন্দ্রাস্থ প্রয়োগ করলেন, তা থেকে বহু সহস্র বাণ নির্গত হয়ে শত্রুবাহিনী ধ্বংস করতে লাগল। কৌরবগণীয় প্রায় সকল সৈন্য যুদ্ধে বিমুগ্ধ হয়ে পালিয়ে গেল।

রণভূমির অন্য দিকে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রতি বাণবর্ষণ করছিলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের চার অশ্ব ও সারথি বধ করে তাঁর রথখন্ড ধনু ও খড়্গ ভূপাতিত করলেন। দুর্যোধন বিপন্ন হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন, তখন কর্ণ অশ্বখামা কৃপ প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন, পাণ্ডবগণও যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে বেটন করলেন। দুই পক্ষে ভয়ংকর যুদ্ধ হতে লাগল, রণভূমিতে শতসহস্র কবন্ধ উদ্ভিত হ'ল। কর্ণ পাণ্ডালগণকে, ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত-গণকে, এবং ভীমসেন কুরুসৈন্য ও সমস্ত হস্তিসৈন্য বধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন পুনর্বীর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন এবং দুজনে বৃষের ন্যায় গর্জন করে পরস্পরকে শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করলেন। অবশেষে কলহের অন্ত করবার জন্য দুর্যোধন গদাহস্তে ধাবিত হলেন, যুধিষ্ঠির প্রজ্জ্বলিত উল্কার ন্যায় দীপ্যমান একটি বৃহৎ শক্তি অস্ত্র দুর্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্রে দুর্যোধনের মর্মস্থান বিদ্ধ হ'ল, তিনি মোহমগ্ন হয়ে পড়ে গেলেন। ভীম নিজের প্রতিজ্ঞা স্বরণ করে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন আপনার বধা নয়। তখন যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন।

কর্ণের সঙ্গে সাত্যকির যুদ্ধ হ'চ্ছিল। সাময়িকালে কৃষ্ণার্জুন যথাবিধ আহিকাকৃত্য ও শিবপূজা করে কৌরবসৈন্যের দিকে এলেন। তখন দুর্যোধন অশ্বখামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে অর্জুন সাত্যকি ও অন্যান্য পাণ্ডবগণীয়

বীরগণের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য বিধ্বস্ত হ'ল। কিছুকাল পরে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অশ্বকার ও ধূলিতে সমস্তই দৃষ্টির অগোচর হ'ল। রাত্রিযুদ্ধের ভয়ে কৌরবযোদ্ধাগণ তাঁদের সেনা অপসারিত করলেন, বিজয়ী পাণ্ডবগণ হৃষ্টমনে শিবিরে ফিরে গেলেন। তার পর রত্নের ক্রীড়াভূমিতুল্য সেই ঘোর রণস্থলে রাক্ষস পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলে দলে আসতে লাগল।

৭। কর্ণ-দুর্যোধন-শল্য-সংবাদ

শত্রুর হস্তে পরাজিত প্রহৃত ও বিধ্বস্ত হয়ে কৌরবগণ ভগ্নদস্ত হতবিষ পদাহত সর্পের ন্যায় শিবিরে ফিরে এসে মন্ত্ৰণা করতে লাগলেন। কর্ণ হাতে হাত ঘঁষে দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, অর্জুন দ্রুত দক্ষ ও ধৈর্যশালী, আবার কৃষ্ণ তাকে কালোপযোগী মন্ত্ৰণা দিয়ে থাকেন। আজ সে অতর্কিতে অস্ত্রপ্রয়োগ করে আমাদের বশিত করেছে, কিন্তু কাল আমি তার সকল সংকল্প নষ্ট করব।

পরদিন প্রভাতকালে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, আজ আমি হয় অর্জুনকে বধ করব নতুবা তার হাতেই নিহত হব। আমি আর অর্জুন এপর্যন্ত নানা দিকে ব্যাপ্ত ছিলাম, সেজন্য আমাদের যুদ্ধে মিলনই হয় নি। আমাদের পক্ষের প্রধান বীরগণ হত হয়েছেন, ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্রও আর আমার নেই; তথাপি অস্ববিদ্যায় শৌর্য ও জ্ঞানে সব্যসাচী আমার সমকক্ষ নয়। যে ধনুর দ্বারা ইন্দ্র দৈত্যগণকে জয় করেছিলেন, ইন্দ্র যে ধনু পরশুরামকে দিয়েছিলেন, যার দ্বারা পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী জয় করেছিলেন, যা পরশুরাম আমাকে দান করেছেন, বিজয়-নামক সেই ভয়ঙ্কর দিব্য ধনু গান্ধীব ধনু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই ধনুর দ্বারা আমি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব। কিন্তু যে যে বিষয়ে আমি অর্জুনের তুলনায় হীন তাও আমার আবশ্য বলা উচিত। অর্জুনের ধনুতে দিব্য জ্যা আছে তার দ্রুত অক্ষয় তরবার আছে, আবার গোবিন্দ তার সারথি ও রক্ষক। তার অগ্নিদত্ত দিব্য অচ্ছেদ্য রথ আছে, তার অশ্বসকল মনের ন্যায় দ্রুতগামী এবং রথধ্বজের উপর যে বানর আছে তাও ভয়ঙ্কর। এইসকল বিষয়ে আমি অর্জুন অপেক্ষা হীন, তথাপি তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি। শল্য কৃষ্ণের সমান, তিনি যদি আমার সারথি হন তবে নিশ্চয় তোমার বিজয়লাভ হবে। আরও, বহু শকট আমার বাণ ও নারাচ বহন করে চলুক, উত্তম অশ্বযুক্ত বহু রথ আমার পশ্চাতে থাকুক।

শল্যের সমান অশ্বতত্ত্বজ্ঞ কেউ নেই, তিনি আমার সারথি হ'লে ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সম্মুখীন হ'তে পারবেন না।

দুর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি যা চাও তা সমস্তই হবে। তার পর দুর্যোধন শল্যের কাছে গিয়ে সিবিনয়ে বললেন, মদ্ররাজ, কর্ণ আপনাকে সারথি রূপে বরণ করতে চান। আমি মস্তক অবনত ক'রে প্রার্থনা করছি, ব্রহ্মা যেমন সারথি হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করেছিলেন, কৃষ্ণ যেমন সর্ব বিপদ থেকে অর্জুনকে রক্ষা করছেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণকে রক্ষা করুন। পাণ্ডবরা ছল ক'রে মহাধনুর্ধর বৃদ্ধ ভীষ্ম ও দ্রোণকে হত্যা করেছে, আমাদের বহু যোদ্ধা যথার্থই যুদ্ধ ক'রে স্বর্গে গেছেন। পাণ্ডবরা বলবান স্থিরচিত্ত ও যথার্থবিক্রমশালী, আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য যাতে তারা নষ্ট না করে আপনি তা করুন। আমাদের সেনার প্রধান বীরগণ নিহত হয়েছেন, কেবল আমার হিতৈষী মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহারথ আপনি আছেন। মহারাজ শল্য, জয়লাভ সম্বন্ধে কর্ণের উপর আমার বিপুল আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তাঁর সারথি হ'তে পারেন না। অতএব, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের, আপনি সেইরূপ কর্ণের সারথি হ'ন। অরণ্যের সঙ্গে সূর্য যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করেন সেইরূপ আপনি কর্ণের সহিত মিলিত হয়ে অর্জুনকে বিনষ্ট করুন।

কুল ঐশ্বর্য শাস্ত্রজ্ঞান ও বলের জন্য শল্যের গর্ব ছিল। তিনি দুর্যোধনের কথায় ব্রহ্ম হয়ে প্রকৃতি ক'রে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে তুমি আমাকে নিষদ্ধ করতে পার না, উচ্চ জাতি নীচ জাতির দাসত্ব করে না। আমি উচ্চবংশীয়, মিত্ররূপে তোমার কাছে এসেছি; তুমি যদি আমাকে কর্ণের বশবর্তী কর তবে নীচকে উচ্চ করা হবে। ক্ষত্রিয় কখনও সূতজাতির আজ্ঞাবহ হ'তে পারে না; আমি রাজর্ষিকুলজাত, মূর্খাভিষিক্ত (১), মহারথ বলে খ্যাত, বিন্দীগণ আমার শ্রুতি করে। আমি সূতপুত্রের সারথ্য করতে পারি না। দুর্যোধন, তুমি আমার অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। কর্ণ আমার ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। আমি সামান্য লোক নই, তোমার পক্ষে যোগ দিতে আমি স্বয়ং আসি নি, অপমানিত হয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারি না। গান্ধারীর পুত্র, অনুমতি দাও আমি গৃহে ফিরে যাই। এই কথা বলে শল্য রাজাদের মধ্য থেকে উঠে গমনে উদ্যত হলেন।

(১) মাথায় জল দিয়ে থাকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এক অর্থ — ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার পুত্র।

তখন দুর্যোধন সসম্মানে শল্যকে ধরে সবিনয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, মদ্রেস্বর শল্য, আপনি যা বললেন তা যথার্থ, কিন্তু আমার অভিপ্রায় শুনুন। কর্ণ বা অন্য কোনও রাজা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, কৃষ্ণও আপনার বিক্রম সহিতে পারবেন না। আপনি যুদ্ধে শত্রুদের শল্যস্বরূপ, সেজন্যই আপনার নাম শল্য। রাধেয় কর্ণ বা আমি আপনার অপেক্ষা বীর্যবান নই, তথাপি আপনাকে যুদ্ধে সারথি রূপে বরণ করছি; কারণ, আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক মনে করি এবং লোকে আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা অধিক মনে করে। কৃষ্ণ যেরূপ অশ্বহৃদয় জানেন, আপনি তার বিবগদগ জানেন।

শল্য বললেন, বীর দুর্যোধন, তুমি এই সৈন্যমধ্যে আমাকে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছ সেজন্য আমি প্রীত হয়েছি। যশস্বী কর্ণ যখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন আমি তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে আমি তাঁকে যা ইচ্ছা হয় তাই বলব (১)।

দুর্যোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে নিয়ে বললেন, তাই হবে।

৮। দ্রিপদরসংহার ও পরশুরামের কথা

দুর্যোধন বললেন, মদুরাজ, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতাকে দেবাসুর-যুদ্ধের যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শুনুন। দৈত্যগণ দেবগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হ'লে তারকাসুরের তিন পুত্র তারাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যাম্বালী কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করলে। ব্রহ্মা বর দিতে এলে তিন ভ্রাতা এই বর চাইলে, তারা যেন সর্বভূতের অবধ্য হয়। ব্রহ্মা বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের পুত্রেরা বহু বার মন্ত্রণা করে বললে, প্রপিতামহ, আমরা তিনটি কামগামী নগরে বাস করতে ইচ্ছা করি যেখানে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু থাকবে, দেব দানব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি যা বিনষ্ট করতে পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ত্রশাস্ত্র বা ব্রহ্মশাপেও যার হানি হবে না। আমরা এই তিন পুত্রের অবস্থান করে জগতে বিচরণ করব। সুইশ্র বৎসর পরে আমরা তিন জনে মিলিত হব, তখন আমাদের দ্রিপদ এক হয়ে যাবে। ভগবান, সেই সময়ে যে দেবশ্রেষ্ঠ সম্মিলিত দ্রিপদকে এক মাগে ভেদ করতে পারবেন তিনিই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবেন। ব্রহ্মা 'তাই হবে' বলে প্রস্থান করলেন।

(১) উদ্যোগপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে শল্য-দুর্যোধনের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

তারকপদ্বয়গণ ময় দানবকে ত্রিপদ্রনির্মাণের ভার দিলে। ময় দানব তপস্যার প্রভাবে একটি স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের এবং একটি কৃষ্ণলোহের পদ্র নির্মাণ করলেন। প্রথম পদ্রটি স্বর্ণে, দ্বিতীয়টি অম্বতরীক্ষে এবং তৃতীয়টি পৃথিবীতে থাকত। এই পদ্রত্রয়ের প্রত্যেকটি চক্রবাক্ত; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন, এবং বৃহৎ প্রাকার তোরণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভৃতি সমান্বিত। তারকাক্ষ স্বর্ণময় পদ্রে, কমলাক্ষ রৌপ্যময় পদ্রে, এবং বিদ্যাম্বালী লৌহময় পদ্রে বাস করতে লাগল। দেবগণ কর্তৃক বিতাড়িত কোটি কোটি দৈত্য এসে সেই ত্রিপদ্রদুর্গে আশ্রয় নিলে। ময় দানব তাদের সকল মনস্কাম মায়াবলে সিদ্ধ করলেন। তারকাক্ষের হরি নামে এক পদ্র ছিল, সে ব্রহ্মার নিকট বর পেয়ে প্রত্যেক পদ্রে মৃতসঞ্জীবনী পদ্রকারণী নির্মাণ করলে। মৃত দৈত্যগণকে সেইসকল পদ্রকারণীতে নিক্ষেপ করলে তারা পূর্বের রূপে ও বেশে জীবিত হয়ে উঠত।

সেই দাপিত তিন দৈত্য ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ এবং ত্রিলোকের সকলের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। ইন্দ্র ত্রিপদ্রের সকল দিকে বজ্রাঘাত করলেন কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা বললেন, এই ত্রিপদ্র কেবল একটি বাণে ভেদ করা যায়, কিন্তু ঈশান ভিন্ন আর কেউ তা পারবেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোম্মা রূপে বরণ কর। দেবতার্য বৃষভধ্বজ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করলেন। মহেশ্বর অভয় দিলে ব্রহ্মা তাঁর প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে বললেন, শূলপাণি, আপনি শরণাপন্ন দেবগণের উপর প্রসন্ন হয়ে দানবগণকে বধ করুন। মহাদেব বললেন, দানবরা প্রবল, আমি একাকী তাদের বধ করতে পারব না; তোমরা সকলে মিলিত হয়ে আমার অর্ধ তেজ নিয়ে তাদের জয় কর। দেবগণ বললেন, আমাদের যত তেজোবল, দানবদেরও তত, অথবা আমাদের স্ত্রিগণ। মহাদেব বললেন, সেই পাপীরা তোমাদের কাছে অপরাধী সেজন্য সর্বপ্রকারে বধ্য; তোমরা আমার তেজোবলের অর্ধেক নিয়ে শত্রুদের বধ কর। দেবগণ বললেন, মহেশ্বর, আমরা আপনার তেজের অর্ধ ধারণ করতে পারব না, অতএব আপনিই আমাদের সকলের অর্ধ তেজ নিয়ে শত্রুবধ করুন।

শংকর সম্মত হয়ে দেবগণের অর্ধ তেজ নিলেন। তাঁর ফলে তাঁর বল সকলের অপেক্ষা অধিক হ'ল এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হলেন। তখন দেবতাদের নির্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্মা মহাদেবের রথ নির্মাণ করলেন। পৃথিবী দেবী, মন্দর পর্বত, দিগ্বিদিক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগরাজ, বাসুকি, হিমালয় পর্বত,

বিন্ধ্য গিরি, সপ্তর্ষিমন্ডল, গঙ্গা সরস্বতী ও সিন্ধু নদী, শূর ও কৃষ্ণ পক্ষ, রাত্রি ও দিন, প্রভৃতি দিয়ে রথের বিভিন্ন অংশ নির্মিত হ'ল। চন্দ্রসূর্য চক্র হলেন এবং ইন্দ্র বরুণ যম ও কুবের এই চার লোকপাল অশ্ব হলেন। কনকপর্বত সন্মেরু রথের ধ্বজদণ্ড এবং তড়িদভূষিত মেঘ পতাকা হ'ল। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু এবং কালরাত্রিকে জ্যা করলেন। বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন।

খড়্গ বাণ ও শরাসন হাতে নিয়ে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, সারথি কে হবেন? আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠতর তাঁকেই তোমরা সারথি কর। তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে বললেন, প্রভু, আপনি ভিন্ন আমরা সারথি দেখাছি না, আপনি সর্বগুণযুক্ত এবং দেবগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই মহাদেবের অশ্বচালনা করুন। লোকপদ্বিজিত ব্রহ্মা সম্মত হয়ে রথে উঠলেন, অশ্বসকল মস্তক নত করে ভূমি স্পর্শ করলে। ব্রহ্মা অশ্বদের উঠিয়ে মহাদেবকে বললেন, আরোহণ করুন। মহাদেব রথে উঠে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বললেন, তোমরা এমন কথা বলবে না যে দানবদের বধ করুন, কোনও প্রকার দ্বন্দ্বও করবে না। তার পর তিনি সহাস্যে ব্রহ্মাকে বললেন, যেখানে দৈত্যরা আছে সেদিকে সাবধানে অশ্বচালনা করুন।

ব্রহ্মা ত্রিপদের অভিমুখে রথ নিয়ে চললেন। মহাদেবের ধ্বজাগ্রে স্থিত বৃষভ ভয়ংকর গর্জন করে উঠল, সকল প্রাণী ভীত হ'ল, ত্রিভুবন কাঁপতে লাগল, বিবিধ ঘোর দুল্লক্ষণ দেখা গেল। সেই সময়ে বাণাঙ্ঘ্রিত বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র এবং রথারূঢ় ব্রহ্মা ও রত্নদের ভারে এবং ধনুর বিক্ষেপে রথ ভূমিতে ব'সে গেল। নারায়ণ বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষের রূপ ধারণ করে সেই মহারথ ভূমি থেকে তুললেন। তখন ভগবান রত্ন বৃষরূপী নারায়ণের পৃষ্ঠে এক চরণ এবং অশ্বের পৃষ্ঠে অন্য চরণ রেখে দানবপদুর নিরীক্ষণ করলেন, এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খদ্র দ্বিধা বিভক্ত করলেন। সেই অবধি অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত হ'ল এবং গোজাতির খদ্র বিভক্ত হ'ল। মহাদেব তাঁর ধনুতে জ্যারোপন এবং পাশুপত অস্ত্র যোগ করে অপেক্ষা করছিলেন এমন সময়ে দানবদের তিন পদুর একত্র মিলিত হ'ল। দেবগণ সিন্ধগণ ও মহর্ষিগণ জয়ধ্বনি করে উঠলেন, মহাদেব তাঁর দিব্য ধনু আকর্ষণ করে ত্রিপদুর লক্ষ্য করে বাণ মোচন করলেন। তুমুল আতনাদ উঠল, ত্রিপদুর আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণের সহিত দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হ'ল। মহেশ্বর তখন হা হা শব্দে তাঁর ক্রোধজনিত অগ্নিকে নির্বাণিত করে বললেন, ত্রিলোক ভস্ম করো না।

উপাখ্যান শেষ ক'রে দূর্যোধন শল্যকে বললেন, লোকস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রত্নের সারথ্য করেছিলেন সেইরূপ আপনিও কর্ণের সারথ্য করুন। কর্ণ রত্নের তুল্য এবং আপনি ব্রহ্মার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর করছি, আমাদের রাজ্য ও বিজয়লাভও আপনার অধীন। আর একটি ইতিহাস বলছি শুনুন, যা কোনও ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পিতাকে বলেছিলেন। —

ভৃগুর বংশে জমদগ্নি নামে এক মহাতপা ঋষি জন্মেছিলেন, তাঁর একটি তেজস্বী গৃগবান পুত্র ছিল যিনি রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। এই পুত্রের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, রাম, তুমি কি চাও তা আমি জানি। অপাত্র ও অসমর্থকে আমার অস্ত্রসকল দণ্ড করে; তুমি যখন পবিত্র হবে তখন তোমাকে অস্ত্রদান করব। তার পর ভার্গব পরশুরাম বহু বৎসর তপস্যা ইন্দ্রিয়দমন নিয়ম-পালন পূজা হোম প্রভৃতির দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করলেন। মহাদেব বললেন, ভার্গব, তুমি জগতের হিত এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত দেবগণের শত্রুদের বধ কর। পরশুরাম বললেন, দেবেশ, আমার কি শক্তি আছে? আমি অস্ত্রশিক্ষাহীন, আর দানবগণ সর্বাস্ত্রবিশারদ ও দূর্ধ্ব। মহাদেব বললেন, তুমি আমার আজ্ঞায় যাও, সকল শত্রু জয় ক'রে তুমি সর্বগুণান্বিত হবে। পরশুরাম দৈত্যগণকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে বজ্রতুল্য অস্ত্রের প্রহারে তাদের বধ করলেন। যুদ্ধকালে পরশুরামের দেহে যে ক্ষত হয়েছিল মহাদেবের করস্পর্শে তা দূর হ'ল। মহাদেব তুষ্ট হয়ে বললেন, ভৃগুনন্দন, দানবদের অস্ত্রাঘাতে তোমার শরীরে যে পীড়া হয়েছিল তাতে তোমার মানব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভীষ্ট দিব্য অস্ত্রসমূহ নাও।

তার পর মহাতপা পরশুরাম অভীষ্ট দিব্যাস্ত্র ও বর লাভ ক'রে মহাদেবের অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ শল্য, পরশুরাম প্রীত হয়ে মহাত্মা কর্ণকে সমগ্র ধনদ্রব্দ দান করেছিলেন। কর্ণের যদি পাপ থাকত তবে পরশুরাম তাঁকে দিব্যাস্ত্র দিতেন না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে কর্ণ সত্যকালে জন্মেছেন; আমি মনে করি তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপুত্র, পরিচয়গোপনের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। সূতনারী কি ক'রে কবচকুণ্ডলধারী দীর্ঘবাহু সূর্যতুল্য মহারথের জননী হতে পারে? মৃগী কি ব্যাঘ্র প্রসব করে?

৯। কর্ণ-শল্যের যুদ্ধসংগ্রাম

শল্য বললেন, ব্রহ্মা ও মহাদেবের এই দিবা আখ্যান আমি বহুবার শুনেছি, কৃষ্ণও তা জানেন। কর্ণ যদি কোনও প্রকারে অর্জুনকে বধ করতে পারেন তবে শশ্বেচক্রগদাধারী কেশব নিজেই যুদ্ধ করে তোমার সৈন্য ধ্বংস করবেন। কৃষ্ণ ব্রহ্ম হ'লে কোনও রাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না।

দুর্যোধন বললেন, মহাবাহু শল্য, আপনি কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, ইনি অস্বাভাবিকদগণের শ্রেষ্ঠ, এ'র ভয়ংকর জ্যানির্ঘোষ শুনে পাণ্ডবসৈন্য দশ দিকে পালায়। ঘটোৎকচ যখন রাত্রিকালে মায়ায়ুদ্ধ করছিল তখন কর্ণ তাকে বধ করেছিলেন। সেদিন অর্জুন ভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হয় নি। কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে ভীমসেনকে আকর্ষণ করে ব'লোছিলেন, মূঢ় ওদারক। ইনি দুই মাদ্রীপুত্রকে জয় করেও কোনও কারণে তাদের বধ করেন নি। ইনি বৃষ্ণিবংশীয় বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে রথহীন করেছেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিকে বহুবীর্য পরাজিত করেছেন। কর্ণ ব্রহ্ম হ'লে বজ্রপাণি ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, পাণ্ডবরা কি করে তাঁকে জয় করবে? বীর শল্য, বাহুবলে আপনার সমান কেউ নেই। অর্জুন নিহত হ'লে যদি কৃষ্ণ পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করতে পারেন তবে কর্ণের মৃত্যু হ'লে আপনিই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন।

শল্য বললেন, গান্ধারীপুত্র, তুমি সৈন্যগণের সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছ, এতে আমি প্রীত হয়েছি, আমি কর্ণের সারথি হব। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, মদ্ররাজ বিশেষ হৃষ্টচিত্তে এ কথা বলছেন না, তুমি মধুরবাক্যে ঠেকে আরও কিছু বল। দুর্যোধন মেঘগন্ডারীস্বরে শল্যকে বললেন, পুরুষরায়, কর্ণ আজ যুদ্ধে আর সকলকে বিনষ্ট করে অর্জুনকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; আমি বার বার প্রার্থনা করছি, আপনি তাঁর অশ্বচালনা করুন। কৃষ্ণ যেমন পার্থের সচিব ও সারথি, আপনিও সেইরূপ সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন। শল্য তুষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছু প্রিয়কাৰ্য্য সে সমস্তই আমি করব। কিন্তু তোমাদের হিতকামনায় আমি কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয় যে কথা বলব তা কর্ণকে আর তোমাকে সহিতে হবে। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, ব্রহ্মা যেমন মহাদেবের, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের, সেইরূপ আপনি সর্বদা আমাদের হিতে রত থাকুন।

শল্য কর্ণকে বললেন, আত্মনিন্দা আত্মপ্রশংসা পরনিন্দা ও পরস্তুতি — এই

চতুর্বিধ কার্য সম্পন্ন করিতে অকর্তব্য, তথাপি তোমার প্রত্যয়ের জন্য আমি নিজের প্রশংসাবাক্য বলছি। অশ্বচালনা, অশ্বভক্তের জ্ঞানে এবং অশ্বচাৰিকংসার আমি মাতলির ন্যায় ইন্দ্রের সারথি হবার যোগ্য। সুতপত্ন, তুমি উদ্ভবিন হইয়া না, অর্জুনের সহিত যুদ্ধের সময় আমি তোমার রথ চালাব।

পরদিন প্রভাতকালে রথ প্রস্তুত হ'লে শল্য ও কর্ণ তাতে আরোহণ করলেন। দুর্যোধন বললেন, অধিরথপত্ন মহাবীর কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণ যে দুষ্কর কর্ম করতে পারেন নি তুমি তা সম্পন্ন কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী কর, অথবা অর্জুন ভীম নকুল ও সহদেবকে বধ কর এবং সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ভক্ষণ কর। তখন সহস্র সহস্র তুরী ও ভেরী মেঘগজ্ঞানের ন্যায় বেজে উঠল। কর্ণ শল্যকে বললেন, মহাবাহু, আপনি অশ্বচালনা করুন, আজ আমি ধনঞ্জয়, ভীমসেন, দুই মাদ্রীপত্ন ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করব। আজ অর্জুন আমার বাহুবল দেখবে, পাণ্ডবদের বিনাশ এবং দুর্যোধনের জয়ের নিমিত্ত আজ আমি শত শত সহস্র সহস্র অতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করব।

শল্য বললেন, সুতপত্ন, পাণ্ডবরা মহাধনুর্ধর, তুমি তাঁদের অবজ্ঞা করছ কেন? যখন তুমি বজ্রনাদতুল্য গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শব্দে তখন আর এমন কথা বলবে না। যখন দেখবে যে পাণ্ডবগণ বাণবর্ষণ করে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ন্যায় ছায়াময় করছেন, ক্ষিপ্ৰহস্তে শত্রুসৈন্য বিদারণ করছেন, তখন আর এমন কথা বলবে না। শল্যের কথা অগ্রাহ্য করে কর্ণ বললেন, চলুন।

১০। কর্ণ-শল্যের কলহ

কর্ণ যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন দেখে কৌরবগণ হুটু হুটু হলেন। সেই সময়ে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বিনা মেঘে বজ্রপাত, কর্ণের অশ্বসকলের পদস্থলন, আকাশ হতে অশ্ববর্ষণ প্রভৃতি নানা দর্শনীয় দৃশ্য দেখা গেল, কিন্তু দৈববশে মোহগ্রস্ত কৌরবগণ সে সকল গ্রাহ্য করলেন না, কর্ণের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

অভিমন্যু দর্পে ও ক্রোধে যেন জ্বলে উঠে কর্ণ শল্যকে বললেন, আমি যখন ধনু হাতে নিয়ে রথে থাকি তখন বজ্রপাণি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকেও ভয় করি না, ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণের পতন দেখেও আমার সৈন্য নষ্ট হয় না। আমি জানি যে কর্ম অনিত্য, সেজন্য ইহলোকে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আচার্য দ্রোণের নিধনের পর কোন লোক নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে কাল দুর্যোধনের সময় সে বেঁচে

থাকবে? মদ্ররাজ, আগনি সত্ত্বর পাণ্ডব পাণ্ডাল ও সৃঞ্জয়গণের দিকে রথ নিয়ে চলুন, আমি তাদের যুদ্ধে বধ করব অথবা দ্রোণের ন্যায় যমলোকে যাব। পরশুরাম আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্মাবৃত উত্তম রথ দিয়েছেন। এর চক্রে শব্দ হয় না, এতে তিনটি স্বর্ণময় কোষ এবং তিনটি রজতময় দণ্ড আছে, চারটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। বিচিত্র ধনু, ধ্বজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জ্বল অসি ও অন্যান্য অস্ত্র এবং ঘোর শব্দকারী শূভ্র শঙ্খও তিনি আমাকে দিয়েছেন। এই রথে আরুঢ় থেকে আজ আমি অর্জুনকে মারব, কিংবা সর্বহর মৃত্যু যদি তাকে ছেড়ে দেন তবে আমিই ভীষ্মের পথে যমলোকে যাব।

শল্য বললেন, কর্ণ, থাম থাম, আর আত্মপ্রশংসা করো না, তুমি অতিরিক্ত ও অযোগ্য কথা বলছ। কোথায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, আর কোথায় পুরুষাধম তুমি! অর্জুন ভিন্ন আর কে ইন্দ্রপুত্রীর তুল্য স্মারকা থেকে কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করতে পারেন? কোন্ পুরুষ কিরাতবেশী মহাদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন? তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষণাকার সময় যখন গন্ধর্বরা দুর্যোধনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্জুনই তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন? সেই যুদ্ধে প্রথমেই তুমি পালিয়েছিলে এবং পাণ্ডবগণই কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে মর্ন্তি দিয়েছিলেন। তোমরা যখন সসৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বখামার সঙ্গে বিরাটের গরু চুরি করতে গিয়েছিলে তখন অর্জুনই তোমাদের জয় করেছিলেন, তুমি তাঁকে জয় কর নি কেন? সুতপুত্র, ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, যদি পালিয়ে না যাও তবে আজ তুমি মরবে।

কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে বললেন, হয়েছে হয়েছে, অর্জুনের এত প্রশংসা করছেন কেন? সে যদি যুদ্ধে আজ আমাকে জয় করতে পারে তবেই আপনার প্রশংসা সার্থক হবে। 'তাই হবে' বলে শল্য আর উত্তর দিলেন না, কর্ণের ইচ্ছানুসারে রথচালনা করলেন। পাণ্ডবসৈন্যের নিকটে এসে কর্ণ বললেন, অর্জুন কোথায়? অর্জুনকে যে দেখিয়ে দেবে আমি তার অভীষ্ট পুরণ করব, তাকে একটি রত্নপূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দাম্ভবতী গাভী ও কাংসোর দোহনপাত্র দেব; অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যদি চায় তবে সালুকারী গীতবাদ্য-নিপুণা এক শত সুন্দরী যুবতী বা হস্তী রথ অশ্ব বা ভাস্করাবাহী বৃষ অথবা অন্য যে বস্তু তার কাম্য তা দেব।

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর অনুচরগণ হস্ট হলেন। শল্য হাস্য করে বললেন, সুতপুত্র, তোমাকে হস্তী বা সুবর্ণ বা গাভী কিছুই দিতে হবে না, তুমি পুরুষকার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। পূর্বে মূর্খের ন্যায় বিস্তর

ধন তুমি অপায়ে দান করেছ, তাতে বহুবিধ যজ্ঞ করতে পারতে। তুমি বৃথা কৃষ্ণার্জুনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শৃগাল দুই সিংহকে বধ করেছে এ আমরা শুনিনি। গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে সাঁতার অথবা পর্বতের উপর থেকে পড়বার ইচ্ছা যেমন, তোমার ইচ্ছাও তেমন। যদি মঙ্গল চাও তবে সমস্ত যোদ্ধা এবং বাহুবল্য সৈন্যে সঙ্গীত হয়ে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যোগ্য। যদি বাঁচতে চাও তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর।

কর্ণ বললেন, আমি নিজের বাহুবলে নির্ভর করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি। আপনি মিত্ররূপী শত্রু তাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। শল্য বললেন, অর্জুনের হস্তনিষ্কান্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ যখন তোমাকে বিন্ধ করবে তখন তোমার অনুতাপ হবে। মাতার কোড়ে শূন্যে বালক যেমন চন্দ্রকে হরণ করতে চায়, সেইরূপ তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে অর্জুনকে জয় করতে চাচ্ছ। তুমি ভেদ হয়ে মহামেঘ স্বরূপ অর্জুনের উদ্দেশ্যে গর্জন করছ। গৃহবাসী কৃষ্ণের যেমন বনস্থিত ব্যাল্লকে লক্ষ্য করে ডাকে তুমি সেইরূপ নরবায়্য ধনঞ্জয়কে ডাকছ। মূঢ়, তুমি সর্বদাই শৃগাল, অর্জুন সর্বদাই সিংহ।

কর্ণ স্থির করলেন, বাক্শল্যের জনাই এর নাম শল্য। তিনি বললেন, শল্য, আপনি সর্বগুণহীন, অতএব গুণাগুণ বন্ধনেন কি করে? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমি যেমন জানি আপনি তেমন জানেন না; আমি নিজের ও অর্জুনের শক্তি জেনেই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। আমার এই চন্দনচূর্ণে পূজিত সপত্নীয়া বিষমুখ ভয়ংকর বাণ বহু বৎসর ধরে তুণের মধ্যে পড়ে আছে, এই বাণ নিয়েই আমি কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। পিতৃষসার পুত্র এবং মাতুলের পুত্র এই দুই ভ্রাতা (অর্জুন ও কৃষ্ণ) এক সূত্রে গ্রথিত দুই মণির তুল্য। আপনি দেখবেন দুজনেই আমার বাণে নিহত হবেন। কুদেশজাত শল্য, আজ কৃষ্ণার্জুনকে বধ করে আপনাকেও সবাধ্বে বধ করব। দূর্বন্ধি ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার, আপনি সহস্র হয়ে শত্রুর ন্যায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আপনি চূপ করে থাকুন, সহস্র বান্দুদের বা শত অর্জুন এলেও আমি তাঁদের বধ করব। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে গাথা গান করে এবং পূর্বে ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট যা বলেছিলেন, দুরাত্মা মদ্রদেশবাসীদের সেই গাথা শুনুন। — মদ্রকগণ তুচ্ছভাষী নরধর্ম মিথ্যাবাদী কুটিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুষ্টস্বভাব। তারা পিতা পুত্র মাতা শ্বশুর শাশুড়ী মাতুল জামাতা কন্যা পৌত্র বান্ধব বয়স্য অভ্যাগত দাস দাসী প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষ মিলিত হয়ে শত্রু (ছাতু) ও মৎস্য খায়, গোমাংসের সহিত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে,

অসম্ভব গান গান এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রকের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা করা অনর্দচিত, তারা সর্বদাই কলুষিত। বিষচিকিৎসকগণ এই মন্ত্র পাঠ করে বৃশ্চিকদংশনের চিকিৎসা করে থাকেন। — রাজা স্বয়ং যাজক হ'লে যেমন হবি নষ্ট হয়, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ এবং বেদবিস্বেষী লোকে যেমন পতিত হয়, সেইরূপ মদ্রকের সংসর্গে লোকে পতিত হয়। হে বৃশ্চিক, আমি অথর্বোক্ত মন্ত্রে শান্তি করছি — মদ্রকের প্রণয় যেমন নষ্ট হয় সেইরূপ তোমার বিষ নষ্ট হ'ল।

তার পর কর্ণ বললেন, মদ্রদেশের স্ত্রীলোকে মদ্যপানে মত্ত হয়ে বস্ত্র ত্যাগ করে নৃত্য করে, তারা অসংযত স্বেচ্ছাচারিণী। যারা উষ্ট্র ও গর্দভের ন্যায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে সেই ধর্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীদের পুত্র হয়ে আপনি ধর্মের কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নারীদের কাছে কেউ যদি কাজিক(১) বা সুবীরক(২) চায় তবে তারা নিতম্ব আকর্ষণ করে বলে, আমি পুত্র বা পতি দিতে পারি কিন্তু কাজিক দিতে পারি না। আমরা শুনেছি, মদ্রনারীরা কম্বল (৩) পরে, তারা গোরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, নির্লজ্জ, উদরপরায়ণ ও অশুচি। মদ্র সিংহ ও সৌবীর এই তিনটি পাপদেশ, সেখানকার লোকেরা স্লেচ্ছ ও ধর্মজ্ঞানহীন। নিশ্চয় পাণ্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছে। শল্য, আপনি দুর্যোধনের মিত্র, আপনাকে হত্যা করলে নিন্দা হবে, এবং আমাদের ক্ষমাগুণও আছে; এই তিন কারণে আপনি এখনও জীবিত আছেন। যদি আবার এরূপ কথা বলেন তবে এই বজ্রতুল্য গদার আঘাতে আপনার মস্তক চূর্ণ করব।

১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান

শল্য বললেন, কর্ণ, তোমাকে মদ্যপের ন্যায় প্রমাদগ্রস্ত দেখছি, সৌহার্দের জন্য আমি তোমার চিকিৎসা করব। তোমার হিত বা অহিত যা আমি জানি তা অবশ্যই আমার বলা উচিত। একটি উপাখ্যান বলছি শোন। —

সমুদ্রতীরবর্তী কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য ছিলেন, তাঁর বহু পুত্র ছিল। সেই পুত্রেরা তাদের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসসম্বৃত্ত অন্ন দৃষ্টি কর্তৃক প্রভূত এক কাককে খেতে দিত। উজ্জিষ্ঠভোজী সেই কাক গর্বিত হয়ে অন্য পক্ষীদের অবজ্ঞা

(১) প্রচলিত অর্থ কাজী বা আমান; এখানে বোধ হয় খেনো মদ বা পচাই অর্থ।

(২) মদ্য বিশেষ। (৩) পলমী কাপড়।

করত। একদিন গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী এবং চক্ৰবাকের ন্যায় বিচিহ্নদেহ কতকগুলি হংস বেগে উড়ে এসে সমুদ্রের তীরে নামল। বৈশ্যপদ্বতেরা কাককে বললে, বিহঙ্গম তুমি ওই হংসদের সচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন সেই উচ্ছ্রষ্টভোজী কাক সগর্বে হংসদের কাছে গিয়ে বললে, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বললে, আমরা মানস সরোবরে থাকি, ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করি, বহুদূর যেতে পারি, সেজন্য পক্ষীদের মধ্যে আমরা বিখ্যাত। দূর্মতি, তুমি কাক হয়ে কি করে আমাদের সঙ্গে উড়বে?

কাক বললে, আমি এক শ এক প্রকার ওড়বার পদ্ধতি জানি এবং প্রত্যেক পদ্ধতিতে বিচিহ্ন গতিতে শত যোজন যেতে পারি। আজ আমি উন্মীীন অবদীীন প্রদীীন ডীন নিডীন সংডীন তিব্গ্‌ডীন পরিডীন প্রকৃতি বহুপ্রকার গতিতে উড়ব, তোমরা আমার শক্তি দেখতে পাবে। বল, এখন কোন গতিতে আমি উড়ব, তোমরাও আমার সঙ্গে উড়ে চল। একটি হংস হাস্য করে বললে, সকল পক্ষী যে গতিতে ওড়ে আমি সেই গতিতেই উড়ব, অন্য গতি জানি না। রক্তচক্ষু কাক, তোমার যেমন ইচ্ছা সেই গতিতে উড়ে চল।

হংস ও কাক পরস্পর প্রতিবন্দ্বিতা করে উড়তে লাগল, হংস একই গতি এবং কাক বহুপ্রকার গতি দেখাতে দেখাতে চলল। হংস নীরব রইল, দর্শকদের বিস্মিত করার জন্য কাক নিজের গতির বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপর উড়ে বসল, আবার নীচে নেমে এল। হংস মৃদু গতিতে উড়ে কিছুকাল কাকের পিছনে রইল, তার পর দর্শক কাকদের উপহাস শ্রুনে বেগে সমুদ্রের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে উড়ে চলল। কাক শ্রান্ত ও ভীত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও দ্বীপ বা বৃক্ষ নেই, আমি কোথায় নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখলে, কাক জলে পড়ছে। তখন সে বললে, কাক, তুমি বহুপ্রকার গতির বর্ণনা করেছিলে, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ গতির কথা তো বল নি! তুমি পক্ষ ও চণ্ড দিয়ে বার বার জলস্পর্শ করছ, এই গতির নাম কি?

পরিশ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বললে, হংস, আমরা কাক রূপে সৃষ্ট হয়েছি, কা কা রব করে বিচরণ করি। প্রাণরক্ষার জন্য আমি তোমার শরণ নিলাম, আমাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর, যদি ভালয় ভালয় নিজের দেশে ফিরতে পারি তবে আর কাকেও অবজ্ঞা করব না। কাকের এই বিলাপ শ্রুনে হংস কিছু না বলে তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে নিলে এবং দ্রুতবেগে উড়ে তাকে সমুদ্রতীরে রেখে অভীষ্ট দেশে চলে গেল।

উপাখ্যান শেষ করে শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি সেই উচ্ছ্রষ্টভোজী কাকের

তুল্য; ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের ঐচ্ছিক পালিত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকল লোককে ভূমি অবজ্ঞা করে থাক। কাক যেমন শেষকালে বৃদ্ধি করে হংসের শরণ নিয়েছিল, তুমিও তেমন কৃষ্ণার্জুনের শরণ নাও।

১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত

কর্ণ যখন, কৃষ্ণ ও অর্জুনের শক্তি' আমি যথার্থরূপে জানি, তথাপি আমি নিষ্ঠুরে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরাম আমাকে যে শাপ দিয়েছিলেন তার জন্যই আমি উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছি। পূর্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের ছাত্রবেশে পরশুরামের নিকট বাস করতাম। একদিন গুরুদেব আমার উরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন সেই সময়ে অর্জুনের হিতকামী দেবরাজ ইন্দ্র এক বিকট কীটের রূপ ধারণ করে আমার উরু বিদীর্ণ করলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রক্তস্রাব হতে লাগল, কিন্তু গুরুদেব নিদ্রাভঙের মধ্যে আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম। জাগরণের পর তিনি আমার সহিষ্ণুতা দেখে বললেন, তুমি ব্রাহ্মণ নও, সত্য বল তুমি কে। তখন আমি নিজের যথার্থ পরিচয় দিলাম। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই শাপ দিলেন — সূত, তুমি কপট উপায়ে আমার কাছে যে অস্ত্র লাভ করেছ, কার্যকালে তা তোমার স্মরণ হবে না, মৃত্যুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনে পড়বে; কারণ, বেদমন্ত্রযুক্ত অস্ত্র অস্ত্রব্রাহ্মণের নিকট স্থায়ী হয় না।

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুমুল সংগ্রাম আসন্ন হয়েছে তাতে সেই অস্ত্রই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হ'ত। কিন্তু আজ আমি অন্য অস্ত্র স্মরণ করছি যার দ্বারা অর্জুন প্রভৃতি শত্রুকে নিপাতিত করব। আজ আমি অর্জুনের প্রতি যে ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করব তার শক্তি ধারণাতীত। যদি আমার রথচক্র গর্তে না পড়ে তবে অর্জুন আজ মৃত্যু পাবে না। মদ্ররাজ, পূর্বে অস্ত্রভিক্ষাকারে অসাধনতার ফলে আমি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎসকে শরণার্থী করেছিলাম। তার জন্য তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন — যুদ্ধকালে তোমার মহাভয় উপস্থিত হবে এবং রথচক্র গর্তে পড়বে। আমি সেই ব্রাহ্মণকে বহু ধেনু বৎস হস্তী দাসদাসী সুসজ্জিত গৃহ এবং আমার সমস্ত ধন দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন না। শল্য, আপনি আমার নিন্দা করলেও সৌহার্দের জন্য এইসব কথা বললাম। আপনি জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ

করে নি, বিক্রমপ্রকাশ ও যশোলাভের জন্যই জন্মেছে। সহস্র শল্যের অভাবেও আমি শত্রুজয় করতে পারি।

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মাত্র। আমি সহস্র কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শত্রুজয় করতে পারি।

শল্যের নিষ্ঠুর কথা শুনে কর্ণ আবার মদ্রদেশের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, কোনও ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকট বাহীক (১) ও মদ্র দেশের এই কুৎসা করেছিলেন। — যে দেশ হিমালয় গঙ্গা সরস্বতী যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে, এবং যা সিন্ধু শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে অবস্থিত, সেই ধর্মহীন অশুচি বাহীক দেশ বর্জন করবে। জর্তিক নামক বাহীক-দেশবাসীর আচরণ অতি নিন্দিত, তারা গুড়ের মদ্য পান করে, লসুনের সহিত গোমাংস খায়, তাদের নারীরা দৃশ্চরিত্রা ও অশ্লীলভাষিনী। আরট্ট নামক বাহীকগণ মেঘ উষ্ট্র ও গর্দভের দুগ্ধ পান করে এবং জারজ পুত্র উৎপাদন করায়। কোনও এক সতী নারীর অভিশাপের ফলে সেখানকার নারীরা বহুভোগ্যা, সেদেশে ভাগিনেয়ই উত্তরাধিকারী হয়, পুত্র নয়। পাণ্ডনদ প্রদেশের আরট্টগণ কৃতঘ্ন পরস্বাপহারী মদ্যপ গুরুপত্নীগামী নিষ্ঠুরভাষী গোঘাতক, তাদের ধর্ম নেই, অধর্মই আছে।

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অঙ্গদেশের লোকে আত্মরকে পরিত্যাগ করে, নিজের স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করে। কোনও দেশের সকল লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সচ্চারিত্র যে দেবতারাও তেমন নন।

তার পর দুর্যোধন এসে মিত্ররূপে কর্ণকে এবং স্বজনরূপে শল্যকে কলহ থেকে নিবৃত্ত করলেন। কর্ণ হাস্য করে শল্যকে বললেন, এখন রথ চালান।

১৩। কর্ণের সহিত যুদ্ধান্তির ও ভীমের যুদ্ধ

(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ)

বৃহৎ রচনা করে কর্ণ পাণ্ডববাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন। কৃপ ও কৃতবর্মা বৃদ্ধের দক্ষিণে রইলেন। পিশাচের ন্যায় ভীষণদর্শন দুর্জয় অশ্বারোহী গান্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্য সহ শকুনি ও উল্লুক তাঁদের পার্শ্ব রক্ষা করতে

(১) বাহ্যিকের নামান্তর।

লাগলেন। চৌদ্দ হাজার সংশতকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ব্যূহের বামে রইলেন এবং তাঁদের পার্শ্বে কাম্বোজ শক ও যবন যোদ্ধারা অবস্থান করলেন। ব্যূহের মধ্য দেশে কর্ণ এবং পশ্চাতে দ্রুপদাশ্বিন রইলেন।

পুত্রাকালে বৈদমন্ত্রে উদ্দীপিত অগ্নি যে রথের অশ্ব হয়েছিলেন, যে রথ ব্রহ্মা ঈশান ইন্দ্র ও বরুণকে পর পর বহন করেছিল, সেই আদিম আশ্চর্য রথে কৃষ্ণার্জুন আসছেন দেখে শল্য বললেন, কর্ণ, শ্বেত অশ্ব যার বাহন এবং কৃষ্ণ যার সারথি সেই রথ আসছে। তুমি যার অনুসন্ধান করিছলে, কর্মবিপাকের ন্যায় দুর্নিবার সেই অর্জুন শত্রুবধ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখ, নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একটা ঘোরদর্শন মেঘতুল্য কবন্ধ সূর্যমণ্ডল আবৃত করে রয়েছে, বহু সহস্র কক্ষ ও গুপ্ত সমবেত হয়ে ঘোর রব করছে। অর্জুনের গান্ডীব আকৃষ্ট হয়ে কূজন করছে, তাঁর হস্তনিষ্কিপ্ত তীক্ষ্ণ শরজাল শত্রু বিনাশ করছে। নিহত রাজাদের মূণ্ডে রণভূমি আবৃত হয়েছে, আরোহীর সহিত অশ্বগণ মৃদুমৃদু হয়ে ভূমিতে শূন্যে পড়ছে, নিহত হস্তীরা পর্বতের ন্যায় পতিত হচ্ছে। রাধেয় কর্ণ, কৃষ্ণ যার সারথি এবং গান্ডীব যার ধনু, সেই অর্জুনকে যদি বধ করতে পার তবে তুমিই আমাদের রাজা হবে।

এই সময়ে সংশতকগণের আহ্বানে অর্জুন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। কর্ণ বললেন, শল্য, দেখুন, মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত করে, সংশতকগণ সেইরূপ অর্জুনকে ঘিরে অদৃশ্য করে ফেলেছে। অর্জুন যোদ্ধাসাগরে নিমগ্ন হয়েছে, এই তার শেষ। শল্য বললেন, জল দ্বারা কে বরুণকে বধ করতে পারে? কাষ্ঠ দ্বারা কে অগ্নি নির্বাপন করতে পারে? কোন লোক বায়ুকে ধরে রাখতে বা মহার্ঘ্য পান করতে পারে? যুদ্ধে অর্জুনের নিগ্রহ আমি সেইরূপই অসম্ভব মনে করি। তবে কথা বলে যদি তোমার পরিতোষ হয় তবে তাই বল।

কর্ণ ও শল্য এইরূপ আলাপ করছিলেন এমন সময়ে দুই পক্ষের সেনা গঙ্গাযমুনার ন্যায় মিলিত হ'ল। রুদ্র যেমন পশুসংহার করেন অর্জুন সেইরূপ তাঁর চতুর্দিকের শত্রু বধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে বহু পাণ্ডালবীর নিহত হলেন, তাঁদের সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল। পাণ্ডববাহিনী ভেদ করে কর্ণ বহু রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি নিয়ে যুদ্ধাঙ্গীরের নিকটে এলেন। শিখণ্ডী ও সাত্যাকি সহিত পাণ্ডবগণ যুদ্ধাঙ্গীরকে বেষ্টিত করলেন। সাত্যাকি কড়ক প্রেরিত হয়ে দ্রাবিড় অশ্ব ও নিষাদ দেশীয় পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে মারবার জন্য সবগে এল, কিন্তু শরাহত হয়ে ছিন্ন শালবনের ন্যায় ভূপতিত হ'ল। পাণ্ডব, পাণ্ডাল ও

কেকয়গণ কতৃক রক্ষিত হয়ে যুদ্ধার্থিত কর্ণকে বললেন, সূতপুত্র, তুমি সর্বদাই অর্জুনের সহিত স্পর্ধা কর, দুর্যোধনের মতে চ'লে সর্বদাই আমাদের শত্রুতা কর। তোমার যত বীর্য আর পাণ্ডবদের উপর যত বিদ্বেষ আছে আজ সে সমস্তই দেখাও। আজ মহাযুদ্ধে তোমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দূর করব। এই বলে যুদ্ধার্থিত কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বজ্রতুল্য বাণের প্রহারে কর্ণের বাম পার্শ্ব বিদীর্ণ হ'ল, কর্ণ মর্ছিত হয়ে রথের মধ্যে প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে কর্ণ যুদ্ধার্থিতের চক্ররক্ষক পাণ্ডালবীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে বধ করলেন এবং যুদ্ধার্থিতের বর্ম বিদীর্ণ করলেন। রক্তাক্তদেহে যুদ্ধার্থিতের এক শক্তি ও চার তোমর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ ভল্লের আঘাতে যুদ্ধার্থিতের রথ নষ্ট করলেন। তখন যুদ্ধার্থিত অন্য রথে উঠে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ দ্রুতবেগে এসে যুদ্ধার্থিতের স্কন্ধ স্পর্শ ক'রে বললেন, ক্ষত্রিয়বীর প্রাণরক্ষার জন্য কি ক'রে রণস্থল ত্যাগ করতে পারেন? আপনি ক্ষত্রধর্মে পটু নন, বেদাধ্যয়ন আর যজ্ঞ ক'রে ব্রাহ্মণের শক্তিই লাভ করেছেন। কুন্তীপুত্র, আর যুদ্ধ করবেন না, বীরগণের কাছে যাবেন না, তাঁদের অপ্রিয় বাক্যও বলবেন না।

যুদ্ধার্থিত লজ্জিত হয়ে স'রে এলেন এবং কর্ণের বিক্রম দেখে নিজ পক্ষের যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে আছ কেন, শত্রুদের বধ কর। তখন ভীমসেন প্রভৃতি কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তুমুল যুদ্ধে সহস্র সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি বিনষ্ট হ'তে লাগল। অঙ্গরারী সম্মুখ সমরে নিহত বীরগণকে বিমানে তুলে স্বর্গে নিয়ে চলল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বীরগণ স্বর্গলাভের ইচ্ছায় ত্রুণান্বিত হয়ে পরস্পরকে বধ করতে লাগলেন। ভীম সাত্যকি প্রভৃতি যোদ্ধাদের শরাঘাতে আকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। তখন কর্ণের আদেশে শল্য ভীমের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। শল্য বললেন, দেখ, মহাবাহু ভীম কিরূপ রুদ্ধ হয়ে আসছেন, ইনি দীর্ঘকালসিঁপুত ক্রোধ নিশ্চয় তোমার উপর মূর্ত্ত করবেন। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, আপনার কথা সত্য, কিন্তু দণ্ডধারী যশের সঙ্গে ভীম কি ক'রে যুদ্ধ করবেন? আমি অর্জুনকে চাই, ভীমসেন পরাস্ত হ'লে অর্জুন নিশ্চয় আমার কাছে আসবেন।

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের শরাঘাতে কর্ণ অচেতন হয়ে রথের মধ্যে ব'সে পড়লেন, শল্য তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন ভীমসেন বিশাল কৌরববাহিনী নিপীড়িত করতে লাগলেন, পদ্রাকালে ইন্দ্র যেমন দানবগণকে করেছিলেন।

১৪। অশ্বখামা ও কর্ণের সহিত যুদ্ধাধিষ্ঠির ও অর্জুনের যুদ্ধ

(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, কর্ণ বিপৎসাগরে পড়েছেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে তাঁকে রক্ষা কর। তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকল দিক থেকে ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীমের ভল্ল ও নারাচের আঘাতে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিবিশ্বদেব বিকট সহ ক্লান্ত নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভীমের ধনু ও রথ বিনষ্ট করলেন, ভীম গদা নিয়ে শত্রুসৈন্য বধ করতে লাগলেন।

এই সময়ে সংশপ্তক কোশল ও নারায়ণ সৈন্যের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হচ্ছিল। সংশপ্তকগণ অর্জুনের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচক্র ও রথদণ্ড ধরে সিংহনাদ করতে লাগল। কয়েকজন কৃষ্ণের দূই বিশাল বাহু ধরলে। দুষ্ট হস্তী যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃষ্ণ সেইরূপ তাঁর বাহুদ্বয় সম্ভালন করে সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করলেন। অর্জুন নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ করে অন্যান্য সংশপ্তকদের পাদবন্ধন করলেন, তারা সর্পবোণ্ডিত হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল। তখন মহারথ সুশর্মা গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সর্পগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। অর্জুন ঐন্দ্র অস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে শত্রুসৈন্য সংহার করতে লাগল। সংশপ্তকদের চোন্দ্র হাজার পদাতি, দশ হাজার রথী এবং তিন হাজার গজারোহী যোদ্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার অর্জুনের শরাঘাতে নিহত হ'ল।

কৌরবসৈন্য অর্জুনের ভয়ে অবসন্ন হয়েছে দেখে কৃতবর্মা কৃপ অশ্বখামা কর্ণ শকুনি উলুক এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে দুর্যোধন তাদের রক্ষা করতে এলেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বখামা শরাঘাতে আকাশ আচ্ছন্ন করে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাতারিক, যুদ্ধাধিষ্ঠির, স্তুতিবিন্ধ্য প্রভৃতি পাঁচ সহোদর এবং অন্যান্য বহু বীর সকল দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করলেন। তিমির আলোড়নে নদীমুখ যেমন হয়, দ্রোণপুত্রের প্রভাবে পাণ্ডবসৈন্য সেইরূপ বিক্ষোভিত হ'ল। যুদ্ধাধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বখামাকে বললেন, পুরুষবায়ু, তোমার প্রীতি নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমাকেই বধ করতে চাচ্ছ। ব্রাহ্মণের কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন; তুমি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ তাই ক্ষত্রিয়ের কার্য করছ। অশ্বখামা একটু হাসলেন, কিন্তু যুদ্ধাধিষ্ঠিরের অনুযোগ ন্যায্য ও সত্য জেনে কোনও

উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন যুদ্ধাধিপতির সত্বর রণভূমি থেকে চলে গেলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের রথ নষ্ট হওয়ায় তিনি অন্য রথে উঠে চলে গেলেন। তখন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। সিংহ যেমন ভীত মৃগযুগ্মকে করে, কর্ণ সেইরূপ পাণ্ডাল-ঋথিগণকে বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। তখন যুদ্ধাধিপতির পদবীর রণস্থলে এসে শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রোপদীর পণ্ডপুত্র, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণকে বেষ্টিত করলেন। অন্যত্র বাহুবলীক কেকয় মদ্র সিংহ প্রভৃতি দেশের সৈন্যের সঙ্গে ভীমসেন একাকী যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, এই সংশ্লিষ্ট সৈন্য ভগ্ন হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এখন কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জুনের বানরধ্বজ রথ কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হয়ে মেঘগন্ডীরশব্দে কৌরববাহিনীর মধ্যে এল। অশ্বখামা অর্জুনকে বাধা দিতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ করে কৃষ্ণাৰ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করলেন। অশ্বখামা অর্জুনকে অতিক্রম করছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমার বীর্য ও বাহুবল পূর্বের ন্যায় আছে কি? তোমার হাতে গান্ধীব আছে তো? গদ্রুদ্রপুত্র মনে করে তুমি অশ্বখামাকে উপেক্ষা করে না। তখন অর্জুন হুরান্বিত হয়ে চোদ্দটা ভল্লের আঘাতে অশ্বখামার ধ্বজ পতাকা রথ ও অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করলেন। অশ্বখামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সারাথি তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই সময়ে যুদ্ধাধিপতির সঙ্গে দুর্যোধনাদির ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌরবরা যুদ্ধাধিপতিকে ধরবার চেষ্টা করছে দেখে ভীম নকুল সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহু সৈন্য নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ করে সকলকেই নিরস্ত করলেন, যুদ্ধাধিপতির সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যুদ্ধাধিপতির বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ধর্মরাজ যুদ্ধাধিপতির রথে বসে পড়ে তাঁর সারাথিকে বললেন, যাও। তখন দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যুদ্ধাধিপতিকে ধরবার জন্য সকল দিক থেকে ধাবিত হলেন, কেকয় ও পাণ্ডালবীরগণ তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন। যুদ্ধাধিপতির ক্ষতবিক্ষতদেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে শিবিরে ফিরছিলেন, এমন সময় কর্ণ পদবীর তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ করলেন, যুদ্ধাধিপতির এবং নকুল-সহদেবও কর্ণকে শরাহত করলেন। তখন যুদ্ধাধিপতির ও নকুলের অশ্ব বধ করে কর্ণ ভল্লের আঘাতে যুদ্ধাধিপতির শিরস্তাগ নিপাতিত করলেন। যুদ্ধাধিপতির ও নকুল আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন।

মাতুল শল্য অনর্কম্পাপরবশ হয়ে কর্ণকে বললেন, তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন? এতে তোমার অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাধি ক্ষয় হবে, তুণীর বাণশূন্য হবে, সারথি ও অশ্ব শ্রান্ত হবে, তুমিও আহত হবে; এমন অবস্থায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস করবে। তুমি অর্জুনকে মারবে বলেই দুর্যোধন তোমার সম্মান করেন, যুধিষ্ঠিরকে মেরে তোমার কি হবে? ওই দেখ, ভীমসেন দুর্যোধনকে গ্রাস করছেন, তুমি দুর্যোধনকে রক্ষা কর। তখন যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ করে কর্ণ সম্বর দুর্যোধনের দিকে গেলেন।

যুধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে ক্ষতবিক্ষতদেহে সেনানিবেশে ফিরে এলেন এবং রথ থেকে নেমে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহে যেসকল শল্য বিদ্ধ ছিল তা তুলে ফেলা হ'ল, কিন্তু তাঁর মনের শল্য দূর হ'ল না। তিনি নকুল-সহদেবকে বললেন, তোমরা শীঘ্র ভীমসেনের কাছে যাও, তিনি মেঘের ন্যায় গর্জন করে যুদ্ধ করছেন।

এদিকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধনু থেকে ভার্গবাস্ত্র মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগল। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্ত্রের শক্তি দেখ, আমি কোনও প্রকারে এই অস্ত্র নিবারণ করতে পারব না, কর্ণের সহিত যুদ্ধে পালাতেও পারব না। কৃষ্ণ বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পর ফিরে গিয়ে কর্ণকে বধ করবে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য — কর্ণকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে পরিশ্রান্ত করা, এজন্যই তিনি অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে চললেন।

১৫। যুধিষ্ঠিরের কটুবাণ্য

যেতে যেতে ভীমকে দেখে অর্জুন বললেন, রাজার সংবাদ কি? তিনি কোথায়? ভীম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্ষয়রাজ এখান থেকে চলে গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে বেঁচে উঠবেন। অর্জুন বললেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁর অবস্থা জানুন, আমি এখানে শত্রুদের রোধ করে রাখব। ভীম বললেন, তুমিই তাঁর কাছে যাও, আমি গেলে বীরগণ আমাকে ভীত বললেন। অর্জুন

বললেন, সংশপ্তকদের বধ না ক'রে আমি যেতে পারি না। ভীম বললেন, ধনঞ্জয়, আমিই সমস্ত সংশপ্তকের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তুমি যাও।

শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে রেখে এবং তাঁকে উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রুতবেগে যুদ্ধাধিষ্ঠিতের শিবিরে রথ নিয়ে এলেন। যুদ্ধাধিষ্ঠিত একাকী শত্ৰুয়ে ছিলেন, কৃষ্ণার্জুন তাঁর পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হয়েছেন ভেবে ধর্মরাজ হর্ষগদগদকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোমাদের দুজনকে দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, তোমরা অক্ষতদেহে নিরাপদে সর্বাস্ত্রবিশারদ মহারথ কর্ণকে বধ করেছ তো? কৃতান্ততুল্য সেই কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আমি কাতর হই নি। সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকে জয় ক'রে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করেছিলেন, আমাকে বহু নিষ্ঠুর বাক্য বলেছিলেন। ধনঞ্জয়, আমি ভীমের প্রভাবেই জীবিত আছি, এ আমি সহিতে পারছি না। কর্ণের ভয়ে আমি তের বৎসর রাত্রিতে নিদ্রা যেতে পারি নি, দিনেও সুখ পাই নি, সকল সময়েই আমি জগৎ কর্ণময় দেখি। সেই বীর আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই ধিক্কৃত জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভীষ্ম দ্রোণ আর কৃপের কাছে আমি যে লাঞ্ছনা পাই নি আজ সূতপুত্রের কাছে তা পেয়েছি। অর্জুন, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কিপ্রকারে কর্ণকে বধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সবিস্তারে বল। কর্ণ তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রেরা কর্ণের সম্মান করতেন; সেই কর্ণ তোমার হাতে কি ক'রে নিহত হলেন? যিনি বলেছিলেন, 'কৃষ্ণা, তুমি দুর্বল পতিত দীনপ্রকৃতি পাণ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন?' যে দুরাত্মা দ্যুতসভায় হাস্য ক'রে দুর্য্যাসনকে বলেছিল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধ'রে নিয়ে এস' — সেই পাপবান্ধব কর্ণ শরাঘাতে বিদীর্ণদেহ হয়ে শত্ৰুয়ে আছে তো?

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম সেই সময়ে অশ্বখামা আমার সম্মুখে এলেন। আটটি শকট তাঁর বাণ বহন করছিল, আমার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি সেই সমস্ত বাণই নিক্ষেপ করলেন। তথাপি আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শজারদূর ন্যায় কণ্টকিত হ'ল। তিনি রুদ্ধিরাঙ্কদেহে কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তখন কর্ণ পণ্ডাশ জন সৈন্যের সঙ্গে আমার কাছে এলেন। আমি কর্ণের সহচরদের বিনষ্ট ক'রে সত্বর আপনাকে দেখবার জন্য এসেছি। আমি শত্ৰুনেছি, অশ্বখামা ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে আপনি আহত হয়েছেন, সে কারণে উপযুক্ত সময়েই আপনি ক্রুরস্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চ'লে এসেছেন। মহারাজ,

যুদ্ধকালে আমি কর্ণের আশ্চর্য ভাগবাস্ত্র দেখেছি, কর্ণের আক্রমণ সহিতে পারেন এমন যোদ্ধা সৃজয়গণের মধ্যে নেই। আপনি আসুন, দেখবেন আজ আমি রণস্থলে কর্ণের সহিত মিলিত হব। যদি আজ কর্ণকে সবাম্বে বধ না করি তবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারীর যে কষ্টকর গতি হয়, আমার যেন তাই হয়। আপনি জয়াশীর্বাদ করুন, যেন আমি সূতপুত্র ও শত্রুগণকে সসৈন্যে বধ করতে পারি।

কর্ণ সূতশরীরে আছেন জেনে শরাঘাতে পীড়িত যুদ্ধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বৎস, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। কর্ণবধে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে ত্যাগ করে ভীত হয়ে চলে এসেছ। অর্জুন, তুমি কুন্তীর গর্ভকে হেয় করেছ। আমরা তোমার উপর অনেক আশা রেখেছিলাম, কিন্তু অতিপদ্পশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না সেইরূপ আমাদের আশা বিফল হয়েছে। ভূমিতে উণ্ড বীজ যেমন দৈবকৃত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপ রাজ্যলাভের আশায় তের বৎসর তোমার উপর নির্ভর করেছিলাম, কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নরকে নির্মাজ্জিত করেছ। মন্দবৃদ্ধি, তোমার জন্মের পর কুন্তী আকাশবাণী শুনোছিলেন, ‘এই পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী ও সর্বশত্রুজয়ী হবে, মদ্র কলিঙ্গ ও কেকয়গণকে জয় করবে, কৌরবগণকে বধ করবে।’ শতশৃঙ্গ পর্বতের শিখরে তপস্বীগণ এই দৈববাণী শুনোছিলেন, কিন্তু তা সফল হ’ল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আমি জানতাম না যে তুমি কর্ণের ভয়ে অভিভূত। কেশব যার সারথি সেই বিশ্বকর্মা-নির্মিত শব্দহীন কর্ণধ্বজ রথে আরোহণ করে এবং স্বর্ণমণ্ডিত খড়্গ ও গান্ধীবধন ধারণ করে তুমি কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে! দুরাখ্যা, তুমি যদি কেশবকে ধন দিয়ে নিজে সারথি হ’তে তবে বজ্রধর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহবধ করেছিলেন সেইরূপ কেশব কর্ণকে বধ করতেন। তুমি যদি রাধেয় কর্ণকে আক্রমণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার চেয়ে অস্ত্রবিশারদ অন্য রাজাকে গান্ধীবধন দাও। দুরাখ্যা, তুমি যদি পঞ্চম মাসে গর্ভচ্যুত হ’তে কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতে তবে তাই তোমার পক্ষে শ্রেয় হ’ত, তা হ’লে তোমাকে যুদ্ধ থেকে পালাতে হ’ত না। তোমার গান্ধীবকে ধিক, তোমার বাহুবল ও বাণসমূহকে ধিক, তোমার কর্ণধ্বজ ও অগ্নিদন্ত রথকেও ধিক।

১৬। অর্জুনের ক্রোধ — কৃষ্ণের উপদেশ

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁর খড়্গ ধারণ করলেন। চিত্তশ্লব কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তুমি খড়্গ হাতে নিলে কেন? যুদ্ধের যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখছি না, এখন ভীমসেন দুর্যোধনাদিকে আক্রমণ করেছেন, তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখতে এসেছ, তিনিও কুশলে আছেন। এই নৃপশ্রেষ্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওয়া উচিত, তবে ক্রোধ হ'ল কেন? তোমার অভিপ্রায় কি?

সপের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে অর্জুন বললেন, আমার এই গঢ় প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, 'অন্য লোককে গান্ধীব দাও', তার আমি শিরশ্ছেদ করব। গোবিন্দ, তোমার সমক্ষেই রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে তাই বলেছেন। আমি ধর্মভীরু সেজন্য একে বধ করে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব, সত্যের নিকট ঋণমুক্ত হব। তুমিই বল এ সময়ে কি কর্তব্য। জগৎপিতা, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আমি করব।

কৃষ্ণ বললেন, ধিক ধিক! অর্জুন, আমি বুঝেছি তুমি বৃষ্ণের নিকট উপদেশ লাভ কর নি, তাই অকালে ক্রুদ্ধ হয়েছ। তুমি ধর্মভীরু কিন্তু অপণ্ডিত; যারা ধর্মের সকল বিভাগ জানেন তারা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্তব্য কর্মে বিরত থাকে সে পুরুষাধম। আমার মতে প্রাণিবধ না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রাণিহিংসা করবে না। যিনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায় তুমি তাঁকে কি করে হত্যা করতে পার? তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন মৃদুতার বশে অধর্ম্য কার্যে উদ্যত হয়েছ। ধর্মের সন্ধ্যা ও দরুহ তত্ত্ব না জেনেই তুমি গুরুদ্রোহতা করতে যাচ্ছ। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর বা যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মতত্ত্ব বলতে পারেন, আমি তাই বলছি শোন। —

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যাতে পরম্।

তত্ত্বেনৈব সদ্দৃষ্টিং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্॥

ভবেৎ সত্যমবস্তবাং বস্তবামন্যতং ভবেৎ॥

যদান্যতং ভবেৎ সত্যং সত্যপ্ণাপ্যন্যতং ভবেৎ॥

— সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই; কিন্তু জানবে যে সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা তা স্থির করা অতি দরুহ। যেখানে

মিথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য মিথ্যাতুল্য অহিতকর হয়, সেখানে সত্য বলা অনুচিত, মিথ্যাই বলা উচিত। —

বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে

প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।

বিপ্রস্য চার্থে হানুতং বদেত

পশ্চান্তান্যাহরপাতকানি॥

— বিবাহকালে, রতিসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায়, এবং ব্রাহ্মণের উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না। (১)

তার পর কৃষ্ণ বললেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে নিদারুণ কর্ম করেও মহৎ পুণ্যের অধিকারী হতে পারেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা করে হয়েছিল। আবার, মৃঢ় অপণ্ডিত ধর্মকামীও মহাপাপগ্রস্ত হতে পারেন, যেমন কৌশিক হয়েছিলেন। —

পুরাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে বৃথা পশুবধ করত না, কেবল স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতির জীবনযাত্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে গিয়ে কোনও মৃগ পেলে না, অবশেষে সে দেখলে, একটি শ্বাপদ জলপান করছে। এই পশুর চক্ষু ছিল না, ঘ্রাণশক্তিই তার দৃষ্টির কাজ করত। বলাক সেই অদৃষ্টপূর্ব অন্ধ পশুকে বধ করলে আকাশ থেকে তার মাথায় পদ্পব্ধি হ'ল। তার পর সেই ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একটি মনোরম বিমান এল, তাতে অম্বরারা গীত-বাদ্য করছিল। অর্জুন, সেই পশু সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট করে অভীষ্ট বর পেয়েছিল, কিন্তু ব্রহ্মা তাকে অন্ধ করে দেন। সেই সর্বপ্রাণিহিংসক শ্বাপদকে বধ করে বলাক স্বর্গে গিয়েছিল।

কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামের অদূরে নদীর সংগমস্থলে বাস করতেন। তিনি তপস্বী কিন্তু অস্পৃহ ছিলেন। তাঁর এই ব্রত ছিল যে সর্বদাই সত্য বলবেন, সেজন্য তিনি সত্যবাদী বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একদিন কয়েকজন লোক দস্যুর ভয়ে কৌশিকের তপোবনে আশ্রয় নিলে। দস্যুরা খুঁজতে খুঁজতে কৌশিকের কাছে এসে বললে, ভগবান, কয়েকজন লোক এদিকে এসেছিল, তারা কোন পথে গেছে যদি জানেন তো বলুন। সত্যবাদী কৌশিক বললেন, তারা

বহু-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-সমাকীর্ণ এই বনে আগ্রয় নিরেছে। তখন নিষ্ঠুর দস্যুরা সেই লোকদের খুঁজে বার করে হত্যা করলে। মৃদু কৌশিক ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানতেন না, তিনি তাঁর দরদ্রুতির জন্য পাপগ্রস্ত হয়ে কষ্টময় নরকে গিয়েছিলেন।

উপাখ্যান শেষ করে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কেউ তর্ক ম্বারা দুর্বোধ পরমজ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা করে, আবার অনেকে বলে ধর্মের তত্ত্ব শ্রুতিতেই আছে। আমি এই দুই মতের কোনওটির দোষ ধরাছি না, কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মের বিধান নেই, সেজন্য প্রাণিগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত প্রবচন রচিত হয়েছে। —

যং স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্॥

ধারণাধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

যং স্যাম্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

— যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম; প্রাণিগণের অহিংসার নিমিত্ত ধর্মপ্রবচন রচিত হয়েছে। ধারণ (রক্ষা) করে এজন্যই ‘ধর্ম’ বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম। —

অবশ্যং কৃজিতব্যে বা শপ্কেরন্ বাপ্যকৃজতঃ।

শ্রেয়স্তগ্রানৃতং বক্তুং তং সত্যমবিচারিতম্॥

— যেখানে অবশ্যই কিছু বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা শ্রেয়, সে মিথ্যাকে নির্বিচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, যদি মিথ্যা শপথ করে দস্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে দস্যুকে কখনও ধন দেওয়া উচিত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। অর্জুন, আমি তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বরূপ বুঝিয়ে দিলাম, এখন বল যুদ্ধাধিষ্ঠিতকে বধ করা উচিত কিনা।

অর্জুন বললেন, তোমার বাক্য মহাপ্রাজ্ঞ মহার্মতি পুরুষের যোগ্য, আমাদেরও হিতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান, পিতার সমান, আমাদের পরম গতি। আমি বুঝেছি যে ধর্মরাজ আমার অবধা। এখন তুমি আমার সংকল্পের বিষয় শুনেন অনুগ্রহ করে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা জান — কেউ যদি আমাকে বলে, ‘অপর লোক তোমার চেয়ে অস্ত্রবিদ্যায় বা বীর্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাকে গান্ধীব দাও,’ তবে আমি তাকে বধ করব। ভীমেরও প্রতিজ্ঞা আছে — যে তাঁকে

তদ্বরক (১) বলবে তাকে তিনি বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই যদুধিষ্ঠির একাধিক বার আমাকে বলেছেন, ‘গান্ধীব অন্য লোককে দাও’। কিন্তু যদি তাঁকে বধ করি তবে আমি অল্পকালও জীবিত থাকতে পারব না। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এমন বদ্বিধ দাও যাতে আমার সত্যরক্ষা হয় এবং যদুধিষ্ঠির ও আমি দুজনেই জীবিত থাকি।

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সাহিত যদুধিষ্ঠির ক’রে যদুধিষ্ঠির, শ্রান্ত দুঃখিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, সেজন্যই ক্ষোভ ও ক্রোধের বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। এ’র এই উদ্দেশ্যও আছে যে কুপিত হ’লে তুমি কর্ণকে বধ করবে। ইনি এও জানেন যে তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিরুদ্ধে সহিতে পারে না। যদুধিষ্ঠির অবধ্য, তোমার প্রতিজ্ঞাও পালনীয়। যে উপায়ে ইনি জীবিত থেকেই মৃত হবেন তা বলছি শোন। মাননীয় লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই জীবিত থাকেন; যখন তিনি অপমানিত হন তখন তাঁকে জীবন্ত মৃত বলা যায়। রাজা যদুধিষ্ঠির তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেয়েছেন, এখন তুমি তাঁর কিঞ্চিৎ অপমান কর। পুণ্ড্রীয় যদুধিষ্ঠিরকে ‘তুমি’ বল; যিনি প্রভু ও গুরুজন তাঁকে তুমি বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে করবেন; তার পর তুমি চরণবন্দনা ক’রে এবং সান্নিধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি পূর্ববৎ আচরণ করবে। প্রজ্ঞাবান রাজা যদুধিষ্ঠির এতে কখনই কুপিত হবেন না। সত্যভাগ ও ভ্রাতৃবধের পাপ থেকে এইরূপে মুক্ত হয়ে তুমি হৃষ্টচিত্তে সত্যপদকে বধ কর।

১৭। অর্জুনের সত্যরক্ষা — যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধ

অর্জুন যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, আমাকে কটুবাক্য ব’লো না, ব’লো না; তুমি রণভূমি থেকে এক ক্রোশ দূরে রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ বীরগণের সঙ্গে সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পাণ্ডবগণ বলেন, ব্রাহ্মণের বল বাক্যে আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে; কিন্তু তোমারও বল বাক্যে, এবং তুমি নিষ্ঠুর। আমি কিরূপ তা তুমি জান। স্বাী পদ ও জীবন দিয়েও আমি সর্বদা তোমার ইচ্ছাসাধনের চেষ্টা করি, তথাপি তুমি যখন আমাকে প্রাণ্যবশে আঘাত কবছ তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের কোনও সুখলাভের আশা নেই। তুমি দ্রোণদীর শয্যায় শুয়ে আমাকে অবজ্ঞা ক’রো না; তোমার জন্যই আমি মহারথগণকে

(১) গোঁফদাড়িহীন, মাকুন্দ। দ্রোণপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে কর্ণ ভীমকে তদ্বরক বলেছেন।

বধ করেছি, তাতেই তুমি নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর হয়েছ। অধিরাজের পদ পেয়ে তুমি যা করেছ তার আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোমার দ্যুতাসক্তির জন্য আমাদের রাজ্য-নাশ হয়েছে, আমরা বিপদে পড়েছি। তুমি অঙ্গপভাগ্য, এখন ঋতুর বাক্যের কশাঘাতে আমাদের ঋদ্ধ ক'রো না।

যুধিষ্ঠিরকে এইপ্রকার পরুষ বাক্য বলে অর্জুন অননুতপ্ত হলেন এবং নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অসি কোষমুগ্ধ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, ঐকি, তুমি আবার অসি নিষ্কাশিত করলে কেন? অর্জুন বললেন, যে শরীরে আমি অহিত আচরণ করেছি সে শরীর আমি নষ্ট করব। কৃষ্ণ বললেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন করেছ সেজন্য মোহগ্রস্ত হ'লে কেন? তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ? যদি তুমি সত্যরক্ষার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে তবে তোমার কি অবস্থা হ'ত? পার্থ, ধর্মের তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও দুঃস্বপ্ন, বিশেষত অজ্ঞ লোকের কাছে। আমি যা বলছি শোন। আত্মহত্যা করলে তোমার ভ্রাতৃহত্যার চেয়ে গুরুতর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের মূখে নিজের গুণকীর্তন কর, তাতেই আত্মহত্যা হবে।

তখন ধনঞ্জয় তাঁর ধনু নমিত করে যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, শুনুন — পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্ধর কেউ নেই। আমি মহাদেবের অনুমতিতে ক্ষণমধ্যে চরাচর সহ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করতে পারি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে আমিই সকল দিক ও দিকপালগণকে জয় ক'রে আপনার বশে এনেছিলাম। আমার তেজেই আপনার দিব্য সভা নির্মিত এবং রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছিল। আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে বাণযুক্ত বিস্তৃত ধনু, এবং দুই পদতলে রথ ও ধ্বজ অঙ্কিত আছে, আমার তুল্য পুরুষ যুদ্ধে অজেয়। সংশপ্তকদের অঙ্গই অবশিষ্ট আছে, শত্রুসৈন্যের অর্ধ ভাগ আমি বিনষ্ট করেছি। আমি অস্ত্র ম্বারাই অস্ত্রজ্ঞদের বধ করি, অস্ত্রপ্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্য ভস্মসাৎ করি না। কৃষ্ণ, শীঘ্র চল, আমরা বিজয়রথে চড়ে সূতপুত্রকে বধ করতে যাই। আমাদের রাজা আজ সুখলাভ করুন, আমি কর্ণকে বিনষ্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অশ্বরা কুন্তী পুত্রহীনা হবেন, আমি সত্য বলছি — কর্ণকে বধ না ক'রে আমার কবচ খুলব না।

এই কথা বলে অর্জুন তাঁর খড়্গ কোষবদ্ধ করে ধনু ত্যাগ করলেন এবং লজ্জায় নতমস্তকে কৃতাজলিপুটে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, যা বলছি তা ক্ষমা করুন, পরে আপনি আমার উদ্দেশ্য বদ্বতে পারবেন, আপনাকে নমস্কার করছি। আমি ভীমকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত করতে এবং সূতপুত্রকে বধ করতে

এখনই যাচ্ছি। সত্য বলছি, আপনার প্রিয়সাধনের জন্যই আমার জীবন। এই বলে অর্জুন যদুধিষ্ঠিরের পাদস্পর্শ করে যদুম্বাছার জন্য দণ্ডায়মান হলেন।

ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির শয্যা থেকে উঠে দর্শিত মনে বললেন, অর্জুন, আমি অসাধু কর্ম করেছি, তার জন্যই তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছ। আমি কুলনাশক পদ্রুবাধম, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী মৃদুবৃদ্ধি অলস ভীরু নিষ্ঠুর পদ্রুবেশের অনুরণন করে তোমাদের কি লাভ হবে? আমি আজই বনে যাব, মহাত্মা ভীমসেনই তোমাদের যোগ্য রাজা, আমার ন্যায় ক্রীবের আবার রাজকার্য কি? তোমার পরুষ বাক্য আমি সহিতে পারছি না, অপমানিত হয়ে আমার জীবনধারণের প্রয়োজন নেই।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষার বিষয় যদুধিষ্ঠিরকে বৃদ্ধিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আমি আর অর্জুন আপনার শরণাগত, আমি প্রণত হয়ে প্রার্থনা করছি, ক্ষমা করুন, আজ রণভূমি পাপী কর্ণের রক্ত পান করবে। ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে কৃষ্ণকে উঠিয়ে কৃতজ্ঞা হলেন বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহিত হয়েছিলাম, ঘোর বিপৎসাগর থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ।

অর্জুন সরোদনে যদুধিষ্ঠিরের চরণে পড়লেন। ভ্রাতাকে সন্নেহে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে যদুধিষ্ঠিরও রোদন করতে লাগলেন। তার পর অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপনার পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ কর্ণকে বধ না করে আমি যদুম্ব থেকে ক্ষিপ্রব না। যদুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে বললেন, অর্জুন, তুমি যশস্বী হও, অক্ষয় জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমার শত্রুর ক্ষয় হ'ক।

১৮। অর্জুন-কর্ণের অভিমান

(সপ্তদশ দিনের আরও যদুম্ব)

কৃষ্ণের আজ্ঞায় দারুণ অর্জুনের ব্যায়চর্মা বৃত্ত রথ সজ্জিত করলে। তথাবিধি স্তব্ধতায়নের পর কৃষ্ণের সহিত অর্জুন সেই রথে উঠে রণভূমির অভিমুখে চললেন। সেই সময়ে সকল দিক নির্মল হ'ল, চাষ (নীলকণ্ঠ), শতপথ (কুম্ভটোকরা) ও ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক) প্রভৃতি শৃঙ্গসূচক পক্ষী অর্জুনকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কঙ্ক গৃধ্র বক শ্যেন বায়স প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী খাদ্যের লোভে আগে আগে যেতে লাগল।

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই, তথাপি তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করে না। আজ যদুম্বের সপ্তদশ দিন চলছে, তোমাদের এবং শত্রু-

পক্ষের বিপুল সৈন্যের এখন অল্পই অবশিষ্ট আছে। কৌরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ জীবিত আছেন — অশ্বথামা কৃতবর্মা কর্ণ শল্য ও কৃপ। অশ্বথামা তোমার মাননীয় গুরুদ্রোণের পুত্র, কৃপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলের বান্ধব, মহারাজ শল্য তোমার বিমাতার ভ্রাতা, এই কারণে এঁদের উপর তোমার দয়া থাকতে পারে, কিন্তু পাপমতি ক্ষুদ্রাশয় কর্ণকে আজ তুমি সত্বর বধ কর। জতুগৃহদাহ, দ্যুতক্লীড়া, এবং দুর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপীড়ন করেছেন সে সমস্তেরই মূল দুরাশ্মা কর্ণ। অর্জুন বললেন, গোবিন্দ, ভূতভবিষ্যদ্বিৎ তুমি যখন আমার সহায় তখন কর্ণের কথা দূরে থাক, দ্রিলোকের সকলকেই আমি পরলোকে পাঠাতে পারি।

এই সময়ে ভীম তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সারথি বিশোককে বললেন, আমি সর্বাধিকে শত্রুদের রথ ও ধ্বজাগ্র দেখে উদ্‌বিগ্ন হয়েছি। অর্জুন এখনও এসেন না, ধর্মরাজও আহত হয়ে চলে গেছেন। এঁরা জীবিত আছেন কিনা জানি না। যাই হ'ক, এখন আমি শত্রুসৈন্য সংহার করব, তুমি দ্রোণে বল আমার কত বাণ অবশিষ্ট আছে। বিশোক বললে, পাণ্ডুপুত্র, আপনার এত অস্ত্র আছে যে ছয় গোধকট তা বহন করতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধে সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ করুন।

কিছুক্ষণ পরে বিশোক বললে, ভীমসেন, আপনি গান্ধীব আকর্ষণের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? আপনার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, হস্তিসৈন্যের মধ্য থেকে অর্জুনের ধ্বজাগ্রে ওই ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, তিনি কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করতে করতে আপনার কাছে আসছেন। ভীম হুটু হয়ে বললেন, বিশোক, তুমি যে প্রিয়সংবাদ দিলে তার জন্য আমি তোমাকে চোন্দটি গ্রাম, এক শ দাসী এবং কুড়িটি রথ দেব।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, পাণ্ডালসৈন্যেরা কর্ণের ভয়ে পালাচ্ছে, তুমি শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তিনি পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণকে নিঃশেষ করবেন। অর্জুনের রথ দেখতে পেয়ে শল্য বললেন, কর্ণ, ওই দেখ অর্জুন আসছেন, তাঁর ভয়ে কৌরবসৈন্য সর্বাধিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তিনি সমস্ত সৈন্য বর্জন করে তোমার দিকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃষ্ণার্তনকে বধ করতে সমর্থ, তুমি ভীম দ্রোণ অশ্বথামা ও কৃপাচার্যের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অর্জুনের ভয়ে পালাচ্ছেন,

তুমি ভিন্ন আর কেউ গ্রাসের ভয় দূর করতে পারবে না। এই যুদ্ধে কৌরবগণ তোমাকেই স্বীপের ন্যায় আশ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, জ্ঞান মনের মত কথা বলছেন, ধনঞ্জয়ের ভয়ও ত্যাগ করেছেন। আজ আমার বাহুবল দেখুন, আমি একাকীই পাণ্ডবগণের মহাচন্দ্র ধ্বংস করব এবং পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণার্জুনকেও বধ করব। এই দুই বীরকে না মেরে আমি ফিরব না।

এই সময়ে দুর্যোধন কৃপ কৃতবর্মা শকুনি অশ্বত্থা প্রভৃতিকে দেখে কর্ণ বললেন, আপনাদ্বা সকল দিক থেকে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করুন, তাঁরা পরিশ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হ'লে আমি অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অনুসারে কৌরবগণ কৌরবসৈন্য মহারথগণ সৈন্যে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য নিষ্পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হ'তে লাগল, যারা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল তারাও পরাঙ্মুখ হ'ল। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'লে অর্জুন ভীমের কাছে এলেন এবং তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কুশলসংবাদ জানিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ করতে গেলেন।

দুর্যোধনের কনিষ্ঠ দশ জন অর্জুনকে পরিবেষ্টন করলেন, কিন্তু অর্জুন ভগ্নের আঘাতে সকলেরই শিরশ্ছেদ করলেন। নব্বই জন সংশ্লিপ্তক রথী অর্জুনকে বাধা দিতে এলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁরাও নিহত হলেন।

১৯। দুর্যোধনবধ — ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন

(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

কর্ণ পাণ্ডালগণের সহিত যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর শরাতে যুধিষ্ঠিরের এক পুত্র নিহত হ'ল কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাণ্ডালগণকে বিশেষ করছেন, তুমি স্বয়ং তাঁকে বধ কর। অর্জুন কিছুদূর অগ্রসর হ'লে মহাবীর ভীম পুনর্বার তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পশ্চাতে থেকে অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষা করতে লাগলেন।

এই সময়ে দুর্যোধন নির্ভয়ে শরক্ষেপণ করতে করতে ভীমের নিকটস্থ হলেন। হস্তিনী দেখলে দুই মদমত্ত হস্তীর যেমন সংঘর্ষ হয় সেইরূপ ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি নিহত হ'ল। তখন দুর্যোধন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং অন্য ধনু নিয়ে ভীমকে শরাহত করলেন। বাহু প্রসারিত করে ভীম প্রাণশূন্য

ন্যায় রথের মধ্যে শূন্যে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে গর্জন ক'রে উঠলেন। দৃঃশাসন ভীমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপীড়িত করতে লাগলেন। ক্রোধে জ্ব'লে উঠে ভীম বললেন, দুরাস্ত্রা, আজ যুদ্ধে তোমার রক্ত পান করব। দৃঃশাসন মহাবেগে একটি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, উগ্রমূর্তি ভীমও তাঁর ভীষণ গদা ঘূর্ণিত ক'রে প্রহার করলেন। গদার প্রহারে শক্তি ভগ্ন হ'ল, দৃঃশাসন মস্তকে আহত হয়ে দশ ধনু (চল্লিশ হাত) দূরে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁর অশ্ব ও রথও বিনষ্ট হ'ল।

দৃঃশাসন বেদনায় ছটফট করতে লাগলেন। তখন ভীমসেন নিরপরাধা রজস্বলা পতিকর্তৃক অরক্ষিতা দ্রৌপদীর কেশগ্রহণ বস্ত্রহরণ প্রভৃতি দৃঃশাসন ক'রে ঘৃণাসিক্ত হৃদয়শনের ন্যায় জ্ব'লে উঠলেন এবং কর্ণ দূর্যোধন রূপ অশ্বখামা ও কৃতবর্মাকে বললেন, ওহে যোদ্ধাগণ, আজ আমি পাপী দৃঃশাসনকে হত্যা করছি, পারেন তো একে রক্ষা করুন। এই ব'লে ভীম তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। সিংহ যেমন মহাগজকে ধরে, বৃকোদর ভীম সেইরূপ কম্পমান দৃঃশাসনকে আক্রমণ ক'রে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন, এবং তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ঈষদৃষ্ণ রক্ত পান করলেন। তার পর ভূপতিত দৃঃশাসনের শিরশ্ছেদ ক'রে রক্ত চাখতে চাখতে বললেন, মাতার স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তম মাধবীক মদ্য, দিব্য জল এবং মথিত দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি অমৃততুল্য যত পানীয় আছে, সে সমস্তের চেয়ে এই শত্রুরক্ত অধিক সুস্বাদু মনে হচ্ছে। তার পর দৃঃশাসনকে গতাসু দেখে উগ্রকর্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন হাস্য ক'রে বললেন, আর আমি কি করতে পারি, মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করেছে।

রক্তপায়ী ভীমকে যারা দেখাছিল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল। তাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল, অস্ফুট আতর্নাদ করতে করতে অর্ধনির্মীলিত-নেত্রে তারা ভীমকে দেখতে লাগল। এ মানুষ নয়, রাক্ষস — এই ব'লে সৈন্যগণ ভয়ে পালিয়ে গেল। কর্ণভ্রাতা চিত্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাণ্ডালবীর যুধামন্যু তাঁকে শরাঘাতে বধ করলেন।

উপস্থিত বীরগণের সমক্ষে দৃঃশাসনের রক্তে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে ভীম সগর্জনে বললেন, পদ্রুদ্রাধম, এই আমি তোমার কণ্ঠরুদ্ধির পান করছি, এখন আবার আমাকে 'গরু গরু' বল দেখি! দ্যুতসভার্য আমাদের পন্থাজয়ের পর যারা 'গরু গরু' ব'লে নৃত্য করেছিল, এখন প্রতিনৃত্য ক'রে তাদেরই আমরা 'গরু গরু' বলব। তার পর রক্তাক্তদেহে মধু থেকে রক্ত ক্ষরণ করতে করতে ঈষৎ হাস্য ক'রে ভীমসেন কৃষ্ণার্জুনকে বললেন, আমি দৃঃশাসন সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আজ পূর্ণ

অত্যন্ত আকর্ষণ করায় অর্জুনের গান্ধীবধনদূর গুণ ছিন্ন হ'ল, সেই অবসরে কর্ণ এক শত ক্ষুদ্রক বাণে অর্জুনকে আচ্ছন্ন করলেন এবং কৃষ্ণকেও ষাটটি নারাচ দিয়ে বিম্ব করলেন। কৃষ্ণাৰ্জুন পরাভূত হয়েছেন মনে ক'রে কৌরবসৈন্য করতলধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগল। গান্ধীবে নতুন গুণ পরিণে অর্জুন ক্ষণকালমধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার ক'রে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ও সমস্ত কৌরব-যোদ্ধাকে বিম্ব ক'রে কর্ণের চক্ররক্ষক পাদরক্ষক অগ্ররক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষক যোদ্ধাদের বিনষ্ট করলেন। হতাবশিষ্ট কৌরববীরগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন, দুর্যোধনের অনুরোধেও তাঁরা রইলেন না।

খান্ডবদাহের সময় অর্জুন যার মাতাকে বধ করেছিলেন সেই তক্ষকপুত্র অশ্বসেন (১) এতদিন পাতালে শূন্যে ছিল। রথ অশ্ব ও হস্তীর মর্দনে ভূতল কম্পিত হওয়ায় অশ্বসেন উঠে পড়ল এবং মাতৃবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য শররূপ ধারণ ক'রে কর্ণের তুণে প্রবিষ্ট হ'ল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার ক'রে উঠলেন। কর্ণ না জেনেই সেই শর তাঁর ধনুতে যোগ করলেন। শল্য বললেন, এই শরে অর্জুনের গ্রীবা ছিন্ন হবে না, ছুঁমি এমন শর সম্ভান কর যাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ বললেন, আমি দুবার শরসম্ভান করি না, — এই বলে তিনি শর মোচন করলেন। সেই ভীমদর্শন অত্যাশ্চর্য শর সশব্দে নির্গত হয়ে যেন সীমন্ত রচনা ক'রে আকাশপথে জ্বলতে জ্বলতে যেতে লাগল। তখন কংসরিপু মাধব অবলীলাক্রমে তাঁর পায়ের চাপে অর্জুনের রথ মাটিতে এক হাত (২) বসিয়ে দিলেন, রথের চার অশ্ব জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করলে। নাগবাণের আঘাতে অর্জুনের জগদ্বিখ্যাত স্তম্ভকিরীট দগ্ধ হয়ে মস্তক থেকে পড়ে গেল।

শররূপী মহানাগ অশ্বসেন পুনর্বীর কর্ণের তুণে প্রবেশ করতে গেল। কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন করেছিলে সেজন্য অর্জুনের মস্তক হরণ করতে পারি নি; আবার লক্ষ্য ক'রে আমাকে নিক্ষেপ কর, তোমার আর আমার শত্রুকে বধ করব। অশ্বসেনের ইতিহাস শুনে কর্ণ বললেন, অন্যের শক্তি অবলম্বন ক'রে আমি জয়ী হ'তে চাই না; নাগ, যদি শত অর্জুনকেও বধ করা যায়, তথাপি এই শর আমি পুনর্বীর প্রয়োগ করব না; অতএব তুমি প্রসন্ন হয়ে চলে যাও। তখন অশ্বসেন অর্জুনকে মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হ'ল। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কর, খান্ডবদাহকালে তুমি এর শত্রুতা

(১) আদিপর্ব ৪০-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (২) মূলে আছে 'কিন্‌কুমারম্', তার অর্থ এক হাত বা এক বিষত।

করেছিলে; ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রজ্জ্বলিত উল্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে। অর্জুন ছয় বাণের আঘাতে অশ্বসেনকে কেটে ভূপাতিত করলেন। তখন পদ্মরবোত্তম কৃষ্ণ স্বয়ং দুই হাতে টেনে অর্জুনের রথ ভূমি থেকে তুললেন।

অর্জুন শরাঘাতে কর্ণের মণিভূষিত স্বর্ণকিরীট, কুণ্ডল ও উজ্জ্বল বর্ম বহু খণ্ডে ছেদন করলেন এবং বর্মহীন কর্ণকে ক্ষতিবিক্ষত করলেন। বায়ু-পিপ্ত-কফ-জনিত জ্বরে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর অর্জুন যমদণ্ডতুল্য লৌহময় বাণে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ করলেন। কর্ণের মূর্চি শিথিল হ'ল, তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে অবশ হয়ে টলতে লাগলেন। সংস্বভাব পদ্মরবশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই অবস্থায় কর্ণকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, পান্ডুপুত্র, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? বুদ্ধিমান লোকে দুর্বল বিপক্ষকে অবসর দেন না, বিপদগ্রস্ত শত্রুকে বধ করে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। তুমি হরান্বিত হও, নতুবা কর্ণ স বল হয়ে আবার তোমাকে আক্রমণ করবেন। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুন শরাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন করলেন, কর্ণও প্রকৃতিস্থ হয়ে কৃষ্ণঅর্জুনকে শরবিদ্ধ করতে লাগলেন।

কর্ণের মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় কাল অদৃশ্যভাবে তাঁকে ব্রাহ্মণের শাপের বিষয় জানিয়ে বললেন, ভূমি তোমার রথচক্র গ্রাস করছে। তখন কর্ণ পরশুরামপ্রদত্ত ব্রাহ্ম মহাস্থের বিষয় ভুলে গেলেন, তাঁর রথও ভূমিতে মগ্ন হয়ে ঘুরতে লাগল। কর্ণ বিষন্ন হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্মজগণ সর্বদাই বলেন যে ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করেন। আমরা যথাযোগ্য ধর্মাচরণ করি, কিন্তু দেখছি ধর্ম ভক্তগণকে রক্ষা না করে বিনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনবরত শরবর্ষণ করে অর্জুনের ধনুর্গদণ বার বার ছেদন করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন এক ভয়ংকর লৌহময় দিব্যাস্ত্র মন্ত্র-পাঠ করে তাঁর ধনুতে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচক্র আরও ভূপ্রবিষ্ট হ'ল। ক্রোধে অগ্রদ্রুত করে কর্ণ বললেন, পান্ডুপুত্র, মূহুর্তকাল অপেক্ষা কর, দৈবক্রমে আমার রথের বাম চক্র ভূমিতে ব'সে গেছে। তুমি কাপদ্মরবের আভিসান্ধি ত্যাগ কর, সাধুস্বভাব বীরগণ যাচমান বা দুর্দশাপন্ন বিপক্ষের প্রতি অস্বক্ষেপণ করেন না। তোমাকে বা বাসুদেবকে আমি ভয় করি না, তুমি মহাকুলবিবর্ধন ক্ষত্রিয়-পুত্র, ধর্মোপদেশ স্মরণ করে ক্ষণকাল ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ বললেন, রাধেয়, অদৃষ্টের বশে এখন তুমি ধর্ম স্মরণ করছ। নীচ লোকে বিপদে পড়লে দৈবের নিন্দা করে, নিজের কুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন দুর্ঘোষন দৃঃশাসন আর শকুনির সঙ্গে মিলে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দাঁতসভায়

আনিয়েছিলে তখন তোমার ধর্ম স্মরণ হয় নি। যখন অক্ষনিপদ গণ শকুনি অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে জয় করেছিলেন তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তোমার সম্মতিতে দুর্যোধন ভীমকে বিষযুক্ত খাদ্য দিয়েছিল, জতুগৃহে সন্ত পান্ডবদের যখন দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল, দুর্যোধন কর্তৃক গৃহীতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে যখন তুমি উপহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? বয়োদশ বর্ষ অতীত হ'লেও তোমরা যখন পান্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও নি, বহু মহারথের সঙ্গে মিলে যখন বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এই সব সময়ে যদি তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম ক'রে তালু শুল্ক নিয়ে লাভ কি? আজ তুমি যতই ধর্মচরণ কর তথাপি নিক্ষুতি পাবে না।

বাসুদেবের কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি ক্রোধে ওষ্ঠ স্পন্দিত ক'রে ধনু তুলে নিয়ে অর্জুনকে মারবার জন্য একটি ভয়ংকর বাণ যোজনা করলেন। মহাসর্প যেমন বস্মীকে প্রবেশ করে, কর্ণের বাণ সেইরূপ অর্জুনের বাহু মধ্যে প্রবেশ করলে। অর্জুনের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ কাঁপতে লাগল, হাত থেকে গান্ধীব পড়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দুই হাত দিয়ে রথচক্র তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন অর্জুন সংজ্ঞালাভ ক'রে ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে কর্ণের রক্তভষিত ধ্বজ এবং তার উপরিস্থ উজ্জ্বল হস্তিরজ্জ্বলাঙ্ঘন কেটে ফেললেন। তার পর তিনি তদুপ থেকে বজ্র অগ্নি ও যমদণ্ডের ন্যায় করাল অঞ্জলিক বাণ তুলে নিয়ে বললেন, যদি আমি তপস্যা ও যজ্ঞ ক'রে থাকি, গুরুজনকে সন্তুষ্ট ক'রে থাকি, সুহৃদগণের বাক্য শুনে থাকি, তবে এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণহরণ করুক।

অপরাহ্নকালে অর্জুন সেই অঞ্জলিক বাণ দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন করলেন। রক্তবর্ণ সূর্য যেমন অস্তাচল থেকে পতিত হন, সেইরূপ সেনাপতি কর্ণের উত্তমাঙ্গ ভূমিতে পতিত হ'ল। সকলে দেখলে, কর্ণের নিপতিত দেহ থেকে একটি তেজ আকাশে উঠে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করলে। কৃষ্ণ অর্জুন ও অন্যান্য পান্ডবগণ হর্ষ হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন, পান্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ সিংহনাদ ও তুঙ্গধ্বনি ক'রে বন্দ ও বাহু সঞ্চালন করতে লাগল। বীর কর্ণ শোণিতান্তদেহে শূর্য্যোদয় হয়ে ভূমিতে পড়ে আছেন দেখে মদ্ররাজ শল্য ধ্বজহীন রথ নিয়ে চলে গেলেন।

২১। দুর্যোধনের বিষাদ — যুধিষ্ঠিরের হর্ষ

(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

হতযুদ্ধি দুর্যোধন শল্য দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, ভরতনন্দন, আজ কর্ণ ও অর্জুনের যে যুদ্ধ হয়েছে তেমন আর কখনও হয় নি। দৈবই পান্ডবদের রক্ষা করেছেন এবং আমাদের বিনষ্ট করেছেন। শল্যের কথা শুনে দুর্যোধন নিজের দূর্নীতির বিষয় চিন্তা করে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তার পর তিনি সারথিকে রথ চালাবার আদেশ দিয়ে বললেন, আজ আমি কৃষ্ণ অর্জুন ভীম ও অবশিষ্ট শত্রুদের বধ করে কর্ণের কাছে ঋণমুক্ত হব।

রথ অশ্ব ও গজ বিহীন পঁচিশ হাজার কৌরবপক্ষীয় পদাতি সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল নিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। পদাতি সৈন্যের সঙ্গে ধর্মাবতারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভীম রথ থেকে নামলেন এবং বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে লাগলেন। অর্জুন নকুল সহদেব ও সাত্যকিও যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাতে লাগল। তখন দুর্যোধন আশ্চর্য পৌরুষ দেখিয়ে একাকী সমস্ত পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি স্বপক্ষের পলায়মান যোদ্ধাদের বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, শোন, পৃথিবীতে বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পান্ডবদের হাত থেকে নিস্তার পাবে। ওদের সৈন্য অল্পই অবশিষ্ট আছে, কৃষ্ণাৰ্জুনও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, আমরা সকলে এখানে থাকলে নিশ্চয় আমাদের জয় হবে। কালান্তক যম সাহসী ও ভীরু উভয়কেই বধ করেন, তবে ক্ষত্রিয়রতধারী কোন মূঢ় যুদ্ধ ত্যাগ করে? তোমরা পালালে নিশ্চয় ব্রহ্মশত্রু ভীমের হাতে পড়বে, তার চেয়ে যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করা শ্রেয়।

সৈন্যেরা দুর্যোধনের কথা না শুনে পালাতে লাগল। তখন ভীম ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মদ্ররাজ শল্য দুর্যোধনকে বললেন, আমাদের অসংখ্য রথ অশ্ব গজ ও সৈন্য বিনষ্ট হয়ে এই রণভূমিতে পড়ে আছে। দুর্যোধন, নিমিত্ত হও, সৈন্যেরা ফিরে যাক, তুমিও শিবিরে যাও, দিবাকর অস্তে যাচ্ছেন। রাজা, তুমিই এই লোক-ক্ষয়ের কারণ। দুর্যোধন 'হা কর্ণ, হা কর্ণ' বলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। অশ্বখামা প্রভৃতি যোদ্ধারা দুর্যোধনকে বার বার আশ্বাস দিলেন এবং নর-অশ্ব-মাতঙ্গের রক্তে সিঁক্ত রণভূমি দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন। ভক্তবৎসল

রক্তবর্ণ ভগবান সূর্য কিরণজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শ করে যেন স্নানের ইচ্ছায় পশ্চিম সমুদ্রে গমন করলেন।

কল্পবৃক্ষ যেমন পক্ষীদের আশ্রয়, কর্ণ সেইরূপ প্রার্থীদের আশ্রয় ছিলেন। সম্ভাব্য প্রার্থীকে তিনি কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর সমস্ত বিত্ত এবং জীবন কিছুই ব্রাহ্মণকে অদেয় ছিল না। প্রার্থীগণের প্রিয় দানপ্রিয় সেই কর্ণ পাথের হস্তে নিহত হয়ে পরমগতি লাভ করলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ণার্জুনের যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু পুনর্বীর কর্ণের বাণে আহত হয়ে নিজের শিবিরে ফিরে যান। কর্ণবধের পর কৃষ্ণার্জুন তাঁর কাছে গেলেন এবং চরণবন্দনা করে বিজয়সংবাদ দিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীত হয়ে কৃষ্ণার্জুনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান পদরুশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দেখতে এলেন। তার পর তিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনের বহু প্রশংসা করে বললেন, গোবিন্দ, তের বৎসর পরে তোমার প্রসাদে আজ আমি সন্ধে নিদ্রা যাব।

শল্যপর্ব

॥ শল্যবধপর্বাধ্যায় ॥

১। কৃপ-দুর্যোধন-সংবাদ

কৌরবপক্ষের দুরবস্থা দেখে সংস্বভাব তেজস্বী বৃদ্ধ কৃপাচার্য কৃপাবিশ্ট হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধধর্মই শ্রেষ্ঠ, পিতা পুত্র ভ্রাতা মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধী ও বান্ধবের সঙ্গোও ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম এবং পলায়নই অধর্ম। কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ কণ জয়দ্রথ, তোমার ভ্রাতারা, এবং তোমার পুত্র লক্ষ্মণ, সকলেই গত হয়েছেন, আমরা কাকে আশ্রয় করব? সাধুস্বভাব পাণ্ডবদের প্রতি তোমরা অकारণে অসদ্ব্যবহার করেছ, তারই ফল এখন উপস্থিত হয়েছে। বৎস, যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তুমি যেসকল যোদ্ধাকে আনিয়েছ তাঁদের এবং তোমার নিজেরও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি আত্মরক্ষা কর। বৃহস্পতির নীতি এই — বিপক্ষের চেয়ে ক্ষীণ হ'লে অথবা তার সমান হ'লে সন্ধি করবে, বলবান হ'লে যুদ্ধ করবে। আমরা এখন হীনবল, অতএব পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত। ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণ অনুরোধ করলে দয়ালু যুদ্ধার্থীর নিশ্চয় তোমাকে রাজপদ দেবেন, ভীম অর্জুন প্রভৃতিও সম্মত হবেন।

শোকাভূর দুর্যোধন কিছুকাল চিন্তা করে বললেন, সূহৃদের যা বলা উচিত আপনি তাই বলেছেন, প্রাণের মায়্যা ত্যাগ করে আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধও করেছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যমদুর্ষর যেমন ঔষধে রুচি হয় না সেইরূপ আপনার যুদ্ধ-সম্মত হিতবাক্য আমার ভাল লাগছে না। আমরা যুদ্ধার্থীরকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলাম, তাঁর প্রেরিত দূত কৃষ্ণকেও প্রতারিত করেছিলাম; এখন তিনি আমার অনুরোধ শুনবেন কেন? আমরা অভিমন্যুকে বিনষ্ট করেছি, কৃষ্ণ ও অর্জুন আমাদের হিতাচরণ করবেন কেন? কোপনস্বভাব ভীম উগ্র প্রতিজ্ঞা করেছে, সে মরবে তবু নত হবে না। যমতুলা নকুল-সহদেব অসি ও চর্ম ধারণ করেই আছে। দ্যুতসভায় সকলের সমক্ষে যিনি নিষ্পত্তি হয়েছিলেন সেই দ্রৌপদী আমার বিনাশ ও ভর্তৃগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উগ্র তপস্যা করেছেন, তিনি প্রত্যহ হোমস্থানে শয়ন করেন; কৃষ্ণভাগিনী সুভদ্রা অভিমান ও

দৰ্প ত্যাগ ক'রে সৰ্বদা দাসীর ন্যায় দ্রোপদীর সেবা করেন। এইসকল কারণে এবং বিশেষত অভিমন্যুবধের ফলে যে বৈরানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা নির্বাণিত হয় নি, অতএব কি ক'রে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হবে? সাগরাস্বরী পৃথিবীর রাজা হয়ে আমি কি ক'রে পাণ্ডবদের প্রসাদে রাজ্য ভোগ করব, দাসের ন্যায় যুদ্ধার্থীর পিছনে যাব, আত্মীয়দের সঙ্গে দীনভাবে জীবিকানির্বাহ করব? এখন ক্রীবের ন্যায় আচরণের সময় নয়, আমাদের যুদ্ধ করাই উচিত। যে বীরগণ আমার জন্য নিহত হয়েছেন তাঁদের উপকার স্মরণ ক'রে এবং তাঁদের ঋণ শোধের বাসনায় আমার রাজ্যের প্রতিও আর রুচি নেই। পিতামহ ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে নিপাতিত ক'রে যদি আমি নিজের জীবন রক্ষা করি তবে লোকে নিশ্চয় আমার নিন্দা করবে। আমি যুদ্ধার্থীরকে প্রণিপাত ক'রে রাজ্যলাভ করতে চাই না, বরং ন্যায়যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গলাভ করব।

দুর্যোধনের কথা শুনে ক্ষত্রিয়গণ প্রশংসা ক'রে সাধু সাধু বলতে লাগলেন এবং পরাজয়ের জন্য শোক না ক'রে যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যগ্র হলেন। তার পর তাঁরা বাহনদের পরিচর্যা ক'রে হিমালয়ের নিকটবর্তী বৃক্ষহীন সমতল প্রদেশে গেলেন এবং অরুণবর্ণ সরস্বতী নদীতে স্নান ও তার জল পান করলেন। সেখানে কিছুকাল থেকে তাঁরা দুর্যোধন কর্তৃক উৎসাহিত হ'য়ে রাহিবাসের জন্য শিবিরে ফিরে এলেন।

২। শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক

কৌরবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, আপনি সেনাপতি নিযুক্ত ক'রে যুদ্ধ করুন, আমরা তৎকর্তৃক রক্ষিত হয়ে শত্রু জয় করব। দুর্যোধন রথারোহণে অশ্বখামার কাছে গেলেন — যিনি তেজে সূর্যতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য, যার পিতা অযোনিজ এবং মাতাও অযোনিজা, যিনি রূপে অনুপম, সর্ববিদ্যার পারগামী এবং গুণের সাগর। দুর্যোধন তাঁকে বললেন, গদ্রদ্রপদ্র, এখন আপনিই আমাদের পরমর্গতি, আদেশ করুন কে আমাদের সেনাপতি হবেন।

অশ্বখামা বললেন, শল্যের কুল রূপ তেজ যশ স্ত্রী ও সর্বপ্রকার গুণই আছে, ইনিই আমাদের সেনাপতি হ'ন। এই কৃতজ্ঞ নরপতি নিজের ভাগিন্যেদের ত্যাগ ক'রে আমাদের পক্ষে এসেছেন। ইনি মহাসেনার অধীশ্বর এবং দ্বিতীয় কাতিকের ন্যায় মহাবাহু। দুর্যোধন ভূমিতে দাঁড়িয়ে কৃতাজ্ঞ হ'য়ে রথস্থ শল্যকে বললেন, মিত্রবৎসল, মিত্র ও শত্রু পরীক্ষা করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, আপনি আমাদের সেনার অগ্রে থেকে নেতৃত্ব করুন, আপনি রণস্থলে গেলে মন্দমতি পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ এবং

তাদের অমাত্যবর্গ নিরুদ্যম হবে। মদ্রাধিপ শল্য উত্তর দিলেন, কুরুরাজ, তুমি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও আমি তাই করব, আমার রাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার প্রিয়সাধনের জন্য। দুর্যোধন বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় মাতুল, আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ করছি, কার্তিক যেমন দেবগণকে রক্ষা করেছিলেন সেইরূপ আপনি আমাদের রক্ষা করুন। শল্য বললেন, দুর্যোধন, শোন — কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তুমি রথিশ্রেষ্ঠ মনে কর, কিন্তু তাঁরা বাহুবলে কিছতেই আমার তুল্য নন। আমি ক্রুদ্ধ হ'লে সুরাসদর ও মানব সমেত সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, পাণ্ডবরা তো দূরের কথা। আমি সেনাপতি হয়ে জয়লাভ করব এতে সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন শল্যকে যথাবিধি সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। সৈন্যেরা সিংহনাদ করে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হ'ল, কৌরব ও মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে শল্যের স্তুতি করতে লাগলেন। সকলে সেই রাত্রিতে সূখে নিদ্রা গেলেন।

পাণ্ডবশিবিরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, দুর্যোধন মহাধনুর্ধর শল্যকে সেনাপতি করেছেন। তুমিই আমাদের নেতা ও রক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, আমি শল্যকে জানি, তিনি ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের সমান অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শল্যের বল ভীষ্ম অর্জুন সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর অপেক্ষা অধিক। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি বিরুদ্ধে শাদূলতুল্য, আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে নেই যিনি যুদ্ধে মদ্ররাজকে বধ করতে পারেন। তিনি সম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দয়া করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য করে শল্যকে বধ করুন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগর উত্তীর্ণ হ'য়ে এখন শল্য-রূপ গোপ্পদে নিমজ্জিত হবেন না। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ সায়ংকালে তাঁর শিবিরে প্রস্থান করলেন। কর্ণবধে আনন্দিত পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ সেই রাত্রিতে সূখে নিদ্রা গেলেন।

৩। শল্যবধ

(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ)

পরদিন প্রভাতে কৃপ কৃতবর্মা অশ্বখামা শল্য শকুনি প্রভৃতি দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নিয়ম করলেন যে তাঁরা কেউ একাকী পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা করে মিলিত হয়েই যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র

নামক ব্যাহ রচনা করলেন এবং মদ্রদেশীয় বীরগণ ও কর্ণপুত্রদের সঙ্গে ব্যাহের সম্মুখে রইলেন। ত্রিগতসৈন্য সহ কৃতবর্মা ব্যাহের বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ কৃপাচার্য দক্ষিণে, কাম্বোজ সৈন্য সহ অশ্বখামা পৃষ্ঠদেশে, এবং কুরুবীরগণ সহ দুর্যোধন ব্যাহের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পান্ডবগণও নিজদের সৈন্য ব্যাহবন্ধ ও স্বেদা বিভক্ত করে অগ্রসর হলেন। কৌরবপক্ষে এগার হাজার রথী, দশ হাজার সাত শ গজারোহী, দু লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন কোটি পদাতি, এবং পান্ডবপক্ষে ছ হাজার রথী, ছ হাজার গজারোহী, দশ হাজার অশ্বারোহী ও দু কোটি পদাতি অবশিষ্ট ছিল।

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কর্ণপুত্র চিত্রসেন সত্যসেন ও সুশর্মা নকুলের হাতে নিহত হলেন। পান্ডবপক্ষের গজ অশ্ব রথী ও পদাতি সৈন্য শল্যের রাণে নিপীড়িত ও বিচলিত হ'ল। সহদেব শল্যের পুত্রকে বধ করলেন। ভীমের গদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হ'ল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ করে ভীমের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। বৃকোদর অবচলিত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই আঘাতে শল্যের সারথির হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। পরস্পরের প্রহারে দুজনেই আহত ও বিহবল হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মন্তের ন্যায় বিহবল হয়ে মদ্ররাজকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

দুর্যোধনের প্রাসের আঘাতে যাদববীর চৌকিতান নিহত হলেন। শল্যকে অগ্রবর্তী করে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুনি যুদ্ধার্থীর সঙ্গে এবং তিন হাজার রথী সহ অশ্বখামা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধার্থীর তাঁর ভ্রাতাদের এবং কৃষ্ণকে ডেকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য পরাক্রান্ত বহু রাজা কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কর্তব্যে পুরুষকার দেখিয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন, আজ আমি তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে ইচ্ছা করি। বীরগণ, আমার সত্য বাক্য শোন — আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আমি তাঁকে বধ করব, আজ আমি বিজয়লাভ বা মৃত্যুর জন্য ক্ষত্রধর্মাসারে মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করব। রথযোজকগণ (১) আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক; সূত্রগিক দক্ষিণচক্র, ধৃষ্টদ্যাম্ন্য বামচক্র, এবং অর্জুন আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, ভীম আমার অগ্রে থাকুন; এতে

আমার শক্তি শল্য অপেক্ষা অধিক হবে। যুদ্ধার্থিত্বের প্রিয়কামিগণ তাঁর আদেশ পালন করলেন।

আমিষলোভী দুই শাদর্দলের ন্যায় যুদ্ধার্থিত্ব ও শল্য বিবিধ বাণ দ্বারা পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন, ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি এবং নকুল-সহদেবও শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। কোঁরবগণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুন্তীপুত্র যুদ্ধার্থিত্ব যিনি পূর্বে মৃদু ও শান্ত ছিলেন, এখন তিনি দারুণ হয়েছেন, এবং ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ভল্লের আঘাতে শতসহস্র যোদ্ধাকে বধ করছেন। যুদ্ধার্থিত্ব শল্যের চার অশ্ব ও দুই পৃষ্ঠসারথিকে বিনষ্ট করলেন, তখন অশ্বথামা বেগে এসে শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শল্য অন্য রথে চড়ে পুনর্বীর যুদ্ধার্থিত্বের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

শল্যের চার বাণে যুদ্ধার্থিত্বের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তখন ভীমসেনও শল্যের চার অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধার্থিত্বের প্রতি ধাবিত হলেন, কিন্তু ভীমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং ভল্ল দ্বারা তাঁর খড়্গের মূর্ধ্বে ছেদন করলেন। যুদ্ধার্থিত্ব তখন গোবিন্দের বাক্য শ্রবণ করে শল্যবধে যত্নবান হলেন। তিনি অশ্বসারথিহীন রথে আরুঢ় থেকেই একটি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল মন্ত্রিসিঁধ্য শক্তি অস্ত্র নিলেন, এবং 'পাপী, তুমি হত হ'লে' — এই বলে বিস্ফারিত দীপ্তনয়নে মদ্ররাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। প্রলয়কালে আকাশ থেকে পতিত মহতী উল্কার ন্যায় সেই শক্তি অস্ত্র স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে মহাবেগে শল্যের অভিমুখে গেল, এবং তাঁর শূদ্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করে জলের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হ'ল। বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় শল্য বাহু প্রসারিত করে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

শল্য নিপতিত হ'লে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণে যুদ্ধার্থিত্বের দিকে ধাবিত হলেন এবং বহু নারাচ নিক্ষেপ করে তাঁকে বিস্ফরিত করতে লাগলেন। যুদ্ধার্থিত্ব শল্যভ্রাতার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করে ভল্লের আঘাতে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত করলেন। কোঁরবসৈন্য ভণ্ন হয়ে হাহাকার করে পালাতে লাগল।

শল্য নিহত হ'লে তাঁর অনুচর সাত শ রথী কোঁরবসৈন্য থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চড়ে দুর্যোধন সেখানে এলেন; একজন তাঁর মস্তকের উপর ছত্র ধরেছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীজন করছিল। দুর্যোধন বার বার মদ্রযোদ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা দুর্যোধনের অনুরোধে পুনর্বীর পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত

হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহারথগণ ধর্মরাজকে পীড়িত করছেন শুনে অর্জুন সত্বর সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতিও যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য বেষ্টন করলেন। পান্ডবগণের আক্রমণে মদ্রবীরগণ বিনষ্ট হলেন, তখন দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য ভীত ও চঞ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজয়ী পান্ডবগণ শত্ৰুধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন।

৪। শাল্ববধ

(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করলেন, কৌরবসেনাও পরাজিত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হ'ল। পান্ডব ও পাণ্ডাল সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ ধৈর্যশালী যুধিষ্ঠির জয়ী হলেন, দুর্যোধন রাজপ্রতীহীন হলেন। আজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনেবেন এবং শোকাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে নিজের পাপ স্বীকার করবেন। আজ থেকে দুর্যোধন দাস হয়ে পান্ডবদের সেবা করবেন এবং তাঁরা যে দ্রুত পেয়েছেন তা বুঝবেন। যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রোপদীর পুত্রপুত্র যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষের জয় হবে না কেন? জগন্নাথ জনার্দন কৃষ্ণ যাঁদের প্রভু, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করেছেন, সেই পান্ডবদের জয় হবে না কেন?

ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন তাঁর সারথিকে বললেন, তুমি ওই সৈন্যদের পশ্চাতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে চল, আমি রণস্থলে থেকে যুদ্ধ করলে আমার সৈন্যেরা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে। সারথি রথ নিয়ে চলল, তখন হস্তী অশ্ব ও রথবিহীন একুশ হাজার পদাতি এবং নানাদেশজাত বহু যোদ্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পুনর্বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ভীমসেন তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত বৃহৎ গদার আঘাতে সকলকেই নিষেধিত করলেন। দুর্যোধন তাঁর পক্ষের অবশিষ্ট সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন, তারা বার বার ফিরে এসে যুদ্ধে রত হ'ল, কিন্তু প্রতি বারেই বিধ্বস্ত হয়ে পালাল।

দুর্যোধনের একটি মহাবংশজাত প্রিয় হস্তী ছিল, গজশাস্ত্রজ্ঞ লোকে তার পরিচর্যা করত। স্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব সেই পর্বতকার হস্তীতে চড়ে যুদ্ধ করতে এলেন এবং প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করে পান্ডবসৈন্যদের সমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সকলে দেখলে, সেই বিশাল হস্তী একাই যেন বহু সহস্র হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে। পান্ডব-

সেনা বিমর্দিত হ'য়ে পালাতে লাগল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বেগে ধাবিত হয়ে বহু নারাচ নিক্ষেপ করে সেই হস্তীকে বিন্ধ করলেন। শাল্ব অশ্বকুশ প্রহার করে হস্তীকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে চালিয়ে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেমে পড়লেন, তখন সেই হস্তী শব্দ দ্বারা অশ্ব ও সারথি সমেত রথ তুলে নিয়ে ভূতলে ফেলে নিষ্পেষিত করলে। ভীম শিখণ্ডী ও সাত্যকি শরাঘাতে হস্তীকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পশ্চি-শৃঙ্গাকার গদা দিয়ে হস্তীর কুম্ভদেশে (মস্তকপার্শ্বস্থ দুই মাংসপিণ্ডে) প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আতর্নাদ ও রক্তবমন করে সেই গজেন্দ্র ভূপতিত হ'ল, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভল্লের আঘাতে শাল্বের শিরশ্ছেদ করলেন।

৫। উল্লুক-শকুনি-বধ

(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ)

মহাবীর শাল্ব নিহত হ'লে কৌরবসৈন্য আবার ভগ্ন হ'ল। রুদ্রের ন্যায় প্রতাপবান দুর্যোধন তথাপি অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পাণ্ডবগণ মিলিত হয়েও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। অশ্বখামা শকুনি উল্লুক এবং কৃপাচার্য ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে সাত শ রথী ষড়ধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণের হস্তে তাঁরা নিহত হলেন। তার পর নানা দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ হ'তে লাগল। গান্ধাররাজ শকুনি দশ হাজার প্রাসধারী অশ্বরোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর বহু সৈন্য নিহত হ'ল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন, তখন দুর্যোধন একটি অশ্বের পৃষ্ঠে চড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্বখামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁদের রথারোহী যোদ্ধাদের ত্যাগ করে শকুনি-দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিদিন যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জানাতেন (১)। কৌরব-সৈন্য ক্ষীণ এবং শত্রুসৈন্যে বেষ্টিত হয়েছে দেখে সঞ্জয় ও চার জন যোদ্ধা প্রাণের মামা ত্যাগ করে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন, কিন্তু

অর্জুনের বাণে নিপীড়িত হয়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যকির প্রহারে সঞ্জয়ের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল, তিনি মর্দিত হলেন, তখন সাত্যকি তাঁকে বন্দী করলেন।

দর্মবর্ষণ প্রভৃতি জৈয় প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের ম্বাদশ পুত্র ভীমসেনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রকেই বধ করেছেন, যে দ্বজন (দুর্যোধন ও সুদর্শন) অবশিষ্ট আছে তারাও আজ নিহত হবে। শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত গজ ও এক সহস্র পদাতি, এবং কৌরবপক্ষে অশ্বখামা কৃপ সুশর্মা শকুনি উলুক ও কৃতবর্মা এই ছ জন বীর অবশিষ্ট আছেন; দুর্যোধনের এর অধিক বল নেই। মর্দু দুর্যোধন যদি যুদ্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত বলেই জানবে।

তার পর অর্জুন ত্রিগর্তদেশীয় সত্যকর্ম সত্যক, সুশর্মা, সুশর্মার পুত্রতাম্রিশ জন পুত্র, এবং তাঁদের অনুচরদের বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনভ্রাতা সুদর্শন ভীমসেন কর্তৃক নিহত হলেন। শকুনি, তাঁর পুত্র উলুক, এবং তাঁদের অনুচরগণ মৃত্যুপণ করে পাণ্ডবদের প্রতি ধাবিত হলেন। সহদের ভজ্ঞের আঘাতে উলুকের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুনি সাগ্রহে সাগ্রহনয়নে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং একটি ভীষণ শক্তি অস্ত্র সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সহদেব বাণম্বারা সেই শক্তি ছেদন করে ভজ্ঞের আঘাতে শকুনির মস্তক দেহচ্যুত করলেন। শকুনির অনুচরগণও অর্জুনের হস্তে নিহত হ'ল।

॥ হুদপ্রবেশপর্বাধ্যায় ॥

৬। দুর্যোধনের হুদপ্রবেশ

হুদাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য দুর্যোধনের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে পুনর্বীর যুদ্ধে রত হ'ল, কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যের আক্রমণে তারা একবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস হ'ল। পাণ্ডবসেনার দুই হাজার রথ, সাত শ হস্তী, পাঁচ হাজার অশ্ব ও দশ হাজার পদাতি অবশিষ্ট রইল। দুর্যোধন যখন দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নেই তখন তিনি তাঁর নিহত অশ্ব পরিত্যাগ করে একাকী গদাহস্তে দ্রুতবেগে পূর্বমুখে প্রস্থান করলেন।

সঞ্জয়কে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহাস্যে সাত্যকিকে বললেন, একে বন্দী করে কি

হবে, এর জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যকি তখন খরধার খড়্গ তুলে সঞ্জয়কে বধ করতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণশ্বেপায়ন ব্যাস উপস্থিত হয়ে বললেন, সঞ্জয়কে মর্ন্তি দাও, একে বধ করা কখনও উচিত নয়। সাত্যকি কৃতাজলি হয়ে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয়, যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক। বর্মহীন ও নিরস্ত্র সঞ্জয় মর্ন্তি পেয়ে সায়াহ্নকালে রুদ্রিরাগ্তদেহে হস্তিনাপুরের দিকে প্রস্থান করলেন।

রণস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে, সঞ্জয় দেখলেন, দুর্যোধন ক্ষত-বিক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী রয়েছেন। দৃজনে অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরভাবে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর সঞ্জয় তাঁর বন্ধন ও মর্ন্তির বিষয় জানালেন। ক্ষণকাল পরে দুর্যোধন প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর দ্রাভুগণ ও সৈন্যদের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় বললেন, আপনার সকল দ্রাভাই নিহত হয়েছেন, সৈন্যও নষ্ট হয়েছে, কেবল তিন জন রথী (কৃপ, অশ্বথামা ও কৃতবর্মা) অবশিষ্ট আছেন; প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সঞ্জয়কে স্পর্শ করে বললেন, এই সংগ্রামে আমার পক্ষে ভূমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ জীবিত নেই, কিন্তু পাণ্ডবরা সহায়সম্পন্নই রয়েছে। সঞ্জয়, ভূমি প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলবে, আপনার পুত্র দুর্যোধন শ্বেপায়ন হৃদে আগ্রয় নিয়েছে। আমার সূহৃৎ দ্রাভা ও পুত্রেরা গত হয়েছে, রাজ্য পাণ্ডবরা নিয়েছে, এ অবস্থায় কে বঁচে থাকে? ভূমি আরও বলবে, আমি মহাযুদ্ধ থেকে মর্ন্ত হইয়া ক্ষতবিক্ষতদেহে এই হৃদে সূদন্তের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে জীবিত রয়েছি।

এই কথা বলে রাজা দুর্যোধন শ্বেপায়ন হৃদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং মায়া দ্বারা তার জল স্তম্ভিত করে রইলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ জানালে অশ্বথামা বললেন, হা ধিক, রাজা দুর্যোধন জানেন না যে আমরা জীবিত আছি এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সমর্থ আছি। সেই তিন মহারথ বহুক্ষণ বিলাপ করলেন, তার পর পাণ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শিবিরে চলে গেলেন।

সূর্যাস্ত হ'লে কৌরবশিবিরের সকলেই দুর্যোধনজ্ঞাতাদের বিনাশের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ভীত হ'ল। দুর্যোধনের অমাত্যগণ এবং বৈদ্যধারী নারীরক্ষকগণ রাজভাষীদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভৃতিও পাঠানো হ'ল। অন্যান্য সকলে অশ্বতরীযুক্ত রথে চড়ে নিজ নিজ পত্নী সহ প্রস্থান করলেন।

পূর্বে রাজপদ্রীতে যেসকল নারীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন সকলেই দেখতে লাগল।

বৈশ্যাগভঁজাত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যদুযুৎসু যিনি পান্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও যদুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে রাজভাষ্যাদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন। হস্তিনাপুত্রে এসে যদুযুৎসু বিদুরকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। বিদুর বললেন, বৎস, কৌরবকুলের এই ক্ষয়কালে তুমি এখানে এসে উপযুক্ত কার্যই করেছ। হতভাগ্য অন্ধরাজের তুমিই এখন একমাত্র অবলম্বন। আজ বিশ্রাম করে কাল তুমি যদুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যোও।

৭। যদুধিষ্ঠিরের তর্জন

পান্ডবগণ অনেক অন্বেষণ করেও দুর্যোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তাঁদের বাহনসকল পরিশ্রান্ত হ'লে তারা সৈন্য সহ শিবিরে চলে গেলেন। তখন কৃপ অশ্বখামা ও কৃতবর্মা ধীরে ধীরে হুদের কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, ওঠ, আমাদের সহিত মিলিত হয়ে যদুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়ী হয়ে পৃথিবী ভোগ কর অথবা হত হয়ে স্বর্গলাভ কর। দুর্যোধন বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনাদের জীবিত দেখছি। আপনারা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, আমিও ক্ষতিবিক্ষত হয়েছি; এখন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না, বিশ্রাম করে ক্লান্তিহীন হয়ে শত্রুজয় করব। বীরগণ, আপনাদের মহৎ অন্তঃকরণ এবং আমার প্রতি পরম অনুরাগ আশ্চর্য নয়। আজ রাতে বিশ্রাম করে কাল আমি নিশ্চয় আপনাদের সহিত মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব। অশ্বখামা বললেন, রাজা, ওঠ, আমি শপথ করছি আজই সোমক ও পাণ্ডালগণকে বধ করব।

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভারবহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হুদের নিকটে উপস্থিত হ'ল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনকে মাংস এনে দিত। ব্যাধরা অন্তরাল থেকে দুর্যোধন অশ্বখামা প্রভৃতির সমস্ত কথা শুনলে। পূর্বে যদুধিষ্ঠির এদের কাছে দুর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন। দুর্যোধন হুদের মধ্যে লুক্কিয়ে আছেন জানতে পেরে তারা পান্ডবশিবিরে গেল। দ্বাররক্ষীরা তাদের সন্ধান দিলে, কিন্তু ভীমের আদেশে তারা শিবিরে প্রবেশ করে তাঁকে সব কথা বললে। ভীম তাদের প্রচুর অর্থ দিলেন এবং যদুধিষ্ঠির প্রভৃতির দুর্যোধনের সংবাদ জানালেন। তখন পান্ডবগণ রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল মৈপায়ন হুদের নিকট উপস্থিত হলেন। শঙ্খনাদ, রথের ঘর্ষ ও সৈন্যদের কোলাহল শ্রুনে কৃপাচার্য অশ্বখামা ও কৃতবর্মা

দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা আসছে, অনুমতি দাও আমরা এখন চ'লে যাই। তাঁরা বিদায় নিয়ে দূরে গিয়ে এক বটবৃক্ষের নীচে ব'সে দুর্যোধনের বিষয় ভাবতে লাগলেন।

হৃদের তীরে এসে যদুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, দুর্যোধন দৈবী মায়ার জল স্তম্ভিত ক'রে ভিতরে রয়েছে, এখন মানুষ হ'তে তার ভয় নেই; কিন্তু এই শঠ আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবে না। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ার ম্বারাই মায়াবীকে নষ্ট করতে হয়। আপনি ক'ট উপায়ে দুর্যোধনকে বধ করুন, এইরূপ উপায়েই দানবরাজ বলি বধ হয়েছিলেন এবং হিরণ্যকশিপু ব'হু রাবণ তারকাসুর সুন্দ-উপসুন্দ প্রভৃতি নিহত হয়েছিলেন।

যদুধিষ্ঠির সহাস্যে জলস্থ দুর্যোধনকে বললেন, সুবোধন, ওঠ, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার দর্প আর মান কোথায় গেল? যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা সজ্জনের ধর্ম নয়, স্বর্গপ্রদও নয়। তুমি পুত্র ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিপাতিত দেখেও যুদ্ধ শেষ না ক'রে নিজে বাঁচতে চাও কেন? বৎস, তুমি আত্মীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে বিনষ্ট করিয়ে হৃদের মধ্যে লুকিয়ে আছ কেন? দূর্বদ্বিষ্ণু, তুমি বীর নও তথাপি মিথ্যা বীরত্বের অভিমান কর। ওঠ, ভয় ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ কর; আমাদের পরাজিত ক'রে পৃথিবী শাসন কর, অথবা নিহত হয়ে ভূমিতে শয়ন কর।

দুর্যোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণিগণ ভয়ে অভিভূত হয় তা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসি নি। আমার রথ নেই, তুণ নেই, আমার পার্শ্বরক্ষী সারথি নিহত হয়েছে, আমি সহায়হীন একাকী, অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। কুন্তীপুত্র, আপনারা আশ্বস্ত হ'ন, আমি উঠে আপনাদের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

যদুধিষ্ঠির বললেন, সুবোধন, আমরা আশ্বস্তই আছি। বহুক্ষণ তোমার অব্বেষণ করেছি, এখন জল থেকে উঠে যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, যাঁদের জন্য কুরুরাজা আমার কাম্য, আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই পরলোকে গেছেন, আমাদের ধনরত্নের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ নিহত হয়েছেন, আমি বিশ্বব্যাপী তুল্য এই পৃথিবী ভোগ করতে ইচ্ছা করি না। তথাপি আমি পাণ্ডব ও পাণ্ডালদের উৎসাহ ভঞ্গ ক'রে আপনাকে জয় করবার আশা করি। কিন্তু পিতামহ ভীষ্মের পতন ও দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যুদ্ধের প্রয়োজন দেখি না। আমার পক্ষের সকলেই বিনষ্ট হয়েছে, আমার আর রাজ্যের স্পৃহা নেই, আমি দূর্ই খণ্ড ম'গচর্ম প'রে বনে যাব। মহারাজ, আপনি এই রিক্ত পৃথিবী ষথাসদুখে ভোগ করুন।

দুর্যোধনের করুণ বাক্য শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস, মাংসাশী পক্ষীর
রবের ন্যায় তোমার এই আত্মপ্রলাপ আমার ভাল লাগছে না। তুমি সমস্ত পৃথিবী
দান করলেও আমি নিতে চাই না, তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেই আমি এই বসুধা
ভোগ করতে ইচ্ছা করি। তুমি এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে দান করতে চাচ্ছ
কেন? যখন আমরা ধর্মানুসারে শান্তিকামনায় রাজ্য চেয়েছিলাম তখন দাও নি
কেন? মহাবল কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রার্থনা করেছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান
করেছিলে, এখন তোমার চিন্তাবিভ্রম হ'ল কেন? সুচীর অগ্রে যেটুকু ভূমি ধরে তাও
তুমি দিতে চাও নি, এখন সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন? পাপী, তোমার জীবন
এখন আমার হাতে। তুমি আমাদের বহু অনিষ্ট করেছ, তুমি জীবনধারণের যোগ্য
নও; এখন উঠে যুদ্ধ কর।

॥ গদাযুদ্ধপর্বধ্যায় ॥

৮। গদাযুদ্ধের উপক্রম

দুর্যোধন পূর্বে কখনও ভৎসনা শোনে নি, সকলের কাছেই তিনি
রাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং সূর্যের অল্প কিরণেও যাঁর কণ্ঠ হ'ত,
সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের উপর নির্ভর করত, এখন অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থায়
তাঁকে যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্য শুনতে হ'ল। দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে
বললেন, রাজা, আপনাদের সূহৃৎ রথ বাহন সবই আছে; আমি একাকী, শোকার্ত,
রথবাহনহীন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহী এবং বহু; যদি আপনারা সকলে আমাকে
বেণ্টন করেন তবে নিরস্ত্র পাদচারী একাকী আমি কি করে যুদ্ধ করব? আপনারা
একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। রাগিশেষে সূর্য যেমন সমস্ত নক্ষত্র বিনষ্ট
করেন, আমিও সেইরূপ নিরস্ত্র ও রথহীন হয়েও নিজের তেজে রথ ও অশ্ব সমেত
আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করব।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, দুর্যোধন, ভাগ্যক্রমে তুমি ক্ষত্রধর্ম বদ্বোছ এবং
তোমার যুদ্ধে মতি হয়েছে। তুমি বীর এবং যুদ্ধ করতেও জান। মনোমত অস্ত্র
নিয়ে তুমি আমাদের এক এক জনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর, আমরা আর সকলে দর্শক
হয়ে থাকব। আমি তোমার ইচ্ছের জন্য আরও বলছি, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল
একজনকে বধ করলেই কুরুরাজ্য লাভ করবে; আর যদি নিহত হও তবে স্বর্গে

যাবে। দুর্যোধন বললেন, একজন বীরই আমাকে দিন; আমি এই গদা নিলাম, আমার প্রতিস্বস্তীও গদা নিয়ে পাদচারী হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

উত্তম অশ্ব যোজন কশাঘাত সহিতে পারে না দুর্যোধন সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বার বার আহত হয়ে অসহিষ্ণু হলেন। তিনি জল আলোড়িত করে নাগরাজের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাণ্ডনবলয়মণ্ডিত বৃহৎ লৌহগদা নিয়ে হৃদ থেকে উঠলেন। বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় এবং শূলপাণি মহাদেবের ন্যায় দুর্যোধনকে দেখে পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ হত হতে করতালি দিতে লাগলেন। উপহাস মনে করে দুর্যোধন সক্রোধে ওষ্ঠদংশন করে বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা শীঘ্রই এই উপহাসের প্রতিফল পাবে, পাণ্ডালদের সঙ্গে সদ্য যমালয়ে যাবে।

তার পর রক্তাক্তদেহ দুর্যোধন মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, যুধিষ্ঠির, আমি অবশ্যই আপনাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু আপনি জানেন যে একজনের সঙ্গে এককালে বহুলোকের যুদ্ধ উচিত নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, সুর্যোধন, যখন অনেক মহারথ মিলে অভিমন্যুকে বধ করেছিল তখন তোমার এই বুদ্ধি হয় নি কেন? লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সন্ধান করে, কিন্তু সম্পদের সময় তারা পরলোকের দ্বার রুদ্ধ দেখে। বীর, তুমি বর্ম ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর, যুদ্ধের যে উপকরণ তোমার নেই তাও নাও। আমি পুনর্বীর বলছি, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যার সঙ্গে তোমার ইচ্ছা তারই সঙ্গে যুদ্ধ কর; তাঁকে বধ করে কুরুরাজ্যের অধিপতি হও, অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার জীবনরক্ষা ভিন্ন আর কি প্রিয়কার্য করব বল।

দুর্যোধন স্বর্ণময় বর্ম ও বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করে গদাহস্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন যদি আপনার সঙ্গে অথবা অর্জুন নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান তবে কি হবে? আপনি কেন এই দুর্যোধনের কথা বললেন — ‘আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করেই কুরুরাজ্যের অধিপতি হও’? ভীমসেনকে বধ করবার ইচ্ছা দুর্যোধন তের বৎসর একটা লৌহমূর্তির উপর গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন। ভীমসেন ভিন্ন দুর্যোধনের প্রতিষেধা দেখাছ না, কিন্তু ভীমও গদাযুদ্ধশিক্ষায় অধিক পরিশ্রম করেন নি। আপনি শকুনির সঙ্গে দ্যুতক্রীড়া করে যোদ্ধা বিষম কার্য করেছিলেন, আজও সেইরূপ করছেন। ভীম অধিকতর বলবান ও সহিষ্ণু, কিন্তু দুর্যোধন অধিকতর কৃতী; বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেষ্ঠ। মহারাজ, আপনি শত্রুকে সন্নিবিধ দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহস্ত দুর্যোধনকে জয় করতে পারেন

ধ্রুৱন মানৱ বা দেৱতা আমি দেখি না। আপনাতো কেউ ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে জয় করতে পারবেন না। পাণ্ডু ও কুন্তীর পুত্রগণ নিশ্চয়ই ৰাজ্যভোগের জন্য সৃষ্ট হন নি, দীৰ্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয়েছেন।

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি বিষম হয়ো না, আজ আমি দুর্যোধনকে বধ কৰব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দুর্যোধনের গদার চেয়ে দেড় গুণ ভারী, অতএব তুমি দ্বন্দ্ব ক'রো না। দুর্যোধনের কথা দূরে থাক, আমি দেৱগণ এবং দ্বিলোকের সকলের সঙ্গোই যুদ্ধ করতে পারি। বাসুদেৱ হৃষ্ট হয়ে বললেন, মহাবাহু, আপনাকে আশ্রয় ক'রেই ধৰ্মৰাজ শত্রুহীন হয়ে ৰাজলক্ষ্মী লাভ কৰবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ণু যেমন দানবসংহার ক'রে শচীপতি ইন্দ্রকে স্বৰ্গৰাজ্য দি়েছিলেন, আপনিও সেইরূপ দুর্যোধনকে বধ ক'রে ধৰ্মৰাজকে সসাগৰা পৃথিৱী দিন।

ভীম গদাহস্তে দণ্ডায়মান হয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান কৰলেন। মন্ত হস্তী যেমন মন্ত হস্তীর অভিমুখে যায়, দুর্যোধন সেইরূপ ভীমের কাছে গেলেন। ভীম তাঁকে বললেন, ৰাজা ধৃতরাষ্ট্র আর তুমি যেসব দুষ্টকৃত কৰেছ তা এখন স্মরণ কৰ। দুরাত্মা, তুমি সভামধ্যে ৰজস্বলা দ্রৌপদীকে কণ্ট দি়েছিলে, শকুনির বদ্বিধিতে যদ্বিধিত্বকে দ্যুতক্ৰীড়ায় জয় কৰেছিলে, নিরপরাধ পাণ্ডৱদের প্রতি বহু দুর্যাবহার কৰেছিলে, তার মহৎ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই আমাদের পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যা পড়ে আছেন, দ্রোণ কৰ্ণ শল্য শকুনি, তোমার বীর ভ্রাতা ও পুত্রেরা, এবং তোমার পক্ষের ৰাজারা সৈন্যে নিহত হয়েছেন। কুলঘ্ন পুৰুষাৰ্থ একমাত্র তুমিই এখন অবশিষ্ট আছ, আজ তোমাকে গদাঘাতে বধ কৰব তাতে সন্দেহ নেই।

দুর্যোধন বললেন, বৃকোদর, আত্মশ্লাঘা ক'রে কি হবে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কৰ, তোমার যুদ্ধপ্ৰীতি আজ দূৰ কৰব। পাপী, কোন শত্রু আজ ন্যায়যুদ্ধে আমাকে জয় করতে পারবে? ইন্দ্রও পারবেন না। কুন্তীপুত্র, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গৰ্জন ক'রো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুদ্ধে দেখাও।

এই সময়ে হলায়ুধ বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন; তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে দুর্যোধন ও ভীম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডৱগণ তাঁকে যথাবিধি অৰ্চনা ক'রে বললেন, আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দেখুন। বলরাম বললেন, কৃষ্ণ, আমি পুৰুষা নক্ষত্রে দ্বারকা ত্যাগ কৰেছি, তার পর বিয়াল্লিশ দিন গত হয়েছে, এখন শ্রবণা নক্ষত্রে এখানে এসেছি। এই বলে নীলবসন শূদ্রকান্তি

বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সন্মাননা আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করে যুদ্ধ দেখবার জন্য উপবিষ্ট হলেন।

৯। বলরামের তীর্থভ্রমণ — চন্দ্রের যক্ষ্মা — একত ম্ৰিত ত্রিত

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম পূর্বে কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বা পাণ্ডুপুত্র কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছানুসারে দেশভ্রমণ করবেন; তবে আবার তিনি কুরূক্ষেত্রে কেন এলেন?

বৈশম্পায়ন বললেন, কৃতবর্মা যখন যাদবসৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে গেলেন এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষে গেলেন, তখন বলরাম রুদ্ধ হয়ে তীর্থযাত্রায় নিগত হলেন। তিনি বহু সদ্বর্ণ রজত বস্ত্র অশ্ব হস্তী রথ গদভ উষ্ট্র প্রভৃতি সঙ্গে নিলেন, ঋষিক ও ব্রাহ্মণগণও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেন। বলরাম সমুদ্র থেকে সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন এবং দেশে দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত, শিশু ও বৃদ্ধ বহু লোককে এবং ব্রাহ্মণগণকে খাদ্য পানীয় ধনরত্ন ধেনু যানবাহন প্রভৃতি দান করলেন।

বলরাম প্রথমে পবিত্র প্রভাসতীর্থে গেলেন। পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা (নক্ষত্র) দান করেছিলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীয় রূপবতী ছিলেন, কিন্তু চন্দ্র সর্বদা রোহিণীর সঙ্গেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য কন্যারা রুষ্ট হয়ে দক্ষের কাছে অভিযোগ করলেন। দক্ষ বহু বার চন্দ্রকে বললেন, তুমি সকল ভার্যার সহিত সমান ব্যবহার করবে; কিন্তু চন্দ্র তা শুনলেন না। তখন দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হ'ন, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন, তার ফলে লতা ওষধি বীজ এবং প্রজাগণও ক্ষীণ হচ্ছে, আমরাও ক্ষীণ হচ্ছি। দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভার্যার সঙ্গে সমান ব্যবহার করুন, সরস্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করুন, তার পর পুনর্বীর বৃষ্টিলাভ করবেন; কিন্তু মাসাধিকাল তাঁর নিত্যক্ষয় হবে এবং মাসাধিকাল নিত্য বৃষ্টি হবে। চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সংগমস্থলে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করুন তা হ'লে কান্তি ফিরে পাবেন। চন্দ্র প্রভাসতীর্থে গেলেন এবং অমাবস্যা অবগাহন করে ক্রমশ তাঁর শীতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবধি তিনি প্রতি

অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান করে বর্ধিত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করেছিলেন এজন্যই ‘প্রভাস’ নাম।

তার পর বলরাম ক্রমশ উদপানতীর্থে গেলেন। সত্যযুগে সেখানে গোতমের তিন পুত্র একত ম্বেত ও দ্বিত বাস করতেন। তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের যজ্ঞমানদের কাছ থেকে বহু পশু সংগ্রহ করবেন এবং মহাফলপ্রদ যজ্ঞ করে আনন্দে সোমরস পান করবেন। তিন ভ্রাতা বহু পশু লাভ করে ফিরলেন; দ্বিত আগে আগে এবং একত ও ম্বেত পশুর দল নিয়ে পিছনে চললেন। দৃষ্টবৃন্দ্র একত ও ম্বেত পরামর্শ করলেন, দ্বিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদজ্ঞ, সে বহু পশু লাভ করতে পারবে; আমরা দুজনে এইসকল পশু নিয়ে চলে যাই, দ্বিত একাকী যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। রাত্রিকালে চলতে চলতে দ্বিত এক বৃক (নেকড়ে) দেখতে পেলেন এবং ভীত হয়ে পালাতে গিয়ে সরস্বতীতীরবর্তী এক অগাধ কূপে পড়ে গেলেন। তিনি আতর্নাদ করতে লাগলেন, একত ও ম্বেত শুনতে পেয়েও এলেন না, বৃকের ভয়ে এবং লোভের বশে পশু নিয়ে চলে গেলেন। দ্বিত দেখলেন, কূপের মধ্যে একটি লতা বদলছে। তিনি সেই লতাকে সোম, কূপের জলকে ঘৃত এবং কাঁকরকে শর্করা কল্পনা করে যজ্ঞ করলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বৃহস্পতি দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে কূপের নিকটে এলেন। দেবতার্য বললেন, আমরা যজ্ঞের ভাগ নিতে এসেছি। দ্বিত যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করে যজ্ঞভাগ দিলেন। দেবগণ প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলেন। দ্বিত বললেন, আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং এই বর দিন — যে এই কূপের জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়ীদের গতি লাভ করবে। তখন কূপ থেকে উর্মিমতী সরস্বতী নদী উখিত হলেন, দ্বিত উৎক্লিষ্ট হয়ে তীরে উঠে দেবগণের পূজা করলেন। তার পর তিনি তাঁর দুই লোভী ভ্রাতাকে শাপ দিলেন — তোমরা বৃকের ন্যায় দংষ্ট্রযুক্ত ভীষণ পশু হবে, তোমাদের সন্তানগণ ভল্লুক ও বানর হবে।

১০। অসিতদেবল ও জৈগীষব্য — স্মরণীয়

বলরাম সপ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভৃতি সরস্বতীতীরস্থ বহু তীর্থ দর্শন করে আদিত্যতীর্থে উপস্থিত হলেন। পুরাকালে তপস্বী অসিতদেবল গাহস্থ্য ধর্ম আশ্রয় করে সেখানে বাস করতেন। তিনি সর্ববিষয়ে সমদর্শী ছিলেন,

নিত্য দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথির পূজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহ্মচার্য ও ধর্মকার্যে রত থাকতেন। একদা ভিক্ষু জৈগীষব্য মূর্খনি দেবলের আশ্রমে এলেন এবং যোগনিরত হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তিনি কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট উপস্থিত হতেন। দীর্ঘকাল পরে একদিন দেবল জৈগীষব্যকে দেখতে পেলেন না। দেবল ভাবলেন, আমি বহু বৎসর এই অলস ভিক্ষুর সেবা করেছি, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কোনও আলাপ করেন নি। আকাশচারী দেবল একটি কলস নিয়ে মহাসমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। দেবল বিস্মিত হলেন এবং স্নানাদির পর জলপূর্ণ কলস নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, জৈগীষব্য নীরবে কাষ্ঠের ন্যায় বসে আছেন। মন্তস্ত্র দেবল ভিক্ষু জৈগীষব্যের শক্তি পরীক্ষার জন্য আকাশে উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তরীক্ষচারী সিংধগণ জৈগীষব্যের পূজা করছেন। তার পর তিনি দেখলেন, জৈগীষব্য স্বর্গলোক পিতৃলোক যমলোক চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থানে এবং বহুবিধ যজ্ঞকারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে অন্তর্হিত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে সিংধ যাজ্ঞিকগণ বললেন, জৈগীষব্য শাস্বত ব্রহ্মলোকে গেছেন, সেখানে তোমার যাবার শক্তি নেই। দেবল তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন এবং সেখানে জৈগীষব্যকে দেখলেন। দেবল বিনয়ে অবনত হয়ে সেই মহামূর্খনিকে বললেন, ভগবান, আমি মোক্ষধর্ম শিখতে ইচ্ছা করি। জৈগীষব্য যোগের বিধি এবং শাস্ত্রানুযায়ী কার্যাকার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। দেবল সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প করলেন, তখন আশ্রমের সমস্ত প্রাণী, পিতৃগণ, এবং ফলমূল লতা প্রভৃতি সরোদনে বলতে লাগল, ক্ষুদ্র দ্রুমতি দেবল সর্বভূতকে ভয় দিয়েছিল তা ভুলে গেছে, সে নিশ্চয় আমাদের ছেদন করবে। মূর্খনিসত্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম আর গার্হস্থ্যধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেয়স্কর; অবশেষে তিনি মোক্ষধর্মই গ্রহণ করে সিংধলাভ করলেন।

বৃহস্পতিকে পুরোবর্তী করে দেবগণ ও তপস্বীগণ উপস্থিত হলেন এবং জৈগীষব্য ও দেবলের তপস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, জৈগীষব্যের তপস্যা বৃথা, কারণ তিনি তাঁর শক্তি দেখিয়ে দেবলকে বিস্মিত করেছেন। দেবতারা বললেন, দেবর্ষি, এমন কথা বলবেন না, মহাত্মা জৈগীষব্যের ভূজা প্রভাব তপস্যা ও যোগসিদ্ধি আর কারও নেই।

তার পর বলরাম সোমতীর্থ দেখে সারস্বত মূর্খনির তীর্থে গেলেন।

পদ্মাকালে সরস্বতীতীরে তপস্যারত দধীচি মর্দনি অলম্বদ্বা অস্বরাকে দেখে বিচলিত হন, তার ফলে সরস্বতী নদীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রসবের পর সরস্বতী দধীচিকে সেই পুত্র দান করলেন। দধীচি তুষ্ট হয়ে সরস্বতীকে বর দিলেন, তোমার জলে তর্পণ করলে দেবগণ পিতৃগণ গন্ধর্বগণ ও অস্বরোগণ তৃপ্ত হবেন এবং সমস্ত পুণ্যনদীর মধ্যে তুমি পুণ্যতমা হবে। দধীচি তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন সারস্বত। এই সময়ে দেবদানবের বিরোধ চলছিল। দধীচি ক্লেবগণের হিতার্থে প্রাণত্যাগ করে তাঁর অস্থি দান করলেন, তাতে বজ্র চক্র গদা প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র নির্মিত হ'ল এবং ইন্দ্র বজ্রাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন।

কিছুকাল পরে শ্বাদশবর্ষব্যাপী ভয়ংকর অনাবৃষ্টি হ'ল, মহর্ষিগণ ক্ষুধাত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাদিকে ধাবিত হলেন। সারস্বত মর্দনিও যাবার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু সরস্বতী তাঁকে বললেন, পুত্র, যেয়ো না, তোমার আহারের জন্য আমি উত্তম মৎস্য দেব। সারস্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন এবং মৎস্যভোজনে প্রাণধারণ করে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাবৃষ্টি অতীত হ'লে মহর্ষিগণ দেখলেন তাঁরা বেদবিদ্যা ভুলে গেছেন। তাঁরা সারস্বত মর্দনির কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের বেদ পড়াও। সারস্বত বললেন, আপনারা যথাবিধি আমার শিষ্য হ'ন। মহর্ষিরা বললেন, পুত্র, তুমি তো বালক। সারস্বত বললেন, যাঁরা অবিধিপূর্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন তাঁরা উভয়েই পতিত এবং পরস্পরের শত্রু হন। বয়স পুরুষে বিন্ত বা বন্ধুবাহুল্য থাকলেই লোকে বড় হয় না, যিনি বেদজ্ঞ তিনিই গুরু হবার যোগ্য। তখন ষাট হাজার মর্দনি সারস্বতের শিষ্য স্বীকার করলেন।

১১। বৃদ্ধকন্যা সূদ্র — কুরূক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক

তার পর বলরাম বৃদ্ধকন্যাশ্রম তীর্থে এলেন। কুণিগর্গ নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন, তিনি সূদ্র নামে এক মানসী কন্যা উৎপন্ন করেছিলেন। কুণিগর্গ দেহত্যাগ করলে অনিন্দিতা সূদ্ররী সূদ্র আশ্রম নির্মাণ করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন, কিন্তু বার্ধক্য ও তপস্যার জন্য তিনি এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন যে এক পাও চলতে পারতেন না। তখন তিনি পরলোকগমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ তাঁর কাছে এসে বললেন, অবিবাহিতা কন্যার স্বর্গলাভ কি করে হবে? তুমি কঠোর তপস্যা করেছ কিন্তু স্বর্গলোকের অধিকার পাও নি। সূদ্র ঋষিগণের কাছে গিয়ে বললেন, যিনি আমার

পাণিগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের পুত্র প্রাক্‌শ্‌গবান বললেন, সন্দ্র, তুমি যদি আমার সঙ্গে এক রাত্রি বাস কর তবে তোমার পাণিগ্রহণ করব। সন্দ্র সম্মত হ'লে গালবপুত্র যথাবিধি হোম ক'রে তাঁকে বিবাহ করলেন। সন্দ্র দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যমালাধারিণী বরবর্ণিনী তরুণী হয়ে পতির সহিত রাত্রিবাস করলেন। প্রভাতকালে তিনি বললেন, ব্রাহ্মণ, তুমি যে নিয়ম (শর্ত) করেছিলে তা আমি পালন করেছি; তোমার মঙ্গল হ'ক, এখন আমি যাব। গালবপুত্র সম্মতি দিলে সন্দ্র আবার বললেন, এই তীর্থে যে দেবগণের তর্পণ ক'রে একরাত্রি বাস করবে সে আটান্ন বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই বলে সাধবী সন্দ্র দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গে চলে গেলেন। গালবপুত্র তাঁর ভাষার তপস্যার অর্ধভাগ পেয়েছিলেন; শোক কাতর হয়ে তিনিও রূপবতী সন্দ্রের অনুসরণ করলেন।

তার পর বলরাম সমন্তপঙ্কে এলেন। ঋষিরা তাঁকে কুরূক্ষেত্রের এই ইতিহাস বললেন। — পুরাকালে রাজর্ষি কুরূ সেই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, এ কি করছ? কুরূ বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে পাপশূন্য পুণ্যময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস ক'রে চলে গেলেন এবং তার পর বহুব্রাহ্মণ এসে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, রাজর্ষি কুরূকে বর দিয়ে নিবৃত্ত করুন; মানুষ যদি কুরূক্ষেত্রে মরলেই স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যজ্ঞভাগ পাব না। ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে বললেন, রাজা, আর পরিশ্রম ক'রো না, আমার কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস ক'রে প্রাণত্যাগ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। কুরূ বললেন, তাই হ'ক।

ঋষিরা বলরামকে আরও বললেন, ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ এবং পুণ্যবান রাজর্ষিগণের মতে কুরূক্ষেত্র অপেক্ষা পুণ্যস্থান পৃথিবীতে নেই। দেবরাজ ইন্দ্র এই গাথা গান করেছিলেন — কুরূক্ষেত্রে যে ধূলি ওড়ে তার স্পর্শে ও স্পর্শীরা পরমগতি পায়। তারন্তুক অরন্তুক রামহৃদ ও মচক্রকের মধ্যস্থানকেই কুরূক্ষেত্রের সমন্তপঙ্ক ও প্রজাপতির উত্তরবেদী বলা হয়।

তার পর বলরাম হিমালয়ের নিকটস্থ তীর্থসকল দেখে মিহ্রাবরুণের পুণ্য

আশ্রমে এলেন এবং সেখানে ঋষি ও সিদ্ধগণের নিকট বিবিধ পবিত্র উপাখ্যান শুনলেন। সেই সময়ে জটামণ্ডলে আবৃত স্বর্ণকোপীনধারী নৃত্যগীতকুশল কলহাপ্রিয় দেবর্ষি নারদ কচ্ছপী বীণা নিয়ে উপস্থিত হলেন। বলরাম নারদের মূখে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দুর্যোধন ও ভীমের আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ শুনলেন। তখন তিনি তাঁর অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়ে বার বার পবিত্র সরস্বতী নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সফর রথারোহণে শ্বেপায়ন হ্রদের নিকট উপস্থিত হলেন।

১২। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ

(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধান্ত)

বলরাম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আমি ঋষিদের কাছে শুনোঁছি যে কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যময় স্বর্গপ্রদ স্থান, সেখানে যাঁরা যুদ্ধে নিহত হন তাঁরা ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে বাস করেন। অতএব এখান থেকে সমন্তপঙ্ককে (১) চলুন, সেই স্থান প্রজাপতির উত্তরবেদী বলে প্রসিদ্ধ। তখন যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্যোধন পদব্রজে গিয়ে সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে একটি পবিত্র উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হলেন।

অনন্তর দুর্যোধন ও ভীম পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং দুই বৃষের ন্যায় গর্জন করে উন্মত্তবৎ আশ্ফালন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধের পর তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। দুই বীর পরস্পরের ছিদ্ৰানুসন্ধান করে প্রহার করতে লাগলেন। বিচিত্র গতিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে, এগিয়ে গিয়ে, পিছনে হটে, একবার নীচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তাঁরা নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল দেখালেন। দুর্যোধন তাঁর গদা ঘুরিয়ে ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভীম অবিচলিত থেকে প্রত্যাঘাত করলেন, কিন্তু দুর্যোধন ক্ষিপ্রগতিতে সরে গিয়ে ভীমের প্রহার ব্যর্থ করে দিলেন। তার পর ভীম বক্ষে আহত হয়ে মর্ছিতপ্রায় হলেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে দুর্যোধনের পার্শ্বে প্রহার করলেন। দুর্যোধন বিহবল হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভীমকে ভূপাতিত করলেন। ভীমের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল; মর্হতকাল পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর যুদ্ধান্ত মৃত্যু

(১) শ্বেপায়ন হ্রদ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়; সমন্তপঙ্ক কুরুক্ষেত্রেরই অংশ।

মুছলেন। তখন নকুল সহদেব ধুষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হলেন। ভীম তাঁদের নিবৃত্ত করে পুনর্বীর দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন।

যুদ্ধ ক্রমশ দারুণ হচ্ছে দেখে অর্জুন বললেন, জনার্দন, এই দুই বীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বললেন, এঁরা দুজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন অধিক বলশালী এবং দুর্যোধন দক্ষতায় ও যত্নে শ্রেষ্ঠ। ভীম ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ করবেন না, অন্যায়যুদ্ধেই দুর্যোধনকে বধ করতে পারবেন। দ্যুতসভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন; এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন, মায়াবী দুর্যোধনকে মায়া (কপটতা) স্ৱারাই বিনষ্ট করুন। ভীম যদি কেবল নিজের বলের উপর নির্ভর করে ন্যায়যুদ্ধ করেন তবে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়বেন। ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়েছি, বিজয়লাভ আসন্ন হয়েও সংশয়ের বিষয় হয়েছে। যুধিষ্ঠির নির্বোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দুর্যোধন একজনকে বধ করতে পারলেই জয়ী হবেন। শত্রুচাচের রচিত একটি পুরাতন শ্লোক আছে — পরাজিত হতাবশিষ্ট যোদ্ধা যদি ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, কারণ সে মরণ পণ করে যুদ্ধ করবে।

অর্জুন তখন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন। এই সময়ে ভীম ও দুর্যোধন দুজনেই পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। সহসা দুর্যোধনকে নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দুর্যোধন স্বল্প সর্গে গিয়ে ভীমকে প্রহার করলেন। ভীম রুধিরাক্তদেহে কিছুক্ষণ মর্ছিতের ন্যায় রইলেন, তার পর আবার দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীমের প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছায় দুর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন করে গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন।

দুর্যোধন সশব্দে ভূতলে নিপতিত হলেন। তখন ধূলিবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি ও উল্কাপাত হ'ল, যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচগণ অন্তরীক্ষে কোলাহল করে উঠল, ঘোরদর্শন কবন্ধসকল নৃত্য করতে লাগল। ভূপতিত শত্রুকে ভৎসনা করে ভীম বললেন, আমাদের শঠতা দ্যুতক্রীড়া বা বণ্টনা নেই, আমরা আগুন লাগাই নু, নিজের বাহুবলেই শত্রুবধ করি। তার পর ভীম তাঁর বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথা মাড়িয়ে তাঁকে শঠ বলে তিরস্কার করলেন।

ক্ষুদ্রচেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, তুমি সং বা অসং উপায়ে শত্রুতার প্রতিশোধ নিজেছ, প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দুর্যোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষৌহণী

সেনা ও কৌরবগণের অধিপতি, তোমার জ্ঞাতি, তুমি চরণ দিয়ে একে স্পর্শ করো না। এ'র জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস উচিত নয়। এ'র অমাত্য ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হয়েছেন, পিণ্ডলোপ হয়েছে; ইনি তোমার ভ্রাতা, একে পদাঘাত করে তুমি অন্যায় করেছ। তার পর যদ্বিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সাম্রাজ্যে বললেন, বৎস, দ্রুত করো না, তুমি পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারুণ ফল ভোগ করছ। তোমারই অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদের বধ করেছি। তুমি নিজের জন্য শোক করো না, তুমি শ্লাঘ্য মৃত্যু লাভ করেছ; আমাদের অবস্থাই এখন শোচনীয় হয়েছে, কারণ প্রিয় বন্ধুদের হারিয়ে দীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা বন্ধুদের আমি কি করে দেখব? রাজা, তুমি নিশ্চয় স্বর্গে বাস করবে, কিন্তু আমরা নারকী আখ্যা পেয়ে দারুণ দ্রুত ভোগ করব।

১৩। বলরামের ক্রোধ — যদ্বিষ্ঠিরাদির ক্ষোভ

বলরাম ক্রোধে উর্ধ্ববাহু হয়ে আত'কণ্ঠে বললেন, ধিক ধিক ভীম! ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বৃকোদর নাভির নিম্নে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আমি দেখি নি, মৃত ভীম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুদ্ধ করেছে। এই বলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁর লাঙ্গল উদ্যত করে ভীমের প্রতি ধাবিত হলেন। তখন কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হয়ে তাঁর স্থূল সূগোল বাহু দিয়ে বলরামকে জড়িয়ে ধরলেন। দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশে শোভা পান, কৃষ্ণ ও শত্রু দুই যাদবশ্রেষ্ঠ সেইরূপ শোভা পেলেন। কৃষ্ণ বললেন, নিজের উন্নতি, মিত্রের উন্নতি, মিত্রের মিত্রের উন্নতি; এবং শত্রুর অবনতি, তার মিত্রের অবনতি, তার মিত্রের মিত্রের অবনতি — এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নতি। পাণ্ডবরা আমাদের স্বাভাবিক মিত্র, আমাদের পিতৃবসার পুত্র, শত্রুরা এ'দের উপর অত্যন্ত পীড়ন করেছে। আপনি জানেন, প্রতিজ্ঞারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভীম দ্যুতসভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন, মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে এইরূপ অভিশাপ দিয়েছিলেন, কলিযুগও আরম্ভ হয়েছে। অতএব আমি ভীমশ্রেণীর দোষ দেখি না। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবদের বৃন্দেই আমাদের বৃন্দ, অতএব আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না।

কৃষ্ণের মুখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অপ্রসন্নমনে বললেন, গোবিন্দ, ভীম ধর্মের পীড়ন করে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। ন্যায়যোদ্ধা রাজা দুর্যোধনকে অন্যায়ভাবে বধ করে ভীম কট্যোদ্গাধা বলে খ্যাত হবে। সরলভাবে যুদ্ধ করার জন্য

দুর্যোধন শাস্বত স্বর্গ লাভ করবেন। ইনি রণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞান্ত-
স্থানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা বলে বলরাম তাঁর রথে উঠে স্ৱাকার অভিমুখে
যাত্রা করলেন।

বলরাম চলে গেলে পান্ডব পাণ্ডাল ও যাদবগণ নিরানন্দ হয়ে রইলেন।
যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, বৃকোদর দুর্যোধনের মাথায় পা দিয়েছেন তাতে
আমি প্রীত হই নি, কুলঙ্কয়েও আমি হৃষ্ট হই নি। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের
উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দারুণ দঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা
করে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম। ভীমের কার্য ধর্মসংগত বা ধর্মবিরুদ্ধ
যাই হ'ক, তিনি অমার্জিতবুদ্ধি লোভী কামনার দাস দুর্যোধনকে বধ করে
অভীষ্টলাভ করুন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে বাসুদেব সদঃখে বললেন, তাই হ'ক। তিনি
ভীমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁর সকল কার্যের অনুমোদন করলেন। অসন্তুষ্ট অর্জুন
ভীমকে ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। ভীম হৃষ্টচিত্তে উৎফুল্লনেত্র কৃতাজলি হয়ে
যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আজ পৃথিবী মংগলময় ও নিষ্কণ্টক
হ'ল, আপনি রাজ্যশাসন ও স্বধর্মপালন করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা কৃষ্ণের
মতে চলেই পৃথিবী জয় করেছি। দুর্যোধন ভীম, ভাগ্যক্রমে তুমি মাতার নিকট এবং
নিজের ক্রোধের নিকট ঋণমুক্ত হয়েছে, শত্রুনিপাত করে জয়ী হয়েছে।

১৪। দুর্যোধনের ভৎসনা

দুর্যোধনের পতনে পান্ডব পাণ্ডাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ
করে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বীর ভাগ্যবশে
আপনি মস্ত হস্তীর ন্যায় পদ স্ৱারা দুর্যোধনের মস্তক মর্দন করেছেন, সিংহ যেমন
মহিষের রক্ত পান করে সেইরূপ আপনি দুর্যোধনের রক্ত পান করেছেন। এই দেখুন,
দুর্যোধন পতিত হ'লে আমাদের যে রোমহর্ষ হয়েছিল তা এখনও যায় নি।

এইপ্রকার অশোভন উক্তি শুনে কৃষ্ণ বললেন, বিনষ্ট শত্রুকে উগ্রবাক্যে
আঘাত করা উচিত নয়। এই নির্লজ্জ লোভী পাপী দুর্যোধন যখন সুহৃদগণের
উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল তখনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধম এখন অক্ষম হয়ে
কাষ্ঠের ন্যায় পড়ে আছে, একে বাক্য স্ৱারা পীড়িত করে কি হবে?

দুর্যোধন দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণান্তকর ধমকা অগ্রাহ্য করে প্রকৃতি করে কৃষ্ণ বললেন, কংসদাসের পুত্র, অনায়াস যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তুমিই ভীষ্মকে উরুভগের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দিয়েছিলে, তুমি অর্জুনকে যা বলেছিলে তা কি আমি জানি না? তোমারই কটনীতিতে আমাদের বহু সহস্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়ে অর্জুনকে বাণে ভীষ্মকে নিপাতিত করেছ, অশ্বখামার মরণের মিথ্যা সংবাদ দিয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়েছ, কর্ণ যখন ভূমি থেকে রথচক্র তুলছিলেন তখন তুমিই অর্জুনকে দিয়ে তাকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ করলে তোমরা কখনও জয়ী হতে না।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পুত্র, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়বান্ধব সহ হত হয়েছ। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনিষ্টকামনায় যুদ্ধ করছিলেন সেজন্যই শিখণ্ডী কতৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ করে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাই ধৃষ্টদ্যুমন তাকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জুন কর্ণকে মারেন নি, বীরোচিত উপায়েই তাকে মেরেছেন। অর্জুন নিন্দিত কার্য করেন না, তাঁর দয়াতেই তুমি এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বখামা প্রভৃতি বিরাটনগরে নিহত হও নি। তুমি আমাদের যেসব অকার্যের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্যই আঁরা করেছি। লোভের বশে এবং অতিরিক্ত শক্তিলোভের বাসনায় তুমি যেসব দুষ্টক করেছ এখন তারই ফল ভোগ কর।

দুর্যোধন বললেন, আমি যথাবিধি অধ্যয়ন দান ও সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছি, শত্রুদের মস্তকে অধিষ্ঠান করেছি, ক্ষত্রিয়ের অভীষ্ট পূরণ লাভ করেছি, দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দূর্লভ রাজ্য ভোগ করেছি, দ্রোণ ঐশ্বর্য লাভ করেছি; আমার তুল্য আর কে আছে? কৃষ্ণ, সুহৃৎ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি স্বর্গে যাব। তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হ'ল না, তোমরা শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনধারণ কর।

দুর্যোধনের উপর আকাশ থেকে পদ্পবর্ষিত হ'ল, অশ্বরা ও সশ্রবণ গীতবাদ্য করতে লাগল, সিংধগণ সাধু সাধু বললেন। দুর্যোধনের এই প্রকার সম্মান দেখে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব প্রভৃতি লজ্জিত হলেন। বিষয় পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন ও ভীষ্মাদি বীরগণকে আপনারা ন্যায়যুদ্ধে বধ করতে পারতেন না। আপনারা হিতসাধনের জন্যই আমি কট উপায়ে এঁদের নিধন ঘটিয়েছি। শত্রু বহু বা প্রবল হ'লে বিবিধ কট উপায়ে তাদের বধ করতে হয়, দেবতারা এবং অনেক সংপদ্রব এইরূপ করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সায়াহ্নকালে বিশ্রাম

করতে ইচ্ছা করি, আপনারাও সকলে বিগ্রাম করুন। তখন পাণ্ডালগণ হৃষ্ট হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন, কৃষ্ণও পাণ্ডজন্য বাজালেন।

১৫। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-সকাশে কৃষ্ণ

সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করলে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের শিবিরে গেলেন। স্ত্রীলোক, নপুংসক ও বৃদ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছিলেন। দুর্যোধনের পরিচর্যগণ কৃতাজলি হয়ে তাঁদের সম্মুখে এল। পাণ্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তাঁর গান্ধীব ও দুই অক্ষয় তুণ নামিয়ে নিলেন, তার পর কৃষ্ণ নামলেন। তখনই রথের ধূজাশ্রিত দিব্যবানর অন্তর্হিত হ'ল, রথ ও অস্ত্রসকলও ভস্ম হয়ে গেল। বিস্মিত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, বহুবিধ অস্ত্রের প্রভাবে তোমার রথে পূর্বেই অগ্নিসংযোগ হয়েছিল, আমি উপরে থাকায় এত কাল দম্ব হয় নি। এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছ, আমিও নেমেছি, সেজন্য রথ ভস্ম হয়ে গেল।

পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা দুর্যোধনের শিবিরে অসংখ্য ধনরত্ন ও দাসদাসী পেয়ে কোলাহল করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে পণ্ডপাণ্ডব ও সাতার্কি শিবিরের বহির্দেশে নদীতীরে রাতিষাপনের আয়োজন করলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রমহিষী তপস্বিনী গান্ধারী পুত্রপোত্রগণের নিধন শ্রুতে নিশ্চয় আমাদের ভস্মসাৎ করবেন। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়েছে, তুমি আমাদের জন্য বার বার অস্থাঘাত ও কঠোর বাক্যযন্ত্রণা সয়েছ, এখন পুত্র-শোকাকর্ষী গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা কর।

দারুকের রথে চ'ড়ে কৃষ্ণ তখনই হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানে ব্যাসদেবকে দেখে তাঁর চরণবন্দনা ক'রে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের হাত খ'রে কৃষ্ণ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষয় ও যুদ্ধ নিবারণের জন্য পাণ্ডবরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তাঁরা সেই কষ্ট ভোগ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে আমি আপনার কাছে এসে পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু লোভের বশে তাতেও আপনি সম্মত হন নি। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতি সন্ধির জন্য বার বার আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাতেও ফল হয় নি। আপনি পাণ্ডবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা পিণ্ডদান এবং পুত্রের করণীয় যা কিছু আছে তার তার পাণ্ডবদের উপরেই পড়েছে। অতএব আপনি এবং গান্ধারী ক্রোধ ও শোক ত্যাগ

ক'রে তাঁদের প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি যুধিষ্ঠিরের যে প্রীতি ও ভক্তি আছে তা আপনি জানেন। এখন তিনি শোকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছেন। আপনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে আছেন সেজন্য তিনি লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছেন না।

তার পর বাসুদেব গান্ধারীকে বললেন, সুবলনন্দিনী, আপনার তুল্য নারী পৃথিবীতে দেখা যায় না। দুই পক্ষের হিতের জন্য আপনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আপনার পুত্রেরা পালন করেন নি। আপনি দুর্যোধনকে ভৎসনা ক'রে বলেছিলেন, মূঢ়, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সফল হয়েছে, অতএব শোক করবেন না, পাণ্ডবদের বিনাশকামনাও করবেন না। আপনি তপস্যার প্রভাবে ক্রোধদীপ্ত নয়ন স্ফারা চরাচর সহ সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন।

গান্ধারী বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সত্য। দুঃখে আমার মন অস্থির হয়েছিল, তোমার কথায় শান্ত হ'ল। এখন তুমি আর পাণ্ডবরাই এই পুত্রহীন বৃদ্ধ অন্ধ রাজার অবলম্বন। এই বলে গান্ধারী বন্দে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ধনা দিতে দিতে কৃষ্ণের জ্ঞান হ'ল যে অশ্বথামা এক দুর্দষ্ট সংকল্প করেছেন। তিনি তখনই গাত্রোত্থান করলেন এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম ক'রে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আর শোক করবেন না। আমার এখন স্মরণ হ'ল যে অশ্বথামা পাণ্ডবদের বিনাশের সংকল্প করেছেন, সেকারণে আমি এখন যাচ্ছি। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি শীঘ্র গিয়ে পাণ্ডবদের রক্ষার ব্যবস্থা কর; আবার যেন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়।

১৬। অশ্বথামার অভিষেক

কুপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মা দুইজনে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ শুনে রথে চড়ে সত্তর তাঁর কাছে এলেন। অশ্বথামা শোকারত হয়ে বললেন, হা মহারাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে এই নির্জন বনে একাকী পড়ে আছ কেন? দুর্যোধন সাত্ৰুদ্রনয়নে বললেন, বীরগণ, কালধর্মে সমস্তই বিনষ্ট হয়। আমি কখনও যুদ্ধে বিমুখ হই নি, পাপী পাণ্ডবগণ কপট উপায়ে আমাকে নিপাতিত করেছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা তিন জন জীবিত আছেন, আপনারা আমার জন্য দুঃখ করবেন না। যদি বেদবাক্য সত্য হয় তবে আমি নিশ্চয় স্বর্গলোকে যাব। আপনারা জয়লাভের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা অসাধ্য।

অশ্বখামা বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছে, কিন্তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয় নি যত তোমার জন্য হচ্ছে। আমি শপথ করছি, কৃষ্ণের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাণ্ডালদের সমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

দুর্যোধন প্রীত হয়ে কৃপকে বললেন, আচার্য, শীঘ্র জলপূর্ণ কলস আনুন। কৃপাচার্য কলস আনলে দুর্যোধন বললেন, স্বেজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণপুত্রকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করুন। অভিষেক সম্পন্ন হ'লে অশ্বখামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন এবং সিংহনাদে সর্বাদিক ধ্বনিত করে কৃপ ও কৃতবর্মা'র সঙ্গে প্রস্থান করলেন। দুর্যোধন রক্তাক্তদেহে সেখানে শূরে সেই ঘোর রজনী যাপন করতে লাগলেন।(১)

pathagat.net

(১) দুর্যোধনকে রক্ষার ব্যবস্থা কেউ করলেন না।

সৌপ্তিকপর্ব

॥ সৌপ্তিকপর্বাধ্যায় ॥

১। অশ্বখামার সংকল্প

কৃপাচার্য অশ্বখামা ও কৃতবর্মা কিছুদূর গিয়ে এক ঘোর বনে উপস্থিত হলেন। অল্প কাল বিশ্রাম করে এবং অশ্বদের জল খাইয়ে তাঁরা পুনর্বার যাত্রা করলেন এবং একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে সন্ধ্যাবন্দনা করলেন। ক্রমে রাতি গভীর হ'ল, কৃপ ও কৃতবর্মা ভূতলে শূদ্রে নিদ্রিত হলেন। অশ্বখামার নিদ্রা হ'ল না, তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে সপের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহু সহস্র কাক নিঃশব্দ হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় এক ঘোরদর্শন কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাক বিনষ্ট করলে, তাদের ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষের তলদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অশ্বখামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শত্রুসংহারের উপযুক্ত উপদেশ দিয়েছে। আমি বলবান বিজয়ী পাণ্ডবদের সম্মুখস্থ বধ করতে পারব না। যে কার্য গর্হিত বলে গণ্য হয়, ক্ষত্রমর্বাবলম্বী মানুষ্যের পক্ষে তাও করণীয়। এই-প্রকার শ্লোক শোনা যায় — পরিশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয়প্রবিষ্ট, অর্থরাহী নিদ্রিত, নামকহীন, বিচ্ছিন্ন বা স্বেচ্ছায় শত্রুকে প্রহার করা বিধেয়। অশ্বখামা স্থির করলেন, তিনি সেই রাতিতেই পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণকে সূদ্র অবস্থায় হত্যা করবেন।

দুই মস্তকীক জাগরিত করিয়ে অশ্বখামা তাঁর সংকল্প জানানলেন। কৃপ ও কৃতবর্মা সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণকাল পরে কৃপ বললেন, কেবল দৈব বা কেবল পুরুষকারে কার্য সিদ্ধ হয় না, দুইএর যোগেই সিদ্ধিলাভ হয়। কর্মদক্ষ লোক যদি চেষ্টা করেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিন্দা হয় না; কিন্তু অসমর্থ লোক যদি কর্ম না করেও ফললাভ করে তবে সে নিন্দিত ও বিশেষের পাত্র হয়। এইরূপ অশ্বখামার মতামত হিঁদেবী মিত্রদের উপদেশ শোনে নাই, তিনি অসাধু লোকদের মন্ত্রণায় পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। আমরা সেই দুঃখীল পাপীর

অনুসরণ করে এই দারুণ দুর্দশায় পড়েছি। আমার বদ্বন্দ্বি বিকল হয়েছে, কিসে ভাল হবে তা বুঝতে পারছি না। চল, আমরা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও মহামতি বিদুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে।

অশ্বত্থামা বললেন, নিপুণ বৈদ্য যেমন রোগ নিরূপণ করে ঔষধ প্রস্তুত করেন, সাধারণ লোকেও সেইরূপে কার্যসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ করে, আবার অন্য লোকে তার নিন্দাও করে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বার্ধক্যে মানুষ্যের বিভিন্ন বদ্বন্দ্বি হয়, মহাবিপদে বা মহাসমুদ্বিগ্নতায়ও মানুষ্যের বদ্বন্দ্বি বিকৃত হয়। আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে মন্দভাগ্যবশত ক্ষত্রিয় আশ্রয় করেছি; সেই ধর্ম অনুসারে আমি মহাত্মা পিতৃদেবের এবং রাজা দুর্যোধনের পথে যাব। বিজয়লাভে আনন্দিত প্রান্ত পাণ্ডালগণ আজ যখন বর্ম খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন থাকবে তখন আমি তাদের বিনষ্ট করব। পাণ্ডালগণের দেহে রণভূমি আচ্ছন্ন করে আমি পিতার নিকট স্বর্ণমুক্ত হব। আজ রাত্রিতেই আমি নিদ্রিত পাণ্ডাল ও পাণ্ডবপুত্রগণকে খড়্গাঘাতে বধ করব, পাণ্ডালসৈন্য সংহার করে কৃতকৃত্য ও সুখী হব।

কৃপ বললেন, তুমি প্রতিশোধের যে সংকল্প করেছে তা থেকে স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বৎস, তুমি বহুক্ষণ জেগে আছ, আজ রাত্রিতে বিশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা বর্মধারণ করে রথারোহণে তোমার সঙ্গে যাব, তুমি যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করে অনুচর সহ পাণ্ডালগণকে বিনষ্ট করো।

অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আতুর, ক্রোধাবিষ্ট, অর্থচিন্তাকুল ও কার্যোন্মাদকামীর নিদ্রা কোথায়? আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করে জীবনধারণ করতে পারছি না। ভগ্নোদ রাজা দুর্যোধনের যে বিলাপ আমি শুনছি তাতে কার হৃদয় দগ্ধ না হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাসুদেব ও অর্জুন শত্রুদের রক্ষা করবেন, তখন তারা ইন্দেরও অজেয় হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারছি না, আমি যা ভাল মনে করেছি তাই করব, এই রাত্রিতেই সুপ্ত শত্রুদের বধ করব, তার পর বিগতজ্বর হয়ে নিদ্রা যাব।

কৃপাচার্য বললেন, সুহৃদগণ যখন পাপকর্ম করতে নিষেধ করেন তখন অশ্বত্থামাই নিবৃত্ত হয়, ভাগ্যহীন হয় না। বৎস, তুমি নিজের কল্যাণের জন্যই নিজেকে সংযত কর, আমার কথা শোন, তা হলে পরে অনুতাপ করতে হবে না। সুপ্ত নিরস্ত্র অশ্বত্থামাই লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাণ্ডালরা আজ রাত্রিতে মৃত্যুর ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন হবে। তুমি অস্ত্রজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত,

অত্যাঙ্গ পাপকর্মও তুমি কর নি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শত্রুগণকে যুদ্ধে জয় করো। শত্রু বস্তুতে যেমন রক্তবর্ণ, সেইরূপ তোমার পক্ষে গর্হিত কর্ম অসম্ভাবিত মনে করি।

অশ্বখামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সত্য, কিন্তু পাণ্ডবরা পূর্বেই ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আমি আজ রাহিতেই পিতৃহন্তা পাণ্ডালগণকে সন্দেহ অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যদি আমাকে কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয় তাও শ্রেয়। আমার পিতা যখন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছিল; আমিও সেইরূপ পাপকর্ম করব, বর্মহীন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বধ করব, যাতে সেই পাপী অস্রাঘাতে নিহত বীরের স্মরণ না পায়। অশ্বখামা এই বলে বিপক্ষ-শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করলেন, কৃপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চড়ে অনুগমন করলেন।

২। মহাদেবের আবির্ভাব

শিবিরের স্মারদেশে এসে অশ্বখামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকায় চন্দ্র-সুর্ষের ন্যায় দীপ্তমান লোমহর্ষকর পদ্রুপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পরিধান রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসারঙ্গচর্ম, গলদেশে সপের উপবীত, হস্তে নানাবিধ অস্ত্র উদ্যত হয়ে আছে। তাঁর দংষ্ট্রাকরাল মূখ, নাসিকা, কণ ও সহস্র নেত্র থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে, তার কিরণে শত সহস্র শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু আবির্ভূত হচ্ছেন।

অশ্বখামা নিঃশঙ্ক হয়ে সেই ভয়ংকর পদ্রুপের প্রতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সেই পদ্রুপ সমস্ত অস্ত্রই গ্রাস করে ফেললেন। অস্ত্র নিঃশেষ হ'লে অশ্বখামা দেখলেন, অসংখ্য বিষ্ণুর আবির্ভাবে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তখন নিরস্ত্র অশ্বখামা কৃপাচার্যের বাক্য শ্রবণ করে অনুতপ্ত হলেন এবং রথ থেকে নেমে প্রণত হয়ে শূলপাণি মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করে বললেন, হে দেব, যদি আজ এই ঘোর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারি তবে আপনার কাছে আমার এই পণ্ডিতময় শরীর উপহার দেব।

তখন একটি কাণ্ডনময় বেদী আবির্ভূত হ'ল এবং তাতে অগ্নি জ্বল'লে উঠল। নানারূপধারী বিকটাকার প্রমথগণ উপস্থিত হ'ল। তাদের কেউ ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজাতে লাগল, কেউ নৃত্যগীতে রত হ'ল, কেউ লাফাতে

লাগল। সেই অস্বাভাবিক ভূতেরা অশ্বখামার তেজের পরীক্ষা এবং সূক্ষ্ম বোধ্যদের হত্যা দর্শনের জন্য সর্ব দিকে বিচরণ করতে লাগল।

অশ্বখামা কৃতাজ্ঞালি হয়ে বললেন, ভগবান, আমি অগ্নিরার কুলে জাত, আমার শরীর দিয়ে অগ্নিতে হোম করছি, আপনি এই বলি গ্রহণ করুন। এই বলে অশ্বখামা বেদান্তে উঠে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। তিনি উষ্মবাহন ও নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার প্রিয় কেউ নেই, কারণ তিনি সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর সম্মান এবং তোমার পরীক্ষার জন্য আমি পাণ্ডালগণকে রক্ষা করছি এবং তোমাকে নানাপ্রকার মায়্যা দেখিয়েছি। কিন্তু পাণ্ডালগণ কালকর্বালাত হয়েছেন, আজ তাদের জীবনান্ত হবে। এই বলে মহাদেব অশ্বখামার দেহে আবিষ্ট হলেন এবং তাঁকে একটি নির্মল উত্তম খড়্গ দিলেন। অশ্বখামার তেজ বর্ধিত হ'ল, তিনি সমাধিক বলশালী হয়ে শিবিরের অভিমুখে গেলেন, প্রমথগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল।

৩। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির হত্যা

কৃপ ও কৃতবর্মাকে শিবিরের দ্বারদেশে দেখে অশ্বখামা প্রীত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, আমি শিবিরে প্রবেশ করে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করব, আপনারা দেখবেন যেন কেউ জীবিত অবস্থায় আপনাদের নিকট মৃত্তি না পায়। এই বলে অশ্বখামা অশ্বার দিয়ে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করলেন।

ধীরে ধীরে ভিতরে এসে অশ্বখামা দেখলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তম আন্তরগন্যুত সুদ্বাসিত শয্যায় নিদ্রিত রয়েছেন। অশ্বখামা তাঁকে পদাঘাতে জাগরিত করে কেশ ধরে ছুতলে নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। অশ্বখামা তাঁর বৃকে আর গলায় পা দিয়ে চাপতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বখামাকে নখাঘাত করে অস্পষ্টস্বরে বললেন, আচার্যপুত্র, বিলম্ব করবেন না, আমাকে অস্ত্রাঘাতে বধ করুন, তা হ'লে আমি পুণ্যালোকে যেতে পারব। অশ্বখামা বললেন, কুলাঙ্গার দুর্মতি, গুরুহত্যাকারী পুণ্যালোকে যায় না, তুমি অস্ত্রাঘাতে মরবার যোগ্য নও। এই বলে অশ্বখামা মর্মস্থানে গোড়ালির চাপ দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করলেন।

আর্তনাদ শুনে স্ত্রী ও রক্ষিণ জাগরিত হয়ে সেখানে এল, কিন্তু অশ্বখামাকে ছুত মনে করে ভয়ে কথা বলতে পারলে না। অশ্বখামা রথে উঠে

পান্ডবদের শিবিরে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের নারীদের ক্রন্দন শুনে বহু যোদ্ধা সত্ত্বর এসে অশ্বখামাকে বেঁচেন করলেন, কিন্তু সকলেই রুদ্ধ্রাস্ত্রে নিহত হলেন। তার পর অশ্বখামা উত্তমোজা ও যুধামন্যুকে বধ করে শিবিরস্থ নিদ্রামগ্ন শ্রান্ত ও নিরস্ত্র সকল যোদ্ধাকেই হত্যা করলেন। দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র কোলাহল শুনে জাগরিত হলেন এবং শিখণ্ডীর সঙ্গে এসে অশ্বখামার প্রতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অশ্বখামা খড়্গের আঘাতে দ্রোপদীর পুত্রগণকে একে একে বধ করলেন, শিখণ্ডীকেও ম্রিখাণ্ডিত করলেন।

শিবিরের রক্ষিগণ দেখলে, রক্তবদনা রক্তবসনা রক্তমালাধারিণী পাশহস্তা কালরাত্রিরূপা কুলী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে অবিভূত হয়েছেন, তিনি গান করছেন এবং মানুষ হস্তী ও অশ্বসকলকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষীরা পূর্বে প্রতি রাতিতে কালীকে এবং হত্যায় রত অশ্বখামাকে স্বপ্নে দেখত; এখন তারা স্বপ্ন স্মরণ করে বলতে লাগল, এই সেই!

অধরাত্রের মধ্যেই অশ্বখামা পান্ডবশিবিরস্থ সমস্ত সৈন্য হস্তী ও অশ্ব বধ করলেন। যারা পালাচ্ছিল তারাও দ্বারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক নিহত হ'ল। এই হত্যাকাণ্ড শেষ হ'লে অশ্বখামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন শীঘ্র রাজা দুর্যোধনের কাছে চলুন, তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে প্রিয়সংবাদ দেব।

৪। দুর্যোধনের মৃত্যু

অশ্বখামা প্রভৃতি দুর্যোধনের কাছে এসে দেখলেন, তখনও তিনি জীবিত আছেন, অচেতন হয়ে রুদ্ধ্রির বমন করছেন, এবং অতি কষ্টে মাংশাসী শ্বাপদগণকে তাড়াচ্ছেন। অশ্বখামা করুণ বিলাপ করে বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন, তোমার জন্য শোক করি না, তোমার পিতামাতার জন্যই শোক করছি, তাঁরা এখন ঐতক্ষকের ন্যায় বিচরণ করবেন। গান্ধারীপুত্র, তুমি ধন্য, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মমদ্যে বুদ্ধ করে তুমি নিহত হয়েছ। কৃপাচার্য কৃতবর্মা আর আমাদের ষিক, তোমাকে অগ্রবর্তী করে স্বর্গে যেতে পারছি না। মহারাজি, তোমার প্রসাদে আমরা পিতার ও কৃপের গৃহে প্রচুর ধনরত্ন আছে, আমরা বহু যত্ন করেছি, প্রচুর ধর্মদানও দিয়েছি। তুমি চলে যাচ্ছ, পাপী আমরা কিপ্রকারে জীবনধারণ করব? তুমি স্বর্গে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে জানিও যে আজ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেছি। তুমি

আমাদের হয়ে বাহুবলীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করে কুশলজিজ্ঞাসা করে। দুর্যোধন, সন্ধসংবাদ শোন — শত্রুপক্ষে কেবল পণ্ডপান্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন অবশিষ্ট আছেন; আমাদের পক্ষে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা আর আমি আছি। দ্রোণদীর পণ্ডপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, এবং সমস্ত পাণ্ডাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সহিত পান্ডব-শিবিরও ধ্বংস হয়েছে।

প্রিয়সংবাদ শুনে দুর্যোধন চৈতন্যলাভ করে বললেন, আচার্যপুত্র, তুমি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যা করছে, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণও তা পারেন নি। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করছি। তোমাদের মংগল হ'ক, স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। এই বলে কুরুরাজ দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করে পদ্মায় স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে পড়ে রইল।

॥ ঐষীকপর্বাধ্যায় ॥

৫। দ্রোণদীর প্রায়োপবেশন

রাতি গত হ'লে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে অশ্বখামার নৃশংস কর্মের বৃত্তান্ত জানালে। পুত্রশোকে আকুল হয়ে যুধিষ্ঠির ভূপতিত হলেন, তাঁর ভ্রাতারা এবং সাত্যকি তাঁকে ধরে ওঠালেন। যুধিষ্ঠির বিলাপ করে বললেন, লোকে পরাজিত হ'তে হ'তেও জয়লাভ করে, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েও পরাজিত হয়েছি। যে রাজপুত্রেরা ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মৃত্যু পেয়েছিলেন তাঁরা আজ অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন! ধনী বণিকেরা যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে সতর্কতার অভাবে ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রতুলা রাজপুত্র ও পৌরবংশ-সেইরূপ অশ্বখামার হাতে নিহত হলেন। এঁরা স্বর্গে গেছেন, দ্রোণদীর জন্যই শোক করছি, সেই সান্দী কি করে এই মহাদুঃখ সহিবেন? নকুল, তুমি দ্রোণদীকে মাতৃগণের সহিত এখানে নিয়ে এস। তাকে পর যুধিষ্ঠির সন্দেহ-দৃষ্টির সঙ্গে শিবিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁদের পুত্র পৌত্র ও সখারা ছিন্নদেহে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন। তিনি শোকে আকুল হয়ে অচেতনপ্রায় হলেন, সন্দেহ-দৃষ্টি তাঁকে সান্দী দিতে লাগলেন।

নকুল উপলব্ধ্য নগর থেকে দ্রোণদীকে নিয়ে এলেন। দ্রোণদী বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে পড়ে গেলেন, ভীমসেন তাঁকে ধরে উঠিয়ে সাম্ফনা দিলেন। দ্রোণদী সরোদনে যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, তুমি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে পুত্রদের যমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ কর। ভাগ্যক্রমে তুমি সমগ্র পৃথিবী লাভ করেছ, এখন আর মত্তমাতঙ্গগাম্য বীর অভিমন্যুকে তোমার স্মরণ হবে না। আজ যদি তুমি পাপী দ্রোণপুত্রকে যদুক্ষে বধ না কর তবে আমি এখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রতিজ্ঞা জেনে রাখ। এই বলে দ্রোণদী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার পুত্র ও ভ্রাতারা ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করো না। দ্রোণপুত্র দর্শন বনে চলে গেছেন, যদুক্ষে তাঁর নিপাত তুমি কি করে দেখতে পাবে? দ্রোণদী বললেন, রাজা, শুনোছি অশ্বখামার মস্তকে একটি সহজাত মণি আছে। তুমি সেই পাপীকে বধ করে তার মণি মস্তকে ধারণ করে নিয়ে এস, তবেই আমি জীবনত্যাগে বিরত হব। তার পর দ্রোণদী ভীমসেনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করে আমাকে হাণ কর। তুমি জতুগৃহ থেকে ভ্রাতাদের উদ্ধার করেছিলে, হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করেছিলে, কীচকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে, এখন দ্রোণপুত্রকে বধ করে সুখী হও।

মহাবল ভীমসেন তখনই ধনুর্বাণ নিয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, নকুল তাঁর সারাধি হলেন।

৬। ব্রহ্মশির অস্ত

ভীম চলে গেলে কৃষ্ণ যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, ইনি বিপদের অভিমুখে যাচ্ছেন, আপনি ঠর সঙ্গে গেলেন না কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্রকে যে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করেছেন তা পৃথিবী দম্ব করতে পারে। অর্জুনকেও দ্রোণ এই অস্ত্র (১) শিখিয়েছেন। তিনি পুত্রের চপল স্বভাব জানতেন সেজন্য অস্ত্রদানকালে বলেছিলেন, বৎস, তুমি যদুক্ষে অত্যন্ত বিপন্ন হ'লেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করো না, বিশেষত মানুষের উপর। তার পর তিনি বলেছিলেন, তুমি কখনও সংপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চলে গেলে অশ্বখামা

(১) বনপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জুন মহাদেবের কাছে এই অস্ত্র পেয়েছিলেন।

স্বাক্ষর করে এসে আমাকে বলেন, কৃষ্ণ, আমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিয়ে তোমার সন্ধান চক্র আমাকে দাও। আমি উত্তর দিলাম, তোমার অস্ত্র আমি চাই না, তুমি আমার এই চক্র ধনু শক্তি বা গদা যা ইচ্ছা হয় নিতে পার। অশ্বখামা সন্ধান চক্র নিতে গেলেন, কিন্তু দু হাতে ধরেও তুলতে পারলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, মূঢ় ব্রাহ্মণ, তুমি যা চেয়েছ তা অর্জুন প্রদ্যুম্ন বলরাম প্রভৃতিও কখনও চান নি। তুমি কেন আমার চক্র চাও? অশ্বখামা বললেন, কৃষ্ণ, এই চক্র পেলে সসম্মানে তোমার সঙ্গেই যুদ্ধ করতাম এবং সকলের অজ্ঞেয় হতাম। কিন্তু দেখছি তুমি ভিন্ন আর কেউ এই চক্র ধারণ করতে পারে না। এই বলে অশ্বখামা চলে গেলেন। তিনি ক্রোধী দুরাত্মা চপল ও ক্রুর, তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্রও আছে; অতএব তাঁর হাত থেকে ভীমকে রক্ষা করতে হবে।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর গরুড়ধ্বজ রথে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, ক্রুরকর্মা অশ্বখামা কুশের কোপনি পরে ঘৃণাত্তদেহে ধূলি মেখে ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণের মধ্যে বসে আছেন। ভীম ধনুর্বাণ নিয়ে অশ্বখামার প্রতি ধাবিত হলেন। কৃষ্ণার্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে দেখে অশ্বখামা ভয় পেলেন; তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের ইচ্ছায় একটি ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিক্ষেপ করে বললেন, পাণ্ডবরা বিনষ্ট হ'ক। তখন সেই ঈষীকায় কালান্তক যমের ন্যায় অগ্নি উদ্ভূত হ'ল। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন অর্জুন, দ্রোণপ্রদত্ত দিব্যাস্ত্র এখনই নিক্ষেপ করে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ কর।

অর্জুন বললেন, অশ্বখামার, আমাদের, এবং আর সকলের মঙ্গল হ'ক, অস্ত্র স্ফারা অস্ত্র নিবারিত হ'ক। এই বলে তিনি দেবতা ও গুরুজনের উদ্দেশে নমস্কার করে ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্ত্রও প্রলয়ান্নির ন্যায় জ্বলে উঠল। তখন সর্বভূতহিতৈষী নারদ ও ব্যাসদেব দুই অগ্নিরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, বীরস্বয়, পূর্বে কোনও মহারথ এই অস্ত্র মানুষ্যের উপর প্রয়োগ করেন নি; তোমরা এই মহাবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে?

অর্জুন কৃতজ্ঞ হইয়া বললেন, অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণের জন্যই আমি অস্ত্র প্রয়োগ করেছি; যাতে সকলের মঙ্গল হয় আপনায়ী তা করুন। এই বলে অর্জুন তাঁর অস্ত্র প্রত্যাগমন করলেন। তিনি পূর্বে ব্রহ্মচর্য ও বিবিধ ব্রত পালন করেছিলেন সেজন্যই ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন, কিন্তু অশ্বখামা তা পারলেন না। অশ্বখামা বিষন্ন হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আমি ভীমসেনের

ভয়ে এবং পাণ্ডবদের বধের নিমিত্ত এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি, আমি ক্রোধের বশে পাপকার্য করেছি; কিন্তু এই অস্ত্র প্রতিসংহারের শক্তি আমার নেই। ব্যাসদেব বললেন, বৎস, অর্জুন তোমাকে মারবার জন্য ব্রহ্মাশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন নি, তোমার অস্ত্র নিবারণের জন্যই করেছিলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই তোমার রক্ষণীয়, আত্মরক্ষা করাও তোমার কর্তব্য। তোমার মস্তকের মণি পাণ্ডবদের দান কর, তা হ'লে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন।

অশ্বথামা বললেন, ভগবান, পাণ্ডব আর কৌরবদের যত রক্ত আছে সে সমস্তের চেয়ে আমার মণির মূল্য অধিক, ধারণ করলে সকল ভয় নিবারিত হয়। আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু ব্রহ্মাশির অস্ত্রের প্রত্যাহার আমার অসাধ্য, অতএব তা পাণ্ডবনারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করব। ব্যাসদেব বললেন, তাই কর।

কৃষ্ণ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ অর্জুনের পুত্রবধু উত্তরাকে বলেছিলেন, কুরুবংশ ক্ষয় পেলো পরীক্ষিৎ নামে তোমার একটি পুত্র হবে। সেই সাধু ব্রাহ্মণের বাক্য সফল হবে। অশ্বথামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত করে যা বলছ তা সত্য হবে না, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার মহাস্ত্র অবার্থ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশুও মরবে, কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে দীর্ঘায়ু পাবে। অশ্বথামা, তুমি কাপুরুষ, বহু পাপ করেছে, বালকবধে উদ্যত হয়েছে; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পৃথগোণিতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। নরাসম, তোমার অস্ত্রাগ্নিতে উত্তরার পুত্র দগ্ধ হ'লে আমি তাকে জীবিত করব, সে কৃপাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করে ষাট বৎসর কুরুরাজ্য পালন করবে।

অশ্বথামা ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বাক্য সত্য হ'ক, আমি আপনাদের কাছেই থাকব। তার পর অশ্বথামা পাণ্ডবগণকে মণি দিয়ে বনগমন করলেন। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ফিরে এলে ভীমসেন দ্রৌপদীকে বললেন, এই তোমার মণি নাও, তোমার পুত্রহন্তা পরাজিত হয়েছে, এখন শোক ত্যাগ কর। কৃষ্ণ যখন সন্ধিকামনায় হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন তুমি এই তীরে বাক্য বলেছিলে — 'গোবিন্দ, আমার পতি নেই পুত্র নেই ভ্রাতা নেই, তুমিও নেই।' সেই কথা এখন স্মরণ কর। আমি পাপী দুর্যোধনকে বধ করেছি, দুর্যোধনের রক্ত পান করেছি; অশ্বথামাকেও জয় করেছি, কেবল ব্রাহ্মণ আর গুরুপুত্র বলে ছেড়ে দিয়েছি। তার যশ মণি এবং অস্ত্র নষ্ট হয়েছে, কেবল শরীর অবশিষ্ট আছে।

তার পর দ্রৌপদীর অনুরোধে যুধিষ্ঠির সেই মণি মস্তকে ধারণ করে চন্দ্রভূষিত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। পদ্রশোকাতী দ্রৌপদীও গান্ধোথান করলেন।

৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, নীচস্বভাব পাপী অশ্বখামা কি করে আমাদের মহাবল পদ্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুমনাদিকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হলেন? কৃষ্ণ বললেন, মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই তিনি একাকী বহু জনকে বধ করতে পেরেছেন। তার পর কৃষ্ণ এই আখ্যান বললেন। —

পদ্রাকালে ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রাণিসৃষ্টির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মগ্ন হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর ব্রহ্মা তাঁর সংকল্প দ্বারা অপর এক স্রষ্টা উৎপন্ন করলেন। এই পদ্রুষ সন্ততিবধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করলেন। প্রাণীরা ক্ষুধিত হয়ে প্রজাপতিকেই খেতে গেল। তখন ব্রহ্মা প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওষধি ও অন্যান্য উদ্ভিদ, এবং প্রবল প্রাণীর ভক্ষ্য রূপে দুর্বলপ্রাণী নির্দেশ করলেন। তার পর মহাদেব জল থেকে উঠলেন, এবং বহুপ্রকার জীব সৃষ্ট হয়েছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, অপর পদ্রুষ প্রজা উৎপাদন করেছে, আমি লিঙ্গ নিয়ে কি করব? এই বলে তিনি ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে দিয়ে মৃগুবান পর্বতের পাদদেশে তপস্যা করতে গেলেন।

দেবযুগ অতীত হ'লে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা যথার্থ-রূপে রদ্রকে জানতেন না সেজন্য যজ্ঞের হবি ভাগ করবার সময় রদ্রের ভাগ রাখলেন না। রদ্র রদ্র হ'য়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধনু নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। তখন চন্দ্রসূর্য অদৃশ্য হ'ল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, দেবতারা ভয়ে অভিভূত হলেন। রদ্রের শরাঘাতে বিম্ব হয় অগ্নির সহিত যজ্ঞ মৃগরূপে ধারণ করে আকাশে গেল, রদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন। যজ্ঞ নষ্ট হ'লে দেবতারা রদ্রের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর জন্য হবির ভাগ নির্দেশ করে দিলেন। রদ্রের ক্রোধে সমস্ত জগৎ অসুস্থ হয়েছিল, তিনি প্রসন্ন হ'লে আবার সুস্থ হ'ল।

আখ্যান শেষ করে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অশ্বখামা যা করেছেন তা নিজের শক্তিতে করেন নি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন।

দ্বীপব

॥ জলপ্রাদানিকপৰ্বাধ্যায় ॥

১। বিদুরের সান্নিহাদান

শত পুত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকাবল হইলেন। সঞ্জয় তাঁকে বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও প্রতিকার নেই। এখন আপনি মৃত আত্মীয়সুহৃদগণের প্রেতকার্য করান। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমার সমস্ত পুত্র অমাত্য ও সুহৃৎ নিহত হয়েছেন, এখন আমি ছিন্নপক্ষ জরাজীর্ণ পক্ষীর ন্যায় হয়েছি, আমার চক্ষু নেই, রাজ্য নেই, বন্দু নেই; আমার জীবনের আর প্রয়োজন কি?

ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দেবার জন্য বিদুর বললেন, মহারাজ, শূন্যে আছেন কেন, উঠুন, সর্ব প্রাণীর গতিই এই। মানুষ শোক করে মৃতজনকে ফিরে পায় না, শোক করে নিজেও মরতে পারে না। —

সৰ্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।

সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঃ জীবিতম্ ॥

অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।

ন তে তব ন হেষাং স্বং তত্র কা পরিবেদনা ॥

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।

দিবসে দিবসে মৃত্যুমাণিশ্চ ন পশ্চিভূতম্ ॥

ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন শ্বেশ্যঃ কুরুসত্তম।

ন মধ্যস্থঃ কচিৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি ॥

— সকল সত্ত্বই পরিণেবে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে যায়; তারা আপনার নয়, আপনিও তাদের নয়; তবে কিসের খেদ? সহস্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিন মৃত লোককে

অভিভূত করে, কিন্তু পান্ডিতকে করে না। কুরুশ্রেষ্ঠ, কালের কেউ প্রিয় বা অপ্রিয় নেই, কাল কারও প্রতি উদাসীনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।

তার পর বিদুর বললেন, গর্ভাধানের কিছু পরে জীব জরায়ুতে প্রবেশ করে, পঞ্চম মাস অতীত হ'লে তার দেহ গঠিত হয়। অনন্তর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়ে ভ্রূণরূপে সে মাংসশোণিতষট্ত্ব অপবিত্র স্থানে বাস করে। তার পর বায়ুর বেগে সেই ভ্রূণ উর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে যোনিম্ভার দিয়ে নির্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহগণ তার কাছে আসে। ক্রমশ সে স্বকর্মে বদ্ধ হয় এবং বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় করে, তখন হিতৈষী সদৃহৃদগণই তাকে রক্ষা করেন। কালক্রমে ষমদাতেরা তাকে আকর্ষণ করে, তখন সে মরে। হা, লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বদ্বতে পারে না। সংকুলে জন্মালে নীচকুলজাতের এবং ধনী হ'লে দরিদ্রের নিন্দা করে, অন্যকে মূর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পরিশেষে শ্মশানে গিয়ে শয়ন করে তখন দৃষ্টবদ্বিধি লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারিত করে?

২। ভীষ্মের লৌহমুর্তি

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বহু সান্থনা দিয়ে বললেন, তুমি শোকে অভিভূত হয়ে বার বার মূর্ছিত হচ্ছে জানলে যুধিষ্ঠিরও দ্বন্দ্বখে প্রাণত্যাগ করতে পারেন। তিনি সকল প্রাণীকে কৃপা করেন, তোমাকে করবেন না কেন? বিধির বিধানের প্রতিকার নেই এই বুঝে আমার আদেশে এবং পান্ডবদের দ্বন্দ্বখে বিবেচনা করে তুমি প্রাণধারণ কর, তাতেই তোমার কীর্তি ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজ্ঞালিত অগ্নির ন্যায় যে পত্রশোক উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞারূপ জল দিয়ে তাকে নির্বাণিত কর। এই বলে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র শোক সংবরণ করে গান্ধারী, কুন্তী এবং বিধবা বিধবাদের নিয়ে বিদুরের সঙ্গে হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। সহস্র সহস্র স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের সঙ্গে চলল। এক ক্রোশ গিয়ে তাঁরা কৃপাচার্য অশ্বখামা ও কৃতবর্মাকে দেখতে পেলেন। কৃপাচার্য জানালেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পণ্ড পদ প্রভৃতি সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্মা নিজের দেশে, এবং অশ্বখামা ব্যাসের আশ্রমে চলে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর থেকে নিগত হয়েছেন শুনে যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও যদুয়ংসু তাঁর অনঙ্গমন করলেন। দ্রৌপদী ও পাণ্ডালবধুগণও সঙ্গে চললেন। পাণ্ডবগণ গেম করলে ধৃতরাষ্ট্র অপ্রীতমনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করলেন এবং ভীমকে শৃঙ্খতে লাগলেন। অম্বরাজের দৃষ্ট অভিসন্ধি বদখে কৃষ্ণ তাঁর হাত দিয়ে ভীমকে গিরিয়ে দিলেন এবং ভীমের লৌহমূর্তি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে রাখলেন। অধুনা হস্তীর ন্যায় বলবান ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহমূর্তি আলিঙ্গন করে ভেঙে ফেললেন। বক্ষে চাপ লাগার ফলে তাঁর মূখ থেকে রক্তপাত হ'ল, তিনি ভূমিতে পড়ে গেলেন; তখন সঞ্জয় তাঁকে ধরে তুললেন। ধৃতরাষ্ট্র সরোদনে উচ্চস্বরে বললেন, হা হা ভীম!

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, শোক করবেন না, আপনি ভীমকে বধ করেন নি, তাঁর প্রতিমূর্তিই চূর্ণ করেছেন। দুর্যোধন ভীমের যে লৌহমূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাই আমি আপনার সম্মুখে রেখেছিলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে দূরে হয়েছিল তাই আপনি ভীমসেনাকে বধ করতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার পুত্রেরা বেঁচে উঠবেন না। আপনি বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন পুরাণ ও রাজধর্মও শুনছেন, তবে স্বয়ং অপরাধী হয়ে এরূপ ক্রোধ করেন কেন? আপনি আমাদের উপদেশ শোনেন নি, দুর্যোধনের বশে চলে বিপদে পড়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, পুত্রস্নেহই আমাকে ধৈর্যচ্যুত করেছিল। আমার ক্রোধ এখন দূর হয়েছে, আমি মধ্যম পাণ্ডবকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করি। আমার পুত্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাণ্ডুর পুত্রেরাই আমার চোখের পাত্র। এই বলে ধৃতরাষ্ট্র ভীম প্রভৃতিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন।

৩। গান্ধারীর ক্রোধ

তার পর পণ্ডপান্ডব গান্ধারীর কাছে গেলেন। পুত্রশোকাত্তি গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে ইচ্ছা করেছেন জেনে দিব্যচক্ষুস্বামন মনোভাবজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তখনই উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বললেন, গান্ধারী, তুমি পাণ্ডবদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে না। অষ্টাদশ দিন যুদ্ধের প্রতিদিনই দুর্যোধন তোমাকে বলত, মাতা, আমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আমাকে আশীর্বাদ করুন। তুমি প্রতিদিনই পুত্রকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণী, তুমি চিরদিন সত্য কথাই বলেছ। পাণ্ডবরা অত্যন্ত সংশয়ান্বিত হয়ে পরিশেষে তুমুল

যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই অধিক ধর্ম আছে। মনস্বিনী, তুমি পূর্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন? যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হয়েছে। তোমার পূর্ববাক্য স্মরণ করে পাণ্ডুপুত্রদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর।

গান্ধারী বললেন, ভগবান, আমি পাণ্ডবদের দোষ দিচ্ছি না, তাদের বিনাশও কামনা করি না; পুত্রশ্যে কে আমার মন বিহবল হয়েছে। দুর্যোধন শকুনি কর্ণ আর দুর্যোধনের অপরাধেই কৌরবগণের ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষেই ভীম দুর্যোধনের নাভির নিম্নদেশে গদাপ্রহার করেছে, সেজন্যই আমার ক্রোধ বর্ধিত হয়েছে। যিনি বীর তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যুদ্ধকালে কি করে ধর্মত্যাগ করতে পারেন?

ভীম ভীত হয়ে সান্দ্রনয়ে বললেন, দেবী, ধর্ম বা অধর্ম যাই হ'ক, আমি ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পুত্রও পূর্বে অধর্ম অনুসারে যুদ্ধিষ্ঠিরকে পরাভূত করেছিলেন এবং সর্বদাই আমাদের সঙ্গে কপটাচরণ করেছেন, সেজন্যই আমি অধর্ম করেছি। তিনি দ্রুতসভায় পাণ্ডালীকে কি বলেছিলেন তা আপনি জানেন; তার চেয়েও তিনি অন্যায় কার্য করেছিলেন — সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বাম উরু দেখিয়েছিলেন। রাজ্ঞী, দুর্যোধন নিহত হওয়ায় শত্রুতার অবসান হয়েছে, যুদ্ধিষ্ঠির রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্রোধও দূর হয়েছে।

গান্ধারী বললেন, বৃকোদর, তুমি দুর্যোধনের রুদ্ধির পান করে অতি গর্হিত অনার্বোচিত নিষ্ঠুর কর্ম করেছ। ভীম বললেন, রক্ত পান করা অনুচিত, নিজের রক্ত তো নয়ই। ভ্রাতার রক্ত নিজের রক্তেরই সমান। দুর্যোধনের রক্ত আমার দন্ত ও ওষ্ঠের নীচে নামে নি, শব্দ আমার দুই হস্তই রক্তাক্ত হয়েছিল। যখন দুর্যোধন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল তখন আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাই আমি ক্ষত্র-ধর্মামুসারে পালন করেছি। আপনার পুত্রেরা যখন আমাদের অপকার করত তখন আপনি নিবারণ করেন নি, এখন আমাদের দোষ ধরা আপনার উচিত নয়।

গান্ধারী বললেন, বৎস, আমাদের শত পুত্রের একটিকেও অবশিষ্ট রাখলে না কেন? সে বৃদ্ধ পিতামাতার যত্নস্বরূপ হ'ত। তার পর গান্ধারী সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা যুদ্ধিষ্ঠির কোথায়? যুদ্ধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে কৃতাজলি হয়ে বললেন, দেবী, আমিই আপনার পুত্রহন্তা দুর্যোধন, আমাকে অভিষাপ দিন। গান্ধারী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের জন্য যুদ্ধিষ্ঠির অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণবস্ত্রের অন্তরাল দিয়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে যুদ্ধিষ্ঠিরের সুন্দর নখ

কুৎসিত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অর্জুনও গান্ধারীর কাছে এলেন। অবশেষে গান্ধারী ক্রোধমত্ত হয়ে মাতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে সাম্বনা দিলেন।

॥ স্ত্রীবিলাপপর্বাধ্যায় ॥

৪। গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন — কৃষ্ণকে অভিশাপ

ব্যাসের আজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্র ও যদুধিষ্ঠিরাদি কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করে কোরবনারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। রুদ্ধের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সেই যুদ্ধভূমি দেখে নারীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন।

গান্ধারী দূর থেকেই দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন করে রক্তাভূত হয়ে শূন্যে আছেন। আমার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই, যে নারীরা নিহত পতিগণের পরিচর্যা করছেন। লক্ষ্যগণজননী দুর্যোধনপত্নী মস্তকে করাঘাত করে পতির বক্ষে পতিত হয়েছেন। আমার পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূরা আলদুলায়িতকেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহীন দেহ এবং দেহহীন মস্তক দেখে অনেকে মর্দিত হয়ে পড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণী পত্নী মাংসলোভী গৃধ্রদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ শোন। স্বপাদগণ আমার পুত্র দুর্মুখের মৃগমন্ডলের অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ অধিক শৌর্যশালী বলত সেই অভিমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাটদুহিতা বালিকা উত্তরা শোকে আকুল হয়ে পতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ করে বলছেন, বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হ'লে! ওই দেখ, মুণ্ড্যরাজের কুলস্রীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের পত্নী জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতলে পড়ে গেছেন, স্বপাদগণ কর্ণের দেহের অলপই অবশিষ্ট রেখেছে। গৃধ্র ও শৃগালগণ সিন্ধুসৌবীররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করেছে, আমার কন্যা দৃঃশলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছে। হা হা, ওই দেখ, দৃঃশলা তার পতির মস্তক না পেয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে উদ্ভীরেতা সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম শরশয্যায় শূন্যে আছেন। দ্রোণপত্নী কৃপা শোকে বিহবল হয়ে পতির সেবা

করছেন, জটাধারী ব্রাহ্মণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে শকুনগণ বেষ্টিত করে আছে, এই দূর্বৃদ্ধিও অস্বাভাবিক নিখনের ফলে স্বর্গে যাবেন!

তার পর গান্ধারী বললেন, মধুসূদন, তুমি কেন এই যুদ্ধ হতে দিলে? তোমার সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। পতির শত্রুত্ব করে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি তার দ্বারা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি — তুমি যখন কুরুপান্ডব জ্ঞাতীদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তোমার জ্ঞাতীগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছত্রিশ বৎসর পরে তুমি জ্ঞাতহীন অমাত্যহীন পুত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের নারীরা ভূমিতে লুপ্ত হচ্ছিল, তোমাদের নারীরাও সেইরূপ হবে।

মহামনা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করে বললেন, দেবী, আপনি যা বললেন তা আমি জানি; যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যই আপনি অভিশাপ দিলেন। বৃষ্ণবংশের সংহারকর্তা আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবের অবধ্য, তাঁরা পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উক্তি শুনে পান্ডবগণ উদ্ভিষ্ট ও জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হলেন।

৥ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী ৥

৫। মৃতসংকার — কর্ণের জন্মরহস্যপ্রকাশ

যুধিষ্ঠিরের আদেশে ধোম্য বিদুর সঞ্জয় ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চন্দন অগুরুকাষ্ঠ ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য স্ফোমবসন কাষ্ঠ ভস্মরথ ও বিবিধ অস্ত্র সংগ্রহ করে সযত্নে বহু চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিহত আত্মীয়বৃন্দ ও অন্যান্য শত-সহস্র বীরগণের অস্ত্রোত্তীর্ণ সম্পাদন করলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করে যুধিষ্ঠিরাদি গঙ্গার তীরে গেলেন এবং ভূষণ উত্তরীয় ও উষ্ণীয় খুলে ফেলে বীরপত্নীগণের সহিত তর্পণ করলেন।

সহসা শোকাবলু হয়ে কুলতী তাঁর পুত্রগণকে বললেন, অর্জুন যাকে বধ করেছেন, তোমরা যাকে সত্যপুত্র এবং রাধার গর্ভজাত মনে করত, সেই মহাধনুর্ধর বীরলক্ষণাম্বিত কর্ণের উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর। তিনি তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সূর্যের ওরসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারী হয়ে জন্মেছিলেন।

কর্ণের এই জন্মরহস্য শ্রুনে পাণ্ডবগণ শোকাভূত হইলেন। ষড়ধিষ্ঠির বললেন, মাতা, যার বাহুর প্রতাপে আমরা তাপিত হতাম, বস্ত্রাবৃত অগ্নির ন্যায় কেন আপনি তাঁকে গোপন করেছিলেন? কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকাভূত হইয়াছি। অভিমন্যু, দ্রোণদীর পুত্র পুত্র, এবং পাণ্ডাল ও কৌরবগণের বিনাশে ষত দংশ পেরিয়াছে তার শতগুণ দংশ কর্ণের জন্য আমরা এখন ভোগ করছি। আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অপ্রাপ্য হ'ত না, এই কুরুকুলনাশক ঘোর ষড়ম্বও হ'ত না।

এইরূপ বিলাপ করে ষড়ধিষ্ঠির কর্ণপত্নীগণের সহিত মিলিত হয়ে কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন।

শান্তিপর্ব

॥ রাজধৰ্মানুশাসনপৰ্বাধ্যায় ॥

১। যুধিষ্ঠির-সকাশে নারদাদি

মৃতজনের তপনের পর পাণ্ডবগণ অশৌচমোচনের জন্য গঙ্গাতীরে এক মাস বাস করলেন। সেই সময়ে ব্যাস নারদ দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, স্নাতক ও গৃহস্থগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কুশলজিজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে এবং কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের শৌর্ষে পৃথিবী জয় করেছি, কিন্তু জ্ঞাতিকর্য এবং পুত্রদের নিধনের পর আমার এই জয়লাভ পরাজয়ের তুল্য মনে হচ্ছে। আমরা জানতাম না যে কর্ণ আমাদের ভ্রাতা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন, কারণ আমাদের মাতা তাঁকে বলেছিলেন। তথাপি তিনি কৃতজ্ঞতা ও প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি। আমাদের সেই সহোদর ভ্রাতা অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দুর্যোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দ্যুতসভায় আমাদের কটুবাক্য বলেছিলেন তখন তাঁর চরণের সঙ্গে আমাদের জননীর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমার ক্রোধ দূর হয়েছিল, কিন্তু সাদৃশ্যের কারণ তখন বদ্বতে পারি নি।

দেবর্ষি নারদ কর্ণের জন্ম ও অস্ত্রশিক্ষার ইতিহাস বিবৃত করে বললেন, কর্ণের বাহুবলের সাহায্যেই দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন। তার পর কর্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে মৈবরথযুদ্ধে পরাজিত করলে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে তাঁকে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী দান করেন। দুর্যোধনের কাছ থেকে তিনি চম্পা নগরী পালনের ভার পেয়েছিলেন। পরশুরাম ও একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র তাঁর কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন, ভীষ্ম অপমানিত হয়ে তাঁকে অধরথ বলেছিলেন, শল্য তাঁর তেজোহানি করেছিলেন। এইসকল কারণে এবং বাসুদেবের কূটনীতির ফলে কর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁর জন্য শোক করা অনুচিত।

কুন্তী কাতর হয়ে বললেন, যুধিষ্ঠির, আমি কর্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তাঁর জনক দিবাকরও স্বপ্নযোগে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তথাপি

আমরা তোমার সঙ্গে কর্ণের মিলন ঘটাতে পারি নি। যুদ্ধিষ্ঠির বললেন, কর্ণের পরিচয় গোপন করে আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। মহাতেজা যুদ্ধিষ্ঠির দৃষ্টিতে মনে অভিশাপ দিলেন — স্ত্রীজাতি কিছই গোপন করতে পারবে না।

২। যুদ্ধিষ্ঠিরের মনস্তাপ

শোকসন্তপ্ত যুদ্ধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ক্ষত্রিয়চার পৌরুষ ও ক্রোধকে ধিক, যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে। আমাদের জয় হয় নি, দুর্যোধনেরও জয় হয় নি; তাঁকে বধ করে আমাদের ক্রোধ দূর হয়েছে, কিন্তু আমি শোকে বিদীর্ণ হচ্ছি। ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই, তুমিই রাজ্যাশাসন কর; আমি নিম্বল্শ্ব নির্মম হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বনে যাব, চীর ও জটা ধারণ করে তপস্যা করব, ভিক্ষায়ে জীবিকানির্বাহ করব। বহু কাল পরে আমার প্রজ্ঞার উদয় হয়েছে, এখন আমি অব্যয় শাস্বত স্থান লাভ করতে ইচ্ছা করি।

অর্জুন অসহিষ্ণু হয়ে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, আপনি অমানুষিক কর্ম সম্পন্ন করে এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত্যাগ করতে চান! যে ক্রীষ বা দীর্ঘসূত্রী তার রাজ্যভোগ কি করে হবে? আপনি রাজকুলে জন্মেছেন, সমগ্র বসুন্ধরা জয় করেছেন, এখন মৃত্যুর বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ করে বনে যেতে চাচ্ছেন! মহারাজ, অর্থ থেকেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয়, অর্থ না থাকলে লোকের প্রাণযাত্রাও অসম্ভব হয়। দেবগণও তাঁদের জ্ঞাতি অসুরগণকে বধ করে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাজা যদি অন্যের ধন হরণ না করেন তবে কি করে ধর্মকার্য করবেন? এখন সর্বদক্ষিণা-যুক্ত যজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপনি কুপথে যাবেন না।

ভীম বললেন, মহারাজ, আপনি মন্দবুদ্ধি বেদপাঠক ব্রাহ্মণের ন্যায় কথা বলছেন। আপনি আলস্যে দিনযাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। আপনার এমন বুদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ, বলশালী কৃতিবিদ্যা ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন ক্রীষের বশে চলেছি। বনে গিয়ে মৌনব্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে জীবিকানির্বাহ হবে না।

নকুল-সহদেবও যুদ্ধিষ্ঠিরকে নানাপ্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তার পর দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, তোমার ভ্রাতারা চাতক পক্ষীর ন্যায় শূন্যকণ্ঠে অনেক কথা বললেন, কিন্তু তুমি উত্তর দিয়ে এঁদের আনন্দিত করছ না। এঁরা

দেবতুল্য, এঁদের প্রত্যেকেই আমাকে স্বেচ্ছা করতে পারেন। পণ্ডিতদের যেমন মিলিত হয়ে শরীরের ক্রিয়া সম্পাদন করে সেইরূপ আমার পণ্ড পতি কি আমাকে স্বেচ্ছা করতে পারেন না? ধর্মরাজ, তুমি উন্মত্ত হয়েছ, তোমার ভ্রাতারও যদি উন্মত্ত না হতেন তবে তোমাকে বেঁধে রেখে রাজ্যশাসন করতেন। নৃপশ্রেষ্ঠ, ব্যাকুল হয়ে না, পৃথিবী শাসন কর, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর।

অর্জুন পুনর্বীর বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন করে, ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন না থাকলে লোক বিনষ্ট হয়। ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হ'ক আপনি এই রাজ্য লাভ করেছেন, এখন শোক ত্যাগ করে ভোগ করুন, যজ্ঞ ও দান করুন, প্রজাপালন ও শত্রুনাশ করুন।

ভীম বললেন, আপনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নরপতি, কাপড়রুকের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন, এখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। পিতৃপিতামহের অনুসরণ করে রাজ্যশাসন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, আমরা এবং বাসুদেব আপনার কিংকর রয়েছি।

যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রাণিহিংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অস্পাহারে উদরান্ন প্রশাসিত কর। রাজারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু সন্ন্যাসী অস্পে তুষ্ট হন। অর্জুন, দুইপ্রকার বেদবচন আছে — কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্ত্রই জান, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করতে পারবে না। মোক্ষার্থিগণ সন্ন্যাস দ্বারাই পরমর্গিত লাভ করেন।

মহাতপা মহর্ষি দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হ'ল না। তিনি বললেন, বাল্যকালে যাঁর ক্রোড়ে আমি খেলা করেছি সেই ভীষ্ম আমার জন্য নিপাতিত হয়েছেন, আমার মিথ্যা কথার ফলে আচার্য দ্রোণ বিনষ্ট হয়েছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আমি নিহত করিয়েছি, আমার রাজ্যলোভের জন্যই বালক অভিমন্যু প্রাণ দিয়েছে, দ্রোণদীর পণ্ডপুত্র বিনষ্ট হয়েছে। আমি পৃথিবীনাশক পাপী, আমি ভোজন করব না, পান করব না, প্রায়োপবেশনে শরীর শুষ্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা অনুমতি দিন, আমি এই কলেবর ত্যাগ করব।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, ধর্মপুত্র শোকাগ্রবে মগ্ন হয়েছেন, তুমি এঁকে আশ্বাস দাও। যুধিষ্ঠিরের চন্দনচর্চিত পাষাণতুল্য বাহু ধারণ করে কৃষ্ণ বললেন, পদ্রুশশ্রেষ্ঠ, শোক সংবরণ করুন, যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর ফিরে পাবেন না। সেই বীরগণ অস্ত্রপ্রহারে পুত হয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক

করা উচিত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যদুধিষ্ঠির, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারেই ক্ষত্রিয়দের বিনষ্ট করেছ। যে লোক জেনে শত্ৰুনে পাপকর্ম করে এবং তার পর নিরঞ্জ থাকে তাকেই পূর্ণ পাপী বলা হয়; এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু তুমি শত্ৰুস্বভাব, যা করেছ তা দুর্যোধনাদির দোষে অনিচ্ছায় করেছ এবং অনন্ততত্ত্বও হয়েছে। এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ; তুমি সেই যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হও।

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত করলেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আমি রাজধর্ম, চতুর্বর্ণের ধর্ম, আপৎকালোচিত ধর্ম প্রভৃতি সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, তুমি যদি সর্বপ্রকার ধর্ম জ্ঞানতে চাও তবে কুরূপিতামহ ভীষ্মের কাছে যাও, তিনি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, আমি জ্ঞাতিসংহার করেছি, ছল করে ভীষ্মকে নিপাতিত করেছি, এখন কোন্‌ মূখে তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মজিজ্ঞাসা করব?

কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপনি করুন। গ্রীষ্মকালের অশ্বৈর্যে লোকে যেমন মেঘের উপাসনা করে সেইরূপ আপনার প্রজারা, হতাবশিষ্ট রাজারা এবং কুরূজাঙ্গলবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের প্রজারা প্রার্থী রূপে আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপনি আমাদের সকলের প্রীতির নিমিত্ত লোকহিতে নিযুক্ত হন।

কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, দ্রাতৃগণ, এবং অন্যান্য বহু লোকের অনুনয় শ্রুতে মহাযজ্ঞা যদুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ দূর হ'ল, তিনি শান্তিলাভ করে নিজের কর্তব্যে অবহিত হলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রকে পদরোবর্তী করে এবং সদৃহদৃগণে পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির সমারোহ সহকারে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

৩। চার্বাকবধ — যদুধিষ্ঠিরের অভিষেক

রাজভবনে প্রবেশ করে যদুধিষ্ঠির দেবতা ও সমবেত ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি অর্চনা করলেন। দুর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুর ছদ্মবেশে শিখা দণ্ড ও জপমালা ধারণ করে সেখানে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণদের অনুরোধে না নিলেই সে যদুধিষ্ঠিরকে বললে, কুন্তীপুত্র, এই ম্বিজগণ আমার মূখে তোমাকে বলছেন — তুমি জ্ঞাতিহন্তা কুন্‌পতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাতি ও গুরুজনদের হত্যা করে

তোমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। যদ্বিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন, বিপ্রগণ, আমি প্রণত হয়ে বলছি, আপনারা প্রসন্ন হ'ন; আমার মরণ আসন্ন, আপনারা দিক্কার দেবেন না।

ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ দুর্যোধনসখা চার্বাক রাক্ষস। আমরা আপনার নিন্দা করি নি, আপনার ভয় দূর হ'ক। তার পর সেই ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হৃৎকার করলেন, চার্বাক দণ্ড হয়ে ভূপতিত হ'ল।

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট অভয়বর লাভ করেছিল। বর পেয়ে পাপী রাক্ষস দেবগণের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হ'লে ব্রহ্মা বললেন, ভবিষ্যতে এই রাক্ষস দুর্যোধন নামক এক রাজার সখা হবে এবং ব্রাহ্মণগণের অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপী চার্বাককে দণ্ড করবেন। ভরত-শ্রেষ্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাতি ক্ষত্রিয়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপনি শোক ও গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে এখন কর্তব্য পালন করুন।

তার পর যদ্বিষ্ঠির হৃষ্টচিত্তে স্বর্ণময় পীঠে পূর্বমুখ হয়ে বসলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অর্জুন দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। নকুল-সহদেবের সহিত কুন্তী এক স্বর্ণভূষিত গজদন্তের আসনে বসলেন। গান্ধারী যদুৎসু ও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন। প্রজাবর্গ নানাপ্রকার মাণ্ডলিক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে পুরোহিত ধোম্য একটি বেদীর উপর ব্যাগ্গচর্মাবৃত সর্বতোভদ্র নামক আসনে মহাত্মা যদ্বিষ্ঠির ও দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে বসিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডজন্য শপথ থেকে জল ঢেলে যদ্বিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করলেন, প্রজাবৃন্দসহ ধৃতরাষ্ট্র ও জলসেক করলেন। পণব আনক ও দ্রুদ্ভাতি বাজতে লাগল। যদ্বিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রচুর দাক্ষিণ্য দিলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে স্বেচ্ছা ও জয় উচ্চারণ করে রাজার প্রশংসা করতে লাগলেন।

যদ্বিষ্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, কারণ, সত্য বা মিথ্যা যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা এবং পরমদেবতা, আমি এ'র সেবা করব সেজন্য জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাণধারণ করে আছি। সুহৃদগণ, যদি আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ থাকে তবে তোমরা

যতরাষ্ট্রের প্রতি পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করবে। ইনি তোমাদের ও আমার অধিপতি, সমস্ত পৃথিবী ও পান্ডবগণ এরই অধীন। আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো।

পুত্রবাসী ও জনপদবাসীদের বিদায় দিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তিনি বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিশ্রহাদির ভার, সঞ্জয়কে কর্তব্য-অকর্তব্য ও আয়বায় নিরূপণের ভার, নকুলকে সৈন্যগণের তত্ত্বাবধানের ভার, অর্জুনকে শত্রুরাজ্যের অবরোধ ও দুষ্টদমনের ভার, এবং পুরোহিত ধোম্যকে দেবতাব্রাহ্মণাদির সেবার ভার দিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করে ধর্মরাজ বিদুর সঞ্জয় ও যদুৎসুককে বললেন, আমার পিতা রাজা যতরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সকল কার্যে আপনারা অবহিত থাকবেন এবং পুত্রবাসী ও জনপদবাসীর কার্যও তাঁর অনুমতি নিয়ে করবেন।

যুধিষ্ঠির নিহত যোদ্ধাদের ঔর্ধ্বদেহিক সকল কর্ম সম্পাদন করে যতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি এবং পতিপুত্রহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতির ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন এবং শত্রুজয়ের পর অপ্রতিম্বন্দ্বী হয়ে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন।

যতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে দুর্যোধনের ভবন, অর্জুনকে দ্রুপদ্রাশাসনের ভবন, নকুলকে দ্রুমর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দ্রুমর্ষণের ভবন দান করলেন। তিনি পুরোহিত ধোম্য ও সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণকে বহু ধন দিলেন, ভৃত্য আশ্রিত অতিথি প্রভৃতিকে অভীষ্ট বস্তু দিয়ে তুষ্ট করলেন, কৃপাচার্যের জন্য গুরুদর উপযুক্ত বস্তুর ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদুর ও যদুৎসুককেও সম্মানিত করলেন।

৪। ভীষ্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি

একদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি পীত কোষে বস্ত্র পরে দিব্যভরণে ভূষিত হয়ে বক্ষে কোমল মণি ধারণ করে একটি বৃহৎ পর্যবেক্ষ আসীন রয়েছেন। ধর্মরাজ কৃতাজ্ঞা হয়ে সম্ভাষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর দিলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, কি আশ্চর্য, অমিতবিক্রম মাধব, তুমি ধ্যান করছ! হিলোকের মঙ্গল তো? ভগবান, তুমি নিবর্তনশীল

দীপ এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হয়ে আছে। যদি গোপনীয় না হয় এবং আমি যদি শোনবার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কারণ আমাকে বল।

ঈশ্বর হাস্য ক'রে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করছেন সেজন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। এই পদ্মদ্ব্যশ্রেষ্ঠ স্বর্গে গেলে পৃথিবী চন্দ্রহীন রাত্রির তুল্য হবে। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জ্ঞানবার আছে জিজ্ঞাসা করুন। যদ্যধিষ্ঠির বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবর্তী ক'রে আমরা ভীষ্মের কাছে যাব। কৃষ্ণ সাত্যকিকে আদেশ দিলেন, আমার রথ সজ্জিত করতে বল।

এই সময়ে দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছিল। ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে তাঁর আত্মাকে পরমাত্মায় সমাবিষ্ট ক'রে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। ব্যাস নারদ অসিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বৃহস্পতি শত্ৰু কপিল বাল্মীকি ভাগব কশ্যপ প্রভৃতি ভীষ্মকে বেষ্ঠন ক'রে রইলেন।

কৃষ্ণ, সাত্যকি, যদ্যধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য, যদুদৎসু এবং সঞ্জয় রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, ওঘবতী নদীর তীরে পবিত্র স্থানে ভীষ্ম শরশয্যায় শূয়ে আছেন, মূর্নিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে অভিবাদন ক'রে কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ কাতর হয়ে ভীষ্মকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তার পর কৃষ্ণ বললেন, পদ্মদ্ব্যশ্রেষ্ঠ, আপনি যখন সুস্থদেহে সমৃদ্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন সহস্র নারীতে পরিবৃত্ত হ'লেও আপনাকে উদ্বারিতা দেখেছি। আপনি ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে রোধ ক'রে শরশয্যায় শূয়ে থাকতে পারে এমন আমরা শুনিনি। সর্বপ্রকার ধর্মের তত্ত্ব আপনার জানা আছে; এই জ্যেষ্ঠপাণ্ডব জ্ঞাতবধের জন্য সন্তপ্ত হয়েছেন, এ'র শোক আপনি দূর করুন। কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ন (১) দিন অবশিষ্ট আছে, তার পরেই আপনি দেহত্যাগ করবেন। আপনি পরলোকে গেলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে এই কারণে যদ্যধিষ্ঠিরাদি আপনার কাছে ধর্মজিজ্ঞাসা করতে এসেছেন।

ভীষ্ম কৃতাজলি হয়ে বললেন, নারায়ণ, তোমার কৃপা শুনে আমি হর্ষে আপ্লুত হয়েছি। বাক্পতি, তোমার কাছে আমি কি বলব? সমস্ত বস্তব্যই

(১) মূলে আছে — ‘পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।’ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। অনুশাসনপর্ব ২১-পরিচ্ছেদে ভীষ্ম তাঁর মৃত্যুর সময়ে বলেছেন তিনি আটান্ন দিন শরশয্যায় শূয়ে আছেন।

তোমার বাক্যে নিহিত আছে। দূর্বলতার ফলে আমার বাক্শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, দিক আকাশ ও পৃথিবীর বোধও লোপ পেয়েছে, কেবল তোমার প্রভাবেই জীবিত রয়েছি। কৃষ্ণ, তুমি শাস্বত জগৎকর্তা, গুরু উপস্থিত থাকতে শিষ্যতুল্য আমি কি ক'রে উপদেশ দেব?

কৃষ্ণ বললেন, গংগানন্দন ভীষ্ম, আমার বরে আপনার গ্লানি মোহ-কষ্ট-ক্ষুধাপিপাসা কিছূই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে, আপনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সর্ব জীবই দেখতে পাবেন। কৃষ্ণ এই কথা বললে আকাশ থেকে পদ্মপব্ধি হ'ল, বিবিধ বাদ্য বেজে উঠল, অস্পসার গান করতে লাগল, স্নানস্পর্শ স্নানগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হ'ল। এই সময়ে পশ্চিম দিকের এক প্রান্তে অস্তগামী দিবাকর যেন বন দগ্ধ করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহর্ষিগণ গাত্রোথান করলেন, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদিও ভীষ্মের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন।

৫। রাজধর্ম

পরদিন কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি ও সাত্যকি পুনর্বীর ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ এবং ধৃতরাষ্ট্রও সেখানে এলেন। কৃষ্ণ কুশলপ্রশ্ন করলে ভীষ্ম বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমার সন্তাপ মোহ ক্রান্তি গ্লানি সবই দূর হয়েছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই আমি করতলস্থ ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখছি, সর্বপ্রকার ধর্ম আমার মনে পড়ছে, শ্রেয়স্কর বিষয় বলবার শক্তিও আমি পেয়েছি। এখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন।

কৃষ্ণ বললেন, পূজনীয় গুরুজন ও আত্মীয়-বান্ধব বিনষ্ট ক'রে ধর্মরাজ লঙ্ঘিত হয়েছেন, অভিশাপের ভয়ে ইনি আপনার সম্মুখে আসতে পারছেন না। ভীষ্ম বললেন, পিতা পিতামহ ভ্রাতা গুরু আত্মীয় এবং বান্ধবগণ যদি অন্যায়বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়। তখন যুধিষ্ঠির সম্মুখে গিয়ে ভীষ্মের চরণ ধারণ করলেন। ভীষ্ম আশীর্বাদ ক'রে বললেন, বৎস, উপবিষ্ট হও, তুমি নির্ভয়ে আমাকে প্রশ্ন কর। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ধর্মজ্ঞরা বলেন যে নৃপতির পক্ষে রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকের অবলম্বন। রশ্মি যেমন অশ্বকে, অশ্বকুশ যেমন হস্তীকে, সেইরূপ রাজধর্ম সকল লোককে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব আপনি এই ধর্ম সম্বন্ধে বলুন।

দীপ্ত বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করে আমি শাস্বত ধর্ম বিবৃত করছি। কুরুশ্রেষ্ঠ, দেবতা ও ষ্ণিজগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সকল কর্ম করবেন। বৎস যদুধিষ্ঠির, তুমি সর্বদা উদ্যোগী হয়ে কর্ম করবে, পুরুষকার ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য সিদ্ধ হয় না। তুমি সকল কার্যই সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের হিদ্‌গোপন, পরের হিদ্‌দান্বেষণ, এবং মন্ত্রণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না। ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড দেবে না, গুরুতর অপরাধ করলে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবে। শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গ উক্ত হয়েছে, তার মধ্যে নরদুর্গই সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে যাতে তারা অনুরক্ত থাকে। রাজা সর্বদা মৃদু হবেন না, সর্বদা কঠোরও হবেন না, বসন্তকালীন সূর্যের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ হবেন। গভীর্ণ যেমন নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ করে গভীরই হিতসাধন করে, রাজাও সেইরূপ নিজের হিতচিন্তা না করে প্রজারই হিতসাধন করবেন। ভূতের সঙ্গে অধিক পরিহাস করবে না; তাতে তারা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, উৎকোচ নিয়ে এবং বণ্ডনার দ্বারা রাজকার্য নষ্ট করে, প্রতিরূপকের (জাল শাসনপত্রাদির) সাহায্যে রাজাকে জীর্ণ করে। তারা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, রাজার অর্থ হরণ করে, লোককে বলে বেড়ায়, ‘আমরাই রাজাকে চালাচ্ছি।’

যদুধিষ্ঠির, রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে — অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ ও সৈন্য। যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, গুরু বা মিত্র হলেও তাকে বধ করতে হবে। রাজা কাকেও অত্যন্ত অবিশ্বাস বা অত্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধু লোকের ধন হরণ করবেন না, অসাধুরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন। যার রাজ্যে প্রজাগণ পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ। শত্ৰুচাৰ্য তাঁর রামচরিত আখ্যানে এই শ্লোকটি বলেছেন —

রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভাৰ্য্যং ততো ধনম্।

রাজন্যসিতি লোকস্য কুতো ভাৰ্য্য কুতো ধনম্॥

— প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তার পর ভাৰ্য্য অন্তিবে, তার পর ধন আহরণ করবে; রাজা না থাকলে ভাৰ্য্য কি করে ধনই পাবে? ক’রে থাকবে?

ভীষ্মের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃষ্ণ রূপ সাত্যকি প্রভৃতি আনন্দিত হয়ে সাধু সাধু বললেন। যদুধিষ্ঠির সজলনয়নে ভীষ্মের পাদস্পর্শ করে বললেন, পিতামহ, সূৰ্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসবে।

৬। বেণ ও পৃথ্বী রাজার কথা

পরদিন যদুধিষ্ঠিরাদি পুনর্বীর ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্যাস প্রভৃতি ঋষি ও ভীষ্মকে অভিবাদনের পর যদুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, ‘রাজা’ শব্দের উৎপত্তি কি করে হ’ল তা বলুন। রাজা কি প্রকারে পৃথিবী রক্ষা করেন? লোকে কেন তাঁর অনুগ্রহ চায়?

ভীষ্ম বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, সত্যযুগের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপত্তি হয় তা বলাই শোন। পুরাকালে রাজা ছিল না, রাজ্য ও দণ্ডও ছিল না, দণ্ডাহ লোকও ছিল না, প্রজারা ধর্মানুসারে পরস্পরকে রক্ষা করত। ক্রমশ মোহের বশে লোকের ধর্মজ্ঞান নষ্ট হ’ল, বেদও লুপ্ত হ’ল, তখন দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত একটি নীতিশাস্ত্র রচনা করে তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষবিষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত করলেন। এই শাস্ত্রে তিন বেদ, আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), বার্তা (কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি), দণ্ডনীতি, সাম দান দণ্ড ভেদ উপেক্ষা এই পঞ্চ উপায়, সশ্রীবিগ্রহাদি, যুদ্ধ, দর্গ, বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মানুষ অল্পায়ু, এই বুদ্ধে মহাদেব সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করলেন, তার পর ইন্দ্র বহুস্পতি ও যোগাচার্য শত্ৰু ক্রমশ আরও সংক্ষিপ্ত করলেন।

দেবগণ প্রজাপতি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবার যোগ্য তা বলুন। বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। বিরজার অধস্তন পদ্রুয যথাক্রমে কীর্তিমান কদম্ব অনঙ্গ নীতিমান (বা অতিবল) ও বেণ। বেণ অধার্মিক ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, সেজন্য ঋষিগণ মন্ত্রপুত কুশ দিয়ে তাঁকে বধ করলেন। তার পর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মন্থন করলেন, তা থেকে এক খর্বদেহ কদাকার দম্ভকাস্তুল্য পদ্রুয উৎপন্ন হ’ল। ঋষিরা তাকে বললেন, ‘নিষীদ’ — উপবেশন কর। এই পদ্রুয থেকে বনপর্বতবাসী নিষাদ ও শ্লেচ্ছ সৃষ্টি উৎপন্ন হ’ল। তার পর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করলেন, তা থেকে ইন্দ্রের ন্যায় রূপবান একটি পদ্রুয উৎপন্ন হলেন। ইনি ধনুর্বাণধারী, বৈদ্যবোদাঙ্গ-খনুর্বেদে পারদর্শী এবং দণ্ডনীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহর্ষিগণ এই ষেণপুত্রকে বললেন, তুমি নিজের প্রিয়-অপ্রিয় এবং কাম ক্রোধ লোভ মান ত্যাগ করে সর্বজীবের প্রতি সমদর্শী হবে এবং ধর্মদ্রষ্ট মানুসকে দণ্ড দেবে; তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে কায়মনোবাক্যে বেদ-নির্দিষ্ট ও দণ্ডনীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে, শ্রীজগৎকে দণ্ড দেবে না এবং

বর্ণসংকরদোষ নিবারণ করবে। বেণপুত্র প্রতিজ্ঞা করলে শত্ৰুচাৰ্য তাঁর পুরোহিত হলেন, বালখিল্য প্রভৃতি মুনিনরা তাঁর মন্ত্রী হলেন এবং গর্গ তাঁর জ্যোতিষী হলেন।

এই বেণপুত্র পৃথ্বী বিশ্ব থেকে অষ্টম পুরুষ। পূর্বোৎপন্ন সূত ও মাগধ নামক দুই ব্যক্তি পৃথ্বীর স্তুতিপাঠক হলেন। পৃথ্বী সূতকে অনুপ-দেশ (কোনও জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপৃষ্ঠ অসমতল ছিল, পৃথ্বী তা সমতল করলেন। বিশ্ব, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ঋষিগণ পৃথ্বীকে পৃথিবীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথ্বীর রাজত্বকালে জরা দর্ভিষ্ক ব্যাধি তস্কর প্রভৃতির ভয় ছিল না, তিনি পৃথিবী দোহন করে সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ অভীষ্ট বস্তু উৎপাদন করেছিলেন। ধর্ম পরায়ণ পৃথ্বী প্রজারঞ্জন করতেন সেজন্য 'রাজা', এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত (বিনাশ বা ক্ষতি) থেকে রক্ষা করতেন সেজন্য 'ক্ষত্রিয়' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে মেদিনী ধর্মের জন্য প্রথিত (খ্যাত) হয়েছিলেন সেজন্যই 'পৃথিবী' নাম। পৃথ্বীর রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যদ্যুষ্ঠির, স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মার যখন পুণ্যফলভোগ সমাপ্ত হয় তখন তিনি দশদীর্ঘাশিরদ এবং বিশ্বের মহত্ত্বযুক্ত হয়ে পৃথিবীতে রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিণ্ডিতগণ বলেন, নরদেব (রাজা) দেবতারই সমান।

৭। বর্ণাশ্রমধর্ম — চরনিয়োগ — শুল্ক

ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম ইন্দ্রিয়দমন বেদাভ্যাস ও যাজন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দান যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন প্রজাপালন ও দ্রুশ্টের দান; তিনি যাজন ও অধ্যাপন করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদৃশ্যে ধনসঞ্চয়, এবং পিতার ন্যায় পশুপালন। প্রজাপতি শত্রুকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন, তিন বর্ণের সেবা করাই শত্রুর ধর্ম। শত্রু ধনসঞ্চয় করবে না, কারণ নীচ লোকে ধন দিয়ে উচ্চশ্রেণীর লোককে বশীভূত করে; কিন্তু ধার্মিক শত্রু রাজার স্নানমতিতে ধনসঞ্চয় করতে পারে। শত্রুর বেদে অধিকার নেই, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা এবং তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞই শত্রুর যজ্ঞ।

ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য — ব্রাহ্মণের এই চার আশ্রম। মোক্ষকামী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের পরেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ চতুরাশ্রমের সবগুলি গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহ্মণ দৃশ্চরিত্র ও স্বধর্মচ্যুত তিনি বেদচর্চা করুন বা না করুন, তাঁকে শত্রুর ন্যায় ভিন্ন পঙ্ক্তিতে খেতে দেবে এবং

দেবকার্যে বর্জন করবে। যে শত্রু তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক হয়েছে, সে যদি তত্ত্বাবধান ও সদাচারী হয় তবে রাজার অনুমতি নিয়ে ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে।

যদিচিহ্ন, সমস্ত জন্তুর পদচিহ্ন যেমন হস্তীর পদচিহ্ন লীন হয় সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্মই প্রধান, তার দ্বারাই চর্য্য পালিত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই রাজধর্মে জ্ঞান লাভ করে। রাজা যদি দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মৎস্য যেমন দুর্বল মৎস্যকে ভক্ষণ করে সেইরূপ প্রবল লোকে দুর্বলের উপর পীড়ন করবে। রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না।

রাজা প্রথমেই হিন্দ্র জয় করে আত্মজয়ী হবেন, তার পর শত্রুজয় করবেন। যারা জড় অন্ধ বা বধিরের ন্যায় দেখতে, এবং ক্ষুধা পিপাসা ও শ্রম সহিতে পারে, এমন বিচক্ষণ লোককে পরীক্ষার পর গদ্যস্তচর করবেন। অমাত্য মিথ্র রাজপুত্র ও সামন্তরাজগণের নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গদ্যস্তচর রাখবেন। এই চক্রবর্তী যেন পরস্পরকে জানতে না পারে, এবং তারা কি করেছে তা দেখবার জন্য ঞ্চর লোক নিযুক্ত করতে হবে। যারা সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারক নিযুক্ত করবেন। খনি, লবণ-উৎপাদন, পার-ঘাট, ধূত বন্য হস্তী এবং অন্যান্য বিষয়ের শুল্ক আদায়ের জন্য বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শত্রু আক্রমণ করলে রাজা দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। দুর্গে মধ্যে আনা অসম্ভব হ'লে ক্ষেত্রের শস্য পুড়িয়ে ফেলবেন। নদীর সেতু ভেঙে দেবেন, পানীয় জল অপসৃত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন।

মহর্ষি কণ্যাপ পুরুষকে বলিছিলেন, পাপী লোকে যখন স্ত্রীহত্যা ও ব্রাহ্মণহত্যা করেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তখন রাজা জয় উপস্থিত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে রুদ্রদেব উৎপন্ন হন, তিনি সমস্ত পাপীকেই সংহার করেন। এই রুদ্র মানবগণের হৃদয়েই থাকেন এবং ইনিই নিজের ও পরের দেহ বিনষ্ট করেন।

তস্কর যদি প্রজার ধন হরণ করে এবং রাজা তা উদ্ধার করতে না পারেন, তবে সেই অক্ষম রাজা নিজের কোষ থেকেই প্রজার ক্ষতি পূরণ করবেন। ধর্মরাজ, ভূমি যদি সর্বদাই মৃদুস্বভাব, অতিসৎ, অতিধার্মিক, ক্রীততুল্য উদ্যমহীন ও দয়ালু হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না।

৮। রাজার মিত্র — দণ্ডবিধি — রাজকর — যুদ্ধনীতি

যুদ্ধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন করা অসম্ভব। রাজার সচিব কিপ্রকার হবেন? কিপ্রকার লোককে রাজা বিশ্বাস করবেন?

ভীষ্ম বললেন, রাজার মিত্র চতুর্বিধ।— সমার্থ (যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান), ভজ্ঞমান (অনুগত), সহজ (আত্মীয়) এবং কৃত্রিম (অর্থ দ্বারা বশীভূত)। এ ভিন্ন রাজার পঞ্চম মিত্র — ধর্মাত্মা; তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই সহায় হন, সংশয়স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন। বিজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম দুইই অবলম্বন করেন; তাঁর যে সংকল্প ধর্মবিরুদ্ধ তা ধর্মাত্মা মিত্রের নিকট প্রকাশ করবেন না। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজ্ঞমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ, অপর দুজন আশঙ্কার পাত্র। একই কার্যের জন্য দু-তিন জনকে মন্ত্রী করা উচিত নয়, তাঁরা পরস্পরকে সহিতে পারবেন না।

কোনও রাজকর্মচারী যদি রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনষ্ট করবে। যিনি লজ্জাশীল ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উচিতবক্তা, এমন লোকই সভাসদ হবার যোগ্য। সদ্বংশজাত বুদ্ধিমান রূপবান চতুর ও অনুরক্ত লোককে তোমার পরিজন নিযুক্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড করবে এবং নিধনকে কারাদণ্ড দেবে। দূর্বৃত্তগণকে প্রহার করে দমন করবে এবং সম্ভজনকে মিষ্ট বাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করবে। রাজা সকলেরই বিশ্বাস জন্মাবেন, কিন্তু নিজে কাকেও বিশ্বাস করবেন না, পুত্রকেও নয়।

রাজা ছয় প্রকার দুর্গের আশ্রয়ে নগর স্থাপন করবেন — মরুদুর্গ মহাদুর্গ গিরিদুর্গ মনুষ্যদুর্গ মৃদুদুর্গ ও বনদুর্গ। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকবেন, তাঁর উপরে দশ গ্রামের এক অধিপতি, তাঁর উপরে বিংশ গ্রামের, শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক এক জন অধিপতি থাকবেন। এরা সকলেই নিজ নিজ অধিকারে উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পাবেন। রাজা নানাবিধ কর আদায় করবেন, কিন্তু করভারে প্রজাদের অবসন্ন করবেন না। ইন্দুর যেমন ধারাল দাঁত দিয়ে যদুমন্ত লোকের পায়ের মাংস কুরে কুরে খায়, পা নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা সেইরূপ প্রজার কাছ থেকে ধীরে ধীরে কর আদায় করবেন। যদি শত্রুর আক্রমণের ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলবেন, 'তোমাদের

রক্ষার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি, ভয় দূর হ'লে এই ধন ফিরিয়ে দেব; শত্রু যদি তোমাদের ধন কেড়ে নেয় তবে তা আর ফিরে পাবে না। তোমরা স্ত্রীপুত্রের জন্যই ধনসম্পত্তি করে থাক, কিন্তু সেই স্ত্রীপুত্রই এখন বিনষ্ট হ'তে বসেছে; আপৎকালে ধনের মায়া করা উচিত নয়।'

কৃষ্ণ রাজা কৰ্মহীন বিপক্ষকে আক্রমণ করবেন না। তিনি শঠ যোদ্ধার সঙ্গে শঠতার দ্বারা এবং ধার্মিক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবেন। ভীত বা বিজিত লোককে প্রহার করা উচিত নয়। বিঘ্নিলন্ত বাণ বর্জনীয়, অসং লোকেই এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করে। যার অস্ত্র ভগ্ন হয়েছে বা বাহন হত হয়েছে, অথবা যে শরণাগত হয়েছে, তাকে বধ করবে না। আহত শত্রুর চিকিৎসা করবে অথবা তাকে নিজের গৃহে পাঠাবে। চিকিৎসার পর ক্ষত সেরে গেলে শত্রুকে মদ্রি দেবে।

চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈন্যসংগ্রহ করা প্রশস্ত; তখন শস্য পক্ক হয়, অধিক শীত বা গ্রীষ্ম থাকে না। বিপক্ষ বিপদগ্রস্ত হ'লে অন্য সময়েও সৈন্যসংগ্রহ করা যেতে পারে। বৃষ্টিহীন কালে রথাস্ববহুল সৈন্য এবং বর্ষাকালে পদাতি ও হস্তিবহুল সৈন্য প্রশস্ত। যদি শান্তিস্থাপন সাধ্য হয় তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অনুরূপ। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হ'লেই যুদ্ধ নিষেধ। যুদ্ধকালে রাজা বলবেন, 'আমার লোকেরা বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমার প্রিয়কার্য নয়, আহা, সকলেই বাঁচতে চায়।' শত্রুর সমক্ষে এইরূপ ব'লে রাজা গোপনে নিজের যোদ্ধাদের প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হস্তা উভয়েরই সম্মান হবে।

যুদ্ধাধিপতি, আত্মকলহের ফলে গণভেদ(১) ও বংশনাশ হয়, রাজ্যের মূল উচ্ছিন্ন হয়, সেজন্য তার প্রতিবিধান করা আবশ্যিক। এই আভ্যন্তরিক ভয়ের তুলনায় বাহ্য শত্রুর ভয় তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘবন্ধতাই রাজ্যরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

৯। পিতা মাতা ও গুরু — ব্যবহার — রাজকোষ

ভীষ্ম বললেন, পিতা মাতা ও গুরুর সেবাই পরম ধর্ম। দশ জন শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ, দশ পিতা বা সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা মাতা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার মতে পিতা মাতা অপেক্ষাও গুরু শ্রেষ্ঠ। মানুষ্যের নম্বর দেহ পিতা মাতা হ'তে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্যের উপদেশে যে জন্মলাভ হয় তা অজর অমর।

(১) স্বপক্ষের মধ্যে ঐক্যের অভাব।

যদিষ্ট্র, ক্রোধাবিষ্ট লোক যদি টিটিউ পক্ষীর ন্যায় কক্শ বাক্য বলে তবে তা গ্রাহ্য করবে না। যে পদ্রুমাধম নিন্দিত কর্ম করে আত্মপ্রশংসা করে তাকেও উপেক্ষা করবে। দৃষ্ট খেলের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও উচিত নয়। মন্দ বলেছেন, যার দ্বারা প্রিয় বা অপ্ৰিয় সকল লোকের প্রতিই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রয়োগ করে প্রজ্ঞাপালন করা যায় তারই নাম ধর্ম। দণ্ডের ভয়েই লোকে পরস্পরের হানি থেকে বিরত থাকে। সম্যকরূপে ধর্মের নির্ধারণকেই ব্যবহার (আইন) বলে। বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে একজন বিশ্বাস উৎপাদন করে জয়ী হয়, অপর জন দণ্ডলাভ করে; এই ব্যবহারশাস্ত্র রাজাদের জানা বিশেষ আবশ্যিক। ব্যবহার দ্বারা যা নির্ধারিত হয় তাই বেদ, তাই ধর্ম, তাই সংপথ। যে রাজা ধর্মনিষ্ঠ তাঁর দৃষ্টিতে মাতা পিতা ভ্রাতা ভাৰ্ষা পুরোহিত কেউ দণ্ডের বহির্ভূত নন।

রাজকোষ যদি ক্ষয় পায় তবে রাজার বলক্ষয় হয়। আপৎকালে অধর্মও ধর্মতুল্য হয় এবং ধর্মও অধর্মতুল্য হয়। সংকটে পড়লে ব্রাহ্মণ অমাজ্য লোকেরও যাজন করেন, অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন। সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজা আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও তপস্বী ভিক্ষু অন্যের ধন সবলে গ্রহণ করতে পারেন। অরণ্যচারী মৃদুনি ভিক্ষু আর কেউ হিংসা বর্জন করে জীবিকানির্বাহ করতে পারে না। ধনবান লোকের অপ্রাপ্য কিছু নেই, রাজকোষ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হন।

॥ আপদধর্মপর্বাধ্যায় ॥

১০। আপদগ্রস্ত রাজা — তিন মংস্যের উপাখ্যান

যদিষ্ট্র প্রশ্ন করলেন, যে রাজা অলস ও দুর্বল, যার ধনাগার শূন্য, মন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে এবং অমাত্যরা বিপক্ষের বশীভূত হয়েছে, তিনি অন্য রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে কি করবেন?

ভীষ্ম বললেন, বিপক্ষ রাজা যদি ধার্মিক ও শৃঙ্খলবান হন তবে শীঘ্র সন্ধি করা উচিত। সন্ধি অসম্ভব হ'লে যুদ্ধই কর্তব্য। সৈন্য যদি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট থাকে তবে অল্প সৈন্যেও পৃথিবী জয় করা যায়। যদি যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব হয় তবে রাজা দুর্গ ত্যাগ করে কিছুকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পরে উপযুক্ত মন্ত্রণা করে পুনর্বীর নিজ রাজ্য অধিকার করবেন।

শাস্ত্রে আছে, আপদগ্রস্ত রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য থেকে ধনসংগ্রহ

করবেন এবং বিশেষত ধনী ও দণ্ডাহঁ লোকের ধনই নেবেন। গ্রামবাসীরা যদি পরস্পরের নামে অভিযোগ করে তবে রাজা কাকেও পদরস্কার দেবেন না, তিরস্কারও করবেন না। কেবল সদুপায়ে বা কেবল নিষ্ঠুর উপায়ে ধনসংগ্রহ হয় না, মধ্যবর্তী উপায়ই প্রশস্ত। লোকে ধনহীন রাজাকে অবজ্ঞা করে। বস্ত্র যেমন নারীর লজ্জা আবরণ করে ধনও সেইরূপ রাজার সকল দোষ আবরণ করে। রাজা সর্বতোভাবে নিজের উন্নতির চেষ্টা করবেন, বরং ভগ্ন হবেন কিন্তু কখনও নত হবেন না। দস্যুরা যদি মর্ষাদাযুক্ত (ভদ্রভাবাপন্ন) হয় তবে তাদের উচ্ছিন্ন না করে বশীভূত করাই উচিত। ক্ষত্রিয় রাজা দস্তু ও নিষ্কিয় লোকের ধন হরণ করতে পারেন। যিনি অসাধু লোকের অর্থ নিয়ে সাধুদের পালন করেন তিনিই পূর্ণ ধর্মজ্ঞ।

যদ্বিধিষ্ঠির, কার্যাকাৰ্শনির্ধারণ সম্বন্ধে আমি একটি উত্তম উপাখ্যান বলছি শোন। — কোনও জলাশয়ে তিনটি শকুল (শোল) মৎস্য বাস করত, তাদের নাম অনাগতবিধাতা(১), প্রত্যাৎপন্নমতি(২) ও দীর্ঘসূত্র(৩)। একদিন জেলেরা মাছ ধরবার জন্য সেই জলাশয় থেকে জল বার করে ফেলতে লাগল। ক্রমশ জল কমছে দেখে দীর্ঘদর্শী অনাগতবিধাতা তার দুই বন্ধুকে বললে, জলচরদের বিপদ উপস্থিত হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধ হবার আগেই অন্য জলাশয়ে চল; যে উপযুক্ত উপায়ে অনাগত অনিষ্টের প্রতিবিধান করে সে বিপন্ন হয় না। দীর্ঘসূত্র বললে, তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু কোনও বিষয়ে স্বরান্বিত হওয়া উচিত নয়। প্রত্যাৎপন্নমতি বললে, কার্যকাল উপস্থিত হলে আমি কর্তব্যে অবহেলা করি না। তখন অনাগত-বিধাতা জলস্রোতে নির্গত হয়ে অন্য এক জলাশয়ে গেল। জল বেরিয়ে গেলে জেলেরা নানা উপায়ে সমস্ত মাছ ধরতে লাগল, অন্য মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্র এবং প্রত্যাৎপন্নমতিও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমস্ত মাছ দড়ি দিয়ে গাঁথিছিল তখন প্রত্যাৎপন্নমতি দড়ি কামড়ে রইল, জেলেরা ভাবলে তাকেও গাঁথা হয়েছে। তার পর জেলেরা দড়িতে গাঁথা সমস্ত মাছ অন্য এক বৃহৎ জলাশয়ে ডুবিয়ে ধুতে লাগল, সেই সুযোগে প্রত্যাৎপন্নমতি পালিয়ে গেল। মন্দবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হ'ল।

যদ্বিধিষ্ঠির, যে লোক মোহের বশে আসন্ন বিপদ বৃত্তিতে পারে না সে দীর্ঘসূত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে করে পূর্বেই প্রস্তুত না

(১) যে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে বা প্রস্তুত থাকে।

(২) যে পূর্বে প্রস্তুত না থেকেও কার্যকালে বুদ্ধি খাটিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

(৩) যে কাজ করতে দেরি করে, অলস।

হয় সে প্রত্যুৎপন্নমতির ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে। অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি উভয়েই সূখী হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হয়। যাঁরা বিচার ক'রে যুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন তাঁরাই সম্যক ফললাভ করেন।

১১। মার্জার-মুষ্ণিক-সংবাদ

ভীষ্ম বললেন, অবস্থাভেদে অমিত্রও মিত্র হয়, মিত্রও অমিত্র হয়; দেশ কাল বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হয় কে বিশ্বাসের যোগ্য এবং কার সঙ্গে বিরোধ করা উচিত। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সঙ্গে চেষ্টা ক'রে সন্ধি করা উচিত, এবং প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি করা বিধেয়। যিনি স্বার্থ বিচার ক'রে উপযুক্ত কালে অমিত্রের সঙ্গে সন্ধি এবং মিত্রের সঙ্গে বিরোধ করেন তিনি মহৎ ফল লাভ করেন। এক পুরাতন উপাখ্যান বলছি শোন। —

কোনও মহারণ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মুষ্ণিক সেই বটবৃক্ষের মূলে শতস্বার গর্ত নির্মাণ ক'রে তাতে বাস করত। লোমশ নামে এক মার্জার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষীদের ভক্ষণ করত। এক চন্ডাল পশুপক্ষী ধরবার জন্য প্রত্যহ সেই বৃক্ষের নীচে ফাঁদ পেতে রাখত। একদিন লোমশ সতর্কতা সত্ত্বেও সেই ফাঁদে পড়ল। চিরশত্রু বিড়াল আবদ্ধ হ'লে মুষ্ণিক নিভয়ে বিচরণ করতে লাগল। সে দেখলে, ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য রয়েছে; তখন সে মনে মনে বিড়ালকে উপহাস ক'রে ফাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে লাগল। সেই সময়ে এক নকুল (বোঁজ) এবং এক পেচকও সেখানে উপস্থিত হ'ল। মুষ্ণিক ভাবলে, এখন আমার তিন শত্রু সমাগত হয়েছে, আমি নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিড়ালের সাহায্য নেব। এই মূঢ় বিড়াল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার সঙ্গে সন্ধি করবে। মুষ্ণিক বললে, ওহে মার্জার, তুমি জীবিত আছ তো? ভয় নেই, তুমি রক্ষা পাবে; যদি আমাকে আক্রমণ না কর তবে আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আমিও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আর পেচক লোলুপ হয়ে আমাকে দেখছে। তুমি আর আমি বহুকাল এই বটবৃক্ষের অশ্রয়ে বাস করছি, তুমি শাখায় থাক, আমি মূলদেশে থাকি। যে কাকেও বিশ্বাস করে না এবং যাকে কেউ বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমার আর আমার মধ্যে প্রণয় হ'ক, তুমি যদি আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে রক্ষা করব।

বৈদ্যলোচন মার্জার মৃষিককে বললে, সোম্য, তোমার কল্যাণ হ'ক। যদি উদ্ভারের উপায় জান তবে আর বিলম্ব ক'রো না, তুমি আর আমি দুজনেই বিপদাপন্ন, অতএব আমাদের সন্ধি হ'ক। মৃত্তি পৈলে আমি তোমার উপকার ভুলব না। আমি মান বিসর্জন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হ'লাম।

মৃষিক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ালের বক্ষস্থলে লগ্ন হ'ল, তখন নকুল ও পেচক হতাশ হয়ে চ'লে গেল। মৃষিক ধীরে ধীরে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল। বিড়াল বললে, সখা, বিলম্ব করছ কেন? আমি যদি পূর্বে কোনও অপরাধ ক'রে থাকি তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রসন্ন হও। মৃষিক উত্তর দিলে, সখা, আমি সময়স্ত। যদি অসময়ে তোমাকে বন্ধনমুক্ত করি তবে আমি তোমার কবলে পড়ব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার পাশের সমস্ত তন্তু কেটে ফেলেছি, কেবল একাটি অবশিষ্ট রেখেছি; চন্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তখন তুমি দ্রুত হয়ে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেবে, আমিও গর্তে প্রবেশ করব।

রাত্রি প্রভাত হ'লে বিকটমূর্তি চন্ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপস্থিত হ'ল। মৃষিক তখনই বিড়ালকে বন্ধনমুক্ত করলে, বিড়াল বৃক্ষশাখায় এবং মৃষিক তার গর্তে গেল। চন্ডাল হতাশ হয়ে চ'লে গেল। ভয়মুক্ত হয়ে বিড়াল মৃষিককে বললে, সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন বিপদ দূর হয়েছে, তবে আমার কাছে আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে আমার সঙ্গে এস, আমার আত্মীয়বন্ধুগণ সকলেই তোমার সম্মান করবে। তুমি বদ্বিধিতে শত্রুচার্য তুল্য; আমার অমাত্য হও এবং পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দাও।

তখন সেই পলিত নামক মৃষিক বললে, হে লোমশ, মিত্রতা ও শত্রুতা স্থির থাকে না, প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিত্র বা শত্রু হয়; স্বার্থই বলবান। যে কারণে আমাদের সৌহার্দ্য হয়েছিল সেই কারণ আর নেই। এখন কিজন্য আমি তোমার প্রিয় হ'তে পারি? তুমি আমার শত্রু ছিলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্ম মিত্র হয়েছিলে, এখন আবার শত্রু হয়েছ। আমাকে ভক্ষণ করা ভিন্ন তোমার এখন অন্য কর্তব্য নেই। তোমার ভাষা আর পুত্রেরাই বা আমাকে নিষ্কৃতি দিবে কেন? সখা, তুমি যাও, তোমার কল্যাণ হ'ক। যদি কৃতজ্ঞ হ'তে চাও তবে আমি যখন অসতর্ক থাকব তখন আমার অনুসরণ ক'রো না, তা হ'লেই সৌহার্দ্য রক্ষা হবে।

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, যদিও মিত্রতা, সেই মৃষিক দুর্বল হলেও একাকী বদ্বিধিতে বহু শত্রুর হাত থেকে মৃত্তি পেয়েছিল। যারা পূর্বে শত্রুতা

ক'রে আবার মৈত্রীর চেষ্টা করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের মধ্যে যে অধিক বদ্বিষ্মান সে অন্যকে বঞ্চনা করে, যে নির্বোধ সে বঞ্চিত হয়।

১২। বিশ্বামিত্র-চন্ডাল-সংবাদ

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পরস্পরকে বঞ্চনা করে, অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাব হয়, জীবিকার সমস্ত উপায় দস্যুর হস্তগত হয়, সেই আপৎকালে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন।—

ত্রেতা ও ম্বাপর যুগের সন্ধিকালে ম্বাদশবর্ষব্যাপী ঘোর অনাবৃষ্টি হয়েছিল। কৃষি ও গোরক্ষা অসম্ভব হ'ল, চোর এবং রাজাদের উৎপীড়নে গ্রাম নগর জনশূন্য হ'ল, গবাদি পশু নষ্ট হয়ে গেল, মানুষ ক্ষুধিত হয়ে পরস্পরের মাংস খেতে লাগল। সেই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্ত্রীপুত্রকে কোনও জনপদে ফেলে রেখে ক্ষুধার্ত হয়ে নানা স্থানে পৰ্যটন করতে লাগলেন। একদিন তিনি চন্ডালবসতিতে এসে দেখলেন, ভ্রম্মন কলস, কুক্কুরের চর্ম, শূকর ও গর্দভের অস্থি, এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্র চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কুক্কুর ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চন্ডালরা কলহ করছে। বিশ্বামিত্র খাদ্যের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও মাংস অন্ন বা ফলমূল পেলেন না; তখন তিনি দুর্বলতায় অবসন্ন হয়ে ভূপতিত হলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন, এক চন্ডালের গৃহে সদ্যোনিহত কুক্কুরের মাংস রয়েছে। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, প্রাণরক্ষার জন্য চুরি করলে দোষ হবে না। রাত্রিকালে চন্ডালরা নিদ্রিত হ'লে বিশ্বামিত্র কুটীরে প্রবেশ করলেন। সেই কুটীরস্থ চন্ডাল জাগরিত হয়ে বললে, কে তুমি মাংস চুরি করতে এসেছ? তোমাকে আর বাঁচতে হবে না।

বিশ্বামিত্র উদ্বেগিত হয়ে বললেন, আমি বিশ্বামিত্র, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে তোমার কুক্কুরের জঘনমাংস হরণ করতে এসেছি। আমার বেদজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, আমি খাদ্যাখাদ্য বিচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আমি চৌর্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। অগ্নি যেমন সর্বভুক, আমাকেও এখন সেইরূপ জেনো।

চন্ডাল সসম্ভ্রমে শয্যা থেকে উঠে কৃতাজ্ঞালি হয়ে বললে, মহর্ষি, এমন কার্য করবেন না যাতে আপনার ধর্মহানি হয়। পণ্ডিতদের মতে কুক্কুর শৃগালেরও অধম, আবার তার জঘনের মাংস অন্য অঙ্গের মাংস অপেক্ষা অপবিত্র। আপনি ধর্মিকগণের অগ্রগণ্য, প্রাণরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করুন। বিশ্বামিত্র বললেন, আমার

অন্য উপায় নেই। প্রাণরক্ষার জন্য যে কোনও উপায় বিধেয়, সবল হয়ে ধর্মচরণ করলেই চলবে। বেদরূপ অগ্নি আমার বল, তারই প্রভাবে আমি অভক্ষ্য মাংস খেয়ে ক্ষুধাশান্তি করব। চন্ডাল বললে, এই কুক্কুরমাংসে আরবৃন্দীষ্টি হয় না, প্রাণ তৃপ্ত হয় না। পশুপন্থ প্রাণীর মধ্যে শশকাদি পশু পশুই ম্বেজ্ঞাতির ভক্ষ্য, অতএব আপনি অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন, অথবা ক্ষুধার বেগ দমন করে ধর্মরক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র বললেন, এখন আমার পক্ষে মৃগমাংস আর কুক্কুরমাংস সমান। আমার প্রাণসংশয় হয়েছে, অসং কার্য করলেও আমি চন্ডাল হয়ে যাব না। চন্ডাল বললে, ব্রাহ্মণ কুকর্ম করলে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, এজন্য আমি আপনাকে নিবারণ করছি। নীচ চন্ডালের গৃহ থেকে কুক্কুরমাংস হরণ করলে আপনার চরিত্র দূষিত হবে, আপনাকে অনদুতাপ করতে হবে। বিশ্বামিত্র বললেন, ভেকের চিৎকার শ্রুনে বৃষ জলপানে বিরত হয় না; তোমার উপদেশ দেবার অধিকার নেই।

বিশ্বামিত্র চন্ডালের কোনও আপত্তি মানলেন না, মাংস নিয়ে বনে চলে গেলেন। আগে দেবগণকে তৃপ্ত করে তার পর সপরিবারে মাংস ভোজন করবেন এই স্থির করে তিনি যথাবিধি অগ্নি আহরণ ও চরু(১) পাক করে দেবগণ ও পিতৃগণকে আহ্বান করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারিবর্ষণ করে ওষধি ও প্রজাগণকে সঞ্জীবিত করলেন। বিশ্বামিত্রের পাপ নষ্ট হ'ল, তিনি পরমর্গতি লাভ করলেন।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, চরুর আস্বাদ না নিয়েই বিশ্বামিত্র দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করেছিলেন। বিপদাপন্ন হ'লে বিশ্বান লোকের যেকোনও উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত; জীবিত থাকলে তিনি বহু পুণ্য অর্জন ও শ্রুভলাভ করতে পারবেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, আপনি যে অশ্রদ্ধেয় ঘোর কর্ম কর্তব্য বলে নির্দেশ করলেন তা শ্রুনে আমি বিষাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়েছি, আমার ধর্মজ্ঞান শিথিল হচ্ছে। আপনার কথিত ধর্মে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে বেদাদি শাস্ত্র থেকে উপদেশ দিচ্ছি না, পণ্ডিতগণ বৃন্দীষ্মবলে আপৎকালের কর্তব্য নির্ণয় করেছেন। ধর্মের কেবল এক অংশ আশ্রয় করা উচিত নয়, রাজধর্মের বহু শাখা। উগ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। শত্রুচাৰ্য বলেছেন, আপৎকালে অশিষ্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিষ্ট লোকের পালনই ধর্ম।

১৩। খড়্গের উৎপত্তি

খড়্গযুদ্ধবিশারদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধনুই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রূপে গণ্য হয়, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রশংসার যোগ্য। খড়্গধারী বীর ধনুর্ধর ও গদা-শক্তির শত্রুগণকে বাধা দিতে পারেন। আপনার মতে কোন অস্ত্র উৎকৃষ্ট? কে খড়্গ উদ্ভাবন করেছিলেন?

ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যাক্ষিপদ প্রহ্লাদ বিরোচন বলি প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণ অধর্মরত হয়েছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণের সঙ্গে হিমালয়শৃঙ্গে গিয়ে সেখানে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সেই যজ্ঞে হুতাশন থেকে এক আশ্চর্য ভূত উৎখিত হ'ল, তার বর্ণ নীলোৎপলতুল্য, দন্তসকল তীক্ষ্ণ, উদর কৃশ, দেহ অতি উন্নত। এই দুর্ধর্ষ অমিততেজা ভূতের উত্থানে বসুন্ধরা বিচলিত এবং মহাসাগর বিস্কৃদ্ধ হ'ল, উৎকাপাত এবং নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল। ব্রহ্মা বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত আমি অসি নামক এই বীর্ষবান ভূতকে চিন্তা করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুলা ভীষণ খরধার নির্মল নিস্দিংশ(১)রূপে প্রকাশিত হ'ল। ব্রহ্মা সেই অধর্মনিবারক তীক্ষ্ণ অস্ত্র ভগবান রুদ্রকে দিলেন। রুদ্র সেই খড়্গের আঘাতে সমস্ত দানব বিনষ্ট করলেন এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন করে মঙ্গলময় শিবরূপ ধারণ করলেন। তার পর তিনি সেই রুধিরাক্ত অসি ধর্মপালক বিষ্ণুকে দিলেন। বিষ্ণুর কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে মরীচি, মহর্ষিগণ, ইন্দ্র, লোকপালগণ, সূর্যপুত্র মনু, মনুর পুত্র ক্ষুদ্র, তার পর ইক্ষ্বাকু পুরুরবা প্রভৃতি, তার পর ভরন্বাজ, দ্রোণ, এবং পরিশেষে কৃপাচার্য সেই অস্ত্র পেয়েছিলেন। কৃপের কাছ থেকে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সেই পরম অসি লাভ করেছ। মাদ্রীপুত্র, সকল প্রহরণের মধ্যে খড়্গই প্রধান। ধনুর উদ্ভাবক বেণপুত্র পৃথু, যিনি ধর্মবান্দসারে প্রজাপালন এবং পৃথিবী দোহন করে বহু শস্য উৎপাদন করেছিলেন; অতএব ধনু ও আদরণীয়। যুদ্ধবিশারদ বীরগণের সর্বদা অসির পূজা করা উচিত।

১৪। কৃতঘ্ন গৌতমের উপাখ্যান

ভীষ্মের কথা শেষ হ'লে যুধিষ্ঠির গৃহে গেলেন এবং বিদুর ও ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু আলাপ করলেন। পরদিন তাঁরা পুনর্বীর ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন।

(১) যে খড়্গ লম্বায় ত্রিশ আঙুলের বেশী।

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধু? কার সঙ্গে পরম প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, হিতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন সূহৃৎ দুর্লভ। ভীষ্ম বললেন, যারা লোভী ক্রুর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গদ্যরূপস্বীধর্ষক বন্দ্যপরিত্যাগী নিলজ্জ নাস্তিক অসত্যভাষী দুষ্টশীল নৃশংস, যে মিথের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সুদ্রাপায়ী প্রাণিহিংসাপরায়ণ কৃতঘ্ন এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত নয়। যারা সংকুলজাত জ্ঞানী রূপবান গদ্যবান অলোভী কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ও জনসমাজ খ্যাত, তাঁরাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য। যারা কণ্ঠস্বীকার করেও সূহৃদের কার্য করেন, তাঁরাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সূহৃদগণের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত থাকেন। কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক নরাধমগণ সকলেরই বর্জনীয়। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন। —

গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রস্বভাব দস্যুর গৃহে এসেছিলেন। দস্যু তাকে নতুন বস্ত্র এবং একটি বিধবা যুবতী দান করলে। গৌতম দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্র ও নির্দয় হলেন। কিছুকাল পরে এক শৃঙ্খলস্বভাব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে এলেন; ইনি গৌতমের স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গৌতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধনুর্বাণ এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রুধিরাক্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ বিপ্রেয় বংশে জন্মগ্রহণ করে এমন কুলাঙ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, আমি দরিদ্র ও বেদজ্ঞানশূন্য, অভাবে পড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, কাল আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। দয়ালু ব্রাহ্মণ সম্মত হয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন, কিন্তু গৌতম বার বার অনুরোধ করলেও আহার করলেন না।

পরদিন ব্রাহ্মণ চলে গেলে গৌতমও সাগরের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি একদল বণিকের সঙ্গ নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে বহু বণিক বিনষ্ট হ'ল, গৌতম একাকীই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক সূর্যমুখ সমতল প্রদেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গৌতম তার পাদদেশে সূখে নিদ্রা গেলেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্রহ্মার প্রিয় সখা কশ্যপপুত্র পক্ষিশ্রেষ্ঠ নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকরাজ ব্রহ্মলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজধর্ম নামে বিখ্যাত ছিলেন।

রাজধৰ্মা গৌতমকে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে অতিথি হয়েছেন, আজ এখানেই রাতিযাপন করুন।

রাজধৰ্মা গঙ্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে অতিথিকে খেতে দিলেন। গৌতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধৰ্মা পরদিন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপনি এই পথ দিয়ে যান, তিন যোজন দূরে আমার সখা বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে দেখতে পাবেন; তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

বিরূপাক্ষ গৌতমকে সসম্মানে গ্রহণ করে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। গৌতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বিরূপাক্ষ বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, ভয় করবেন না। গৌতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; আমি এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিবল হয়ে ভাবলেন, ইনি কেবল জ্ঞাতিতেই ব্রাহ্মণ; যাই হ'ক, আমার সূহৃৎ মহাত্মা বকরাজ এঁকে পাঠিয়েছেন, অতএব এঁকে আমি তুষ্ট করব। আজ কার্তিকী পূর্ণিমা, সহস্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে এঁকেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব।

ব্রাহ্মণভোজনের পর বিরূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপাত্র এবং প্রচুর ধনরত্ন দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গৌতম তাঁর স্বর্ণের ভার কণ্ঠে বহন করে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পূর্বোক্ত বটবৃক্ষের নিকট ফিরে এলেন। মিত্রবৎসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধৰ্মা পক্ষ্মব্বারা বীজন করে গৌতমের শ্রান্তি দূর করলেন এবং ভোজনের আয়োজন করে দিলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন, আমি অনেক সূদৰ্শ পেয়েছি, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্য-সামগ্রী কিছুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে নিয়ে যাব। রাজধৰ্মা বটবৃক্ষের নিকটে অগ্নি জেদলে তারই নিকটে নিজের ও গৌতমের শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রিকালে দূরাত্মা গৌতম রাজধৰ্মাকে বধ করলেন এবং তাঁর পক্ষ মাংস ও সূদৰ্শভার নিয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলেন।

পরদিন রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস, আজ আমি রাজধৰ্মাকে দোঁখি নি, তিনি প্রতিদিন প্রভাতকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করতে যান, আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ে এস। দূরাচার গৌতম তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আমি উদ্বেগিত হয়েছি। বিরূপাক্ষের পুত্র তাঁর অনুচরদের নিয়ে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে রাজধৰ্মার অস্থি দেখতে পেলেন। তার পর তিনি দ্রুতবেগে গিয়ে গৌতমকে ধরে ফেললেন এবং তাঁকে মেরুরাজ নগরে বিরূপাক্ষের

যদ্বিচ্ছিত্তর বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধু? কার সঙ্গে পরম প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, হিতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন সূহৃৎ দুর্লভ। ভীষ্ম বললেন, যারা লোভী ক্রুর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গদ্রুদ্রপন্নীধর্যক বন্দ্যপরিত্যাগী নির্লজ্জ নাস্তিক অসত্যভাষী দুঃশীল নৃশংস, যে মিত্রের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সুদ্রাপারী প্রাণিহিংসাপরায়ণ কৃতঘ্ন এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত নয়। যারা সংকুলজাত জ্ঞানী রূপবান গুণবান অলোভী কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় ও জনসমাজ খ্যাত, তাঁরাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য। যারা কচ্ছন্দীকার করেও সূহৃদের কার্য করেন, তাঁরাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সূহৃদগণের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত থাকেন। কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক নরাধমগণ সর্বুলেরই বর্জনীয়। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন। —

গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রম্ভাব দস্যুর গৃহে এসেছিলেন। দস্যু তাঁকে নতুন বস্ত্র এবং একটি বিধবা যুবতী দান করলে। গৌতম দস্যুদের আগ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্র ও নির্দয় হলেন। কিছুকাল পরে এক শূদ্রম্ভাব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে এলেন; ইনি গৌতমের স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গৌতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধনুর্বাণ এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রুধিরাক্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করে এমন কুলাঙ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, আমি দারিদ্র ও বেদজ্ঞানশূন্য, অভাবে পড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, কাল আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। দয়ালু ব্রাহ্মণ সম্মত হয়ে সেখানে রাতিষাপন করলেন, কিন্তু গৌতম বার বার অনুরোধ করলেও আহার করলেন না।

পরদিন ব্রাহ্মণ চলে গেলে গৌতমও সাগরের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি একদল বণিকের সঙ্গ নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে বহু বণিক বিনষ্ট হ'ল, গৌতম একাকীই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক সুদূর সমতল প্রদেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গৌতম তার পাদদেশে সূখে নিদ্রা গেলেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্রহ্মার প্রিয় সখা কণ্যাপদ্র পাক্ষিশ্রেষ্ঠ নাড়ীজঘ্ন নামক বকরাজ বহুলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজধর্ম নামে বিখ্যাত ছিলেন।

রাজধর্মী গোতমকে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে অতিথি হয়েছেন, আজ এখানেই রাতিযাপন করুন।

রাজধর্মী গঙ্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে অতিথিকে খেতে দিলেন। গোতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মী পরদিন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপনি এই পথ দিয়ে যান, তিন যোজন দূরে আমার সখা বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে দেখতে পাবেন; তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

বিরূপাক্ষ গোতমকে সসম্মানে গ্রহণ করে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। গোতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বিরূপাক্ষ বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, ভয় করবেন না। গোতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; আমি এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষম হয়ে ভাবলেন, ইনি কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ; যাই হ'ক, আমার সুহৃৎ মহাত্মা বকরাজ একে পাঠিয়েছেন, অতএব একে আমি তুষ্ট করব। আজ কার্তিকী পূর্ণিমা, সহস্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে একেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব।

ব্রাহ্মণভোজনের পর বিরূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপাত্র এবং প্রচুর ধনরত্ন দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গোতম তাঁর স্বর্ণের ভার কণ্ঠে বহন করে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পূর্বোক্ত বটবৃক্ষের নিকট ফিরে এলেন। মিত্রবৎসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মী পক্ষ্মবারা বীজন করে গোতমের শ্রান্তি দূর করলেন এবং ভোজনের আয়োজন করে দিলেন। ভোজনকালে গোতম ভাবলেন, আমি অনেক সুবর্ণ পেয়েছি, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্য-সামগ্রী কিছুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে নিয়ে যাব। রাজধর্মী বটবৃক্ষের নিকটে অগ্নি জেদলে তারই নিকটে নিজের ও গোতমের শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রিকালে দূরাত্মা গোতম রাজধর্মীকে বধ করলেন এবং তাঁর পকু মাংস ও সুবর্ণভার নিয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলেন।

পরদিন রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস, আজ আমি রাজধর্মীকে দোঁখি নি, তিনি প্রতিদিন প্রভাতকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করতে যান, আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ে এস। দূরাচার গোতম তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আমি উদ্বেগিত হয়েছি। বিরূপাক্ষের পুত্র তাঁর অনুচরদের নিয়ে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মীর অস্থি দেখতে পেলেন। তার পর তিনি দ্রুতবেগে গিয়ে গোতমকে ধরে ফেললেন এবং তাঁকে মেরুরাজ নগরে বিরূপাক্ষের

কাছে নিয়ে গেলেন। রাজধর্মার মৃতদেহ দেখে সকলেই কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিরূপাক্ষ বললেন, এই পাপাত্মা গোতমকে এখনই বধ কর, এর মাংস রাক্ষসরা খাক। রাক্ষসরা বিনীত হয়ে বললে, মহারাজ, একে দস্যুর হাতে দিন, এর পাপদেহ আমরা খেতে পারব না। বিরূপাক্ষের আদেশে রাক্ষসরা গোতমকে খণ্ড খণ্ড করে দস্যুদের দিলে, কিন্তু দস্যুরাও খেতে চাইল না। মিথ্রদ্রোহী কৃতঘ্ন নৃশংস লোক কীটেরও অভক্ষ্য।

বিরূপাক্ষ যথাবিধি রাজধর্মার প্রেতকার্য করলেন। সেই সময়ে দক্ষকন্যা পয়স্বিনী সুরাভি উর্ধ্ব আবির্ভূত হলেন, তাঁর মুখ থেকে দুগ্ধফেন নিঃসৃত হয়ে চিতার উপর পড়ল। বকরাজ রাজধর্মার পুনর্জীবিত হলেন। তখন ইন্দ্র এসে বললেন, পদ্রাকালে রাজধর্মার একবার ব্রহ্মার সভায় যান নি; ব্রহ্মা রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তারই ফলে রাজধর্মার নিধন হয়েছিল।

রাজধর্মার ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, যদি আমার উপর দয়া থাকে তবে আমার প্রিয় সখা গোতমকে পুনর্জীবিত করুন। গোতম জীবন লাভ করলে রাজধর্মার তাঁকে আলিঙ্গন করে ধনরত্নের সহিত বিদায় দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় ব্রহ্মার সভায় গেলেন। গোতম শবরালয়ে ফিরে এলেন এবং পুনর্ভূ (ম্বিতীয়বার বিবাহিতা) শূদ্রা পত্নীর গর্ভে দুষ্কৃতকারী বহু পুত্রের জন্ম দিলেন। দেবগণের শাপে কৃতঘ্ন গোতম মহানরকে গিয়েছিলেন।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, কৃতঘ্ন লোকের যশ সূখ ও আশ্রয় নেই, তারা কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না। মিথ্র হ'তে সম্মান ও সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু লাভ করা যায়, বিপদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। বিচক্ষণ লোকে মিথ্রের সমাদর করেন এবং মিথ্রদ্রোহী কৃতঘ্ন নরাধমকে বর্জন করেন।

॥ মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায় ॥

১৫। আশ্বজ্ঞান — ব্রাহ্মণ-সেনাজিৎ-সংবাদ

যদ্বিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি রাজধর্মের অন্তর্গত আপদধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন যে ধর্ম সকলের পক্ষেই শ্রেয় তার উপদেশ দিন। ধনক্ষয় হ'লে অথবা স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যু হ'লে যে বদ্বিষ্ঠি দ্বারা শোক দূর করা যায় তার সম্বন্ধেও বলুন।

ভীষ্ম বললেন, ধর্মের নানা স্কার আছে, ধর্মকাষ কখনও বিফল হয় না। লোকের যে বিষয়ে নিষ্ঠা হয় তাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে, অন্য বিষয়ে তার প্রবৃত্তি হয় না। সংসার অসার এই জ্ঞান হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন বুদ্ধিমান লোকের আত্মমোক্ষের জন্য যত্ন করা উচিত। শোকনিবারণের উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আমি এক প্রাচীন কথা বলছি শোন। —

রাজা সেনজিৎ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁকে এই কথা বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন। — রাজা, তুমি নিজেই শোচনীয়, তবে অন্যের জন্য শোক করছ কেন? আমি মনে করি, আমার আত্মাও আমার নয়, আবার সমগ্র পৃথিবীই আমার। এইরূপ বুদ্ধি থাকায় আমি হুঁট হই না ব্যথিতও হই না। মহাসাগরে যেসকল কাষ্ঠ ভাসে তারা কখনও মিলিত হয় কখনও পৃথক হয়; জীবগণের মিলনবিচ্ছেদও সেইরূপ। পুত্রাদির উপর স্নেহ করা উচিত নয়, কারণ বিচ্ছেদ অনিবার্য। তোমার পুত্র অদৃশ্য স্থান থেকে এসেছিল, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে গেছে; সে তোমাকে জানত না, তুমিও তাকে জানতে না, তবে কেন শোক করছ? বিষয়বাসনা থেকেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুখের অন্তে দুঃখ এবং দুঃখের অন্তে সুখ হয়, সুখদুঃখ চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। জীবন ও শরীর একসঙ্গেই উৎপন্ন হয়, একসঙ্গেই বিনষ্ট হয়। তৈলকার যেমন তৈলযন্তে তিল নিপীড়িত করে, অজ্ঞানসম্মত ক্লেশসকল সেইরূপ জীবগণকে সংসারচক্রে নিপীড়িত করে। মানুষ স্ত্রীপুত্রাদির জন্য পাপকর্ম করে, কিন্তু সে একাকীই ইহলোকে ও পরলোকে পাপের ফল ভোগ করে। বুদ্ধি থাকলেই ধন হয় না, ধন থাকলেই সুখ হয় না। —

যে চ মৃত্যুতমা লোকে যে চ বুদ্ধিঃ পরং গতাঃ।

তে নরাঃ সুখমেধন্তে ক্লিষ্যাত্যন্তরিতো জনঃ॥

যে চ বুদ্ধিসুখং প্রাপ্তা প্ৰস্বাতীতা বিমৎসরাঃ।

তাম্বেবাখী ন চানর্থী ব্যথয়ন্তি কদাচন॥

অথ যে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তাশ্চ মৃত্যুতাম্।

তেহতিবেলং প্রহৃষ্যন্তি সন্তাপমদুপযান্তি চ॥

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি প্রাপ্নয়ম্।

প্রাপ্তং প্রাপ্তমদুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥

— জগতে যারা মৃত্যুতম এবং যারা পরমবুদ্ধি লাভ করেছে তারাই সুখভোগ করে, যারা মধ্যবর্তী তারা ক্লেশ পায়। যারা রাগম্বেষাদির অতীত এবং অসুয়াশূন্য হয়ে

পরমবৃদ্ধিজনিত সুখ লাভ করেছেন, অর্থ ও অনর্থ (ইষ্ট ও অনিষ্ট) তাঁদের কদাচ ব্যথিত করে না। আর, যাঁরা পরমবৃদ্ধি লাভ করেন নি অথচ মৃত্যু অতিক্রম করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ করেন। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হ'ক, অপরাজিত (অনিভূত) হয়ে হৃদয়ে মেনে নেবে।

ব্রাহ্মণের নিকট এইপ্রকার উপদেশ পেয়ে সেনজিৎ শান্তিলাভ করলেন।

১৬। অজগরব্রত — কামনাত্যাগ

ভীষ্ম বললেন, শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর আচরণে এবং অন্নবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পেয়ে সম্যাস নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মানব জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করে, সে সমস্ত যদি সে দৈবকৃত মনে করে তবে হৃষ্ট বা ব্যথিত হয় না। যাঁর কিছুই নেই তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে উত্থান করেন। তাঁর শত্রু হয় না। রাজ্যের তুলনায় অকিঞ্চনতারই গুণ অধিক। বিদেহরাজ জনক বলেছিলেন, আমার বিত্তের অন্ত নেই, তথাপি আমার কিছুই নেই; মিথিলারাজ্য দণ্ড হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না।

দানবরাজ প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, আপনি নির্লোভ শৃঙ্খলবদ্ধ দয়ালু জিতেন্দ্রিয় অসুয়াহীন মেধাবী ও প্রাজ্ঞ, তথাপি বালকের ন্যায় বিচরণ করেন। আপনি লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপনি উদাসীন। আপনার তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র ও আচরণ কিরূপ তা আমাকে বলুন। ব্রাহ্মণ বললেন, প্রহ্লাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়; মহাকায় ও সূক্ষ্ম, স্থাবর ও জঙ্গম সকল জীবেরই মৃত্যু হয়; আকাশচারী জ্যোতিষ্কগণেরও পতন হয়। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আমি সুখে নিদ্রা যাই। যদি লোকে দেয় তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপরিমাণে খাই, না হলে অভুক্ত থাকি। কখনও অন্নের কণা, কখনও পিণ্যাক (তিলের খোল), কখনও পলাশ খাই; কখনও পর্য্যঙ্কে কখনও ভূমিতে শুই; কখনও চাঁর কখনও মহামূল্য বস্ত্র পরি। স্বধর্ম থেকে চ্যুত না হয়ে রাগম্বেষাদি ত্যাগ করে পবিত্রভাবে আমি অজগরব্রত আচরণ করছি। অজগর সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেইরূপ যদৃচ্ছাগত বিষয়েই তুষ্ট থাকি। আমার শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই, আমি সুখের অনিত্যতা উপলব্ধি করে পবিত্রভাবে আত্মনিষ্ঠ হয়ে এই অজগরব্রত পালন করছি।

যদুর্ধ্বিষ্ঠর, কশ্যপবংশীয় এক ঋষিপুত্র কোনও বৈশ্যের রথের নীচে পড়ে আহত হয়েছিলেন। ক্ষুধা ও ক্লেশ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগের সংকল্প করলেন। তখন ইন্দ্র শৃগালের রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি দুর্লভ মানব-জন্ম, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদবিদ্যা লাভ করেছে। তোমার দশ-অঙ্গুলিযুক্ত দুই হস্ত আছে, তার দ্বারা সকল কর্ম করতে পার। সৌভাগ্যক্রমে তুমি শৃগাল কীট মূষিক সর্প বা ভেক হও নি, মনুষ্য এবং ব্রাহ্মণ হয়েছে; এতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমার অবস্থা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কীটাদি তাড়াতে পারি না; আবার আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুমি নিজের অবস্থায় তুষ্ট হও। যিনি কামনা রোধ করতে পারেন তিনি ভয় থেকে মুক্ত হন। মানুষ যে বশতুর রসজ্ঞ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লট্‌বাক (চড়াই) পক্ষীর মাংস অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এই দুইএর স্বাদ জান না এজন্য তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দমিত করাই শ্রেয়স্কর। তুমি প্রাণবিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ করে ধর্মাচরণে উদ্যোগী হও। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে ইন্দ্র নিজ রূপ ধারণ করলেন, তখন ঋষিপুত্র দেবরাজকে পূজা করে স্বগৃহে চলে গেলেন।

১৭। সৃষ্টিতত্ত্ব — সদাচার

যদুর্ধ্বিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, স্থাবরজঙ্গম সমেত এই জগৎ কি থেকে সৃষ্ট হ'ল, প্রলয়কালে কিসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায়, এইসব আমাকে বলুন। ভীষ্ম বললেন, ভরশ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি ভৃগু শ্রী বলোছিলেন শোন। — মানস নামে এক দেব আছেন, তিনি অনাদি অজর অমর অব্যক্ত শাস্বত অক্ষয় অব্যয়; তাঁ হ'তেই সমস্ত জীব সৃষ্ট হয় এবং তাঁতেই লীন হয়। সেই দেবই মহৎ অহংকার আকাশ সলিল প্রভৃতির মূল কারণ। মনিসদেবের সৃষ্ট পশ্ম হ'তে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েই 'সোহং' বলোছিলেন, সেজন্য তিনি অহংকার নামে খ্যাত হয়েছেন। পর্বত মেদিনী সাগর আকাশ বায়ু অগ্নি চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি তাঁরই অঙ্গ। অহংকারের যিনি স্রষ্টা, সেই আত্মভূত দর্জের আদিদেবই ভগবান অনন্ত-বিষ্ণু।

আকাশের অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চন্দ্রসূর্যও দেখা যায় না সেখানে স্বয়ংদীপ্ত দেবগণ বিরাজ করেন। পৃথিবীর অন্তে সমুদ্র, তার পর অন্ধকার,

তার পর সলিল, ভাদ্র পল্ল অগ্নি। আবার রসাতলের পর সলিল, তার পর সর্প-লোক, তার পর পূর্বের আকাশ জল প্রভৃতি। এই সকলের তত্ত্ব দেবগণেরও দৃষ্টান্ত।

জীবের নিঃশ্বাস নেই, দেহ নষ্ট হ'লে জীব দেহান্তরে যায়। কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে গেলে অগ্নি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীরত্যাগের পর জীবও সেইরূপ আকাশে ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাশ্বাই দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন।

সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে। ধর্ম ও অর্থ হ'লেই সুখের উৎপত্তি হয়, যার শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নেই সেই সুখ অনুভব করে। স্বর্গে নিত্য সুখ, ইহলোকে সুখদুঃখ দুইই আছে, নরকে কেবল দুঃখ। সুখই পরমপদার্থ।

যদিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমি সদাচারের বিধি শুনতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম বললেন, সদাচারই সাধুদের লক্ষণ, অসাধুরা দুরাচার। প্রাতঃকালে শৌচের পর দেবতাদের তর্পণ করে নদীতে অবগাহন করবে। সূর্যোদয় হ'লে নিদ্রা যাবে না। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পূর্ব- ও পশ্চিম-মুখ হয়ে সার্বব্রাহ্মী জপ করবে। হস্ত পদ মুখ আদ্র ক'রে মৌনী হয়ে ভোজন করবে। অতিথি স্বামী ও ভৃত্যদের সঙ্গে সমানভাবে ভোজন করাই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট নদীর হৃদয়ের ন্যায় অমৃততুল্য। যিনি মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তিনি যজ্ঞে সংস্কৃত মাংসও খাবেন না। উদীয়মান সূর্য এবং নন্দা পরস্মীকে দেখবে না। সূর্যের অভিমুখে মদ্রত্যাগ, নিজের পদরীষ দর্শন এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্র শয়ন ও ভোজন করবে না। জ্যেষ্ঠার 'তুমি' বলবে না।

তার পর যদিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীষ্ম অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জপাংস্টান ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বললেন।

১৮। বরাহরূপী বিষ্ণু — যজ্ঞে অহিংসা — প্রাণদণ্ডের নিন্দা

যদিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কৃষ্ণ তির্ষগযোনিতে বরাহরূপে কেন জন্মেছিলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে নরক প্রভৃতি বলদর্পিত অসুরগণ দেবগণের সমুদ্বিধে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তাদের উৎপীড়নে বসুমতী ভারাক্রান্ত ও কাতর হলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে

বিষ্ণু দানবগণকে সংহার করবেন। তার পর মহাতেজা বিষ্ণু বরাহের মূর্তি ধারণ করে ভূগর্ভে গিয়ে দানবদের প্রতি খাবিত হলেন। তাঁর নিনাদে ঝিলোক বিস্কন্দ হ'ল, দানবগণ বিষ্ণুতেজে মোহিত ও গতাস্ হ'য়ে পতিত হ'ল। মহর্ষিগণ স্তব করলে বরাহরূপী বিষ্ণু রসাতল থেকে উদ্ভূত হলেন। সেই মহামোহনী ভূতভাবন পশ্মনাত বিষ্ণুর প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দূর হয়েছিল।

তার পর যদুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত করে অহিংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। — পুরাকালে রাজা বিচখ্যু গোমেধ-যজ্ঞে নিহত বুকের দেহ দেখে এবং গোসকলের আত্ননাদ শুনে কাতর হয়ে এই আশীর্বাদ করেছিলেন — গোজাতির স্বস্তি হ'ক। যারা মৃত ও সংশয়গ্রস্ত নাস্তিক তারাই যজ্ঞে পশুবধের প্রশংসা করে। ধর্মাত্মা মনু সকল কর্মে অহিংসারই উপদেশ দিয়েছেন। সর্বভূতে অহিংসাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধূর্তেরাই সূরা মৎস্য মাংস মধু ও কুশরাস্ন ভোজন প্রবর্তিত করেছে, বেদে এসকলের বিধান নেই। সকল যজ্ঞেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জেনে ব্রাহ্মণগণ পায়স ও পুতপ দ্বারাই অর্চনা করেন। শূদ্রস্বভাব মহাত্মাদের দ্বারা কিছ্র উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে নিবেদন করা যেতে পারে।

যদুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না দিয়েও রাজা কোন উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেন? ভীষ্ম বললেন, আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন। — দ্যুমৎসেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন অপরাধীকে সত্যবানের নিকট আনা হ'লে সত্যবান বললেন, পিতা, অবস্থাবিশেষে ধর্ম অধর্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মরূপে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হ'তে পারে না। দ্যুমৎসেন বললেন, দস্যুদের বধ না করলে নানা দোষ ঘটে; দুষ্টের দমনের নিমিত্ত বধদণ্ড আবশ্যিক, নতুবা ধর্মরক্ষা হয় না। অন্য উপায় যদি তেমনার জানা থাকে তো বল।

সত্যবান বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে ব্রাহ্মণের অধীন করা কর্তব্য। কেউ যদি ব্রাহ্মণের বাক্য না শোনে তবে ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাবেন, তখন রাজা তাকে দণ্ড দেবেন। অপরাধীর কর্ম নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না করে বধদণ্ড দেওয়া অন্যায়। একজনকে বধ করলে তার পিতা মাতা পত্নী পুত্র প্রভৃতিরও প্রাণ-সংশয় হয়। অসাধুলোকেও পরে সজ্ঞান হ'তে পারে, অসাধুরও সাধু সন্তান

হ'তে পারে, অভাব সমূলে সংহার করা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্তি অন্য রূপেও হ'তে পারে, যথা ভয়প্রদর্শন, বন্ধন (কারাদণ্ড), বিরূপকরণ প্রভৃতি। অপরাধী যদি পুরোহিতের শরণাগত হয়ে বলে — আর এমন কর্ম করব না, তবে তাকে প্রথম বারে মার্জনা করাই উচিত। মান্যগণ্য লোকের প্রথম অপরাধ ক্ষমাহ, বার বার অপরাধ দণ্ডনীয়।

দ্যুমৎসেন বললেন, পূর্বে লোকেরা সদৃশ্য সত্যনিষ্ঠ ও মৃদুস্বভাব ছিল, যিক্কারেই তাদের যথেষ্ট দণ্ড হ'ত। তার পর বাগদণ্ড (তিরস্কার) ও অর্থদণ্ড প্রচলিত হয়, সম্প্রতি বধদণ্ড প্রবর্তিত হয়েছে। এখন অপরাধীকে বধদণ্ড দিয়েও অন্যান্য লোককে দমন করা যায় না। কথিত আছে, দস্যু কারও আত্মীয় নয়, তার সঙ্গে কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যারা শ্মশান থেকে শবের বস্ত্রাদি এবং ভূতাবিষ্ট লোকের ধন হরণ করে, শপথ করিয়ে তাদের শাসন করা যায় না।

সত্যবান বললেন, যদি অহিংস উপায়ে অসাধুকে সাধু করা অসাধ্য হয় তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার করুন। কিন্তু যদি ভয় দেখিয়ে শাসন করা সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপূর্বক বধ করা অকর্তব্য। রাজা সদাচারী হ'লে প্রজাও সেইরূপ হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন ইতর লোকে তারই অনুসরণ করে। যে রাজা নিজেকে সংযত না করে অন্যকে শাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস করে। নিজের বন্ধু ও আত্মীয়কেও কঠোর দণ্ড দিয়ে শাসন করা উচিত। আয়ু, শক্তি ও কাল বিচার করে রাজা দণ্ডবিধান করবেন। জীবগণের প্রতি অনুদম্পা করে স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, যিনি সত্যার্থী (ব্রহ্মলাভেচ্ছা) তিনি মহৎ কর্মের ফল কদাচ ত্যাগ করবেন না।

১৯। বিষয়তৃষ্ণা — বিষ্ণুর মাহাত্ম্য — জবরের উৎপত্তি

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমরা অতি পাপী ও নিষ্ঠুর অর্থের নিমিত্ত আত্মীয়গণকে সংহার করেছি। যাতে অর্থতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় তার উপায় বলুন।

ভীষ্ম বললেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মান্ডব্যকে বিদেহরাজ জনক এই কথা বলেছিলেন। — আমার কিছুই নেই, তথাপি সূত্রে জীবনযাপন করি। মিথিলা দখল হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। সকল সমৃদ্ধিই দুঃখের কারণ। সমস্ত ঐহিক সূখ এবং স্বর্গীয় সূখ তৃষ্ণাক্ষয়জনিত দুঃখের ষোড়শাংশের একাংশও

নয়। বৃষের দেহবৃদ্ধির সঙ্গে যেমন তার শৃঙ্গও বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ধনবৃদ্ধির সঙ্গে বিষয়তৃষ্ণাও বর্ধিত হয়। সামান্য বস্তুতেও যদি মমতা হয় তবে তা নষ্ট হ'লে দঃখ হয়; অতএব কামনা ত্যাগ করাই উচিত। জ্ঞানী লোকে সর্বভূতকে আপনার তুল্য মনে করেন এবং কৃতকৃত্য ও বিশদম্মাচিন্ত হলে সবই ত্যাগ করতে পারেন। মন্দবৃদ্ধি লোকের পক্ষে যা ত্যাগ করা দঃসাধ্য, দেহ জীর্ণ হ'লেও যা জীর্ণ হয় না, যা আমরণস্থায়ী রোগের তুল্য, সেই বিষয়তৃষ্ণাকে যিনি ত্যাগ করেন তিনিই সূখী হন।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিন্তু আমাদের চেয়ে দঃখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজ্য ত্যাগ করে সম্মাসখর্ম গ্রহণ করতে পারব যাতে সকল দঃখের অবসান হবে?

ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, ঐশ্বৰ্য্যকে দোষজনক মনে ক'রো না। তোমরা ধর্মজ্ঞ, ঐশ্বৰ্য্য সত্ত্বেও শমদমাদি সাধন দ্বারা যথাকালে মোক্ষলাভ করবে। উদ্যোগী পুরুষের অবশ্যই ব্রহ্মলাভ হয়। পুরাকালে দৈত্যরাজ বৃহ যখন নির্জিত রাজ্যহীন ও অসহায় হয়ে শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করছিলেন তখন শূদ্রাচার্য্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দানব, তুমি পরাজিত হয়েছ কিন্তু দঃখিত হও নি কেন? বৃহ বললেন, আমি সংসার ও মোক্ষের তত্ত্ব জানি সেজন্য আমার শোক বা হর্ষ হয় না। পূর্বে আমি ত্রিলোক জয় করেছিলাম, তপস্যা দ্বারা ঐশ্বৰ্য্য লাভ করেছিলাম, কিন্তু আমার কর্মদোষে সব নষ্ট হয়েছে। এখন আমি ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রে শোকহীন হয়েছি। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় আমি ভগবান হরিনারায়ণ সনাতন বিষ্ণুকে দেখেছিলাম, যার কেশ মৃগজড়ের ন্যায় পীতবর্ণ, শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, যিনি সর্বভূতের পিতামহ। আমার সেই পুণ্যের ফল এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, তারই প্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন করছি — ব্রহ্ম কোথায় অবস্থান করেন? জীব কি প্রকারে ব্রহ্ম লাভ করে?

এই সময়ে মহামুনি সনৎকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন। শূদ্র তাঁকে বললেন, আপনি এই দানবরাজের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করুন। সনৎকুমার বললেন, মহাবাহু, এই জগৎ বিষ্ণুতেই অবস্থান করছে, তিনিই সমস্ত সৃষ্টি এবং লয় করেন। তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না; যিনি ইন্দ্রিয়সংযম ও চিন্তাশোধন করেছেন, যার বৃদ্ধি নির্মল হয়েছে, তিনিই পরলোকে মোক্ষলাভ করেন। স্বর্ণকার যেমন বহুবীর অগ্নিতে নিক্ষেপ করে অতি যত্নে স্বর্ণ শোধন করে, জীবও সেইরূপ বহুবীর জন্মগ্রহণ করে কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করে।

যেমন অল্প পদ্মের সংস্পর্শে তিলসর্বপাদি নিজ গন্ধ ত্যাগ করে না, কিন্তু বার বার বহু পদ্মের সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে পদ্মগন্ধে বাসিত হয়, সেইরূপ বহুব্যবহার জন্মগ্রহণ করে মানুষ আসক্তিজনিত দোষ থেকে মুক্ত হয়। যার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তিনি মন দ্বারা অনুসন্ধান করে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার এবং অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন।

সনৎকুমারের উপদেশ শোনার পর দানবরাজ বৃহ যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পরমর্গাতি লাভ করলেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, সনৎকুমার যার কথা বলেছিলেন, এই জনার্দন কৃষ্ণই কি সেই ভগবান? ভীষ্ম বললেন, এই মহাত্মা কেশব সেই পরমপদ্মরূষের অষ্টমাংশ। ইনিই জগতের স্রষ্টা এবং প্রলয়কালে সমস্ত বিনষ্ট হলে ইনিই পুনর্ব্যবহার জগৎ সৃষ্টি করেন; এই বিচিত্র বিশ্ব এতেই অবস্থান করছে। ধর্মরাজ, তোমরা শুদ্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, ব্রতপালনও করেছ। মৃত্যুর পরে তোমরা দেবলোকে যাবে, তার পর আবার মর্ত্যলোকে আসবে; পুনর্ব্যবহার দেবলোকে সুখ-ভোগ করে সিম্মগণের পদ লাভ করবে। তোমাদের ভয় নেই, সকলে সুখে কালযাপন কর।

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, বৃহ ধার্মিক ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হলেন কি করে? ভীষ্ম বললেন, যুদ্ধকালে বৃহের অতি বিশাল মূর্তি দেখে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হয়েছিল। তিনি বৃহ কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে মূর্ছিত হলে বশিষ্ঠ তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মবৈষ্ণবের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ইন্দ্রের দেহে নিজের তেজ এবং বৃহের দেহে জ্বররোগ সংক্রামিত করে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি বজ্র দ্বারা তোমার শত্রুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বজ্রপ্রহার করে বৃহকে পাতিত করলেন। মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করছিলেন তখন তাঁর ঘর্ষিবিন্দু থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জ্বর। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব জ্বরকে নানা-প্রকারে বিভক্ত করেছিলেন। হস্তিমস্তকের তাপ, পর্বতের শিলাজ্বল, জলের শৈবাল, ভূজঙ্গের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, ভূমির উষরতা, পশুর দাঁষ্টরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখোদ্ভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেঘের পিণ্ডভেদ, শূকর হিকা, এবং শাদ্রালের শ্রম, এই সকলকে জ্বর বলা হয়।

২০। দক্ষযজ্ঞ

মহাভারতবক্তা বৈশম্পায়নকে জনমেজয় বললেন, মহর্ষি, বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কिरূপে নষ্ট এবং পুনর্বীর অন্তর্স্থিত হয়েছিল তা আপনি বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন, পুরাকালে হিমালয় পর্বতের পৃষ্ঠে পবিত্র গঙ্গাম্বারে দক্ষ প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের আরোজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে দেব দানব গন্ধর্ব, আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ প্রভৃতি, ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ ও পিতৃগণ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। জরায়ুজ্ঞ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ জীবও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সমাগত সকলকে দেখে দধীচি মূর্খ হয়ে বললেন, যে অন্তর্স্থানে মহেশ্বর রুদ্র পূজিত হন না তা যজ্ঞও নয় ধর্মও নয়। ঘোর বিপদ আসন্ন হয়েছে, মোহবশে তা কেউ বন্ধুতে পারছে না। এই ব'লে মহাযোগী দধীচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতী এবং তাঁদের নিকটে উপবিষ্ট নারদকে দেখলেন। দধীচি বললেন, সকলে একযোগে মন্ত্রণা ক'রে মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। তখন তিনি যজ্ঞস্থান থেকে স'রে গিয়ে বললেন, যে লোক অপূজ্যের পূজা করে এবং পূজ্যের পূজা করে না সে নরহত্যার সমান পাপ করে। আমি সত্য বলছি, এই যজ্ঞে জগৎপতি যজ্ঞভোক্তা পশুপতি আসছেন, তোমরা সকলেই দেখতে পাবে।

দক্ষ বললেন, এখানে শূলপাণি জটাজুটধারী একাদশ রুদ্র উপস্থিত রয়েছেন, আমি মহেশ্বর রুদ্রকে চিনি না। দধীচি বললেন, তোমরা সকলে মন্ত্রণা ক'রেই তাঁকে বর্জন করেছ। শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আমি জানি না। তোমরা এই বিপুল যজ্ঞ পণ্ড হবে। দক্ষ বললেন, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকারী; আমি এই সূর্যপাশে রক্ষিত মন্ত্রপুত্র হ'বি তাঁকেই নিবেদন করব।

এই সময়ে কৈলাসশিখরে দেবী ভগবতী ক্ষুধা হয়ে বললেন, আমি কিরূপ দান ব্রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পতি যজ্ঞের অর্ধ বা একতৃতীয় ভাগ পেতে পারেন? মহাদেব বললেন, দেবী, তুমি কি আমাকে জ্ঞান না? তোমার মোহের জন্যই ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোক মোহাবিষ্ট হয়েছে। সকল যজ্ঞে আমারই স্তব করা হয়, আমার উদ্দেশ্যেই সামগান হয়, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ আমারই অর্চনা করেন, অধ্বয়গণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবী বললেন, অতি প্রাকৃত (অশিক্ষিত গ্রাম্য) লোকেও স্ত্রীলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব করে। মহাদেব বললেন,

আমি অস্ত্রপ্রশংসা করছি না, যজ্ঞের জন্য আমি যা সৃষ্টি করছি দেখ। এই ব'লে মহাদেব তাঁর মূখ থেকে এক ঘোরদর্শন রোমহর্ষকর পদ্রুঘ সৃষ্টি করলেন; তাঁর মূখ অতি ভয়ংকর, শরীর অগ্নিশিখায় ব্যাস্ত, বহু হস্তে বহু আরুঘ। বীরভদ্র নামক এই পদ্রুঘ কৃতাজলি হয়ে বললেন, কি আজ্ঞা করছেন? মহেশ্বর বললেন, দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস কর।

বীরভদ্র তাঁর রোমকূপ থেকে রোম্য নামক রদ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলেন। মহেশ্বরীও ভীমরূপা মহাকালীর মূর্তি ধারণ করে বীরভদ্রের অনুগমন করলেন। এঁরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হ'লে দেবগণ চ্তস্ত হলেন, পর্বত বিদীর্ণ ও বসুন্ধরা কম্পিত হ'ল, বায়ু ঘূর্ণিত এবং সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'তে লাগল, সমস্ত জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন হ'ল। বীরভদ্রের অনুচরগণ যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ উৎপাটিত ও দগ্ধ করে সকলকে প্রহার করতে লাগল। তারা অন্ন মাংস পায়স প্রভৃতি খেয়ে ও নষ্ট করে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দেখিয়ে হতবুদ্ধি করে, এবং সুরনারীদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল। রদ্রকর্মা বীরভদ্র যজ্ঞস্থল দগ্ধ এবং যজ্ঞের(১) শিরশ্ছেদন করে ঘোর সিংহনাদ করলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাজলি হয়ে বললেন, আপনি কে? বীরভদ্র উত্তর দিলেন, আমি রদ্র নই, ইনিও দেবী ভগবতী নন; আমরা ভোজনের জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আসি নি, এই যজ্ঞ নষ্ট করতেই এসেছি। ভগবতীকে ক্ষুব্ধ দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি রদ্রকোপে উৎপন্ন বীরভদ্র, ইনি ভগতীর কোপ হ'তে বিনিসৃত ভদ্রকালী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপতির শরণ নাও; অন্য দেবতার নিকট বরলাভ অপেক্ষা মহাদেবের ক্রোধে পড়াও ভাল।

দক্ষ প্রণিপাত করে মহেশ্বরের স্তব করতে লাগলেন। তখন সহস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান মহাদেব অগ্নিকুণ্ড থেকে উত্থিত হয়ে সহস্রামুখে দক্ষকে বললেন, বল, কি চাও। দক্ষ ভয়ে আকুল হয়ে সাশ্রুদ্রনয়নে বললেন, ভগবান, এই যজ্ঞের জন্য বহু যজ্ঞে আমি যেসকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম তা দগ্ধ ভিক্ষিত ও নাশিত হয়েছে; যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই বর দিন — আমার যজ্ঞ যেন নিষ্ফল না হয়। ভগবান বিরূপাক্ষ বললেন, তথাস্তু। তখন দক্ষ নতজানু হয়ে অষ্টোত্তর সহস্র নাম পাঠ করে ভগবান বৃষভধ্বজের স্তব করলেন।

(১) সৌপ্তিকপর্ব ৭-পরিচ্ছেদে আছে, যজ্ঞ মৃগরূপে পালিয়েছিলেন।

২১। আসক্তিত্যাগ — শূক্ৰের ইতিহাস

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা কিরূপে আসক্তি থেকে মুক্ত হ'তে পারেন তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, সগরের প্রস্নের উত্তরে অরিশটনেমি যা বলেছিলেন শোন। — মোক্ষসুখই প্রকৃত সুখ, স্নেহপাশে বন্ধ মূঢ় লোকে তা বদ্বতে পারে না। যখন দেখবে যে পুত্রেরা যৌবন পেয়েছে এবং জীবিকানির্বাহে সমর্থ হয়েছে তখন তাদের বিবাহ দেবে, এবং নিজে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যথাসুখে বিচরণ করবে। পুত্রবৎসলা বৃদ্ধা ভাৰ্যাকেও গৃহে রেখে মোক্ষের অবেষণে যত্নবান হবে। পুত্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দিয়সুখ ভোগ করার পর সংসার ত্যাগ ক'রে নিম্প্ৰহ হয়ে বিচরণ করবে। যদি মোক্ষের অভিলাষ থাকে তবে আমার অভাবে পরিবারবর্গ কি ক'রে জীবিকানির্বাহ করবে — এমন চিন্তা করবে না। জীব স্ময়ং উৎপন্ন হয়, স্ময়ং বর্ধিত হয়, এবং স্ময়ং সুখদুঃখ ভোগ ক'রে পরিশেষে মৃত্যুর কবলে পড়ে। সকল জীবই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বিধাতা কর্তৃক বিহিত ভক্ষ্য লাভ করে। মানুষ মৎপিণ্ডের তুল্য এবং সর্বদা পরতন্ত্র, তার পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা করা বৃথা। মরণের পর তুমি স্বজনের সুখদুঃখ কিছুই জানতে পারবে না; তোমার জীবদ্দশায় এবং তোমার মরণের পর তারা স্বকর্ম অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করবে, এই বদ্বখে তুমি নিজের হিতের চেষ্টা কর। জঠরাগ্নিই ভোক্তা এবং ভোজ্য অন্ন সোম স্মরূপ — এই জ্ঞান যাঁর হয়, এবং যিনি নিজেকে এই দুই হ'তে স্বতন্ত্র মনে করেন, যিনি সুখদুঃখে লাভালাভে জয়পরাজয়ে সমবৃন্দী, যিনি জানেন যে ইহলোকে অর্থ দল্লভ এবং ক্লেশই সুলভ, তিনিই মুক্তিলাভ করেন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, দেবর্ষি উশনা (শূক্ৰ) কেন দেবতাদের বিপক্ষে থেকে অসুরদের প্রিয়সাধন করতেন, তাঁর শূক্ৰ নাম কেন হ'ল, তিনি (গ্রহরূপে) আকাশের মধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, এইসকল বিবৃত ক'রে আপনি আমার কৌতুহল নিবৃত্ত করুন। ভীষ্ম বললেন, বিষ্ণু শূক্ৰের মাতা (১) কে বধ করেছিলেন সেজন্য শূক্ৰ দেববৈষী হন। একদিন তিনি যোগবলে কুবেরকে বন্ধ ক'রে তাঁর সমস্ত

(১) ভৃগুপত্নী। দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসুরগণ এঁর আশ্রমে শরণ নিয়েছিলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন নি, এজন্য বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করেন।

ধন হরণ করলেন। কুবেরের অভিযোগ শুনে মহাদেব শূলহস্তে শত্রুকে মারতে এলেন, তখন শত্রু শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শত্রুকে ধরে মূখে পুরে গ্রাস করে ফেললেন। তার পর তিনি মহাহুদের জলমধ্যে দশ কোটি বৎসর তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায় শত্রুরও উৎকর্ষলাভ হ'ল। মহাদেব জল থেকে উঠলে শত্রু বহির্গত হবার জন্য বার বার প্রার্থনা করলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, তুমি আমার শিশ্ন দিয়ে নির্গত হও। শিশ্নপথে নির্গত হওয়ায় উশনার নাম শত্রু হ'ল এবং তিনি আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন। শত্রুকে দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শূল উদ্যত করলেন। তখন ভগবতী বললেন, শত্রু এখন আমার পুত্র হ'ল, তোমার উদর থেকে যে বহির্গত হয়েছে সে বিনষ্ট হ'তে পারে না। মহাদেব সহাস্যে বললেন, শত্রু যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।

২২। সুলভা-জনক-সংবাদ

বৃদ্ধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাস্রম তপস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে সুলভা ও জনকের এই প্রাচীন ইতিহাস বললেন। — সত্যযুগে মিথিলায় জনক (১) নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্মধ্বজ। তিনি সন্ন্যাসধর্ম মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে রাজ্য-শাসন করতেন। সুলভা নামে এক ভিক্ষুকী (সন্ন্যাসিনী) রাজর্ষি জনকের খ্যাতি শুনে তাঁকে পরীক্ষা করবার সংকল্প করলেন এবং যোগবলে মনোহর রূপ ধারণ করে মিথিলার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সৌন্দর্য দেখে রাজা বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজ্য প্রভৃতি দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তার পর সুলভা যোগবলে নিজের সত্ত্ব বৃদ্ধি ও চক্ষু জনকের সত্ত্ব বৃদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করলেন (২)।

সুলভার অভিপ্রায় বৃদ্ধিতে পেরে জনক তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ করে সহাস্যে বললেন, দেবী, তুমি কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ? তোমার সম্মানের জন্য আমি নিজের তত্ত্বজ্ঞানলাভের বিষয় বলছি শোন। বৃন্দ মহাত্মা পুণ্ড্রশিখ আমার গুরু, তাঁর কাছেই আমি সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব শিখেছি। আসক্তি মোহ ও স্বেচ্ছাচারিণ্য থেকে মুক্ত হয়ে আমি পরমবৃদ্ধি লাভ করেছি। যদি একজন আমার দক্ষিণ বাহুতে চন্দন লেপন করে এবং অপর একজন আমার বাম

(১) মিথিলার সকল রাজাকেই জনক বলা হ'ত।

(২) অর্থাৎ সুলভা তাঁর চক্ষুশরীর দ্বারা জনকের দেহে ভর করলেন।

বাহু ছেদন করে তবে দুজনকেই আমি সমদৃষ্টিতে দেখব। নিঃস্ব হ'লেই মোক্ষলাভ হয় না, ধনী হ'লেও হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সন্ন্যাসিনী, তোমাকে স্নেহময়ী সন্দরী ও যুবতী দেখাচ্ছি, তুমি যোগসিদ্ধি কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় হচ্ছে। কার সাহায্যে তুমি আমার রাজ্যে ও রাজভবনে এসেছ, কোন উপায়ে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছ? তুমি ব্রাহ্মণী, আমি ক্ষত্রিয়; তুমি সন্ন্যাসিনী হয়ে মোক্ষের অন্বেষণ করছ, আমি গৃহস্থশ্রমে আছি; আমাদের মিলন হ'তে পারে না। যদি তোমার পতি জীবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্য পরপত্নী। তুমি আমাকে পরাজিত ক'রে নিজের উন্নতি করতে চাচ্ছ। স্বামী-পত্নীভবের যদি পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা বিষতুল্য। অতএব আমাকে ত্যাগ ক'রে তোমার সন্ন্যাসধর্ম পালন কর।

জনকের কথায় বিচলিত না হয়ে স্নেহা বললেন, মহারাজ, যেমন কাষ্ঠের সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূলের সঙ্গে জলবিন্দু, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রাণীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না, ইন্দ্রিয়গণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। চক্ষু নিজেকে দেখে না, কর্ণ নিজেকে শোনে না, একই হ'লেও পরস্পরকে জানতে পারে না। তুমি যদি নিজেকে এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কর তবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই বস্তু আমার, এই বস্তু আমার নয় — এই সন্দেহ থেকে তুমি যদি মুক্ত হয়ে থাক, তবে তোমার প্রশ্ন নিরর্থক। তুমি মোক্ষের অধিকারী না হয়েই নিজেকে মুক্ত মনে কর। কুপথ্যভোজীর যেমন ঔষধসেবন, সমদৃষ্টিহীন লোকের মোক্ষের অভিমান সেইরূপ বৃথা। তুমি যদি জীবন্মুক্ত হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কি অপকার হবে? পশ্চাদ্বে গেলের ন্যায় আমি নির্লিপ্তভাবে তোমার দেহে আছি; এতে যদি তোমার স্পর্শজ্ঞান হয় তবে পঞ্চশিখের উপদেশ বৃথা হয়েছে। আমি তোমার সজাতি, রাজর্ষি প্রধানের বংশে আমি জন্মেছি, আমার নাম স্নেহা। যোগ্য পতি না পাওয়ায় আমি মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী হয়েছি, সেই ধর্ম জানবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ পেলে ভিক্ষুক যেমন সেখানে রাত্রিযাপন করে, সেইরূপ আমি তোমার শরীরে এক রাত্রি বাস করব। মিথিলারাজ, তোমার কাছে আমি সম্মান ও আতিথ্য পেয়েছি; তোমার শরীরের মধ্যে এক রাত্রি শয়ন ক'রে কাল আমি প্রস্থান করব।

স্নেহার যুক্তিসম্মত ও অর্থযুক্ত বাক্য শুনে জনক রাজা উত্তর না দিয়ে নীরবে রইলেন।

২৩। ব্যাসপুত্র শূক — নারদের উপদেশ

যদ্যধিষ্ঠিত বললেন, পিতামহ, ব্যাসের পুত্র ধর্মাচ্ছা শূক কিপ্রকারে জন্ম-গ্রহণ ও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে মহাদেব ও শৈলরাজসদৃশ ভবানী ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সুমেরুর শৃঙ্গে বিহার করতেন। ব্যাসদেব পুত্রকামনায় সেখানে তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে বললেন, শৈবায়ন, তুমি অগ্নি বায়ু জল ভূমি ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পুত্র লাভ করবে, সে ব্রহ্মপরায়ণ হয়ে নিজ তেজে ত্রিলোক আবরণ করে যশস্বী হবে।

বরলাভ করে ব্যাস অগ্নি উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অরণি কাষ্ঠ নিয়ে মন্থন করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঘৃতাচী অঙ্গুরাকে দেখে ব্যাস কামাবিষ্ট হলেন। তখন ঘৃতাচী শূক পক্ষিণীর রূপ ধারণ করলেন। ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, তাঁর শূক অরণিকাষ্ঠের উপর স্থলিত হ'ল; তথাপি তিনি মন্থন করতে লাগলেন। সেই অরণিতে শূকদেব জন্মগ্রহণ করলেন। শূকের মন্থনে উৎপন্ন এজন্য তাঁর নাম শূক হ'ল। তখন গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে সুমেরুশিখরে এসে শিশূকে স্নান করালেন, শূকের জন্য আকাশ থেকে ব্রহ্মচারীর ধারণীয় দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন পতিত হ'ল এবং দিব্য বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব-অঙ্গরাদের নৃত্যগীত হ'তে লাগল। মহাদেব ভগবতীর সঙ্গে এসে সদ্যোজাত মূনিপুত্রের উপনয়ন-সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র দিলেন। বহু সহস্র হংস, শতপত্র (কাঠঠোকরা), সারস, শূক, চাষ (নীলকণ্ঠ) প্রভৃতি শূভসূচক পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মমাত্র সমস্ত বেদ শূকের আয়ত্ত হ'ল। তিনি বৃহস্পতির নিকট সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।

শূকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি মোক্ষধর্মের উপদেশ দিন। ব্যাস তাঁকে নিখিল যোগ ও কাপিল (সাংখ্য) শাস্ত্র শিখিয়ে বললেন, তুমি মিথিলায় জনক রাজার কাছে যাও, তিনি তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবেন। শূকদেব সুমেরু-শৃঙ্গ থেকে যাত্রা করে ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ অতিক্রম করলেন এবং চীন হ্রদ প্রভৃতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে আর্ষাবর্তে এলেন। তার পুত্র মিথিলার রাজ-ভবনে উপস্থিত হয়ে দুই কক্ষা (মহল) অতিক্রম করে তিনি অমরাবতীতুল্য তৃতীয় কক্ষায় প্রবেশ করলেন। সেখানে পঞ্চাশ জন রূপবতী বারাগ্ণনা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে সুস্বাদু অন্ন নিবেদন করলে। জিতেন্দ্রিয় শূকদেব সেইসকল নারীগণে পরিবৃত হয়ে নির্বিকারচিত্তে এক দিবসরাত্র যাপন করলেন।

পরদিন জনক রাজা মস্তকে অর্ঘ্য ধারণ ক'রে তাঁর গুরুদত্ত শত্ৰুদেবের কাছে এলেন। যথার্থি সংবর্ধনা ও কুশলজিজ্ঞাসার পর শত্ৰুদেবের প্রশ্নের উত্তরে জনক ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শত্ৰু বললেন, মহারাজ, যার মনে রাগম্বেষাদি ম্বন্স নেই এবং শাস্বত জ্ঞানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও কি ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বাস করতে হবে? জনক বললেন, জ্ঞানবিজ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না এবং গুরুদত্ত উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার ও কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ না হয় সেজন্যই ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম বিহিত হয়েছে। একে একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন ক'রে ক্রমশঃ শত্ৰুশত্ৰু কর্ম ত্যাগ করলে মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু বহু জন্মের সাধনার ফলে যার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

তার পর জনক মোক্ষবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন। শত্ৰুদেব আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়ে হিমালয়ের পূর্ব দিকে তাঁর পিতার নিকট উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব সেখানে সন্মন্ত বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও শৈল এই চার শিষ্যের সঙ্গে শত্ৰুদেবকেও বেদাধ্যয়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে শিষ্যগণ এই বর প্রার্থনা করলেন, ভগবান, আমরা চার জন এবং গুরুদত্ত শত্ৰু — এই পাঁচ জন ভিন্ন আর কেউ যেন বেদের প্রতিষ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের বহু প্রচার কর; শিষ্য ব্রতচারী ও পুণ্যাত্মা ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চরিত্র পরীক্ষা না ক'রে বেদশিক্ষা দান করবে না। শিষ্যগণ তুষ্ট হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন এবং ব্যাসকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করলেন এবং অগ্নিহোত্রাদির মন্ত্র রচনা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যাপনা ক'রে বিখ্যাত হলেন।

শিষ্যগণ চলে গেলে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রের সঙ্গে নীরবে বসে রইলেন। সেই সময়ে নারদ এসে বললেন, হে বশিষ্ঠবংশীয় মহর্ষি, বেদধ্বনি শুনছি না কেন, তুমি নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষ্যগণের বিচ্ছেদে আমার মন নিরানন্দ হয়েছে। নারদ বললেন, বেদের দোষ বেদপাঠ না করা, ব্রাহ্মণের দোষ ব্রত না করা, পৃথিবীর দোষ বাহীক (১) দেশ, স্ত্রীলোকের দোষ কোতুহল। অতএব তুমি পুত্রের সঙ্গে বেদধ্বনি কর, রাক্ষসভয় দূর হ'ক।

নারদের বাক্যে হৃষ্ট হয়ে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বেদপাঠ করতে লাগলেন। সেই সময়ে প্রবলবেগে বায়ু বইতে লাগল; অনধ্যাকাল বিবেচনা ক'রে

ব্যাস তাঁর পুত্রকে নিবারণ করলেন। শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, এই ব্যাস কোথা থেকে এল? আপনি ব্যাসের বিষয় বলুন। ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান ও প্রাণ এই পাঁচ ব্যাসের ক্রিয়া বিবৃত করে তাদের অন্য পাঁচ নাম বললেন — সংবহ উদবহ বিবহ আবহ ও প্রবহ। তিনি আরও দুই ব্যাসের নাম বললেন — পরিবহ ও পরাবহ। তার পর তিনি বললেন, এই সকল ব্যাস দ্বারা ই মেঘের সঞ্চার, বিদ্যুৎপ্রকাশ, সমুদ্র হ'তে জলশোষণ, মেঘের উৎপত্তি, বারিবর্ষণ, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি সাধিত হয়।

ব্যাসবেগ শান্ত হ'লে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রকে আবার বেদপাঠের অনুরোধ দিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। শুকদেব নারদকে বললেন, দেবর্ষি, ইহলোকে যা হিতকর আপনি তার সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নারদ বললেন, পুত্রাকালে ভগবান সনৎকুমার এই বাক্য বলেছিলেন। —

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সদ্ধম্ ॥
নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষ্যেচ্ছয়ং রক্ষ্যেচ্চ মৎসরাৎ।
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামান্যানং তু প্রমাদতঃ ॥
আনুশংস্যাং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্ বিদ্যাতে পরম্ ॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূতহিতমতান্তমেতৎ সত্যং মতো মম ॥

— বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসক্তির তুল্য দঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সদ্ধম নেই। ক্রোধ হ'তে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতরতা হ'তে নিজের শ্রীকে, মান-অপমান হ'তে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হ'তে আত্মাকে সর্বদা রক্ষা করবে। অনুশংসতাই পরম ধর্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে; যা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতকর তাই আমার মতে সত্য। —

ন হিংস্যাং সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুবর্ষীত কেনচিৎ ॥
মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোহতীতমনুশোচতি।
দঃখেন লভতে দঃখং দ্বাবনর্থো প্রপদ্যতে ॥ ...
ভৈষজ্যমেতদ্ দঃখস্য যদেতন্মানুচিন্তয়েৎ।
চিন্ত্যমানং হি ন ব্যোতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ধতে ॥

— কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য আচরণ করবে; এই মানবজন্ম পেয়ে কারও সঙ্গে শত্রুতা করবে না। যদি কেউ মরে, বা কোনও বস্তু নষ্ট হয়, তবে সেই অতীত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দুঃখ হ'তেই দুঃখ পেয়ে শ্বিগদ্ব অনর্থ ভোগ করে। চিন্তা না করাই দুঃখনিবারণের ঔষধ; চিন্তা করলে দুঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায়। —

ব্যার্থিভিমংখ্যমানাং তাজতাং বিপদলং ধনম্।
বেদনাং নাপকর্ষন্তি যতমানাশ্চিকিৎসকাঃ॥
তে চাতিনিপদৃগা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভূতোষধাঃ।
ব্যার্থিভিঃ পরিকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যাধৈরিবার্দিতাঃ॥
কে বা ভূবি চিকিৎসন্তে রোগাতর্নান্ মৃগপক্ষিণঃ।
শ্বাপদানি দরিদ্রাংশ্চ প্রাপ্যো নাতা ভবন্তি তে॥
ঘোরানপি দুরাধর্ষান্ নৃপতীনৃপগ্রতেজসঃ।
আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশদান্ পশদৃগা ইব॥

— ব্যাধিতে ক্লিষ্ট হয়ে যাদের বিপদে ধন ত্যাগ করতে হয়, চিকিৎসকগণ যত্ন করেও তাদের মনোবেদনা দূর করতে পারেন না। অতিনিপদৃগা অভিজ্ঞ বৈদ্যগণ, যাঁরা ঔষধ সম্বল করে রাখেন, ব্যাধ কতৃক নিপীড়িত মৃগের ন্যায় তাঁরাও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হন। পৃথিবীতে রোগাতর্নান্ মৃগ পক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্র লোককে কে চিকিৎসা করে? এরা প্রায়ই পীড়িত হয় না। পশু যেমন প্রবলতর পশু কতৃক আক্রান্ত হয়, অতি দুর্ধর্ষ উগ্রতেজা নৃপতিও সেইরূপ রোগের কবলে পড়েন।

দেবর্ষি নারদ শৃকদেবকে এইপ্রকার অনেক উপদেশ দিলেন। শৃকদেব ভাবলেন, স্ত্রীপুত্রাদি পালনে বহু ক্লেশ, বিদ্যার্জনেও বহু শ্রম; অল্প আয়্যাসে কি করে আমি শাস্বত স্থান লাভ করব যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে হবে না? শৃকদেব স্থির করলেন, তিনি যোগবলে দেহ ত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করবেন। তিনি নারদের অনুরূপ নিয়মে ব্যাসদেবের কাছে গেলেন। ব্যাস বললেন, পুত্র, তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু তৃপ্ত হ'ক। শৃকদেব উদাসীন স্নেহশূন্য ও সংশয়মুক্ত হয়ে পিতাকে ত্যাগ করে কৈলাস পর্বতের উপরে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি যোগাবলম্বন করে আকাশে উঠে সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং ব্যাসমণ্ডলের উর্ধ্ব গিয়ে ব্রহ্ম লাভ করলেন।

ব্যাসদেব স্নেহবশত পুত্রের অনাগমন করলেন এবং সরোদনে উচ্চস্বরে শৃক বলে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপী সর্বাঙ্গা সর্বতোমুখ শৃক স্থাবরজঙ্গম অনুরাদিত

ক'রে 'ভোঃ' শব্দে উত্তর দিলেন। তদবধি গিরিপাইর প্রভৃতিতে কিছু বললে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শুকদেব অন্তর্হিত হ'লে ব্যাসদেব পর্বতশিখরে বসে তাঁর পুত্রের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে মন্দাকিনীতীরে যে অসুরারা নগ্ন হয়ে ক্রীড়া করছিল তারা ব্যাসকে দেখে হস্ত ও লজ্জিত হ'ল, কেউ জলমধ্যে লীন হয়ে রইল, কেউ গুল্মের অন্তরালে গেল, কেউ পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণে স্তব্ধ হ'ল। এই দেখে পুত্রের অনাসক্তি এবং নিজের আসক্তি বৃদ্ধি ব্যাসদেব প্রীত (১) ও লজ্জিত হলেন। অনন্তর পিনাকপাণি ভগবান শংকর আবির্ভূত হয়ে পুত্রবিরহকাতর ব্যাসদেবকে সান্ধ্বনা দিয়ে বললেন, তোমার পুত্রের ও তোমার কীর্তি চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। মহামুনি, তুমি আমার প্রসাদে সর্বদা সর্বত্র নিজ পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে।

২৪। উজ্জ্বলধারীর উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি মোক্ষধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন আশ্রমবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। ভীষ্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদায়ক ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বিহিত আছে। ধর্মের বহু স্কার, ধর্মানুষ্ঠান কখনও বিফল হয় না। যার যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই তিনি অবলম্বন করেন। পুরাকালে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রকে যে উপাখ্যান বলেছিলেন তা শোন। —

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর অনেক পুত্র ছিল। তাঁর এই ভাবনা হ'ল — বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, এবং শিষ্টাচারসম্মত ধর্ম, এই তিনের মধ্যে কোন্টি তাঁর পক্ষে শ্রেয়। একদিন তাঁর গৃহে একজন ব্রাহ্মণ অতিথি এলে তিনি যথাবিধি সৎকার ক'রে নিজের সংশয়ের বিষয় জানালেন। অতিথি বললেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছু স্থির করতে পারি নি। কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ বা যজ্ঞ, বানপ্রস্থ, গাহস্থ্য, রাজধর্ম, গুরুনির্দিষ্ট ধর্ম, বাক্‌সংযম, পিতামাতার সেবা, অহিংসা, সত্যকথন, সম্মুখযুদ্ধে যরণ, অথবা উজ্জ্বলিতকেই শ্রেষ্ঠ মার্গ মনে করেন। আমার গুরুর নিকট শুনেছি, নৈমিষক্ষেত্রে গোমতীতীরে নাগাহবয় (নাগ নামক) নগর আছে, সেখানে পুষ্করিণী নামে এক মহানাগ বাস করেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি তোমার সংশয় ভঞ্জন করবেন।

(১) ব্যাস জানতেন যে অসুরারা জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার শূকরের সমক্ষে লজ্জিত হ'ত না।

পরদিন অতিথি চ'লে গেলে ব্রাহ্মণ নাগনগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বহু বন তীর্থ সরোবর প্রভৃতি অতিক্রম করে পশ্চিমভাগের পাহাড়ী নিকট উপস্থিত হলেন। ধর্মপরায়ণা নাগপত্নী বললেন, আমার পতি সূর্যের রথ বহন করবার জন্য গেছেন, সাত আট দিন পরে ফিরে আসবেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি গোমতীতীরে যাচ্ছি, সেখানে অম্পাহারী হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করব। পশ্চিমাভ যথাকালে তাঁর ভবনে ফিরে এলে নাগপত্নী তাঁকে জানালেন যে তাঁর দর্শনার্থী এক ব্রাহ্মণ গোমতীতীরে অনাহারে রয়েছেন, বহু অনুরোধেও তিনি আহার করেন নি, তাঁর কি প্রয়োজন তাও বলেন নি। পশ্চিমাভ তখনই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণ্য; কৃষক যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে সেইরূপ আমি এত দিন তোমার প্রতীক্ষা করেছি। আমার প্রয়োজনের কথা পরে বলব, এখন তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও — তুমি পর্যায়ক্রমে সূর্যের একচক্র রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্চর্য বিষয় কি দেখেছ?

পশ্চিমাভ বললেন, ভগবান রবি বহু আশ্চর্যের আধার। দেবগণ ও সিম্ম মৃদনিগণ তাঁর সহস্র রশ্মি আশ্রয় করে বাস করেন, তাঁর প্রভাবেই সমীরণ প্রবাহিত হয়, বর্ষার বারিপাত হয়; তাঁর মণ্ডলমধ্যবর্তী তেজোময় মহান আত্মা সর্বলোক নিরীক্ষণ করেন। তিনি বর্ষিত জল পবিত্র কিরণ স্ফারা আট মাস পুনর্বীর গ্রহণ করেন, তাঁর জন্যই এই বসন্তের বীজ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে অনাদি অনন্ত পদ্রুদ্ব্যন্তম বিরাজ করেন। এইসকল অপেক্ষা আশ্চর্য আর কি আছে? তথাপি আরও আশ্চর্য যা দেখেছি তা শুনুন। একদিন মধ্যাহ্নকালে যখন ভাস্কর সর্বলোক তাপিত করছিলেন তখন তাঁর অভিমুখে শ্বিতীয় আদিত্যতুল্য দীপ্তিমান অপর এক পদ্রুদ্ব্যন্তম আশ্রিত দেখলাম। সূর্যদেব তাঁর দিকে দৃষ্ট হস্ত প্রসারিত করে সংবর্ধনা করলেন, সেই তেজোময় পদ্রুদ্ব্যন্তম সসম্মানে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সূর্যের রশ্মি-মণ্ডলে প্রবিষ্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে কে সূর্য তা আর বোঝা গেল না। আমরা সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান, শ্বিতীয়সূর্যতুল্য ইনি কে? সূর্য বললেন, ইনি অগ্নিদেব নন, অসুদ্র বা পম্বগও নন; ইনি উজ্জ্বল(১)-ব্রতধারী সম্মাধিনী ব্রাহ্মণ ছিলেন, অনাসক্ত এবং সর্বভূতহিতে রত হয়ে ফলমূল জীর্ণপত্র জল ও বায়ু ভক্ষণ করে প্রাণধারণ করতেন। মহাদেবকে তুষ্ট করে ইনি এখন সূর্যমণ্ডলে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, নাগ, তোমার কথা আশ্চর্য বটে। আমি প্রীত হয়েছি।

(১) ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া; অর্থাৎ অত্যন্ত উপকরণে জীবিকানির্বাহ।

তোমার কথায় আমি পথের সন্ধান পেয়েছি, তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি এখন প্রস্থান করব। পশ্মনাভ বললেন, ঈশ্বজপ্রের্ত, কোন্ প্রয়োজনে আপনি এসেছিলেন তা না বলেই যাবেন? বৃক্ষ্ম ল উপবিত পথিকের ন্যায় আমাকে একবার দেখেই চলে যাওয়া আপনার উচিত নয়। আমি আপনার প্রতি অনুরক্ত, আপনিও নিশ্চয় আমাকে স্নেহ করেন, আমার অনুরগণও আপনার অনুরক্ত, তবে কেন যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন? ব্রাহ্ম বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভুজঙ্গম, তোমার কথা মতার্থ। তুমিও যে, আমিও সে, তেঁয়ার আমার এবং সর্বভূতের একই সত্তা। তোমার কথায় আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমি পরমার্থলাভের উপায় স্বরূপ উজ্জ্বলিতই গ্রহণ করব। তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এই বলে ব্রাহ্ম প্রস্থান করলেন এবং ভৃগুবংশ-জাত চ্যবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উজ্জ্বলিত অবলম্বন করলেন।

অনুশাসনপর্ব

১। গৌতমী, ব্যাঘ, সর্প, মৃত্যু ও কাল

যদ্যধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি বহুপ্রকার শাস্তিবিষয়ক কথা বলেছেন, কিন্তু জ্ঞাতিবধজনিত পাপের ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শরে আবৃত কৃতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত দেখে আমি অবসন্ন হচ্ছি। আমরা যে নির্মদিত কর্ম করছি তার ফলে আমাদের গতি কিপ্রকার হবে? দুর্যোধনকে ভাগ্যবান মনে করি, তিনি আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যদি আমাদের প্রিয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দিন যাতে পরলোকে পাপমুক্ত হতে পারি। ভীষ্ম বললেন, মানুষ্যের আত্মা বিধাতার অধীন, তাকে পাপপন্থ্যের কারণ মনে করছ কেন? আমরা যে কর্ম করি তার হেতু অতি সুক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন। —

গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তাঁর পুত্র সর্পের দংশনে হতচেতন হয়। অর্জুনক নামে এক ব্যাঘ ব্রহ্ম হয়ে সর্পকে পাশবন্ধ করে গৌতমীর কাছে এনে বললে, এই সর্পাখ্য আপনার পুত্রহন্তা, বলুন একে কি করে বধ করব; একে অগ্নিতে ফেলব, না খণ্ড খণ্ড করে কাটব? গৌতমী বললেন, অর্জুনক, তুমি নির্বোধ, এই সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মারলে আমার পুত্র বেঁচে উঠবে না, একে ছেড়ে দিলে তোমারও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা করে কে অনন্ত নরকে যাবে?

ব্যাঘ বললে, আপনি যে উপদেশ দিলেন তা প্রকৃতিস্ব মানুষ্যের উপযুক্ত, কিন্তু তাতে শোকাভের সাম্ভবা হয় না। যারা শাস্তিকামী তারা কালবশে এমন হয়েছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রতিশোধ বোঝে তারা শত্রুনাশ করেই শোকমুক্ত হয়, এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে বধ করে আপনি শোকমুক্ত হ'ন। গৌতমী বললেন, যারা আমার ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ তাদের শোক হয় না; এই বালক নিয়তির বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সেজন্য আমি সর্পকে বধ করতে পারি না। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোপ অকর্তব্য, তাতে কেবল ষাডনা হয়।

তুমি এই সপকে ক্ষমা করে মৃতি দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনষ্ট করাই উচিত।

রাত্য় বার বার অনুরোধ করলেও গৌতমী সপবধে সম্মত হলেন না। তখন সেই সপ মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে বললে, মূর্খ অজ্ঞানক, আমার কি দোষ? আমি পরাধীন, ইচ্ছা করে এই বালককে দংশন করি নি, মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে করোছি; যদি পাপ হয়ে থাকে তবে মৃত্যুরই হয়েছে। ব্যাধ বললে, অন্যের বশবর্তী হলেও তুমি এই পাপকার্যের কারণ, সেজন্য বধযোগ্য। সপ বললে, কেবল আমিই কারণ নই, বহু কারণের সংযোগে এই কার্য হয়েছে। ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের প্রাণনাশের প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য।

সপ ও ব্যাধ যখন এইরূপ বাদানুবাদ করছিল তখন স্বয়ং মৃত্যু সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ওহে সপ, আমি কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তোমাকে প্রেরণ করোছি, অতএব তুমি বা আমি এই বালকের বিনাশের কারণ নই। জগতে স্থাবর জঙ্গম সূর্য চন্দ্র বিষ্ণু ইন্দ্র জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই কালের অধীন, অতএব তুমি আমার উপর দোষারোপ করতে পার না। সপ বললে, আপনাকে আমি দোষী বা নির্দোষী বলছি না, আমি আপনার প্রেরণায় দংশন করোছি — এই কথাই বলছি; দোষ নির্ধারণ আমার কার্য নয়। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুর কথা শুনলে, এখন আমাকে মৃতি দাও। ব্যাধ বললে, তুমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ হ'ল না, তুমি ও মৃত্যু উভয়েই এই বালকের বিনাশের কারণ, তোমাদের দ্বিক।

এমন সময় স্বয়ং কাল আবির্ভূত হয়ে ব্যাধকে বললেন, আমি বা মৃত্যু বা এই সপ কেউ অপরাধী নই, এই শিশু নিজ কর্মফলেই বিনষ্ট হয়েছে। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড থেকে ইচ্ছানুসারে বস্তু উৎপাদন করে, মানুষও সেইরূপ আত্মকৃত কর্মের ফল পায়। এই শিশু নিজেই তার বিনাশের কারণ।

গৌতমী বললেন, কাল বা সপ বা মৃত্যু কেউ এই বালকের বিনাশের কারণ নয়, নিজ কর্মফলেই এ বিনষ্ট হয়েছে, আমিও নিজ কর্মফলে পত্নহীন হয়েছি। অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান করুন, তুমিও সপকে মৃতি দাও। গৌতমী এইরূপ বললে কাল ও মৃত্যু চলে গেলেন, ব্যাধ সপকে ছেড়ে দিলে গৌতমীও শোকশূন্য হলেন।

উপাখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কর্মের ফল পেয়েছেন, তোমার বা দুর্যোধনের কর্মের জন্য তাঁদের মরণ হয় নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর।

২। সুদর্শন-ওষবতীর অতিথিসংকার

যদিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্মপরায়ণ হয়ে কি করে মৃত্যুকে জয় করতে পারে তা বলুন। ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলাছি শোন। — মাহিষ্মতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁর ঔরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সুদর্শনা নামে এক পরমরূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান অগ্নিদেবের অভিলাষ জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান করলেন এবং শুল্ক-স্বরূপ এই বর পেলেন যে অগ্নি সর্বদা মাহিষ্মতীতে অধিষ্ঠিত থাকবেন। সহদেব যখন দক্ষিণ দিক জয় করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেই অগ্নি দেখেছিলেন (১)। অগ্নিদেবের ঔরসে সুদর্শনার এক পুত্র হ'ল, তাঁর নাম সুদর্শন। সুদর্শনের সঙ্গে নৃগ রাজার পিতামহ ওষবানের কন্যা ওষবতীর বিবাহ হ'ল।

সুদর্শন পত্নীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে বাস করতে লাগলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে গৃহস্থাত্ম্যে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তিনি ওষবতীকে বললেন, তুমি অতিথিকে সর্বপ্রকারে তুষ্ট রাখবে, এমন কি প্রয়োজন হ'লে নির্বিচারে নিজেকেও দান করবে। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি তুমি কখনও অতিথিসেবার অবহেলা করবে না। কল্যাণী, অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ওষবতী তাঁর মস্তকে অঞ্জলি রেখে বললেন, তোমার আদেশ অবশ্যই পালন করব।

একদিন সুদর্শন কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে গেলে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে ওষবতীর কাছে এসে বললেন, আমি তোমার অতিথি, যদি গৃহস্থাত্ম্যে তোমার আস্থা থাকে তবে আমার সংকার কর। ওষবতী আসন ও পাদ্য দিয়ে বললেন, বিপ্র, আপনার কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন। ওষবতী অন্যান্য অভীষ্ট বস্তু প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তখন তিনি পতিত আজ্ঞা স্মরণ করে সলজ্জভাবে বললেন, তাই হ'ক, এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহাস্যে অন্য গৃহে গেলেন।

সুদর্শন ফিরে এসে পত্নীকে দেখতে না পেয়ে বার বার ডাকতে লাগলেন। ওষবতী তখন ব্রাহ্মণের বাহুপাশে বসে ছিলেন এবং নিজেকে উচ্ছিন্ন মনে করে পতিত আহ্বানের উত্তর দিলেন না। সুদর্শন আবার বললেন, আমার সাধনী পতিব্রতা সরলা পত্নী কোথায় গেল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার কিছই নেই। তখন কুটীরের

ভিতর থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, অগ্নিপদ্ম সন্দর্শন, আমি অতিথি ব্রাহ্মণ তোমার গৃহে এসেছি, তোমার ভাৰ্যা আমার প্রার্থনা পূরণ করছেন; তোমার যা উচিত মনে হয় কর।

সন্দর্শনের পশ্চাতে লৌহমুদগরধারী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছিলেন; তিনি স্থির করেছিলেন, সন্দর্শন যদি অতিথিসংকারবৃত্ত পালন না করেন তবে তাঁকে বধ করবেন। অতিথির কথা শুনে সন্দর্শন বিস্মিত হলেন, এবং ঈর্ষা ও ক্রোধ ত্যাগ করে বললেন, শ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার সূরত সম্পন্ন হ'ক, আমার প্রাণ পক্ষী এবং আর যা কিছু আছে সবই আমি অতিথিকে দান করতে পারি। আমি সত্য কথা বলেছি, এই সত্যম্বারা দেবতারা আমাকে পালন করুন অথবা দহন করুন। তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে ত্রিলোক অনুনাদিত করে বললেন, আমি ধর্ম, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছি। মৃত্যু সর্বদা তোমার রম্ভ অননুসন্ধান করছিলেন, তাঁকে তুমি জয় করেছ। নরশ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যে তোমার পতিব্রতা সাধনী পক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। ইনি তোমার এবং নিজের গুণে রক্ষিতা, ইনি যা বলবেন তার অন্যথা হবে না। এই ব্রহ্মবাদিনী নিজ তপস্যার প্রভাবে অর্ধশরীরী ম্বারা ওঘবতী নদী হয়ে লোকপাবন করবেন এবং অর্ধশরীরে তোমার অনঙ্গমন করবেন। তুমিও শরীরে এর সঙ্গে শাম্বত সনাতন লোক লাভ করবে। তুমি মৃত্যুকে পরাজিত করেছ, বীৰ্যবলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করেছ, গৃহস্থ ধর্ম ম্বারা কাম ক্রোধ জয় করেছ। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শত্ৰুবর্ণ সহস্র অশ্ব যোজিত রথে সন্দর্শন ও ওঘবতীকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ভীষ্ম যদুর্ধিস্তিরকে বললেন, গৃহস্থের পক্ষে অতিথিই পরমদেবতা, অতিথি পূজিত হ'লে যে শতচিন্তা করেন তার ফল শত যজ্ঞেরও অধিক। সাধুস্বভাব অতিথি যদি সমাদর না পান তবে তিনি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়ে এবং তার পদ্য নিয়ে প্রস্থান করেন। বৎস, গৃহস্থ সন্দর্শন যে প্রকারে মৃত্যুকে পরাস্ত করেছিলেন তার পদ্যময় আখ্যান তোমাকে বললাম।

৩। কৃতজ্ঞ শত্ৰু — দৈব ও পদ্যবকার — ভগ্নপদ্যময় স্তম্ভাব

যদুর্ধিস্তির বললেন, পিতামহ, আপনি অননুসন্ধান-ধর্মের ও ভক্তজনের গুণ-বর্ণনা করুন। ভীষ্ম বললেন, আমি একটি উপাখ্যান বলছি শোন। — কাশীরাজ্যের অরণ্যে এক ব্যাঘ মৃগবধের জন্য বিবলিস্ত বাণ নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট

হয়ে সেই বাণ একটি বিশাল বৃক্ষে বিম্ব হ'ল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শূকপক্ষী বহু কাল থেকে বাস করত। বিষের প্রভাবে বৃক্ষ ফলপত্রহীন ও শূন্য হয়ে গেল, কিন্তু আগ্রস্রদাতার প্রতি ভক্তির জন্য শূক সেই বনস্পতিকে ত্যাগ করলে না, অনাহারে ক্ষীণদেহে সেখানেই রইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমব্যাখী শূকের আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, পক্ষিশ্রেষ্ঠ শূক, তুমি এই ফলপত্রহীন শূক তবু ত্যাগ করে অন্যত্র যাচ্ছ না কেন? এই মহারণ্যে আগ্রস্রযোগ্য আরও তো অনেক বৃক্ষ আছে। শূক বললে, দেবরাজ, আমি এখানেই জন্মেছি এবং নিরাপদে প্রতিপালিত হয়েছি। আমি এই বৃক্ষের ভক্ত, এর দৃঃখে দৃঃখিত এবং অনন্যগতি। আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে কেন আমাকে অন্যত্র যেতে বলছেন? এই বৃক্ষ যখন সুস্থ ছিল তখন আমি এর আগ্রয়ে ছিলাম, আজ আমি কি করে একে ছেড়ে যেতে পারি? শূকের কথা শুনে ইন্দ্র অতিশয় প্রীত হলেন এবং তার প্রার্থনায় অমৃত সেচন করে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করলেন।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, বৃক্ষ যেমন শূককে আগ্রয় দিয়ে উপকৃত হয়েছিল, লোকেও সেইরূপ ভক্তজনকে আগ্রয় দিয়ে সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, দৈব ও পদ্রুশকার এই দুইএর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, এ সম্বন্ধে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশিষ্টকে যা বলেছিলেন শোন। — কৃষক তার ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে সেইরূপ ফল উৎপন্ন হয়; মানুষ্যও তার সংকর্ম ও অসংকর্ম অনুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতীত ফল উৎপন্ন হয় না, পদ্রুশকার ব্যতীত দৈবও সিদ্ধ হয় না। পণ্ডিতগণ পদ্রুশকারকে ক্ষেত্রের সহিত এবং দৈবকে বীজের সহিত তুলনা করেন। যেমন ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে, সেইরূপ পদ্রুশকার ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয়। ক্রীত পতির সহিত স্ত্রীর সহবাস যেমন নিষ্ফল, কর্ম ত্যাগ করে দৈবের উপর নির্ভরও সেইরূপ। পদ্রুশকার দ্বারাই লোকে স্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পান্ডিত্য লাভ করে। কৃপণ ক্রীত নিষ্কৃত্য অকর্মকারী দুর্বল ও যত্নহীন লোকের অর্থলাভ হয় না। পদ্রুশকার অবলম্বন করে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবে কিছুই পাওয়া যায় না। পদ্যাই দেবগণের আগ্রয়, পদ্যকর্ম দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায়, পদ্যশীল লোকে দৈবকেও অতিক্রম করেন। দৈবের প্রভু নই, শিষ্য যেমন গুরুর অনুসরণ করে দৈব সেইরূপ পদ্রুশকারের অনুসরণ করে।

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্ত্রীপদ্রুদেবের মিলনকালে কার স্পর্শসুখ অধিক হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক পদ্রুতন ইতিহাস বলছি শোন। — ভগ্নাস্বন নামে এক ধার্মিক রাজর্ষি পদ্রুতকামনায় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করে শত পদ্রু লাভ করেছিলেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিরই স্তুতি হয় এজন্য ইন্দ্র ঋদ্ধ হয়ে রাজর্ষির হিঙ্গ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন। একদিন ভগ্নাস্বন মগ্না করতে গেলে ইন্দ্র তাকে বিমোহিত করলেন। রাজা দিগ্ভ্রান্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর অশ্বকে জল খাইয়ে নিজে সরোবরে অবগাহন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ পেলেন। নিজের রূপান্তর দেখে রাজা অতিশয় লম্বিত ও চিন্তাকুল হলেন এবং কোনও প্রকারে অশ্বের পৃষ্ঠে উঠে রাজপদ্রুতে ফিরে গেলেন। তাঁর পত্নী পদ্রুগণ ও অন্যান্য সকলে তাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে এবং সকল ঘটনা বিবৃত করে রাজা তাঁর পদ্রুদের বললেন, আমি বনে যাব, তোমরা সদৃভাবে থেকে একত্র রাজ্য ভোগ কর।

স্ত্রীরূপী ভগ্নাস্বন বনে এসে এক তাপসের আগ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই তাপসের ঔরসে রাজার গর্ভে এক শ পদ্রু হ'ল। তিনি এই পদ্রুদের নিয়ে পূর্বজাত পদ্রুদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা আমার পদ্রুদ্ব অবস্থার পদ্রু, আমি স্ত্রী হবার পর এরা জন্মেছে। তোমরা এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ কর। ভগ্নাস্বনের উপদেশ অনুসারে তাঁর দুই শত পদ্রু একত্র রাজ্য ভোগ করতে লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আমি এই রাজর্ষির অপকার করতে গিয়ে উপকারই করেছি। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে রাজপদ্রুদের কাছে গিয়ে বললেন, যারা এক পিতার পদ্রু তাদের মধ্যেও সৌভ্রাতৃ থাকে না; কশ্যপের পদ্রু সদ্র ও অসদ্রগণের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। তোমরা রাজর্ষি ভগ্নাস্বনের পদ্রু, আর এরা একজন তপস্বীর পদ্রু; এরা তোমাদের পৈতৃক রাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শুনে রাজপদ্রুদের মধ্যে ভেদবৃদ্ধি হ'ল, তাঁরা যুদ্ধ করে পরস্পরকে বিনষ্ট করলেন।

পদ্রুদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভগ্নাস্বন কাঁদতে লাগলেন। তখন ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি আমাকে আহ্বান না করে আমার অপ্রিয় অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করেছিলে সেজন্য আমি তোমাকে নির্বাসিত করেছি। ভগ্নাস্বন পদানত হয়ে ক্ষমা চেয়ে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করলেন। ইন্দ্র বললেন, আমি তুষ্ট হয়েছি; বল, তোমার কোন পদ্রুদের পুনর্জীবন চাও — তোমার ঔরস পদ্রুদের, না গর্ভজাত পদ্রুদের? তাপসী-বেশী ভগ্নাস্বন কৃতাজলি হয়ে বললেন, আমার স্ত্রী লাভের পর যারা জন্মেছিল তাদেরই জীবিত করুন। ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, এই পদ্রুরা তোমার পদ্রুদ্ব

অবস্থার পদ্রুদের চেয়ে প্রিয় হ'ল কেন? ভগ্নাস্বন বললেন, দেবরাজ, পদ্রুদ্ব অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহই অধিক। ইন্দ্র প্রীত হয়ে বললেন, সত্যবাদিনী, আমার বরে তোমার সকল পদ্রুই জীবিত হ'ক। এখন তুমি পদ্রুদ্ব বা স্ত্রীকে কি চাও বল। রাজা বললেন, আমি স্ত্রীরূপেই থাকতে চাই। ইন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা বললেন, দেবরাজ, স্ত্রীপদ্রুদ্বের সংযোগকালে স্ত্রীরই অধিক সুখ হয়, আমি স্ত্রীভাবেই তুষ্ট আছি। ইন্দ্র 'তাই হ'ক' বলে চলে গেলেন।

৪। হরপার্বতীর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি জগৎপতি মহেশ্বর শম্ভুর নামসকল বলুন। ভীষ্ম বললেন, তাঁর নামকীর্তন আমার সাধ্য নয়। এই মহাবাহু কৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন, ইনিই তাঁর নাম ও গুণাবলী কীর্তন করুন।

ভীষ্মের অনুরোধ শুনে বাসুদেব বললেন, ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণও মহাদেবের সকল তত্ত্ব জানেন না, মানুষ কি করে জানবে? আমি তাঁর কথা কিণ্ডিৎ বলছি শুনুন। অনন্তর কৃষ্ণ জলস্পর্শ করে শূচি হয়ে বলতে লাগলেন। — একদা জাম্ববতী আমাকে বললেন, তুমি পূর্বে মহাদেবের আরাধনা করেছিলে, তার ফলে রুদ্রাঙ্গীর গর্ভে চারদেব সূচারু চারবেশ যশোধর চারশ্রবা চারদ্বশা প্রদাম্ন ও শম্ভু এই আট জন পদ্রু জন্মেছে; তাদের তুল্য একটি পদ্রু আমাকেও দাও! জাম্ববতীর অনুরোধ শুনে আমি পিতা মাতা, রাজা আহক (১) ও বলরাম প্রভৃতির অনুমতি নিয়ে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে হিমালয় পর্বতে গেলাম। সেখানে মহর্ষি ব্যাসপাদের পদ্রু উপমনার আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার অভিলাষ জানালে তিনি বললেন, তুমি যাকে চাচ্ছ সেই ভগবান মহেশ্বর সপত্নীক এখানেই থাকেন। বাল্যকালে আমি ক্ষীরাম খেতে চাইলে জননী আমাকে বল্লৈছিলেন, বৎস, আমরা বনবাসী তাপস, আমাদের গাভী নেই, ক্ষীরাম কোথায় পাব? যদি শংকরকে প্রসন্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। ডাঁড় পর আমি বহু কাল তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করলাম। তাঁর প্রসাদে আমি অজর অমর সর্বজ্ঞ ও সুদর্শন হয়েছি এবং বন্ধুগণের সহিত অমৃততুল্য ক্ষীরাম ভোজন করতে পাচ্ছি। মহাদেব সর্বদা আমার আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন। মাধব, আমি দিব্যনেত্রে

(১) উগ্রসেনের পিতা, অথবা উগ্রসেন।

দেখাছি তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতীর নিকট চম্বিশটি বর লাভ করবে।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মদনবর উপমন্ডুর ইতিহাস শুনেন আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নিলাম এবং মস্তকমন্ডন করে ঘটান্তদেহে দন্ড-কুশ-চীর-মেখলা ধারণ করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলাম। ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীর সহিত আবির্ভূত হলেন। আমি চরণে পতিত হয়ে স্তব করলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার প্রার্থনা শুনেন আটটি বর দিলেন — ধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠা, যুদ্ধে শত্রুনাশের শক্তি, শ্রেষ্ঠ যশ, পরম বল, যোগসিদ্ধি, লোকপ্রিয়তা, মহাদেবের নৈকট্য, এবং শত শত পুত্র। তার পর জগন্মাতা ভবানীও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আটটি বর দিলেন — শ্বিজ্ঞগণের প্রতি অক্ৰোধ, পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, পরম ভোগ, কুলে প্রীতি, মাতার প্রসাদ, শাস্তিলাভ, এবং দক্ষতা। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহা-প্রভাবান্বিত হবে, মিথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজার ষোল ভাষা হবে, তোমার প্রতি তাদের প্রীতি থাকবে, তোমার ধনধান্যাদি অক্ষয় হবে, তুমি বন্ধ্যাদের অতিশয় প্রিয় হবে, তোমার শরীর কমণীয় হবে, এবং তোমার গৃহে প্রত্যহ সাত হাজার অতিথি ভোজন করবে। তার পর আমি উপমন্ডুর কাছে ফিরে এসে তাঁকে বর-প্রাপ্তির সংবাদ দিলাম, তিনি প্রীত হয়ে মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং স্থির, স্থান, প্রভু, প্রবর, বরদ, বর, সর্বাঙ্গ্য প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত নাম কীর্তন করলেন। হর-পার্বতীর আরাধনা করেই আমি জাম্ববতীর পুত্র শাম্বকে পেয়েছিলাম।

৫। অষ্টাবক্রের পরীক্ষা

যদ্বিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, পাণিগ্রহণকালে যে ‘সহধর্ম’ বলা হয় তার উদ্দেশ্য কি? পতিপত্নীর এক সঙ্গে ঋষিপ্রোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, না প্রজাপতি-বিহিত সন্তানোৎপাদন, না অসুরধর্মানুযায়ী কেবল ইন্দ্রিয়সেবা? ভীষ্ম বললেন, আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন। — বদান্য নামক ঋষির কন্যা সুপ্রভার রূপগুণে মগ্ন হয়ে অষ্টাবক্র তাঁর পাণি প্রার্থনা করেছিলেন। বদান্য বললেন, আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু প্রথমে তুমি উত্তর দিকে যাত্রা করবে এবং হিমালয় পর্বত ও কুবেরভবন অতিক্রম করে ভগবান রুদ্রের আবাস দেখে এক রমণীয় বনে উপস্থিত হবে। সেখানে এক বৃক্ষা তপস্বিনী আছেন; তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলে আমার কন্যাকে পাবে।

অষ্টাবক্র উত্তর দিকে যাওয়া করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক হ্রদের নিকটে এসে রত্ন ও রত্নাণীর পূজা করলেন। তার পর এক দৈব বৎসর (মানুষের ৩৬০ বৎসর) কুবেরের আতিথ্য ভোগ করে কৈলাস মন্দির ও সন্মেরু পর্বত অতিক্রম করলেন এবং রমণীয় বনের মধ্যে একটি দিব্য আগ্রমে উপস্থিত হলেন। সেই আগ্রমে কুবেরালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি কাণ্ডনময় ভবন ছিল। অষ্টাবক্র সেই ভবনের স্واره এসে বললেন, আমি অতিথি এসেছি। তখন সাতটি রূপবতী মনোহারিণী কন্যা এসে তাঁকে বললে, ভগবান, ভিতরে আসুন। অষ্টাবক্র মৃগ্য হয়ে ভবনের অভ্যন্তরে গেলেন এবং দেখলেন সেখানে এক বৃন্দা রমণী শূদ্র বসন পরে সর্বাভরণে ভূষিত হয়ে পর্ষদে বসে আছেন। পরস্পর অভিবাদনের পর বৃন্দা অষ্টাবক্রকে বললেন, আপনি বসুন। অষ্টাবক্র বললেন, এইসকল নারীদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবতী ও শান্ত-প্রকৃতি তিনি এখানে থাকুন, আর সকলে নিজ নিজ গৃহে চলে যান। কন্যারা অষ্টাবক্রকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেল, কেবল বৃন্দা রইলেন।

অষ্টাবক্র শয্যায় শুয়ে বৃন্দাকে বললেন, রাত্রি গভীর হয়েছে, তুমিও শোও। বৃন্দা অন্য এক শয্যায় শুলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মহর্ষির শয্যায় এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অষ্টাবক্র কান্টপ্রাচীরের ন্যায় নির্বিকার হয়ে আছেন দেখে বৃন্দা দঃখিত হয়ে বললেন, বিপ্রর্ষি, প্রফুল্ল হও, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তোমার তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমার এবং এই সমস্ত ধনের প্রভু। অষ্টাবক্র বললেন, আমি পরদারগমন করি না। আমি বিষয়ভোগে অনিভক্ত, ধর্মপালনের জন্যই সন্তান কামনা করি, পুত্রলাভ হলে আমার সদগতি হবে। তুমি ধর্ম স্মরণ কর, অন্যায় উপরোধ করো না; যদি তোমার অন্য প্রার্থনা কিছু থাকে তো বল। বৃন্দা বললেন, তুমি এখানে বাস কর, ক্রমশঃ দেশ কাল বুঝে মতি স্থির করতে পারবে এবং কৃতকৃত্য হবে। অষ্টাবক্র সম্মত হয়ে সেখানেই রইলেন, কিন্তু সেই বৃন্দার জীর্ণ দেহ দেখে তাঁর কিছুমাত্র অনুরাগ হ'ল না। তিনি ভাবতে লাগলেন, ইনিই কি এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শাপের ফলে বিরূপা হয়েছেন?

পরদিন বৃন্দা অষ্টাবক্রের সর্বদেহে তৈল মর্দন করে তাঁকে সমস্ত স্নান করিয়ে দিলেন এবং অমৃততুল্য স্নানাদি অন্ন খেতে দিলেন। রাত্রিকালে তাঁরা পূর্বের ন্যায় পৃথক শয্যায় শুলেন এবং অর্ধরাত্রি বৃন্দা পুনর্বার মহর্ষির শয্যায় এলেন। মহর্ষি বললেন, পরদারে আমার আসক্তি নেই, তুমি নিজের শয্যায় যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক। বৃন্দা বললেন, আমি স্বতন্ত্রা, কারও পত্নী নই; যদি অন্য স্ত্রীর সংসর্গে আপত্তি থাকে তবে আমাকে বিবাহ কর। মহর্ষি বললেন, নারীর স্বাভাব্য কোনও

কালে নেই; কৌমারে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্ধক্যে পুত্র তাকে রক্ষা করে। বৃদ্ধা বললেন, আমি কন্যা, ব্রহ্মচর্য পালন করি, আমাকে বিবাহ কর, প্রত্যাখ্যান করো না।

সহসা বৃদ্ধার রূপান্তর হ'ল, তিনি সর্বাভরণভূষিতা পরমরূপবতী কন্যার আকৃতি ধারণ করলেন। অষ্টাবক্র আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মহর্ষি বদান্য আমাকে পরীক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন; তাঁর দৃহিতাকে ত্যাগ করে কি এই পরমসুন্দরী কন্যাকেই গ্রহণ করব? আমার কামদমনের শক্তি ও ধৈর্য আছে, আমি সত্য থেকে চ্যুত হব না। তিনি সেই কন্যাকে বললেন, তুমি কিজন্য নিজের রূপ পরিবর্তন করলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যবিক্রম ব্রাহ্মণ, আমি উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মহর্ষি বদান্যের অনুরোধে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, তুমি উত্তীর্ণ হয়েছে। জেনে রাখ যে স্ত্রীজাতি চপলা, স্ত্রীবিরা স্ত্রীরও কামজ্বর হয়। দেবতারা তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন, তুমি নির্বিঘ্নে গৃহে ফিরে যাও এবং বাঙ্কিতা কন্যাকে বিবাহ করে পুত্রলাভ কর।

তার পর অষ্টাবক্র বদান্যের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, বদান্য তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যাকে দান করলেন। অষ্টাবক্র শুভনক্ষত্রযোগে সুপ্রভাকে বিবাহ করে নিজ আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। (১)

৬। ব্রহ্মহত্যাভূল্য পাপ — গঙ্গান্নাহার্য — মৃত্যু

বুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ব্রহ্মহত্যা না করলেও কোন কর্মে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়? ভীষ্ম বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আমি যা শুনছি তাই বলছি।— যে লোক ভিক্ষা দেব বলে ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দৃবৃদ্ধি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, পিপাসার্ত গোসমূহের জলপানে যে বাধা দেয়, শ্রুতি বা মনুনিপ্রণীত শাস্ত্র যে অনভিজ্ঞতার জন্য দৃষিত করে, রূপবতী দৃহিতাকে যে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান না করে, স্ত্রীজাতিকে যে অধার্মিক মৃত অকারণে মর্ম্মান্তিক দংশন দেয়, যে লোক চক্ষুহীন পঙ্গু বা জড়ের সর্বস্ব হরণ করে, যে মৃত

(১) বুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের সঙ্গে এই উপাখ্যানের কি সম্বন্ধ তা স্পষ্ট নয়। বোধ হয় প্রতিপাদ্য এই, যে প্রজাপতিবিহিত সন্তানোৎপাদনের জন্যই সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন।

আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে অগ্নিপ্রদান করে — তারা সকলেই ব্রহ্মহত্যাকারীর সমান।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কোন্ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়? কোন্ নদী পুণ্যতম? ভীষ্ম বললেন, এক সিন্ধু ব্রাহ্মণ এক শিলবন্তি (উল্লবন্তি) ব্রাহ্মণকে যা বলেছিলেন শোন। — সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বতই শ্রেষ্ঠ যার মধ্য দিয়ে সরিদ্‌বরা গঙ্গা প্রবাহিত হন। তপস্যা ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ ও দানের যে ফল, গঙ্গার আরাধনাতেও সেই ফল। যারা প্রথম বয়সে পাপকর্ম করে পরে গঙ্গার সেবা করে তারাও উত্তম গতি পায়। হংসাদি বহুবিধ বিহঙ্গে সমাকীর্ণ গোষ্ঠসম্মিত গঙ্গাকে দেখলে লোকে স্বর্গও বিস্মৃত হয়। গঙ্গাদর্শন গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গায় অবগাহন করলে উর্ধ্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষের সদগতি হয়।

যদুধিষ্ঠির বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কোন্ উপায়ে ব্রাহ্মণকে পেতে পারে? ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণ্য অতি দুর্লভ, বহুবার জন্মগ্রহণের পর লোকে ব্রাহ্মণ হতে পারে। আমি এক পুরুষজন ইতিহাস বলছি শোন। কোনও ব্রাহ্মণের মতঙ্গ নামে একটি গৃধ্রবান পুত্র ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত উপকরণ সংগ্রহ করে আনতে বললেন। মতঙ্গ একটি গর্দভযোজিত রথে যাত্রা করলেন, কিন্তু অঙ্গবয়স্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে চলল। মতঙ্গ রুদ্ধ হয়ে গর্দভের নাসিকায় বার বার কষাঘাত করতে লাগলেন। গর্দভ যখন তার মাতার কাছে উপস্থিত হ'ল তখন পুত্রের নাসিকায় ক্ষত দেখে গর্দভী বললে, বৎস, দুর্ভাগ্যবান হ'য়ে না, এক চন্ডাল তোমাকে চালিত করছে, ব্রাহ্মণ এমন নিষ্ঠুর হয় না। এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছে, শিশুর উপর এর দয়া নেই। মতঙ্গ রথ থেকে নেমে গর্দভীকে বললেন, কল্যাণী, আমাকে চন্ডাল বলছ কেন, আমার মাতা কি করে দুষিত হয়েছেন সত্য বল। গর্দভী বললে, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্র নাপিতের ঔরসে জন্মেছ, এজন্য তুমি ব্রাহ্মণ নও, চন্ডাল।

মতঙ্গ তখনই গৃহে ফিরে এসে পিতাকে গর্দভীর বাক্য জ্ঞানালেন এবং ব্রাহ্মণ্য লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। তিনি সহস্রাধিক বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র বার বার এসে তাঁকে বললেন, তুমি চন্ডাল হয়ে জন্মেছ, ব্রাহ্মণ্য পেতে পার না, অন্য বর চাও। অবশেষে মতঙ্গ যখন বদ্বলেন, যে ব্রাহ্মণ্যলাভ অসম্ভব তখন তিনি ইন্দ্রকে বললেন, আপনার বরে আমি যেন কামচারী কামরূপী বিহঙ্গ হই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলেই যেন আমার পূজা করে, আমার

কীর্তি যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং কামিনীগণের পূজনীয় হবে, দিলোকে অতুল কীর্তি লাভ করবে।

৭। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন — বীতহব্যের ব্রাহ্মণস্বাম্য

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শুনোছি রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হয়েও বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছিলেন। আপনি তাঁর ইতিহাস বলুন। ভীষ্ম বললেন, মনুর পুত্র শর্বাতির বংশে রাজা বৎস জন্মগ্রহণ করেন; বৎসের দুই পুত্র, হৈহয় বা বীতহব্য, এবং তালজঙ্ঘ। বীতহব্যের দশ পত্নীর গর্ভে এক শ বেদজ্ঞ ও অম্রবিশারদ পুত্র জন্মেছিলেন; তাঁরা কাশীরাজ হর্ষবকে এবং পরে তাঁর পুত্র সুদেবকে যদুশ্বে বধ করেন। তার পর সুদেবের পুত্র দিবোদাস বারাগসীর রাজ্য হলেন এবং গঙ্গার উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করলেন। বীতহব্যের পুত্রগণ আবার আক্রমণ করলে মহারাজ দিবোদাস তাঁদের সঙ্গে সহস্র দিন ঘোর যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন এবং বৃহস্পতিপুত্র ভরম্বাজের শরণাপন্ন হলেন। ভরম্বাজ তাঁকে আশ্রয় দিয়ে এক যজ্ঞ করলেন, তার ফলে দিবোদাসের প্রতর্দন নামে একটি পুত্র হ'ল।

প্রতর্দন জন্মগ্রহণ করেই ত্রয়োদশবর্ষীয়ের ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। তিনি সমস্ত বেদ ও ধনুর্বেদে শিক্ষিত হ'লে ভরম্বাজ যোগবলে তাঁর দেহে প্রবিষ্ট হয়ে সর্বলোকের তেজ সমাধিষ্ট করলেন। দিবোদাস তাঁর পরাক্রান্ত পুত্রকে দেখে হৃষ্ট হয়ে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তার পর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন গঙ্গা পার হয়ে বীতহব্যের নগর আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে বীতহব্যের পুত্রগণ ছিন্নমস্তক হয়ে পতিত হলেন। তখন বীতহব্য পলায়ন করে মহর্ষি ভৃগুর শরণ নিলেন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসরণ করে ভৃগুর আশ্রমে এলেন। স্থাবিধি সংকার করে ভৃগু বললেন, মহারাজ, কি প্রয়োজন বল। প্রতর্দন বললেন, মহর্ষি, এখানে বীতহব্য আশ্রয় নিয়েছেন, আপনি তাঁকে ত্যাগ করুন; তাঁর শত পুত্র আমার পিতৃকুল ও কাশীরাজ্য ধ্বংস করেছে। আমি তাদের বিনষ্ট করেছি, এখন বীতহব্যকে বধ করলেই পিতৃগণের নিকট স্বর্ণমুদ্র হ'ব। ধর্মাত্মা ভৃগু শরণাগত বীতহব্যের প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রতর্দন হৃষ্ট হয়ে ভৃগুর পাদস্পর্শ করে বললেন, ভগবান, তাই হ'ক, তাতেই আমি কৃতকৃত্য

হয়েছি, বীৰ্যবান বীতহব্যকে জ্ঞাতিত্যাগে বাধ্য করেছি। আপনি প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দিন, আমি এখন ফিরে যাই।

সর্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে সেইরূপ বীতহবোর উদ্দেশে এই কঠোর বাক্য বলে প্রতর্দন প্রস্থান করলেন। ভৃগুর বাক্যপ্রভাবে বীতহব্য ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মবাদী হয়ে গেলেন। গৃৎসমদ নামে তাঁর এক রূপবান পুত্র হয়েছিল, অসুররা তাঁকে ইন্দ্র মনে করে নিপীড়িত করেছিল। ঋগ্বেদে গৃৎসমদের কথা আছে। তাঁর অশ্বস্তন ম্বাদশ পুত্রুষ প্রমতি, তাঁর পুত্র রুদ্র, যিনি প্রমদবরাকে বিবাহ করেছিলেন। রুদ্রর পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র মহাস্মা শোনক। ভৃগুর অনুগ্রহে বীতহব্য ও তাঁর বংশধরগণ সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন।

৮। ব্রাহ্মণসেবা — সংপাত্র ও অসংপাত্র

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন কার্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ? ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণসেবাই রাজার শ্রেষ্ঠ কার্য। একদিন ইন্দ্র জটোথারী ও উষ্মলিপ্ত হয়ে ছন্দ্রবেশে অসুররাজ শম্বরের কাছে এসে বললেন, তুমি কিরূপ আচরণের ফলে স্বজাতীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছ? শম্বর বললেন, আমি ব্রাহ্মণদের ঈর্ষা করি না, তাঁদের শাস্ত্রীয় কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তাঁদের মতেই চলি। আমি ব্রাহ্মণদের নিকট অপরাধী হই না, সর্বদা তাঁদের পূজা করি। মধুমক্ষিকা যেমন চক্রমধ্যে মধুনিষেক করে, তাঁরা সেইরূপ আমাকে সদুপদেশে তৃপ্ত করেন। তাঁরা যা বলেন সমস্তই আমি মেধা দ্বারা গ্রহণ করি। এই কারণেই আমি তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হই।

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, অপরিচিত, দীর্ঘকাল আগ্রহত, এবং দূরদেশ হতে অভ্যগত, এই ত্রিবিধ মনুষ্যের মধ্যে কাকে সংপাত্র মনে করা উচিত? কাকে দান করলে উত্তম ফল হয়? ভীষ্ম বললেন, তুমি যে ত্রিবিধ মনুষ্যের কথা বললে তাঁরা সকলেই সংপাত্র, তাঁদের কেউ গৃহস্থ, কেউ সন্ন্যাসী। তাঁদের সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করা কর্তব্য, কিন্তু ভৃত্যদের পীড়ন করে দান করলে অনুচিত। ঋষিক পুরোহিত আচার্য শিষ্য কুটুম্ব বান্ধব যদি শাস্ত্রজ্ঞ ও অসুয়াশন্য হন তবে সকলেই দানের যোগ্য পাত্র। সাবধানে পরীক্ষার পর দান করা উচিত। যার অক্লোদ্য সত্য-নিষ্ঠা অহিংসা তপস্যা সরলতা অনভিমান লজ্জা সহিষ্ণুতা জিতেন্দ্রিয়তা ও মনঃসংযম আছে এবং যিনি অকার্য করেন না তিনিই সম্মানের পাত্র। যে বেদ ও

শাস্ত্র মানে না এবং সর্ববিষয়ে নিয়মহীন সে অসংপাঠ। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী ও বেদানন্দক, নিরর্থক তর্কবিদ্যার অনুরক্ত, সভায় হেতুবাদ দ্বারা জয়ী হ'তে চায়, যে কটুভাষী বহুবক্তা ও মূঢ়, তাকে কুক্করের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করা উচিত।

৯। স্ত্রীজাতির কুৎসা — বিপদলের গদরূপস্বীকৃতি

যদ্যধিষ্ঠিত বললেন, পিতামহ, শোনা যায় স্ত্রীজাতি লঘুচিত্ত এবং সকল দোষের মূল। আপনি তাদের স্বভাব সম্বন্ধে বলুন। ভীষ্ম বললেন, আমি তোমাকে নারদ ও পদ্মচলী (বেশ্যা) পঞ্চচূড়ার কথা বলছি শোন। — একদিন নারদ বিচরণ করতে করতে ব্রহ্মলোকবাসিনী অঙ্গরা পঞ্চচূড়াকে দেখতে পেলেন। নারদ বললেন, সুন্দরী, স্ত্রীজাতির স্বভাব কিপ্রকার তা আমি তোমার কাছে শুনতে ইচ্ছা করি। পঞ্চচূড়া বললেন, আমি স্ত্রী হলে স্ত্রীজাতির নিন্দা করতে পারব না, এমন অনুরোধ করা আপনার উচিত নয়। নারদ বললেন, তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয়, সত্য কথায় দোষ নেই। তখন চারুহাসিনী পঞ্চচূড়া বললেন, দেবর্ষি, নারীদের এই দোষ যে তারা সদবংশীয়া রূপবতী ও সম্ভবা হ'লেও সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। ধনবান রূপবান ও বশীভূত পতির জন্যও তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না, যে পদ্রুদ্ব কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাণ্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক পদ্রুদ্বের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই, পদ্রুদ্বের বয়স বা রূপ তারা বিচার করে না। রূপমোহনবতী সদবেশা ঈশ্বরীণীকে দেখলে কুলস্মরীও সেইরূপ হ'তে ইচ্ছা করে। পদ্রুদ্ব না পেলে তারা পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সদরূপ পদ্রুদ্ব দেখলেই তাদের ইন্দ্রিয়-বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও অগ্নি — এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।

প্রসংগক্রমে ভীষ্ম বললেন, পুরাকালে বিপদল যেপ্রকারে তাঁর গদরূপস্বীকৃতি রক্ষা করেছিলেন তা বলছি শোন। — দেবশর্মা নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর পত্নীর নাম রুচি। অতুলনীর সুন্দরী রুচির উপর ইন্দ্রের লোভ ছিল। দেবশর্মা স্ত্রীচ্যুর ও ইন্দ্রের পরস্মীলালসা জানতেন সেজন্য রুচিকে সাবধানে রক্ষা করতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রিয়শিষ্য বিপদলকে বললেন, আমি যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, তুমি

তোমার গুরুপত্নীকে সাবধানে রক্ষা করবে। সুরেশ্বর ইন্দ্র রুচিকে সর্বদা কামনা করেন; তিনি বহুপ্রকার মায়ী জানেন, বজ্রধারী ক্রীড়াটী, চন্ডাল, জটাচীরগণ, কুরূপ, রূপবান, যদুবা, বৃন্দ, ব্রাহ্মণ বা অন্য বর্ণ, পশুপক্ষী বা মক্ষিকামশকাদি রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি বায়রূপেও এখানে আসতে পারেন। তুমি কুরূর যেমন যজ্ঞের ঘৃত লেহন করে, সেইরূপ দেবরাজ যেন রুচিকে উত্তর করে।

দেবশর্মা চলে গেলে বিপদ ভাবলেন, মায়াবী ইন্দ্রকে নিবারণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, আমি পৌরুষ ম্বারা গুরুপত্নীকে রক্ষা করতে পারব না। অতঃপর আমি যোগবলে এঁর শরীরে প্রবেশ করে পশ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় নির্লিপ্ত হয়ে অবস্থান করব, তাতে আমার অপরাধ হবে না। এইরূপ চিন্তা করে মহাতপা বিপদ রুচির নিকটে বসলেন এবং নিজের নেত্রাশ্রম রুচির নেত্রে সংযোজিত করে বায়ু যেমন আকাশে যায় সেইরূপ গুরুপত্নীর দেহে প্রবেশ করলেন। রুচি স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপদ ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে লাগলেন।

এমন সময় ইন্দ্র লোভনীয় রূপ ধারণ করে সেখানে এসে দেখলেন, আলেখ্যে চিত্রিত মর্তির ন্যায় বিপদ স্তম্ভনেত্রে বসে আছেন, তাঁর নিকটে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা পশ্মপলাশাক্ষী রুচিও রয়েছে। ইন্দ্রের রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে রুচি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলেন, “তুমি কে?” কিন্তু পারলেন না। ইন্দ্র মধুরবাক্যে বললেন, সুন্দরী, আমি ইন্দ্র, কামার্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। রুচিকে নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে আহ্বান করলেন, রুচিও উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। তখন বিপদ গুরুপত্নীর মূখ দিয়ে বললেন, কিজন্য এসেছ? এই বাক্য নিগত হওয়ায় রুচি লজ্জিত হলেন, ইন্দ্রও উদ্ভিষ্ট হলেন। তার পর দেবরাজ দিব্যদৃষ্টি ম্বারা দেখলেন, মহাতপা বিপদ দর্পণস্থ প্রতিবিশ্বের ন্যায় রুচির দেহমধ্যে রয়েছেন। ইন্দ্র শাপের ভয়ে দ্রুত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। বিপদ তখন নিজের দেহে প্রবেশ করে বললেন, অজিতেন্দ্রিয় দুর্দৃষ্টি পাপাত্মা পুরুন্দর, তুমি দেবতা আর মানুষ্যের পূজা অধিক দিন ভোগ করবে না; গোতমের শাপে তোমার জীবদেহে যোনিচিহ্ন হয়েছিল তা কি ভুলে গেছ? আমি গুরুপত্নীকে রক্ষা করছি, তুমি দূর হও, আমার গুরু তোমাকে দেখলে এখনই দণ্ড করে ফেলবেন। তুমি নিজেকে অমর ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করো না, তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই।

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লজ্জিত হয়ে তখনই অন্তর্হিত হলেন।

ক্ষণকাল পরে দেবশর্মা যন্ত্র সন্মাপ্ত করে ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে প্রীত হয়ে বিপুলকে এই বস্ত্র দিলেন যে তাঁর ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা হবে। তার পর গুরুদর অনুমতি নিয়ে বিপুল কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কীর্তি ও সিদ্ধি লাভ করে স্পর্ধিত হইয়া বিচরণ করতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে অঙ্গরাজ চিত্ররথের পত্নী প্রভাবতী এক মহোৎসবে তাঁর ভাগিনী রুচিকে নিমন্ত্রণ করলেন। এই সময়ে আকাশগামিনী এক দিব্যাঙ্গনার অঙ্গ থেকে কতকগুলি পদুপ ভূপতিত হ'ল। রুচি সেই পদুপে তাঁর কেশকলাপ ভূষিত করে ভাগিনী প্রভাবতীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। প্রভাবতী রুচিকে বললেন, আমাকে এইরূপ পদুপ আনিয়ে দাও। দেবশর্মার আদেশে বিপুল সেই ভূপতিত অম্লান পদুপ সংগ্রহ করে অঙ্গরাজধানী চম্পানগরীতে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তিনি বনমধ্যে দেখলেন, এক নরমিথুন (নরনারী) পরস্পরের হাত ধরে ঘুরছে এবং একজন অন্যজনের চেয়ে শীঘ্র চলছে বলে কলহ করছে। অবশেষে তারা এই শপথ করলে — আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা বলছে সে যেন পরলোকে বিপুলের ন্যায় গণিত পায়। এই কথা শুনে বিপুল চিন্তিত হলেন এবং আরও কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, ছ জন লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাশা নিয়ে খেলছে। তারাও শপথ করলে — আমাদের মধ্যে যে অন্যায় করবে সে যেন বিপুলের গণিত পায়। তখন বিপুলের মনে পড়ল, তিনি যে গুরুদরদ্বার দেহে প্রবেশ করেছিলেন ত. গুরুদেবকে জানান নি। বিপুল পদুপ নিয়ে চম্পানগরীতে এলে দেবশর্মা বললেন, তুমি পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমার কার্য জানেন, আমি আর রুচিকে জানি। সেই মিথুন যাঁরা চক্রবৎ আবর্তন করেন তাঁরা অহোরাত্র, এবং পাশ্চাত্য ঠাণ্ডা ছয় পদুপ ছয় ঋতু। এঁরা সকলেই তোমার দক্ষত জানেন। মানুষ্য নিচনে দুঃখ করলেও দিবারাত্র ও ছয় ঋতু তা দেখেন। তুমি রুচিকে রক্ষা করে হৃষ্ট ও গণিত হলেছিলে, কিন্তু ব্যভিচার আশঙ্কা করে আমাকে সব কথা জানাও নি, এই অপরাধ তোমাকে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তুমি অন্য উপায়ে দুঃখিত রুচিকে রক্ষা করতে পারবে না বরং তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলে, কিন্তু তাতে তোমার কোনও পাপ হয় নি। বৎস, আমি প্রীত হয়েছি, তুমি স্বর্গলোকে লাভ করে সুখী হবে।

আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, যদ্বিধিষ্ঠির, স্ত্রীলোককে সর্বদা রক্ষা করা উচিত। সাধবী ও অসাধবী দুইপ্রকার স্ত্রী আছে, লোকমাতা সাধবী স্ত্রীগণ এই পৃথিবী ধারণ করেন। দৃষ্টান্তরূপে কুলনাশিনী অসাধবী স্ত্রীদের গাঢ়লক্ষণ দেখলেই

চেনা যায়, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা ব্যতিচারিণী হয় এবং প্রাণহানি করে।

১০। বিবাহভেদ — দাহিতার অধিকার — বর্ণসংকর — পদভেদ

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কিরূপ পাত্রে কন্যাদান কর্তব্য? ভীষ্ম বললেন, স্বভাব চরিত্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গৃহবান পাত্রে কন্যাদান করা উচিত। এইরূপ বিবাহের নাম ব্রাহ্মবিবাহ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত। বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে গাম্ভীর্য বলা হয়। ধন দিয়ে কন্যা ক্রয় করে যে বিবাহ হয় তার নাম আসদুর। আত্মীয়বর্গকে হত্যা করে রোরুদ্যমানা কন্যার সহিত বিবাহের নাম রাক্ষস। শেবোক্ত দুই বিবাহ নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক বর্ণের পুরুষ তার সর্বণের বা নিম্নবর্তী অন্যান্য বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্বণ পত্নীই শ্রেষ্ঠ। ত্রিশ বৎসরের পাত্র দশ বৎসরের কন্যাকে এবং একুশ বৎসরের পাত্র সাত বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে।(১) ঋতুমতী হ'লে কন্যা তিন বৎসর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, তার পর সে স্বয়ং পতি অন্বেষণ করে নেবে। মন্ত্রপাঠ ও হোম করে কন্যা সম্প্রদান করলে বিবাহ সিদ্ধ হয়, কেবল বাগদান করলে বা পণ নিলে হয় না। সন্তপদীগমনের পর পাণিগ্রহণমন্ত্র সম্পূর্ণ হয়।

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, যদি কন্যা থাকে তবে অপদ্রব্য ব্যক্তির ধন আর কেউ পেতে পারে কি? ভীষ্ম বললেন, দাহিতা পদ্বের সমান, তার পৈতৃক ধন আর কেউ নিতে পারে না। পদ্র থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দাহিতারই অধিকার। অপদ্রব্য ব্যক্তির দৌহিত্যও পদ্বের সমান অধিকারী।

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, আপনি বর্ণসংকরের উৎপত্তি ও কর্মের বিষয় বলুন। ভীষ্ম বললেন, পিতা যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে ব্রাহ্মণীর পদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ার পদ্র মর্ধ্যভিষিক্ত, বৈশ্যার পদ্র অম্বষ্ঠ, এবং শূদ্রার পদ্র পারশব নামে উক্ত হয়। পিতা যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে ক্ষত্রিয়ার পদ্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার পদ্র মাহিষ্য, এবং শূদ্রার পদ্র উগ্র নামে কথিত হয়। পিতা বৈশ্য হ'লে বৈশ্যার পদ্রকে বৈশ্য এবং শূদ্রার পদ্রকে

(১) ১৬-পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বয়স্কা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের উচিত।

করণ বলা হয়। শত্রু-শত্রুর পুত্র শত্রুই হয়। নিন্দবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান নিন্দনীয় হয়। ক্রিয়-ব্রাহ্মণীর পুত্র সূত্র, তাদের কর্ম রাজাদের স্তুতিপাঠ। বৈশ্য-ব্রাহ্মণীর পুত্র বৈদেহক বা মোদ্গল্য, তাদের কর্ম অন্তঃপুত্র-রক্ষা, তাদের উপনয়নাদি সংস্কার নেই। শত্রু-ব্রাহ্মণীর পুত্র চন্ডাল, তারা কুলের কলঙ্ক, গ্রামের বাহির্দেশে বাস করে এবং ঘাতক (জল্লাদ)এর কর্ম করে। বৈশ্য-ক্রিয়য়ার পুত্র বাক্যজীবী বন্দী বা মাগধ। শত্রু-ক্রিয়য়ার পুত্র মৎসজীবী নিষাদ। শত্রু-বৈশ্যার পুত্র আলোগব (সূত্রধর)। শাস্ত্রে কেবল চতুর্বর্ণের ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, বর্ণসংকর জাতির ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নেই।

তার পর ভীষ্ম বললেন, ঔরসজাত পুত্র আশ্চর্যরূপ। পতির অনুমতিতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানের নাম নিরুক্তজ, বিনা অনুমতিতে সন্তান হ'লে তার নাম প্রসূতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপরের পুত্র দত্তকপুত্র, মূল্য দ্বারা প্রাপ্ত কৃতকপুত্র। গর্ভবতী স্ত্রীর বিবাহের পর যে পুত্র হয় তার নাম অযোড়। অবিবাহিত কুমারীর পুত্র কানীন।

১১। চাবন ও নহুষ

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তাদের উপর কিরূপ স্নেহ হয়? ভীষ্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন। — পুরাকালে ভৃগুবংশজাত মহর্ষি চাবন ব্রতধারী হয়ে দ্বাদশ বৎসর গঙ্গায়মুনার জলমধ্যে বাস করেছিলেন। তিনি সর্বভূতের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, মৎস্যাদি জলচর নির্ভয়ে তাঁর ওষ্ঠে আশ্রয় করত। একদিন ধীবরগণ জাল ফেলে বহু মৎস্য ধরলে, সেই সঙ্গে চাবনকেও তারা জালবদ্ধ করে তীরে তুলল। তাঁর পিণ্ডলবর্ণ শ্মশ্রু, মস্তকের জটা এবং শৈবাল-শঙ্খ-শম্বুক-মণ্ডিত দেহ দেখে ধীবরগণ কৃতাজলিপুটে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। মৎস্যদের মরণাপন্ন দেখে চাবন কৃপাবিষ্ট হয়ে বার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধীবরগণ বললে, মহামুনি, আমাদের অজ্ঞানকৃত পাপ ক্ষমা করুন, আদেশ করুন আমরা আপনার কি প্রস্তুতি করব। চাবন বললেন, আমি এই মৎস্যদের সঙ্গে একত্র বাস করেছি, এদের ত্যাগ করতে পারি না; আমি মৎস্যদের সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করব বা বিক্রীত হব।

ধীবরগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে রাজা নহুষের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালে। অমাত্য ও পুরোহিতের সঙ্গে নহুষ সত্বর এসে চাবনকে বললেন,

শ্বিজোত্তম, আপনার কি প্রিয়কার্য করব বলুন। চ্যবন বললেন, এই মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত প্রান্ত হয়েছে, তুমি এদের মৎস্যের মূল্য এবং আমারও মূল্য দাও। নহুষ সহস্র মদ্রা দিতে চাইলে চ্যবন বললেন, আমার মূল্য সহস্র মদ্রা নয়, তুমি বিবেচনা করে উপযুক্ত মূল্য দাও। নহুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ মদ্রা, কোটি মদ্রা, অর্ধ রাজ্য ও সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিন্তু চ্যবন তাতেও সম্মত হলেন না। নহুষ দম্বিত ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগর্ভজাত ফলমূল্যশী তপস্বী এসে নহুষকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণ আর গো অমূল্য, আপনি এই ব্রাহ্মণের মূল্য-স্বরূপ একটি গাভী দিন। নহুষ তখন হত হলে চ্যবনকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, গাত্রোত্থান করুন, আপনাকে আমি গাভী দ্বারা ক্রয় করলাম। চ্যবন তুষ্ট হয়ে বললেন, এখন তুমি যথাথই আমাকে ক্রয় করেছ। গোধন তুল্য কোনও ধন নেই; গোমাহাত্ম্য কীর্তন ও শ্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন করলে সর্বপাপনাশ ও কল্যাণ হয়। গাভী লক্ষ্মীর মূল এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ। গাভী থেকেই যজ্ঞীয় হবি উৎপন্ন হয়। সমগ্র গোমাহাত্ম্য বলা আমার সাধ্য নয়।

ধীবরগণ চ্যবনকে বললে, ভগবান, আপনি প্রসন্ন হয়ে এই গাভী গ্রহণ করুন। চ্যবন বললেন, ধীবরগণ, আমি এই গাভী নিলাম, তোমরা পাপমুক্ত হয়ে এই মৎস্যদের সঙ্গে স্বর্গে যাও। তার পর চ্যবন নহুষকে আশীর্বাদ করে নিজ আশ্রমে চলে গেলেন।

১২। চ্যবন ও কুশিক

যদিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, পরশুরাম ব্রহ্মর্ষির বংশে জন্মে ক্ষত্রধর্মী হলেন কেন? আবার, ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশে জন্মে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ কি করে হলেন? ভীষ্ম বললেন, ভৃগুনন্দন চ্যবন জানতেন যে কুশিকবংশ থেকে তাঁর বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে, সেজন্য তিনি কুশিকবংশ দম্ব করতে ইচ্ছা করলেন। চ্যবন কুশিকের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে চাই। কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করে বললেন, আমার রাজ্য ধন ধেনু সমস্তই আপনার। চ্যবন বললেন, আমি ওসব চাই না, আমি এক ব্রতের অনুষ্ঠান করব, তুমি ও তোমার মহিষী অকুণ্ঠিত হয়ে আমার পরিচর্যা কর। কুশিক সানন্দে সম্মত হয়ে তাঁকে একটি উত্তম শয়নগৃহে নিয়ে গেলেন। সূর্যাস্ত হলে চ্যবন আহারের পর শয্যা শূন্যে বললেন, ভোমরা আমাকে জাগিও না, নিরন্তর পদসেবা কর। কুশিক

ও তাঁর মহিষী আহারনিদ্রা ত্যাগ করে চাবনের পদসেবা করতে লাগলেন। একুশ দিন পরে চাবন শয্যা থেকে উঠে শয়নগৃহ থেকে নিষ্কান্ত হলেন, কুশিক ও তাঁর মহিষী অত্যন্ত প্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হলেও পিছনে পিছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে চাবন অস্তহিত হলেন।

সম্ভ্রান্ত কুশিক অন্বেষণ করে কোথাও চাবনকে পেলেন না, তখন তাঁরা শয়নগৃহে এসে দেখলেন, মহর্ষি শয্যায় শূন্যে আছেন। কুশিক ও তাঁর মহিষী বিস্মিত হয়ে পুনর্বীর পদসেবায় রত হলেন। আরও একুশ দিন পরে চাবন উঠে বললেন, আমি স্নান করব, আমার দেহে তৈলমর্দন কর। সপ্তাহীক কুশিক চাবনের দেহে মহামূল্য শতপাক তৈল মর্দন করতে লাগলেন। তার পর চাবন স্নানশালায় গিয়ে স্নান করে আবার অস্তহিত হলেন। পুনর্বীর আবির্ভূত হয়ে তিনি সিংহাসনে বসলেন এবং অন্ন আনবার আদেশ দিলেন। অন্ন মাংস শাক পিষ্টক ফল প্রভৃতি আনা হলে চাবন তাঁর শয্যা-আসনাদির সঙ্গে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্যে অগ্নিদান করে আবার অস্তহিত হলেন এবং পরদিন দেখা দিলেন।

এইরূপে অনেক দিন গেল, চাবন কুশিকের কোনও রক্ষ (দ্রুটি) দেখতে পেলেন না। একদিন তিনি বললেন, তুমি ও তোমার মহিষী আমাকে রথে বহন করে নিয়ে চল; পথে যারা প্রার্থী হয়ে আসবে তাদের আমি প্রচুর ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা করি, তুমি তার আয়োজন কর। রাজা ও মহিষী রথ টানতে লাগলেন, রাজভৃত্যগণ ধনরত্ন নিয়ে পশ্চাতে চলল। চাবনের কষাঘাতে সম্ভ্রান্ত কুশিক ক্ষত-বিক্ষত হলেন, পদ্রবাসিগণ শোকাকুল হয়েও শাপভয়ে নীরব রইল। অজস্র ধন দান করার পর চাবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহারাজ, তোমাদের উপর আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। এই বলে তিনি রাজা ও মহিষীর দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। কুশিক বললেন, মহর্ষি, আপনার প্রসাদে আমাদের শ্রান্তি ও বেদনা দূর হয়েছে। চাবন বললেন, এখন তোমরা গৃহে যাও, আমি কিছুকাল এই গঙ্গাতীরে বাস করব, তোমরা কাল আবার এসো। দৃঃখিত হয়ে না, শীঘ্রই তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হবে।

পরদিন প্রভাতে কুশিক ও তাঁর মহিষী গঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, সেখানে গন্ধর্বনগর তুল্য কাণ্ডনময় প্রাসাদ, রমণীয় পর্বত, পশ্চাদ্ভোজিত সরোবর, চিত্রশালা, তোরণ, বহুবৃক্ষসম্বিশ্লিষ্ট উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্ট হয়েছে। কুশিক ভাবলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না সশরীরে পরমলোক লাভ করেছি, না উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে এসেছি? কিছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ প্রভৃতি অদৃশ্য হয়ে গেল, গঙ্গাতীর

পূর্বের ন্যায় নীরব হ'ল। কুশিক তাঁর মহিষীকে বললেন, তপোবলেই এইসকল হ'তে পারে, ত্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি চ্যবনের কি আশ্চর্য শক্তি! ব্রাহ্মণরা সর্ববিষয়ে পবিত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন; রাজ্য সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব অতি দুর্লভ।

কুশিক ও তাঁর মহিষীকে ডেকে চ্যবন বললেন, মহারাজ, তুমি ইন্দ্রিয় ও মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরীক্ষা থেকে মুক্ত হ'লে। আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও। কুশিক বললেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, আপনার নিকটে থেকে অগ্নিমধ্যবর্তী ব্যক্তির ন্যায় আমরা যে দম্ব হই নি এই যথেষ্ট। যদি প্রীত হয়ে থাকেন তো বলুন, আপনি যেসকল অশুভ কার্য করেছেন তার উদ্দেশ্য কি? চ্যবন বললেন, মহারাজ, আমি ব্রহ্মার নিকট শুনছিলাম যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ফলে কুলসংকর হবে, তোমার এক তেজস্বী বলবান পুত্র জন্মাবে। তোমার বংশ দম্ব করবার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু বহু উৎপীড়ন করেও তোমাকে ক্রুদ্ধ করতে পারি নি, অভিশাপ দেবার কোনও ছিদ্রও পাই নি। তোমাদের প্রীতির জন্যই এই কানন সৃষ্টি করেছিলাম, তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসুখ অনুভব করেছ। রাজা, তুমি ব্রাহ্মণত্ব ও তপশ্চর্যার আকাঙ্ক্ষা করেছ তাও আমি জানি। ব্রাহ্মণত্ব অতি দুর্লভ, ঋষিত্ব ও তপস্বিত্ব আরও দুর্লভ। তথাপি তোমার কামনা সিদ্ধ হবে, তোমার অধস্তন তৃতীয় পুত্রদ্বয় (বিশ্বামিত্র) ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। ক্ষত্রিয়গণ ভৃগুবংশীয়দের যজমান, তথাপি তারা দৈববশে ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করবে। তার পর আমাদের ভৃগুবংশে ঔর্ব (ওর্ব) (১) নামে এক মহাতেজস্বী পুত্রদ্বয় জন্মাবেন, তাঁর পুত্র ঋচীক সমস্ত ধনদুর্বেদ আয়ত্ত করবেন এবং পুত্র জমদগ্নিকে তা দান করবেন। জমদগ্নির সাহিত তোমার পুত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে; তাঁদের পুত্র মহাতেজা পরশুরাম (১) ক্ষত্রাচারী হবেন। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী করে চ্যবন তীর্থযাত্রায় গেলেন।

১৩। দানধর্ম — অপালক রাজা — কপিলা — লক্ষ্মী ও গোময়

যদ্বিধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম তপস্যা ও ব্রহ্মবিধি ব্রতচরণের ফল এবং ধেনু ভূমি জল স্রবণ অন্ন মৃগমাংস ঘৃত দধি তিল বস্ত্র শয্যা পাদুকা প্রভৃতি

দানের ফল সৰ্বিস্তারে বিবৃত ক'রে বললেন, যাচক অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করা শ্রেয়, যাচকরা দস্যুর ন্যায় দাতাকে উদ্‌বিশ্বন করে। যদ্বিষ্ঠির, তোমার রাজ্যে যদি অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণ থাকেন তবে তুমি তাঁদের ভিক্ষাবৃত্তি অগ্নির ন্যায় জ্ঞান করবে; তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য।

তার পর ভীষ্ম বললেন, রাজাদের যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু প্রজাপাণ্ডন ক'রে নয়। যে রাজ্যে বালকেরা স্বাদু খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু খেতে পায় না, ব্রাহ্মণাদি প্রজারা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, পতিপুত্রদের মধ্য থেকে রোরদ্যমানা রমণী সবলে অপহৃত হয়, সে রাজার জীবনে ধিক। যিনি প্রজা রক্ষা করতে পারেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নির্দয় কলিতুল্য রাজাকে প্রজাগণ মিলিত হয়ে বধ করবে। যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুৰুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত। মনুষ্যস্বার্থ অনুসারে প্রজার পাপ ও পুণ্যের চতুর্থাংশ রাজাতে সংক্রামিত হয়।

তার পর ভীষ্ম গোদানের ফল সৰ্বিশেষ কীর্তন ক'রে বললেন, গোসমূহের মধ্যে কপিলাই শ্রেষ্ঠ। প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পান করেছিলেন, তাঁর উদগার থেকে কামধেনু সুরভী উৎপন্ন হন। সুরভীই সুবর্ণবর্ণা কপিলা গাভীদের জন্ম দিয়েছিলেন। একদা কপিলাদের দংশফেন মহাদেবের মস্তকে পতিত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হন, তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কপিলাদের গাত্র বিবিধবর্ণ হয়েছে। প্রজাপতি দক্ষ তাঁকে বলেছিলেন, আপনি অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছেন। দক্ষ মহাদেবকে একটি বৃষভ ও কতকগুলি গাভী দিয়েছিলাম, সেই বৃষভ মহাদেবের বাহন ও লাজ্জন হ'ল।

যদ্বিষ্ঠির, আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলছি শোন। — একদিন লক্ষ্মী মনোহরবেশে গাভীদের নিকটে এলে তারা জিজ্ঞাসা করলে, দেবী, তুমি কে? তোমার রূপের তুলনা নেই। লক্ষ্মী বললেন, আমি লোককান্তা শ্রী; আমি দৈত্যদের ত্যাগ করেছি সেজন্য তারা বিনষ্ট হয়েছে, আমার আশ্রয়ে দেবতারা চিরকাল সুখভোগ করছেন। গোগণ, আমি তোমাদের দেহে নিত্য বাস করতে ইচ্ছা করি, তোমরা শ্রীযুক্ত হও। গাভীরা বললে, তুমি অস্থিরা চপলা, বহুলোকের অনুরক্ত, আমরা তোমাকে চাই না। আমরা সকলেই কান্তিমতী, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মী বললেন, অনাহৃত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয় — এই প্রবাদ সত্য। মনুষ্য দেব দানব গন্ধর্বাদি উগ্র তপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোমরাও আমাকে গ্রহণ কর, ত্রিলোকে কেউ আমার অপমান করে না। তোমরা আমাকে

প্রত্যাখ্যান করলে আমি সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব, অতএব তোমরা প্রসন্ন হও, আমি তোমাদের শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনও স্থান কুৎসিত নয়, আমি তোমাদের অধোদেশেও বাস করতে সম্মত আছি। তখন গাভীরা মন্ত্ৰণা ক'রে বললে, কল্যাণী যশস্বিনী, তোমার সম্মানরক্ষা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; তুমি আমাদের পবিত্র পদ্রীষ ও মূত্রে অবস্থান কর। লক্ষ্মী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ'ক, আমি সম্মানিত হয়েছি।

১৪। দানের অপাত্ত — বশিষ্ঠাদির লোভসংবরণ

যদ্বিধিষ্ঠিরের অনুরোধে ভীষ্ম শ্রাম্ধকর্মের বিধি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে বললেন, দৈব ও পিতৃকার্ষ্যে দানের পূর্বে ব্রাহ্মণদের কুল শীল বিদ্যা ইত্যাদি বিচার করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ধৃত্ৰুংগহত্যাকারী যক্ষ্মারোগী পশুপালক বিদ্যাহীন কুসীদজীবী বা রাজভৃত্য, যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যার গৃহে উপপতি আছে, যে চোর পারদারিক শূদ্রযাজক বা শাস্ত্রজীবী, যে কুকুর নিয়ে মৃগয়া করে, যাকে কুকুর দংশন করেছে, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূর্বে বিবাহ করেছে, যে কুশীলব (নট) বা কৃষিজীবী, যে কররেখা ও নক্ষত্রাদি দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করে, এমন ব্রাহ্মণ অপাণ্ডিত্যের, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে ব্রাহ্মণ গৃহবানের দান গ্রহণ করেন তিনি অল্পদোষী হন, যিনি নিগূর্ণের দান নেন তিনি পাপে নিমগ্ন হন। আমি এক পদ্রাতন ইতিহাস বলছি শোন। —

কশ্যপ অগ্রি বশিষ্ঠ ভরশ্বাজ গৌতম বিশ্বামিত্র জমদগ্নি এবং বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী ব্রহ্মলোক লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা ক'রে পৃথিবী পর্যটন করছিলেন। গন্ডা নামে এক কিংকরী এবং তার স্বামী পশুসখ নামক শূদ্র ঋষিদের পরিচর্যা করত। এই সময়ে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাবে লোকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শিবিপদ্র শৈব্য-বৃষাদর্ভ এক বজ্র ক'রে ঋত্বিগ্গণকে ত্রিঞ্জ পদ্র দাক্ষিণ্য-স্বরূপ দিয়েছিলেন; সেই পদ্র অকালে প্রাণত্যাগ করলে মহর্ষিগণ নিজের জীবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ স্থালীতে পাক করতে লাগলেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য বললেন, আপনারা এই অভক্ষ্য বস্তু ত্যাগ করুন, আপনাদের পদ্রুষ্টির জন্য যা চান তাই আমি দেব। ঋষিরা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত স্নেহ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তা বিষতুল্য, দানপ্রতিগ্রহের ফলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। যারা

যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই ব'লে ঋষিরা অন্যত্র চ'লে গেলেন, তাঁরা যা পাক করছিলেন তা প'ড়ে রইল।

রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর মন্ত্রীরা বন থেকে উড়ুম্বর (ডুমুর) ফল সংগ্রহ ক'রে ঋষিদের দিতে লাগলেন। কিছুদিন পরে রাজা ফলের মধ্যে সুবর্ণ পদুরে পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ষি অগ্নি সেই ফল গুরুভার দেখে বললেন, আমরা নির্বোধ নই, এই সুবর্ণময় ফল নিতে পারি না। ঋষিরা সেই স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চ'লে গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শৈব্য ক্রুদ্ধ হয়ে এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে যাতুধানী নামে এক ভয়ংকরী কৃত্য উঠিত হ'ল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুমি অগ্নি প্রভৃতি সাত জন ঋষি, অরুন্ধতী, তাঁদের দাস পশুসখ এবং দাসী গন্ডার ক'ছে য়াও; তাদের নাম জেনে নিয়ে সকলকে বিনষ্ট কর।

ঋষিরা এক বনে ফলমূল খেয়ে বিচরণ করছিলেন। একদিন তাঁরা দেখলেন, এক শ্বূলকায় পরিব্রাজক কুকুর নিয়ে তাঁদের দিকে আসছেন। অরুন্ধতী ঋষিদের বললেন, আপনাদের দেহ এমন পুষ্টি নয়। ঋষিরা বললেন, আমরা খাদ্যাভাবে কৃশ হয়েছি, আমাদের নিত্যকর্মও করতে পারি না; এই পরিব্রাজকের অভাব নেই সেজন্য সে ও তার কুকুর শ্বূলকদেহ। তার পর সেই পরিব্রাজক নিকটে এসে ঋষিদের করস্পর্শ ক'রে বললেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা করব। একদিন সকলে এক মনোহর সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেন, যাতুধানী তা রক্ষা করছিল। ঋষিরা মৃগাল নিতে গেলে যাতুধানী বললে, আগে তোমরা নিজদের নাম ও তার অর্থ বল তার পর মৃগাল নিও। ঋষিগণ অরুন্ধতী গন্ডা ও পশুসখ নিজ নিজ নাম ও তার অর্থ জানালে যাতুধানী প্রত্যেককে বললে, তোমার নামের অর্থ বুঝলাম না, যা হ'ক, তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পরিব্রাজক বললেন, এ'রা সকলে যেকোনো নিজ নিজ নাম জানালেন আমি তেমন পারব না; আমার নাম শুনঃসখসখ (যম বা ধর্মের সখা)। যাতুধানী বললে, তোমার বাক্য সন্দেহ, পুনর্বীর নাম বল। পরিব্রাজক বললেন, আমি একবার নাম বলেছি তথাপি তুমি বুঝতে পারলে না, অতএব এই দ্বিদেশের আঘাতে তোমাকে বধ করব। এই ব'লে তিনি যাতুধানীর মস্তকে আঘাত করলেন, সে ভূপতিত হয়ে ভস্মসাৎ হ'ল।

ঋষিরা তখন মৃগাল তুলে তীরে রাখলেন এবং পুনর্বীর জলে নেমে তর্পণ করতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা মৃগাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা প্রত্যেকে শপথ ক'রে অপহরণকারীর উদ্দেশে অভিশাপ দিলেন। পরিশেষে শুনঃসখ এই শপথ করলেন — যে চুরি করেছে সে বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে

কন্যাदान করুক এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন ক'রে স্নান করুক। ঋষিরা বললেন, তুমি যে শপথ করলে তা সকল ব্রাহ্মণেরই অভীষ্ট, তুমিই আমাদের মংগল চুরি করেছ। শুনঃসথ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পরীক্ষার জন্যই এমন করেছি। এই যাতুধানী রাজা শৈব্য-বৃষাদভি'র আজ্ঞায় আপনাদের বধ করতে এসেছিল; আমি ইন্দ্র, আপনাদের রক্ষা করেছি। আপনারা সর্ববিধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে ক্ষুধা সহ্য করেছেন, সেজন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন।

১৫। ছত্র ও পাদুকা — পদ্প ধূপ ও দীপ

যদীষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শ্রাদ্ধাদিতে যে ছত্র ও পাদুকা দেওয়া হয় তার প্রবর্তন কি প্রকারে হ'ল? ভীষ্ম বললেন, একদা জৈষ্ঠ মাসে মধ্যাহ্নকালে মহর্ষি জমদগ্নি ধনু ম্বারা শর নিক্ষেপ ক'রে ক্রীড়া করছিলেন, তাঁর পত্নী রেণুকা সেই শর তুলে এনে দিচ্ছিলেন। প্রথর রোদ্রে রেণুকার কষ্ট হ'তে লাগল। তাঁর বিলম্ব দেখে জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হ'ল কেন? রেণুকা বললেন, সূর্যকিরণে আমার মস্তক ও চরণ সন্তপ্ত হয়েছিল, আমি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জমদগ্নি দিব্য ধনু ও বহু শর নিয়ে সূর্যকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখন দিবাকর ব্রাহ্মণের বেশে এসে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, সূর্য আকাশে থেকে কিরণ ম্বারা রস আকর্ষণ করেন এবং বর্ষায় সেই রস বর্ষণ করেন, তা থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়। সূর্যকে নিপাতিত ক'রে তোমার কি লাভ হবে? সূর্য আকাশে স্থির থাকেন না, তাঁকে তুমি কি ক'রে বিন্ধ করবে? জমদগ্নি বললেন, আমি জ্ঞানেন্দ্র ম্বারা তোমাকে জানি, মধ্যাহ্নে তুমি অর্ধ নিমেষ কাল স্থির থাক, সেই সময়ে তোমাকে বিন্ধ করব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম। জমদগ্নি সহাস্যে বললেন, তবে তোমার ভয় নেই; কিন্তু এমন উপায় কর যাতে লোকে রোদ্রতাপিত পথ দিয়ে বিনা কষ্টে যেতে পারে। তখন সূর্য জমদগ্নিকে ছত্র ও পাদুকা দিয়ে বললেন, মহর্ষি, এই দুইএর ম্বারা আমার তাপ থেকে মস্তক ও চরণ রক্ষিত হবে।

আখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, যদীষ্ঠির, সূর্যই ছত্র ও পাদুকার প্রবর্তক, ব্রাহ্মণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভীষ্ম দেবার্চনায় পদ্প ধূপ ও দীপের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বললেন, পদ্প মনকে আহ্নাদিত করে সেজন্য

তার নাম সন্মনাঃ। কণ্টকহীন বৃক্ষের শ্বেতবর্ণ পদ্পই দেবতাদের প্রীতিকর। পদ্মাদি জলজ পদ্প গম্ভীর নাগ ও স্বক্ষগণকে প্রদেয়। কটু ও কণ্টকময় ওষধি এবং রক্তবর্ণ পদ্প শত্রুদের অভিচারের জন্য অথর্ববেদে নির্দিষ্ট হয়েছে। ধূপ তিন প্রকার; গদগ্‌গদ প্ৰভৃতিকে নিৰ্বাস, কান্টকময় ধূপকে সারী, এবং মিশ্রিত উপাদান থেকে প্রস্তুত ধূপকে কৃত্রিম বলে। নিৰ্বাসের মধ্যে গদগ্‌গদ শ্রেষ্ঠ, সারী ধূপের মধ্যে অগদ্র শ্রেষ্ঠ। শল্লকী (১) ও তজ্জাতীয় নিৰ্বাসের ধূপ দৈত্যদের প্রিয়। সর্জরস (ধূনা) ও গম্ভীৰ্ণ প্ৰভৃতির সংযোগে যে কৃত্রিম ধূপ হয় তা দেব দানব মানব সকলেরই প্রীতিকর। দীপ দান করলে মানবের তেজ বৃদ্ধি পায়, উত্তরাংশের রাশিতে দীপদান কর্তব্য।

১৬। সদাচার — ভ্রাতার কর্তব্য

যদিখিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায়ু ও শতবীৰ্য বলা হয়, তবে অকালমৃত্যু হয় কেন? কি করলে মানুষ আয়ু কীর্ত ও শ্রী লাভ করতে পারে? ভীষ্ম বললেন, যারা দুরাচার তারা দীৰ্ঘ আয়ু পায় না, যে নিজের হিত চায় তাকে সদাচার পালন করতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মূহুর্তে উঠে ধৰ্মার্থচিন্তা ও আচমন করে কৃতাজ্জলি ও পূৰ্বমুখ হয়ে পূৰ্বসন্ধ্যার উপাসনা করবে। উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য দেখবে না; রাহুগ্রস্ত, জলে প্রতিফলিত এবং আকাশমধ্যগত সূর্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করবে না। মূত্র-পূরীষ দেখবে না, স্পর্শও করবে না। একাকী অথবা অজ্ঞাত বা নীচজাতীয় লোকের সঙ্গে চলবে না। ব্রাহ্মণ গো রাজা বৃদ্ধ ভারবাহী গৰ্ভিণী ও দুৰ্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা ও বস্ত্র পরবে না। বৃথা মাংস এবং পৃষ্ঠদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মর্মভেদী বাক্য বলবে না; মৃদু থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হয় তা কেবল মর্মস্থলেই বিদ্ধ হয়, তার আঘাতে লোকে দিবারাত্র দুঃখ পায়। কুঠার প্ৰভৃতিতে ছিন্ন বন আবার অক্ষুণ্ণিত হয়, কিন্তু দুৰ্বাক্যজনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না। বাণ নারাচ প্ৰভৃতি অস্ত্র দেহ থেকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু বাকশল্য হৃদয় থেকে তুলে ফেলা যায় না। হীনাত্মা অতিরিক্তাঙ্গ বিদ্যাহীন রূপহীন নিধন বা দুৰ্বল লোককে উপহাস করবে না। পিষ্টক মাংস পায়স প্ৰভৃতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করবে, কেবল নিজের জন্য নয়। গৰ্ভিণী স্ত্রীতে গমন করবে না। পূৰ্ব বা দক্ষিণ দিকে মন্তক

(১) শলি, লবন বা শিলারস জাতীয়।

রেখে শয়ন করবে। ক্ষেত্রে বা গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পর কিণ্ঠং খাদ্য অবশিষ্ট রাখবে। আদ্র্চরণে ভোজন করবে, কিন্তু শয়ন করবে না। বৃক্ষকে অভিবাদন করবে এবং স্বেয়ং আসন দেবে। বিবস্ত্র হয়ে স্নান বা শয়ন করবে না। উচ্ছিষ্ট হয়ে (এঁটো মূখে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গুরুর সপ্তে বিতণ্ডা বা গুরুনিন্দা করবে না। সংকুলজাতা সুলক্ষণা বয়স্কা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের উচিত। নিমন্ত্রিত না হয়ে কোথাও যাবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের উপদেশ বিচার করবে না। বেদ অম্ভবিদ্যা অশ্ব-হস্তী-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে। ঋতুর পঞ্চম দিনে গর্ভাধান হ'লে কন্যা এবং ষষ্ঠ দিনে পুত্র হয় এই বৃক্কে পত্নীর সহবাস করবে। যথার্থজ্ঞি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করবে। যদ্বিধিষ্ঠর, তুমি সদাচার সম্বন্ধে আর যা জানতে চাও তা বেদজ্ঞ বৃক্ষদের জিজ্ঞাসা করো। সদাচারই ঐশ্বর্য কীর্তি আয়ু ও ধর্মের মূল।

তার পর ভীষ্ম দ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। — গুরু যেরূপ শিষ্যের প্রতি সেইরূপ জ্যেষ্ঠ দ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার করবেন। শত্রুরা যাতে দ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠ দ্রাতা সতর্ক থাকবেন। তিনি পৈতৃক অংশ থেকে কনিষ্ঠগণকে বঞ্চিত করবেন না। কনিষ্ঠ যদি দুষ্টকর্ম করে তবে তার যাতে মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করবেন। জ্যেষ্ঠ দ্রাতা সং বা অসং যাই হ'ন, কনিষ্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ দ্রাতাই পিতৃ-স্থানীয় হন, অতএব তাঁর আশ্রয়েই বাস করা কর্তব্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা দ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়িনী মাতার সমান।

১৭। মানসতীর্থ — বৃহস্পতির উপদেশ

যদ্বিধিষ্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম উপবাসের গুণবর্ণনার পর তীর্থ সম্বন্ধে বললেন, পৃথিবীর সকল তীর্থই ফলপ্রদ, কিন্তু মানসতীর্থই পবিত্রতম। ঐশ্বর্য তার হৃদ, বিমল সত্য তার অগাধ জল; এই তীর্থে স্নান করলে অনীর্থতা ঋজুতা মৃদুতা অহিংসা অনিষ্টদূরতা শান্তি ও ইন্দ্রিয়দমনশক্তি লাভ হয়। জল দিয়ে দেহ ধোত করলেই স্নান হয় না, যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়, তাঁর বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধি হয়। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ সলিল দ্বারা স্নানই তত্ত্বদর্শীদের মতে শ্রেষ্ঠ।

যদ্বিধিষ্ঠর প্রশ্ন করলেন, মানুষ কি জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কিরূপ

কার্যের ফলে স্বর্গে বা নরকে যায়? ভীষ্ম বললেন, ওই ভগবান বৃহস্পতি আসছেন, ইনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বৃহস্পতি উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে বললেন, মহারাজ, মানুষ একাকীই জন্মায়, মরে, দর্গতি থেকে উদ্ধার পায়, এবং দর্গতি ভোগ করে; পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু কেউ তার সহায় নয়। আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন করে মৃত্যুস্তির দেহ কান্ট-লোন্টের ন্যায় ত্যাগ করে চলে যায়, কেবল ধর্মই অনঙ্গমন করেন। মৃত্যুর পর জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, পণ্ডিতস্ব দেবতারা তার শুভাশুভ কর্মসকল দর্শন করেন। মানুষ যে অন্ন ভোজন করে তাতে পণ্ডিত পরিহৃত হ'লে রেতঃ উৎপন্ন হয়, জীব তা আশ্রয় করে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং যথাকালে প্রসূত হয়ে সংসারচক্রে ক্রেশ ভোগ করে। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্মচরণ করে সে নিত্য সুখী হয়; যে অধর্মিক সে যমালয়ে যায় এবং তির্থগোয়ান লাভ করে; যে ধর্ম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরণ করে সে সুখের পর দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি মোহবশে অধর্ম করে পরে অনন্তত হয় তাহা দৃষ্টান্তের ফল ভোগ করতে হয় না। যার মনে যত অনন্ততাপ হয় তার তত পাপক্ষয় হয়। ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট নিজের কর্ম ব্যক্ত করলে অধর্মজনিত অপবাদ শীঘ্র দূর হয়। অহিংসাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি সকল প্রাণীকে নিজের তুল্য জ্ঞান করেন, যিনি ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্তি জয় করেছেন, তিনি পরলোকে সুখলাভ করেন।

১৮। মাংসাহার

বৃহস্পতি চলে গেলে যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি বহু বার বলেছেন যে অহিংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এও শুনেছি যে পিতৃগণ আমিস্ব ইচ্ছা করেন সেজন্য প্রাণে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়। হিংসা না করলে মাংস কোথায় পাওয়া যাবে? ভীষ্ম বললেন, যারা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আর বৃদ্ধি বল ও ক্ষমতাশক্তি চান তারা হিংসা ত্যাগ করেন। স্বাস্থ্যভাব মন্দ বলেছেন, যিনি মাংসাহার ও পশুহত্যা করেন না তিনি সর্ব জীবের মিত্র ও বিশ্বাসের পাত্র। নারদ বলেছেন, যে পরের মাংস স্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করতে চায় সে কষ্ট ভোগ করে। মাংসাশী লোক যদি মাংসাহার ত্যাগ করে তবে যে ফল পায়, বেদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেও সেসকল ফল পেতে পারে না। মাংসভোজনে আসক্তি জন্মালে তা ত্যাগ করা কঠিন; মাংসবর্জন-ব্রত আচরণ করলে সকল প্রাণী অভয় লাভ

করে। যদি মাংসভোজী না থাকে তবে কেউ পশুহনন করে না, মাংসখাদকের জন্যই পশুঘাতক হয়েছে। মনু বলেছেন, যজ্ঞাদি কর্মে এবং প্রাম্বে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রপুত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হবি স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য মাংস বৃথা মাংস এবং অভক্ষ্য।

যদুধিষ্ঠির বললেন, মাংসাশী লোকে পিষ্টক শাক প্রভৃতি স্বাদু খাদ্য অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমিও মনে করি মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই নেই। অতএব আপনি মাংসাহার ও মাংসবর্জনের দোষগুণ বলুন। ভীষ্ম বললেন, তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদু কিছু নেই। কৃশ দুর্বল ইন্দ্রিয়সেবী ও পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। কিন্তু যে লোক পরমাংস ম্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশুগণ যজ্ঞের নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে, অতএব যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কারণে পশুহত্যা রাক্ষসের কার্য। পুরাকালে অগস্ত্য অরণ্যের পশুগণকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন, সেজন্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃগয়া প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পণ করে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়, হয় পশু মরে নতুবা মৃগয়াকারী মরে; দুইএরই সমান বিপদের সম্ভাবনা, এজন্য মৃগয়ায় দোষ হয় না। কিন্তু সর্বভূতে দয়ার তুল্য ধর্ম নেই, দয়ালু তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেষ্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নেই, অতএব আত্মবান মানবের সকল প্রাণীকেই দয়া করা উচিত। যারা পশুমাংস খায়, পরজন্মে তারা সেই পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে (মাং) সে (সঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে, অতএব আমি তাকে খাব — ‘মাংস’ শব্দের এই তাৎপর্য।

১৯। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস-সংবাদ

যদুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও দান এই দুইএর মধ্যে কোন উপায় শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, কেউ সাম ম্বারা কেউ দান ম্বারা প্রসাদিত হয়, লোকের প্রকৃতি বদলে সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম ম্বারা দূরন্ত প্রাণীকেও বশ করা যায়। একটি উপাখ্যান বলছি শোন। — এক সুবস্ত্র ব্রাহ্মণ জনহীন বনে এক ক্ষুধার্ত রাক্ষসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধি ও হস্ত না হয়ে রাক্ষসকে মিষ্টবাক্যে সন্তোষন করলেন। রাক্ষস বললে, তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে দেব; আমি কিজন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে

যাচ্ছি তা বল। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, রাক্ষস, তুমি বিদেশে বন্দুহীন হয়ে বিষয় ভোগ করছ এজন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হচ্ছে। তোমার মিত্রগণ তোমার নিকট সদ্ব্যবহার পেয়েও তোমার প্রতি বিমুগ্ধ হয়েছে। তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা করেছে। তুমি যাদের উপকার করেছিলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গদগবান বিনয়সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ, কিন্তু দেখছ যে গদগবান অজ্ঞ লোকে সম্মানিত হচ্ছে। কোনও শত্রু মিত্ররূপে এসে তোমাকে বণ্টনা করেছে। নিজের গদগ প্রকাশ করেও তুমি অসৎ লোকের কাছে মর্যাদা পাও নি। তোমার ধন বৃদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান নেই, কেবল তেজস্বিতার প্রভাবে তুমি মহান হ'তে চাচ্ছ। তুমি বনবাসী হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার বান্ধবদের তাতে সম্মতি নেই। এক ধনী সদরূপ যদুবা তোমার প্রতিবেশী, সে তোমার প্রিয়া পত্নীকে কামনা করে। তুমি লজ্জার বশে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পার না। কোনও চিরায়তলিখিত ফল তুমি লাভ করতে পার নি। অপরাধ না করেও তুমি অকারণে অন্যের অভিশাপ পেয়েছ। পাপীদের উন্নতি এবং সাধুদের দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয়। সদুদ্ভবগণের অনুরোধে তুমি পরস্পর-বিরোধী লোকদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী লোকের ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব দেখে তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছে। রাক্ষস, এইসকল কারণে তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছ।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাক্ষস তুষ্ট হ'ল এবং তাকে বহু অর্থ দিয়ে ছেড়ে দিলে।

২০। ত্রিবিধ প্রমাণ — ভীষ্মোপদেশের সমাপ্তি

যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, প্রত্যক্ষ ও আগম (শ্রুতি) এই দুই প্রমাণের কোনটি শ্রেষ্ঠ? ভীষ্ম বললেন, পণ্ডিতাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ মানে না; তাদের এই সিদ্ধান্ত দ্রান্ত। আগমই প্রধান প্রমাণ, কিন্তু অনলস ও অভিনিবিষ্ট না হ'লে তা স্থির করা দুঃসাধ্য। যারা শিষ্টাচারহীন, বেদ ও ধর্মের বিম্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যারা সাধুশাস্ত্রচর্চার যাদের বৃদ্ধি বিশুদ্ধ হয়েছে, তাদের কাছেই সংশয়ভঞ্জন জন্য যাওয়া উচিত। বেদ, প্রত্যক্ষ ও শিষ্টাচার — এই তিনটিই প্রমাণ। যদ্বিধিষ্ঠির বললেন, তবে ধর্ম ও কি তিন-প্রকার? ভীষ্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হ'তে পারে। তর্কস্বারা

ধর্ম জানতে চেষ্টা করো না, প্রমাণের যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে তার দ্বারাই নিজে সংশয় দূর করতে পারবে। অহিংসা সত্য অক্রোধ ও দান — এই চারটিই সনাতন ধর্ম, তুমি এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। পিতৃপিতামহের অনুসরণ করে ব্রাহ্মণ সেবা কর, তাঁরই তোমাকে ধর্মের উপদেশ দেবেন।

ভীষ্ম এইরূপে যদুধিষ্ঠিরকে নানাবিষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন। যে ক্ষত্রবীরগণ তাঁর নিকটে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ক্ষণকাল চিত্তাধীন হয়ে নিশ্চল হয়ে রইলেন। তার পর মহর্ষি ব্যাস শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে বললেন, গঙ্গানন্দন, কুরুরাজ যদুধিষ্ঠির এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন; তুমি অনুমতি দাও, তিনি তাঁর ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও উপস্থিত রাজগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন। ভীষ্ম যদুধিষ্ঠিরকে মধুরবাক্যে বললেন, মহারাজ, তুমি এখন অমাত্যগণের সঙ্গে নগরে যাও, তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। তুমি শ্রদ্ধাসহকারে যযাতির ন্যায় বহু যজ্ঞ করে প্রচুর দক্ষিণা দাও, দেবগণ ও পিতৃগণকে তুষ্ট কর, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং সূহৃদগণের সম্মান কর। পক্ষীরা যেমন ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমার সূহৃদগণ সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করুন। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হ'লে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। যদুধিষ্ঠির সম্মত হলেন এবং ভীষ্মকে অভিবাদনের পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অগ্নবর্তী করে সকলের সঙ্গে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

২১। ভীষ্মের স্বর্গারোহণ

যদুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে এসে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের যথোচিত সম্মান করে গৃহগমনের অনুমতি দিলেন এবং পতিপত্নহীনা নারীদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সান্ত্বনা করলেন। পঞ্চাশ দিন পরে তিনি স্মরণ করলেন যে ভীষ্মের কাছে তাঁর যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি অন্তর্ভুক্তি ক্রিয়ার জন্য ঘৃত মালা ক্ষৌমবস্ত্র চন্দন অগুরু প্রভৃতি এবং বিবিধ মহামূল্যের পাত্রিয়ে দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুলতী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্নবর্তী করে যাজ্ঞকগণের সঙ্গে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ বিদুর যদুৎসু ও সাত্যকি তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁরা কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও অসিতদেবল

তার কাছে ব'সে আছেন এবং নানা দেশ হ'তে আগত রাজা ও রক্ষিগণ তাঁকে রক্ষা করছেন।

সকলকে আশ্বাস দান করে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন, জাহ্নবীনন্দন, আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে প্রণাম করছি। মহাবাহু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? বলুন এখন আমি আশ্রয় কি করব। আমি অগ্নি নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি; আচার্য ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পুত্র জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, এবং অমাত্যসহ বাসুদেবও এসেছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনি চক্ষু উন্মীলন করে সকলকে দেখুন। আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রম জন্য যা আবশ্যিক সমস্তই আমি আয়োজন করেছি।

ভীষ্ম সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে মেঘগন্ধারী স্বরে বললেন, কুন্তীপুত্র, তুমি উপযুক্ত কালে এসেছ। আমি আটাল দিন এই তীক্ষ্ণ শরশয্যা শূন্যে আছি, বেধে হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত হয়েছে। এখন চান্দ্র মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট আছে, শুক্লপক্ষ চলছে। তার পর ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণের সেবা করেছ, বেদ ও ধর্মের সুক্ষ্ম তত্ত্ব তুমি জান; তোমার শোক করা উচিত নয়, না ভবিতব্য তাই ঘটেছে। পাণ্ডুর পুত্রেরা ধর্মত তোমার পুত্রতুল্য, তুমি ধর্মানুসারে এঁদের পালন কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শূন্যস্বভাব গুরুবৎসল ও অহিংস, ইনি তোমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলবেন। তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা ক্রোধী মৃৎ ঈর্ষান্বিত ও দুর্বৃত্ত ছিল, তাদের জন্য শোক করো না।

অনন্তর ভীষ্ম কৃষ্ণকে বললেন, হে দেবদেবেশ সুরাসুরবীজিত শঙ্খচক্র-গদাধর দ্বিবক্রম ভগবান, তোমাকে নমস্কার। তুমি সনাতন পরাশ্রয়ী, আমি তোমার একান্ত ভক্ত; পুরুষোত্তম, তুমি আমাকে দ্রাণ কর, তোমার অন্তর্গত পান্থ ধগণকে রক্ষা কর। আমি দুর্বোধি দুর্যোধনকে বলেছিলাম —

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ।

— যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে জয়॥ আমি কৃষ্ণের দ্বার তাকে সন্ধি করতে বলেছিলাম, কিন্তু সেই মৃঢ় আমার কথা শোনে নি, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে নিহত করিয়ে নিজে নিহত হয়েছে। কৃষ্ণ, এখন আমি কলবর ত্যাগ করব, তুমি আশ্রয় কর যেন আমি পরমগতি পাই।

কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম, আমি আশ্রয় দিচ্ছি আপনি বসুগণের লোকে যান। রাজর্ষি, আপনি নিষ্পাপ, পিতৃভক্ত, দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয় তুল্য; মৃত্যু ভূত্যের ন্যায় আপনার বশবর্তী হয়ে আছে। তার পর ভীষ্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন

ক'রে যদ্বিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণগণ — বিশেষত আচার্য ও ঋষিগণ, তোমার পূজনীয়।

শান্তনুপুত্র ভীষ্ম সমবেত কুরুগণকে এইরূপ বলে নীরব হলেন, তার পর যথাক্রমে মৃলাধারাদিতে তাঁর চিত্ত নিবেশিত করলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হয়ে যেমন উর্ধ্বগামী হ'তে লাগল সেই সঙ্গে তাঁর শরীর ক্রমশ বাণমুক্ত ও ব্যাথাহীন হ'ল। তার পর তাঁর প্রাণ ব্রহ্মরশ্মি ভেদ ক'রে মহা উল্কার ন্যায় আকাশে উঠে অন্তর্হিত হ'ল। পদ্পবৃষ্টি ও দেবদন্দুভির ধনি হ'তে লাগল, সিন্ধ ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। ভীষ্ম এইরূপে স্বর্গারোহণ করলে পাণ্ডবগণ বিদূর ও যদুৎসু চিতা রচনা করলেন, যদ্বিষ্ঠির ও বিদূর তাঁকে ক্ষৌম বস্ত্র পরিয়ে দিলেন, যদুৎসু তাঁর উপরে ছত্র ধারণ করলেন, ভীমার্জুন শূদ্র চামর বীজন করতে লাগলেন, নকুল-সহদেব ঔষধ পরিয়ে দিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও যদ্বিষ্ঠির তাঁর পাদদেশে রইলেন। কৌরবনারীগণ ভীষ্মের আপাদমস্তক তালপত্র (পাখা) দিয়ে বীজন করতে লাগলেন। হোম ও সামগানের পর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি ভীষ্মের দেহ চন্দনকাষ্ঠ অগুরু প্রভৃতি ম্বারা আচ্ছাদিত ক'রে অগ্নিদান করলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হ'লে সকলে ভাগীরথীতীরে গিয়ে যথাবিধি তর্পণ করলেন।

সেই সময়ে দেবী ভাগীরথী জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কৌরবগণ, আমার পুত্র রাজোচিত গুণসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ও মহাকুলজাত ছিলেন; পরশুরামের নিকট যিনি পরাজিত হন নি, তিনি শিখণ্ডীর দিব্য অস্ত্রে নিহত হয়েছেন। আমার হৃদয় লোহময়, তাই প্রিয়পুত্রের মরণে বিদীর্ণ হয় নি। ভাগীরথীর এইরূপ বিলাপ শুনে কৃষ্ণ বললেন, দেবী, শোক ত্যাগ কর, তোমার পুত্র পরমলোকে গেছেন। শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেন নি, তিনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধ ক'রে অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়ে বসুলোকে গেছেন।

আশ্বমেধিকপর্ব

॥ আশ্বমেধিকপর্বাধ্যায় ॥

১। যদ্বিধিষ্ঠিরের পদনবার মনস্তাপ

ভীষ্মের উদ্দেশে তপনের পর ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করে যদ্বিধিষ্ঠির গঙ্গার তীরে উঠলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূপতিত হলেন। ভীম তাঁকে তুলে ধরলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, এমন করবেন না। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পদ্রুশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমার কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষত্রধর্মানুসারে পৃথিবী জয় করেছে, এখন ভ্রাতা ও সূহৃদ্বর্গের সঙ্গে ভোগ কর। তোমার শোকের কারণ নেই, গান্ধারী ও আমারই শোক করা উচিত, আমাদের শতপুত্র স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় বিনষ্ট হয়েছে। দিব্যদর্শী বিদুর আমাকে বলেছিলেন — মহারাজ, দুর্যোধনের অপরাধে আপনার কুলক্ষয় হবে; তাকে ত্যাগ করুন, কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে তাকে মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্মা যদ্বিধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন; আর তা যদি ইচ্ছা না করেন তবে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করুন। দীর্ঘদর্শী বিদুরের এই উপদেশ আমি শুনিনি সেজন্যই শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। এখন তুমি এই দঃখাত বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

যদ্বিধিষ্ঠির নীরব হয়ে আছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অত্যন্ত শোক করলে পরলোকগত আত্মীয়গণ সন্তপ্ত হন। আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে বিবিধ যজ্ঞ করুন, দেবগণ ও পিতৃগণকে তুষ্ট করুন, অন্নাদি দান করে অতিথি ও দরিদ্রগণকে তুষ্ট করুন। যারা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর আপনি দেখতে পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা। যদ্বিধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, গোবিন্দ, আমার উপর তোমার প্রীতি ও অনুকম্পা আছে তা জানি; তুমি সন্তুষ্ট হলে আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও, পিতামহ ভীষ্ম ও পদ্রুশ্রেষ্ঠ কর্তৃক স্নাত্যের জন্য আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

ব্যাসদেব বললেন, বৎস, তোমার বৃদ্ধি পরিপক্ব নয়, তাই বালকের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছে, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ দিয়েছি। তুমি ক্ষত্রিয়ের

ধর্ম জান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশও সবিস্তারে শুনেন; তথাপি তোমার সংশয় দূর হয় নি, তাতে মনে হয় আমাদের উপদেশে তোমার শ্রদ্ধা নেই, তোমার স্মরণশক্তিও নেই। সর্বধর্মের তত্ত্ব জেনেও কেন তুমি অজ্ঞের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ? যদি নিজেকে পাপী মনে কর তবে আমি পাপনাশের উপায় বলছি শোন। তপস্যা যজ্ঞ ও দান করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়, অতএব তুমি দশরথপুত্র রাম এবং তোমার পূর্বপুরুষ দাম্বন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করে প্রচুর দান কর।

যদীর্ষির বললেন, বিজ্ঞোত্তম, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা নিঃশ্রেয় পাপমুক্ত হন; কিন্তু আমার এমন বিত্ত নেই যা দান করে জ্ঞাতিবন্ধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। এখন যে অঙ্গবয়স্ক নির্ধন রাজারা আছেন তাঁদের কাছেও আমি কিছু চাইতে পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, কুন্তীপুত্র, তোমার শূন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মরুত রাজা তাঁর যজ্ঞে যে বিপদল ধন ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন তা হিমালয় পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুমি নিয়ে এস। যদীর্ষির বললেন, মরুত রাজার যজ্ঞে কি করে ধন সঞ্চিত হয়েছিল? তিনি কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন?

২। মরুত ও সংবর্ত

ব্যাসদেব বললেন, সত্যযুগে মনু দন্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁর প্রপৌত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র হয়েছিল, সকলকেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশের পৌত্র খনীনেত্র সকলকে উৎপীড়িত করতেন সেজন্য প্রজারা তাঁকে অপসারিত করে তাঁর পুত্র সুবর্চাকে রাজা করেছিল। সুবর্চা পরম ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁর ক্রোধ ও অশ্বগজাদি ক্ষয় পাওয়ার সামন্তরাজগণ তাঁকে নির্যাতিত করতে লাগলেন। তখন তিনি তার হস্তে ফল্গুকার দিয়ে সৈন্যদল সৃষ্টি করে বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করলেন। এই কারণে তিনি করন্ধম(১) নামে খ্যাত হন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে তাঁর অর্বিঞ্চ নামে একটি সর্বগদগান্ধিত পুত্র হয়েছিল। অর্বিঞ্চের পুত্র মহাবলশালী দ্বিতীয় বিষ্ণু স্বরূপ রাজচক্রবর্তী মরুত। ধর্মাত্মা মরুত হিমালয়ের উত্তরস্থ মেরু পর্বতে এক

(১) যিনি হাতে ফল দেন।

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর আজ্ঞায় স্বর্ণকারগণ স্বর্ণময় কুণ্ড পাত্র স্থালী ও আসন এত প্রস্তুত করেছিল যে তার সংখ্যা হয় না।

বৃহস্পতি ও সংবর্ত দুজনেই মহর্ষি অগ্নিরার পুত্র, কিন্তু তাঁরা পৃথক থাকতেন এবং পরস্পর স্পর্ধা করতেন। বৃহস্পতির উৎপীড়নে সংবর্ত সর্বস্ব ত্যাগ করে দিগম্বর হয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ে অসুদ্রবিজয়ী ইন্দ্র বৃহস্পতিকে নিজের পুরোহিত করলেন। মহর্ষি অগ্নিরার করন্ধ্যমের কুল-পুরোহিত ছিলেন। করন্ধ্যমের পৌত্র মহারাজ মরুত্তের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বললেন, আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, আর মরুত্ত কেবল পৃথিবীর রাজা; আপনি আমাদের দুজনের পুরোহিত্য করতে পাবেন না। বৃহস্পতি বললেন, দেবরাজ, আশ্বস্ত হও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি মর্ত্যবাসী মরুত্তের পুরোহিত্য করব না।

মরুত্ত তাঁর যজ্ঞের আয়োজন করে বৃহস্পতির কাছে এসে বললেন, ভগবান, আপনি পূর্বে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তদনুসারে আমি যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছি; আমি আপনার যজ্ঞমান, আপনি আমার যজ্ঞ সম্পাদন করুন। বৃহস্পতি বললেন, মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে মনুষ্যের যাজ্ঞন করব না, অতএব তুমি অন্য কাকেও পুরোহিত্যে বরণ কর। মরুত্ত লম্ভিত ও উদ্বেগিত হয়ে ফিরে গেলেন এবং পথে দেবর্ষি নারদকে দেখতে পেলেন। নারদ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অগ্নিরার কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা সংবর্ত দিগম্বর হয়ে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করছেন, মহেশ্বরের দর্শন কামনায় তিনি এখন বারণাসীতে আছেন। তুমি সেই পুত্রীর স্ৱাদেশে একটি মৃতদেহ রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে ষেখানেই যান তুমি তাঁর অনুগমন করবে এবং কোনও নির্জন স্থানে কৃতাজ্ঞালি হয়ে তাঁর শরণ নেবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলবে — নারদ আপনার সম্মান বলেছেন। যদি তিনি আমাকে অন্বেষণ করতে চান তবে বলবে যে নারদ অগ্নিপ্রবেশ করেছেন।

নারদের উপদেশ অনুসারে মরুত্ত বারণাসীতে গেলেন এবং পুত্রীর স্ৱাদেশে একটি শব রাখলেন। সেই সময়ে সংবর্ত সেখানে এলেন এবং শব দেখেই ফিরলেন। মরুত্ত কৃতাজ্ঞালি হয়ে তাঁর অনুসরণ করে এক নির্জন স্থানে উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গাত্রে ধূলি কদর্ম শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তথাপি রাজা নিরস্ত হলেন না। পরিশেষে সংবর্ত বললেন, সত্য বল কে তোমাকে আমার সম্মান দিয়েছে। মরুত্ত বললেন,

আপনি আমার গুরুপুত্র, আমি আপনার পরম ভক্ত; দেবর্ষি নারদ আপনার সন্ধান দিয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আমি যাজ্ঞিক; তিনি এখন কোথায়? মরুস্ত বললেন, তিনি অগ্নিপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ করতে পারি। তার পর তিনি কঠোর বাক্যে ভৎসনা করে বললেন, আমি বায়ুরোগগ্রস্ত বিকৃতবেশধারী অস্থিরমতি; আমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে চাও কেন? আমার অগ্রজ বৃহস্পতির কাছে যাও, তিনি আমার সমস্ত যজ্ঞমান দেবতা ও গৃহস্থিত সামগ্রী নিয়েছেন, এখন আমার শরীর ভিন্ন নিজের কিছু নেই। তিনি আমার পূজনীয়, তাঁর অনুমতি বিনা আমি তোমার যজ্ঞ করতে পারব না।

মরুস্ত জানালেন যে বৃহস্পতি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন সংবর্ত বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে পরিত্যাগ করবে না। মরুস্ত শপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালয়ের পৃষ্ঠে মৃগুবান নামে একটি পর্বত আছে, শূলপাণি মহেশ্বর উমার সহিত সেখানে বিহার করেন; রুদ্র সাধ্য প্রভৃতি গণদেব এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসাদি তাঁকে উপাসনা করেন। সেই পর্বতের চতুর্পার্শ্বে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় দীপ্যমান সুবর্ণের আকর আছে। তুমি সেখানে গিয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হও, তিনি প্রসন্ন হ'লে তুমি সেই সুবর্ণ লাভ করবে।

সংবর্তের উপদেশ অনুসারে মরুস্ত মৃগুবান পর্বতে গেলেন এবং মহাদেবকে তুষ্ট করে সেই সুবর্ণরাশি নিয়ে যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর আদেশে শিল্পীগণ বহু সুবর্ণময় আধার নির্মাণ করলে। মরুস্তের সমৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতি সন্তোষিত হলেন, তাঁর শরীর কৃশ ও বিবর্ণ হ'তে লাগল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন, যে উপায়ে হ'ক সংবর্ত ও মরুস্তকে দমন কর। ইন্দ্রের আদেশে বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিদেব যজ্ঞস্থলে এসে মরুস্তকে বললেন, মহারাজ, ইন্দ্র তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আমি বৃহস্পতিকে এনেছি, ইনিই যজ্ঞ সম্পাদন করে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুস্ত বললেন, সংবর্তই আমার যাজ্ঞ করবেন; আমি কৃতাজলিপুটে নিবেদন করছি, বৃহস্পতি দেবরাজের পুরোহিত, আমার ন্যায় মানুষ্যের যাজ্ঞ করা তাঁর শোভা পায় না। অগ্নি মরুস্তকে প্রলোভিত করবার বহু চেষ্টা করলেন; তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অগ্নি, তুমি চ'লে যাও, আবার যদি বৃহস্পতিকে নিয়ে এখানে আস তবে তোমাকে ভস্ম করব।

অগ্নি ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমিই তো সকলকে দণ্ড

কর, তোমাকে সংবর্ত কি ক'রে ভস্ম করবেন? তোমার কথা অগ্রস্থেয়। তার পর ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মরুত্তের কাছে পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজের পরিচয় দিয়ে মরুত্তকে বললেন, মহারাজ, তুমি যদি বৃহস্পতিকে পদরোহিত না কর তবে ইন্দ্র তোমাকে বজ্রপ্রহার করবেন; ওই শোন, তিনি আকাশে সিংহনাদ করছেন। সংবর্ত মরুত্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সংস্তম্ভনী বিদ্যা দ্বারা তোমার ভয় নিবারণ করব। এই ব'লে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করলেন।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, মরুত্ত ও সংবর্ত তাঁদের যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। মরুত্ত বললেন, দেবরাজ, আপনাকে নমস্কার করছি, আপনার আগমনে আমার জীবন সফল হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমার গুরু মহাতেজা সংবর্তকে আমি জানি, এ'র আহ্বানেই আমি ক্রোধ ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেবরাজ, যদি প্রীত হয়ে থাকেন তবে আপনিই এই যজ্ঞের বিধান দিন এবং যজ্ঞভাগ নির্দেশ করুন। তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ অতি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ যজ্ঞশালা নির্মাণ করলেন; মহাসমারোহে মরুত্তের যজ্ঞ অনর্দীষ্ট হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মরুত্ত, আমরা তোমার পূজায় তুষ্ট হয়েছি; এখন ব্রাহ্মণগণ অগ্নির জন্য লোহিতবর্ণ, বিশ্বদেবগণের জন্য বিবিধবর্ণ, এবং অন্যান্য দেবগণের জন্য উচ্ছিশ্ন (উৎ-শিশ্ন) নীলবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) পবিত্র বৃষ বধ করুন। যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে মরুত্ত ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সূবর্ণ দান করলেন। তার পর তিনি প্রভূত বিত্ত কোষমধ্যে রক্ষা ক'রে গুরুর আদেশে স্বভবনে ফিরে এলেন এবং সমাগরা পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

এই ইতিহাস শেষ ক'রে ব্যাস বললেন, যদ্বিধিষ্ঠির, তুমি মরুত্তের সঞ্চিত সূবর্ণরাশি নিয়ে এসে যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তুষ্ট কর।

৩। কামগীতা

কৃষ্ণ যদ্বিধিষ্ঠিরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যুজনক এবং সরলতাই ব্রহ্মলাভের পন্থা; — জ্ঞাতব্য বিষয় শুদ্ধ এই, অন্য আলোচনা প্রসঙ্গ মাত্র। মহারাজ, আপনার কার্য শেষ হয় নি, সকল শত্রুকেও আপনি জয় করেন নি, কারণ নিজের অভ্যন্তরস্থ অহংবুদ্ধি রূপ শত্রুকে আপনি জানতে পারছেন না। বোধ হয় সুখ-দুঃখাদির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই আপনার স্বভাব। আপনি যেসকল কষ্ট ভোগ করছেন তা স্মরণ না ক'রে নিজের মনের সঙ্গো যুদ্ধ করুন। এই যুদ্ধ একাকী

করতে হয়, এতে অশ্ব অন্তর বা বশ্চর প্রয়োজন নেই। যদি নিজের মনকে জয় করতে না পারেন তবে আপনার অতি দুরবস্থা হবে। অতএব আপনি শোক ত্যাগ করে পিতৃপিতামহের অনুবর্তী হয়ে রাজ্যশাসন করুন। আমি পুরাবিৎ পণ্ডিত-গণের কথিত কামগীতা বলছি শুনুন।—

কামনা বলেছেন, অনুপযুক্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনষ্ট করতে পারে না; যে অশ্ব দ্বারা লোকে আমাকে জয় করতে চেষ্টা করে সেই অশ্বই আমার প্রভাবে বিফল হয়। যজ্ঞ দ্বারা যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে আমি জগ্গমস্থ ব্যক্ত জীবাত্মা রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদাঙ্গ সাধন করে যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে স্থাবরস্থ অব্যক্ত জীবাত্মা রূপে আমি অধিষ্ঠান করি। ধৈর্য দ্বারা যে আমাকে পরাস্ত করতে চায় তার মনে আমি ভাব রূপে অবস্থান করি, সে আমার অস্তিত্ব জানতে পারে না। যে তপস্যা করে, তার মনে আমি তপ রূপেই থাকি। যে মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে তাকে উদ্দেশ্য করে আমি হাস্য ও নৃত্য করি। আমি সনাতন এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য।

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি শোক সংবরণ করুন, নিহত বশ্চর-গণকে বার বার স্মরণ করে বৃথা দৃঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ করে বিবিধ-দক্ষিণায়ুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম গতি লাভ করবেন।

কৃষ্ণ ব্যাস দেবস্থান নারদ প্রভৃতির উপদেশ শুনেন যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হ'ল। তিনি বললেন, আমি মরুত্তের সুবর্ণরাশি সংগ্রহ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করব। আপনাদের বাক্যে আমি আশ্বাসিত হয়েছি; ভাগ্যহীন পুরুষ আপনাদের ন্যায় উপদেষ্টা লাভ করতে পারে না।

॥ অনুগীতাপর্বাধ্যায় ॥

৪। অনুগীতা

একদা এক রমণীয় স্থানে বিচরণ করতে কর্ত্তে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনেছিলাম, তোমার দিব্য রূপ ও ঐশ্বর্যও দেখেছিলাম। তুমি সুহৃৎভাবে আমাকে পূর্বে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলে আমি বশ্চর দোষে তা ভুলে গেছি। তুমি শীঘ্রই স্নানকায় ফিরে যাবে,

সেজন্য এখন আবার সেই উপদেশ শুনতে ইচ্ছা করি। অর্জুনকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমাকে নিগূঢ় সনাতন ধর্মতত্ত্ব এবং শাস্বত লোক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু বৃদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পার নি, এতে আমি দুঃখিত হয়েছি। আমি যোগযুক্ত হয়ে পূর্বে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করেছিলাম এখন আর তা বলতে পারব না। যাই হ'ক, এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই আমি বলছি শোন। —

মানুষ পদ্যকর্মের ফলে উত্তম গতি পায় এবং দেবলোকে সুখভোগ করে, কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়। অতি কষ্টে উত্তম লোক লাভ হ'লেও তা থেকে বার বার পতন হয়। দেহধারী জীব বিপরীত বৃদ্ধির বশে অসং কর্মে প্রবৃত্ত হয়; সে অতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পরস্পরবিরোধী বস্তু ভোজন ও পান করে, ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার ঝায়, দিবসে নিদ্রা যায়, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা স্ত্রীসংসর্গের ফলে দুর্বল হয়। এইরূপে সে ব্যয়পিপত্তাদি প্রকোপিত করে এবং পরিশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদ্বন্ধনাদির দ্বারা আত্মহত্যা করে।

দেহত্যাগের সময় শরীরস্থ উদ্ভা ব্যয় দ্বারা প্রকোপিত হয়ে মর্মস্থান ভেদ করে, তখন জীবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হন। সকল জীবই বার বার জন্মমৃত্যু ভোগ করে; মৃত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্রেশ পায়। সনাতন জীবাত্মাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মৃত্যু হ'লেও তাঁর কৃত কর্মসকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্মবন্ধনের ফলে জীবের আবার জন্ম হয়। চক্ষুশ্রবণ লোকে দেখে — অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লীন হচ্ছে, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম মরণ ও পুনর্বীর গর্ভ-প্রবেশ দেখতে পান। সংসার রূপ কর্মভূমিতে শূন্যভাষ্য কর্ম করে কেউ এখানেই ফলভোগ করে, কেউ পদ্যবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসং কর্মের ফলে নরকে পতিত হয়; সেই নরক থেকে মুক্তিলাভ অতি দুর্লভ। মৃত্যুর পর পদ্যাত্মারা চৈতন্য সূর্য অথবা নক্ষত্রলোকে যান, কর্মক্ষয় হ'লে আবার তাঁরা মর্ত্যালোকে ফিরে আসেন; এইরূপ যাতায়াত বার বার ঘটে। স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও নীচ স্থান আছে।

শুদ্ধ ও শোণিত সংযুক্ত হয়ে স্ত্রীজাতির গর্ভাশ্রয়ে প্রবেশ করে জীবের কর্মানুসারে দেহে পরিণত হয়। দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, ইনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইনিই শাস্বত ব্রহ্ম এবং সর্বপ্রাণীর বীজস্বরূপ; এ'র প্রভাবেই প্রাণীরা জীবিত থাকে। বহিঃ যেমন অননুপ্রবিষ্ট হয়ে লৌহপিণ্ডকে

তাপিত করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহকে সচেতন করেন। দীপ যেমন গৃহকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে।

যত কাল মোক্ষধর্মের উপলব্ধি না হয় তত কাল জীব জন্মজন্মান্তরে শৃঙ্খলিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে তার ফলভোগ করে। দান ব্রত ব্রহ্মচর্য বেদাভ্যাস প্রশান্ততা অনুকম্পা সংযম অহিংসা, পরধনে অলাভ, মনে মনেও প্রাণিগণের অহিত না করা, পিতামাতার সেবা, গুরুদেবতা ও আর্তিথির পূজা, শূচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, এবং শৃঙ্খলিত কর্মের অনুষ্ঠান — সাধুদের এইসকল স্বভাবসিদ্ধি। এইরূপ সদাচারেই ধর্ম বর্ধিত হয় এবং প্রজা চিরকাল পালিত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধু অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি শীঘ্র মুক্তিলাভ করেন। যিনি বুদ্ধিমান যে সুখদুঃখ অনিত্য, শরীর অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশ কর্মেরই ফল, এবং সকল সুখই দুঃখ, তিনি এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। জন্মমরণশীল রোগসংকুল প্রাণিসমূহের দেহে যিনি একই চৈতন্যময় সত্ত্ব দেখেন তিনি পরম পদের অন্বেষণ করলে সিদ্ধিলাভ করেন।

যিনি সকলের মিত্র, সর্ব বিষয়ে সহিষ্ণু, শান্ত ও জিতেন্দ্রিয়, যার ভয় ক্রোধ অভিমান নেই, যিনি পবিত্রস্বভাব এবং সর্বভূতের প্রতি আত্মবৎ আচরণ করেন, জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ প্রিয়-অপ্রিয় সমান জ্ঞান করেন, যিনি অপরের দ্রব্য কামনা করেন না, কাকেও অবজ্ঞা করেন না, যার শত্রু-মিত্র নেই, সন্তানে আসক্তি নেই, যিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পরিহার করেছেন, যিনি ধার্মিক নন অধার্মিকও নন, যার চিত্ত প্রশান্ত হয়েছে, তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করে মুক্তিলাভ করেন। যিনি বৈরাগ্যবৃত্ত, সতত আত্মদোষদর্শী, আত্মাকে নিগূঢ় অথচ গূঢ়ভোক্তা রূপে দেখেন, শারীরিক ও মানসিক সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন, তিনিই ইন্দ্রিয়হীন অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন। যিনি সর্বসংস্কারমুক্ত নিষ্পন্দ, এবং কিছুই নিজের বলে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে একান্তমনে যোগপ্রতিষ্ঠা হ'লে হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। যেমন স্বপ্নে কিছু দেখলে জাগরণের পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইরূপ যোগাবস্থায় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে যোগভঙ্গের পরেও সেই উপলব্ধি থাকে।

তার পুর কৃষ্ণ বিবিধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সবিস্তারে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রীতির জন্য এইসকল নিগূঢ় বিষয় বললাম; তুমি আমার উপদিষ্ট ধর্ম আচরণ কর, তা হ'লে সকল পাপ থেকে

মদুস্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি বহু কাল আমার পিতাকে দেখি নি, এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা করি। অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এখন হস্তিনাপুরে চল, রাজা যদুধিষ্ঠিরের অনুরোধ নিয়ে তুমি দ্বারকায় যেয়ো।

৫। কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা — মরুদাসী উত্শ্ব

কৃষ্ণ দ্বারকায় যেতে চান শূনে যদুধিষ্ঠির বললেন, পদুন্দরীকাক্ষ, তোমার মঙ্গল হ'ক; তুমি বহু দিন পিতামাতাকে দেখ নি, এখন তাঁদের কাছে যাওয়া তোমার কর্তব্য। দ্বারবতী পদুরীতে গিয়ে তুমি আমার মাতুল বসুদেব, দেবী দেবকী, এবং বলদেবকে আমাদের অভিবাদন জানিও, আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে নিত্য স্মরণে রেখো, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আবার এখানে এসো।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, পিতৃষ্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ তাঁর ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা করলেন। বিদুর ভীমার্জুনাদি ও সাত্যকি তাঁর পশ্চাতে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি বিদুর প্রভৃতিকে নিবর্তিত ক'রে দারুক ও সাত্যকিকে বললেন, বেগে রথ চালাও। কৃষ্ণ ও অর্জুন বহুক্ণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর রথ দৃষ্টিপথের বাহিরে গেলে অর্জুনাদি হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণের যাত্রাপথে বহুপ্রকার শূভ লক্ষণ দেখা গেল। বায়ু সবেগে প্রবাহিত হয়ে রথের সম্মুখস্থ পথের ধূলি কঙ্কর ও কণ্টক দূর করলেন, ইন্দ্র সৃগন্ধ বারি ও দিব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। কিছু দূর যাবার পর কৃষ্ণ মরুপ্রদেশে উপস্থিত হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ উত্কের দর্শন পেলেন। পরস্পর অভিবাদন ও কুশলজিজ্ঞাসার পর উত্ক বললেন, শৌরি, তোমার যত্নে কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সৌভ্রাতৃ স্থাপিত হয়েছে তো? কৃষ্ণ বললেন, আমি সন্ধির জন্য বহু চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এটা সফল হয় নি। বৃদ্ধি বা বল দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না; ধৃতরাষ্ট্রের পদগ্রণে সম্বন্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেবল পণ্ডপাণ্ডব জীবিত আছেন, তাঁদেরও পদগ্রহিত নিহত হয়েছেন। উত্ক রুদ্ধ হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি সমর্থ হয়েও কুরু-পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর নি, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুরুকুল বিনষ্ট হয়েছে, আমি তোমাকে শাপ দেব। বাসুদেব বললেন, আমি অননয় করছি, শাপ দেবেন না। অল্প তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আমি জানি যে

আপনি কৌমার ও ব্রহ্মচর্য পালন করি তপঃসিদ্ধ হয়েছেন, গদ্বরকেও তুষ্ট করেছেন; আপনার তপস্যা আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না।

তার পর কৃষ্ণ তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য সকল বিবৃত করলেন এবং উত্কের অনুরোধে বিশ্বরূপ দেখালেন। উত্ক বিশ্বরূপ হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা বিশ্বাস্বা বিশ্বসম্ভব, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি পদম্বর দ্বারা পৃথিবী, মস্তক দ্বারা গগন, জঠর দ্বারা দ্যুলোক-ভুলোকের মধ্যদেশ, এবং ভুজ দ্বারা দিক্সমূহ ব্যাপ্ত করে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রূপ সংবরণ করে পদ্বরূপ ধারণ কর। কৃষ্ণ পদ্বরূপ গ্রহণ করে প্রসন্ন হয়ে বললেন, মহর্ষি, আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। উত্ক বললেন, পদ্বরূপোত্তম, তোমার যে রূপ দেখেছি তাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত বর। যদি নিতান্তই বর দেওয়া কর্তব্য মনে কর তবে এই বর দাও যেন এই মরুভূমিতে ইচ্ছানুসারে জল পেতে পারি। কৃষ্ণ বললেন, জলের প্রয়োজন হ'লেই আমাকে স্মরণ করবেন। এই বলে কৃষ্ণ প্রস্থান করলেন।

কিছু কাল পরে একদিন উত্ক মরুভূমিতে চলতে চলতে তৃষিত হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তখন এক দিগম্বর মলিনদেহ চন্ডাল তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ল, তার সঙ্গে কুকুরের দল, হাতে খড়্গ ও ধনুর্বাণ; তার অধোদেশে জলস্রোত (প্রস্রাব) প্রবাহিত হচ্ছে। চন্ডাল সহাস্যে বললে, ভৃগুবংশজাত উত্ক, তুমি আমার এই জল পান কর। উত্ক পিপাসার্ত হয়েও সেই জল নিলেন না, ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করলেন। চন্ডাল অন্তর্হিত হ'ল। তার পর শঙ্খচক্রগদাধর কৃষ্ণকে দেখে উত্ক বললেন, পদ্বরূপশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণকে চন্ডালের প্রস্রাব দেওয়া তোমার উচিত নয়। কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য আমি ইন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে অমরত্ব দেওয়া অকর্তব্য; যদি উত্ককে অমৃত দিতেই হয় তবে আমি চন্ডালের রূপে দিতে যাব। যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে অমৃত পাবেন না। মহর্ষি, আপনি চন্ডালরূপী ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হ'ক, আমি বর দিচ্ছি, আপনার পিপাসা পেলেই মেঘ উদ্ভিত হয়ে এই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করবে, সেই মেঘ উত্ক-মেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উত্ক প্রীত হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এখনও উত্কমেঘ সেই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করে।

৬। উত্শ্কেৰ পদবৰ্দ্ধমান্ত

জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, উত্শ্কে এমন কি তপস্যা করেছিলেন যে তিনি জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, উত্শ্কে (১) অতিশয় গদ্রুভক্ত ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর গদ্রু গৌতমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা অধিক স্নেহ করতেন। একদিন উত্শ্কে কাষ্ঠভার এনে ভূমিতে ফেলবার সময় দেখলেন, রৌপ্যের ন্যায় তাঁর একগাছি জটা কাষ্ঠে লগ্ন হয়ে আছে। পরিশ্রান্ত ক্ষুধাতুর উত্শ্কে তাঁর বার্ষিক্যের এই লক্ষণ দেখে কাঁদতে লাগলেন। গৌতমের কন্যা দ্রুতবেগে এসে উত্শ্কেৰ অশ্রু অঞ্জলিতে ধারণ করলেন, তাতে তাঁর হস্ত দগ্ধ হ'ল। গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি শোকাত হ'লে কেন? উত্শ্কে বললেন, আমি শতবর্ষ আপনার প্রিয়সাধন করেছি; এতদিন আমার বার্ষিক্য জানতে পারি নি, সুখভোগও করি নি। আমার চেয়ে যারা ছোট এমন শত সহস্র শিষ্য কৃতকার্য হয়ে আপনার আদেশে গৃহে ফিরে গেছে। গৌতম বললেন, তোমার শত্রুদ্বায় প্রীত হয়ে আমি জানতে পারি নি যে এত দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ; এখন আজ্ঞা দিচ্ছ তুমি গৃহে যাও।

উত্শ্কে বললেন, ভগবান, আপনাকে গদ্রুদক্ষিণা কি দেব? গৌতম বললেন, তুমি আমাকে পরিতুষ্ট করেছ, তাই গদ্রুদক্ষিণা। তুমি যদি ষোড়শবর্ষীয় যুবা হও তবে তোমাকে আমার কন্যা দান করব, সে ভিন্ন আর কেউ তোমার তেজ ধারণ করতে পারবে না। উত্শ্কে তখনই যুবা হয়ে গদ্রুকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং গৌতমের আদেশ নিয়ে গদ্রুপত্নীকে বললেন, আপনাকে কি দক্ষিণা দেব বলুন। বার বার অনুরোধের পর অহল্যা বললেন, সৌদাস রাজার মহিষী যে দিব্য মণিময় কুন্ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও। উত্শ্কে কুন্ডল আনতে গেছেন শূনে গৌতম দঃখিত হয়ে অহল্যাকে বললেন, সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছেন, তাঁর কাছে উত্শ্কেকে পাঠানো উচিত হয় নি। অহল্যা বললেন, আমি তা জানতাম না; তোমার আশীর্বাদে উত্শ্কেৰ কোনও অমঙ্গল হবে না।

দীর্ঘশ্মশ্রুধারী শোণিতান্তদেহ ঘোরদর্শন সৌদাসকে দেখে উত্শ্কে ভীত হলেন না। সৌদাস বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি আহাৰ অন্বেষণ করছিলাম, তুমি উপযুক্ত কালে এসেছ। উত্শ্কে বললেন, মহারাজ, আমি গদ্রুপত্নীর জন্য আপনার

(১) আদিপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উত্শ্কেৰ উপাখ্যান কিছ্র অন্যপ্রকার, তিনি জনমেজয়ের সমকালীন।

মহিষীর কুন্ডল ভিক্ষা করতে এসেছি; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, গদ্রদপত্নীকে কুন্ডল দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব। সৌদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমধ্যে নির্ঝরার নিকট আমার পত্নীকে দেখতে পাবে।

সৌদাসমহিষী মদয়ন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্শ্ব তাঁর প্রার্থনা জানালেন। মদয়ন্তী বললেন, দেবতা যক্ষ ও মহর্ষিগণ আমার কুন্ডল হরণ করবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করেন। এই কুন্ডল ভূমিতে রাখলে সর্পগণ, উচ্ছ্রষ্ট অবস্থায় ধারণ করলে যক্ষগণ, এবং নিদ্রাকালে ধারণ করলে দেবগণ অপহরণ করেন। এই কুন্ডল সর্বদা স্দবর্ণ ক্ষরণ করে, রাত্রিকালে নক্ষত্র ও তারাগণের প্রভা আকর্ষণ করে, ধারণ করলে ক্ষুধা পিপাসা এবং অগ্নি বিষ প্রভৃতির ভয় দূর হয়। ব্রাহ্মণ, তুমি মহারাজের অভিজ্ঞান নিয়ে এস তবে কুন্ডল পাবে।

উত্শ্ব অভিজ্ঞান চাইলে সৌদাস বললেন, তুমি মহিষীকে এই কথা ব'লো — আমার এই দর্গতি থেকে মুক্তি পাবার অন্য উপায় নেই; তুমি তোমার কুন্ডলম্বয় দান কর। উত্শ্ব সৌদাসের এই বাক্য জানালে মদয়ন্তী তাঁকে কুন্ডল দিলেন। উত্শ্ব সৌদাসের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, মহিষী কুন্ডল দিয়েছেন; আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমার মিত্রতা হয়েছে, আমাকে বধ করলে আপনার মিত্রহত্যার পাপ হবে। আপনিই বলুন, আপনার কাছে আবার আসা আমার উচিত কিনা। সৌদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চয় তোমাকে মরতে হবে, অতএব আর এসো না।

মৃগচর্মের উত্তরীয়ে কুন্ডল বেঁধে উত্শ্ব দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রমে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে ক্ষুধিত হয়ে তিনি একটি বিল্ব বৃক্ষে উঠে ফল পাড়তে লাগলেন, সেই সময়ে কুন্ডলসহ তাঁর উত্তরীয় ভূমিতে পড়ে গেল। ঐরাবতবংশজাত এক সর্প কুন্ডলম্বয় মূখে নিয়ে বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করলে। বৃক্ষ থেকে নেমে উত্শ্ব তাঁর দণ্ডকাষ্ঠ (ব্রহ্মচারীর যষ্টি) দিয়ে বল্মীক খুঁড়তে লাগলেন, কিন্তু পঁয়ত্রিশ দিন খুঁড়েও তিনি ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। তখন ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহস্র যোজন, তুমি কেবল দণ্ডকাষ্ঠ দিয়ে পথ প্রস্তুত করতে পারবে না। এই ব'লে ইন্দ্র দণ্ডকাষ্ঠে তাঁর বজ্র সংযুক্ত করে দিলেন। তখন উত্শ্ব ভূমি বিদীর্ণ করে স্দবিশাল ন্যায়লোকে উপস্থিত হলেন। তার দ্বারদেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল, তার পদুচ্ছ শ্বেত, মূধু ও চক্ষু তাম্রবর্ণ। অশ্ব উত্শ্বকে বললে, বৎস, তুমি আমার গদ্রাহম্বারে ফৎকার দাও; ঘৃণা ক'রো না, আমি অগ্নি, তোমার গদ্রদ্র গদ্রদ্র। উত্শ্ব ফৎকার দিলে অশ্বের রোমকূপ থেকে

ভয়ংকর ধূম নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল। বাসদিক প্রভৃতি নাগগণ হস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং উত্শ্কে পূজা ক'রে কুন্ডল সমর্পণ করলেন। তার পর উত্শ্ক অগ্নিকে প্রদক্ষিণ ক'রে গদ্বর্গগৃহে ফিরে গেলেন এবং অহল্যাকে কুন্ডল দিলেন।

উপাখ্যান শেষ ক'রে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহাত্মা উত্শ্ক এই প্রকারে ত্রিলোক ভ্রমণ ক'রে কুন্ডল এনেছিলেন; তপস্যার ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব হয়েছিল।

৭। কৃষ্ণের স্ৱাকায় আগমন — যদুধিষ্ঠিরের স্ৱবর্ণসংগ্রহ

স্ৱাকায় এসে কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবকে সবিস্তারে কুরুপাণ্ডবদ্বন্দ্বের বিবরণ দিলেন, কিন্তু দৌহিত্র অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসুদেব অত্যন্ত কাতর হবেন এই আশঙ্কায় তা জানালেন না। সুভদ্রা বললেন, তুমি আমার পুত্রের নিধনের কথা গোপন করলে কেন? এই বলে সুভদ্রা ভূপতিত হলেন। বসুদেব শোকার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃষ্ণ অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। দৌহিত্রের আশ্চর্য বীরত্বের বিবরণ শুনে বসুদেব শোক সংবরণ ক'রে যথাবিধি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেন।

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণও অভিমন্যুর জন্য কাতর হয়ে কালযাপন করছিলেন। বিরটকন্যা উত্তরা পতির শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার ফলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান ক্ষীণ হ'তে লাগল। ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশস্বিনী, শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা পুত্র হবে, বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্য অনুসারে সে পাণ্ডবগণের পরে পৃথিবী শাসন করবে।

তার পর যদুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি খতরাস্ত্রপুত্র যদুদ্যুতকে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং মরুত রাজ্যের স্ৱবর্ণরাশি আনবার জন্য শূভদিনে পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সৈন্যে হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে এসে যদুধিষ্ঠির ঐশিৱর স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন এবং পুষ্কপ মোদক পায়স মাংস প্রভৃতি উপহার দিয়ে মহেশ্বরের পূজা করলেন। যক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অনুচরগণের জন্যও কুশর মাংস তিল ও অন্নাদি নিবেদিত হ'ল। তার পর যদুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে ভূমি খননের

আদেশ দিলেন। সুবর্ণময় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ ভাণ্ড ভূগার কটাহ এবং শত সহস্র বিচিত্র আধার সেই খনি থেকে উদ্ধৃত হ'ল। তার পর যুধিষ্ঠির পুনর্বীর মহাদেবের পূজা করলেন এবং বহু সহস্র উষ্ট্র অশ্ব হস্তী গর্দভ ও শকটের উপর সেই সুবর্ণ-রাশি বন্ধন ক'রে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। গুরুভারপীড়িত বাহনগণ দুই ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম ক'রে চলতে লাগল।

৮। পরীক্ষিতের জন্ম

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল আগত হ'লে কৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করলেন এবং বলরামকে অগ্রবর্তী ক'রে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদ, ভাগিনী সুভদ্রা, পুত্র প্রদাম্ন চারদেহ ও শাম্ব, এবং সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন।

সেই সময়ে পরীক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শব রূপে প্রসূত হলেন। পুরবাসিগণের হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়েই নিবৃত্ত হ'ল। কৃষ্ণ ব্যথিত হয়ে সাত্যকির সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন, কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুনারীগণ সরোদনে তাঁকে বেষ্টন করলেন। কুন্তী বললেন, বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, এই কুরুকুল তোমারই আশ্রিত। তোমার ভাগিনেয় অভিমন্ত্র্য পুত্র অশ্বখামার অশ্রুপ্রভাবে মৃত হয়ে জন্মেছে, তুমি তাকে জীবিত ক'রে উত্তরা সুভদ্রা দ্রৌপদী ও আমাকে রক্ষা কর। এই বালক পাণ্ডবগণের প্রাণ স্বরূপ, এবং আমার পতি শ্বশুর ও অভিমন্ত্র্য পিণ্ডদাতা। তুমি পূর্বে বলেছিলে যে একে পুনর্জীবিত করবে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর। অভিমন্ত্র্য উত্তরাকে বলেছিল — তোমার পুত্র আমার মাতুলগৃহে ধনুর্বেদ ও নীতিশাস্ত্র শিখবে। মধুসূদন, আমরা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি কুরুকুলের কল্যাণ কর।

সুভদ্রা আতর্কণ্ঠে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, এই দেখ, পাণ্ডবের পৌত্রও অন্যান্য কুরুবংশীয়ের ন্যায় গতাসু হয়েছে। পাণ্ডবগণ ফিরে এসে এই সংবাদ শুনে কি বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যদি জীবিত না হয় তবে তোমাকে দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে? তুমি ধর্মাত্মা সত্যবাদী সত্যবিক্রম, তোমার শক্তি আমি জানি। মেঘ যেমন জলবর্ষণ ক'রে শস্যকে সঞ্জীবিত করে সেইরূপ তুমি অভিমন্ত্র্য মৃত পুত্রকে জীবিত কর। আমি তোমার ভাগিনী, পুত্রহীনা; শরণাপন্ন হয়ে বলছি, দয়া কর।

সুভদ্রা প্রভৃতিকে আশ্বাস দিলে কৃষ্ণ স্বেচ্ছাকাম্যে প্রবেশ করে দেখলেন, সেই গৃহ শূন্য পদ্পমালায় সজ্জিত, চতুর্দিকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, তিলদ্রব্য (গাব) কাষ্ঠের অঙ্গার, সর্বপ, পরিষ্কৃত অশ্ব, অগ্নি ও অন্যান্য রাক্ষসভয়বারক দ্রব্য যথাস্থানে রাখা আছে, বৃন্দা নারী ও দক্ষ ভিষগ্গণ উপস্থিত রয়েছেন। এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রীত হয়ে সাধু সাধু বললেন। তখন দ্রোণপদী উত্তরাকে বললেন, কল্যাণী, তোমার শ্বশুর অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন এসেছেন। উত্তরা অশ্রু সংবরণ ও দেহ আচ্ছাদন করে করুণস্বরে বললেন, পদুন্দরীকাক্ষ, দেখুন, আমি পদ্রহীনা হয়েছি, অভিনয় ন্যায় আমিও নিহত হয়েছি। দ্রোণপদ্রের ব্রহ্মাস্ত্রে বিনষ্ট আমার পদ্রকে আপনি জীবিত করুন। অস্থামার অশ্রুমোচনকালে যদি আপনারা বলতেন — এই ঈষীকা প্রসূতির প্রাণনাশ করুক, তবে ভাল হ'ত। গোবিন্দ, আমি নর্তকিনী প্রার্থনা করছি, এই বালককে সঞ্জীবিত করুন, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করব। দ্রোণপদ্র আমার সকল মনোরথ নষ্ট করেছে, আমার জীবনে কি প্রয়োজন? আমার আশা ছিল পদ্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, তা বিফল হ'ল। আমার চণ্ডলনয়ন স্বামী আপনার প্রিয় ছিলেন, তাঁর মৃত পদ্রকে আপনি দেখুন। এর পিতা যেমন কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর এও সেইরূপ, তাই পাণ্ডব-গণের সম্পদ ত্যাগ করে যমসদনে গেছে।

এইপ্রকার বিলাপ করে উত্তরা মর্দিত হয়ে ভূপতিত হলেন, কুন্তী প্রভৃতি তাঁকে তুলে কাঁদতে লাগলেন। সংজ্ঞালাভ করে উত্তরা মৃত পদ্রকে কোলে নিয়ে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞের পদ্র হয়ে বৃষ্টিপ্রবীর কৃষ্ণকে প্রণাম করছ না কেন? তুমি তোমার পিতার কাছে গিয়ে আমার হয়ে বলো — বীর, কাল পদ্র না হ'লে কেউ মরে না, তাই আমি পতিপদ্রহীনা হয়েও জীবিত আছি। আমি ধর্মরাজের অনুরাগ নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা অগ্নিপ্রবেশ করব। পদ্র, ওঠ, তোমার শোকাত্তা প্রপিতামহী কুন্তী এবং আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর: তোমার চণ্ডলনয়ন পিতার তুল্য যার মদ্র সেই লোকনাথ পদুন্দরীকাক্ষ কৃষ্ণকে দেখ।

কৃষ্ণ বললেন, উত্তরা, আমার কথা মিথ্যা হবে না: দেখ, সকলের সমক্ষেই এই বালককে পদ্রজীবিত করব। যদি আমি কখনও মিথ্যা না বলে থাকি, বৃন্দে বিমদ্র না হয়ে থাকি, যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মগণ আমার প্রিয় হন, তবে অভিনয় এই পদ্র জীবনলাভ করুক। যদি অজ্ঞানের সহিত কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, যদি সত্য ও ধর্ম নিত্য আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি কংস ও কেশীকে আমি

ধৰ্মানুসারে বধ ক'রে থাকি, তবে এই বালক জীবিত হ'ক। বাসুদেব এইরূপ বললে শিশু ধীরে ধীরে চেতনা পেয়ে স্পন্দিত হ'তে লাগল।

অশ্বখামার ব্রহ্মান্ব কৃষ্ণ কর্তৃক নিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে চ'লে গেল। তখন বালকের তেজঃপ্রভাবে সূতিকাগৃহ আলোকিত হ'ল, 'রাক্ষসরা পালিয়ে গেল, আক। বাণী হ'ল — সাধু কেশব, সাধু। বালকের অঙ্গসঞ্চালন দেখে কুরুকুলের নারীগণ হ'ষ্ট হলেন, ব্রাহ্মণরা স্বস্তিবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবজ্ঞ সূত মাগধ প্রভৃতি কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। উত্তরা পুত্রকে কোলে নিয়ে সহস্রে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ বহু রত্ন উপহার দিলেন এবং ভরতবংশ পরীক্ষণ হ'লে অভিমন্যুর এই পুত্র জন্মেছে এজন্য তার নাম রাখলেন — পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের বয়স এক মাস হ'লে পাণ্ডবগণ ফিরে এলেন, তখন সূদসজ্জিত হস্তিনাপুরে নানাপ্রকার উৎসব হ'তে লাগল।

৯। যজ্ঞাশ্বের সহিত অর্জুনের যাত্রা

কিছুদিন পরে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনার প্রসাদে আমি যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন সংগ্রহ করেছি, এখন আপনি যজ্ঞের অনুমতি দিন। ব্যাস বললেন, আমি অনুমতি দিলাম, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে বহু দক্ষিণা দাও, তার ফলে নিশ্চয় পাপমুক্ত হবে।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, যদুনন্দন, তোমাকে জন্ম দিয়ে দেবকী সুপুত্রবতী হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমরা ভোগ্য বিষয় অর্জন করেছি, তোমার পরাক্রম ও বুদ্ধিতে পৃথিবী জয় করেছি। তুমি আমাদের পরম গুরু, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপতি; অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি কুরুবীরগণের অগ্রণী হয়ে ধর্মপালন করছেন, আপনি আমাদের রাজা ও গুরু। অতএব আপনিই দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞ করুন এবং আপনার অভীষ্ট কার্যে আমাদের নিয়োজিত করুন।

যুধিষ্ঠির সম্মত হ'লে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, পৈতৃক যজ্ঞবল্য ও আমি, আমরা তিন জনে যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করব। চৈত্রপূর্ণিমায় তুমি যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত হবে। অশ্ববিদ্যাশিষ্যাদ সূত ও ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞীয় অশ্ব নির্বাচন করুন, তার পর সেই অশ্ব মস্ত্র হয়ে তোমার যশোরশি প্রদর্শন ক'রে সাগরাম্বরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করুক। দিব্যধনুর্বাণধারী ধনঞ্জয় সেই অশ্বকে রক্ষ করবেন।

ভীমসেন ও নকুল রাজ্যপালন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধান করবেন। ব্যাসের উপদেশ অনুসারে সকল ব্যবস্থা করে যুদ্ধার্থীর অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, কোনও রাজা যদি তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চেষ্টা করবে যাতে যুদ্ধ না হয়, এবং তাঁকে আমার এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবে।

যথাকালে যুদ্ধার্থীর দীক্ষিত হয়ে স্বর্ণমালা কুম্ভাজিন দণ্ড ও কোঁমবাস ধারণ করলেন। যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল; অর্জুন শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে সেই কৃষ্ণসার (শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রিতবর্ণ) যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করলেন। বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বীর অর্জুনের সঙ্গে যাত্রা করলেন। সকলে বললেন, অর্জুন, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি নির্বিঘ্নে ফিরে এসো।

১০। অর্জুনের নানা দেশে যুদ্ধ — শত্রুবাহন উল্গাণী ও চিত্রাঙ্গদা

দ্রিগতর্দেশের যেসকল বীর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে হত হয়েছিলেন তাঁদের পুত্র-পৌত্রগণ যুদ্ধার্থীদের যজ্ঞাশ্ব নেবার জন্য যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জুন বিনয়বাক্যে তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরা শুনলেন না, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা পরাজিত হয়ে বললেন, পার্থ, আমরা সকলে আপনার কিংকর, আদেশ করুন কি করব। অর্জুন বললেন, আমি আপনাদের প্রাণ-রক্ষা করলাম, আপনারা আমার শাসনে থাকবেন।

তার পর যজ্ঞার্থী অশ্ব প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রে উপস্থিত হ'ল, ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তিন দিন ঘোর যুদ্ধের পর বজ্রদত্ত তাঁর মহাহস্তী অর্জুনের দিকে ধাবিত করলেন। অর্জুন নারাচের আঘাতে সেই হস্তীকে বধ করে বজ্রদত্তকে বললেন, মহারাজ, ভয় নেই, তোমার প্রাণ হরণ করব না। আগামী চৈত্রপূর্ণিমায় ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে, তাঁর আদেশে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, তুমি সেই যজ্ঞে যেয়ো। পরাজিত বজ্রদত্ত সম্মত হলেন।

অশ্ব সিন্ধুদেশে এলে সেখানকার রাজারা জয়দ্রথের নিধন স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে বিপুল সৈন্য নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা জয়দ্রথপত্নী দৃশলা তাঁর বালক পৌত্রের সঙ্গে রথারোহণে অর্জুনের কাছে এলেন। ধনু ত্যাগ করে অর্জুন বললেন, ভগিনী, আমি কি করব বল। দৃশলা বললেন, তোমার ভাগিনেয় সুরথের এই পুত্র তোমাকে প্রণাম করছে, তুমি একে কৃপাদীক্ষিতে দেখ। অর্জুন বললেন, এর পিতা কোথায়? দৃশলা

বললেন, তুমি যুদ্ধার্থী হয়ে এখানে এসেছ শূনে আমার পুত্র সুরথ অকস্মাৎ প্রাণ-
ত্যাগ করেছে। দুর্যোধন ও মন্দব্যুধি জয়দ্রথকে তুমি ভুলে যাও, তোমার ভগিনী
ও তার পোত্রে প্রতী দয়া কর। পরীক্ষণে যেমন অভিমত্যুর পুত্র, এই বালক তেমন
সুরথের পুত্র। অর্জুন অতিশয় দুর্যোধিত হলেন এবং দুর্যোধাকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে
পাঠিয়ে দিলেন।

যজ্ঞাশ্ব বিচরণ করতে করতে মণিপুত্রে এল। পিতা ধনঞ্জয় এসেছেন শূনে
মণিপুত্রপতি বদ্রবাহন ব্রাহ্মণগণকে অগ্রবর্তী করে সর্বিনয়ে উপস্থিত হলেন।
অর্জুন রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রকে বললেন, তোমার আচরণ ক্ষত্রিয় ধর্মের বহির্ভূত; আমি
যুদ্ধার্থীর যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে তোমার রাজ্যে এসেছি, তুমি যুদ্ধ করছ না কেন?
অর্জুনের তিরস্কার শূনে নাগকন্যা উলুপী পৃথিবী ভেদ করে উপস্থিত হয়ে
বদ্রবাহনকে বললেন, পুত্র, আমি তোমার মাতা (বিমাতা) উলুপী; তুমি তোমার
মহাবীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা হলেই ইনি প্রীত হবেন। তখন বদ্রবাহন
স্বর্ণময় বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করে রথে উঠলেন এবং অনুরূপদের সঙ্গে
গিয়ে অশ্ব হরণ করলেন। অর্জুন প্রীত হয়ে পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।
তুমুল যুদ্ধের পর অর্জুন শরবিধ ও অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। পিতার
এই অবস্থা দেখে বদ্রবাহনও মোহগ্রস্ত হয়ে ভূপতিত হলেন।

মণিপুত্ররাজমাতা চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পতিপুত্রকে দেখে শোকার্ত হয়ে
তাঁর সপত্নীকে বললেন, উলুপী, তোমার জন্যই আমার বালক পুত্রের হস্তে মহাবীর
অর্জুন নিহত হয়েছেন। তুমি ধর্মশীলা, কিন্তু পুত্রকে দিয়ে পতিকে বিনষ্ট করে
তোমার অনুতাপ হচ্ছে না কেন? আমার পুত্রও মরেছে, কিন্তু আমি তার জন্য
শোক না করে পতির জন্যই শোকাবুল হয়েছি। আমি অনুন্নয় করছি, অর্জুন
যদি কিছু অপরাধ করে থাকেন তো ক্ষমা করে একে জীবিত কর। ইনি বহু
ভাষা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পুত্রুষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এইরূপে বিলাপ
করে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের চরণ গ্রহণ করে প্রায়োপবেশন করলেন।

এই সময়ে বদ্রবাহনের চেতনা ফিরে এল। তিনি ভূপতিত পিতা ও
জননীকে দেখে শোকার্ত হয়ে বললেন, আমি নৃশংস পিতৃহতা, ব্রাহ্মণরা আদেশ
দিন আমি কোন প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার উচিত মৃত পিতার চর্মে আবৃত হয়ে
এবং এর মস্তক ধারণ করে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করা। নাগকন্যা, এই দেখুন, আমি
অর্জুনকে বধ করে আপনার প্রিয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার অনুগমন

করব। এই বলে বভ্রুবাহন আচমন করে তাঁর মাতার সহিত প্রায়োপবিশ্ট হলেন।

তখন উলুপী সঞ্জীবন মণি স্মরণ করলেন; তৎক্ষণাৎ সেই মণি নাগলোক থেকে চলে এল। উলুপী তা হাতে নিয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন, পুত্র, শোক করো না, ওঠ; অর্জুন দেবগণেরও অজেয়। ইনি তোমার বল পরীক্ষার ইচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসেছেন, তাঁর প্রীতির নিমিত্ত আমি এই মোহিনী মায়া দেখিয়েছি। এই দিব্য মণির স্পর্শে মৃত নাগগণ জীবিত হয়, তুমি পার্থের বক্ষে এই মণি রাখ। বভ্রুবাহন তাঁর পিতার বক্ষে সেই সঞ্জীবন মণি রাখলেন। তখন অর্জুন যেন দীর্ঘনিদ্রা থেকে জাগরিত হলেন এবং মস্তক আঘাত করে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন।

অর্জুন উলুপীকে বললেন, নাগরাজর্জুনিদনী, তুমি ও মণিপুত্রপতির মাতা চিত্রাঙ্গদা কেন এখানে এসেছ? আমার বা বভ্রুবাহনের বা তোমার সপত্নী চিত্রাঙ্গদার কোনও অপরাধ হয় নি তো? উলুপী সহাস্যে বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে অপরাধী নও। মহাবাহু ধনঞ্জয়, তুমি মহাভারতযুদ্ধে অধর্মচরণ করে শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে শিখণ্ডীর সাহায্যে নিপাতিত করেছিলে। আজ পুত্র কর্তৃক নিপাতিত হয়ে তুমি সেই পাপ থেকে মুক্তি পেলে। এই প্রায়শ্চিত্ত না হলে তুমি মরণের পর নরকে যেতে। ভাগীরথী ও বসুগণ তোমার পাপশান্তির এই উপায় বলেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে জয় করতে পারেন না; পুত্র আত্মস্বরূপ, তাই তুমি পুত্রকর্তৃক পরাজিত হয়েছ।

অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি উপযুক্ত কার্য করেছ। তার পর তিনি বভ্রুবাহনকে বললেন, চৈত্রপুর্ণিমায় যুদ্ধান্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, তুমি তোমার দুই মাতা এবং অমাতাগণের সঙ্গে সেখানে যোগ্যে। বভ্রুবাহন বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি সেই যজ্ঞে ব্রহ্মজগণের পরিবেশক হব। আজ রাতিতে আপনি দুই ভাষার সঙ্গে আপনার এই ভবনে বিশ্রাম করুন, কাল আবার অশ্বের অনুগমন করবেন। অর্জুন বললেন, মহাবাহু, আমি তোমার ভবনে যেতে পারব না; এই অশ্ব-যেখানে যাবে আমাকে সেখানেই যেতে হবে। তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি আর এখানে থাকতে পারব না। এই বলে পুত্র ও দুই পত্নীর নিকট বিদায় নিয়ে অর্জুন প্রস্থান করলেন।

যজ্ঞাশ্ব মগধে এলে সহদেবপুত্র (জরাসন্ধের পৌত্র) রাজা মেঘসাঁধ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন।

অর্জুন তাঁকে যজ্ঞে উপস্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তার পর অর্জুন অশ্বের অনুসরণে সমুদ্রতীর দিয়ে বঙ্গ পদ্ম কোশল প্রভৃতি দেশে গিয়ে সেখানকার স্লেচ্ছগণকে পরাস্ত করলেন। দক্ষিণে নানা দেশে বিচরণ করে অশ্ব চৌদিকাজ্যে এল। শিশুপালপুত্র শরভ পরাজয় স্বীকার করলেন। কাশী অঙ্গ কোশল কিরাত ও তঙ্গন দেশের রাজারা অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গদ ও নিষাদরাজ একলব্যের পুত্র যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। অর্জুন পুনর্বীর দক্ষিণ সমুদ্রের তীর দিয়ে চললেন এবং দ্রাবিড় অশ্ব মাহিষক ও কোম্বার্গিরবাসী বীরগণকে জয় করে সুরাষ্ট্র গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রম করে দ্বারকায় এলেন। যাদব কুমারগণ অর্জুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি উগ্রসেন এবং অর্জুনের মাতুল বসুদেব তাঁদের নিবারণ করে অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন।

তার পর পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল এবং সমৃদ্ধ পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম করে অশ্ব গান্ধার রাজ্যে এল। গান্ধারপতি শকুনিপুত্র বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন, অর্জুনের অনুরোধেও নিবৃত্ত হলেন না। অর্জুন শরাঘাতে গান্ধারপতির শিরস্ত্রাণ বিচ্যুত করলেন। গান্ধারপতি ভীত হয়ে সৈন্যে পলায়ন করলেন, তাঁর বহু সৈন্য অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হ'ল। তখন গান্ধাররাজমাতা বৃন্দ-মন্ত্রীর সঙ্গে অর্ঘ্যহস্তে অর্জুনের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। শকুনিপুত্রকে সাম্ব্যনা দিয়ে অর্জুন বললেন, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে স্মরণ করে আমি তোমার প্রাণহরণ করি নি, কিন্তু তোমার বৃন্দ্রের দোষে তোমার অনুচরগণ নিহত হ'ল। তার পর অর্জুন শকুনিপুত্রকে যজ্ঞে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে হস্তিনাপুরে যাওয়া করলেন।

১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ

মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে শ্রুভনক্ষত্রযোগে যদ্বিধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের ডেকে এনে ভীমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়েছি অর্জুন শীঘ্র ক্ষিপ্র আসবেন। তুমি যজ্ঞস্থান নিরূপণের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পাঠাও। যদ্বিধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে স্থান নিরূপিত হ'লে স্থপতিগণ শত শত প্রাসাদ গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও পথ সমন্বিত যজ্ঞায়তন নির্মাণ করলেন। আমন্ত্রিত নরপতিগণ বহু রত্ন স্ত্রী অশ্ব ও আয়ুধ নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের শিবিরে সাগরগর্জনের ন্যায় কোলাহল হ'তে লাগল। যজ্ঞসভায় হেতুবাদী বাম্পী ব্রাহ্মণগণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য

তর্ক করতে লাগলেন। আমন্ত্রিত রাজারা ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে যজ্ঞের আরোজন দেখতে লাগলেন। স্থানে স্থানে স্বর্ণভূষিত যদুপকার্ষ্ট, স্থলচর জলচর পার্বত ও আরণ্য বিবিধ পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ, অশ্বের স্তূপ, দধি ও ঘূতের হৃদ প্রভৃতি দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের পর দন্দদ্বি বাজতে লাগল; প্রতিদিন এইরূপে বহু বার দন্দদ্বিধ্বনি শোনা গেল।

কৃষ্ণ যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দ্বারকাবাসী একজন দূত দ্বারা অর্জুন আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন। — কৃষ্ণ, তুমি রাজা যদুধিষ্ঠিরকে বলো যেন সমাগত রাজগণের সমুচিত সৎকার হয়, এবং অর্ঘ্যদানকালে এমন কিছু না করা হয় যাতে রাজাদের বিস্বেষের ফলে প্রজানাশ হতে পারে (১)। যদুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি শুনেছি অর্জুন যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঙ্গের তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। তিনি সর্বদাই দৃঃখভোগ করেন, কিন্তু আমি তাঁর দেহে কোনও অনিষ্টসূচক লক্ষণ দেখি নি। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরুষাসিংহ ধনঞ্জয়ের পিণ্ডিকা (পায়ের গুলি) অধিক স্থূল; এই লক্ষণের ফলে তাঁকে সর্বদা ভ্রমণ করতে হয়; এ ভিন্ন তাঁর দেহে অশুভসূচক আর কিছু আমি দেখি না। যদুধিষ্ঠির বললেন, তোমার কথা ঠিক। দ্রৌপদী কৃষ্ণের দিকে অসুয়াসূচক (২) বক্তৃষ্টপাত করলেন, কৃষ্ণও সন্নেহে তাঁর সখীর দিকে ফিরে চাইলেন। ভীষ্মসেন প্রভৃতি সকৌতুকে অর্জুনের ওই কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

পরদিন অর্জুন যজ্ঞাশ্বসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র যদুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অভিবাদন করে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। এই সময়ে মণিপুরুষরাজ বহুবাহনও তাঁর মাতৃস্বয়ের সহিত উপস্থিত হলেন এবং গুরুজনকে বন্দনার পর পিতামহী কুন্তীর উত্তম ভবনে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী বিনীতভাবে কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতির সহিত মিলিত হলেন। বহুবাহনকে কৃষ্ণ দিব্যাশ্বযুক্ত স্বর্ণভূষিত মহামূল্য রথ উপহার দিলেন; যদুধিষ্ঠিরাদিও তাঁকে বিপুল অর্থ দিলেন।

তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, যজ্ঞের মনুহৃত উপস্থিত হয়েছে, আজ থেকে তুমি যজ্ঞ আরম্ভ কর। মহারাজ, এই যজ্ঞে তুমি ব্রাহ্মণগণকে তিন গুণ দক্ষিণা দাও, তাতে তিন অশ্বমেধের ফল পাবে এবং জ্ঞাতবধের পাপ

(১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞের সময় যা ঘর্টাছিল তেমন যেন না হয়।

(২) বোধ হয় এর অর্থ — কৃত্রিম কোপসূচক।

থেকে মুক্ত হবে। অনন্তর বেদজ্ঞ যাজ্ঞকগণ যথাবিধি সকল কার্য করতে লাগলেন। বিষ্ণু খদির পলাশ এই তিন প্রকার কাষ্ঠের প্রত্যেকের ছয়, দেবদারু দুই, এবং শ্লেষ্মাতক (১) কাষ্ঠের একটি যুগ্ম নির্মিত হ'ল। তা ছাড়া ধর্মরাজের আদেশে ভীষ্ম স্বর্ণভূষিত বহু যুগ্ম শোভার জন্য প্রস্তুত করালেন। চারটি অগ্নিস্থান যুক্ত আঠার হাত যজ্ঞবেদী ত্রিকোণ গরুড়াকারে নির্মিত হ'ল। ঋত্বিকগণ নানা দেবতার উদ্দেশে বহু পশু পক্ষী বৃক্ষ ও জলচর আহরণ করলেন। তিন শত পশুর সঙ্গে যজ্ঞীয় অশ্বও যুগ্মবদ্ধ হ'ল।

অগ্নিতে অন্যান্য পশু যথাবিধি উৎসর্গের পর ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব বধ করে দ্রুপদনন্দিনীকে তার নিকটে বসালেন। তার পর তাঁরা অশ্বের বসা অগ্নিতে দিলেন, যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা সেই সর্বপাপনাশক বসার ধূম আশ্রয় করলেন। বোল জন ঋত্বিক অশ্বের অঙ্গসকল অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে শিষ্য ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের সংবর্ধনা করলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র কোটি নিষ্ক এবং ব্যাসদেবকে বসুন্ধরা দক্ষিণা দিলেন। ব্যাস বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণরা ধনার্থী, তুমি বসুন্ধরার পরিবর্তে আমাকে ধন দাও। যুধিষ্ঠির বললেন, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে পৃথিবী-দক্ষিণাই বিহিত; অর্জুন যা জয় করেছেন সেই পৃথিবী আমি দান করেছি, আপনারা তা ভাগ করে নিন। এই পৃথিবী এখন ব্রহ্মস্ব, আমি আর তা নিতে পারি না, আমি বনপ্রবেশ করব।

দ্রৌপদী ও ভীষ্মাদি বললেন, মহারাজ যথার্থ বলেছেন। তখন সভাস্থ সকলে রোমাঞ্চিত হলেন, অন্তরীক্ষ থেকে সাধু সাধু ধ্বনি শোনা গেল, ব্রাহ্মণগণ হৃষ্ট হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। ব্যাসদেব পুনর্বার বললেন, মহারাজ, আমি তোমাকে পৃথিবী প্রত্যর্পণ করছি, তুমি তার পরিবর্তে সুবর্ণ দাও। কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, আপনি ভগবান ব্যাসের আদেশ পালন করুন। তখন যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা ত্রিগুণ দক্ষিণার কোটি কোটি গুণ দান করলেন, ব্যাস তা চার ভাগ করে ঋত্বিকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। যজ্ঞরতনে যে সমস্ত স্বর্ণময় অলংকার তোরণ যুগ্ম ঘট স্থালী ইষ্টক প্রভৃতি ছিল, যুধিষ্ঠিরের আদেশে ব্রাহ্মণগণ ভাগ করে নিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য ঋত্বিক বৈশ্য শূদ্র ও শ্লেচ্ছগণকে দেওয়া হ'ল।

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে ব্রাহ্মণরা প্রভূত ধন নিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসদেব তাঁর অংশ কুন্তীকে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সহিত যজ্ঞান্তর্নান করে

সমাগত রাজগণকে বহু রত্ন হস্তী অশ্ব স্ত্রী বস্ত্র ও সুবর্ণ উপহার দিলেন এবং বন্দ্রবাহনকেও বিপুল ধন দিলেন। রাজারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দংশলার বালক পৌত্রকে যদুধিষ্ঠির সিম্ধুরাজ্যে অধিষ্ঠিত করলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ যথোচিত সংকার লাভ করে ধর্মরাজের আজ্ঞা নিয়ে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন।

১২। শত্ৰুদাতা ব্রাহ্মণ — নকুলরূপী ধর্ম

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহারাজ, সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্ব দিকে ঘোষিত হ'ল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপর-পদ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল তখন এক বৃহৎ নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষু নীল এবং পার্শ্বদেশ (১) স্বর্ণবর্ণ। সে যদুভাবে বজ্রকণ্ঠে বললে, ওহে নরপতিগণ, কুরুক্ষেত্রবাসী এক উজ্জ্বলী বদান্য ব্রাহ্মণ যে শত্ৰুদান করেছিলেন তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহ্মণরা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন এই যজ্ঞের নিন্দা করছ?

নকুল হাস্য করে বললে, ম্বিজগণ, আমি মিথ্যা বলি নি, দর্প করেও বলি নি। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উজ্জ্বলিত (২) দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতেন। একদা দারুণ দর্ভিক্ষের ফলে তাঁর সপ্তয় শূন্য হয়ে গেলে তিনি অতি কষ্টে কিঞ্চৎ যব সংগ্রহ করে তা থেকে শত্ৰু প্রস্তুত করলেন। জপ আহিক ও হোমের পর ব্রাহ্মণ সপরিবারে ভোজনের উপক্রম করছেন এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ এসে আহার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শত্ৰুর ভাগ নিবেদন করলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধানিবৃত্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী বললেন, তুমি এঁকে আমার ভাগ দাও।

ব্রাহ্মণ তাঁর ক্ষুধার্ত প্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পত্নীকে বললেন, তোমার ভাগ আমি নিতে পারি না; কীট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের স্ত্রীকে পোষণ করে। ধর্ম অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভাষার সাহায্যে হয়, ভাষাকে

পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহ্মণী শুনলেন না, নিজের শব্দ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তা খেলেন, কিন্তু তথাপি তাঁর তৃপ্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, পুত্র, তোমার বয়স যদি সহস্র বৎসরও হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি অতিথিকে দিতে পারব না। ব্রাহ্মণপুত্র আপত্তি শুনলেন না, নিজ অংশ অতিথিকে দিলেন। তথাপি তাঁর ক্ষুধা দূর হ'ল না। তখন ব্রাহ্মণের সাধবী পুত্রবধূ নিজ অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, কল্যাণী, তোমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আমি কি ক'রে দেখব? পুত্রবধূ শুনলেন না, অগত্যা ব্রাহ্মণ তাঁর অংশও অতিথিকে দিলেন।

তখন অতিথিরূপী ধর্ম বললেন, ম্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার শত্ৰু দান পেয়ে আমি প্রীত হয়েছি; ওই দেখ, আকাশ থেকে পদ্মপব্ধি হচ্ছে, দেব গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি তোমার দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহ অতিক্রম ক'রে নিজ কর্ম দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেছ। শত্ৰুদান ক'রে তুমি যে ফল পেয়েছ বহু শত অশ্বমেধেও তা হয় না। দিব্য যান উপস্থিত হয়েছে, তুমি এতে আরোহণ ক'রে পত্নী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ব্রহ্মলোকে যাও।

অতিথিরূপী ধর্ম এইরূপ বললে ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বর্গে গেলেন। তখন আমি গর্ত থেকে নির্গত হয়ে ভুলদীপ্ত হলাম। সিন্ধু শত্ৰুকণার গন্ধে, দিব্য পদ্মের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহ্মণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক কাণ্ডনময় হ'ল। আমার অবশিষ্ট দেহও ওইরূপ হবে এই আকাঙ্ক্ষায় আমি তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করছি। আমি আশান্বিত হয়ে কুরুরাজের এই যজ্ঞে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাণ্ডনময় হ'ল না। এই কারণেই আমি হাস্য ক'রে বলেছিলাম যে সেই উজ্জীবী ব্রাহ্মণের শত্ৰুদানের সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা বলে চলে গেল। সে আদৃশ্য হ'লে ম্বিজগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করলেন।

জনমেজয় বললেন, মহর্ষি, আমি মনে করি যজ্ঞের তুল্য পুণ্যফলদায়ক কিছুই নেই; নকুল ইন্দ্রতুলা রাজা যদ্বিধিষ্ঠিরের নিন্দা করলে কেন? বৈশম্পায়ন বললেন, একদা মহর্ষি জমদগ্নি শ্রাম্বের জন্য হোমধেনু দোহন ক'রে একটি পশু নতুন ভাণ্ডে দগ্ধ রেখেছিলেন। সেই সময়ে মহর্ষিকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছায়

ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে প্রবেশ করে দ্রুত নষ্ট করলেন। জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হলেন না দেখে ধর্ম ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, আমি পরাজিত হয়েছি; ভৃগুবংশীয়গণ অত্যন্ত ক্রোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আমি ভীত হয়েছি, আপনি প্রসন্ন হ'ন। জমদগ্নি বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও অপরাধ কর নি। আমি পিতৃগণের উদ্দেশে এই দ্রুত রেখেছিলাম, তুমি তাঁদের প্রসন্ন কর। তখন ক্রোধরূপী ধর্ম পিতৃগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁদের শাপে নকুলের রূপ পেলেন। শাপমুক্তির জন্য ধর্ম অনুন্নয় করলে পিতৃগণ বললেন, তুমি ধর্মের নিন্দা কর, তা হ'লে শাপমুক্ত হবে। নকুল তপোবন ও যজ্ঞস্থানে গিয়ে ধর্মের নিন্দা করতে লাগল। যদ্বিধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, সেজন্য তাঁর যজ্ঞের নিন্দা করে নকুল পাপমুক্ত হয়েছিল।

আশ্রমবাসিকপর্ব

॥ আশ্রমবাসপৰ্বাধ্যায় ॥

১। যদধিষ্ঠিরের উদারতা

যদধিষ্ঠিরের পর পাণ্ডবগণ ছত্রিশ বৎসর রাজ্যপালন করেছিলেন। প্রথম পনের বৎসর তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে সকল কার্য করতেন। বিদুর সঞ্জয় যদধিষ্ঠির ও কৃপাচার্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা যদধিষ্ঠিরের দেবতা ঋষি পিতৃগণ ও রাক্ষস প্রভৃতির কথা শোনাতে। বিদুর ধর্ম ও ব্যবহার (আইন) বিষয়ক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁর সন্মানিত ফলে সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে অল্প ব্যয়ে নানাবিধ অভীষ্ট কার্য আদায় হত। তিনি কারারুদ্ধ বা বধদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে মৃত্যু দিলে যদধিষ্ঠির কোনও আপত্তি করতেন না। কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা উলুপী চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেশুর ভগিনী (১), জরাসন্ধের কন্যা (২) প্রভৃতি সর্বদা গান্ধারীর সেবা করতেন। ধর্মরাজ তাঁর ভ্রাতাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, পুত্রহীন ধৃতরাষ্ট্র যেন কোনও দ্রুত না পান। সকলেই এই আজ্ঞা পালন করতেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দ্রুতপুত্রের ফলে পূর্বে যা ঘটেছিল ভীম তা ভুলতে পারলেন না।

যদধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও অমাত্যগণকে বললেন, যদধিষ্ঠির কুরুরাজ আমাদের সকলেরই মাননীয়; যিনি তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তিনি আমার সহৃদয়, যিনি করবেন না তিনি আমার শত্রু। ইনি আমাদের জন্যই পুত্রপৌত্রাদির শোকে কাতর হয়ে আছেন, অতএব এঁর সকল অভিলাষ পূর্ণ করা আমাদের কর্তব্য। মৃত আত্মীয়সহৃদগণের শ্রাদ্ধাদির জন্য এঁর যা আবশ্যিক সবই যেন ইনি পান।

যদধিষ্ঠিরের আচরণে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারীও পুত্রশোক ত্যাগ করে পাণ্ডবগণকে নিজপুত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবগণের মণ্ডলের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন ও হোম করতে লাগলেন।

তিনি পাণ্ডুপুত্রদের সেবায় যে আনন্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের পুত্রদের কাছে পান নি।

২। ভীমের আক্রোশ — ধৃতরাষ্ট্রের সংকল্প

এইরূপে পনের বৎসর কেটে গেল। ভীম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কার্য করতেন এবং অনুর ম্বারা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতেন। একদিন ভীম তাঁর বন্ধুদের কাছে তাল ঠুকে বললেন, আমার এই চন্দনচর্চিত পরিঘতুলা বাহুর প্রতাপেই মৃত্যুদুর্যোধনাদি পুত্র ও বাম্ভব সহ নিহত হয়েছে। এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনতে পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, বৃদ্ধিমতী গান্ধারী কালধর্ম বৃদ্ধে নীরবে রইলেন। যদুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল সহদেব কুন্তী ও দ্রৌপদী এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেন নি। ধৃতরাষ্ট্র বাঁপাকুল হুঁশে তাঁর সূহৃদগণকে বললেন, আমার দুর্বৃদ্ধির ফলেই কুরুকুল ক্ষয় পেয়েছে। পুত্রস্নেহের বশে আমি ব্যাসদেব কৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর সঞ্জয় ও গান্ধারীর উপদেশ শুনিনি নি, পাণ্ডবগণকে তাদের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিই নি। এই অপরাধ সহস্র শল্যের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিধ্ব হয়ে আছে। এখন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি দিনের চতুর্থ ভাগে বা সপ্তম ভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার করি, গান্ধারী ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। আমি ও গান্ধারী মৃগচর্ম পরে কুশল্যায় শূন্যে নিত্য জপ করি। যদুধিষ্ঠির শুনলে অনন্তপত হবেন সেজন্য এ কথা আমি কাকেও জানাই নি।

তার পর ধৃতরাষ্ট্র যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে আমি সদ্ধে আছি, দান ও শ্রাদ্ধকর্মাদি করে পুণ্যসঞ্চয়ও করছি; পুত্রহীনা গান্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্যধারণ করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রৌপদীর অপমান ও গম্বাদের ঐশ্বর্যহরণ করেছিল তারা ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গে গেছে। এ নি আমার ও গান্ধারীর পক্ষে যা শ্রেয় তাই আমরা করা উচিত। তুমি ধর্মনিষ্ঠ হৈ দ্বন্দ্ব তোমাকে বলছি, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও। বৃদ্ধ বৎস পুত্রের রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের কুলোচিত ধর্ম। আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনবাসী হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করব, চীরবৎসল ধারণ করে উপবাসী হই তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার অধিকারে আভ্যুদয় যে কর্ম অনর্দিত হয় রাজাও তার ফলভোগী হন।

যদুধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ্য, আপনি দঃখভোগ করলে এই রাজ্য আমার

প্রীতিকর হবে না। আমাকে খিক, আমি অতি দুর্বল রাজ্যাসক্ত ও প্রমাদগ্রস্ত। আপনি অসুখী হ'লে আমার রাজ্যভোগে কি প্রয়োজন? আপনি আমাদের পিতা ও পরম গুরু, আপনি চ'লে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ঔরসপুত্র যদুৎসব বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই রাজ্য গ্রহণ করুন, আমিই বনে যাব। অথবা আপনি স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন, অথবা দ্বারা আমাকে দস্ত করবেন না। আমি রাজা নই, আপনিই রাজা। দুর্বোধনাদির কার্যের জন্য আমার মনে কিছুমাত্র ক্রোধ নেই, দৈববশেই আমরা সকলে মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমরাও আপনার পুত্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে সমান জ্ঞান করি। আমি নতশিরে প্রার্থনা করছি, আপনি মনের দ্বন্দ্ব দূর করুন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস, আমি বনে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার যথোচিত সেবা করেছ, এখন বনগমনের অনুমতি দাও। ধৃতরাষ্ট্র সহসা কম্পিতদেহে কৃতাজলিপদে বললেন, বার্ষক্য ও অধিক কথা বলার ফলে আমার মন অবসন্ন ও মৃদু শব্দ হচ্ছে, আমি সঞ্জয় আর কৃপাচার্যকে বলছি, এরা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুদয় করুন। এই বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দেহে ভর দিয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, হায়, যিনি শত সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী, যিনি লৌহভীম চূর্ণ করেছিলেন, তিনি এখন অচেতন হয়ে অবলা স্ত্রীকে অবলম্বন করলেন। এইরূপ বিলাপ করে যুধিষ্ঠির জলার্দ্র হস্ত দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মৃদু ও বন্ধ মর্দিয়ে দিলেন। সংজ্ঞালাভ করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস, আমাকে আলিঙ্গন কর, তোমার স্পর্শে আমি পুনর্জীবিত হয়েছি। আজ আমি দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করব এই স্থির করেছিলাম, এখন তার সময় হয়েছে; দুর্বলতার ফলে আমার চেতনা লুপ্ত হয়েছিল। বার বার কথা বললে আমার ক্রান্তি হয়; তুমি আর কষ্ট দিও না, আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও।

যুধিষ্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনাকে প্রীত করার জন্য আমি রাজ্য বা জীবনও ত্যাগ করতে পারি। আপনি এখন আহার করুন, বনগমনের কথা পরে হবে।

৩। ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ

ব্যাসদেব এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কুরুনন্দন ধৃতরাষ্ট্র যা বলছেন তাতে তুমি সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বন্ধ ও পদ্রশোকাতুর,

গান্ধারীও অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে আছেন; এঁদের বনে যেতে দাও, যেন এখানে এঁদের মৃত্যু না হয়। অন্তকালে রাজাদের অরণ্যবাসই শ্রেয়। যুদ্ধে অথবা যথাবিধি অরণ্যে প্রাণত্যাগ করাই রাজর্ষিদের পরম ধর্ম। ধৃতরাষ্ট্রের তপস্যা করবার সময় হয়েছে, তোমার উপর এখন এঁর কিছুমাত্র ক্রোধ নেই।

ব্যাসদেব চলে গেলে যুধিষ্ঠির বিনীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, আপনার যা অভিলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মতি দিয়েছেন। কুরুরাজ, আমি নতমস্তকে অনুনয় করছি, এখন আহার করুন, পরে অরণ্যপ্রবেশ যাবেন। জরাজীর্ণ গজপতির ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র ধীরে ধীরে নিজ গৃহে গেলেন এবং আহিকাদির পর আহার করলেন। গান্ধারী কুন্তী ও বৃদ্ধগণ তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। ভোজনের পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিঠে হাত রেখে রাজ্যপালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন, তার পর শ্রান্ত হয়ে গান্ধারীর গৃহে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে যুধিষ্ঠির কুরুরাজ্যের প্রজাগণকে ডেকে আনালেন। পদ্রবাসী ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণাদি এবং নানা দেশ হতে আগত নরপতিগণ সমবেত হলে ধৃতরাষ্ট্র সকলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা বহুকাল কুরুকুলের সঙ্গে একত্র বাস করেছেন, আমরা পরস্পরের সহৃদয় ও হিতৈষী। ব্যাসদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছা করছি, আপনারাও বিনা সন্দেহে আমাকে অনুমতি দিন। আমি মনে করি, আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সে প্রকার নেই। গান্ধারী ও আমি পদ্রবিরহে কাতর হয়ে আছি, বয়স এবং উপবাসের জন্য দুর্বলও হয়েছি। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে আমরা প্রচুর সুখভোগ করছি। এখন এই পদ্রবাহীন অন্ধ বৃদ্ধের বনগমন ভিন্ন আর কি গতি আছে? বৎসগণ, শান্তনুর পরে ভীষ্মপরিপালিত বিচিত্রবীৰ্য এবং পাণ্ডু এই রাজ্য পালন করেছিলেন; তার পর আমিও আপনাদের সেবা করছি। যদি আমার মৃত্যু হয় তবে থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দবৃদ্ধি দুর্বোধনও এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে সে কোনও অপরাধ করে নি। তার দূর্নীতির ফলে এবং আমার দোষে অসংখ্য মহীপাল যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। আমার কার্য ভাল বা মন্দ যাই হ'ক, আমি কৃতজ্ঞ হই বলছি — আপনারা তা মনে রাখবেন না। এই পদ্রবাহীন শোকাতুর অন্ধ বৃদ্ধকে পূর্বন কুরুরাজ্যের বংশধর বলে ক্ষমা করবেন। আমি ও দৃষ্টধীনী গান্ধারী আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি —

আমাদের বনগমনের অন্তিম দিন। সম্পদে ও বিপদে কুন্তীপুত্র যদুধিষ্ঠিরের প্রতি আপনারা সমদৃষ্টি রাখবেন। লোকপাল তুল্য চার ভ্রাতা যার সচিব সেই ব্রহ্মার ন্যায় মহাতেজা যদুধিষ্ঠির আপনাদের পালন করবেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় আমি যদুধিষ্ঠিরকে আপনাদের হস্তে দিচ্ছি, আপনাদের সকলকেও যদুধিষ্ঠিরের হস্তে দিচ্ছি। আপনারা কখনও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নি, এখন আমি ও গান্ধারী কৃতজ্ঞালি হয়ে প্রার্থনা করছি — আমার অস্থিরমতি লোভী স্বেচ্ছাচারী পুত্রদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্তিম শব্দে নগরবাসী ও গ্রামবাসী প্রজাবৃন্দ বাষ্পাকুলনয়নে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন এবং দৃঃখে অচেতনপ্রায় হলেন। পরিশেষে শাম্ব নামে এক বাম্পী ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে আমি আপনাকে বলছি — আপনার কথা যথার্থ, আপনি ও আমরা পরস্পরের সহৃৎ। আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষগণ পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় আমাদের পালন করেছেন, রাজা দুর্যোধনও আমাদের প্রতি কোনও দুর্য্যবহার করেন নি। আমরা তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করে সত্বে ছিলাম তা আপনি জানেন। এখন কুন্তীপুত্র যদুধিষ্ঠির সহস্র বৎসর আমাদের পালন করুন। আমরা অন্তিম করছি, জ্ঞাতবধের জন্য আর দুর্য্যোধনের দোষ দেবেন না। কুরুকুলনাশের জন্য আপনি দুর্য্যোধন কণ বা শকুনি দায়ী নন, দৈবই এর কারণ। মহারাজ, আমরা অন্তিম দিচ্ছি, আপনি বনে গিয়ে পণ্যকর্ম করুন, আপনার পুত্রগণও স্বর্গলোক লাভ করুন, যদুধিষ্ঠির হাতে আপনি যে মানসিক দৃঃখ পেয়েছেন তা অপনীত হ'ক। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে সকলে সাধু সাধু বললেন, ধৃতরাষ্ট্রও প্রীত হলেন। প্রজারা অভিবাদন করে ধীরে ধীরে চলে গেল, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে নিজ ভবনে গেলেন।

৪। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা

পরদিন প্রভাতকালে বিদুর যদুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্র স্থির করেছেন যে আগামী কার্তিক-পূর্ণিমায় বনে যাবেন। ভীষ্ম দ্রোণ সৌমদত্ত বাহুবলীক দুর্য্যোধনাদি জয়দ্রথ এবং মৃত সহৃৎগণের প্রাণ্ধের জন্য তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করছেন। যদুধিষ্ঠির সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন,

অর্জুনও অনুমোদন করলেন, কিন্তু ক্রোধী ভীম সম্মতি দিলেন না। অর্জুন তাঁকে নম্রভাবে বললেন, আমাদের বন্ধু পিতা (জ্যেষ্ঠতাত) বনে যাবার পূর্বে ভীষ্ম প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করতেন; আপনার বাহুবলে যে ধন অর্জিত হয়েছে তারই কিঞ্চিৎ তিনি চাচ্ছেন। ক্রোধের কি বিপর্যয় দেখুন, পূর্বে ঘাঁর কাছে আমরা প্রার্থী হয়ে গেছি। এখন ত্র্যম্বকে তিনিই আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আপত্তি করবেন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপযশ হবে।

ভীষ্মের সন্তোষে বললেন, ভীষ্মদ্রোণাদি এবং সূহৃদগণের শ্রাদ্ধ আমরাই করব, ক্রোধের শ্রাদ্ধ কুন্তী করবেন। শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়া উচিত নয়, তবু ক্রোধগার পদগ্রহণ পরলোকে কষ্টভোগ করুক। অর্জুন, পূর্বের কথা কি তুমি ভুলে গেছ? আমাদের বনবাসকালে তোমার এই জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহ কোথায় ছিল? দ্রোণ ভীষ্ম ও সৌমদত্ত তখন কি করেছিলেন? দ্যুতসভায় এই দূর্বৃদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রই বিদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — আমরা কোন্ বস্তু জিতলাম? এসব কি তোমার মনে নেই?

যদ্যধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তার পর তিনি বিদুরকে বললেন, আপনি কুরুরাজকে জানান যে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ আমি নিজের কোষ থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবেন না। বনবাসকালে ভীম অনেক কষ্ট ভোগ করছেন, তাঁর ককর্শ আচরণে কুরুরাজ যেন রুষ্ট না হন। আমরা ও অর্জুনের সমস্ত ধনের তিনিই প্রভু।

বিদুরের মূখে যদ্যধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র প্রীত হলেন এবং আত্মীয় ও বান্ধবগণের শ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধন দান করলেন। তারা পুত্র তিনি কার্তিক-পূর্ণিমায় যজ্ঞ করে অগ্নিহোত্র সম্মুখে রেখে বনযাত্রা করলেন। যদ্যধিষ্ঠির শোকে অভিভূত হয়ে ভূপতিত হলেন, অর্জুন তাঁকে সান্নিধ্য দিতে লাগলেন। পদগ্রহণ বিদুর সজয় যদ্যুৎসু কৃপাচার্য ও ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সজলনয়নে কুরুরাজকে অনুগমন করলেন। বন্ধনেষ্ট্র গান্ধারী কুন্তীর স্কন্ধে এবং অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর স্কন্ধে দুই হস্ত রেখে চলতে লাগলেন। দ্রৌপদী সূভদ্রা উত্তরা উলূপী চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতিও সরোদনে অনুগমন করলেন। পাণ্ডবদের বনগমনকালে হস্তিনাপুরের প্রজারা যেমন দঃখিত হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের যাত্রাকালেও সেইরূপ হল। বিদুর ও সজয় সংকল্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। কিছুদূর যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র যদ্যধিষ্ঠিরাদিকে ফিরে যেতে বললেন। গান্ধারীকে দৃঢ়ভাবে ধরে কুন্তী বললেন, আমি বৃদ্ধ দাস করব, তপস্বিনী গান্ধারীর ও কুরুরাজের পদসেবা করব। যদ্যধিষ্ঠির, তুমি

সহদেবের উপর কখনও অপ্রসন্ন হয়ো না, সে তোমার ও আমার অনুরক্ত। কণ্ঠকে সর্বদা স্মরণ করো, তাঁর উদ্দেশে দান করো, সর্বদা সকলে দ্রোপদীর প্রিয়সাধন করো। কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই পড়েছে।

যদ্যধিষ্ঠির কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। ভীম বললেন, আমাদের ত্যাগ করে বনে যাওয়াই যদি আপনার ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের দিয়ে লোকক্ষয় করালেন কেন? কুন্তী পদ্মদের অনুনয় শুনলেন না, অশ্রুরোধ করে বললেন, তোমরা পাণ্ডুর পদ্ম এবং দেবতুল্য পরাক্রমশালী; জ্ঞাতির হস্তে নির্জিত হয়ে যাতে তোমাদের দ্বঃখভোগ করতে না হয় সেজন্যই আমি তোমাদের যদ্বক্ষে উৎসাহিত করেছিলাম, তোমাদের তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত বাসুদেবের নিকট বিদ্যুতলাস উপাখ্যান বলেছিলাম। স্বামীর রাজত্বকালে আমি বহু স্বেচ্ছা ভোগ করেছি, এখন পদ্মের বিজিত রাজ্য ভোগ করতে চাই না। আমার পতি যেখানে আছেন সেই পদ্মালোকে আমি যেতে ইচ্ছা করি; ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা এবং তপস্যা করে শরীর শুদ্ধ করব। কুরুশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন প্রভৃতির সহিত গৃহে ফিরে যাও, তোমার ধর্মে মতি থাকুক, মন মহৎ হ'ক।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, যদ্যধিষ্ঠিরের জননী ফিরে যান, পদ্ম ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ইনি কেন দর্গম বনে যাবেন? রাজ্য থেকেই ইনি দান ব্রত ও তপস্যা করুন। গান্ধারী, তুমি এংকে নিবৃত্ত হ'তে বল। ধর্মপরায়ণা সতী কুন্তী বনগমনের সংকল্প ত্যাগ করলেন না; তখন দ্রোপদী প্রভৃতি বধুগণ সরোদনে পাণ্ডবদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

৫। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে নারদাদি

বহু দূর গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যাকালে সূর্যের আরাধনার পর বিদুর ও সঞ্জয় কুশশয্যা প্রস্তুত করে দিলেন; ধৃতরাষ্ট্র এক শয্যায় এবং কুন্তীর সহিত গান্ধারী অন্য শয্যায় রাত্রিযাপন করলেন। প্রাতঃকালে যথাবিধি আহ্নিক ও হোমের পর তাঁরা উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে রাজর্ষি শতযুগকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্রকৈকয় দেশের রাজা ছিলেন, বৃন্দাবনস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন এবং জটা অর্জিন ও বনকল ধারণ করে শতযুগের আশ্রমে বিদুর সঞ্জয় গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন।

একদিন নারদ পর্বত ব্যাস প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে দেখতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে নারদ বললেন, শতষড়পের পিতামহ সহস্রাচিত্য তপস্যার ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন। আরও অনেক রাজা এই বনে তপঃসিদ্ধ হয়ে স্বর্গে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্র, আপনিও ব্যাসের অনুগ্রহে গান্ধারীর সহিত উত্তম গতি লাভ করবেন। রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে বাস করে নিত্য আপনাকে স্মরণ করেন; আমরা দিব্যনেত্রে দেখছি, সংকর্মের ফলে কুন্তীও তাঁর কাছে যাবেন। বিদুর যদুধিষ্ঠিরে প্রবেশ করবেন, সজয় স্বর্গে যাবেন।

রাজর্ষি শতষড়প বললেন, দেবর্ষি, ধৃতরাষ্ট্র কোন লোকে যাবেন তা তো আপনি বললেন না। নারদ বললেন, আমি ইন্দ্রের কাছে শুনেছি রাজা ধৃতরাষ্ট্র আর তিন বৎসর জীবিত থাকবেন, তার পর গান্ধারীর সহিত দিব্য বিমানে কুবেরভবনে গিয়ে ইচ্ছানুসারে দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষসলোকে বিচরণ করবেন। ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করে নারদাদি প্রস্থান করলেন।

৬। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে যদুধিষ্ঠিরাদি

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বনে গেলে পদ্রবাসিগণ শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলেন, পদ্রহীন বৃদ্ধ কুরুরাজ এবং মহাভাগা গান্ধারী ও কুন্তী নিজন বন কি করে বাস করছেন? পদ্রগণ ও রাজশ্রী ত্যাগ করে কুন্তী কেন দৃষ্কর তপস্যা করতে গেলেন?

কুন্তীর বিরহে পাণ্ডবগণ কাতর হয়ে কালযাপন করতে লাগলেন, কোনও বিষয়ে তাঁরা মন দিতে পারলেন না। কয়েক দিন পরে তাঁরা স্থির করলেন যে বনে গিয়ে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রোপদীও গমনের জন্য উৎসুক হলেন। যদুধিষ্ঠিরের আঞ্জায় রথ হস্তী অশ্ব ও সৈন্য সজ্জিত হ'ল, বহু পদ্রবাসী তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। পাঁচ দিন নগরের বহির্ভাগে বাস করে ষষ্ঠ দিনে যদুধিষ্ঠির সদলে যাত্রা করলেন। কৃপাচার্য সৈন্যদলের নেতা হয়ে চললেন; যদুধিষ্ঠির ও অর্জুন রথে, ভীম হস্তীতে, নকুল-সহদেব অশ্বে, এবং দ্রোপদী প্রভৃতি নারীগণ শিবিকায় যাত্রা করলেন। নগর ও গ্রামবাসী প্রজাগণ বিবিধ যানে যদুধিষ্ঠিরের অনুগমন করলেন। যদুৎসু ও ধোম্য পদ্ররক্ষার জন্য হস্তিনাপদ্রে রইলেন।

পাণ্ডবগণ যমুনা পার হয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে শতষড়প ও ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখতে পেলেন এবং যান থেকে নেমে বিনীতভাবে পদরঞ্জে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। যদুধিষ্ঠির সজলনয়নে তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের জ্যেষ্ঠতাত কুরুবংশ-পতি কোথায়? তাঁরা বললেন, মহারাজ, তিনি পদ্রপ ও জল আনতে এবং যমুনায়

স্নান করতে গেছেন। পাণ্ডবগণ সত্বর যমুনার দিকে চললেন এবং কিছ্রদূর গিয়ে দেখলেন, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে কুন্তী আগে আগে আসছেন। সহদেব উচ্চস্বরে রোদন করে কুন্তীর পায়ে পড়লেন। তার পর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রাদিকে প্রণাম করে তাঁদের জলপূর্ণ কলস বয়ে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন।

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পণ্ডপাণ্ডব ও দ্রৌপদী প্রভৃতিকে দেখতে এলেন। সঞ্জয় এইপ্রকারে তাঁদের পরিচয় দিলেন। — যাঁর দেহ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, মহাসিংহের ন্যায় সৰ্বল, যাঁর নাসিকা উন্নত এবং চক্ষু দীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ, ইনি কুরুরাজ যদুধিষ্ঠির। এই মন্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাণ্ডনবর্ণ দীর্ঘবাহু স্থূলশঙ্খ পদ্রুপ বৃকোদর। এঁর পার্শ্বে যে মহাধনুর্ধর শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হস্তিযুধপতিতুল্য যদুবা রয়েছে, ইনি অর্জুন। কুন্তীর নিকটে বিষ্ণু ও মহেন্দ্রের ন্যায় অনুপম রূপবান ও বলবান যে দুজন রয়েছেন, এঁরা নকুল-সহদেব। এই নীলোৎপলবর্ণা মধ্যবয়স্কা পশ্চপলাশাক্ষী মর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় নারী কৃষ্ণা। এঁর পার্শ্বে যে কনকবর্ণা চন্দ্রপ্রভার ন্যায় রূপবতী রমণী রয়েছেন ইনি চক্ৰপাণি কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা; এই সুবর্ণগৌরাঙ্গী নাগকন্যা উলূপী, এবং আর্দ্র মধুক পদ্মের ন্যায় যাঁর কান্তি, ইনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা; এঁরা অর্জুনের ভাৰ্য্যা। যিনি কৃষ্ণের সহিত স্পর্ধা করতেন সেই রাজসেনাপতি শল্যের ভগিনী এই নীলোৎপলবর্ণা রমণী ভীমসেনের পত্নী (কালী)। এই চম্পকগৌরী জরাসন্ধকন্যা সহদেবের পত্নী। এঁর নিকটে যে ইন্দীবরশ্যামবর্ণা রমণী ভূমিতে বসে আছেন, ইনি নকুলের পত্নী (ধৃষ্টকেতুর ভগিনী করোণমতী)। এই প্রতপ্তকাণ্ডনবর্ণা সুন্দরী যিনি পদ্রুকে কোলে নিয়ে আছেন, ইনি বিরাটকন্যা উত্তরা; দ্রোণ প্রভৃতি এঁর পতি অভিমন্যুকে রথহীন অবস্থায় বধ করেছিলেন। এই এক শত নারী, যাঁরা শত্রু উত্তরীয় ধারণ করে আছেন, যাঁদের সীমন্তে অলংকার নেই, এঁরা ধৃতরাষ্ট্রের অনাথা পদ্রুবধু।

৭। বিদুরের তিরোধান

তাপসগণ চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র যদুধিষ্ঠিরাদির কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কিছ্রক্ষণ আলাপের পর যদুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, বিদুর কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না। সঞ্জয় তপস্যায় নিরত থেকে কুশলে আছেন তো? ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পদ্রু, বিদুর কেবল বায়ু ভক্ষণ করে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর শীর্ণ দেহ শিরায়

আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই বনের নির্জন প্রদেশে ব্রাহ্মণরা কখনও কখনও তাঁকে দেখতে পান।

এই সময়ে যদুধিষ্ঠির দূর থেকে শীর্ণদেহ দিগম্বর বিদুরকে দেখতে পেলেন, তাঁর মস্তকে জটা, মূখে বীটা (১), দেহ মললিপ্ত ও ধূলিধূসর। বিদুর আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই চ'লে যাচ্ছিলেন, যদুধিষ্ঠির বেগে তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, ভো ভো বিদুর, আমি আপনার প্রিয় যদুধিষ্ঠির, আপনাকে দেখতে এসেছি। বিদুর এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে অনিমেঘনয়নে যদুধিষ্ঠিরকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁর দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামে ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত ক'রে যোগবলে যদুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবিষ্ট হলেন। যদুধিষ্ঠিরের বোধ হ'ল তাঁর বল পূর্বাপেক্ষা বহুদূর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদুরের বৃক্ষাশ্রিত স্তম্বলোচন প্রাণহীন দেহ দেখে তিনি ব্যাসের বাক্য (২) স্মরণ করলেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ইচ্ছা করলেন। এমন সময়ে তিনি দৈববাণী শুনলেন — রাজা, বিদুরের দেহ দগ্ধ ক'রো না, এ'র কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক; ইনি যতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সান্তানিক লোক লাভ করেছেন, এ'র জন্য শোক ক'রো না। তখন যদুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

পরাদিন প্রভাতকালে ব্যাসদেব শতযুগ প্রভৃতির সঙ্গে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। কুশলপ্রশ্নের পর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, কুরুরাজ, তুমি বিদুরের পরিণাম শুনো। ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে বিদুর রূপে জন্মেছিলেন (৩)। ব্রহ্মার আদেশে বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্রাতাকে আমি উৎপাদন করেছিলাম। এই তপস্বী সত্যানিষ্ঠা ইন্দ্রিয়দমন শমগুণ অহিংসা ও দানের ফলে বিখ্যাত হয়েছেন। যদুধিষ্ঠিরও ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই যদুধিষ্ঠির। এই পাণ্ডুপুত্র যদুধিষ্ঠির, যিনি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এ'র শরীরেই বিদুর যোগবলে প্রবিষ্ট হয়েছেন। পুত্র, আমি তোমার সংশয় ছেদনের জন্যই এখানে এসেছি। তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, যদি কিছু দেখতে বা জানতে চাও, তো আমাকে ব'লো, আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ করব।

(১) পদ্লির আকার কাষ্ঠখণ্ড, গুলিডাণ্ডা খেলার গুলির তুল্য। বাক্য ও আহ্বান বর্জনের চিহ্ন।

(২) বিদুর ও যদুধিষ্ঠির দুজনেই ধর্মের অংশ।

(৩) আদিপর্ব ১৮-পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

॥ পদ্মদর্শনপর্বাধ্যায় ॥

৮। মৃত যোদ্ধাগণের সমাগম

পান্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে ব্যাসদেব পদ্মবীর এলেন, সেই সময়ে মহর্ষি নারদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধর্ব বিশ্বাবসু, তুম্বকুর ও চিত্রসেনও উপস্থিত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমার মনোভাব আমি জানি, তুমি এবং গান্ধারী কুন্তী দ্রৌপদী সদ্ভদ্রা প্রভৃতি পদ্মবিরোগের তীর শোক ভোগ করছ। তোমার কি কামনা বল, তপস্যার প্রভাবে আমি তা পূর্ণ করব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আপনার ও এই সাধুগণের সমাগমে আমি ধন্য হয়েছি, আমার জীবন সফল হয়েছে। আমার আর পরলোকের ভয় নেই, কিন্তু যার দর্শনান্তর ফলে পান্ডবগণ নির্যাতিত এবং বহু নরপতি বিনাশিত হয়েছেন সেই দ্রবুদ্বিহতভাগ্য দুর্যোধনের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। পিতা, আমি শান্তি পাচ্ছি না। গান্ধারী কৃতাজ্জলিপদে তাঁর শবদর ব্যাসকে বললেন, মর্নিপদংগব, ষোড়শ বৎসর গত হয়েছে তথাপি কুরুরাজের পদ্মশোক শান্ত হচ্ছে না। আপনি ভপোবলে নানা লোক সৃষ্টি করতে পারেন, আমাদের পরলোকগত পদ্মগণকে কি দেখাতে পারেন না? আমাদের এই প্রিয়তমা পদ্মবধু দ্রৌপদী, কৃষ্ণভাগিনী সদ্ভদ্রা, ভূরিপ্রবার এই ভাষা, আপনার যে শত পৌত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পত্নীগণ — এঁদের শোকের জন্য অন্ধরাজ ও আমার শোক বার বার বর্ধিত হচ্ছে। এমন উপায় করুন যাতে আমরা এবং আপনার এই পদ্মবধু কুন্তী শোকশূন্য হতে পারি।

গান্ধারী এইরূপ বললে কুন্তী তাঁর প্রচ্ছন্নজাত পদ্ম কর্ণকে স্মরণ করলেন। তাঁর ভাবান্তর দেখে ব্যাস বললেন, তোমার মনে যা আছে তা বল। কুন্তী লজ্জিতভাবে বললেন, ভগবান, আপনি আমার শবদর, দেবতার দেবতা; আমি সত্য কথা বলছি শুনুন। তার পর কুন্তী কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করে বললেন, আমি মৃত্যুর বশে সজ্ঞানে সেই পদ্মকে উপেক্ষা করেছি, তার ফলে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। আমার কর্ম পাপজনক বা পাপশূন্য যাই হ'ক আপনাকে জানাই। সেই পদ্মকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি; মর্নিশ্রেষ্ঠ, আমার হৃদয়ের কামনা আজ পূর্ণ করুন।

ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তোমার অপরাধ হয় নি; দেবতারা ঐশ্বর্যবান, তাঁরা সংকল্প বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ বা সংগম — এই পাঁচ প্রকারে পদ্ম

উৎপাদন করতে পারেন। তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। যারা বলশালী তাঁদের পক্ষে সমস্তই হিতকর পবিত্র ধর্মসংগত ও স্বকীয়। তোমরা সকলেই সদ্গোষ্ঠীস্থিতের ন্যায় নিজ নিজ প্রিয়জনকে দেখতে পাবে। সেই বীরগণ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, তাঁরা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রই কুরুরাজ রূপে জন্মেছেন। পাণ্ডু মরুদগণ হ'তে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মের অংশে জন্মেছেন। দুর্যোধন কলি, শকুনি ম্বাপর, দ্রুপদাশ্বিনীরাষ্ট্ররাক্ষস, ভীমসেন বায়ু, অর্জুন নর-ঋষি, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল-সহদেব অশ্বিনীকুমারবয়, অভিমন্যু চন্দ্র, কর্ণ সূর্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি, শিখণ্ডী রাক্ষস, দ্রোণ বৃহস্পতি, অশ্বত্থামা রুদ্র, এবং ভীষ্ম বসু হ'তে উৎপন্ন। দেবগণই মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে এসে নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে চল, নিহত আত্মীয়গণকে সেখানে দেখতে পাবে।

ব্যাস এইরূপ বললে সমাগত জনগণ সিংহনাদ করে গঙ্গার অভিমুখে যাত্রা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পণ্ডপান্ডব, অমাত্যগণ, নারীগণ, ঋষি ও গন্ধর্বগণ, অনুচরবর্গ, সকলেই গঙ্গাতীরে এসে অধীরভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত হ'লে তাঁরা পবিত্রভাবে একাগ্রমনে গঙ্গাতীরে উপবেশন করলেন। অনন্তর মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগীরথীর পূর্ণাজলে অবগাহন করে মৃত কৌরব ও পান্ডব যোদ্ধা ও নরপতিগণকে আহ্বান করলেন। তখন জলমধ্যে কুরুপান্ডবসেনার তুমুল নিনাদ উঠল; ভীষ্ম দ্রোণ, পুরুষ সহ বিরাট ও দ্রুপদ, অভিমন্যু ঘটোৎকচ কর্ণ, দুর্যোধন দ্রুপদাশ্বিনীরাষ্ট্ররাক্ষস, শকুনি, জরাসন্ধপুরুষ সহদেব, ভগদত্ত ভূরিপ্রবা শল্য বৃষসেন, দুর্যোধনপুরুষ লক্ষ্মণ, সানজ ধৃষ্টকেতু, বাহুবীক সোমদত্ত চৌকিতান প্রভৃতি বীরগণ দিব্য দেহ ধারণ করে গঙ্গাগর্ভ থেকে সসৈন্যে উত্থিত হলেন। জীবদ্দশায় যার যেপ্রকার বেশ ধ্বজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকার দেখা গেল। অশ্বরা ও গন্ধর্বগণ স্তবগান করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান করলেন। সকলে রোমাঞ্চিত হয়ে চিত্রপটে অঙ্কিতের ন্যায় এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগলেন।

কুরু ও পান্ডব পক্ষের বীরগণ ক্রোধ ও শ্বেষ ত্যাগ করে নিঃসঙ্গ হয়ে একত্র সমাগত হলেন। পুরুষ পিতামাতার সহিত, ভাষা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত এবং মিত্র মিত্রের সহিত সহর্ষে মিলিত হলেন। পান্ডবগণ কর্ণ অভিমন্যু ও দ্রোণদীর পশ্চ পুরুষের কাছে এলেন। মর্দিনবর ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীয় ও বান্ধবের সহিত মিলিত হ'লে সেই রাত্রিতে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করলেন, তাঁদের শোক ভয় দ্রুপদ অশ্বশ কিছুই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পত্নীর সহিত এক রাত্রি সুখে যাপন করলেন।

রাত্রি প্রভাত হ'লে ব্যাসদেব সেই মতোখিত যোদ্ধগণকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁরা রথ ও খড়্গ সহ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন। পতিহীনা ক্ষত্রিয় নারীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পতিলোকে যেতে চান তাঁরা শীঘ্র জাহ্নবীর জলে অবগাহন করুন। তখন সাধবী বরাঙ্গনাগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং দেহ ত্যাগ ক'রে পতির সহিত মিলিত হলেন।

যিনি এই প্রিয়সমাগমের বিবরণ শোনেন তিনি ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয় বিষয় লাভ করেন। যিনি অপরকে শোনান তিনি ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শৃভ-গতি লাভ করেন। যে বেদজ্ঞ সাধু মানব শূচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব শোনেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

৯। জনমেজয়ের যজ্ঞ পরীক্ষণ — পান্ডবগণের প্রস্থান

জনমেজয় তাঁর পূর্বপুরুষদের এই পুনরাগমনের বিবরণ শুনে বললেন, যাঁরা দেহ ত্যাগ করেছেন তাঁদের দর্শনলাভ কি ক'রে সম্ভবপর হ'ল? ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহারাজ, মানুষ্যের কর্ম থেকেই শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরের উপাদান মহাভূতসমূহ, ভূতাদিপতি মহেশ্বরের অধিষ্ঠানের ফলে দেহ নষ্ট হ'লেও মহাভূত নষ্ট হয় না, জীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ করেন না, মহাভূত আশ্রয় ক'রে তিনি পূর্বরূপে প্রকাশিত হ'তে পারেন।

তার পর বৈশম্পায়ন বললেন, জন্মান্থ ধৃতরাষ্ট্র পূর্বে তাঁর পুরুষদের কখনও দেখেন নি, ব্যাসদেবের প্রসাদেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। জনমেজয় বললেন, বরদাতা ব্যাসদেব যদি আমার পিতাকে দেখান তবে আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হবে, আমি প্রীত ও কৃতার্থ হব। ব্যাসের প্রসাদে আমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক। জনমেজয় এইরূপ বললে ব্যাসের তপস্যার প্রভাবে পরীক্ষণ তাঁর পূর্বের রসে ও রূপে অমাত্যগণ সহ আবির্ভূত হলেন, তাঁর সঙ্গে মহাত্মা শমীক (১) ও শৃঙ্গীও এলেন।

জনমেজয় অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং যজ্ঞসমাপন ও যজ্ঞান্তস্নানের পর জরৎকারপুত্র আস্তীককে বললেন, আমার এই যজ্ঞ অতি আশ্চর্য; আমি পিতার

দর্শন পেয়েছি, তাঁর আগমনে আমার শোক দূর হয়েছে। আস্তীক বললেন, মহারাজ, যার যজ্ঞে মহর্ষি শ্বৈম্পায়ন উপস্থিত থাকেন তিনি ইহলোক ও পরলোক জয় করেছেন। পান্ডুর বংশধর, তুমি বিচিত্র আখ্যান শুনেছ, পিতাকে দেখেছ, সর্পসকল ভক্ষণ করেছে, তোমার সত্যবাক্যের ফলে তক্ষকও মর্দ্ভিলাভ করেছেন। তুমি ঋষিদের পূজা করেছ, সাধুজনের সাহিত মিলিত হয়েছে, এবং পাপনাশক মহাভারত শুনেছ; এর ফলে তোমার বিপদল ধর্ম লাভ হয়েছে।

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। — সকলে গঙ্গাতীর হ'তে আশ্রমে ফিরে এলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ ঋষিদের মূখে বিবিধ উপদেশ শুনেছ, শত্ৰুগতিপ্রাপ্ত পুত্রগণকেও দেখেছ। এখন শোক ত্যাগ কর, যদুর্ধিষ্ঠিরকে ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজ্যে ফিরে যেতে বল; এঁরা মাসাধিক কাল এখানে রয়েছেন। ব্যাসের বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র যদুর্ধিষ্ঠিরকে বললেন, অজাতশত্রু, তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমরা এখন হস্তিনাপুরে ফিরে যাও, তোমরা এখানে থাকায় স্নেহের জন্য আমার তপস্যার ব্যাঘাত হচ্ছে। তুমি আমার পুত্রের কার্য করেছ, আমাদের পিণ্ড কীর্তি ও কুল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আর আমার শোক নেই, জীবনেরও প্রয়োজন নেই, এখন কঠোর তপস্যা করব। তুমি আজ বা কাল চ'লে যাও।

যদুর্ধিষ্ঠির বললেন, আমি এই আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করব। সহদেব বললেন, আমি মাতা কুন্তীকে ছেড়ে যেতে পারব না। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী বহু প্রবোধ দিয়ে তাঁদের নিরস্ত করলেন। তখন পান্ডবগণ বিদায় নিয়ে ভার্যা বান্ধব ও সৈন্য সহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

॥ নারদাগমনপর্বাধ্যায় ॥

১০। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু

পান্ডবগণ হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার দু বৎসর পরে একদিন দেবর্ষি নারদ যদুর্ধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তিনি আসন গ্রহণ করে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আমি গঙ্গা ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করে তোমাকে দেখতে এসেছি। যদুর্ধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, যদি আমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখে থাকেন তবে তিনি কেমন আছেন বলুন।

নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চ'লে এলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয় গঙ্গাম্বারে গেলেন, অগ্নিহোত্র সহ পদুরোহিতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে ধৃতরাষ্ট্র মূখে বীটা (১) দিয়ে মৌনীর ও বায়দুভুক হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার হয়ে গেল। গান্ধারী কেবল জলপান ক'রে, কুন্তী এক মাস অন্তর এবং সঞ্জয় পাঁচ দিন অন্তর আহার ক'রে জীবনধারণ করলেন। তাঁদের যাজকগণ ষথাবিধি অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগলেন। ছ মাস পরে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই সময়ে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাপ্ত হ'ল, বৃক্ষ ও পশু সকল দগ্ধ হয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অনাহারের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন, সেজন্য পালাতে পারলেন না। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পালিয়ে আশ্রয়ক্ষা কর, আমরা এই অগ্নিতে প্রাণত্যাগ ক'রে পরমর্গতি লাভ করব। সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, এই বৃথাগ্নিতে প্রাণ-ত্যাগ করলে আপনার অনিষ্ট হবে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ ক'রে এসেছি, এখন মরলে অনিষ্ট হবে না, জল বায়ু অগ্নি বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদের পক্ষে প্রশস্ত; সঞ্জয়, তুমি চ'লে যাও। এই ব'লে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পদবাস্য হয়ে উপবেশন করলেন, সমাধিস্থ হওয়ায় তাঁদের দেহ কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হ'ল। এই অবস্থায় তাঁরা দাবানলে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সঞ্জয় গঙ্গাতীরের মর্হাধীগণকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে হিমালয়ে চ'লে গেলেন।

তার পর নারদ বললেন, আমি গঙ্গাতীরে তাপসদের নিকটে ছিলাম, সঞ্জয়ের কথা শুনে তোমাদের জানাতে এসেছি। আমি ধৃতরাষ্ট্রাদির দেহ দেখেছি। তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন, সদর্গতিও পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়।

পান্ডবগণ দৃঃখে অভিভূত হলেন এবং উদ্ধবাহু হয়ে নিজেদের ধিক্কার দিয়ে রোদন করতে লাগলেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, আমরা জীবিত থাকতে মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের অনাতের ন্যায় মৃত্যু হ'ল! অগ্নির তুল্য কৃতঘ্ন কেউ নেই, অর্জুন খাঁড়বদাহ ক'রে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিকে বৃথা তৃপ্ত করেছিলেন। সেই অর্জুনের জননীকেই তিনি দগ্ধ করলেন! রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র সেই মহাধর্ম মন্ত্রপদে অগ্নি রক্ষা করতেন, তথাপি বৃথাগ্নিতে কেন তাঁদের মৃত্যু হ'ল?

নারদ বললেন, তাঁরা বৃথাগ্নিতে দগ্ধ হন নি। ধৃতরাষ্ট্র বনপ্রবেশের পূর্বে যে যজ্ঞ করেছিলেন যাজকগণ তার অগ্নি এক নির্জন বনে নিষ্কপ করেছিলেন; সেই অগ্নিই বর্ধিত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের যজ্ঞাগ্নিতে জীবন বিসর্জন

দিয়ে পরমগতি পেয়েছেন। তোমার জননীও গুরুশ্রদ্ধার ফলে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাতে সংশয় নেই। এখন তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের তর্পণ কর।

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও নারীগণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাত্রা করলেন, পদ্মবাসী ও জনপদবাসীগণ একবস্ত্র পরিধান করে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পাণ্ডবগণ যদুযুগ্মকে অগ্রবর্তী করে যথাবিধি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণ করলেন। দ্বাদশ দিনে যুধিষ্ঠির তাঁদের শ্রাদ্ধ করলেন এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে শয্যা খাদ্য যান মণিরত্ন দাসী প্রভৃতি দান করলেন। তাঁর আজ্ঞায় মৃতজনের অস্থি সংগ্রহ করে গঙ্গায় ফেলা হ'ল।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে চ'লে গেলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে হতপত্ন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে হস্তিনাপুরে পনের বৎসর এবং বনবাসে তিন বৎসর বাপন করেছিলেন।

মৌষলপর্ব

১। শাম্বের মৃশল প্রসব — ম্বারকায় দর্শকগণ

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, যদুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌দ্বিংশ বৎসরে বৃষ্টিবংশীয়গণ (১) অত্যন্ত দুনীতিপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট করেছিলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এরূপ ঘটেছিল আপনি সবিস্তারে বলুন। বাসুদেব থাকতে তাঁরা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। —

একদিন বিশ্বামিত্র কশ্ব ও নারদ মুনী ম্বারকায় এসেছেন দেখে সারণ (২) প্রভৃতি বীরগণের কুবৃন্দ হ'ল। তাঁরা শাম্বকে স্ত্রীবশে সম্ভজিত ক'রে মুনীদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইনি পদ্মাবতীলাষী বদ্র (৩)র পত্নী; আপনারা বলুন ইনি কি প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মুনীগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একটি ঘোর লৌহমৃশল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত দর্ব্বৃত্ত নৃশংস ও গর্বিত হয়েছ; সেই মৃশলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুকুলের সকলেই বিনষ্ট হবে। হলায়ুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ করবেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করবে। এই বলে মুনীগণ কৃষ্ণের কাছে গিয়ে অভিশাপের কথা জানালেন।

কৃষ্ণ বৃষ্টিবংশীয়গণকে বললেন, মুনীরা যা বলেছেন তাই হবে। এই বলে তিনি তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, অভিশাপের প্রতিকার করতে ইচ্ছা করলেন না। পরদিন শাম্ব মৃশল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষন্ন হয়ে সেই মৃশলের সূক্ষ্ম চূর্ণ করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দিলেন। তার পর আহুদক (উগ্রসেন) বলরাম কৃষ্ণ ও বদ্রর আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হ'ল — আজ থেকে এই নগরে কেউ সূরা প্রস্তুত করবে না; যে করবে তাকে সবান্ধবে জীবিত অবস্থায় শূলে দেওয়া হবে।

বৃষ্ণ ও অন্ধকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণপিংগলবর্ণ মৃন্ডিভতমস্তক বিকটাকার কালপদ্রুশ গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু বিদ্ধ করতে

(১) যাদবগণের বিভিন্ন শাখার নাম অন্ধক ভোজ বৃষ্ণ কুরু। কৃষ্ণ বৃষ্টিবংশীয়।

(২) কৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা, সূতদ্রার সহোদর।

(৩) যাদব বীর বিশেষ।

পারতেন না। স্মারকায় নানাপ্রকার দুল্লক্ষণ দেখা গেল; মৃষিকের দল নিদ্রিত যাদবগণের নথ ও কেশ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষী পেচকের এবং ছাগ শৃগালের রব করতে লাগল। গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুদ্ধরীর গর্ভে বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে মৃষিক উৎপন্ন হ'ল। যাদবগণ নিলঙ্জভাবে পাপকার্য করতে লাগলেন।

একদিন রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবগণকে বললেন, ভারতবৃন্দ-কালে এইপ্রকার দুর্নিমিত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের বিনাশ আসন্ন হয়েছে। তোমরা সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীরে যাও।

২। যাদবগণের বিনাশ

স্মারকায় আরও নানাপ্রকার উৎপাত দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণা নারী নিদ্রিত পুরাঙ্গনাদের মঙ্গলসূত্র এবং ভয়ংকর রাক্ষসগণ যাদবদের অলংকার ছত্র ধ্বজ ও কবচ হরণ করতে লাগল। কৃষ্ণের চক্র সকলের সমক্ষে আকাশে অন্তর্হিত হ'ল, দারুকের সমক্ষে অশ্বগণ কৃষ্ণের দিব্য রথ নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে চ'লে গেল। অঙ্গরারী বলরামের তালধ্বজ এবং কৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ হরণ ক'রে উচ্চরবে বললে, যাদবগণ, প্রভাসতীরে চ'লে যাও।

বৃষ্ণ ও অন্ধক মহারথগণ প্রচুর খাদ্য পেয় মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের পরিবারবর্গ ও সৈন্যদের সঙ্গে প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে নিরন্তর পানভোজনে রত হলেন এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত অশ্বে সুরা মিশ্রিত ক'রে বানরদের খাওয়াতে লাগলেন। বলরাম সাত্যকি গদ (১) বধ্রু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের সমক্ষেই সুরাপান করতে লাগলেন। সাত্যকি অত্যন্ত মত্ত হয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, কোন ক্ষত্রিয় মৃতবৎ নিদ্রামগ্ন লোককে বধ করে? তুমি যা করেছিলে যাদবগণ তা ক্ষমা করবেন না। প্রদ্যুম্ন সাত্যকির বাক্যের সমর্থন করলেন। কৃতবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ভূরিশ্রবা যখন ছিন্নবাহু হয়ে প্রায়োপবিষ্ট ছিলেন তখন তুমি নৃশংসভাবে তাঁকে বধ করেছিলে কেন? সাত্যকি স্যামন্তক মণি হরণ ও সন্ধ্যাজিহ্ম (২) বধের বৃত্তান্ত বললেন। পিতার মৃত্যুর কথা শুনে সত্যভামা কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ করবার জন্য তাঁর ক্রোড়ে

(১) কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(২) সত্যভামার পিতা; কৃতবর্মা ও অক্রুরের প্ররোচনায় শতধন্বা এঁকে বধ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে স্যামন্তক মণির উপাখ্যান আছে।

ব'সে রোদন করতে লাগলেন। সাত্যকি উঠে বললেন, সুমধ্যমা, আমি শপথ করছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপুত্রগণ যেখানে গেছেন কৃতবর্মাকে সেখানে পাঠাব; এই পাপাত্মা অশ্বখামার সাহায্যে তাঁদের সুস্থাবস্থায় হত্যা করেছিল। এই ব'লে তিনি খড়্গাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ ক'রে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন।

তখন ভোজ ও অন্ধকণ সাত্যকিকে বেঁটন ক'রে উচ্ছ্রিত ভোজনপাত্র দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। কালের বিপর্যয় বৃদ্ধে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন না। রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকিকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু সাত্যকির সহিত তিনিও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক মৃষ্টি এরকা (৩) নিলেন, তা বজ্রতুল্য লৌহ-মৃষলে পরিণত হ'ল। সেই মৃষলের আঘাতে তিনি সম্মুখস্থ সকলকে বধ করতে লাগলেন। সেখানকার সমস্ত এরকাই মৃষল হয়ে গেল; তার দ্বারা অন্ধক ভোজ বৃষ্টি প্রভৃতি যাদবগণ পরস্পরের হত্যায় প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমত্ত হয়ে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে নিপাতিত করলেন। অগ্নিতে পাতিত পতঙ্গের ন্যায় সকলে মরতে লাগলেন, কারও পলায়নের বৃদ্ধি হ'ল না। কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রদ্যুম্ন শাম্ব চারুদেষ অনিরুদ্ধ গদ প্রভৃতি নিহত হলেন। তখন বদ্র ও দারুক বললেন, ভগবান, বহু লোককে বিনষ্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চলুন।

৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ

বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তিনি নির্জন স্থানে বৃক্ষমূলে ব'সে চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ দারুককে বললেন, তুমি স্বয়ং হস্তিনাপুরে গিয়ে যাদবগণের নিধনসংবাদ অর্জুনকে জানাও এবং তাঁকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। দারুক তখনই যাত্রা করলেন। তার পর কৃষ্ণ বদ্রকে বললেন, তুমি নারীদের রক্ষা করতে যাও, যেন দস্যুরা তাঁদের আক্রমণ না করে। বদ্র যাত্রার উপক্রম করতেই এক ব্যাধের মৃদুগর সহসা নিপাতিত হয়ে তাঁর প্রাণহরণ করলে। তখন কৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে বললেন, আমি নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন।

কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধনঞ্জয়ের না আসা পর্যন্ত আপনি নারীদের রক্ষা করুন। বলরাম বনুমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। আমি কুরুপান্ডবদ্বন্দ্বে এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখেছি।

যাদবশূদ্র্য এই পদুরীতে আর্মি থাকতে পারব না, বনবাসী হয়ে বলরামের সঙ্গে তপস্যা করব। এই বলে কৃষ্ণ বসুদেবের চরণবন্দনা করলেন এবং নারী ও বালকদের ক্লন্দন শব্দে বললেন, সবাসাচী এখানে আসছেন, তিনি তোমাদের দৃংখমোচন করবেন।

বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে বসে আছেন, তাঁর মদুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ রক্তমদুখ মহানাগ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন। সাগর, দিব্য নদী সকল, বাসদুকি ককোটক তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ, এবং স্বয়ং বরুণ প্রত্যাঙ্গমন করে স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা সেই মহানাগের সংবর্ধনা করলেন।

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছুক্ষণ বিচরণের পর ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দূর্বাসার শাপের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় করে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ মৃগ মনে করে তাঁর পদতল শরবিবদ্ধ করলে। তার পর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন পীতাম্বর চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করে উদ্বেগ স্বকীয় লোকে প্রয়াণ করলেন। দেবতা ঋষি চারণ সিদ্ধ গন্ধর্ব প্রভৃতি সেই ঈশ্বরের অর্চনা করলেন, মনুশ্রেষ্ঠগণ ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে অভিনন্দিত করলেন।

৪। অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন

দারুক হস্তিনাপুরে গিয়ে দ্বারকার ঘটনাবলী জানালেন। ভোজ অন্ধক কুকুর ও বক্ষি বংশীয় বীরগণের নিন্দন শব্দে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদুকুল ধনুস হয়েছে এই আশঙ্কায় অর্জুন তাঁর মাতুল বসুদেবকে দেখবার জন্য তখনই যাত্রা করলেন। দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন সেই নগরী পৃথিবীনা রমণীর ন্যায় গ্রীহীন হয়েছে। কৃষ্ণসখা অর্জুনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। অর্জুনের চক্ষু বাষ্পাকুল হ'ল, তিনি সেই পতিপত্নহীনা নারীদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশব্দে রোদন করে ভূপতিত হলেন। রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন এবং তাঁকে বেষ্টন করে বিলাপ করতে লাগলেন।

অনন্তর অর্জুন বসুদেবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি পুত্রশোক সন্তপ্ত হয়ে শূন্যে আছেন। বসুদেব বললেন, অর্জুন, আমার মৃত্যু নেই; যাঁরা শত শত নৃপতি ও দৈত্যগণকে জয় করেছিলেন, সেই পুত্রদের না দেখেও আমি জীবিত আছি। যে দর্জন তোমার প্রিয় শিষ্য ছিল, যারা অতিরিক্ত বলে খ্যাত এবং কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিল, সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিই বৃক্ষবংশনাশের মূল কারণ। অথবা আমি তাদের দোষ দিতে পারি না, ঋষিশাপেই আমাদের বংশ বিনষ্ট হয়েছে। তুমি ও নারদাদি মূর্খগণ বাক্যে সনাতন বিষ্ণু বলে জানতে, আমার পুত্র সেই গোবিন্দ যদুবংশের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছেন, তিনি জ্ঞাতীদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন নি। কৃষ্ণ আমাকে বলে গেছেন — ‘আমি আর অর্জুন একই, অর্জুন স্মারকায় এসে স্ত্রী ও বালকগণের রক্ষার ভার নেবেন এবং মৃতজনের ঔর্ধ্বদৌহিক ক্রিয়া করবেন; তিনি প্রস্থান করলেই স্মারকা সমুদ্রজলে প্লাবিত হবে; আমি বলদেবের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে অন্তকালের প্রতীক্ষা করব।’

তার পর বসুদেব বললেন, পার্থ, আমি আহার ত্যাগ করেছি, জীবনধারণে আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অনুসারে এই রাজ্য, নারীগণ ও ধনরত্ন তোমাকে সমর্পণ করছি। অর্জুন বললেন, মাতুল, কৃষ্ণ ও বান্ধববিহীন এই পৃথিবী আমি দেখতে ইচ্ছা করি না। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর মনের অবস্থাও অনুদ্বেপ, কারণ আমরা ছ জন একাত্ম। রাজা যদুধিষ্ঠিরেরও প্রয়াণকাল উপস্থিত হয়েছে, অতএব আমি স্ত্রী বালক ও বৃন্দদের নিয়ে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে যাব।

পরদিন প্রভাতকালে বসুদেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলাভ করলেন। দেবকী ভদ্রা মদিরা ও রোহিণী পতির চিতায় আরোহণ করে তাঁর সহগামিনী হলেন। অর্জুন সকলের অন্তিম কার্য সম্পন্ন করলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণের দেহ অব্বেষণ করে এনে সংকার করলেন। সপ্তম দিনে তিনি কৃষ্ণের মৌল হাজার পত্নী, পৌত্র বজ্র (১), এবং অসংখ্য নারী বালক ও বৃন্দদের নিয়ে যাত্রা করলেন। রথী গজারোহী ও অশ্বারোহী অনুচরগণ এবং ব্রাহ্মণকণ্ঠিয়াদি প্রজা তাঁদের সঙ্গে গেলেন। অর্জুন স্মারকায় যে যে স্থান অতিক্রম করতে লাগলেন তৎক্ষণাৎ সেই সেই স্থান সমুদ্রজলে প্লাবিত হ'ল।

কিছু দিন পরে তাঁরা গবাদি পশু ও ধান্য সম্পন্ন পুণ্ড্রপ্রদেশের এক স্থানে এলেন। সেখানকার আভীর দস্যুগণ যাদবনারীদের দেখে লঙ্ঘন হয়ে যষ্ঠি নিয়ে আক্রমণ করলে। অর্জুন ঈষৎ হাস্য করে তাদের বললেন, যদি বাঁচতে চাও তো দূর

হও, নতুবা আমার শত্রু হিঁস হয়ে সকলে মরবে। দস্যুগণ নিবৃত্ত হ'ল না দেখে অর্জুন তাঁর গাশ্বতীকে নিলেন এবং অতি কষ্টে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্র স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি এবং সহগামী ষোম্ভারা বাধা দেবার চেষ্টা করলেও দস্যুস্বা নাড়ীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাদের কাছে গেল। অর্জুনের বাণ নিঃশেষ হ'লে তিনি ধনু্র অগ্রভাগ দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন, কিন্তু সেই স্বেচ্ছ দস্যুগণ তাঁর সমক্ষেই বৃষ্টি ও অন্ধক বংশীয় সন্দরীদের হরণ করে নিঃশেষ গেল। অর্জুন তাঁর দূরদৃষ্ট দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং অশিষ্ট নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন।

কৃন্তবর্মার পুত্র এবং ভোজ নারীগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রেখে অর্জুন অবশিষ্ট বালক বৃন্দ ও রমণীগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনলেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য দিলেন। অর্জুনের পত্নীরা প্রব্রজ্যা নিলেন। কৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নিপ্রবেশ করলেন। সত্যভামা ও কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ হিমালয় অতিক্রম করে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। স্নানকাবাসী পুরুষগণকে বজ্রের নিকটে রেখে অর্জুন সজলনয়নে ব্যাসদেবের আশ্রমে এলেন।

অর্জুনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এমন গ্রীহীন দেখছি কেন? তোমার গায়ে কি কেউ নখ কেশ বস্ত্রাঙ্গুল বা কলসের জল দিয়েছে? তুমি কি রজস্বলাগমন বা ব্রহ্মহত্যা করেছ, না যুদ্ধে পরাজিত হয়েছ? অর্জুন স্বাধিকার সমস্ত ঘটনা, কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু, এবং দস্যুহস্তে তাঁর পরাজয়ের বিবরণ দিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, সেই পশ্চিমলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাধর শ্যামভনু চতুর্ভুজ পীতাম্বর পরমপুরুষ, যিনি আমার রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষ্ণকে আমি দেখতে পাচ্ছি না; আর আমার জীবনধারণের ফল কি? তাঁর অদর্শনে আমি অবসন্ন হচ্ছি, আমার শরীর ঘুরছে, আমি শান্তি পাচ্ছি না। মর্দনসন্তপ্ত, বলহীন এখন আমি কি করব।

ব্যাস বললেন, কুরুশাট্রদল, বৃষ্টি-অন্ধক বীরগণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করো না। কৃষ্ণ জানতেন যে তাঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। তিনি পৃথিবীর জয় হরণ করে দেহত্যাগ করে স্বীয় ধামে গেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, ভীম ও নকুল-সহদেবের সাহায্যে তুমি মহৎ দেবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য পৃথিবীতে এসেছিলে তা সম্পন্ন করে কৃতকৃত্য হয়েছ; তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অস্ত্রসমূহের

প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে তারা তোমার হস্তগত হবে।

ব্যাসের উপদেশ শুনে অর্জুন হস্তিনাপুরে গেলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

১। মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরাদি

অর্জুনের মূখে যাদবগণের ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, কালই সকল প্রাণীকে বিনষ্ট করেন, তিনি আমাকেও আকর্ষণ করছেন; এখন তোমরা নিজ কর্তব্য স্থির কর। ভীমার্জুন নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমরাও কালের প্রভাব অতিক্রম করতে চাই না।

পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে এবং যদুযশস্কর উপর রাজ্যপালনের ভার দিয়ে যুধিষ্ঠির সদ্ভদ্রাকে বললেন, তোমার পৌত্র কুরুরাজ রূপে হস্তিনাপুরে থাকবেন। যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষিক্ত করেছি, তিনি অবশিষ্ট যাদবগণকে পালন করবেন। তুমি এঁদের রক্ষা করে, যেন অধর্ম না হয়। অনন্তর যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা বসুদেব ও কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতির যথাবিধি প্রাশ্ন করলেন এবং কৃষ্ণের উদ্দেশে ব্যাস নারদ মার্কণ্ডেয় ভরস্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে ভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনরত্ন দান করলেন। যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যকে পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন এবং প্রজাগণকে আহবান করে মহাপ্রস্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা উদ্ভিষ্ট হয়ে বারণ করতে লাগল, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর সংকল্প ত্যাগ করলেন না।

যুধিষ্ঠির, তাঁর ভ্রাতৃগণ, এবং দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে বস্কল পরিধান করলেন এবং যজ্ঞ করে তার অগ্নি জলে নিক্ষেপ করলেন। তার পর তাঁরা হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। নারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। পুরবাসী ও অন্তঃপুরবাসিনীগণ বহু দূর পর্যন্ত অনুগমন করলেন, কিন্তু কেউ পাণ্ডবগণকে নিবৃত্ত হতে বললেন না। নাগকন্যা উলূপী গঙ্গায় প্রবেশ করলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুত্রে গেলেন, অন্যান্য পাণ্ডবপত্নীগণ পরীক্ষিতের কাছে রইলেন।

পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস করে পূর্ব দিকে চললেন, একটি কুকুর তাঁদের পিছনে যেতে লাগল। তাঁরা বহু দেশ অতিক্রম করে লৌহিত্য সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন। আস্তিত্বশত অর্জুন ঐ পর্যন্ত তাঁর গান্ধীব ধনু ও দ্বাই অক্ষয় তপ ত্যাগ করেন নি। এখন অগ্নি মর্তিমান হয়ে পথরোধ করে বললেন, পাণ্ডবগণ,

আমার কথা শোন, আমি অগ্নি, পূর্বে অর্জুন ও নারায়ণের প্রভাবে খাণ্ডব দগ্ধ করেছিলাম। অর্জুনের আর গান্ধীবের প্রয়োজন নেই; আমি বরুণের কাছ থেকে এই ধনু এনে দিয়েছিলাম, এখন ইনি বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। কৃষ্ণের চক্রও এখন প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে। এই কথা শুনে অর্জুন তাঁর গান্ধীব ধনু ও দৃই তুণ জলে নিক্ষেপ করলেন, অগ্নিও অন্তর্হিত হলেন। পাণ্ডবগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণের ইচ্ছায় প্রথমে দক্ষিণ দিকে চললেন; তার পর লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে পশ্চিম দিকে এলেন, এবং সাগরলাভিত স্মারকপদুরী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীমের মৃত্যু

পাণ্ডবগণ হিমালয় পার হয়ে বালুকাণ্ব ও মেরুপর্বত দর্শন করে যোগযুদ্ধ হয়ে শীঘ্র চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সহসা দ্রৌপদী যোগদ্রষ্ট হয়ে ভূপতিত হলেন। ভীম যদৃধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কোনও অধর্মচরণ করেন নি, তবে কেন ভূপতিত হলেন? যদৃধিষ্ঠির বললেন, ধনঞ্জয়ের উপর এঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল, এখন তারই ফল পেয়েছেন। এই বলে যদৃধিষ্ঠির সমাহিতমনে চলতে লাগলেন, দ্রৌপদীর দিকে আর দৃষ্টিপাত করলেন না।

কিছুক্ষণ পরে সহদেব পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, এই মাদ্রীপুত্র নিরহংকার ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সেবা করতেন, তবে ভূপতিত হলেন কেন? যদৃধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করতেন ঠাঁর চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ নেই। এই বলে যদৃধিষ্ঠির অগ্রসর হলেন।

তার পর নকুল পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয় রূপবান ভ্রাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুত হন নি এবং সর্বদা আমাদের আশ্রাবহু ছিলেন; ইনি ভূপতিত হলেন কেন? যদৃধিষ্ঠির বললেন, নকুল মনে করতেন তাঁর ভ্রাতা রূপবান কেউ নেই। বৃকোদর, তুমি আমার সঙ্গে এস, নকুল তাঁর কর্মের ঐশ্বর্যদৃষ্ট ফল পেয়েছেন।

দ্রৌপদী ও নকুল-সহদেবের পরিণাম দেখে অর্জুন শোকাক্ত হয়ে চলছিলেন, কিছু দূর গিয়ে তিনিও পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, ইনি পরিহাস করেও কখনও মিথ্যা বলেন নি, তবে কেন এঁর এমন দশা হল? যদৃধিষ্ঠির বললেন, অর্জুন সর্বদা গর্ব করতেন যে এক দিনেই সকল শত্রু বিনষ্ট করবেন, কিন্তু তা পারেন নি; তা ছাড়া

ইনি অন্য ধনদুর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন; ঐশ্বর্যকামী পদ্রুঘের এমন করা উচিত নয়। এই বলে যদুধিষ্ঠির চলতে লাগলেন।

অনন্তর ভীম ভূপতিত হয়ে বললেন, মহারাজ মহারাজ, দেখুন, আমিও পড়ে গেছি; আমি আপনার প্রিয়, তবে আমার পতন হ'ল কেন? যদুধিষ্ঠির বললেন, তুমি অত্যন্ত ভোজন করতে এবং অন্যের বল না জেনেই নিজ বলের গর্ব করতে। এই বলে যদুধিষ্ঠির ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে অগ্রসর হলেন কুকুর তাঁর পিছনে চলল।

৩। যদুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা

ভূমি ও আকাশ নিনাদিত করে ইন্দ্র রথারোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি এই রথে ওঠ। ধর্মরাজ যদুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত হয়ে বললেন, সুরেশ্বর, আমার ভ্রাতারা এবং সুকুমারী দ্রুপদরাজপুত্রী এখানে পড়ে আছেন, তাঁদের ফেলে আমি যেতে পারি না, আপনি তাঁদেরও নিয়ে চলুন। ইন্দ্র বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ করে আগেই স্বর্গে গেছেন; শোক করো না, তুমি সশরীরে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। যদুধিষ্ঠির বললেন, এই কুকুর আমার ভক্ত, একেও আমার সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করি, নতুবা আমার পক্ষে নির্দয়তা হবে।

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুমি আমার তুল্য অমরত্ব ঐশ্বর্য সিংধি ও স্বর্গ-সুখের অধিকারী হয়েছ, এই কুকুরকে ত্যাগ কর, তাতে তোমার নির্দয়তা হবে না। যদুধিষ্ঠির বললেন, সহস্রলোচন, আমি আর্থ হয়ে অনার্থের আচরণ করতে পারব না; এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করে আমি দিব্য ঐশ্বর্যও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কুকুর থাকে সে স্বর্গে যেতে পারে না, ক্রোধবশ নামক দেবগণ তার যজ্ঞাদির ফল বিনষ্ট করেন। ধর্মরাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর।

যদুধিষ্ঠির বললেন, মহেন্দ্র, ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়, নিজের সুখের জন্য আমি এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারি না। প্রাণ বিসর্জন দিয়েও আমি ভীত অসহায় আত্মদুর্বল ভক্তকে রক্ষা করি, এই আমার রীতি। ইন্দ্র বললেন, কুকুরের দৃষ্টি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভ্রাতৃগণ ও প্রিয়া পত্নীকে ত্যাগ করে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই কুকুরকে ছাড়তে চাও না কেন? যদুধিষ্ঠির বললেন, মৃত জনকে জীবিত করা যায় না, তাদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও থাকে না। আমার ভ্রাতৃগণ ও পত্নীকে জীবিত করবার শক্তি

নেই সেজন্যই ত্যাগ করেছি, তাঁদের জীবদ্দশায় ত্যাগ করি নি। আমি মনে করি, শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্বীবধ, ব্রহ্মস্বহরণ ও মিথ্যবধ — এই চার কার্ষে যে পাপ হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়।

তখন কুক্কুররূপী ভগবান ধর্ম নিজ মর্দিত গ্রহণ করে বললেন, মহারাজ, তুমি উচ্চ বংশে জন্মেছ, পিতার স্বভাবও পেয়েছ; তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া আছে। পদ্র, শ্বৈতবনে আমি একবার তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম, তুমি ভীমাজুনের পরিবর্তে নকুলের জীবন চেয়েছিলে, যাতে তোমার জননীর ন্যায় মাদ্রীরও একটি পদ্র থাকে (১)। স্বর্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কারণ ভক্ত কুকুরের জন্য তুমি দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ করে অক্ষয় লোক লাভ করবে।

তার পর ধর্ম ইন্দ্র মরুদগণ প্রভৃতি দেবতা এবং দেবর্ষিগণ যদুধিষ্ঠিরকে দিব্য রথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেবর্ষি নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজর্ষিগণ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের কীর্তি এই কুরুরাজ যদুধিষ্ঠির আবৃত করে দিয়েছেন; ইনি যশ তেজ ও সম্পদে সকলকে অতিক্রম করেছেন। আর কেউ সশরীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শুনিনি।

যদুধিষ্ঠির বললেন, আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গেছেন তা শুভ বা অশুভ যাই হ'ক আমি সেখানেই যেতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, এখনও তুমি মানুষের স্নেহ ত্যাগ করছ না কেন? নিজের কর্ম দ্বারা যে শুভলোক জয় করেছ সেখানেই বাস কর। তুমি পরমসিদ্ধি লাভ করে এখানে এসেছ, তোমার ভ্রাতারা এখানে আসবার অধিকার পান নি। এখনও তোমার মানুষ ভাব রয়েছে কেন? এ স্বর্গ, এই দেখ দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ এখানে রয়েছেন। যদুধিষ্ঠির বললেন, দেবরাজ, যেখানে আমার ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গদগবতী শ্যামাঙ্গিনী নারীশ্রেষ্ঠা পত্নী আছেন, সেখানেই আমি যাব।

pathagana.net

স্বর্গারোহণপর্ব

১। ষড়ধিষ্ঠির নরকদর্শন

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, মহর্ষি ব্যাসের প্রসাদে আপনি সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন; আমার পূর্বপিতামহগণ স্বর্গে গিয়ে কোন্ স্থানে রইলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। —

ষড়ধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখলেন, দুর্যোধন সূর্যের ন্যায় প্রভান্বিত হয়ে দেবগণ ও সাধ্যগণের মধ্যে বসে আছেন। ধর্মরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে বললেন, আমি দুর্যোধনের সঙ্গে বাস করব না; যে লোক পাণ্ডালীকে সভামধ্যে নিগৃহীত করেছিল, যার জন্য আমরা মহাবনে বহু কষ্ট ভোগ করেছি এবং যুদ্ধে বহু সূহৃৎ ও বাম্ভব বিনষ্ট করেছি, সেই লোভী অদূরদর্শী দুর্যোধনকে দেখতে চাই না, আমি আমার ভ্রাতাদের কাছে যাব। নারদ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, এমন কথা বলো না, স্বর্গে বাস করলে বিরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দুর্যোধনকে সম্মান করেন। ইনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন নি। তোমরা পূর্বে যে কষ্ট পেয়েছিলেন তা এখন ভুলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ করে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হও।

ষড়ধিষ্ঠির বললেন, যার জন্য পৃথিবী উৎসন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রোধে দগ্ধ হয়েছি, সেই অধর্মাচারী পাপী সূহৃদ্দ্রোহী দুর্যোধনের যদি এই গতি হয় তবে আমার মহাপ্রাণ মহারত সত্যপ্রতিজ্ঞ ভ্রাতারা কোথায় গেছেন? কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী অভিমন্যু দ্রৌপদীপুত্রগণ প্রভৃতি কোন্ লোকে গেছেন? আমি তাঁদের দেখতে ইচ্ছা করি। দেবর্ষি, সেই মহারথগণ কি স্বর্গবাসের অধিকার পান নি? তাঁরা যদি এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকব না। আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ।

দেবগণ বললেন, বৎস, যদি তাঁদের কাছে যাবার ইচ্ছা থাকে তো যাও, বিলম্ব করো না। এই বলে তাঁরা এক দেবদূতকে আদেশ দিলেন, ষড়ধিষ্ঠিরকে তাঁর আশ্রয়-সূহৃদগণের নিকটে নিয়ে যাও। দেবদূত অগ্রবৃত্তি হয়ে পাপীরা যে পথে যায় সেই পথ দিয়ে ষড়ধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললেন। সেই পথ তমসাবৃত, পাপীদের

গন্ধযুক্ত, মাংসশোণিতের কর্দম অস্থি কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন, এবং মশক মক্ষিকা কৃমি কীট ও ভল্লুকাদি হিংস্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলছে; লৌহমুখ কাক, সুচীমুখ গৃধ্র এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরুধিরালিঙ্গ ছিন্নবাহু ছিন্নপাদ ছিন্নোদর মৃতদেহ সর্বত্র পড়ে আছে। সেই পুণ্ড্রগন্ধময় লোম-হর্ষকর পথে যেতে যেতে যদুধিষ্ঠির তন্তজলপূর্ণ দুর্গম নদী, তীক্ষ্ণকণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভৃতি, এবং পাপীদের যন্ত্রণাভোগ দেখলেন। তিনি দেবদূতকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ দিয়ে আর কত দূর যেতে হবে? আমার ভ্রাতারা কোথায়?

দেবদূত বললেন, মহারাজ, আপনি শ্রান্ত হ'লেই দেবগণের আদেশ অনুসারে আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। মনঃকণ্ঠে ও দুর্গন্ধে পীড়িত হয়ে যদুধিষ্ঠির প্রত্যাভাবনের উপক্রম করলেন। তখন তিনি এই করুণ বাক্য শুনলেন — হে ধর্মপুত্র রাজর্ষি, দয়া করে মৃহদূর্তকাল থাকুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা সুখী হয়েছি, আমাদের যাতনাও নিবৃত্ত হয়েছে। দয়ালু যদুধিষ্ঠির বার বার এইরূপ বাক্য শুনে প্রশ্ন করলেন, আপনারা কে, কেন এখানে আছেন? তখন চারিদিক হ'তে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল — আমি কর্ণ, আমি ভীমসেন, আমি অর্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি দ্রোণদী, আমরা দ্রোণদীপুত্র। যদুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন, দৈব এ কি করেছেন! কোন্ পাপের ফলে এরা এই পাপগন্ধময় নিদারুণ স্থানে আছেন? আমি স্মৃত না জাগরিত, চেতন না অচেতন? এ কি আমার মনের বিকার না বিভ্রম? যদুধিষ্ঠির দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তায় ব্যাকুল হলেন এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে দেবদূতকে বললেন, তুমি যাঁদের দূত তাঁদের কাছে গিয়ে বল যে আমি ফিরে যাব না, এখানেই থাকব, আমাকে পেয়ে আমার ভ্রাতারা সুখী হয়েছেন। দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে যদুধিষ্ঠিরের বাক্য জানালেন।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ধর্ম যদুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। সহসা অশ্বকার দূর হ'ল, বৈতরণী নদী, লৌহকুম্ভ, কণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভৃতি এবং বিকৃত শরীর সকল অদৃশ্য হ'ল, পাপীদের আতর্নাদ আর শোণিত গেল না, শীতল সুগন্ধ পবিত্র বায়ু বইতে লাগল। সূর্যপতি ইন্দ্র বললেন, মহাবাহু যদুধিষ্ঠির, দেবগণ তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ক্রুদ্ধ হয়ে না, সকল রাজাকেই নরক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপুণ্য থাকে; যার পাপের ভাগ অধিক এবং পুণ্য অল্প সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ করে পরে নরকে যায়; যার পুণ্য

অধিক এবং পাপ অল্প সে প্রথমে নরক ও পরে স্বর্গ ভোগ করে। তুমি দ্রোণকে অশ্বখামার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে প্রতারিত করেছিলে, তাই আমি তোমাকে ছলক্রমে নরক দেখিয়েছি। তোমার ভ্রাতারা এবং দ্রোপদীও ছলক্রমে নরকভোগ করেছেন। তোমার পক্ষে যে সকল রাজা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই স্বর্গে এসেছেন। যাঁর জন্য তুমি পরিতাপ কর সেই কর্ণও পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তুমি পূর্বে কষ্টভোগ করেছ, এখন শোকশূন্য নিরাময় হয়ে আমার সঙ্গে বিহার কর। এই ত্রিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগঙ্গায় স্নান করে মানদ্ব্যভাব থেকে মুক্ত হও।

মর্ত্তিমান ধর্ম তাঁর পুত্র যদুধিষ্ঠিরকে বললেন, বৎস, এই তৃতীয় বার তোমাকে আমি পরীক্ষা করেছি, তোমাকে বিচলিত করা অসাধ্য। তোমরা কেউ নরক-ভোগের যোগ্য নও, তুমি যা দেখেছ তা ইন্দ্রের মায়া। তার পর যদুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গায় স্নান করে মনদ্ব্যদেহ ত্যাগ করলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ করে যেখানে পাণ্ডব ও ধার্মার্ষ্ট্রগণ ক্রোধশূন্য হয়ে সুখে অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন।

২। কুরুপাণ্ডবদিগের স্বর্গলাভ

যদুধিষ্ঠির কুরুপাণ্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ ব্রাহ্মী তন্দ্রাধারণ করে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর চক্র প্রভৃতি ঘোর অস্ত্রসমূহ পদ্রুপ-মূর্ত্তিতে তাঁর নিকটে রয়েছে, অর্জুন তাঁকে উপাসনা করছেন। যদুধিষ্ঠিরকে দেখে কৃষ্ণার্জুন যথাবিধি অভিবাদন করলেন। তার পর যদুধিষ্ঠির অন্যান্য স্থানে গিয়ে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মরুদৃগণবোদ্ধিত ভীমসেন, অশ্বিন্মবয়ের নিকটে নকুল-সহদেব, এবং সুর্ষের ন্যায় প্রভাশালিনী কমল-উৎপলের মাল্যধারণী পাণ্ডালীকে দেখলেন।

ইন্দ্র বললেন, এই দ্রোপদী অযোনিজা লক্ষ্মী, শূলপাণি তোমাদের প্রীতির নিমিত্ত এ'কে সৃষ্টি করেছিলেন। এই পাঁচ জন গন্ধর্ব তোমাদের পদদ্ব্যপে এ'র গর্ভে জন্মেছিলেন। এই গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখ, ইনিই তোমার জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। এই সুদর্ভুলা বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। বৃষ্ণি ও অশ্বক বংশীয় মহারথগণ, সাত্যাকি প্রভৃতি ভোজবংশীয় বীরগণ, এবং সুভদ্রাপুত্র চন্দ্রকান্তি অভিমন্যু — এ'রা সকলেই দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পিতা পাণ্ডু ও মাতা কুন্তী-মাদ্রী, এ'রা বিমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বসুদেবের মধ্যে ভীষ্ম এবং বৃহস্পতির

পার্শ্ব তোমার গদ্রু দ্রোণকে দেখ। অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব যক্ষ ও সাধুগণের সঙ্গে রয়েছেন।

জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, শ্বিজোত্তম, আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা কত কাল স্বর্গবাস করেছিলেন? কর্মফলভোগ শেষ হ'লে তাঁরা কোন্ গতি পেয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, অগাধবৃদ্ধি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আমি যেমন শুনছি তাই বলছি। — ভীষ্ম বসুদগণে, দ্রোণ বৃহস্পতির শরীরে, কৃতবর্মা মরুদগণে, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কুবেরলোকে, পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী ইন্দ্রলোকে, এবং বিরাট দ্রুপদ ভূরিপ্রবা উগ্রসেন কংস অকুর বসুদেব শাম্ব প্রভৃতি বিশ্বদেবগণে প্রবেশ করেছেন। চন্দ্রপুত্র বর্চা অভিমন্যু রূপে জন্মেছিলেন, তিনি চন্দ্রলোকে গেছেন। কর্ণ সূর্যের, শকুনি শ্বাপরের, এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন পাবকের শরীরে গেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা রাক্ষসের অংশে জন্মেছিলেন, তাঁরা অস্ট্রাঘাতে পুত হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্ম লীন হয়েছেন। বলরামরূপী ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রবেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে যিনি জন্মেছিলেন সেই বাসুদেব নারায়ণের সহিত যুক্ত হয়েছেন। তাঁর ষোল হাজার পত্নী কালক্রমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ করে অঙ্গরার রূপে নারায়ণের কাছে গেছেন। ঘটোৎকচ প্রভৃতি দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হ'লে এঁদের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন।

রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতকথা শুনে অতিশয় বিস্মিত হলেন। তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, সপর্গণের মনুষ্টিতে আঙ্গতীক মূর্নি প্রীত হলেন। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন, নিমন্ত্রিত রাজারাও প্রস্থান করলেন। তার পর জনমেজয় যজ্ঞস্থান তক্ষশিলা থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

৩। মহাভারত-ব্রাহ্মণ্য

নৈমিষারণ্যের শ্বিজগণকে সোঁতি বললেন, আপনাদের আদেশে আমি পবিত্র মহাভারতকথা কীর্তন করছি। ভগবান কৃষ্ণশ্রীপায়ন-রচিত এই ইতিহাস তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের সপর্ষ্যে কথিত হয়েছিল। যিনি পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ পাঠ করে শোনান তিনি পাপমুক্ত হয়ে ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি সমাহিত হয়ে এই

বেদতুলা সমগ্র মহাভারত শোনে। তিনি ব্রহ্মহত্যা দি কোটি কোটি পাপ থেকে মুক্ত হন। যিনি শ্রাদ্ধকালে এর কিছু অংশও ব্রাহ্মণদের শোনান তাঁর পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন ও পানীয় লাভ করেন। ভরতবংশীয়গণের মহৎ জন্মকথা এতে বর্ণিত হয়েছে এই কারণে এবং মহত্ব ও ভারবত্ত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ পুরাণ, সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ও বেদ-বেদাঙ্গ এক দিকে, এবং কেবল মহাভারত আর এক দিকে। পুরাণপ্রণেতা এবং বেদসমুদ্রের মল্লনকর্তা ব্যাস ঋষির সিংহনাদ এই মহাভারত; তিন বৎসরে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ এতে বর্ণিত হয়েছে। যা মহাভারতে আছে তা অন্যত্র থাকতে পারে, যা এতে নেই তা আর কোথাও নেই। জয়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ও রাজাদের শোনা উচিত। মহাভারত শুনলে স্বর্গকামীর স্বর্গ, জয়কামীর জয়, এবং গর্ভিণীর পুত্র বা বহুভাগ্যবতী কন্যা লাভ হয়। সমুদ্র ও হিমালয় যেমন রত্ননিধি নামে খ্যাত, মহাভারতও সেইরূপ।

যাঁর গৃহে এই গ্রন্থ থাকে, জয় তাঁর হস্তগত। বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে আদি অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হরিকথা কীর্তিত হয়েছে। সূর্যোদয়ে যেমন তমোরাশি বিনষ্ট হয়, মহাভারত শুনলে সেইরূপ কায়িক বাচিক ও মানসিক সমস্ত পাপ দূর হয়।

— সমাপ্ত —

পারিশিষ্ট

মহাভারতে বহু উক্ত ব্যক্তি, স্থান ও অস্ত্রাদি

অক্রুর — কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।

অঙ্গ দেশ — মদ্রগের ও ভাগলপুত্র জেলায়।

অশ্ব দেশ — মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদের কিয়দংশ।

অবন্তী — মালব দেশ।

অম্বা — কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, পরজন্মে শিখণ্ডী।

অম্বালিকা — কাশীরাজের তৃতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীৰ্য-পত্নী, পাণ্ডু-জননী।

অম্বিকা — কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, বিচিত্রবীৰ্য-পত্নী, ধৃতরাষ্ট্র-জননী।

অর্জুন — পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র, ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

অলম্বুষ — কুরুপক্ষীয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসূরের পুত্র।

অশ্বথামা — দ্রোণ-কপীর পুত্র।

অহিচ্ছত্র দেশ — যুক্তপ্রদেশে বেরেলি জেলায়।

আম্বতীক — জরৎকার-পুত্র, বাসদিকির ভাগিনেয়।

ইন্দ্রপ্ৰস্থ — দিল্লির নিকটবর্তী নগর।

ইন্দ্রসেন — যুধিষ্ঠিরের সারথি।

ইরাবান — অর্জুন-উলুপীর পুত্র।

উগ্রসেন — কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা।

উত্তমোজা — পাণ্ডবপক্ষীয় পাণ্ডাল বীর বিশেষ।

উত্তর — বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র।

উত্তরকুরু — তিব্বতের উত্তরপশ্চিমস্থ দেশ; মতান্তরে সাইবিরিয়া।

উত্তরা — বিরাট-কন্যা, অভিমন্যু-পত্নী, পরীক্ষিৎ-জননী।

উল্লব — কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য।

উপলব্যা — মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর।

উলুক — শকুনি-পুত্র।

উলুপী — নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, অর্জুন-পত্নী।

একচ্ছত্রা নগরী — অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিন্তু এই অনদ্মান
দ্রাস্ত বোধ হয়।

কংস — উগ্রসেন-পুত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা।

কবচ — বর্ম।

কাম্বোজ — কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ।

কর্ণ — সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর পত্নী রাধা
কর্তৃক পালিত।

কালিঙ্গ — মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ।

কাম্যক বন — কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে।

কীচক — বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক।

কুন্তিভোজ — শুরের পিতৃস্বসার পুত্র, কুন্তীর পালক-পিতা।

কুন্তী — অন্য নাম পৃথা; শুরের দ্বিহিতা, বসুদেবের ভগিনী, কুন্তিভোজের
পালিতা কন্যা, পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী, যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের জননী।

কুরু — দ্রুপদ-শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতীর পুত্র।

কুরুক্ষেত্র — পঞ্জাবে অম্বালা ও কর্নাল জেলায়।

কুরুজাঙ্গল — কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান।

কৃতবর্মা — ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ।

কৃপ — শরস্বানের পুত্র, কুরুপাণ্ডবের অন্যতর অস্ত্রশিক্ষক, দ্রোণের শ্যালক।

কৃষ্ণ — বসুদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও সুভদ্রার বৈমাট ভ্রাতা, যুধিষ্ঠিরাদির
মামাতো ভাই।

কেকয় — শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দেশ। মতান্তরে — সিন্ধু নদের
উত্তরপশ্চিমে।

কেরল — দক্ষিণপশ্চিম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ।

কোশল — যুক্তপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটবর্তী ফয়জাবাদ গন্ডা ও বরেন্দ্র জেলায়
অবস্থিত দেশ; উত্তর- ও দক্ষিণ-কোশল এই দুই অংশে বিভক্ত। পরে
দক্ষিণ- বা মহা-কোশল মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় জেলায়।

কৌশিকী নদী — আধুনিক কুশী বা কোশী।

ক্ষুরপ্র — খুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র।

গদ — যাদব বীর বিশেষ।

গদা — মৃদুগরতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

গান্ধার — সিন্ধু ও কাবুল নদীর উভয়পার্শ্বস্থ দেশ। মতান্তরে আধুনিক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

গান্ধারী — গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী, দুর্যোধনাদির জননী।

গিরিব্রজ — জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজগির।

ঘটোৎকচ — ভীম-হিড়িম্বার পুত্র।

চক্র — তীক্ষ্ণধার চক্রাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, diskus।

চর্ম — ঢাল।

চর্মস্বতী নদী — আধুনিক চম্বল, মধ্যভারতে।

চিত্রাঙ্গদা — মণিপূরপতি চিত্রবাহনের কন্যা, অর্জুন-পত্নী, বভ্রুবাহনের জননী।

চৌকিতান — যাদব যোদ্ধা বিশেষ।

চৌদ — নর্মদা-গোদাবরীর মধ্যস্থ জম্বলপুত্রের নিকটবর্তী দেশ।

চোল — কাবেরী নদীর উভয়তীরবর্তী দেশ।

জনমেজয় — পরীক্ষিতের পুত্র, অভিমন্যুর পৌত্র।

জয়দ্রথ — সৌবীররাজ, ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দৃশ্যশলার পতি।

জরাসন্ধ — মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত্র, কংসের শ্বশুর।

তক্ষক — নাগরাজ বিশেষ।

তক্ষশিলা নগরী — উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রাওলপিণ্ডি জেলায়।

তোমর — শাবলতুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

ত্রিগর্ত দেশ — পঞ্জাবে জালন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদ্রুর পূর্ববর্তী মরুপ্রদেশে।

দ্রুদ — কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দার্দিস্তান।

দশার্ণ দেশ — মধ্যভারতে চম্বল ও বেতোয়া নদীর মধ্যবর্তী।

দারুক — কৃষ্ণের সারথি।

দৃশ্যশলা — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর কন্যা, জয়দ্রথ-পত্নী।

দৃশ্যশাসন — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর স্নিহিত পুত্র।

দুর্যোধন — ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

দ্রাবিড় — ভারতের দক্ষিণপূর্ববর্তী দেশ।

দ্রুপদ — পাণ্ডুরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পিতা।

দ্রোণ — ভরস্বাজ-পুত্র, কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু, কৃপের ভগিনীপতি।

দ্রৌপদী — কৃষ্ণা, পাণ্ডালী; দ্রুপদ-কন্যা, পণ্ডুপাণ্ডবের পত্নী।

মৈতবন — পঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তীরে।

যতরাষ্ট্র — বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে জাত।

যতকৈতু — শিশুপাল-পুত্র, চৈদি দেশের রাজা।

যতদ্যুশ — দ্রুপদ-পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

ধোম্য — যুধিষ্ঠিরাদির পুরোহিত।

নকুল-সহদেব — পাণ্ডুর চতুর্থ ও পঞ্চম যমজ পুত্র, অশ্বিনীকুমারম্বয়ের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে জাত।

নর — বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ঋষি বিশেষ।

নারাচ — লৌহময় বাণ।

নালীক — বাণ বিশেষ।

নিষধ দেশ — মধ্যপ্রদেশে জম্বলপুরের পূর্বে। মতান্তরে যুক্তপ্রদেশে কুমায়ুন অঞ্চলে।

নৈমিষারণ্য — যুক্তপ্রদেশে সীতাপুর জেলায়, আধুনিক নিমসার।

পঞ্চাল — গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ দেশ, গঙ্গাম্বার থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত।

পটিশ — বিধার খড়্গ বিশেষ।

পরশু — কুঠার বা টাঙ্গি তুল্য যুদ্ধাস্ত্র। মতান্তরে খড়্গ বিশেষ।

পরিঘ — লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকযুক্ত মৃদুগর।

পরীক্ষিৎ — অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র, অর্জুনের পৌত্র।

পাণ্ডু — বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জাত।

পাণ্ড্য দেশ — মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ও তিনেভেল্লি জেলায়।

পান্ড্র দেশ — উত্তরবঙ্গ।

প্রদ্যুম্ন — কৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র।

প্রভাস — কাথিয়াবাড়ের সমুদ্রতীরবর্তী তীর্থ।

প্রাগজ্যোতিষ দেশ — কামরূপ।

প্রচ্য — সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ।

প্রাস — ছোট বর্ষা।

বঙ্গ দেশ — পূর্ববঙ্গ।

বৎস দেশ — প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনার উত্তরে।

বভ্রু — যাদব বীর বিশেষ।

বহুবাহন — অজ্ঞান-চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

বলরাম — বলদেব, কৃষ্ণের অগ্রজ বৈমাঠ ভ্রাতা, বসুদেব-রোহিণীর পুত্র।

বসুদেব — কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার পিতা, কুন্তীর ভ্রাতা, শূরের পুত্র।

বারণাবত — প্রয়াগের নিকটস্থ নগর।

বাসুকি — নাগরাজ, অনন্ত, কণ্যপ-কদ্রুর পুত্র।

বাহীক বা বাহ্লীক দেশ — সিন্ধু ও পশ্চিমদ প্রদেশ। মতান্তরে বাল্ব্ব।

বাহ্লীকরাজ — কুরুবংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিশ্রবার পিতামহ।

বিকর্ণ — দুর্যোধনের এক ভ্রাতা।

বিচিত্রবীষ — শান্তনু-সত্যবতীর পুত্র, ভীষ্মের বৈমাঠ ভ্রাতা।

বিদর্ভ দেশ — আধুনিক বেরার।

বিদুর — ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত।

বিদেহ দেশ — উত্তর বিহার বা মিথিলা।

বিরাট — মৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার পিতা।

বিশ্বামিত্র — কান্যকুব্জরাজ গাধির পুত্র, কুশিকের পৌত্র।

বৃহৎক্ষত্র — নিষধরাজ। জ্যেষ্ঠ কেকয়রাজ।

বৃহদ্বল — কোশলরাজ।

বৈশম্পায়ন — ব্যাস-শিষ্য, জনমেজয়ের সপ্নযজ্ঞে মহাভারত-বক্তা।

ব্যাস — কৃষ্ণবৈশম্পায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের
জন্মদাতা, মহাভারত-রচয়িতা।

ব্রহ্মর্ষি দেশ — কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাণ্ডাল ও শূরসেন সংবলিত দেশ।

ব্রহ্মাবর্ত — সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থ দেশ।

ভগদত্ত — প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা, স্লেচ্ছ ও অসুররূপে উক্ত।

ভরত — দ্রুম্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ।

ভল্ল — বর্শা বিশেষ।

ভীম — পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র, পবনদেবের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

ভীষ্ম — শান্তনু-গঙ্গার পুত্র।

ভীষ্মক — রুদ্রিণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর, ভোজ দেশের রাজা।

ভূরিশ্রবা — সোমদত্তের পুত্র, কুরুবংশীয় যোদ্ধা বিশেষ।

ভোজ — যদুবংশ। মালব ও বিদর্ভের নিকটবর্তী দেশ।

মগধ দেশ — পাটনা-গায়ের নিকটে।

মণিপদ্র — আধুনিক মণিপদ্র নয়; মহাভারতের মণিপদ্র অনির্ণীত।

মৎস্যদেশ — রাজপুতানায় ঢোলপদ্র রাজ্যের পশ্চিমে। মতান্তরে আধুনিক জয়পদ্র।

মদ্র দেশ — পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যে।

মধ্য দেশ — হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যে, প্রয়াগের পশ্চিমে গ্রন্থে কুরুদেশের পূর্বে অবস্থিত ভূভাগ।

ময় দানব — নম্রুচির ভ্রাতা, পাণ্ডবরাজসভা-নির্মাণাতা।

মহেন্দ্র পর্বত — পূর্বঘাট পর্বতমালা।

মাদ্রী — মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী, পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী, নকুল-সহদেবের জননী।

মালব দেশ — মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোয়া।

মাহিষ্মতী পদ্রী — মধ্যপ্রদেশে নিম্নার জেলায় নর্মদাতীরে।

মেকল দেশ — নর্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টকের নিকটে।

মেরু, সূর্যমেরু — চীন-তুর্কিস্থানে, সম্ভবত হিন্দুকুশ পর্বত।

যদুধামন্যু — পাণ্ডাল বীর বিশেষ।

যদুধিষ্ঠির — পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পদ্র, ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জাত।

যদুযজ্ঞসু — বৈশ্যায় গর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রের পদ্র।

রৈবতক পর্বত — কাথিয়াবাড়, আধুনিক গিরনার।

লক্ষ্মণ — দুর্যোধন-পদ্র।

লৌহিত্য — ব্রহ্মপদ্র নদ।

শকুনি — দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবলের পদ্র।

শঙ্খ — বিরাটের জ্যেষ্ঠপদ্র।

শক্তি — ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ।

শতঘ্নী — লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ।

শতানীক — বিরাটের ভ্রাতা।

শল্য — বাহুবীক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মাদ্রীর ভ্রাতা।

শান্তনু — প্রতীপের পদ্র, ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষের পিতা।

শাম্ব — কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পদ্র।

শাল্য দেশ — সম্ভবত রাজপুতানায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নামও শাল্য;

শিখণ্ডী — দ্রুপদের পদ্র, পূর্বজন্মে কাশীরাজকন্যা অম্বা।

শিশুপায়া — চণ্ডি দেশের রাজা, দমঘোষ-পদ্র, কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই।

শুকদেব — ব্যাসের পুত্র।

শূর — বসুদেবের পিতা।

শূরসেন — মথুরার নিকটবর্তী প্রদেশ।

শ্রুতায়ু — কলিঙ্গরাজ।

শ্বেত — বিরাটের মধ্য পুত্র।

সঞ্জয় — ধৃতরাষ্ট্রের সারণি, সূত-জ্যোতীষ।

সত্যজিৎ — দ্রুপদের ভ্রাতা।

সত্যবতী — অন্য নাম মৎস্যগম্ভা, উপরিচর বসুর কন্যা, মৎসীগর্ভে জাতা, ব্যাসের জননী। পরে শান্তনুর পত্নী এবং চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষের জননী।

সমন্তপঞ্চক — কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পঞ্চদ্রুদবৃদ্ধ স্থান।

সহদেব — নকুল দেখ। জরাসন্ধ-পুত্র, মগধরাজ।

সাত্যকি — বৃষ্ণিবংশীয় বাদববীর, সত্যকের পুত্র, শিনির পোত্র।

সারণ — কুরুর বৈয়াক্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর।

সুদেহা — বিরাটমহিষী, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকয়রাজকন্যা।

সুদল — গান্ধাররাজ, গান্ধারী ও শকুনির পিতা।

সুভদ্রা — কুরুর বৈয়াক্র ভগিনী, অর্জুন-পত্নী, অভিমন্যু-জননী।

সুযোদ — যোদ দেখ।

সুদাম্পত, সৌ — আধুনিক কাথিয়াবাড় ও গুজরাট।

সুশর্ম — দ্রিগর্ত দেশের রাজা।

সুহৃদ দেশ — তমলুকুর নিকট।

সোমদত্ত — কুরুবংশীয়, বাহুবীকরাজপুত্র, ভূরিপ্রবার পিতা।

সৌতি — প্রকৃত নাম উগ্রপ্রবা, জাতিতে সূত; ইনি নৈমিষারণ্যের ঋষিদের মহাভারত শুনিয়েছিলেন।

সৌবীর দেশ — রাজপুতানার দক্ষিণ; মতান্তরে সিন্ধু প্রদেশে।

হস্তিনাপুর — দিল্লির পূর্বে, বিরাটের নিকট, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।

হিড়িম্বা — ভীষ্মের রাক্ষসী পত্নী, ধৃষ্টোৎকচ-জননী।